

[প্রথম ভাগ]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

* গ্রন্থাবলী *

[প্রথম ভাগ]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১॥৹

সূচীপত্র

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

অনুবাদকের নিবেদন

মহাকবি কালিদাস-কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের দুই প্রকার গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এক, গৌড়ীয় গ্রন্থ; আর এক, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত গ্রন্থ। এই শেষোক্ত গ্রন্থ, বঙ্গদেশ ছাড়া, ভারতবর্ষের আর সমস্ত প্রদেশেই সমাদৃত। পণ্ডিতবর মনিয়ার উইলিয়ামস্, তিনিও শেষোক্ত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া এই প্রসিদ্ধ নাটক ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত-চূড়ামণি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াই শকুন্তলার নব-সংস্করণ প্রচার করেন। উক্ত উভয়বিধ গ্রন্থের মধ্যে বিস্তর পাঠভেদ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ তৃতীয় অঙ্কের শেষভাগটি গৌড়ীয় গ্রন্থে অনেকটা বিস্তৃত। এই উভয়বিধ গ্রন্থের দোষগুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন; কিন্তু সামান্য বুদ্ধিতে এইটুকু উপলব্ধি হয়, গৌড়ীয় গ্রন্থে, তৃতীয়াঙ্কের শেষ ভাগে শকুন্তলার চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার তপোবনোচিত অকৃত্রিম সরল সৌন্দর্য্য সম্যগ্‌রূপে রক্ষিত হয় নাই। এই নিমিত্ত উহার কিয়দংশ কালিদাসের রচনা বলিয়াই প্রতীতি হয় না। সে যাহা হউক, এ বিষয় বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা আমার নাই। তাই, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণের অনুসরণ করিয়া আমি শকুন্তলার অনুবাদ করিয়াছি। তবে, গৌড়ীয় গ্রন্থের দুই-চারিটি কবিতা আমার এই অনুবাদিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া এইরূপ [ ] বন্ধনীর দ্বারা পরিচিহ্নিত করিয়াছি; এবং পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, গৌড়ীয় গ্রন্থ হইতে তৃতীয়াঙ্কের কিয়দংশ পরিশিষ্ট-ভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

পরিশেষে পাঠকের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, আমার এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদনে সম্যগ্‌রূপে সমর্থ হইবেন, এরূপ প্রত্যাশা যেন কেহ না করেন। দুষ্মন্ত মাধব্যকে শকুন্তলার চিত্র দেখাইবার সময় যাহা বলিয়াছিলেন, এই অনুবাদ সম্বন্ধে আমারও তাহাই বক্তব্য:—

"যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্॥"
অনুরূপ রূপ যেথা আঁকা নাহি যায়,
চিত্রকর অন্যরূপে চিত্র করে তায়।
সে পূর্ণ সৌন্দর্য্য তার হয়নি চিত্রিত
কিঞ্চিৎ লাবণ্য মাত্র রেখায় অঙ্কিত॥

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।

দুষ্মন্ত।—হস্তিনার রাজা।

মাধব্য।—(বিদূষক) রাজার বয়স্য।

সর্ব্বদমন।—(ভরত) দুষ্মন্তের পুত্র।

সোমরাত।—রাজ-পুরোহিত।

নগর-পাল।

সূচক।—নগর-রক্ষী।

জানুক।—ঐ

ধীবর।

রৈবতক।—দৌবারিক।

করভক।—দূত।

বাতায়ন।—(কঞ্চুকী) রাজ-অন্তঃপুরের বৃদ্ধ রক্ষক।

দুইজন বৈতালিক।

কণ্বমুনি।—শকুন্তলার প্রতিপালক।

বৈখানস, শার্ঙ্গরব, হারীত, গৌতম—কণ্বমুনির শিষ্যগণ।

মাতলি।—ইন্দ্রের সারথি।

মারীচ।—একজন প্রজাপতি-ঋষি।

স্ত্রীবর্গ

নটী।

শকুন্তলা।—কণ্বমুনির পালিতা কন্যা।

অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—শকুন্তলার সখী।

গৌতমী।—একজন বৃদ্ধা তাপসী।

চতুরিকা, পরভৃতিকা, মধুকরিকা—পরিচারিকাগণ।

প্রতিহারী।—(স্ত্রী-দ্বারপাল)

যবনীগণ।—(রাজার মৃগয়া-সঙ্গিনী যবন-পরিচারিকা)

সানুমতী।—একজন অপ্সরা; শকুন্তলার জননীর সখী।

অদিতি।—মারীচ ঋষির স্ত্রী।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

প্রস্তাবনা

নান্দী

সূত্রধার।—স্রষ্টার যে আদ্যা সৃষ্টি সেই অম্বুরাশি;
বিধিমতে হুত হবি করেন বহন
যেই হুতাশন; আর, যজ্ঞের যে হোতা;
অহোরাত্রি-কালধারী শশাঙ্ক তপন;
শ্রবণ-বিষয়বহ এই যে আকাশ
রহিয়াছে প্রসারিত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া;
সর্ব্ববীজ-মূলাধার এই যে পৃথিবী;
প্রাণীদের প্রাণদাতা এই যে বাতাস;
এ অষ্ট মূরতি যাঁর সেই মহেশ্বর
রক্ষণ করুন তিনি তোমাদের সবে!

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আর্য্যে! নেপথ্য-বিধান যদি সমাপ্ত হয়ে থাকে তো এইখানে একবার এসো দেখি।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন?

সূত্রধার।—আজ এই সভায় অনেক পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমাগম হয়েছে, তা আজ কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক অভিনব নাটকটির অভিনয় ক'রে এঁদের মনোরঞ্জন করা যাক্ না কেন। দেখ আর্য্যে, নাটকের প্রত্যেক পাত্র যাতে সুন্দররূপে অভিনয় করে, তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন কোরো।

নটী।—আপনি যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, তাতে অভিনয় কোন অংশেই নিন্দনীয় হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সূত্রধার।—আর্য্যে! প্রকৃত কথা তোমাকে তবে খুলে বলি;—

পণ্ডিতের পরিতোষ যাবৎ না হয়
সাধু বলি' নাহি মানি সেই অভিনয়।
সুশিক্ষিত যেই জন শাস্ত্র অধ্যয়নে
আপনাতে অবিশ্বাস তারো হয় মনে॥

নটী।—সে কথা সত্য। এখন তবে কি করতে হবে, আমাকে আজ্ঞা করুন।

সূত্রধার।—আপাততঃ উপস্থিত সভাসদ্‌গণের একটু শ্রুতিরঞ্জন করতে হবে, আর কিছুই নয়। দেখ, এখন গ্রীষ্মকালের সবে আরম্ভ; এই সুখ-ভোগ্য গ্রীষ্ম ঋতু সম্বন্ধে কোন একটি গান গাইলে ভাল হয় না? দেখ এখন:—

সুস্নিগ্ধ সুখের স্নান সরসীর জলে,
পাটল-কুসুম-গন্ধে বন ভরপুর;
দিবসে সুলভ নিদ্রা তরুছায়া-তলে:
দিনান্ত সুরম্য, বায়ু বহে ঝুরুঝুর॥

নটী।—আচ্ছা, ঐরূপই একটি গান গাচ্ছি:—

(গীত)

গুণগুণ গুঞ্জই মৃদু মৃদু চুম্বই
অলিকুল বসে যেই ফুলে
সে কোমল শিরীষে হৃদয়ের হরিষে
সযতনে সাবধানে তুলে'
যতেক সীমন্তিনী প্রিয়-হৃদি-রঙ্গিনী
পরায় আপন শ্রুতি-মূলে॥

সূত্রধার।—আর্য্যে! গানটি অতি সুন্দর গেয়েছ। আহা! রাগ-বিমুগ্ধ সমস্ত রঙ্গভূমি যেন একটি চিত্রের মত বোধ হচ্ছে। আচ্ছা, এখন তবে কোন্ গ্রন্থের অভিনয় ক'রে এঁদের চিত্তরঞ্জন করা যায় বল দেখি?

নটী।—আপনি তো পূর্ব্বেই বলেছিলেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক একটি অপূর্ব্ব নাটক আজ এইখানে অভিনয় করা হবে।

সূত্রধার।—আর্য্যে, ঠিক্ মনে ক'রে দিয়েছ। আমি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেম। তার কারণ কি জান?

কোথা যায় চিত্ত মম তব গীত সাথে
দুষ্মন্ত যেমন ওই মৃগের পশ্চাতে॥

[উভয়ের প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর।

(রথোপরি শরকার্মুক হস্তে মৃগানুসারী রাজা ও সারথির প্রবেশ)

সারথি।—(রাজা ও মৃগ উভয়কে দেখিয়া) রাজন্!

কৃষ্ণসারে দৃষ্টি রাখি' কর যবে বাণের সন্ধান।
হেরি তোমা যজ্ঞ-মৃগ-অনুসারী পিনাকী সমান॥

রাজা।—হরিণটিকে অনুসরণ কর্‌তে কর্‌তে আমরা কতদূরে এসে পড়েছি। দেখ সারথি, হরিণটি

কিবা চারু গ্রীবাভঙ্গে ফিরে ফিরে চায়
একদৃষ্টে মুহুর্মুহু রথটির বাগে;
শরপাত-ভয়ে মৃগ আকুঞ্চিতকায়,
পশ্চাতের দেহ যেন পশে পূর্ব্বভাগে।
শ্রমে আধো-খোলা মুখ, খসি' তাহা হ'তে
অর্দ্ধেক চর্ব্বিত তৃণ পড়ে পথে পথে।
কি দীর্ঘ দিতেছে লম্ফ, মনে হয় তায়
ব্যোম-মার্গে গতি তার অল্পই ধরায়॥

দেখ সারথি, আমরা সমানে সমান অনুসরণ ক'রে এসেছি, তবু মৃগটিকে ধরে' উঠ্‌তে পারচিনে। এখন যেন প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছে।

সারথি।—মহারাজ, উঁচু-নীচু ভূমি বলে' আমি অশ্বের রাশ সংযত ক'রে রেখেছিলেম, তাই রথের বেগটাও একটু কমে এসেছিল। এখন আমরা সম-ভূমিতে এসে পড়েছি, এখন আর হরিণকে ধর্‌তে বেশি কষ্ট হবে না।

রাজা।—আচ্ছা, এবার তবে রাশ খুব শিথিল ক'রে দেও।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ। দেখুন এখন কেমন

লোল-রশ্মি অশ্বগণ প্রসারিয়া কায়
(নিষ্কম্প চামর-চূড়া, ঊর্দ্ধকর্ণ স্থির)
নিজ পাদোত্থিত ধূলা লঙ্ঘিয়া হেলায়
না সহি' মৃগের বেগ ছুটে যেন তীর॥

রাজা।—তাই তো! এই অশ্বেরা যে ইন্দ্রের ও সূর্য্যের অশ্বকেও অতিক্রম করেছে দেখছি। দেখ না কেন, এমনি রথের বেগ

এই যাহা সূক্ষ্ম দেখি, হয় তা বিস্তৃত,
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন যাহা, হয় তা মিলিত।
স্বভাবত বক্র যাহা দেখিতে নয়নে
সরল-রেখা সম এবে প্রতিভাত মনে।
পার্শ্ব-লগ্ন ক্ষণ নাহি থাকে পার্শ্বদেশে
দূর-বস্তু দেখি পাশে আঁখির নিমেষে॥

সারথি, এইবার দেখ, মৃগকে বধ করি। (শর-সন্ধান)

নেপথ্যে।—ভো ভো রাজন্! আশ্রম-মৃগেরে বধ কোরো না, কোরো না।

সারথি।—(কর্ণপাত ও অবলোকন করিয়া) মহারাজ, দুইজন তাপস আপনার লক্ষ্য-পথের মাঝ-খানে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) রথ থামাও, রথ থামাও।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (রথ স্থাপন)

(সশিষ্য বৈখানসের প্রবেশ)

বৈখানস।—(হস্তোত্তোলন করত) ভো ভো রাজন্! আশ্রম-মৃগেরে বধ কোরো না, কোরো না।

ছেড়ো না ছেড়ো না ওগো মৃগ-পরে বাণ
কোমল কুসুমে হবে অগ্নি-বরিষণ।
কোথা অতি সুকুমার হরিণের প্রাণ
কোথা তব তীক্ষ্ণধার বজ্র-সুভীষণ।
অসন্ধান-বাণ তব সংহর ত্বরিতে
আর্ত্তত্রাণে অস্ত্র—নহে নির্দ্দোষে বধিতে॥

রাজা।—এই আমি বাণ ফিরে নিলেম।

বৈখানস।—পুরুকুল-প্রদীপেরই উপযুক্ত হয়েছে।

পুরুবংশধর, তব যোগ্য এই কাজ
পাবে পুত্র গুণবান্ চক্রবর্ত্তি-রাজ॥

রাজা।—(প্রণাম করিয়া) ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।

বৈখানস।—রাজন্, আমরা সমিধ-কাষ্ঠ আহরণের জন্য যাচ্চি। ঐ মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বঋষির আশ্রম দেখা যাচ্চে। যদি অন্য কাজের ব্যাঘাত না হয়, তবে আশ্রমে প্রবেশ ক'রে আতিথ্য-সংকার গ্রহণ করুন। তা ছাড়া

তপস্যা নির্ব্বিঘ্ন দেখি বুঝিবে রাজন্
কীণাঙ্কিত ভুজবলে রক্ষিছ কেমন॥

রাজা।—কুলপতি কণ্ব এখন কি আশ্রমে আছেন?

বৈখানস।—সম্প্রতি তিনি দুহিতা শকুন্তলার উপর আতিথ্য-সৎকারের ভার দিয়ে শকুন্তলার গ্রহ-শান্তির জন্য সোমতীর্থে যাত্রা করেছেন।

রাজা।—আচ্ছা, তাঁর সঙ্গেই তবে সাক্ষাৎ কর্‌ব। তিনিই মহর্ষিকে আমার ভক্তি জানাবেন।

বৈখানস।—আমরা তবে এখন আমাদের কাজে চল্লেম।

[সশিষ্য বৈখানসের প্রস্থান।

রাজা।—সারথি, এইবার রথ চালাও। চল, আমরা মহর্ষির পুণ্যাশ্রম দর্শন ক'রে আত্মাকে পবিত্র করি।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (রথ-চালন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

তপোবন-প্রদেশ

রাজা।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) এ যে তপোবন-প্রদেশ, তা কেহ না বলে' দিলেও জানা যায়।

সারথি।—কিরূপে মহারাজ?

রাজা।—তুমি কি দেখ্‌চ না?

শুক-মুখ-পরিভ্রষ্ট ধান্য-অবশেষ
আচ্ছন্ন করেছে ওই তরুতলদেশ।
তৈলাক্ত উপল-খণ্ড দেখি' হয় মনে
ভেঙেছে ইঙ্গুদী-ফল মুনি-ঋষিগণে।
মানুষের শব্দ সহি' বিশ্বস্ত নির্ভীক
স্বচ্ছন্দে বিচরে মৃগ হেথা চারিদিক।
বল্কল হ'তে জল হয়ে বিগলিত
জলাশয়-পথ করে রেখায় অঙ্কিত॥

আরও দেখ:—

{ সরোবর-জলরাশি পবনে আকুল
বীচিভঙ্গে ধৌত করে তট-তরুমূল।
তরুশাখা-সমুদ্গত পল্লব নবীন
যজ্ঞ-হোম-ধূম-স্পর্শে বিবর্ণ মলিন।
আশ্রম-সমীপে ছিন্ন কুশভূমি পরে
নির্ভয়ে হরিণ-শিশু মৃদুমন্দ চরে॥ }

সারথি।—মহারাজ, আপনি যা বল্‌চেন, তা অতি যথার্থ কথা। এখন বুঝ্‌তে পারচি।

রাজা।—(অল্পে অল্পে তপোবনমধ্যভাগে গমন করিয়া) আর অধিক দূর গেলে তপোবনবাসীদের উৎপীড়ন করা হবে, এই স্থানেই রথ রাখো। আমি অবতরণ করি।

সারথি।—আমি রাশ ধরে' রেখেছি। মহারাজ অবতরণ করুন।

রাজা। (রথ হইতে অবতরণ ও নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখ সারথি, তপোবনে বিনীতবেশে প্রবেশ করা উচিত। আমার এই অলঙ্কার ও ধনুর্ব্বাণ তোমার নিকট থাক্। (অলঙ্কার ও ধনু অর্পণ) আমি যতক্ষণ আশ্রমবাসীদের দর্শন ক'রে ফিরে না আসি, ততক্ষণ তুমি আর্দ্রপৃষ্ঠ ক'রে অশ্বদের শ্রান্তি দূর কর।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[সারথির প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম-উদ্যান।

রাজা।—(ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) এই তো আশ্রমের পথ—এইবার প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন) এ কি!

প্রশান্ত আশ্রমদেশ—বাহু কেন তবে
স্পন্দন করিছে হেন?—না জানি কি হবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা অবশ্য তা ফলে;
নিয়তির দ্বার মুক্ত বিশ্ব-ভূমণ্ডলে॥

নেপথ্যে।—এ-দিকে সখি, এ দিকে!

রাজা।—(উৎকর্ণ হইয়া) উদ্যানের দক্ষিণভাগে কার্ বাক্যালাপ শোনা যাচ্চে না?—হাঁ তাই তো, তবে ঐ দিকেই যাই। (ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও অবলোকন করিয়া) ওহো! এই তাপস-কন্যারা নিজ নিজ দেহ-প্রমাণ এক একটি ঘট নিয়ে চারাগাছগুলিতে জল-সেচন কর্‌বার জন্য এই দিকে আস্‌চে। আহা, কি রূপ-মাধুরী!

এ হেন সুন্দর তনু আশ্রম-মাঝার
রাজ-অন্তঃপুরে যদি জন্ম লো দুর্লভ
তবে তো অরণ্য-লতা লাবণ্যে তাহার
উদ্যানের লতাগণে করে পরাভব॥

এই ছায়াতলের আশ্রয়ে থেকে সমস্ত দেখা যাক্।

(দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন)

(সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা।—এই দিকে সখি, এই দিকে।

অনসূয়া।—সখি শকুন্তলে, তাত কণ্ব দেখ্‌ছি তোমার চেয়ে এই আশ্রমের গাছগুলিকে বেশী ভালবাসেন। তুমি সখি নবমল্লিকা ফুলের মত কোমল, তোমাকে কিনা এই সকল গাছে জল-সেচনের ভার দিয়েছেন!

শকুন্তলা।—সখি অনসূয়ে, আমি যে শুধু তাত কণ্বের কথাতেই জল দিচ্ছি, তা নয়, আমি ওদের আপনার বোনের মত ভালবাসি। (জল-সিঞ্চন)

রাজা।—(স্বগত) ইনিই কি সেই কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা? (সবিস্ময়ে) অহো! ভগবান্ কণ্বের কি অবিবেচনা, তিনি এই কোমলাঙ্গীকে কিনা আশ্রম-ধর্ম্মে নিযুক্ত করেছেন!

সুললিত তনু এই স্বভাব-সুন্দর
তপ কষ্টসহ তারে যে করিতে চায়
পদ্মপত্র-ধার দিয়া সেই ঋষিবর
ছেদন করিতে ইচ্ছু শমীর শাখায়॥

ইনি এখানে বেশ নিশ্চিন্তভাবে বিচরণ করচেন, এই সময়ে বৃক্ষের অন্তরালে থেকে ভাল ক'রে দেখি।

শকুন্তলা।—(বৃক্ষ-সেচনে বিরত হইয়া) সখি অনসূয়ে, দেখ, প্রিয়ম্বদা আমার বল্কলটা বড় এঁটে বেঁধে দিয়েছে, আমার লাগ্‌চে। একটু শিথিল ক'রে দেও তো সখি।

অনসূয়া।—এই দি। (শিথিলীকরণ)

প্রিয়ম্বদা। (সহাস্যে) শকুন্তলে, আমার দোষ দিচ্চ কেন সখি, বরং তোমার ঐ বুক-ভরা নবযৌবনের দোষ দেও।

রাজা।—(স্বগত) ঠিক কথা।

{ গ্রন্থিবদ্ধ বল্কল স্কন্ধের উপর
তাহে ঢাকা সুবিশাল চারু পয়োধর।
সুকুমার নব তনু কিবা শোভা ধরে
কুসুম আবদ্ধ যেন পাণ্ডুপত্রোদরে॥ }

অথবা আমার মনে হয়, দেহের অনুরূপ পরিচ্ছদটি হয়নি বলেই ওঁর সৌন্দর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি হয়েছে।

সুচারু শৈবালে ঢাকা যথা সরোজিনী
অথবা কলঙ্ক-যুক্ত শশাঙ্ক যেমনি
বল্কলের বাসে তথা আরো শোভা পায়
কি না হয় অলঙ্কার সুন্দরীর গায়॥

শকুন্তলা।—(সম্মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) সখি, দেখ, ঐ কেশর গাছের পাতাগুলি বাতাসে কেমন দুল্‌চে—ঠিক মনে হচ্চে যেন আঙ্গুল নেড়ে ওর কাছে শীঘ্র যাবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করচে। তবে ওর কাছেই যাই। (পরিক্রমণ)

প্রিয়ম্বদা।—শকুন্তলে, তুমি একটু স্থির হয়ে ঐখানে দাঁড়াও দিকি সখি।

শকুন্তলা।—কেন বল দেখি?

প্রিয়ম্বদা।—গাছটির কাছে তুমি দাঁড়ালে মনে হয় যেন গাছটি আপনার মনোমত একটি লতা পেয়েছে।

শকুন্তলা।—সখি, তুমি প্রিয়ম্বদাই বটে!

রাজা।—(স্বগত) প্রিয়ম্বদা যে শুধু প্রিয় কথা বলেছেন, তা নয়, কথাটা সত্যও বটে।

আরক্তিম ওষ্ঠাধর নব কিশলয়
বাহুদ্বয় যেন আহা কচি শাখা দুটি।
লোভনীয় কুসুম সম সারা অঙ্গময়
যৌবন সহসা যেন উঠিয়াছে ফুটি॥

অনসূয়া।—দেখ শকুন্তলে, তুমি যার নাম বনজ্যোৎস্না রেখেছিলে, সেই নবমল্লিকার লতাটি স্বয়ম্বরা-বধূর মত কেমন ঐ সহকার তরুটিকে আশ্রয় করেছে দেখ; তুমি কি ওকে ভুলে গেছ সখি?

শকুন্তলা।—ওকে ভুল্‌ব? তা হ'লে বলনা কেন, কোন্ দিন আপনাকেও ভুলে যাব! (লতার নিকটে গিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) দেখ অনসূয়ে, সুন্দর সময়ে দুজনের মিলন হয়েছে! দেখ, নবমল্লিকারও নূতন ফুল ফুটেছে, আবার সহকারের গায়েও কচি কচি পাতা বেরিয়েছে। এখন দুজনেরই সুখের যৌবনকাল।

(দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরভাবে অবলোকন)

প্রিয়ম্বদা।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) দেখ অনসূয়ে, শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে ওরূপভাবে দেখছে কেন, তা জান?

অনসূয়া।—না সখি, জানি না। কেন বল দেখি?

প্রিয়ম্বদা।—ও এই কথা ভাবচে, বনজ্যোৎস্না যেমন একটি মনের মত বর পেয়েছে, আমিও যেন ঐরূপ একটি পাই। তাই না সখি?

শকুন্তলা।—সখি, তুমি নিজে ঐরূপ ভাব কি না, তাই বল্‌চ। ও আমার মনের কথা না। (জল-সেচন)

রাজা।—(স্বগত) ঋষি-পত্নী যদি ক্ষত্রজাতীয়া হন, আর সেই গর্ভে যদি শকুন্তলার জন্ম হয়ে থাকে, তা হ'লে কি সুখেরই হয়; কিন্তু মিথ্যা কেন সন্দেহ কর্‌চি, কথাটি নিশ্চয়ই তাই।

ক্ষত্রিয়ে বরিতে বাধা নাহিক বালার
নতুবা চাহিছে কেন হৃদয় আমার।
সন্দেহ সজ্জনমনে উদিলে কাচিৎ
প্রবৃত্তি প্রামাণ্য বলি' ধরাই উচিত॥

তবু ভাল ক'রে একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

শকু।—(সভয়ে) ও মা, এ কি! নবমল্লিকায় জল দিতে দিতে একটা ভ্রমর নবমল্লিকা ছেড়ে আমার মুখের পানে আস্‌ছে যে! (ভ্রমর তাড়াইবার চেষ্টা)

{ রাজা।—(সস্পৃহ-লোচনে) আহা! ভ্রমরের উৎপীড়নটাও আমার রমণীয় বলে' বোধ হচ্ছে। }

{ যে দিকে যে দিকে অলি ফিরিছে যখনি
সেই দিকে চারুনেত্র ফিরায় তখনি।
অশিক্ষিতা ছিল বালা ভুরুর খেলায়
প্রেম স্থলে ভয় আসি' সে বিদ্যা শিখায়॥ }

আহা!

চঞ্চল অপাঙ্গ-দৃষ্টি, কম্পিত আকার,
তবু পরশিছ অলি অঙ্গ বার বার।
গুঞ্জিতেছ কাণে কত রহস্যের বাণী
হস্তের তাড়না তার কিছু নাহি মানি'
পিতেছ অধর-সুধা রতি-সুখ-সার।
সে সুখ নাহিক, কিন্তু অদৃষ্টে আমার।
তুই অতি ভাগ্যবান্, ধন্য অলি ওরে!
আমি শুধু তত্ত্বান্বেষী, হতা বলি তোরে॥

শকুন্তলা।—এই দুষ্ট কিছুতেই ক্ষান্ত হচ্চে না। আমি এখান থেকে যাই। (দুই এক পা গমন করিয়া) কি আপদ! এখানেও যে আস্‌চে। ভ্রমরটা আমাকে ভারি জ্বালাতন কর্‌চে, আমি আর পারি নে, তোমরা আমাকে রক্ষা কর সখি।

উভয়ে।—(হাসিতে হাসিতে) আমরা রক্ষা করবার কে সখি? দুষ্মন্তকে ডাক। তিনিই তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা।

রাজা।—(স্বগত) ওঁদের সম্মুখে উপস্থিত হবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটেছে। (প্রকাশ্যে) ভয় নাই, ভয় নাই—(স্বগত) না, এরূপ বলা হবে না, তা হ'লে রাজা বলে' জান্‌তে পার্‌বে—আর কিছু বলে' পরিচয় দিই।

শকু।—(পদান্তরে গিয়া সদৃষ্টিক্ষেপ) ও মা, এ কি জ্বালা, এখানেও যে আবার আস্‌চে!

রাজা।—(সহসা সম্মুখে আসিয়া)

সমস্ত ধরণীমাঝে যার সিংহাসন
দুরাত্মা, দুষ্টের যিনি করেন শাসন
সেই সে পৌরব-রাজ থাকিতে ধরায়
কে করে রে অত্যাচার তাপসী-জনায়?

সকলে।—(রাজাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীতা)

অনসূয়া।—বিশেষ এমন কিছুই নয়। একটা ভ্রমর এসে আমাদের সখীকে বড় বিরক্ত করছিল, তাই সখী বড় কাতর হয়ে পড়েছেন। (শকুন্তলাকে প্রদর্শন)

রাজা।—(শকুন্তলা-সমীপে গমন করিয়া) ভদ্রে, তপস্যার সমস্ত মঙ্গল তো?

শকুন্তলা।—(লজ্জাভয়ে মৌনা)

অনসূয়া।—আপাতত এই মঙ্গল দেখা যাচ্চে, আপনার মত লোক আমাদের আজ অতিথি। সখি শকুন্তলে, তুমি কুটীরে গিয়ে ফল ও অর্ঘ্যপাত্র নিয়ে এসো দেখি। জলের প্রয়োজন নেই, এই কলসে যে জল আছে, তাতেই প্রক্ষালনের কাজ হবে।

রাজা।—আপনাদের মধুর সম্ভাষণেই আমার যথেষ্ট আতিথ্য হয়েছে—অন্য আয়োজনের প্রয়োজন নাই।

অনসূয়া।—আর্য্য, এই শীতল সপ্তপর্ণ-বেদিতে বসে' শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা।—আপনারাও জল সেচনে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছেন, আপনারাও এইখানে বসে' কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করুন না।

প্রিয়ম্বদা।—(জনান্তিকে) দেখ শকুন্তলে, অতিথির সেবা করা উচিত। এস, আমরাও এইখানে বসি। (সকলের উপবেশন)

শকুন্তলা।—(স্বগত) এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে তপোবন-বিরুদ্ধ ভাব আমার মনে আস্‌ছে কেন?

রাজা।—(সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)

আহা! আপনাদের যেমন সমান বয়স, সমান রূপ, তেমনি আবার—আপনাদের সৌহার্দ্দ অতীব রমণীয়।

প্রিয়ম্বদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে, ইনি কে বল দেখি? দেখতে চতুর অথচ গম্ভীর, কথাও বেশ মধুর। আবার কেমন তেজস্বী।

অনসূয়া।—(জনান্তিকে) সখি, ইনি কে, আমারও জান্‌তে কৌতূহল হচ্চে। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন। (প্রকাশ্যে) আর্য্য! আপনার মধুর আলাপে ভরসা পেয়ে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস কর্‌চি। না জানি আপনি কোন্ রাজর্ষিকুলের অলঙ্কার, না জানি সম্প্রতি কোন্ দেশকে বিরহ-কাতর ক'রে, আপনার সুকুমার শরীরকে কষ্ট দিয়ে এই তপোবনে পদার্পণ করেচেন।

শকুন্তলা।—(স্বগত) হৃদয়! উতলা হয়ো না, তুমি যা জান্‌বার জন্য উৎসুক, অনসূয়া সেই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করেচে।

রাজা।—(স্বগত) এখন কি করি?—আত্ম-পরিচয় দি, কি আত্মগোপন করি?—আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) পৌরব-রাজ আমাকে ধর্ম্ম-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, তাই তপোবনে তপশ্চর্য্যার কোন ব্যাঘাত হচ্চে কি না জান্‌বার জন্য এইখানে এসেছি।

অনসূয়া।—আজ তবে তপোবনবাসিগণ সনাথ হলেন।

শকুন্তলা। (লজ্জায় অভিভূতা)

সখীদ্বয়।—(শকুন্তলা ও রাজার ভাবভঙ্গি দেখিয়া জনান্তিকে) আজ যদি তাত কণ্ব এই সময়ে এসে পড়েন?

শকুন্তলা।—(জনান্তিকে) তা হ'লে কি হবে?

উভয় সখী।—(জনান্তিকে) তা হ'লে তাঁর জীবনসর্ব্বস্বকে দিয়েও আজ অতিথিবিশেষকে কৃতার্থ করেন।

শকুন্তলা।—যাও সখি। তোমরা কি মনে ক'রে কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমি আর তোমাদের কথা শুন্‌তে চাইনে।

রাজা।—আপনাদের সখীর সম্বন্ধে আমি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?

সখীদ্বয়।—সে তো আপনার অনুগ্রহ।

রাজা।—শুনেছি মহর্ষি কণ্ব কৌমারব্রহ্মচারী, কখনই দার পরিগ্রহ করেন নি, তবে আপনাদের সখী কিরূপে তাঁর কন্যা হলেন?

অনসূয়া।—তবে শুনুন আর্য্য! কৌশিক গোত্রের একজন মহাতেজস্বী রাজর্ষি আছেন।

রাজা।—শুনেছি, আছেন বটে।

অনসূয়া।—আমাদের প্রিয়সখী প্রকৃতপক্ষে তাঁরই কন্যা। ওঁর জননী ওকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়ায় মহর্ষি কণ্বই ওকে পালন করেন।

রাজা।—ত্যাগের কথা শুনে আমার বিলক্ষণ কৌতূহল হচ্চে। আমি সমস্ত বৃত্তান্তটা আমূল শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

অনসূয়া।—শুনুন তবে আর্য্য। সেই মহর্ষি বিশ্বামিত্র গোমতী নদীতীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, তাতে দেবতারা ভয় পেয়ে তপোভঙ্গের জন্য মেনকা নামে একজন অপ্সরাকে তাঁর নিকট পাঠান।

রাজা।—দেবতারা অন্যের তপস্যায় ভয় পান বটে।

অনসূয়া।—তার পর, এক দিন, মধুর বসন্ত-কালে তার উন্মাদিনী রূপমাধুরী দেখে—

রাজা।—বুঝেছি, ইনি তবে অপ্সরার গর্ভজাত কন্যা?

অন।—হাঁ।

রাজা।—এখন বুঝতে পারলেম!

এ রূপ মানুষী-গর্ভে নহেকো সম্ভব
ধরায় বিজলি কভু হয় কি উদ্ভব?

শকু।—(অধোমুখী হইয়া অবস্থান)

রাজা।—(স্বগত) এখন তবে আমার আশার পথ মুক্ত হ'ল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সখীরা শকুন্তলাকে পরিহাস ক'রে তাঁর মনোমত বরের কথা কি একটা বলছিলেন। যদি অগ্রেই বাগ্‌দত্তা হয়ে থাকেন, এই সন্দেহে আমার মনটা আবার অস্থির হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা।—(সস্মিতভাবে শকুন্তলাকে দেখিয়া, পরে রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া) আর্য্য যেন আরও কিছু বল্‌বেন বলে' মনে হচ্চে।

শকু।—(সখীকে অঙ্গুলীর দ্বারা তর্জ্জন)

রাজা।—হাঁ, আপনি ঠিক বুঝেছেন। যেরূপ চমৎকার বৃত্তান্ত শোনা গেল, তাতে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

অনসূয়া।—স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন, তপস্বীদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করতে বাধা নাই।

রাজা।—আমি আপনাদের সখীর বিষয়ে শুধু এই কথাটি জানতে চাই—

পরিণয় নাহি হয় যত দিনাবধি
ব্রহ্মচর্য্য পালিবেন মদন-বিরোধী?
হরিণ-নয়না বালা, হরিণীর সনে
কাটিবে কি চিরদিন এই তপোবনে?

প্রিয়।—আর্য্য! বিবাহের কথা দূরে থাক্, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করতে হলেও, ইনি নিজের ইচ্ছামত কিছুই করতে পারেন না। তবে এ কথা সত্য, তাত কণ্ব একটি যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করবেন বলে' সঙ্কল্প করেছেন।

রাজা।—(স্বগত) আমার অভীষ্ট বস্তু তা হ'লে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলে' মনে হচ্চে না।

এবে তবে অভিলাষী হও রে হৃদয়!
এখন মিটিল যবে সকল সংশয়।
অগ্নিশিখা ভাবি যারে করেছিলে ভয়
সেই এবে সুখস্পর্শ রত্ন মনোহর॥

শকুন্তলা।—(রোষের ভাণে) অনসূয়ে, আমি যাই।

অনসূয়া।—কেন সখি?

শকুন্তলা।—প্রিয়ম্বদা যা মনে আসচে তাই বলচে। আমি গৌতমী পিসিকে বলে' দিই গে।

অনসূয়া।—অতিথিসৎকার না করেই অতিথিকে ছেড়ে যাওয়া তো উচিত হয় না সখি।

শকুন্তলা।—(কোন উত্তর না দিয়া প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—(ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া আত্মসম্বরণ করত স্বগত) অহো! প্রেমিক-জনের চেষ্টা তার মনোভাবেরই প্রতিরূপ।

অনুগামী হ'ব বলি' হইয়া উদ্যত
সুশিক্ষা-প্রভাবে গতি করিনু সংযত॥
না উঠিয়া না চলিয়া তবু হ'ল মনে
আবার ফিরিনু বুঝি গিয়া প্রিয়া সনে॥

প্রিয়ম্বদা।—(শকুন্তলাকে আটকাইয়া) না সখি, এ সময়ে তোমার যাওয়া উচিত না।

শকুন্তলা।—(ভ্রূকুটি করিয়া) উচিত নয় কেন?

প্রিয়ম্বদা।—আমি সখি, তোমার হয়ে গাছে দুবার জল দিয়েছিলেম মনে আছে? আমার সেই ধার আগে শোধো, তার পর যেখানে ইচ্ছে যেও।

রাজা।—ভদ্রে! বৃক্ষসেচনে উনি বড়ই শ্রান্ত হয়েছেন দেখ্‌তে পাচ্চি।

ঈষৎ নমিত স্কন্ধ বাহু, করতল
রক্তবর্ণ তুলি' তুলি' ঘট-পূর্ণ জল।
নিশ্বাস প্রবলতর বহে ঘন ঘন
উঠিছে পড়িছে তাহে বিকম্পিত স্তন।
ভিজায়ে শিরীষ-ফুল কর্ণমূল-তলে
কপোল বাহিয়া ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু গলে।
এড়াইয়া পড়ে কেশ কবরী-বন্ধন
এক হস্তে তাহা পুন করে সম্বরণ॥

আচ্ছা, আমি ওঁকে ঋণ মুক্ত করচি। (অঙ্গুরী প্রদানে উদ্যত)

সখীদ্বয়।—(অঙ্গুরীতে দুষ্মন্তের নাম মুদ্রাঙ্কিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত)

রাজা।—এই অঙ্গুরীটি দেখে আপনারা আর কিছু ভাববেন না। এটি রাজার দান। আমাকে আপনারা একজন রাজপুরুষ বলেই জানবেন।

প্রিয়ম্বদা।—সেই জন্যই তো আরও এই আংটীটি আপনার হস্তচ্যুত করা উচিত না। আপনি রাখুন; আপনার কথাতেই উনি ঋণ-মুক্ত হলেন। দেখ শকুন্তলে, ওঁর অনুগ্রহেই হোক্ বা রাজার অনুগ্রহেই হোক্, এখন তুমি ঋণ থেকে মুক্ত হলে। এখন সখি, তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার।

শকুন্তলা।—(স্বগত) আমার শরীর আমার বশে থাকলে তো যাব। (প্রকাশ্যে) আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন যাব। তুমি বল্‌বার কে সখি?

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া স্বগত) আমার যেরূপ ওঁর প্রতি অনুরাগ, ওঁরও কি সেইরূপ আমার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে? হাঁ, তাই বটে, এইবার বোধ হয় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কেননা,

যদিও না কথা কহে আমার কথায়
শোনে কিন্তু মন দিয়া যাহা বলি তায়।
থাকিতে সমক্ষে মম নারে বহুক্ষণ
আমা ছাড়া অন্যত্রেও ফেরে না নয়ন।

নেপথ্যে।—ভো ভো তপস্বিগণ! তপোবন-সন্নিহিত প্রাণিগণের রক্ষার্থ শীঘ্র এসো, মৃগয়া-বিহারী

রাজা দুষ্মন্ত তপোবনের নিকটবর্ত্তী হয়েছেন। ঐ দেখ—

শুকায় বল্কল আর্দ্র তরুর শাখায়
অশ্বখুরোত্থিত ধূলা লাগে তার গায়
অস্তভানু সম ভাতি লোহিত বরণ
আশ্রয়-তরুকে যেন পতঙ্গ-পতন।

আরও দেখ

রথ হেরি' ভয়ে গজ প্রচণ্ড আঘাতে করি'
বন-বৃক্ষনাশ
এক দন্ত স্কন্ধে লগ্ন, চলিছে জড়ায়ে পদে
লতা-গুল্ম-পাশ;
ছিন্নভিন্ন চক্রভঙ্গ করি' ত্রস্ত সচকিত
মৃগ-যূথগণে
তপোবিঘ্ন মূর্ত্তিমান মত্ত গজরাজ ওই
পাশে তপোবনে।

সকলে।—(উৎকর্ণ হইয়া সভয়ে)

রাজা।—(স্বগত) আমার অনুচরবর্গ আমার অন্বেষণে এসে তপোবনবাসীদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করচে। ধিক্! আমি তবে এখনি ফিরে যাই।

অনসূয়া।—আর্য্য, এই অরণ্য-হস্তীর কথা শুনে আমাদের বড় ভয় হয়েছে। আপনার যদি অনুমতি হয় তো এখন আমরা আমাদের কুটীরে গমন করি।

রাজা।—আপনারা যান। আমিও যাতে তপোবনের উৎপীড়ন না হয়, তার ব্যবস্থা করি গে।

সকলে।—(উত্থান)

সখীদ্বয়।—আর্য্য, আপনার মত অতিথির তেমন আদর-যত্ন হ'ল না, তাই আবার দর্শন-প্রার্থনা করতে আমাদের লজ্জা বোধ হচ্চে।

রাজা।—ও কথা বলবেন না, আপনাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট আতিথ্য হয়েছে।

শকুন্তলা।—অনসূয়ে, দেখ সখি, আমার পায়ে কুশের কাঁটা বিঁধে গেছে আর এই কুরুবকের ডালে আমার বল্কলটা আট্‌কে গেছে। তোমরা সখি একটু দাঁড়াও, আমি ছাড়িয়ে নি। (ছুতা করিয়া রাজাকে অবলোকন ও পরে প্রস্থান)

রাজা।—(স্বগত) নগরে ফিরে যেতে আমার আর ঔৎসুক্য নেই। এক কাজ করা যাক্; আমার অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে তপোবনের নিকটস্থ কোন স্থানে অবস্থান করি। আমি কোনমতেই আমার মনকে শকুন্তলার চিন্তা হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারচি নে।

দেহ যায় চলি' আগে
পিছে পড়ি' রহে মোর অস্থির পরাণ।
ধ্বজা ধায় পুরোভাগে
উল্টা উড়ে বায়ু-মুখে ধ্বজের নিশান॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন-পার্শ্বস্থ শিবির।

(বিষণ্ণমুখে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) আঃ! কি উৎপাতেই পড়া গেছে! শিকারী রাজার বয়স্য হয়ে মারা গেলুম! এই মৃগ—এই বরাহ—ঐ বাঘ—এইরূপ ক্রমাগত চীৎকার করচেন; আর এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নসময়ে—না-আছে ছায়া, না-আছে কিছু—জঙ্গলে জঙ্গলে টোঁ-টোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চেন, আর আমাকেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হচ্চে। তৃষ্ণা পেলে পাহাড়ে' নদীর জল খেতে হয়, তাও আবার গাছের পাতা পচে' তেতো বিস্বাদ। আর আহারের মধ্যে বেশির ভাগ তো সেই এক শূল-সাঁকা মাংস—তাও আবার অবেলায় খেতে হয়। সারাদিন অশ্বপৃষ্ঠে মহারাজের পিছনে ছুটে ছুটে গা-হাত-পা এমনি বেদনা করতে থাকে যে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না; আর যদি বা ভোরের বেলা একটু তন্দ্রা আসে, অমনি পাখী-শিকারী ব্যাটারা বনে প্রবেশ করে' এমনি কোলাহল করতে থাকে যে, তাতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। যন্ত্রণার এই শেষ নয়। এর পর আবার "গোদের উপর বিষ-ফোড়া"। আমার যেমন দুরদৃষ্ট, কালকের শিকারে আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছিলেম, আর মহারাজ একটা মৃগকে তাড়া করতে করতে একটা আশ্রমের মধ্যে গিয়ে পড়েন, আর সেইখানে শকুন্তলা বলে' একটি তাপস-কন্যাকে দেখতে পান। তাকে দেখে অবধি উনি আর নগরে ফিরে যাবার নামটিও করেন না।

এমন কি, তাকে ভাবতে ভাবতে আজ সমস্ত রাত্রির একবারও তার চোখের পাতাটি পড়ে নি। এখন উপায় কি?—দেখি, প্রাতঃকৃত্য সেরে তিনি আজ কতক্ষণে এইখানে আসেন। এই যে! ধনুর্ব্বাণ হাতে, বনফুলের মালা গলায়, যবনীরা চার দিকে ঘিরে আছে, আর বন্ধুটি আমার ধীরে ধীরে এই দিকে আসচেন। এই বেলা এক কাজ করা যাক। যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ বিকল হয়ে গেছে, এইরূপ ভাবে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

(লাঠির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান)

(যবনী-পরিবৃত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—সুলভ যদিও নহে প্রিয়া সে আমার
তবু মোর মন।
দেখিতে প্রয়াসী সদা, আছে কি না তার
প্রেমের লক্ষণ।
যদিও না হয় মম পূর্ণ মনস্কাম
মদন-বাসনা।
উভয়েরে চাহে যদি উভয়ের প্রাণ
তবু তো সান্ত্বনা॥

(সস্মিত) এইরূপ বাঞ্ছিত জনের মনোভাব নিজের মনের মত অনুমান ক'রে প্রেমার্থীরা প্রায়ই প্রতারিত হয়।

সুস্নিগ্ধ সে দৃষ্টি তার
যদিও বা পড়ে তাহা অন্য কোনখানে,
তবু যেন মনে হয়
চাহিয়া রয়েছে বালা শুধু আমা পানে।
নিতম্বের গুরুভারে
মন্থর-গামিনী যবে ধীরে ধীরে যায়,
মনে হয় বুঝি বালা
বিলম্বিছে গতি শুধু বিভ্রম-লীলায়;
যেও না যেও না বলি'
সখী তার যবে ধরি' করে টানাটানি,
তখন সে বালা তাহে
প্রকাশে কপট-রোষ; তাই অনুমানি
আমা পরে লক্ষ্য তার
যাহা কিছু করে সব আমারি উদ্দেশে।
প্রেমিকের মন আহো!
আত্মময় দেখে সব প্রেমোন্মত্ত আবেশে॥

বিদূষক।—(পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান হইয়া) মহারাজ, আজ আমার হাত-পা অচল, সুতরাং মুখের কথা-তেই আশীর্ব্বাদ করি, জয়জয়কার হোক্।

রাজা।—এ কি বয়স্য! তোমার পক্ষাঘাত হ'ল কি করে'?

বিদূষক।—কি করে' হ'ল, তা আবার জিজ্ঞাসা করচেন? এক জনের চোখে আঙুল দিয়ে, তার পর যেমন তাকে জিজ্ঞাসা করা "কেন্ রে তোর চোখ দিয়ে জল পড়্‌চে কেন?" এ যে আপনি তাই করলেন! বেশ যা হোক! বাহবা বাহবা!

রাজা।—তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে। স্পষ্ট করে' বল।

বিদূষক।—আচ্ছা মহারাজ, যখন বেত-গাছ জলে নুয়ে থাকে, তখন সে আপনার ইচ্ছাতে নোয়, না বাধ্য হয়ে তাকে নুইতে হয়?

রাজা।—নদীর বেগে বাধ্য হয়েই তাকে নুইতে হয় বটে!

বিদূষক।—আমারও তাই মহারাজ।

রাজা।—কি করে' বল্‌ত?

বিদূষক।—তা নয় তো কি, আপনি রাজকার্য্য সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বুনোদের মত এইখানে শিকার করে' বেড়াচ্চেন—আপনার সঙ্গে থেকে কাজেই আমাদেরও বন-জঙ্গলের পিছনে ছুটতে হচ্চে। সে তো এমন-তেমন নয়, ছুটে-ছুটে আমার হাত-পায়ের বাঁধন-গুল যেন একেবারে ছিঁড়ে গেছে, সর্ব্বাঙ্গ একেবারে অবশ হয়ে পড়েছে। তা মহারাজ, এক দিনের জন্য যদি আমাকে ছুটি দেন তো আমি একটু বিশ্রাম করে' বাঁচি।

রাজা।—(স্বগত) এ তো এইরূপ বলচে, ওদিকে আবার, সেই তাপস-কন্যার কথা মনে পড়ে' মৃগয়ার যেতে আমারও প্রবৃত্তি হচ্চে না।

ধনুকের ছিলা কষি'
আরোপিয়া তাহে তীক্ষ্ণ বাণ
কোন্ প্রাণে মৃগপরে
করি হায় দারুণ সন্ধান;
একসঙ্গে প্রিয়া সনে
সহবাস করে যে হরিণী
শিখায়েছে সে যে তারে
নিজ মুগ্ধ চকিত চাহনি।

বিদূ।—রাজশ্রী মনে মনে কি ভাব্‌চেন শুনি? আমি কি তবে এতক্ষণ অরণ্যে রোদন কচ্ছিলেম?

রাজা।—ভাব্‌ব আর কি? ভাবছিলেম সুহৃদ্বাক্য অলঙ্ঘনীয়। তাই তোমার অনুরোধে মৃগয়ায় আজ না যাওয়াই স্থির করলেম।

বিদূ।—চিরজীবী হোন্ মহারাজ! (প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—আরে, যাও কোথায়?—একটু দাঁড়াও। এখনও আমার কথা শেষ হয় নি।

বিদূ।—বলুন মহারাজ।

রাজা।—তোমার বিশ্রাম হয়ে গেলে, কোন একটা সহজ কাজে আমাকে তোমার একটু সাহায্য করতে হবে। বুঝলে বয়স্য?

বিদূ।—কলায়ের কাজে বুঝি মহারাজ?—বেছে বেছে ঠিক লোকই ঠাউরেছেন। ও কাজে আমি খুব পোক্ত।

রাজা—আচ্ছা, সে কথা পরে বল্‌ব, এখন থাক। ওরে! কে আছে ওখানে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ।—(সপ্রণাম) আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা।—দেখ রৈবতক, সেনাপতিকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো।

দৌ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া সেনাপতির সহিত পুনঃ প্রবেশ) আসুন মহাশয়, মহারাজ আপনার প্রতি কি আজ্ঞা করবেন বলে' তারি ব্যস্ত হয়েছেন।

সেনাপতি।—(রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) যদিও লোকে মৃগয়ার অনেক দোষ কীর্ত্তন করে, কিন্তু প্রভুতে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখচি। মৃগয়া করে' প্রভুর উপকার বই অপকার হয় নি।

অবিরত ধনুছিলা টানিয়া কঠিন তনু,
আতপ-সহনক্ষম গাত্রে স্বেদ নাহি অণু,
কৃশতা যায় না জানা দেহটি আয়ত বলি',
গিরিচর করী সম প্রাণসার মহাবলী।

(সমুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! হিংস্র জন্তুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন শীঘ্র এখান থেকে যাত্রা করা আবশ্যক।

রাজা।—দেখ সেনাপতি, মাধব্য মৃগয়ার নিন্দা করে' আমাকে নিরুৎসাহ করে' দিয়েছেন।

সেনা।—(বিদূষকের প্রতি চুপি চুপি) তুমি শিকারের বিরুদ্ধে খুব বল, কিছুতেই ছেড়ো না। আমি মহারাজের মনস্তুষ্টি করে' শিকারের একটু পক্ষে বলি। (প্রকাশ্যে) ও কি-প্রলাপ বকে, তার ঠিক নেই। মূর্খ ও মৃগয়ার ভাল মন্দ কি বুঝবে। মৃগয়ায় উপকার হয় কি না, মহারাজের শরীরই তার সাক্ষী।

মৃগয়ায় মেদোহীন কৃশোদর, কার্য্যক্ষম দেহ।
মৃগয়ায় জানা যায় পশুদের ভয় ক্রোধ স্নেহ।
ধন্য সেই ধনুর্দ্ধারী চল-লক্ষ্যে সিদ্ধহস্ত যার,
কে বলে মৃগয়া দুষ্য, এ বিনোদ কোথা পাবে আর?

বিদূ।—ভালই হয়েছে! শিকারের বাতিকটা কমে' গিয়ে মহারাজ এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। ইচ্ছা হয়, তুমি জঙ্গলে জঙ্গলে খুব টো-টো করে' বেড়াও না কেন, কে তোমাকে বারণ কচ্চে? কোন্ দিন একটা নর-নাসিকা-লোলুপ বুড় ভালুকের মুখে গিয়ে পড়বে, তখন মজাটা টের পাবে। বুঝলে সেনাপতি মহাশয়?

রাজা—দেখ সেনাপতি ভদ্রসেন, আমরা এখন আশ্রমের নিকটে আছি, তাই তোমার কথাটা অনুমোদন কর্‌তে পারচিনে। দেখ, আজ অবধি

পশুক্ মহিষ-দল পঙ্কিল পল্বলে
শৃঙ্গ দিয়া মুহুর্মুহু আলোড়িয়া জল।
করুক রোমন্থ সুখে মৃগ দলে দলে
অরণ্যের শাখিবর্গ তলি' ছায়াতল।
করুক বরাহ-বৃন্দ পল্বল মন্থন
প্রচুর মুথার মূল করি' উৎপাটন।
আজ এই ধনু মোর লভুক বিশ্রাম
*শিথিল হউক ছিলা—তূণশায়ী বাণ।

সেনাপতি।—যথা অভিরুচি মহারাজের।

রাজা।—দেখ সেনাপতি, যে সকল লোক অগ্রগামী হয়ে পশুর সন্ধানে অরণ্যে গেছে, তাদের ফিরে আস্‌তে বল। আর, সৈনিকদের নিষেধ করে' দেও, যেন তারা তপোবনে কোন প্রকার উপদ্রব না করে। এ বেশ জেনো

যদিও তাপসগণ শম-গুণান্বিত
দাহাত্মক তেজ আছে অন্তরে নিহিত
সূর্য্যকান্ত-মণি ধরে সুখস্পর্শগুণ
তাপিলে তপন-তাপে উগারে আগুন।

সেনাপতি।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

বিদূ।—কি গো সেনাপতি মহাশয়, শিকারে যে ভারি উৎসাহ দেখাচ্ছিলে, এখন শুন্‌লে তো ?

রাজা।—(যবনী-অনুচরগণকে দেখিয়া) যাও ! তোমরা শিকারের বেশ পরিত্যাগ কর ; আর রৈবতক, তুমিও এখন তোমার কাজে যেতে পার।

যবনীগণ ও দৌবারিক।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

বিদূ।—মহারাজ, ঐ মাছিগুলকে তাড়িয়েছেন, ভাল হয়েছে। বাঁচা গেল। এখন চলুন, ঐ লতামণ্ডপের গাছের ছায়ায় যে আসন আছে, ঐখানে বসে' একটু আরাম করা যাক্‌।

রাজা।—আচ্ছা চল। তুমি অগ্রসর হও।

বিদূ।—আসুন মহারাজ।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

রাজা।—মাধব্য, তুমি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু দেখলে না, তোমার চক্ষুই বৃথা।

বিদূ।—ও কথা কি করে' বল্‌চেন মহারাজ, যখন আপনিই আমার চোখের সাম্‌নে রয়েছেন ?

রাজা।—আপনার লোকদের কে না সুন্দর দেখে। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। সমস্ত আশ্রমের অলঙ্কার সেই শকুন্তলাকে মনে করে' আমি বল্‌ছি।

বিদূ।—(স্বগত) এ বিষয়ে মহারাজকে বেশি উৎসাহ দেওয়া হবে না। (প্রকাশ্যে) কিন্তু মহারাজ, তিনি যে তাপস-কন্যা, তাঁকে দেখে তো কোন ফল নেই।

রাজা।—ফলের যদি কোন সম্ভাবনা না থাক্‌ত, তা হ'লে কি ও কথা আমি উত্থাপন করতেম ? এ তুমি বেশ জেনো সখা, পরিহার্য্য বস্তুতে পৌরবদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রকৃত বৃত্তান্তটা তবে শোনো বলি :—

> ত্যজিলেন সুরাঙ্গনা আপন কন্যায়
> লভি তাঁরে কণ্ব মুনি পালিলেন তাঁয়
> সহসা মল্লিকা-ফুল পড়ে যথা ঝরি'
> হইয়া শিথিল-বৃন্ত অর্কতরূপরি।

বিদূ।—(হাসিয়া) এখন ব্যাপারখানা সব বুঝ্‌তে পারলেম। যেমন পিণ্ডি-খেজুর খেয়ে খেয়ে অরুচি ধর্‌লে তেঁতুলে মন যায়, তেমনি ঘরের স্ত্রী-রত্নে অরুচি ধরে' আপনার দেখচি এখন সেই তাপস-কন্যার পরে মন গেছে !

রাজা।—বয়স্য, তুমি তাকে দেখলে আর ও কথা বল্‌তে না।

বিদূ।—আপনি যখন তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েছেন, তখন অবশ্যই দেখতে ভাল হবে।

রাজা।—বয়স্য, তোমাকে আর অধিক কি বল্‌ব :—

> বিধাতা প্রথমে রূপ করিয়া চিত্রিত
> পরে তাহা প্রাণ দিয়া করিলা জীবিত।
> ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য হ'তে লয়ে তার সার
> রচিলা মানস-পটে সে রূপ তাহার।
> স্রষ্টার নৈপুণ্য আর তার সে লাবণ্য
> একসঙ্গে আলোচিলে মনে হয় ধন্য !
> কি অতুলা বিধাতার হস্ত-কল্পনা,
> কি অপূর্ব্ব নারী-সৃষ্টি রূপে অতুলনা !
> অনাঘ্রাত পুষ্প ; কিংবা অক্ষুণ্ণ পল্লব
> [illegible] ;
> অবিদ্ধ রতন ; কিম্বা মধু [illegible]
> পরশ হয় নি যাহা কভু রসনাতে ;
> অখণ্ড পুণ্যের ফল দেবীমূর্ত্তিখানি
> নির্ম্মল নির্দ্দোষ অতি, কলঙ্ক-বর্জ্জিত ;
> কার উপভোগ তরে বিধাতা না জানি
> এ হেন রমণী-রত্নে করিলা সৃজিত।

বিদূ।—মহারাজ, আপনি তা হ'লে শীঘ্র কন্যাটির একটা গতি করুন, নৈলে কোন্ দিন ইঙ্গুদী-তেল-চুক্‌চুকে-মাথা কোন্ একটা তপস্বীর হাতে গিয়ে পড়বে—তখন মুস্কিলে পড়বেন।

রাজা।—তুমি যা বল্‌চ, সব সত্য। কিন্তু শীঘ্র তো কিছুই হবার উপায় নেই। প্রথমতঃ কন্যাটি নিজে পরাধীনা, তার পর তাঁর গুরুজনও এখন নিকটে নাই।

বিদূ।—আচ্ছা মহারাজ, আপনার প্রতি তার অনুরাগ-দৃষ্টিটা কিরূপ দেখলেন, বলুন দেখি ?

রাজা।—দেখ সখা, তাপস-কন্যারা স্বভাবতই অপ্রগল্‌ভা। তাদের মনের কথা স্পষ্টরূপে কিছুই জানা যায় না। তবে যে সব লক্ষণ দেখা যায়

> মুখামুখী হইলেই ফিরায় নয়ান
> হাসিটি পড়িলে ধরা করে অন্য ভাণ ;

মদনের পথমাঝে লজ্জা বাধা আসে
কিছু বা লুকায় তাই কিছু বা প্রকাশে।

বিদূ।—দেখা হবামাত্রই আপনার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না তো?

রাজা।—তুমি বল কি বয়স্য? আমার সাম্নে সে যে লজ্জায় একেবারে অভিভূত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের বিদায়ের সময় লজ্জাসত্বেও তার ভাব-ভঙ্গীতে অনুরাগের লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল।

কুশাঙ্কুর যেন তার বিঁধিয়াছে পায়
যাইতে যাইতে তন্বী থমকি দাঁড়ায়।
হেরিতে আমার পুন ফিরায় বদন
তরু হ'তে বস্ত্র যেন করিছে মোচন।

বিদূ।—তবে তো কন্যার প্রস্তুত! আপনি দেখছি মহারাজ তপোবনকে উপবন করে' তুলেছেন!

রাজা।—কতকগুলি তাপস আমাকে রাজা বলে' চেনেন। এখন কোন একটা ছুতো করে' কিরূপে আশ্রমে কিছু দিনের জন্য বাস করা যায় বল দেখি সখা!

বিদূ।—আপনার মত রাজাদের আবার ছুতোর প্রয়োজন কি? গিয়ে বল্লেই হবে, "ওগো, তোমরা শস্যের ষষ্ঠাংশ ভাগ করস্বরূপ আমাকে দেও"—আবার কি?

রাজা।—মূর্খ, তুমি কি জান না, তাপসদের কাছ থেকে আমরা অন্য প্রকারের কর গ্রহণ করে' থাকি?—সে কর রত্নরাশি অপেক্ষাও যে মূল্যবান!

অন্য বর্ণ হ'তে মোরা পাই যেই কর
জেনো তাহা ক্ষয়শীল অতীব নশ্বর।
ষষ্ঠ ভাগ দেয় যাহা তপোবনবাসী
তাহার সে ফল জেনো চির-অবিনাশী।

নেপথ্যে।—এইবার আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

রাজা।—(কর্ণপাত করিয়া) যেরূপ ধীর-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনচি, তাতে নিশ্চয় বোধ হচ্চে, এঁরা তপস্বী।

দৌবারিক।—জয় মহারাজ, দুই জন ঋষিকুমার দ্বার-দেশে উপস্থিত।

রাজা।—তাঁদের এখনি নিয়ে এসো।

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা মহারাজ, (প্রস্থান করিয়া ঋষিকুমারদ্বয়ের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিকে মহর্ষি, এই দিকে।

ঋষিদ্বয়।—(রাজাকে দেখিয়া) রাজার শরীর কি তেজস্বী। কিন্তু এঁকে দেখে মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া দূরে থাক্, প্রত্যুত ভরসা জন্মে। ঋষি অপেক্ষা এঁকে তো কিছুমাত্র ভিন্ন বলে' বোধ হয় না।

১ম ঋষি।—ইনিও আশ্রমবাসী; করেন পালন

সর্ব্ব-ভোগ্য শ্রেষ্ঠ সেই গৃহস্থ আশ্রম।
সুতপা তপস্বী ইনি, কেননা নিশ্চয়
প্রজার রক্ষণে এঁর তপের সঞ্চয়।
গগন-স্পর্শী গানে গন্ধর্ব্ব-মিথুন
জিতেন্দ্রিয় মুনি বলি' গাহে এঁর গুণ।
আচার-ব্যভারে ইনি ঋষির মতন
"রাজ" এই শব্দমাত্র হয়েছে যোজন।

২য় ঋষি।—গৌতম, ইনিই কি সেই ইন্দ্র-সখা দুষ্মন্ত?

১ম ঋষি।—হাঁ, ইনিই।

২য় ঋষি।—

নহেক বিচিত্র কিছু, নগর-অর্গল-সম প্রাংশু-ভুজবলে
সসাগরা বসুন্ধরা ভুঞ্জিবেন ইনি একা, আনি করতলে।
দানবারি সুরগণ রাখেন জয়ের আশা রণক্ষেত্রমাঝে
দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ওই দুষ্মন্ত-কোদণ্ডে, আর আখণ্ডল-বাজে।

উভয়ে।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ রাজন্!

রাজা।—(আসন হইতে সসম্ভ্রমে উঠিয়া) আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

উভয়ে।—কল্যাণ হোক্! (ফলোপহার প্রদান)।

রাজা।—(সপ্রণাম গ্রহণ করিয়া) এখন মহর্ষিদের কি আদেশ শুনতে ইচ্ছা করি।

উভয়ে।—রাজন্, মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতি বশতঃ রাক্ষসেরা আমাদের তপশ্চর্য্যার বড়ই ব্যাঘাত করচে। যদি কিয়দ্দিবসের জন্য আপনি সারথি সমভিব্যাহারে আশ্রমে গিয়ে অবস্থিতি করেন, তা হ'লে আমাদের আশ্রমটি সনাথ হয়।

রাজা।—সে তো আপনাদের অনুগ্রহ।

বিদূষক।—(জনান্তিকে) মহারাজ, বড় মন-মাফিক নিমন্ত্রণটা জুটে গেল যা হোক!

রাজা।—(সস্মিত) রৈবতক, সারথিকে আমার এই আদেশ জানাও, যেন তিনি রথ প্রস্তুত করে,' ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি লয়ে শীঘ্র এইখানে আসেন।

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

উভয় ঋষি।—কুলধর্ম্ম-অনুকারী তুমি মহারাজ!
বিপন্নে অভয়দান পৌরবেরি কাজ॥

রাজা।—(সপ্রণাম) আপনারা অগ্রসর হোন্—আমি এখনি যাচ্চি।

উভয়।—জয়োহস্ত! [প্রস্থান।

রাজা।—মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখ্‌বার জন্য কি তোমার কৌতূহল আছে?

বিদূষক।—আমার কৌতূহলটা প্রথমে খুব জেগে উঠেছিল মহারাজ, কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনেই আমি একেবারে দমে' গিছি।

রাজা।—তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাক্‌বে।

বিদূষক।—আপনি নিকটে থাক্‌লে আমি রাক্ষস ছেড়ে খোক্কসেরও ভয় করি নে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক।—মহারাজের বিজয়-যাত্রার জন্য রথ প্রস্তুত; কিন্তু এ দিকে আবার, নগর হ'তে—মাতৃদেবীর নিকট হ'তে সংবাদ নিয়ে করভক এসে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা।—কি, মাতৃদেবী তাঁকে পাঠিয়েছেন?

দৌবারিক।—হাঁ মহারাজ।

রাজা।—আচ্ছা, তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো।

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া করভককে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) আসুন মহাশয়, এই দিকে আসুন।

করভক।—মহারাজের জয় হোক্। আগামী চতুর্থ দিবসে মাতৃদেবীর পুত্র-পিণ্ডপালন ব্রতের উদ্‌যাপন। দেবী, মহারাজকে সেই ব্রতস্থলে উপস্থিত হ'তে আদেশ করেছেন।

রাজা।—এক দিকে ঋষিকার্য্য, অন্য দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অলঙ্ঘনীয়। এখন কোন্ দিক রক্ষা করি?

মাধব্য।—এখন মহারাজ তবে ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথে ঝুল্‌তে থাকুন! আর কি করবেন বলুন।

রাজা।—বাস্তবিক আমি কি করব, ভেবে পাচ্চিনে।

দুই স্থানে কার্য্য মোর, দুই দিকে হিয়া,
দ্বিধা বহে স্রোত যথা শিলায় ঠেকিয়া॥

(চিন্তা করিয়া) দেখ সখা, মাতৃদেবী তোমাকেও তো পুত্র বলে' গ্রহণ করেছেন। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও এবং আমার হয়ে পুত্র-কার্য্যের অনুষ্ঠানটা তুমিই কর গে। আর, অন্তঃপুরে এই কথা জানিও, আমি ঋষিদের কাজে এখন বড় ব্যস্ত আছি।

বিদূষক।—আচ্ছা, আমিই গিয়ে আপনার কাজটা করচি। কিন্তু এ মনে করবেন না মহারাজ, আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্চি।

রাজা—(সস্মিত) তা কি কখন তোমাতে সম্ভব হয়?

বিদূষক।—এখন তবে আমি রাজার অনুজ হলেম—এইবার রাজার অনুজের মত খুব ধুমধাম ক'রে যেতে হবে।

রাজা।—দেখ মাধব্য, এত লোকজন এখানে থাক্‌লে তপোবনের উপদ্রব হ'তে পারে, তাই তাদেরও আমি তোমার সঙ্গে পাঠাতে চাই।

বিদূ।—তবে তো আরও ভাল হ'ল। এখন তবে আমি যুবরাজ!

রাজা।—(স্বগত) ব্রাহ্মণটা বড় বাচাল। যদি এই শকুন্তলার ব্যাপারটা অন্তঃপুরে প্রকাশ করে, তাই ভাবচি। (চিন্তা করিয়া) হয়েছে! এইরূপ ওকে বলা যাক্, (বিদূষকের দুই হাত ধরিয়া প্রকাশ্যে) দেখ বয়স্য, প্রকৃত কথা তোমাকে তবে বলি, আমি ঋষিদের অনুরোধেই আশ্রমে যাচ্চি। তাপস-কন্যার জন্য আদৌ লালায়িত নই।

কেবা আমি, দেখ তুমি মনে মনে বিবেচনা করি,
কেবা সেই মদন-অজ্ঞাত বালা মৃগ-সহচরী।
জেনো সখা, যাহা আমি বলিয়াছি সব পরিহাস
সকলি সে অমূলক, সে কথায় কোরো না বিশ্বাস।

বিদূষক।—তা কি আর আমি বুঝি নে?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

(কুশ-হস্তে কণ্ব-শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—অহো! মহারাজ দুষ্মন্তের কি প্রভাব!
কি হবে করিয়া তীক্ষ্ণ বাণের সন্ধান,
তাহে নাহি হয় তাঁর কোন প্রয়োজন।

দূর হ'তে বিঘ্নরাশি হয় অন্তর্ধান
কোদণ্ড-টঙ্কার মাত্র করিয়া শ্রবণ।

এখন এই কুশগুলি যজ্ঞবেদী আচ্ছাদনের জন্য ঋত্বিকের নিকট নিয়ে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া আকাশে) প্রিয়ম্বদে, এই উশীর-অনুলেপন, আর ঐ মৃণালসমেত পদ্মপত্র, কার জন্য নিয়ে যাচ্চ? (যেন উত্তর শুনিতে পাইয়া) কি বলচ? আতপ-তাপে শকুন্তলার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় তার প্রশমনের জন্য? আচ্ছা তবে শীঘ্র যাও। তোমার সখী ভগবান্ কণ্বের প্রাণসর্ব্বস্ব। আমিও যজ্ঞের শান্তিজল গৌতমীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি।
[প্রস্থান]

(ইতি শুদ্ধ বিষ্কম্ভক)

(প্রেমাবিষ্ট রাজার প্রবেশ)

জানি আমি তপোবীর্য্য, জানি সে যে পরাধীনা নারী
তবু আমি তাহা হ'তে হৃদয়েরে ফিরাতে না পারি।

কুসুমায়ুধ কামদেব! আর তুমি চন্দ্রমা! তোমরা উভয়েই বড় নিষ্ঠুর। তোমাদের উপর প্রেমিকগণের এত বিশ্বাস, তবু তোমরা তাদের প্রবঞ্চনা কর্‌তে ছাড় না।

তোমার কুসুম-শর, শীতাংশু-শীতল কর,
উভয়েই ব্যর্থ এবে আমাবিধ জনে।
এবে সে মধুর বিধু, উগারে অনল শুধু,
পুষ্প-শর বজ্রসম প্রতিভাত মনে॥

(পরিক্রমণ) ঋষিদের কর্ম্ম তো শেষ হয়েছে, তাঁরা আমাদের ফিরে যেতেও অনুমতি দিয়েছেন। বড়ই ক্লান্তি বোধ হচ্চে, এখন কোথায় গিয়ে একটু আরাম করি? (নিশ্বাস ফেলিয়া) এখন প্রিয়ার দর্শন ব্যতীত আমার শান্তি নাই, আরাম নাই; সেই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাঁকেই তবে এখন অন্বেষণ করি। (সূর্য্যকে দেখিয়া) এই প্রচণ্ড উত্তাপের সময়, প্রিয়া আমার, প্রায়ই সখী-দের সঙ্গে মালিনী নদীতীরস্থ লতামণ্ডপে কালযাপন করেন। তবে এখন সেইখানেই যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার শ্রেণী দেখ্‌ছি, বোধ হয়, ওরই পাশ দিয়ে সম্প্রতি তিনি চলে' গেছেন। কেননা,

পুষ্পগুলি দেখিতেছি সদ্য-অবচিত
এখনো যে বৃন্ত-মুখ হয় নি মিলিত।
সদ্য-ছিন্ন যত এই নূতন পল্লব
এখনো তাহাতে ক্ষীর স্নিগ্ধ অভিনব।

(বায়ুস্পর্শ অভিনয়) অহো! এখানকার বায়ু কি সুখস্পর্শ!

পদ্মগন্ধ বহি রঙ্গে
মালিনী-শীকর-বাহী শীতল পবন
অনঙ্গ-তাপিত অঙ্গে
আলিঙ্গন আহা কিবা দেয় অণুক্ষণ।
(পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন)

আমার বোধ হয়, শকুন্তলা ঐ বেতস-পরিবেষ্টিত লতামণ্ডপের সন্নিকটে কোথাও আছেন। তাই বটে, কেননা,

বঞ্জুল-মঞ্জুল এই নিকুঞ্জ-দুয়ারে
নূতন পদাঙ্ক হেরি বালু-পথ-ধারে।
লঘু চাপে ক্ষীণাঙ্কিত তার অগ্রভাগ
জঘন-গুরুত্ব-হেতু পিছে গাঢ় দাগ॥

[রাজার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মালিনীতীরস্থ বেতস-কুঞ্জ।

সখীদ্বয়-পরিসেবিতা শকুন্তলা কুসুম-শয্যায় শয়ানা।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা।— আচ্ছা, ঐ তরুশাখার ফাঁক দিয়া একবার দেখি না কেন। (পরিক্রমণ ও তথাকরণ) ঐ যে! আ! এতক্ষণে আমার নয়ন সার্থক হ'ল। আমার প্রাণপ্রিয়া শিলাপট্টের উপর কুসুম-শয্যায় শয়ানা, আর ওঁর দুই সখী নিকটে বসে' সেবা কর্‌চেন। ভাল, এইখান থেকে ওঁদের বিস্রম্ভালাপ শোনা যাক্।

সখীদ্বয়।—(বীজন করিতে করিতে সস্নেহে) শকুন্তলে, পদ্মপত্রের বাতাস কি তোমার ভাল লাগ্‌চে?

শকুন্তলা।—আমাকে কি বাতাস কর্‌চ সখি?

সখীদ্বয়।—(বিষণ্ণভাবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া)

রাজা।—(স্বগত) শকুন্তলাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্চে। আতপ-তাপে এইরূপ হয়েছে, না আমি

যা' মনে করছি, তাই। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, নিশ্চয়ই তাই, কেননা—

উশীরের অনুলেপ স্তন-দেশময়,
হস্তেতে একটি লোল মৃণাল-বলয়।
নিদারুণ মনস্তাপে বালা জরজর,
তবুও তনুটি এবে কিবা মনোহর!
মনসিজ গ্রীষ্ম-তাপ সমান যদিও,
তরুণীর তনু গ্রীষ্মে নহে রমণীয়।
নিদাঘে তাদের হয় লাবণ্য হরণ
তাই বলি, এ কেবল মদন-দহন।

প্রিয়ম্বদা।—(জনান্তিকে) দেখ অনসূয়ে, রাজর্ষির সঙ্গে দেখা হয়ে অবধি শকুন্তলার মন বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। এ রোগের কারণ তা তাই নয়?

অনসূয়া।—(জনান্তিকে) সখি, আমারও তাই আশঙ্কা হচ্চে; ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখি না কেন। (প্রকাশ্যে) সখি, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তোমার অসুখটা দিন দিন বাড়্‌ছে—

শকুন্তলা।—(শয্যা হইতে আর্দ্ধোত্থান করিয়া) কি জিজ্ঞাসা করতে চাও সখি?

অনসূয়া।—দেখ শকুন্তলে, মদন-ব্যাপারের রহস্য আমরা কিছুই বুঝি নে। কিন্তু ইতিহাস-কথায় বিরহী-জনের অবস্থা যেরূপ শুন্‌তে পাই, তোমার যেন সেইরূপ হয়েছে। তোমার অসুখের কারণটা কি, বল দেখি। রোগের প্রকৃত কারণ না জান্‌লে, তার প্রতিকার করা যায় না।

রাজা।—আমি যা' মনে মনে সন্দেহ করছিলেম, অনসূয়ারও মনে দেখছি সেই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। এ তবে শুধু আমার কল্পনা নয়।

শকুন্তলা।—(স্বগত) আমি ভালবেসে বড়ই কষ্ট পাচ্চি। কিন্তু সে কথা তো এখন কারও কাছে সহসা প্রকাশ করতে পারি নে।

প্রিয়ম্বদা।—অনসূয়া ভালই বলেছে। রোগকে কেন উপেক্ষা করচ সখি? তোমার দিন দিন শরীর যেন ঝরে' যাচ্চে। সব গেছে, কেবল লাবণ্যময়ী ছায়াটুকু এখনও তোমাকে ছাড়ে নি।

রাজা।—প্রিয়ম্বদা ঠিক্ বলেছেন। তাই বটে।

বিশীর্ণ কপোল-দেশ আনন-উপরে,
কাঠিন্য বিগত এবে কুচ-পয়োধরে,
দেহ-মধ্য ক্লান্ততর, স্কন্ধ অবনত,
পাণ্ডুবর্ণ মুখ-কান্তি, রক্তিমা বিগত,
মদন-দহনে বালা অতীব আতুর,
শোচনীয় মূর্ত্তি বটে তথাপি মধুর!
বাতাহত হলে' যথা মাধবীর লতা,
শুষ্কপত্র ম্রিয়মাণ ভূতলে আনতা।

শকুন্তলা।—সখি, সে কথা যদি আর কাউকে বলি তো আগে তোমাদেরই বল্‌ব। শুনে কিন্তু তোমাদের কেবলই কষ্ট হবে। তাই, না বলাই ভাল।

সখীদ্বয়।—আমরা যে সখি তোমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করচি, তার কারণ, প্রিয়জনদের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে' নিলে, দুঃখ অনেকটা সহ্য হয়।

রাজা।— ব্যথা-ব্যথী প্রিয়সখী জিজ্ঞাসে যখন,
অবশ্য বলিবে এবে সন্তাপ-কারণ।
প্রথম বিদায়-কালে আগ্রহ মাঝারে
মুগ্ধনেত্রে ফিরে ফিরে দেখেছে আমারে,
এবে তবে কেন আমি ভাবিয়া কাতর
দেয় কিনা দেয় বালা বাঞ্ছিত উত্তর।

শকুন্তলা—সখি, যে অবধি সেই তপোবন-রক্ষক রাজর্ষির সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই অবধিই আমি তাঁকে মনে মনে ভালবেসেছি। সেই অবধিই আমার এই অবস্থা হয়েছে।

রাজা।—(সহর্ষে) আঃ! যা' শুনতে চাচ্ছিলেম, তাই শুন্‌লেম।

মদন হইতে মোর তাপের উৎপত্তি
মদন হতেই পুন তাপের নিবৃত্তি।
বর্ষাগমে ধরে যথা গগনের কায়া
অর্দ্ধদিন খরতাপ—অর্দ্ধ, মেঘচ্ছায়া।
তপনই তো প্রাণীদের সন্তাপ-কারণ,
সেই পুন যেন আনি করে নিবারণ।

শকুন্তলা।—সখি, তোমাদের যদি মত হয়, তবে রাজর্ষি যাতে আমাকে একটু কৃপা-চক্ষে দেখেন, তারই চেষ্টা কর। নৈলে আমি নিশ্চয় আর বাঁচ্‌ব না।

রাজা।—এই কথায় সকল সংশয় দূর হ'ল।

প্রিয়ম্বদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে! অনেক দূর এগিয়েছে দেখ্‌ছি—এখন আর সময় নষ্ট করে' কি ফল? তা ছাড়া, যাঁর উপর ওর মন গেছে, তিনি

তো কে-সে লোক নন—তিনি পৌরবদের অলঙ্কার। ওঁকে আমাদের মত দেওয়া উচিত।

অনসূয়া।—তুমি সখি যা বল্‌চ, তা ঠিক।

প্রিয়ম্বদা।—(প্রকাশ্যে) সখি, ভাগ্যক্রমে যোগ্য-পাত্রেই তোমার মন পড়েছে। দেখ, মহানদী সাগর ছেড়ে আর কোথায় গিয়ে পড়বে বল? সহকার ছাড়া আর কোন্‌ বৃক্ষ, পল্লবিতা মাধবীলতার ভার ধারণ কর্‌তে পারে সখি?

রাজা।—বিশাখা-তারা-দুটি যে চন্দ্রলেখারই অনু-সরণ কর্‌বে, তাতে আর বিচিত্র কি!

অনসূয়া।—এখন, কি উপায়ে সখীর মনস্কামনা অবিলম্বে ও গোপনে সিদ্ধ হ'তে পারে, বল দেখি সখি?

প্রিয়ম্বদা—সখি, গোপনের জন্যই ভাবনা, অবি-লম্বে হওয়া দুষ্কর নয়।

অনসূয়া।—কেন বল দেখি?

প্রিয়ম্বদা।—শকুন্তলাকে রাজর্ষি যেরূপ স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে দেখেন, তাতেই তাঁর অনুরাগের লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। আমার বোধ হয়, যেন এই কয় দিন রাত্রিজাগরণে রাজর্ষি কৃশ হয়ে গেছেন।

রাজা।—আমি কৃশ হয়েছি বটে। কথাটা ঠিক্।

প্রতিনিশি ভুজস্তম্ভ-অপাঙ্গ হইতে
মনস্তাপে উষ্ণ অশ্রু থাকে গো বহিতে,
বিবর্ণ করিয়া দিয়া বলয়ের মণি।
আমার এ হস্ত কৃশ হয়েছে এমনি
থাকে না কঙ্কণ মোর কিণাঙ্ক পরশি',
শিথিল হইয়া মুহু পড়ে খসি' খসি'।

প্রিয়ম্বদা।—একটা উপায় আমার মনে হয়েছে অনসূয়ে, শকুন্তলা একটা প্রেম-পত্র লিখুক। দেব-নৈবেদ্যের প্রসাদ পাঠাবার ছলে তার সঙ্গে ফুলের মধ্যে সেই পত্রখানি লুকিয়ে দেওয়া যাবে। প্রসাদ যখন রাজর্ষিকে পাঠান হবে, সেই সঙ্গে পত্রখানিও তাঁর হাতে গিয়ে পড়বে।

অনসূয়া।—অতি সুন্দর উপায়। কথাটা আমার বেশ লাগ্‌চে! এতে শকুন্তলার কি মত?

শকুন্তলা।—তোমরা যা' স্থির করবে, আমারও তাতেই মত।

প্রিয়ম্বদা।—তুমি তবে সখি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করে' দুই চারিটি ললিত পদ রচনা কর।

শকুন্তলা।—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখ্‌চি। কিন্তু যদি তিনি অবজ্ঞা করেন, সেই ভয়ে সখি আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে!

রাজা।— এত যে উৎসুক আমি মিলনের তরে
ভীরু তবু ভাবে পাছে হেয় জ্ঞান করে!
লক্ষ্মীরে আরাধি' প্রার্থী পায় কি না পায়,
লক্ষ্মীর দুর্লভ সে কি লক্ষ্মী যারে চায়?

সখীদ্বয়।—সখি! তুমি আপনার গুণমর্য্যাদা বোঝো না। সন্তাপহারিণী শরৎ-জ্যোৎস্নাকে কি কেউ কখন কাপড় দিয়ে আটকাতে যায়?

শকুন্তলা।—(সস্মিত) আচ্ছা, আমি রচনা করচি (উপবিষ্টা হইয়া চিন্তা)

রাজা।—(স্বগত) এইবার প্রিয়াকে অনিমিষ-লোচনে দেখ্‌তে হবে।

ভ্রূলতা একটি কিবা ললাটে তুলিয়া
রচিছে ললিত পদ, গালে হাত দিয়া!
রচিতে রচিতে মন ভাবে উচ্ছ্বসিত,
কপোলটি অনুরাগে কিবা কণ্টকিত!

শকুন্তলা।—দেখ সখি, কি লিখ্‌ব ভেবে ঠিক্ করেছি। কিন্তু লেখ্‌বার সামগ্রী যে কিছুই নিকটে নেই।

প্রিয়ম্বদা।—দেখ, এই পদ্মপত্র শুকোদরের মত সুকুমার, এতেই নখ দিয়ে লেখ না কেন সখি।

শকুন্তলা।—(তথা করিয়া) লেখাটা সঙ্গত হ'ল কি না, একবার শোনো দেখি। (পাঠ করণ)

না জানি নিদয়! তোমার হৃদয়;
—কি তায় ভাব-তরঙ্গ।
এ হৃদি তোমায়, নিশিদিন চায়,
অনঙ্গে তাপিত অঙ্গ।

রাজা।—(সহসা সম্মুখে আসিয়া)
অতনু-তাপেতে তনু তাপিত তোমার,
মদন-দহনে দহে হৃদয় আমার।
তপন-কিরণে দেখ শশাঙ্ক মলিন,
কুমুদিনী তাহে কভু হয় কি শ্রীহীন?

সখীদ্বয়।—(সহর্ষে) আসুন রাজর্ষি! ঠিক সময়ে আপনার শুভাগমন হয়েছে। আপনাকেই আমরা চাচ্ছিলেম।

শকুন্তলা।—(শয্যা হইতে উত্থান করিতে উদ্যত)

রাজা।—থাক্ থাক্! কেন মিছে কষ্ট কর!—

> কুসুম-শয়ানা দিবস রাত্র
> মৃণাল-দলিত সুরভি গাত্র
> বিষম তাপিত তনু তোমার
> কেন এ সময়ে শিষ্টাচার?

অনসূয়া।—সখে, এই শিলাতলের একধারে বসুন।

রাজা।—(উপবেশন)

শকুন্তলা।—(সলজ্জ অবস্থান)

প্রিয়ম্বদা।—আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে অনুরাগ জন্মেছে, তা তো প্রত্যক্ষই দেখা যাচ্চে। কিন্তু তবু সখী-স্নেহের অনুরোধে পুনর্ব্বার একটা কথা আপনাকে আমাদের বল্‌তে হচ্চে।

রাজা।—ভদ্রে, বল্‌বার কথা থাক্‌লে বলে' ফেলাই ভাল। নতুবা পরে হয় তো তার জন্ত অনুতাপ হ'তে পারে।

প্রিয়ম্বদা।—বিপন্ন প্রজাকে রক্ষা করাই তো রাজার ধর্ম্ম?

রাজা।—তা অপেক্ষা আমাদের পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

প্রিয়ম্বদা।—দেখুন, আপনার উদ্দেশেই মদনদেব আমাদের প্রিয়সখীর এই অবস্থা করেছেন। এখন অনুগ্রহ করে' আশ্রয় দিয়ে এঁর জীবন রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।

রাজা।—ভদ্রে, এ তো আমাদের উভয়েরই সাধারণ প্রার্থনা। যা হোক্, এই কথায় আমি বড়ই অনুগৃহীত হলেম।

শকুন্তলা।—(প্রিয়ম্বদার প্রতি) এখন উনি অন্তঃপুরবাসিনীদের বিরহে উৎকণ্ঠিত, এখন ওঁকে অনুরোধ উপরোধ করে' কি ফল?

রাজা।—হৃদয়-বাসিনি অয়ি মদির-লোচনে!

> একান্ত তোমারি আমি জেন তুমি মনে।
> অন্যথা ভাব লো যদি, বলি তবে শুন,
> মরে' আছি ফুল-শরে, মরিব গো পুন।

অনসূয়া।—শুন্‌তে পাই, রাজাদের অনেকগুলি পত্নী থাকে। তাই, আমাদের প্রিয়সখী পরে যাতে আত্মীয়-স্বজনের শোচনীয়া না হন, তার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

রাজা।—ভদ্রে, অধিক আর কি বলুব—

> সত্য, বহুপত্নী মম অন্তঃপুর-মাঝে,
> কুলের প্রতিষ্ঠা কিন্তু দুইটি বিরাজে;
> সমুদ্র-বসনা ধরা এই যা' নিরবধি,
> আর ওই সুলোচনা তব প্রিয়সখী!

সখীদ্বয়।—এখন আমরা নিশ্চিন্ত হলেম।

প্রিয়ম্বদা।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) অনসূয়ে, দেখ, একটি মৃগ-শিশু একদৃষ্টে আমাদের পানে চেয়ে আছে—বোধ হয় ওর মাকে খুঁজ্‌চে—এসো, আমরা ওকে ওর মায়ের কাছে রেখে দিয়ে আসি। (সখীদ্বয় প্রস্থান করিতে উদ্যত)

শকুন্তলা।—আমাকে একলা ফেলে তোমরা কোথায় যাচ্চ? তোমাদের মধ্যে একজন এখানে এস সখি।

সখীদ্বয়।—একলা কেন? স্বয়ং পৃথিবীপতি তোমার কাছে রইলেন।

[প্রস্থান।

শকুন্তলা।—এ কি! দুজনেই গেল যে!

রাজা।—সুন্দরি, কেন মিছে উদ্বিগ্ন হচ্চ—এই অনুগত সেবক তো তোমার নিকটে আছে।

> সুশীতল পদ্মপত্র ক্লান্তি-নিবারণ
> আর্দ্র করি' তাহে কি গো করিব ব্যজন?
> পদ্মতাম্র পদ-দুটি রাখি' অঙ্কপরে
> দলিব কি মৃদু মৃদু আরামের তরে?

শকুন্তলা।—আপনি মাননীয় ব্যক্তি, ওরূপ আচরণে আমি নিজেকে অপরাধিনী কর্‌তে চাই নে। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

রাজা।—সুন্দরি, এখনও দিবাবসান হয় নি। আর তোমার তো এই অবস্থা!

> পদ্মপত্র-বিরচিত স্তন-আবরণ
> এ কুসুম-শয্যা ছাড়ি' কেন যাও দূরে?
> মনস্তাপে তনু তব পেলব এখন
> কেন যাইতেছ বালা প্রখর রৌদ্দুরে?
>
> (বলপূর্ব্বক নিবারণ)

শকুন্তলা।—পৌরব-রাজ, অশিষ্টাচার কর্‌বেন না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি ভালবেসে কষ্ট পাচ্চি বটে, কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি পরাধীনা।

রাজা।—ভীরু! কেন মিছে গুরুজনের ভয় কচ্চ? এ বিবাহের কথা শুনে ধর্ম্মজ্ঞ কুলপতি মহর্ষি কখনই দুষ্য বলে' মনে করবেন না।

রাজর্ষি-দুহিতা কত, গন্ধর্ব্ব-বিধানে
অবাধে বিবাহ করে, শুনিয়াছি কানে।
গুরুজন তাহে নহে অসন্তুষ্ট-হৃদয়,
বরঞ্চ তাহাতে তাঁরা তুষ্ট অতিশয়।

শকুন্তলা।—আমাকে এখন ছেড়ে দিন। আমি আমার সখীদের কাছে যাই।

রাজা।—এই ছেড়ে দিচ্চি।

শকুন্তলা।—কখন্ ছাড়বেন?

রাজা।—অক্ষত কোমল নব কুসুমের কলি
তাহা হ'তে মধুপান করে যথা অলি,
ও-অধরে পানে তৃষা করি' নিবারণ,
শোনো গো সুন্দরি তোমা ছাড়িব তখন।

(শকুন্তলার চিবুক ধরিয়া মুখ উত্তোলন
করিবার চেষ্টা)

শকুন্তলা।—(পরিহার করণ)

নেপথ্যে।—ওরে চক্রবাক্-বধূ! তোর সহচরের নিকট এই বেলা বিদায় নে—রজনী সমাগতা।

শকুন্তলা।—দেখুন পৌরবরাজ, আমি কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করবার জন্য গৌতমী পিসি এই দিকে আসচেন—এই বেলা আপনি তবে শাখার অন্তরালে যান্।

রাজা।—আচ্ছা (অন্তরালে গমন)।

(পাত্রহস্তে সখীদ্বয় ও গৌতমীর প্রবেশ)

সখীদ্বয়।—এই দিক্ দিয়ে গৌতমী পিসি, এই দিক্ দিয়ে।

গৌতমী।—(শকুন্তলার নিকটে আসিয়া) বাছা, তোর শরীরের তাপটা কিছু কমেছে কি?

শকুন্তলা।—কিছু বিশেষ হয়েছে।

গৌতমী।—এই কুশের জলে সব ব্যামো সেরে যাবে। (মাথায় জলের ছিটা দিয়া) বাছা, সন্ধ্যা হয়ে এল। চল আমরা কুটীরে যাই।

শকুন্তলা।—(স্বগত) হৃদয়! প্রিয়জনকে নিকটে পেয়েও তখন তোমার কাতর ভাব গেল না—এখন আবার তাঁর বিরহে কেন কষ্ট পাচ্চ? (পদান্তরে গিয়া প্রকাশে) সন্তাপহারক লতামণ্ডপ! এখন তোমার নিকট বিদায় নিচ্চি। আরাম উপভোগের জন্য আবার তোমার নিকটে আস্‌ব।

[সকলের সহিত শকুন্তলার বিষণ্ণভাবে প্রস্থান।

রাজা।—(পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইয়া সনিশ্বাসে) অহো! মনোরথ-সিদ্ধির পথে কতই বিঘ্ন! প্রিয়া আমার

অঙ্গুলীতে ওষ্ঠাধর করি' আচ্ছাদন
মধুর অস্ফুট স্বরে করিলা বারণ।
সাধে ফিরাইল আস্য সে গো আচম্বিতে,
মুখটি তুলিনু কষ্টে—নারিনু চুম্বিতে।

এখন কোথায় যাই? প্রিয়া আমার, এই মাধবীলতামণ্ডপটি উপভোগ করে' গেছেন, এইখানেই তবে কিয়ৎকাল থাকি। (চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) অহো!

প্রিয়া-তনু-স্পৃষ্ট সেই কুসুম-শয়ন, শিলাপট্টতলে;
সেই সে নলিনী-পত্রে স্মর-নখলিপি শুকায় ভূতলে;
হস্ত হ'তে ভ্রষ্ট সেই মৃণালাভরণ,
সকলি করিয়া দেয় প্রিয়ারে স্মরণ।
পারি না এ কুঞ্জ হ'তে ফিরিয়া যাইতে,
শূন্য যদিও তবু পারি না ত্যজিতে।

আকাশে।—

করিতেছি মোরা সবে সায়ন্তন হোম,
দীপ্ত হুতাশন উঠে ছাড়াইয়া ব্যোম।
শবাশী রাক্ষস যত কপিজল-কায়া,
সন্ধ্যার জলদ সম—তাহাদের ছায়া
ফিরিতেছে চতুর্দ্দিকে উৎপাদিয়া ত্রাস,
তাদের রাজন্ তুমি কর গো বিনাশ।

রাজা।—এই যে, আমি এখনি আসচি। ভয় নাই।

চতুর্থ অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

প্রথম দৃশ্য

আশ্রম-উদ্যান।

(পুষ্পচয়ন করিতে করিতে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

অনসূয়া।—দেখ প্রিয়ম্বদে, শকুন্তলা গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করে' মনের মত স্বামী পেয়েছেন, এতে আমি খুব খুসি হয়েছি, কিন্তু তবু একটু ভাবনার কথা আছে।

প্রিয়ম্বদা।—ভাবনা আবার কিসের সখি?

অনসূয়া।—আজ ঋষিদের যাগ-যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর, রাজর্ষি তাঁদের অনুমতি পেয়ে আপনার রাজধানীতে ফিরে গেছেন। সেখানে তাঁর অন্তঃপুরে গিয়ে এখানকার কথা কিছু মনে করেন কি না, কে জানে।

প্রিয়ম্বদা।—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। অমন যাঁর আকৃতি, স্বভাব কখনই তার বিপরীত হয় না। তাত কণ্ব এ কথা শুন্‌লে না জানি কি কর্‌বেন, আমার শুধু সেই ভাবনা।

অনসূয়া।—আমি যতদূর জানি, তাঁর নিশ্চয়ই মত হবে।

প্রিয়ম্বদা।—তা কি করে' জান্‌লে?

অনসূয়া।—গুণবান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন, এই তাঁর চিরসঙ্কল্প। দৈব যদি তা ঘটিয়ে দেন, তা হ'লে তো বিনা চেষ্টাতেই তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ল।

প্রিয়ম্বদা।—(ফুলের সাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, পূজার জন্য যথেষ্ট ফুল তোলা হয়েছে।

অনসূয়া।—না, এখনও যথেষ্ট হয় নি প্রিয়সখি, শকুন্তলা আজ যে আবার সৌভাগ্য-দেবতার পূজা কর্‌বেন।

নেপথ্যে।—অয়মহং ভো!

অনসূয়া।—(কর্ণপাত) এ যে অতিথির কথা শুনছি।

প্রিয়ম্বদা।—তা, শকুন্তলা তো কুটীরে আছেন। তবে, তাঁর হৃদয়খানি আজ কোথায় আছে, কে জানে!

অনসূয়া।—থাক, আর ফুল তুলে কি হবে? যথেষ্ট হয়েছে।

নেপথ্যে।—রে অতিথি-অবমানিনি!

এমনি অনন্যমনে করিতেছ ধ্যান
কে আইল তপোধন নাহিক সে জ্ঞান?
যার ধ্যানে এইরূপ আছিস্ মগন,
কিছুতেই তোকে তার হবে না স্মরণ।
মনে করে' দিলে তবু পড়িবে না মনে,
ভুলে যথা পূর্ব্বকথা সুরাপায়ী জনে।

প্রিয়ম্বদা।—ছি ছি, বড় খারাপ হ'ল। অন্যমনস্ক থাকায় শকুন্তলা বোধ হয় কোন পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হয়েছেন। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ যে সেই মহর্ষি দুর্ব্বাসা, যাঁর কথায় কথায় রাগ। শাপ দিয়ে রোষভরে কি রকম হন্ হন্ ক'রে চলেছেন দেখ না, কার সাধ্য ওঁকে এখন ফিরিয়ে আনে। একেবারে যেন অগ্নিশর্ম্মা!

অনসূয়া।—তুমি যাও সখি, পায়ে ধরে' ওঁকে ফিরিয়ে আনো। আমি ততক্ষণ অর্ঘ্যজল ঠিক্ করে' রাখি।

প্রিয়ম্বদা।—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

অনসূয়া।—(পদাস্তরে গিয়া পদস্খলন) ও মা! তাড়াতাড়ি যেতে যেতে ফুলের সাজিটা আমার হাত থেকে পড়ে' গেল (ফুল কুড়াইতে প্রবৃত্ত)।

(প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

প্রিয়ম্বদা।—স্বভাব-কুটিল দুর্ব্বাসা ঋষি, তিনি কি কারও কথা রাখেন। কিন্তু কি ভাগ্যি, শেষে তাঁর একটু দয়া হ'ল।

অনসূয়া।—(সস্মিত) একটু দয়া হয়েছে? তাঁর পক্ষে ঐ ঢের। তার পর?

প্রিয়ম্বদা।—যখন দেখ্‌লেম নিতান্তই ফির্‌বেন না, তখন তাঁর চরণ ধরে' বল্লেম, "ভগবন্! আমরা অবোধ, আপনার তপঃপ্রভাব আমরা কি বুঝি—আপনার দুহিতা মনে করে' আমাদের এই প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

অনসূয়া।—তার পর? তার পর?

প্রিয়ম্বদা।—তার পর তিনি বল্লেন, "আমার বাক্য অন্যথা হবার নয়। তবে, আভরণরূপ কোন অভিজ্ঞান-চিহ্ন দেখাতে পারলে তার শাপ-মোচন হবে।" এই কথা ব'লেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

অনসূয়া।—যা হোক্‌, এখন তবু একটু আশ্বাস পাওয়া গেল। রাজর্ষি যাবার সময়, শকুন্তলার আঙুলে স্মরণের জন্য, স্বনামাঙ্কিত একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন! তবে তো, শাপ-মোচনের উপায় শকুন্তলার নিজের হাতেই আছে।

প্রিয়ম্বদা।—এস সখি, আমরা দেবকার্য্যগুলি এই বেলা সেরে ফেলি। (পরিক্রমণ)

প্রিয়ম্বদা।—(অবলোকন করিয়া) ঐ দেখ অনসূয়ে, আমাদের প্রিয়সখী, বাঁ হাতের উপর গালটি রেখে, চিত্রের মত বসে' স্বামীর ধ্যানে মগ্ন; অতিথি-অভ্যাগতের কথা দূরে থাক্‌, মনে হচ্চে যেন আপনাকেই আপনি ভুলে গেছে।

অনসূয়া।—দেখ প্রিয়ম্বদে, এই বৃত্তান্তটা আমাদের দু জনেরই মনে মনে থাক্‌, আর না প্রকাশ হয়। স্বভাব-কোমলা শকুন্তলা এ কথা শুন্‌লে আর প্রাণে বাঁচ্‌বে না।

প্রিয়ম্বদা।—তা আর বল্‌তে। কে আর উষ্ণ জলে নবমল্লিকার সেচন কর্‌তে যায় সখি।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুটীর-প্রাঙ্গণ।

(সুপ্তোত্থিত একজন শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—(স্বগত) প্রবাস হ'তে ফিরে এসে মহর্ষি কণ্ব প্রাতঃকালের হোম-বেলা নির্দ্ধারণ কর্‌তে আমাকে আদেশ করেছেন। এখন তবে, বাহিরে গিয়ে দেখা যাক্‌, রাত্রি প্রভাত হ'তে আর কত বিলম্ব আছে। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এ কি! একেবারে প্রভাত যে!

কুমুদিনী-অধিপতি পশ্চিম গগনে,
পূর্ব্বে রবি দেখা দিল অরুণের সনে।
একসঙ্গে উভয়েরই উদয়াস্ত হয়,
মনুষ্যেরো এইরূপ দশা-বিপর্য্যয়।

আর এক কথা—

শশি অস্তে কুমুদীর সব শোভা ঘোচে,
স্মরণে জাগে তা শুধু, নয়নে না রোচে।
অবলা রমণী তথা পতির প্রবাসে
দুঃসহ দুঃখ সহি' অশ্রুনীরে ভাসে।

আরও একটা কথা এই মনে হয়—

{ তমো-নাশী যেই শশি, সুমেরুর শিরোদেশে
কর্‌রি' পাদন্যাস,
আক্রমেন মহাতেজে বিষ্ণুর সে মধ্য-ধাম—
উন্নত আকাশ,
এবে দেখ সেই শশী, লয়ে শেষ ক্ষীণরশ্মি,
যায় অস্তাচলে।
অতি উচ্চে উঠিলেই মহাজনেরো হয়
পতন ভূতলে॥ }

আহা, হোথা

{ সুপক্ক বদরোপরি শিশির পতিত,
প্রভাত-কিরণে কিবা সুরাগে রঞ্জিত!
কুশ-পর্ণশালা হ'তে দেখ শিখিগণ
নিদ্রা ত্যজি' বহির্দ্দেশে করে আগমন।
খুর-ক্ষুণ্ণ বেদীপ্রান্ত ভূতল হইতে
হরিণ সহসা ওই হয় সমুত্থিত।
প্রসারিত করে কায়া, আলস্য ত্যজিতে,
পুন সমুন্নতভাবে হয় অবস্থিত॥ }

(অনসূয়ার প্রবেশ)

অনসূয়া। আমরা তপোবনবাসী, লোক-ব্যবহার যদিও কিছুই বুঝি নে, তবু আমার মনে হয়, শকুন্তলার প্রতি রাজর্ষি বড়ই অশিষ্ট ব্যবহার করেছেন।

শিষ্য।—যাই, হোমের সময় হয়েছে, গুরুদেবকে জানিয়ে আসি।

অনসূয়া।—জেগে তো উঠ্‌লেম, কিন্তু এখন কি করি! আমার নিজের যে সব নিত্য নিয়মিত কাজ, তাতেও যেন আজ আমার হাত-পা সরচে না। অল্প-হৃদয় সরলা বালা একজন কপটকে বিশ্বাস করে' কি কষ্টই না পাচ্চে! এ কেবল দুষ্ট মদনেরই কাজ। তার মনস্কামনা এতদিনে পূর্ণ হ'ল। কিম্বা হয় তো দুর্ব্বাসার শাপ এর মধ্যেই ফল্‌তে আরম্ভ হয়েছে, তাই বা কে জানে! নৈলে, রাজর্ষি বিদায়ের সময়

অমন করে' বসে' গিয়ে শেষে কি না এখন একখানি পত্র পাঠাবারও নাম কল্লেন না। আচ্ছা, সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্ না কেন। কাকে দিয়েই বা পাঠাই। দুঃখী তাপসেরা সবাই তো আপনার তপজপের ক্লেশ নিয়েই আছেন। তাঁদের বলা বৃথা। তার পর, এখন আবার, তাত কণ্ব প্রবাস থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁকেই বা এ কথা কি করে' বলি যে, শকুন্তলার বিবাহ হয়ে গেছে—এখন সে অন্তঃসত্ত্বা। শকুন্তলাকে দোষী মনে করলেও এ কথা প্রাণ ধরে' তাঁকে বল্‌তে পারতেম না—তাতে তো আবার সে নির্দোষী। এই তো অবস্থা। এখন কি করা যায়।

(প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

প্রিয়ম্বদা।—(সহর্ষে) সখি, শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো, শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে, তার জন্য মঙ্গলাচার করতে হবে।

অনসূয়া।—তুমি বল কি সখি?

প্রিয়ম্বদা।—সুনিদ্রা হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে এইমাত্র আমি প্রিয়সখীর কাছে গিয়েছিলেম।

অনসূয়া।—তার পর, তার পর?

প্রিয়ম্বদা।—সেখানে গিয়ে দেখি, শকুন্তলা লজ্জায় মুখ হেঁট করে' আছে, তার তাত কণ্ব তাকে আলিঙ্গন করে' মনের আনন্দে এই কথা বল্‌চেন—"বৎসে! আজ একটি শুভ সূচনা হয়েছে। আজ হোম করবার সময় যজমানের দৃষ্টি ধূমেতে আচ্ছন্ন হ'লেও আহুতি ঠিক্ অগ্নিমুখে পতিত হয়। অতএব, সুশিষ্যপ্রদত্তা বিদ্যার ন্যায় আজ তুমি অশোচনীয়া, তোমার জন্য আমার আর কোন চিন্তা নাই।—বৎসে, অদ্যই তোমাকে পতিগৃহে পাঠাচ্চি। ঋষিরা তোমার রক্ষক হয়ে যাবেন।"

অনসূয়া।—আচ্ছা সখি, বিবাহের বৃত্তান্ত তাঁকে কে বল্লে বল দেখি?

প্রিয়ম্বদা।—হোম-গৃহে প্রবেশ করবামাত্রই অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী তাত কণ্বকে এই কথা বল্লেন—

অনসূয়া।—(সবিস্ময়ে) কি বল্লেন সখি?

প্রিয়ম্বদা।—বল্লেন—

দুষ্মন্ত নৃপতি পৃথ্বী-শুভ-কামনায়
দিয়াছেন নিজতেজ তব দুহিতায়।
তাঁরই তনয়া তব শুন গো ব্রাহ্মণ!
অগ্নিগর্ভ শমী সম সে দুহিতা এখন॥

অনসূয়া।—(প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিয়া) এ সুসংবাদ বটে। কিন্তু আজ শকুন্তলাকে নিয়ে যাচ্চে শুনে যেমন আনন্দ হ'ল, তেমনি আবার কষ্টও হচ্চে।

প্রিয়ম্বদা।—আমাদের যতই কষ্ট হোক না, বিরহ-কাতরা শকুন্তলা সুখী হোক্!

অনসূয়া।—শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে মনে করে' পূর্ব্ব হতেই আমি একটা নারকেলের পাত্রে এক ছড়া বকুল-ফুলের মালা রেখে দিয়েছি—সেই পাত্রটা ঐ আমগাছের ডালে ঝুলোনো আছে, তুমি যদি নিয়ে রাখ। আমি ততক্ষণ গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, নবদূর্ব্বা, এই সকলের মাঙ্গল্য-অনুলেপন প্রস্তুত করি গে।

প্রিয়ম্বদা।—আচ্ছা সখি।

অনসূয়া।— [প্রস্থান।

প্রিয়ম্বদা।—(বৃক্ষ হইতে মালা গ্রহণ)

নেপথ্যে।—গৌতমি! শার্ঙ্গরব প্রভৃতি ঋষিদের আদেশ কর, যেন তাঁরা আজ শকুন্তলাকে সঙ্গে করে' পতিগৃহে নিয়ে যান।

প্রিয়ম্বদা।—(কর্ণ দিয়া শ্রবণ করিয়া) অনসূয়ে, শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো, হস্তিনাপুরে যাবার জন্য ঐ গোতমী ঋষিরা ডাকাডাকি করচেন।

(মাঙ্গল্য-অনুলেপন লইয়া অনসূয়ার প্রবেশ)

অনসূয়া।—সখি, এসো আমরা যাই। (পরিক্রমণ)

প্রিয়ম্বদা।—(অবলোকন করিয়া) ঐ দেখ, আমাদের প্রিয়সখী প্রাতঃস্নান করে' আসনে বসে' আছেন, আর তাপসীরা ধান হস্তে স্বস্তিবচনে আশীর্ব্বাদ করচেন। এস সখি, আমরা ওখানে যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

শকুন্তলা আসীনা।

(থালা হস্তে তাপসীদের প্রবেশ)

একজন।—বাছা! পতিগৃহে গেলে "মহাদেবী" এই বহুমান-সূচক শব্দ যেন তোমার প্রতি প্রযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়।—বাছা! বীরপ্রসবিনী হও।

তৃতীয়।—বাছা! পতির বহুমানাস্পদা হও।

[আশিস্ প্রদান করিয়া গৌতমী ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান।

(প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার প্রবেশ)

উভয় সখী।—(সম্মুখে আসিয়া) সখি! তোমার এই মঙ্গল-স্নান যেন সুখের হয়।

শকুন্তলা।—এসো সখি, তোমরা আমার কাছে এইখানে বোসো।

সখীদ্বয়।—(মাঙ্গল্যপাত্র লইয়া উপবেশন) সখি, সোজা হয়ে বোসো, আমরা তোমার মাঙ্গল্য রচনা করে' দি।

শকুন্তলা।—তোমরা সাজিয়ে দিচ্চ, এও আমি পরম ভাগ্যি বলে' মনে করচি; তোমাদের হাতে সাজসজ্জা এর পরে তো আমার অদৃষ্টে আর ঘটবে না। (অশ্রুমোচন)

উভয়।—সখি, শুভকার্য্যের সময় রোদন করা উচিত নয়।

প্রিয়ম্বদা।—সখি, তোমার এই সুন্দর অঙ্গে অলঙ্কারই সাজে, আশ্রমের এই সাজসজ্জা তোমাকে মানায় না।

(উপহার হস্তে দুইজন ঋষিকুমারের প্রবেশ)

ঋষিকুমারদ্বয়।—এই অলঙ্কারগুলি ওঁর অঙ্গে পরিয়ে দেও।

সকলে।—(দেখিয়া বিস্মিত)

গৌতমী।—নারদ, এগুলি কোথা থেকে পেলি বাছা?

প্রথম।—তাত কণ্বের প্রভাবে।

গৌতমী।—কি! এইগুলি কি তাত কণ্বের মানসী শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হল?

দ্বিতীয়।—না, তা নয়; কি করে' পাওয়া গেল, শুনুন বলি। তাত কণ্ব আমাদের বল্লেন, "তোমরা যাও, শকুন্তলার জন্য বনস্পতিগণের নিকট হ'তে পুষ্প আহরণ করে' নিয়ে এসো"। তাই আমরা অরণ্যে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে দেখি, চমৎকার ব্যাপার!

কোন তরু ইন্দু-পাণ্ডু ক্ষৌমবস্ত্র হাতে দেয় আনি,
উদ্গারে অলক্ত কেহ, রঞ্জিতে চরণ দুইখানি।
কোমল পল্লব-হস্ত বাড়াইয়া বনদেবগণ,
রতন-কাঞ্চনময় নানাবিধ দিলা আভরণ।

প্রিয়ম্বদা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া) দেখ সখি, এই সকল অযাচিত উপহার দেখে মনে হয়, পতিগৃহে নিশ্চয়ই তুমি রাজলক্ষ্মীর মত আদরিণী হবে।

শকুন্তলা।—(লজ্জিতা)

প্রথম।—দেখ গৌতম, ভাগবান্ কণ্ব কৃতস্নান হয়ে প্রত্যাগমন করেছেন, এখন চল যাই, তাঁকে এই বনদেবতাদের উপহারের কথা জানাই গে।

দ্বিতীয়।—হাঁ চল।

[উভয় ঋষিকুমারের প্রস্থান।

সখীদ্বয়।—আমরা জন্মেও কখন অলঙ্কার পরিনি। কি করে' পরাতে হয়, তাও জানিনে। তবে, চিত্রে যে রকমটি দেখ্‌তে পাই, এসো আমরা সেই রকম করে' পরিয়ে দি।

শকুন্তলা।—আমি জানি সখি, তোমরা এ বিষয়ে খুব নিপুণ।

সখীদ্বয়।—(অলঙ্কার পরাইয়া দেওন)

(কৃতস্নান কণ্বমুনির প্রবেশ)

কণ্ব।—পতি-গৃহে শকুন্তলা যাইবে চলিয়া,
বাষ্পে রুদ্ধ কণ্ঠ মোর—উৎকণ্ঠিত হিয়া।
ভাবনায় ক্ষীণদৃষ্টি এ নেত্র-যুগল।
আমি বনবাসী যদি এতই বিহ্বল,
না জানি সে গৃহী জন কত কষ্ট পায়
বিদায় দেয় গো যবে আপন কন্যায়।

সখীদ্বয়।—গহনা তো পরা হ'ল, এখন এই চেলির যোড়টা পরে' নেও সখি।

শকুন্তলা।—(উত্থান করিয়া বস্ত্র পরিধান)

গৌতমী।—ঐ দেখ বাছা, তোমার পিতা এসেছেন—নেত্র হ'তে আনন্দ-অশ্রু অবিরত বর্ষণ হচ্চে—আর যেন স্নেহ-দৃষ্টির ধারা তোমাকে আলিঙ্গন কচ্চেন। এখন যথাবিধি ওঁর পাদবন্দনাদি কর।

শকুন্তলা।—(সলজ্জভাবে) তাত, আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

কণ্ব।— যযাতি রাজার যথা শর্ম্মিষ্ঠা রাণী,
হও বৎসে তাঁর সম পতি-সোহাগিনী।

লভ' পুত্র তাঁর মত পুরুবংশধর,
শাসন করিবে রাজ্য হয়ে একেশ্বর ।

গৌতমী ।—ভগবন্‌ ! এ তো আশীর্ব্বাদ নয়, এ যে বরদান ।

কণ্ব ।—বৎসে ! এই সদ্যোহুত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ কর ।

এই বেদি-চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত যাঁর স্থান,
প্রান্ত যার কুশাকীর্ণ, যিনি সমিদ্বান্‌,
হব্যগন্ধে পাপ নাশি' সেই হোমানল
করুন তোমারে আজি পবিত্র বিমল ।

বৎসে ! এইবার যাত্রা কর । (সদৃষ্টিক্ষেপ) কৈ, শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায় ?

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

শিষ্য ।—ভগবন্‌, আমরা এইখানেই উপস্থিত ।

কণ্ব ।—তোমাদের ভগিনীকে পথপ্রদর্শন করে' নিয়ে যাও ।

শার্ঙ্গরব ।—এই দিক্‌ দিয়ে আসুন—এই দিক্‌ দিয়ে ।

সকলে ।—(পরিক্রমণ)

চতুর্থ দৃশ্য

বন-পথ ।

কণ্ব ।— তপোবন-সন্নিহিত ওগো তরুগণ !
শোন গো তোমরা সবে আমার বচন ।
আগে তোমাদের জল না করিয়া দান
কখন যে করে নাই নিজে জলপান ;
কুসুম-ভূষণ-সজ্জা বড় সাধ যার,
স্নেহে পাতাটিও তবু ছেঁড়েনি লতার ;
তব পুষ্পোদ্গমে যে গো আনন্দে আকুলা,
পতি-গৃহে যায় আজি সেই শকুন্তলা ।
ঐ দেখ যায় বাছা, আঁখি জলে ছায়,
দেহ গো দেহ গো তরে স্নেহের বিদায় ।

(কোকিলের রব শুনিয়া)

ওই শুন, ওই শুন, কোকিলের রবে
বিদায়-উত্তর যেন দেয় তরু সবে ।
তাঁরা যে বালিকার বনবাসী ভাই,
স্নেহ-ডোরে বাঁধা সবে—থাকে এক ঠাঁই ।

(আকাশে)

বিদায় বিদায় বালা, সুখে চল বন্য পথ দিয়া,
ভরিত নলিনীদলে যেথা রম্য সরসীর হিয়া ;
সুশীতল তরুচ্ছায় যেথা হবে তপন-কিরণ ;
যেথাকার ধূলি-কণা মৃদু পদ্ম-রেণুর মতন ।
যাও তবে, মন্দ মন্দ অনুকূল বহুক পবন,
পথ হোক্‌ শান্তিময়, নিরাপদে করহ গমন ।

সকলে ।—(সবিস্ময়ে শ্রবণ)

গৌতমী ।—বাছা শুন্‌লি ? বনদেবতারাও আত্মীয়স্বজনের মত তোকে স্নেহবাক্যে বিদায় দিলেন । এঁদের প্রণাম কর ।

শকুন্তলা ।—(সপ্রণাম পরিক্রমণ করিয়া অন্য দিকে) দেখ প্রিয়ম্বদে, আমি যে আর্য্যপুত্রকে দেখবার জন্য এত উৎসুক, তবু আশ্রম ছেড়ে যেতে যেন আমার পা সর্‌চে না !

প্রিয়ম্বদা ।—সখি, তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর হয়েছ, তা নয় ; তোমার বিচ্ছেদে তপোবনেরও এই দশা ।

তোমার বিরহে সখি যত মৃগকুল
মুখভ্রষ্ট-তৃণগ্রাস, বিরস ব্যাকুল ।
ময়ূর ছেড়েছে নৃত্য ; ঝরে জীর্ণ পাতা
অশ্রুপাত করে যেন সব তরুলতা ।

শকুন্তলা ।—(মনে পড়ায়) দেখ তাত, আমার "বনজ্যোৎস্না" লতা-বোন্‌টির কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে আসি ।

কণ্ব ।—আমি জানি বৎসে, তার উপর তোমার সোদরা-স্নেহ আছে । ঐ যে দক্ষিণদিকে ।

শকুন্তলা ।—(নিকটে গিয়া লতাকে আলিঙ্গন) বনজ্যোৎস্নে ! তুই এখন পরম সুখে সহকারকে আলিঙ্গন করে' আছিস্‌—একবার কি তোর শাখা-বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন কর্‌বি নে ? আমি যে বড় দূরে চলে' যাচ্চি ! আর তো তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না । এই শেষ দেখা ।

কণ্ব ।—বৎসে ।

যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান ইচ্ছা ছিল মনে,
মিলিয়াছ নিজগুণে সেই পতি সনে ।
চূতসনে লতাটিরও হয়েছে মিলন
উভয়েরই তরে আমি নিশ্চিন্ত এখন ।

এখন তবে চল ।

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের প্রতি) দেখ প্রিয়সখি, তোমাদের দু'জনের হাতে আমি এই লতাটিকে স'পে দিয়ে গেলেম।

সখীদ্বয়।—(অশ্রুমোচন) সখি, আমাদের তুমি কার হাতে রেখে গেলে? (অশ্রু-মোচন)

কণ্ব।—অনসূয়ে, রোদন করো না। তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করবে, না তোমরাই রোদন করতে আরম্ভ করলে।

সকলে।—(পরিক্রমণ)

শকুন্তলা।—দেখ তাত, ঐ যে হরিণীটি কুটীরের নিকট চরে' বেড়াচ্চে, ও শীঘ্রই প্রসব হবে; এখনি গর্ভ-ভারে যেন নড়তে পারচে না। যখন নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে যাবে, তখন তাত সেই সুখবরটি আমাকে যেন পাঠাতে ভুলো না।

কণ্ব।—না, আমি ভুলব না।

শকুন্তলা।—(গতিভঙ্গ হওয়ায়) আমার অঞ্চল ধরে' কে টান্‌চে? (মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে অব লোকন)।

কণ্ব।—

যাকে তুমি খাওয়ায়েছ ধান্যমুষ্টি নিজ হাতে করি,'
সযতনে পালন করেছ যারে এত দিন ধরি,'
কুশ-বিদ্ধ মুখে যার ইঙ্গুদীর তেল মাখাইয়া
সুস্নেহে অতি কষ্টে ব্রণ-ক্ষত দেছ শুকাইয়া,
পুত্রসম সেই তব সুকুমার হরিণ-শাবক
বসন-অঞ্চল ধরি' ওই দেখ করিছে আটক॥

শকুন্তলা।—ওরে বাছা দেখ, আমি সবাইকে ত্যাগ করে' চলে' যাচ্চি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তুই কেন মিছে আস্‌চিস্ বল্ দেখি? জন্মাবার পরেই তুই মাতৃহীন হোস্, আমিই তোকে পালন করেছিলেম। এখন আমি যাচ্চি, পিতা তোকে দেখ্‌বেন। এখন তবে ফিরে যা। (রোদন করিতে করিতে গমন)

কণ্ব।—বাষ্পরুদ্ধ দৃষ্টি তব, কোরো না ক্রন্দন,
ধৈর্য্য ধরি' অশ্রুবারি কর সম্বরণ।
অলক্ষ্যে বন্ধুর-ভূমি হয় না লক্ষিত,
মুহুর্মুহু পদ তব হতেছে স্খলিত।

পঞ্চম দৃশ্য

সরসী-তীরস্থ বটবৃক্ষ।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্, আমাদের শোনা আছে, জলাশয় পর্য্যন্ত প্রিয়জনের অনুগমন করতে হয়। তা, এই সরসী-তীরে আপনার যা বক্তব্য আমাদের বলে' এইখান থেকেই ফিরে গেলে ভাল হয় না কি?

কণ্ব।—আচ্ছা, তবে এই বট-বৃক্ষচ্ছায়ায় একটু দাঁড়ানো যাক্।

সকলে।—(পরিক্রমণ করিয়া দণ্ডায়মান)

কণ্ব।—(স্বগত) রাজর্ষি দুষ্মন্তের নিকট দুই চারিটি সময়োচিত কথা ব'লে পাঠান কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? (চিন্তা)

শকুন্তলা।—(জনান্তিকে) দেখ সখি, চক্রবাক্ পদ্মপত্রের আড়ালে রয়েছে বলে' তাকে ক্ষণেকের জন্য না দেখ্‌তে পেয়েই চক্রবাক-বধূ কেঁদে কেঁদে ডাক্‌চে। আর আমি কতদিন ধরে' তাঁকে না দেখে রয়েছি। এরূপ দুষ্কর কাজ বোধ হয় আর কেউ করতে পারবে না।

অনসূয়া।—সখি, তা' মনে কোরো না।

চকা বিনা চকী সেও
বিষাদের দীর্ঘরাত্রি করয়ে যাপন;
গুরুতর সন্তাপেও
মন বাঁধি' রাখে শুধু আশার বাঁধন।

কণ্ব।—দেখ শার্ঙ্গরব, তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে নিয়ে গিয়ে আমার নাম করে' এই কথাগুলি তাঁকে বলবে।

শার্ঙ্গরব।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

কণ্ব।—বলবে

আমরা তাপস ঋষি, উচ্চবংশে তব,
নিজে বরিয়াছে বালা, না জিজ্ঞাসি' আত্মীয়-বান্ধব।
এই সব চিন্তা করি', শোনো গো রাজন্,
অন্য পত্নী সম ভাবি', দিও এরে সমান সম্ভ্রম।
অতঃপর যাহা কিছু, ভাগ্যের সে কথা,
যতই বলি না কেন, কারও বাক্যে হবে না অন্যথা।

শার্ঙ্গরব।—যে আজ্ঞা ভগবন্, এই কথা তাঁকে গিয়ে বলব।

কণ্ব।—বৎসে, এখন তবে তোমাকে কিছু

উপদেশ দি শোনো। বনবাসী হ'লেও আমরা লোক-ব্যবহার অবগত আছি।

শার্ঙ্গরব।—ভগবন্, ধীমান্ ব্যক্তির অজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই!

কণ্ব।—বৎসে, তুমি পতি-গৃহে গিয়ে
শুশ্রূষা করিবে সদা নিজ গুরুজনে,
সখীসম আচরিবে সপত্নীর সনে।
অপমান অত্যাচার করে যদি পতি,
হবে নাকো প্রতিকূল তবু তাঁর প্রতি।
সদয়া হইবে সদা অনুচরপরে,
উদ্ধতা হবে না কভু ধন-মদভরে।
এইরূপ আচরণ করে যে অঙ্গনা,
সেই তো গৃহিণী—অন্যে কুলের যন্ত্রণা।

গৌতমীই বা কি বলেন শোনা যাক।

গৌতমী।—এই সমস্তই বধূজনের উপদেশ। বাছা, এই কথাগুলি মনে রাখ্‌বে।

শকুন্তলা।—তাত, এখান থেকেই কি আমার প্রিয়সখীরা ফিরে যাবে?

কণ্ব।—দেখ বৎসে, এরাও বিবাহযোগ্যা। এদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাবেন।

শকুন্তলা।—(পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তাত, তোমার কোল ছেড়ে কি করে' আমি দেশান্তরে গিয়ে প্রাণধারণ করব?

কণ্ব।—কেন এত কাতর হচ্ছ বৎসে!
মহা কুলোদ্ভব পতি, রবে সেই পতির আদরে
শ্লাঘ্য গৃহিণীর পদ পাইবে সত্বরে,
গুরুতর গৃহকার্য্যে হইবে আসক্ত অনুক্ষণ,
পাবে রবিসম দীপ্ত অপত্য-রতন,
আমার বিচ্ছেদ লাগি দুঃখ আর গণিবে না মনে,
ভুলিবে সকল কষ্ট পতির যতনে।

শকুন্তলা—(পিতার পদতলে পতন)

কণ্ব।—বৎসে! আশীর্ব্বাদ করি, আমার যা মনের ইচ্ছা, তোমার যেন তাই হয়!

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের নিকটে গিয়া) এস সখি, তোমরা দুজনে একসঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর!

সখীদ্বয়।—(তথা করিয়া) দেখ সখি, যদি রাজর্ষির চিনতে একটুও বিলম্ব হয়, তবে তাঁর স্বনামাঙ্কিত এই আংটিটি তাঁকে দেখিও।

শকুন্তলা।—(কি এক ভাবিয়া)—এ কথা শুনে যে আমার হৃদয় কেঁপে উঠল।

সখীদ্বয়।—ভয় নাই। স্নেহ থাকলে আত্মীয়স্বজনের মনে সর্ব্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা হয়। তাই ও কথা বল্‌ছ।

শার্ঙ্গরব।—সূর্য্যদেব শিখর-দেশে আরূঢ় হয়েছেন। আর বিলম্ব করবেন না।

শকুন্তলা।—(আশ্রমাভিমুখী হইয়া) তাত, আবার কবে এসে আমাদের এই তপোবন দেখতে পাব?

কণ্ব।—শোনো!
সসাগরা ধরণীর
সপত্নী থাকিয়া চিরদিন,
শত্রুঘ্ন পুত্রে, করি'
রাজ-সিংহাসনে সমাসীন।
রাজ্যভার দিয়া তারে,
পতিসাথে আনন্দিত মনে,
পুনঃ আসিবে বৎসে,
সুবিজন এই তপোবনে।

গৌতমী।—বাছা, যাবার বেলা ব'য়ে যাচ্ছে, পিতাকে এখন বিদায় দেও। (কণ্বের প্রতি) আপনি যতক্ষণ থাকবেন, শকুন্তলা ঐরূপই করবে, আপনি এইবার আশ্রমে ফিরে যান।

কণ্ব।—বৎসে, আমার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হচ্চে।

শকুন্তলা।—(পুনর্ব্বার পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তাত, তপশ্চর্য্যায় তোমার শরীর বড় কৃশ হয়েছে, আমার জন্য আর উৎকণ্ঠিত হয়ো না।

কণ্ব।—(সনিশ্বাসে) বৎসে!
কেমনে হইবে মম শোক-প্রশমন,
তব হস্তে রোপা ধান্য দেখিব যখন
কুটীরের দ্বারদেশে থরিয়া অঙ্কুর
পূজা উপহার তরে রয়েছে প্রচুর।

এইবার যাও বৎসে, সমস্ত পথ তোমার নিরাপদ হোক্।

[সহযাত্রিগণের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান।

সখীদ্বয়।—ও মা, এ কি হ'ল! শকুন্তলাকে যে আর দেখা যায় না—বনের অন্তরালে যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে পড়ল।

কণ্ব।—(সনিশ্বাসে) অনসূয়ে! তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী সহচরী চলে' গেল। তোমরা শোক সম্বরণ করে' আমার অনুগামিনী হও।

সখীদ্বয়।—তাত, শকুন্তলাকে ছেড়ে এই শূন্য তপোবনে আমরা কি করে' প্রবেশ করব?

কণ্ব।—স্নেহ-প্রযুক্ত এইরূপই মনে হয় বটে! (সবিমর্ষ পরিক্রমণ) আ! শকুন্তলাকে পাঠিয়ে দিয়ে এখন যেন আমি একটু শান্তি পেলেম।

পালিয়াছি কন্যা সে যে পরকীয় ধন,
পাঠাইনু আজি তারে পতির সদন।
দিয়া যে গচ্ছিত বস্তু স্বত্ববান্ জনে
অন্তরাত্মা দায়মুক্ত হ'ল এতক্ষণে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের ঘর।—রাজা ও বিদূষক উপবিষ্ট।

বিদূষক।—(কর্ণপাত করিয়া) সঙ্গীত-শালার দিকে কান পেতে একবার শুনুন দিকি, কে যেন তাল-লয়-বিশুদ্ধ মধুর গীতের স্বরসংযোগে আলাপ কর্‌চে। বোধ হয়, হংসপদিকা গান অভ্যাস করচেন।

রাজা।—রোসো, কি গাচ্চে, শোনা যাক্।

(নেপথ্যে গান)

ওহে কমলোপরি
ভুঞ্জিয়াছ কত মধু,
চুম্বিয়া চূত-মঞ্জরী
ভুলিলে পুরাণো বঁধু?

রাজা।—অহো! কি অনুরাগবর্ষী গীত!

বিদূষক।—সে যাই হোক, গীতের শব্দার্থটা কি বুঝ্‌তে পার্‌লেন মহারাজ?

রাজা।—দেখ সখা, পূর্ব্বপ্রণয়ত্যাগী কোন প্রিয়জনের প্রতি লক্ষ্য করেই যেন কথাটা বলা হচ্চে। আমি,দেবী বসুমতীর সঙ্গেই এখন অধিক সময় যাপন করি বলে' হংসপদিকা গীতচ্ছলে আমাকে এইরূপ তিরস্কার করেছেন। দেখ বয়স্য, তুমি এক কাজ কর। তুমি আমার নাম করে' তাঁকে এই কথা বলে' এসো যে, তিনি খুব নিপুণতার সহিত আমাকে তিরস্কার করেছেন।

বিদূষক।—তবেই তো দেখছি সর্ব্বনাশ! আপনি বলচেন, যাচ্চি। কিন্তু আমি গেলেই আমার টিকিটা ধরে' এমন উত্তম-মধ্যম প্রদান করতে হুকুম দেবেন যে, আমার আর পালাবার পথ থাক্‌বে না। অপ্সরার রূপ দেখে যোগি-ঋষির যেমন মুণ্ড ঘুরে যায়, মারের চোটে আমারও তাই হবে দেখ্‌চি।

রাজা।—কথাটা বেশ নাগরালী-ধরণে রসিকজনের মত গুছিয়ে বল্‌বে, তা হ'লে তিনি রাগ কর্‌বার আর অবসর পাবেন না। বুঝলে? এখন তবে যাও।

বিদূষক।—কি করি, নাচার।

[প্রস্থান।

রাজা।—(স্বগত) কোন প্রিয়জনের বিরহে মন যেরূপ উৎকণ্ঠিত হয়, গানটি শুনে আমারও যেন সেইরূপ হয়েছে। কেন এরূপ হ'ল? তার কারণ বোধ হয়

নিরখি' সুন্দর শোভা, শুনি' ধ্বনি মনোলোভা,
সুখিত জনেরও চিত হয় যে আকুল;
নিশ্চয় স্মরণে তার, জাগে যেন পুনর্ব্বার
জন্মান্তর-ভালবাসা বাঁধা বদ্ধমূল।

[উদাসভাবে অবস্থান।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—হায়! এখন আমার এই দশা।

এত দিন বেত্রগাছি রাখিলাম করে,
নিয়ম বলিয়া শুধু রাজ-অন্তঃপুরে।
সেই বেত্র এবে মোর নির্ভরের স্থল
সর্ব্বাঙ্গ-শরীর মম এমনি বিকল।

বিচারের প্রার্থনায় কেউ এলে রাজাকে বিচার কর্‌তেই হয়, সে কাজ রাজার অনতিক্রমণীয়। কিন্তু এইমাত্র মহারাজ বিচারাসন থেকে উঠে একান্তে বসে' বিশ্রাম কর্‌চেন, এই সময়ে কণ্ব-শিষ্যদের আগমনসংবাদ দিয়ে মহারাজকে বিরক্ত কর্‌তে ইচ্ছা হচ্চে না। তবে তাও বলি, লোকপাল রাজাদের আবার বিশ্রাম কোথায়?

তপনতুরঙ্গ যথা চিরযুক্ত রথে,
সদাগতি ধায় যথা সদা বায়ুপথে,

রাজ্যভার শেষ যথা করেন বহন,
কষ্টভোগী ভূপতিরও সেই সে ধরম॥

যা হোক, আমার কর্ত্তব্য তো করি। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) ঐ যে মহারাজ।

শ্রান্তচিত্তে রাজা এবে করেন বিশ্রাম,
পালন করিয়া প্রজা পুত্রের সমান।
রবি-তপ্ত গজরাজ চরায়ে স্বদলে
বিশ্রাম করে গো যথা আসি ছায়াতলে।

(রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক! হিমাচলের উপত্যকাস্থিত অরণ্যবাসী কতকগুলি তপস্বী সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত হয়েছেন; আর বল্‌ছেন, মহর্ষি কণ্ব কোন কথা মহারাজের নিকট নিবেদন করবার জন্য ওঁদের পাঠিয়েছেন। এক্ষণে মহারাজের যে আদেশ হয়।

রাজা।—(সাদরে) কি! ভগবান্ কণ্বের নিকট হ'তে সংবাদ নিয়ে এসেছেন?

কঞ্চুকী।—আজ্ঞা মহারাজ, তাঁরই নিকট হ'তে।

রাজা।—আচ্ছা, তুমি উপাধ্যায় সোমরাতকে আমার নাম করে' বল, যেন তিনি আশ্রমবাসীদের যথাবিধি সংকার করে' স্বয়ং সঙ্গে করে' আমার নিকট তাঁদের নিয়ে আসেন। আমিও এখনি উপযুক্ত স্থানে গিয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর্‌চি।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—(উঠিয়া) বেত্রবতি! হোম-শালার পথ প্রদর্শন কর।

প্রতিহারী।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

রাজা।—(পরিক্রমণ করিয়া বিষণ্ণভাবে) প্রাণী মাত্রই প্রার্থিত বস্তু লাভ করে' সুখী হয়, কিন্তু রাজার ইচ্ছা চরিতার্থ হ'লে পরিণামে কেবলই দুঃখভোগ।

ইহাতে হয় মাত্র ঔৎসুক্যের শেষ,
লভিয়া রক্ষণে তার ততোধিক ক্লেশ।
আতপত্র নিজহস্তে করিয়া ধারণ,
যৌদ্র বারিলেও যথা কষ্টের কারণ,
সেইরূপ, রাজপদে যত না আরাম
অপেক্ষা শ্রমক্লেশ তাহে অবিরাম।

(নেপথ্যে)

দুইজন বৈতালিক।—মহারাজের জয় হোক্!

প্রথম।—স্বসুখে নিরভিলাষ, পর লাগি শ্রম,
প্রতিদিন এই তব কার্য্যের নিয়ম
তীব্রতাপ সহে তরু আপন মাথায়,
ছায়াদান করে তবু আশ্রিত জনায়।

দ্বিতীয়।—সুমার্গ হইতে কেহ করিলে গমন,
অমনি ফিরাও তারে করিয়া শাসন।
কলহ-বিবাদ হ'লে সেও মিটাইয়া,
প্রজার রক্ষণ তরে আগ্রহ করিয়া।
ধনী দেখিলেই আসি কোটে জ্ঞাতি [illegible]
তুমি কিন্তু বন্ধু এক, রাখিলে [illegible]।

রাজা।—অহো! ওঁদের কথা [illegible] আমার ক্লান্ত মন যেন আবার নবীকৃত হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোম-শালা।

প্রতিহারী।—ঐ মহারাজ, হোম-শালা; আর, ঐ দেখুন হোম-ধেনুটি নিকটে বাঁধা রয়েছে। অলিন্দভূমিটি কেমন সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মনে হচ্ছে যেন, এইমাত্র সম্মার্জ্জিত হয়েছে। এইবার মহারাজ অলিন্দের উপর উঠুন।

রাজা।—(আরোহণ করত প্রতিহারীর স্কন্ধে ভর দিয়া অবস্থান) বেত্রবতি! কি নিমিত্ত ভগবান্ কণ্ব এই ঋষিদের আমার নিকট পাঠিয়েছেন, বল দেখি।

তাপস জনের তপে ঘটিয়াছে কোন কি ব্যাঘাত?
তপোবন-প্রাণীদের কেহ কিছু করেছে উৎপাত?
কিম্বা মম পাপে তরু নাহি ধরে পত্র-ফল-ফুল,
এইরূপ নানা তর্কে চিত্ত মোর হয়েছে আকুল।

প্রতিহারী।—মহারাজের সুশাসনে তাঁরা কেমন সুখে আছেন, এই কথা জানিয়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করবেন এজেই বোধ হয় এইখানে এসেছেন।

(কঞ্চুকী ও পুরোহিত পুরঃসর
শিষ্যদ্বয় ও গৌতমীর সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—এই দিক্ দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে

শার্ঙ্গরব।—দেখ শারদ্বত !

যদিও এ নরপতি নাহি করে ধর্ম্ম অতিক্রম,
রাজ্য-মাঝে কোন বর্ণ নীচ-পথে করে না গমন,
তথাপি আমার মনে এইরূপ হয় যেন জ্ঞান
অগ্নি লাগিয়াছে গৃহে, লোকাকীর্ণ তাই এই স্থান।
আমরা অরণ্যবাসী, দেখি নাই কভু লোকালয়,
অভ্যাস বিজনে থাকা, তাই মম এ হেন বিস্ময়।

শারদ্বত।—হাঁ, আমি দেখ্ছি বটে, যে অবধি তুমি নগরে প্রবেশ করেছ, সেই অবধিই তোমার মনের অবস্থা এইরূপ হয়েছে। কিন্তু আমার এই সব দেখে শুনে কিরূপ মনে হয় জানো ?

কৃত-স্নান হেরে যথা কৃতাভ্যঙ্গ জনে,
শুচি যথা অশুচিরে, জাগরিত নিদ্রা-নিমগনে ;
সেইরূপ হেরি আমি নগর-আবাসে
স্বৈরচারী ভোগী জনে—বদ্ধ সবে সংসারের পাশে।

শকুন্তলা।—(দক্ষিণ চক্ষুর নৃত্য) ও মা ! এ কি ! আমার ডান্ চোখটা নাচ্চে কেন ?

গৌতমী। ভয় নাই বাছা, তোর পতিকুল-দেবতা সব অমঙ্গল দূর করবেন। (পরিক্রমণ)

পুরোহিত।—(রাজাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়া) হে। তপস্বিগণ ! ঐ দেখুন আমাদের রাজা, ওঁর রাজ্যে সকল বর্ণের লোকই সুখে কালযাপন করচে। আর দেখুন, উনি পূর্ব্ব হতেই আসন ত্যাগ করে' আপনাদের দর্শন-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন। এইবার মহারাজকে নিকটে এসে দর্শন করুন।

শার্ঙ্গরব।—মহাব্রাহ্মণ ! এ কথা শুনে আনন্দিত হলেম বটে, কিন্তু বিস্মিত হলেম না। কেন না

ফলভারে অবনত হয় তরুগণ,
নবজলধর নামি' করে বরিষণ,
সাধু জন ধনে কভু না হয় উদ্ধত,
পর-উপকারি-চিত হয় এইমত।

প্রতিহারী।—মহারাজ, ঋষিদের মুখ বেশ প্রসন্ন দেখাচ্চে, ওঁরা যে কোন বিপদের কথা জানাতে এসেছেন, মুখের ভাবে তা কিছুই বোধ হচ্চে না।

রাজা।—ঐ স্ত্রীলোকটি কে ?

কে না জানি ও রমণী ঘোমটায় ঢাকা
অস্ফুটো লাবণ্য স্পষ্ট নাহি যায় দেখা।
তাপসের মাঝে বালা কি সুন্দর সাজে
পাণ্ডুপত্র-মাঝে যথা কিশলয় রাজে।

প্রতিহারী।—মহারাজ ! কে ঐ রমণীটি, জান্‌তে আমারও বিলক্ষণ কৌতূহল হচ্চে, কিন্তু ভেবে কিছুই স্থির করতে পারচিনে। কিন্তু যে প্রকার এঁর রূপ দেখছি, তাতে মহারাজের দর্শন-যোগ্য বলে' মনে হয়।

রাজা।—তা হোক্, কিন্তু পরস্ত্রীকে অবলোকন করা সজ্জনের উচিত নয়।

শকুন্তলা।—(বুকে হাত দিয়া স্বগত) হৃদয়, কেন তুই এত কাঁপচিস্ ? আর্য্যপুত্রের ভাব তো তুই বেশ জানিস্, তবে কেন অধীর হচ্চিস্—শান্ত হ।

পুরোহিত।—মহারাজ, যথাবিধানে এই তপস্বিগণের সৎকার করা হয়েছে। এখন এঁদের কি বক্তব্য আছে, তাই মহারাজের নিকট নিবেদন করতে চান—মহারাজের আদেশ হয় তো—

রাজা।—হাঁ, আপনাদের যা বক্তব্য, বলুন—আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।

ঋষিগণ।—(হস্তোত্তোলন করিয়া) রাজন্, বিজয়ী হোন্।

রাজা।—মুনিগণ ! আপনাদের তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্চে তো ?

ঋষিগণ।— কোথা তপস্যার বিঘ্ন
তোমা হেন রক্ষক যাহার,
ভাস্কর উদিত হ'লে
তিষ্ঠিতে কি পারে অন্ধকার ?

রাজা।—তা হ'লে সার্থক আমার রাজ-শব্দ। সে যা হোক্, ভগবান্ কণ্ব লোকহিতার্থে কুশলে আছেন তো ?

ঋষিগণ।—সিদ্ধপুরুষদের কুশল নিজ আয়ত্তাধীন। রাজন্, তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করে' এই কথা আপনাকে জানাতে আমাদের আদেশ করেছেন যে—

রাজা। ভগবান্ কণ্ব কি আদেশ করেছেন ?

শার্ঙ্গরব।—তিনি এই কথা তাঁর নাম করে' আপনাকে জানাতে বলেছেন যে, "পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হওয়ায় আপনি যে গোপনে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন, তা আমি প্রীতমনে অনুমোদন কচ্চি।" কেন না

সুযোগ্য পুরুষ-শ্রেষ্ঠ তুমি পূজ্য অতি,
শকুন্তলা ধরা-মাঝে সাক্ষাৎ সুকৃতি।
সমগুণান্বিত দেখি' উভে বধূ বর,
প্রজাপতি-নিন্দা কেবা করে অতঃপর?

তা, ইনি কিছুদিন পিতৃ-গৃহে অবস্থান করে' আবার আপনার নিকট প্রত্যাগত হয়েছেন—এক্ষণে আপনি এঁকে গ্রহণ করুন।

গৌতমী।—আমিও কিছু বলতে ইচ্ছুক, যদিও আমার বলবার কোন অবসর রাখা হয় নি—

না অপেক্ষা করে বালা গুরুজন তরে,
তুমিও না জিজ্ঞাসিলে আপনার ঘরে,
তোমাদের পরস্পর যাহা ঘটিয়াছে
তাহাতে অন্যের কিবা বলিবার আছে?

শকুন্তলা।—(স্বগত) আর্য্য-পুত্র না জানি কি উত্তর দেন।

রাজা।—আপনারা এ কি প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌চেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।

শকুন্তলা।—হা আমার অদৃষ্ট! এ কি কথা শুনচি! এ কথাগুল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর্‌চে।

শার্ঙ্গরব।—কি বিষয়ের প্রসঙ্গ, তা' আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চেন? আপনি তো একজন বিলক্ষণ লৌকিকজ্ঞ ব্যক্তি, আপনি এ কথা বুঝ্‌তে পার্‌চেন না?

পরিণীতা পত্নী হয়ে পিতৃ-গৃহ করে যে আশ্রয়,
হোক্ না সে সাধ্বীসতী,
তবু লোকে করে গো সংশয়।
তাই তারে পতিগৃহে পাঠাইতে চায় বন্ধুগণ,
পতির অপ্রিয় যদি, তবু তথা করেন প্রেরণ।

রাজা।—কি! উনি আমার পরিণীতা ভার্য্যা? এই কথা আপনারা বল্‌চেন?

শকুন্তলা।—(সবিষাদে স্বগত) হৃদয়! যা' তুই আশঙ্কা করছিলি, তাই দেখি ঘটল!

শার্ঙ্গরব।—স্বেচ্ছাকৃত কোন কাজের অপলাপ করে' ধর্ম্ম-বিমুখ হওয়া কি রাজোচিত কার্য্য?

রাজা।—আপনি কি কারণে এরূপ অসৎ কল্পনা আমার প্রতি আরোপ কর্‌চেন?

শার্ঙ্গরব।—ঐশ্বর্য্য-মদোন্মত্ত বিষয়ী-জনার,
প্রায়ই দেখা যায় এই চিত্তের বিকার।

রাজা।—(স্বগত) আমি নিতান্ত অকারণে তিরস্কৃত হচ্চি। আর তো সহ্য হয় না।

গৌতমী।—বাছা, একটুখানি লজ্জা সম্বরণ করে' থাক্—আমি তোর ঘোমটা খুলে দিই, তা হলে' তোর স্বামী তোকে নিশ্চয়ই চিন্‌তে পারবেন। (যথোক্তকরণ)

রাজা।—(শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত)

এ হেন অমল-কান্তি সুন্দরী ললনা
পরিণীতা-ভার্য্যা বলি' মনে তো হয় না।
ভাবিয়া ভাবিয়া আমি হতেছি আকুল,
ভ্রমর যেমতি হয় হেরি' কুন্দ-ফুল।
হিমে-ভরা ফুল দেখি' থাকে সে গুঞ্জিয়ে,
না পারে ত্যজিতে কিবা না পারে ভুঞ্জিতে।

(সচিন্তিতভাবে অবস্থান)

প্রতিহারী।—(স্বগত) অহো! ধর্ম্মের প্রতি মহারাজের কি দৃষ্টি! এমন স্ত্রী-রত্নকে অনায়াসে পেয়ে, উনি কি না এখন মনে মনে নানাপ্রকার বিচার কর্‌চেন।

শার্ঙ্গরব।—আপনি নীরব হয়ে আছেন যে?

রাজা।—দেখুন তপস্বিগণ, আমি অনেক চিন্তা করে' দেখ্‌লেম, কিন্তু ওঁর পাণিগ্রহণ করেছি বলে' কিছুতেই স্মরণ কর্‌তে পার্‌চি নে। এখন আমি এই গর্ভলক্ষণাক্রান্তা রমণীকে কিরূপে পত্নী বলে' গ্রহণ করি?

শকুন্তলা।—(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) কি! একেবারে বিবাহেতেই সন্দেহ! হা! আমার সে উচ্চ আশা এখন কোথায় গেল?

শার্ঙ্গরব।—রাজন্, এমন কাজ কখনই করবেন না।

গন্ধর্ব্ব-বিধানমতে বরিয়াছ যাহার কন্যায়,
সেই মুনি দয়া করি' দিল তবু সম্মতি তাহায়।
চোরেরে ধরিয়া পুন ধন তারে যে করে গো দান,
ধিক্ ধিক্ মহারাজ! হেন জনে কর অপমান?

শারদ্বত।—শার্ঙ্গরব, এখন তুমি ক্ষান্ত হও। শকুন্তলে! দেখ, আমাদের যা' বক্তব্য ছিল, আমরা তা বলেছি, আর উনিও যা' উত্তর দেবার, তা'

দিয়েছেন—এখন তোমার যদি এমন কিছু বল্‌বার থাকে, যাতে ওঁর মনে প্রত্যয় জন্মে, তা হ'লে তুমি বল।

শকুন্তলা।—(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) এখন যেরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি, তাতে পূর্ব্বেকার ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি ফল? এখন কলঙ্ক হ'তে কিসে মুক্ত হ'তে পারি, তারই চেষ্টা দেখি। (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র!—(স্বগত) না না, যখন পরিণয়েই সন্দেহ হয়েছে, তখন ও নামে সম্বোধন করা এখন উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) শোনো পৌরব-রাজ, আমাদের আশ্রমে গিয়ে, আমার মত বিশ্বস্তার নিকট কত অনুরাগ দেখিয়ে, তুমি তখন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হ'লে, আর এখন এরূপ দুর্ব্বাক্য বলে' আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার কি উচিত?

রাজা।—ও পাপ-কথা আর শুন্‌তে চাইনে, ক্ষান্ত হও।

কেন গো কলঙ্ক আনো আপনার কুলে,
নাশিতে আমার যশ কেন গো প্রয়াস?
কূলঙ্কষী নদী যথা উৎপাটে সমূলে
তট-স্থিত তরুবরে, তট করি' নাশ
আবিল করে সে নিজ প্রসন্ন সলিলে,
আনিয়া তাহাতে যত মালিন্যের রাশ।

শকুন্তলা।—যদি পর-পত্নী বলে' যথার্থই তোমার সন্দেহ হয়ে থাকে, তা হ'লে একটি চিহ্ন দেখাচ্চি—সেইটে দেখলেই তোমার সন্দেহ নিশ্চয় দূর হবে।

রাজা।—এ তো উত্তম প্রস্তাব।

শকুন্তলা।—(অঙ্গুরী-স্থান স্পর্শ করত) ও মা!—এ কি হ'ল?—আমার অঙ্গুরী?—আঙ্গুলে তো নেই, কোথায় গেল? (গৌতমীর মুখপানে চাহিয়া)

গৌতমী।—তবে, নিশ্চয়ই শক্রাবতারের নিকট শচীতীর্থে স্নান করবার সময় আংটিটি পড়ে' গেছে।

রাজা।—(সস্মিত) স্ত্রী-জাতির উপস্থিত-বুদ্ধি একেই বলে।

শকুন্তলা।—বিধাতার বিড়ম্বনায় এ চিহ্নটা দেখাতে পারলেম না, ভাল, আর একটা কথা মনে করিয়ে দিই।

রাজা।—আচ্ছা, বল শুনি।

শকুন্তলা।—মনে করে' দেখ, এক দিন নবমল্লিকার লতামণ্ডপে আমরা দুজনে বসেছিলেম, সেখানে একটি পদ্মপত্রের মধ্যে যে শিশির-জল জমে ছিল, সেই জলটুকু তুমি হাতে ঢেলে নিলে।

রাজা।—বলে' যাও শুনছি। তার পর?

শকুন্তলা।—সেই সময় দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার পালিত হরিণ-শিশুটি এসে উপস্থিত হ'ল। তার উপর তোমার দয়া হওয়ায় তুমি বল্লে, সকলের আগে তুই এই জলটুকু পান কর্‌, এই বলে' হাত বাড়িয়ে তার সাম্‌নে জলটুকু ধর্‌লে। কিন্তু সে অপরিচিত হাত থেকে জল পান করলে না। পরে, আমি হাতে করে' দিলে তবে সে পান কর্‌লে। তখন তুমি আমাকে উপহাস করে' এই কথা বল্লে, সকলেই আপনার আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই বুনো কি না, তাই তোমার উপরে ওর বিশ্বাস।

রাজা।—জানি জানি, আপনার কার্য্যসাধন করবার জন্য স্ত্রীলোকেরা এইরূপ মধুর বাক্যে বিষয়ী লোকদের মন আকর্ষণ করে' থাকে।

গৌতমী।—মহাভাগ, ও কথা বলা আপনার উচিত হয় না। এ বালিকা তপোবনেই চিরকাল পালিত, ও ছলনা কাকে বলে, তা' জানে না।

রাজা।—তাপস-বৃদ্ধে!

স্বভাব-বঞ্চক নারী কে না জানে বল,
ইতর প্রাণীরও মাঝে নহে তা বিরল।
কোকিলা উড়িয়া যবে ব্যোম-মার্গে ধায়,
আপন শাবকে রাখে পরের বাসায়।

শকুন্তলা।—অনার্য্য অধম! তুমি আপনি যেমন, সবাকেই সেইরূপ মনে কর। এখন দেখ্‌ছি, তুমি ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডমাত্র, তৃণাচ্ছন্ন কূপের মত বিষম প্রবঞ্চক। এখন থেকে কে আর তোমাকে অনুকরণের আদর্শ মনে করবে?

রাজা।—এর অকৃত্রিম রোষ দেখে আমার নিজের উপর একটু সন্দেহ হচ্চে।

স্মরিতে না পারি' মনে গুপ্ত পরিণয়ে
তাড়িলাম ওরে আমি কঠিন হৃদয়ে।
তাই রোষে চক্ষু দুটি হইয়াছে রাঙা
কুটিল ভ্রূভঙ্গ যেন স্মর-ধনু-ভাঙা।

পুরোহিত।—দুষ্মন্তের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। বিবাহের অনুষ্ঠানটি যদি বাস্তবিকই হ'ত, তা হ'লে কি আমাদের নিকট অবিদিত থাকত?

শকুন্তলা।—বেশ তা হোক। পুরুবংশীয় বলে' আমি যাকে বিশ্বাস করেছিলেম, সে কি না এখন

আমাকে স্বৈরিণী বলে' মনে কর্‌চে। মুখে মধু হৃদে ক্ষুর সেই ক্রূরের হাতে কি না আমি আত্ম-সমর্পণ করেছিলেম। (অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন)

শার্ঙ্গরব।—দেখ, এইরূপ আত্মকৃত চাপল্যবশতঃ পরিণামে কত কষ্টই পেতে হয়।

পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করাই বিহিত,
বিশেষ গোপন-প্রেমে আরো তা উচিত।
অজানা হৃদয়ে প্রেম করিলে স্থাপিত,
সৌহৃদ্য সে বৈরিতায় হয় পরিণত।

রাজা।—কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করে' আমার উপর অকারণ এরূপ দোষারোপ কর্‌চেন ?

শার্ঙ্গরব।—(অসহ্য হওয়ায়) আপনারা এঁর অদ্ভুত উত্তর শুন্‌লেন ? আপনি কি বল্‌তে চান

জন্মাবধি জানে না যে শঠতা বঞ্চনা,
তারি বাক্যে যেন কেহ প্রত্যয় করে না,
আর, পর-বঞ্চনায় যে গো সুপণ্ডিত
তাবেই বিশ্বাস করা সবার উচিত।

এই কথা আপনি বল্‌তে চান ?

রাজা।—পরম সত্যবাদী তাপসগণ! আচ্ছা মানলেম, আপনারা যা' বলছেন সত্য, কিন্তু বলুন দেখি, এই রমণীকে প্রবঞ্চনা করে' আমার লাভ কি ?

শার্ঙ্গরব।—লাভ ?—নিপাত, নিপাত।

রাজা।—পৌরবেরা দুষ্কর্ম্ম করে' নরকগামী হ'তে ইচ্ছা করবেন, এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়।

শারদ্বত।—শার্ঙ্গরব! উত্তর-প্রত্যুত্তর করে' আর কি ফল ? গুরুদেবের যা বক্তব্য ছিল, তা তো বলা হয়েছে—এখন চল, ফিরে যাওয়া যাক্‌। (রাজার প্রতি)

ইনিই বনিতা তব ; ত্যজো, রাখো, তব স্বেচ্ছাধীন।
পত্নী-পরে আছে জেনো পতিদের প্রভুতা অসীম।
আমরা চলেম। গৌতমি, তুমি অগ্রগামী হও।

[প্রস্থান।

শকুন্তলা।—ঐ শঠ আমাকে বঞ্চনা করলে, আবার তোমরাও আমাকে ত্যাগ করে' যাচ্চ ? (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

গৌতমী।—(গমনে বিরত হইয়া) বৎস শারঙ্গরব, শকুন্তলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমাদের সঙ্গে আস্‌চে। রাজা নিষ্ঠুর হয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন, বাছা আমার এখানে থেকে আর কি করবে বল।

শার্ঙ্গরব।—(সরোষে ফিরিয়া আসিয়া) যথেচ্ছাচারিণি, তুমি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর্‌তে চাও ?

শকুন্তলা।—(ভয়ে কম্পিতা)

শার্ঙ্গরব।—রাজা যা' বলিল তাহা সত্য যদি হয়,
কুলটারে কোন্ মুখে পিতা গৃহে লয় ?
অকলঙ্ক আপনারে যদি কর মনে,
পতিগৃহে দাসী হয়ে থাকো পতি সনে।

তুমি থাকো, আমরা চল্লেম।

রাজা।—তাপসগণ! কেন এঁকে বৃথা আশা দিয়ে বঞ্চনা করচেন ?

নিশানাথ কুমুদীরে করে বিকসিত,
সূর্য্যদেব পদ্মিনীরে করে প্রবোধিত।
আত্মবশী সুচরিত্র জিতেন্দ্রিয় মন
পর-নারী কভু নাহি করে আলিঙ্গন।

শার্ঙ্গরব।—আপনি যখন বিষয়ান্তরে আসক্ত হয়ে পূর্ব্ব-পরিণয়-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়েছেন, তখন আর আপনি ধর্ম্মের কথা মুখেও আন্‌বেন না। আপনার আবার ধর্ম্মভয় কিসের ?

রাজা।—(পুরোহিতের প্রতি) আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গুরুতর দোষ বলে' আপনার বিবেচনা হয় ?

হয় আমি মোহ-বশে হয়েছি বিস্মৃত,
নয় এই দুষ্ট নারী কহিছে অনৃত।
এ বিষম অবস্থায় কি করি গো আমি ;
দার-ত্যাগী হই কিম্বা পরদারগামী ?

পুরোহিত।—(চিন্তা করিয়া) মহারাজ, এক কাজ করলে হয় না ?

রাজা। কি বলুন।

পুরোহিত।—উনি যত দিন না প্রসব হন, তত দিন আমার গৃহে অবস্থান করুন। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন—তার কারণ বলি, শুনুন। সাধু দৈবজ্ঞ-গণ এই কথা বিজ্ঞাপিত করেছেন যে, আপনার প্রথম পুত্রই চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত হবেন। যদি মুনি-দৌহিত্র সেরূপ হন, তবেই এঁকে অভিনন্দন-পূর্ব্বক

রাজ-অন্তঃপুরে রয়ে যাবেন, নচেৎ পিতৃ-গৃহে প্রেরণ করবেন। এ তো সহজ কথা।

রাজা।—গুরুদেবের যথা অভিরুচি।

পুরোহিত।—বৎসে! আমার সঙ্গে এসো।

শকুন্তলা।—ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আর সহ্য হয় না।

[ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

রাজা।—(লুপ্তস্মৃতি রাজা শকুন্তলার চিন্তায় মগ্ন)

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

রাজা।—(কর্ণপাত করিয়া) কি হ'ল? কি হ'ল?

পুরোহিত।—মহারাজ, কণ্ব-শিষ্যেরা প্রস্থান করবামাত্র, শকুন্তলা নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, বাহু উৎক্ষেপ করে' ক্রন্দন করতে লাগলেন।

রাজা।—তার পর?

পুরোহিত।—তার পর মহারাজ,

জ্যোতিশ্ময়ী ছায়া এক নারীর আকারে
আকাশ হইতে নামি' দূর হ'তে তারে
উঠাইয়া লয়ে গেল তীর্থ অভিমুখে,
অপ্সরা নামে তীর্থ, স্থিত গঙ্গা বুকে।

সকলে।—(বিস্মিত)

রাজা।—গুরুদেব, আমি তো পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যান করেছি, এখন আর ও বিষয়ের আলোচনা করে' কি ফল? যান্ আপনি বিশ্রাম করুন গে।

পুরোহিত।—বিজয়ী হোন্ মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—বেত্রবতি, আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে, এখন আমাকে শয়ন-মন্দিরে নিয়ে যাও।

প্রতিহারী।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে।

রাজা।—
মুনি-কন্যা পত্নী বলি' না হয় স্মরণ,
তাই তারে অচিরাৎ করিনু বর্জ্জন।
তবে পরিতাপে কেন দহে এ হৃদয়?
তাই পুন সত্য বলি' হতেছে প্রত্যয়।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(প্রবেশক)

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ।

(নগরপাল ও তাঁহার পশ্চাৎ এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া দুইজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষিদ্বয়।—(তাড়না করত) আরে চোট্টা কোথা-কারে, তুই এই মণি-বাঁধানো রাজার নাম-খোদা আংটি কোথ্থেকে পেলি বল্ দিকি?

বদ্ধব্যক্তি।—(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) দোহাই বাবা, আমি চুরি করিনি।

১ম রক্ষী।—তবে কি সুব্রাহ্মণ দেখে' রাজা তোকে এই আংটিটে দক্ষিণে দিয়েছেন? অ্যাঁ?

বদ্ধব্যক্তি।—আমি কি করে' পেলুম বল্‌চি বাবা, আমাকে মেরো না। শক্রাবতার গ্রামে আমার নিবাস, জাতিতে আমি জেলে।

২য় রক্ষী।—আরে ব্যাটা, তোর জাতের খবর কে জান্‌তে চাচ্চে?

নগরপাল।—(একজন রক্ষীর প্রতি) দেখ সূচক, আগাগোড়া সব কথা ওকে বল্‌তে দেও। অমন করে' ওকে বাধা দিও না।

উভয় রক্ষী।—যে আজ্ঞা মহাশয়! আচ্ছা বল্ কি বল্‌ছিলি।

বদ্ধব্যক্তি।—আজ্ঞে কর্ত্তা, আমি জাল-বড়্‌শে দিয়ে মাছ ধরে' পরিবার প্রতিপালন করি।

নগরপাল।—খুব উঁচুদরের ব্যবসা বটে!

বদ্ধব্যক্তি।—তা কর্ত্তা, যার যে ব্যবসা। ওই যে কথায় বলে:—

যে আছে যে কাজে বাবা তাহাই তারে সাজে,
বাপ-দাদাদের পেশা কেহ ছাড়্‌তে নারে লাজে!
জেলিয়াতে মছ্‌লি ধরে, লাঙল ধরে চাষা,
আর, যজ্ঞে বামুন পশু মারে, মুখে দয়া ঠাসা!

১ম রক্ষী।—আরে চোরটা খুব রসিক দেখ্‌ছি!

২য় রক্ষী।—হাড়কাটে গেলেই রস শুকিয়ে পড়বে এখন!

নগরপাল।—ও সব কথা রেখে দে, এখন কি করে' পেলি বল্ দিকি।

বদ্ধব্যক্তি।—একদিন কর্ত্তা, একটা রুই মাছ ধরে' তার পেট্‌টা চিরতে গিয়ে দেখি, মাণিকের মত কি যেন একটা ঝক্‌ঝক্ করচে। শেষে দেখি কি না একটা আংটি, তা ঐ আংটিটা নিয়ে বাজারে বিক্রী কর্‌তে গিয়েছি, আর এমন সময়ে তোমরা বাবা আমাকে এসে ধর্‌লে: এখন আমাকে কেটেই ফেল আর মেরেই ফেল, আসল কথাটা এই যা বল্লুম।

নগরপাল।—দেখ জালুক, ওর গা দিয়ে যে রকম আঁষ্টে গন্ধ বেরুচ্চে, ও নিশ্চয়ই জেলে, তার কোন ভুল নেই। কিন্তু এই আংটিটার বিষয় আর একটু ভাল করে' খোঁজ কর্‌তে হবে। এসো, এখন আমরা ওকে রাজ-বাড়ীতে নিয়ে যাই।

রক্ষিদ্বয়।—সেই ভাল। (বদ্ধব্যক্তির প্রতি) চল্ রে চল্ গাঁট-কাটা চোট্টা কোথাকারে।

সকলে।—(পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের সিংহদ্বার

নগরপাল।—দেখ সূচক, সিংহদ্বারে ওকে ধরে' রেখো, সাবধান, যেন পালায় না। আমি ততক্ষণ সমস্ত বৃত্তান্তটা মহারাজের নিকট জানাই গে, তিনি যেরূপ আদেশ করেন, শুনে আমি এখনি আস্‌চি।

উভয় রক্ষী।—যান মশায়, মহারাজ খুসি হয়ে নিশ্চয়ই বক্‌শিস্ দেবেন।

[নগরপালের প্রস্থান।

১ম রক্ষী।—জালুক, কোতোয়াল মহাশয়ের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

২য় রক্ষী।—রাজা-রাজড়ার সঙ্গে কি শীঘ্র সাক্ষাৎ হয়—ফুরসৎ হ'লে তবে তো ডেকে পাঠাবেন। ততক্ষণ দেউড়িতে বসে' হাই তোলো, আর পিঠ চাপ্‌ড়াও।

১ম রক্ষী।—সে কথা সত্যি। দেখ্ জালুক, তোকে বল্‌ব কি, ওর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে হাড়কাঠে নিয়ে যেতে আমার হাতটা এমনি নিসপিস কর্‌চে। (বদ্ধব্যক্তিকে মারিতে উদ্যত)

বদ্ধব্যক্তি।—আমাকে বিনি দোষে মেরো না বাবা, তোমাদের পায়ে পড়্‌চি।

২য় রক্ষী।—(দেখিয়া) এই যে আমাদের কর্ত্তা, রাজ-শাসনপত্র হাতে করে এই দিকেই আস্‌চেন। দেখ্‌চিস্ কি ব্যাটা, তোর এখনি, হয় শকুনি, নয় কুকুরের পেটে নিশ্চয়ই যেতে হবে।

নগরপাল।—দেখ সূচক, ধীবরকে ছেড়ে দেও। ও যা বলেছে সব সত্যি।

১ম রক্ষী।—যে আজ্ঞে, ছেড়ে দিচ্চি।

২য় রক্ষী।—আরে, ওটা যমালয়ে যেতে যেতে ফিরে এলো যে!

(বদ্ধব্যক্তির বন্ধন-মোচন)

ধীবর।—(নগরপালকে প্রণাম করিয়া) এখন কর্ত্তা জেনেছেন তো আমার পেষাটা কি?

নগরপাল।—হাঁ, তুই জেলে বটে। দেখ্, মহারাজা আংটিটার মূল্য ধরে' তোকে এই টাকা বক্‌শিস করেছেন—এই নে। (অর্থদান)

ধীবর।—(সপ্রণাম গ্রহণ করিয়া) কর্ত্তা আমার উপর খুব অনুগ্‌গেরো করেছেন।

১ম রক্ষী।—অনুগ্রহ বলে' অনুগ্রহ! শূলের থেকে নামিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দিয়েছেন, আর অনুগ্রহের বাকীটা কি।

২য় রক্ষী।—এতে বোঝা যাচ্চে, আংটিটা কত দামী জিনিস—নৈলে মহারাজ কি এত টাকা ওকে বক্‌শিস্ করেন!

নগরপাল।—দামী বলে' যে অত টাকা দিয়েছেন, তা আমার মনে হয় না। ঐ আংটিটা দেখে তাঁর কোন প্রিয়জনকে স্মরণ হয়ে থাক্‌বে: আমাদের মহারাজ, যদিও স্বভাবতঃ গম্ভীর-প্রকৃতির লোক, কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, আংটিটা দেখে তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে' জল পড়তে লাগল।

১ম রক্ষী।—তা হ'লে আপনি তাঁর একটা খুব কাজ করেছেন বল্‌তে হবে।

২য় রক্ষী।—কাজ যদি কারও হয়ে থাকে তো ঐ জেলে ব্যাটার হয়েছে। (ধীবরের প্রতি সলোভ দৃষ্টি)

ধীবর।—আমি আর কি দিয়ে কর্ত্তাদের কর্‌ব, এই অর্দ্ধেক টাকা আপনারা নিন।

২য় রক্ষী।—ভ্যালা মোর বাপ্, এই তো চাই!

নগরপাল।—ধীবর বড় সরেশ লোক হে!

সকলে।—তা আর বল্‌তে, এমন লোককে কি না চোর বলে' সন্দেহ করে।

নগরপাল।—দেখ, আজ থেকে তুমি আমার পরম বন্ধু হলে। এসো এখন সুরাদেবীকে সাক্ষী করে' আজ এই বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন করা যাক্। চল, এখন শুঁড়ির দোকানে চল!

(ইতি প্রবেশক)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমোদ-বন।

(আকাশ-পথে অপ্সরা সানুমতীর আবির্ভাব)

সানুমতী।—অপ্সরতীর্থ-সন্নিধানে আজ আমার থাকবার পালা। সেখানকার কাজ তো এক রকম শেষ করেছি। যতক্ষণ না সাধুদের স্নানের সময় হয়, ততক্ষণ আমি ভূতলে নেমে রাজর্ষির সমস্ত ব্যাপার দেখি না কেন। মেনকার সম্বন্ধ-সূত্রে শকুন্তলা আমারও দুহিতাস্বরূপ। তা, মেনকা পূর্ব্বেই আমাকে এই কাজটি শকুন্তলার জন্ত করতে বলেছিলেন। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) ভাল, এখন বসন্তোৎসবের সময়, কিন্তু রাজ-ভবনে তো তার কোন উদ্যোগ দেখ্‌ছি নে। এর অর্থ কি? ইচ্ছা কর্‌লে দৈবশক্তি চালনা করে' সমস্ত আপনা হতেই আমি জান্‌তে পারি বটে, কিন্তু তা করে' কাজ নেই। সখী মেনকা স্বচক্ষে সমস্ত দেখ্‌তে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তা হ'লে সে কথা অমান্য করা হবে। এখন তবে মন্ত্র-বিদ্যাবলে, ঐ উদ্যান-পালিকাদের পার্শ্বে প্রচ্ছন্ন থেকে ওদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি। (ভূতলে অবতরণ)

(প্রথম একজন, তৎপশ্চাৎ আর একজন উদ্যান-পালিকার প্রবেশ)

১ম পালিকা।—আরক্ত হরিত পাণ্ডু চারু বর্ণে সাজি
নব চূতাঙ্কুর তুই দেখা দিলি আজি।
বসন্তের প্রাণ তুই সরবস্ব ধন,
ঋতুর মঙ্গল তরে করি আবাহন।

২য়।—পরভৃতিকে, তুই একলা আপনার মনে কি বক্‌চিস্ না?

১ম।—মধুকরিকে, কোকিলের নামে আমার নাম কি না, তাই আমের মুকুল দেখে আমার প্রাণটা উথ্‌লে উঠেছে।

২য়।—(আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া) অ্যাঁ, সত্যি?—বসন্তকাল এসেছে না কি?

১ম।—হাঁ লো হাঁ, এসেছে। দেখ্ মধুকরিকে, ভ্রমরের নামে তো তোর নাম, তুই এই বেলা গুণ-গুণ করে' গান সুরু করে' দে না! তোর তো এই সময়।

২য়।—দেখ্ সই, তুই আমাকে একটু ধর্, তোর কাঁধে ভর দিয়ে আমি ঐ আমের মুকুলটি পাড়ি—কামদেবকে ঐটি দিতে হবে।

১ম।—আচ্ছা, তুই যদি আমাকে তোর পূজোর অর্দ্ধেক ফল দিস্, তা হ'লে তোকে ধরি, নৈলে সই ধর্‌চি নে।

২য়।—সে আর বল্‌তে। তোকে দেব না সই তো কাকে দেব? না চাইলেও যে তোকে অমনি দিতুম। আমাদের দুজনের শরীর পৃথক্ বটে, কিন্তু প্রাণটা যে এক। (সখীর উপর ভর দিয়া একটা আম্র-মুকুল গ্রহণ) দেখ্ সই, মুকুলটি এখনও ভাল করে' ফোটে নি, তবু বোঁটাটি ভাঙতে না ভাঙতেই দেখ্ কেমন সুগন্ধ বেরিয়েছে। (যোড়-হস্তে)

ওই দেখ্, কামদেব আছে ধনু ধরি',
তাঁর হস্তে তোরে আজ সমর্পণ করি।
পঞ্চ বাণ-মাঝে তুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণ,
বিরহ-বিধুরা জনে করুন সন্ধান।

[ভূমিতলে চূতাঙ্কুর নিক্ষেপ।

(কুপিত হইয়া দ্রুতবেগে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—আরে নির্ব্বোধ কোথাকারে, মহারাজ বসন্ত-উৎসব নিষেধ করে' দিয়েছেন, আর তোমরা কি না আম্র-মুকুল পাড়্‌তে আরম্ভ করেছ?

উভয়ে।—(ভীত হইয়া) মশায়, আমাদের মার্জ্জনা করবেন, আমরা এ কথা জান্‌তেম না।

কঞ্চুকী।—বসন্তের যত গাছপালা, এমন কি, তাদের আশ্রিত পক্ষীরাও এই আদেশ পালন কর্‌চে,

আর তোমরা জান না?—তোমাদের এ কথা বল্‌তে লজ্জা করে না? তার সাক্ষী দেখ না কেন,

বহু দিন ধরিয়াছে আম্রেতে মুকুল,
রেণু তবু কোরকেতে নাহি দেখা যায়।
যদিও বা বিকসিত কুরুবক ফুল।
এখনো রয়েছে সে গো মুকুল-দশায়।
যদিও শিশির-ঋতু হয়েছে অতীত,
কোকিলের কণ্ঠ-স্বর তথাপি স্খলিত।
মদনও তাহার সেই অর্দ্ধাকৃষ্ট শর
ভয়ে ভয়ে সংহারিয়া লইল সত্বর।

উভয়।—তা ঠিক্ কথা, এখন আমরা বুঝ্‌তে পার্‌চি। মহারাজের আদেশ কার সাধ্যি লঙ্ঘন করে।

১ম।—অল্প দিন হ'ল, মহারাজের শালা মিত্রা-বসু রাজ-সরকারে কাজ কর্‌বার জন্য আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা এখন এই প্রমোদ-বনের মালিনীর কাজে আছি। আমরা মশায় নূতন লোক, তাই এ কথা শুন্‌তে পাই নি।

কঞ্চুকী।—আচ্ছা সাবধান, এরূপ যেন আর না হয়।

উভয়।—একটা কথা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?—আচ্ছা, বসন্ত-উৎসবটা মহারাজ বন্ধ করে' দিলেন কেন?

সানুমতী।—(স্বগত) মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ উৎসব-প্রিয়। তবে যে উৎসবের নিষেধ হ'ল, এর অবশ্যই কোন গুরুতর কারণ থাক্‌বে।

কঞ্চুকী।—এ কথা যখন সকলেই জানে, তোমাদের বল্‌তে আর দোষ কি? মহারাজ শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে' যে একটা জনরব উঠেছিল, সেটা কি তোমাদের কানে আসে নি?

উভয়ে।—আমরা মহারাজার শালার কাছ থেকে আংটির কথাটা শুনেছিলেম বটে।

কঞ্চুকী।—তা হ'লে তোমাদের আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। মহারাজ যখন সেই অঙ্গুরীটি দেখ্‌তে পেলেন, তখন তাঁর স্মরণ হ'ল যে তিনি সত্যই শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই এখন তাঁর ভয়ানক অনুতাপ হচ্চে। কেন না, এখন দেখ্‌তে পাই, তাঁর

সুন্দর বস্তুতে আর নাহিক আদর
নাহি প্রীতি-লেশ,
ভোগ্য উপাদেয় যাহা তাঁহাতে এখন
বড়ই বিদ্বেষ,
প্রজাবর্গ হ'তে তিনি সেবা নাহি আর
করেন গ্রহণ,
শয্যা-পার্শ্বে বিলুণ্ঠিত, অনিদ্রায় নিশি
করেন যাপন;
শিষ্টতার অনুরোধে, রাণীর কথায়
করিতে উত্তর,
নামটি ভুলিয়া গিয়া "শকুন্তলে" বলি'
লজ্জায় কাতর।

সানুমতী।—(স্বগত) এ কথাটা আমার খুব ভাল লাগ্‌চে।

কঞ্চুকী।—আসল কথা, মহারাজের মন ভারি উদাস হয়ে গেছে, তাই এই উৎসবটা বন্ধ করে' দিয়েছেন।

উভয়ে।—তা, ঠিক কাজই করেছেন।

নেপথ্যে।—এই দিক দিয়ে আসুন মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

কঞ্চুকী।—(কান পাতিয়া শ্রবণ) যাও যাও, তোমাদের কাজে এই বেলা যাও, মহারাজ এই দিকে আস্‌চেন।

উভয়ে।—মহারাজ আস্‌চেন নাকি? আমরা তবে যাই।

[প্রস্থান।

(বিদূষক ও প্রতীহারী-সমভিব্যাহারে রাজার প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—কারও কারও আকৃতি সব অবস্থাতেই ভাল দেখায়। মহারাজ এখন এমন উৎকণ্ঠ-চিত্ত, তবু আহা, মুখশ্রীটি কেমন সৌম্য! দেখ না কেন—

আর সব অলঙ্কার করিয়া বর্জ্জন
একটি বলয় মাত্র করেন ধারণ;
নিশ্বাসেতে শুকায়েছে ওষ্ঠাধর-প্রান্ত,
চিন্তা-জাগরণে নেত্র আছিলের ক্লান্ত।
ক্ষীণতা না দেখা যায় আত্ম-তেজোগুণে,
শাণিলে মণির দ্যুতি বাড়ে শতগুণে।

সানুমতী।—শকুন্তলাকে উনি অমন অপমান কর্‌লেন, তবু শকুন্তলা কেন যে ওঁর বিরহে কাতর, এখন তার অর্থ বুঝ্‌তে পারচি। আহা, কি সুন্দর আকৃতি।

রাজা।—(মন্থর-গতিতে পরিক্রমণ করিতে করিতে চিন্তা)

কিছুতেই পারিল না জাগাইতে মোরে
হরিণ-নয়ন বালা প্রেয়সী তখন,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন বিস্মৃতির ঘোরে
ছিলাম যখন আমি নিদ্রা-অচেতন।
এখন চাহিছে হিয়া সেই সে বিস্মৃতি,
ইচ্ছা করে, ভুলে থাকি সদা আপনারে,
কিন্তু এবে অনুতাপে দহি দিবা-রাতি,
নিদ্রার নাহিক দেখা নয়নের ধারে।

সানুমতী।—(স্বগত) সেই তপস্বিনীর অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে, তুমি তার কি করবে বল।

বিদূষক।—(স্বগত) আবার দেখ্‌চি ওঁকে শকুন্তলা রোগে ধরেছে, এখন এর চিকিৎসা কি, ভেবে পাচ্চি নে।

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজ! প্রমোদ-বনের ভূমি সমস্ত বেড়িয়ে-চেড়িয়ে দেখ্‌লেম, বেশ অবস্থায় আছে। এখন মহারাজ স্বচ্ছন্দে এখানে বিচরণ করতে পারেন।

রাজা।—দেখ বেত্রবতি! আমার নাম করে' অমাত্যবর পিশুনকে এই কথা বলে' এসো, "রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হয় নি, তাই আজ আমি বিচারাসনে বস্‌তে পারব না। পৌরকার্য্য তিনিই যেন সমস্ত দেখেন, আর পত্রের দ্বারা আমাকে সমস্ত অবগত করেন।"

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—দেখ বাতায়ন, তুমিও এখন তোমার কাজে যেতে পার।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

বিদূষক।—এখন মাছিগুল গেল, বাঁচা গেল। এখন আসুন মহারাজ প্রমোদ-বনে দুদণ্ড বসে' আরাম করা যাক্। এই সময়টা প্রমোদ-বন বড়ই রমণীয়—বেশী ঠাণ্ডাও নয়, বেশী গরমও নয়।

রাজা।—দেখ বয়স্য, কথায় যে বলে "পেয়ে রন্ধ্র-পথ আইসে বিপদ" এ কথাটা বড়ই ঠিক্। আমি হাতে-হাতে তার প্রমাণ পাচ্চি।

প্রিয়া ভুলি' ঘোর মোহে মগ্ন ছিল মন,
সে আঁধার যেই মাত্র হ'ল অন্তর্ধান,
অমনি আবার দেখ দুরন্ত মদন,
আমাপরে চুত-বাণ করিছে সন্ধান।

বিদূষক।—এই দেখুন মহারাজ, আমার এই লাঠির বাড়িতে কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি (চুতাঙ্কুরের উপর লাঠির আঘাত)

রাজা।—আচ্ছা, হয়েছে, এখন থামো। খুব তোমার ব্রহ্মতেজ দেখিয়েছ। সে যা হোক্, কোথায় এখন বসা যায় বল দেখি। চল, কোন লতামণ্ডপের মধ্যে যাওয়া যাক্। লতা দেখ্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। লতা দেখলে কেমন আমার প্রিয়াকে মনে পড়ে।

বিদূষক। মহারাজ, একটু আগে আপনার পরিচারিকা চতুরিকাকে যে আপনি বলেছিলেন, "এই সময়ে আমি মাধবী-মণ্ডপে থাকৃব, এইখানে আমার স্বহস্তে আঁকা চিত্রপটটি নিয়ে এসো"—সে কথাটা কি ভুলে গেছেন?

রাজা।—হাঁ হাঁ, ভাল মনে করে' দিয়েছ। এখন চিত্ত-বিনোদনের সেই একমাত্র উপায়। আমাকে সেইখানে নিয়ে চল।

বিদূষক।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ)

সানুমতী।—(অনুগমন)

বিদূষক।—এই তো মাধবী-মণ্ডপ। দেখুন, ঐখানে দিব্য একটি শিলাসন আছে—আসুন মহারাজ, ঐখানে বসা যাক্, আহা, মণ্ডপটি যেন রাশি রাশি কুসুম-স্তবক হাতে করে' আমাদের উপহার দেবার জন্য প্রতীক্ষা করচে।

উভয়ে।—(প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট)

সানুমতী।—(স্বগত) লতাকে আশ্রয় করে' আমি এইখানে থাকি। এইখান থেকে শকুন্তলার চিত্রটি দেখে' তার পর আমার সখীকে গিয়ে বলুব, শকুন্তলার উপর রাজর্ষির এখনও কতটা অনুরাগ আছে। (ঐ ভাবে অবস্থান)

রাজা।—দেখ সখা, শকুন্তলার পূর্ব্ববৃত্তান্তটা আমার এখন সমস্ত মনে পড়েচে। সে বিষয় তোমাকে তো আমি পূর্ব্বেই বলেছিলেম। কিন্তু যে সময়ে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করি, তখন তুমি আমার নিকটে ছিলে না। কিন্তু তার পূর্ব্বেও তো তুমি শকুন্তলার সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর নি?—আমার ন্যায় তুমিও কি সব ভুলে গিয়েছিলে?

বিদূষক।—না মহারাজ, আমি ভুলি নি। কিন্তু আপনি সমস্ত বলে' শেষে যে আবার বল্লেন, ও কেবল পরিহাস মাত্র, আসলে কিছুই নয়। আমার যেমন মোটা বুদ্ধি, আমি আবার তাই বিশ্বাস করেছিলেম। এখন আর সে কথা ভেবে কি হবে, যা ভবিতব্য, তা হবেই।

সানুমতী।—(স্বগত) সে কথা ঠিক্!

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) সখা, এখন কোন প্রকারে আমাকে বাঁচাও, আর আমার সহ্য হয় না।

বিদূষক।—মহারাজ, ও কি কথা। ও কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। মহৎ ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হন না। ঝটিকা কি কখন পর্ব্বতকে টলাতে পারে?

রাজা।—তুমি যা বল্‌চ সব সত্য, কিন্তু আমি এখন কি করি বল। যে সময়ে প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করি, সেই সময় তিনি যেরূপ বিহ্বলা হয়েছিলেন, তা মনে কল্লে আর আমাতে আমি থাকি নে।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে বালা
সঙ্গিগণে অনুসরি' করিল গমন।
অমনি তাপস এক
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলি' উঠে করিয়া তর্জ্জন
তখন সে বালা আহা
সকরুণ অশ্রুনেত্রে চাহে আমাপানে
গেল সম সেই দৃষ্টি বেঁধে এবে প্রাণে।

সানুমতী।—(স্বগত) অহো! কি স্বার্থপরতা! ওঁর সন্তাপে আমার কি না এখন আনন্দ হচ্চে!

বিদূষক।—দেখুন মহারাজ, আমার মনে হয়, কোন ব্যোম-চারী ব্যক্তি তাঁকে এখান থেকে হরণ করে' নিয়ে গেছে।

রাজা।—খুব সম্ভব। নচেৎ কার এত সাহস, সেই পতি-পরায়ণা সতীকে স্পর্শ করে। আমি শুনেছি, মেনকা তাঁর জননী; তাই আমার আশঙ্কা হচ্চে, মেনকার কোন সখী যদি তাঁকে হরণ করে' নিয়ে গিয়ে থাকে!

সানুমতী।—(স্বগত) শকুন্তলাকে এখন যে ওঁর স্মরণ হয়েছে, এতে আর আশ্চর্য্য কি, কিন্তু কি করে' বিস্মৃত হলেন, তাই আমার আশ্চর্য্য মনে হয়।

বিদূষক।—আপনি যা বল্লেন, তা যদি সত্য হয়, তবে এক সময়ে না এক সময়ে তাঁর সঙ্গে মিলন হবেই, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজা।—তা কি করে' মনে কচ্চ সখা?

বিদূষক।—এই জন্য বল্‌চি মহারাজ, কোন পিতামাতাই দুহিতার পতিবিয়োগ-দুঃখ অধিক দিন সহ্য করে' থাকতে পারেন না।

রাজা।—বয়স্য!

সত্য কি লভিয়াছিনু সে দুর্লভ ধনে?
না—সে স্বপ্ন, না মায়া, না—ভ্রান্তি শুধু মনে?
অথবা সে পুণ্যফলে লভেছিনু তায়,
সেই পুণ্য এত দিনে বুঝি বা ফুরায়।
পুনর্ম্মিলনের আশা যায় একে একে,
তুমি যথা পড়ে ভাঙ্গি' উচ্চ তট থেকে।

বিদূষক।—মহারাজ, নিরাশ হবেন না। নিশ্চয় আবার তাঁকে ফিরে পাবেন। আংটিটি ফিরে পাবার কোন আশা ছিল না, আবার দেখুন, তা ফিরে পেলেন। আমার মনে হয়, তাঁকে ফিরে পাবার এইটিই পূর্ব্বসূচনা। যদিও এখন অচিন্তনীয়, কিন্তু দেখবেন মহারাজ, কালে এ ঘটনাটা নিশ্চয়ই ঘটবে।

রাজা।—(অঙ্গুরী অবলোকন করিয়া) অঙ্গুরীটির অবস্থা অতি শোচনীয়, অমন দুর্লভ স্থান হ'তে কিনা স্খলিত হয়ে পড়ল!

সুচারু অরুণ-নখ অঙ্গুলী সুঠাম,
সে অঙ্গুলী হ'তে তুই করিলি প্রস্থান?
আমা সম তোরো পুণ্য হয়েছে অতীত,
নতুবা সে অঙ্গ হ'তে কেন রে স্খলিত?

সানুমতী।—(স্বগত) অঙ্গুরীটি অন্য লোকের হাতে গেলে আরো শোচনীয় হ'ত।

বিদূষক।—মহারাজ, আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি তাঁর হাতে কি করে' গেল?

সানুমতী।—(স্বগত) আমারও তাই জান্‌তে কৌতুহল হচ্চে।

রাজা।—কি করে' গেল শুনবে? আমি যখন প্রিয়ার নিকট বিদায় নিয়ে নগরে ফিরে আস্‌ছিলেম, প্রিয়া আমার সজল-নেত্রে এই কথা আমাকে বল্লেন, কত দিনে আমাকে আপনার ওখানে নিয়ে যাবেন?"

বিদূষক।—তাতে আপনি কি বল্লেন মহারাজ?

রাজা।—আমি তাঁর আঙ্গুলে এই অঙ্গুরীটি পরিয়ে দিয়ে বল্লেম:—

অঙ্গুরীতে নামাক্ষর আছে সন্নিবেশ,
প্রতিদিন গুণি' গুণি' হবে যবে শেষ,
তখন আমার লোক আসি' তোমা কাছে
লইয়া যাইবে মম অন্তঃপুর-মাঝে॥

কিন্তু আমি কি নিষ্ঠুর, মোহবশতঃ সে কথা কিছুই রাখ্‌লেম না।

সানুমতী।—(স্বগত) সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু বিধাতা সমস্তই বিপর্য্যস্ত করে' দিলেন!

বিদূষক।—কিন্তু মহারাজ, আংটিটি কি করে' মাছের উদরে গেল?

রাজা।—শচী-তীর্থে আচমন কর্‌তে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে প্রিয়ার হাত থেকে গঙ্গার স্রোতে স্খলিত হয়।

বিদূষক।—হাঁ, তা হওয়া সম্ভব বটে।

সানুমতী।—(স্বগত) এই জন্যই বোধ হয়, অমন ধর্ম্মভীরু রাজার মনেও শকুন্তলার বিবাহ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু সেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ থাক্‌লে কি কোন অভিজ্ঞান-বস্তুর প্রয়োজন হয়?

রাজা।—রোসো, এই অঙ্গুরীটিকে এখন একটু ভর্ৎসনা করি।

বিদূষক।—(স্বগত) বোধ হয়, মহারাজ উন্মাদ-গ্রস্ত হয়েছেন। উন্মত্তেরাই তো এইরূপ উপায় অবলম্বন করে।

রাজা।— কোমল অঙ্গুলী সেই ত্যজিয়া কেন রে
স্খলিত হইলি তুই নদীজলপরে?
কিন্তু কেন এরে আমি করি গো ভৎর্সনা,
অচেতন বস্তু কভু গুণ তো চেনে না।
আমি গো মনুষ্য হয়ে জ্ঞানবুদ্ধিমান্‌,
কেমনে করিনু বল তারে প্রত্যাখ্যান?

বিদূষক।—(স্বগত) ইনি তো "শকুন্তলা" "শকুন্তলা" করে' একেবারে ক্ষেপে গেছেন, আমি যে এ দিকে ক্ষুধায় মারা যাচ্চি!

রাজা।—তোমাকে অকারণে ত্যাগ করে' আমার হৃদয় এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্চে। কৃপা করে' আমাকে একবার দর্শন দেও।

(চিত্রপট লইয়া দ্রুতবেগে চতুরিকার প্রবেশ)

চতুরিকা।—এই নিন্, রাণীঠাকুরুণের ছবি।

বিদূষক।—বাহবা! বাহবা! ছবিটি চমৎকার আঁকা হয়েছে। ভাবভঙ্গী কেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক। আর ঐ উঁচুনীচু জমিটা এমন ঠিক্ আঁকা হয়েছে, যেন আমার চোখ্‌টাও দেখ্‌তে দেখতে হোঁচট্‌ খাচ্চে।

সানুমতী।—(স্বগত) অহো! রাজর্ষির কি নিপুণতা! শকুন্তলাকে যেন একেবারে আমার চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি।

রাজা।— অনুরূপ রূপ যেথা আঁকা নাহি যায়
চিত্রকরে অন্যরূপে চিত্র করে তায়!
সে পূর্ণ সৌন্দর্য্য তার হয় নি চিত্রিত
কিঞ্চিৎ লাবণ্যমাত্র রেখায় অঙ্কিত।

সানুমতী।—(স্বগত) অনুতাপে ওঁর অনুরাগের মাত্রা যেন আরও বৃদ্ধি হয়েছে। এতটা অনুরাগ যে, শকুন্তলার সৌন্দর্য্য চিত্র করতে নিজের অযোগ্যতা তীব্ররূপে অনুভব করচেন।

বিদূষক।—মহারাজ, চিত্রপটে তো তিনজনের চিত্র দেখা যাচ্চে। তিন জনই সুন্দরী। এর মধ্যে দেবী শকুন্তলা কোন্‌টি?

সানুমতী।—(স্বগত) ওর মধ্যে কোন্‌টি শকুন্তলা, তা যদি না বুঝ্‌তে পারে, তা হ'লে তো লোকটা নিতান্ত অন্ধ বল্‌তে হবে।

রাজা।—আচ্ছা সখা, তুমি বেশ নিরীক্ষণ করে' বল দেখি, এর মধ্যে শকুন্তলা কোন্‌টি?

বিদূষক।—এই যাঁর কেশের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ায় দুই চারিটি ফুল ঝরে' ঝরে' পড়চে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, আর, যে গাছের পাতাগুলি জল-সেচনে চিক্‌চিক্ করচে, সেই আম-গাছটির পাশে হেলান দিয়ে একটু শ্রান্তভাবে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, উনিই বোধ হয় শকুন্তলা, আর অন্য দুই জন ওঁর সখী।

রাজা।—সখা, তুমি ঠিক্ চিনেছ তো—তোমাকে

বাহাদুর বল্‌তে হবে। চেয়ে দেখ আর একটি আমার চিহ্ন ওতে আছে। শোনো।—

পরশি' ঘর্ম্মাক্ত মম মলিন অঙ্গুলে
মলিন হয়েছে এই চিত্র-রেখা-পাশ।
মম অশ্রুবিন্দু ঝরি' উহার কপোলে
মুছিয়া দিয়াছে হোথা রঙের উচ্ছ্বাস;

এই বিনোদ-স্থানটি অর্দ্ধচিত্রিত হয়ে আছে। চতুরিকে, তুমি আমার চিত্রের উপকরণগুলি নিয়ে এসো দেখি।

চতুরিকা।—(মাধব্যের প্রতি) আপনি ততক্ষণ এই চিত্রপটটি আপনার কাছে রেখে দিন।

রাজা।—না, আমার কাছে দেও, আমিই রাখ্‌চি।

[চতুরিকার প্রস্থান।

রাজা।— সাক্ষাৎ প্রিয়ারে লভি' ত্যজিনু হেলায়,
এবে তার চিত্রে শুধু মন মোর ধায়।
প্রকৃত নদীর জল ত্যজি' পথমাঝে,
ধাবমান এবে আমি মরীচিকা-পাছে।

বিদূষক।—(স্বগত) এখন তো উনি নদী ছেড়ে মরীচিকায় এসে পড়েছেন। না জানি, উনি আবার কি চিত্র করবেন।

সানুমতী।—(স্বগত) শকুন্তলার প্রিয় স্থানগুলি এখন বোধ হয় উনি চিত্র কর্‌তে ইচ্ছুক হয়েছেন।

রাজা।—এখন কি চিত্র করব শুন্‌বে?

হিমাচল-পদ ধুয়ে হয় বহমান
সেই যে মালিনী-নদী, আঁকিব সে স্থান।
নিষণ্ণ হরিণ ওই পর্ব্বত-উপরে,
হংসের মিথুন চরে নদী-বালুচরে।
তরুর শাখায় যথা আর্দ্র বল্কল,
সেই তরুছায়ে বসে হরিণ-যুগল।
প্রেমের আবেশে মৃগী পুলকিত-অঙ্গ,
কৃষ্ণসার-শৃঙ্গে ঘসে নয়ন-অপাঙ্গ।

বিদূষক।—(স্বগত) এইবার বোধ হয়, লম্বা-দেড়ে কতকগুলি তপস্বী এঁকে চিত্রপটটা পূরিয়ে দেবেন।

রাজা।—দেখ বয়স্য, শকুন্তলার অঙ্গে আর দুই একটা অলঙ্কার দেব মনে করেছিলেম, ভুলে গিয়েছি।

বিদূষক।—আবার কি অলঙ্কার দেবেন মহারাজ?

সানুমতী।—(স্বগত) তপোবনের উপযুক্ত, আর সখীর সুকুমার দেহের উপযুক্ত, এইরূপ কোন অলঙ্কার বোধ হয় হবে।

রাজা।—আর কি অলঙ্কার চিত্র করব শোনো—

আঁকিব শিরীষ যাহা শোভে তাঁর কাণে,
কেশর লম্বিত যার গণ্ড-মাঝ-খানে।
আঁকিব মৃণাল-সূত্র প্রিয়া-বক্ষো-মাঝে,
স্বচ্ছ সুকুমার যেন শরজ্জ্যোৎস্না রাজে।

বিদূষক। আচ্ছা মহারাজ, লাল পদ্মের মত টুকটুকে হাতটি দিয়ে ও রকম ক'রে উনি ঠোঁট ঢেকে আছেন কেন বলুন দিকি? (নিরীক্ষণ করিয়া) ও! এখন বুঝেছি, মধুখোর ভ্রমর ব্যাটা বুঝি ফুল মনে করে' ওঁর মুখের কাছে এসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে?

রাজা।—ঐ দুর্ব্বৃত্ত ভ্রমরটাকে তাড়িয়ে দেও না—তুমি কচ্চ কি সখা?

বিদূষক।—মহারাজ, আপনিই দুষ্টদের শাসন-কর্ত্তা—ও কাজ আপনাকেই সাজে।

রাজা।—সখা ঠিক্ বলেছ। ওরে কুসুম-লতার প্রিয় অতিথি! কেন তুই কষ্ট করে' ঐখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ বল্ দেখি? যা, তোর মধুকরীর কাছে যা। শোন্ রে মধুকর—

হোথা তব মধুকরী, না হেরিয়া বঁধু,
তৃষিতা, তবুও নাহি পান করে মধু।

সানুমতী।—(স্বগত) ভ্রমর তাড়াবার উপায়টি বেশ যা হোক!

বিদূষক।—ভ্রমররা কি তেমনি পাত্র—ওরা কি কারও নিষেধ মানে?

রাজা।—কি! তুই আমার শাসন মান্‌চিস্ নে? শোন্ তবে বলি—

সুকোমল কিশলয় ওই ওষ্ঠাধর
সভয়ে করেছি পান, পাছে ব্যথা পায়;
স্পর্শ যদি কর তারে তুমি মধুকর,
কমল-কোরকে বদ্ধ করিব তোমায়॥

বিদূষক।—এমন গুরুতর দণ্ডের কথা শুনেও ও সে ভয় পাচ্চে না, এই আশ্চর্য্য, (হাসিয়া স্বগত) মহারাজ নিশ্চয়ই খেপেছেন। ওঁর সঙ্গে থেকে আমিও খেপে যাচ্চি। (প্রকাশ্যে) আপনি কাকে ও কথা বল্‌চেন? ও তো ভ্রমর নয়—ও যে শুধু ভ্রমরের চিত্র।

রাজা।—কে বলে তোমাকে ও চিত্র। চিত্র কখনই না।

সানুমতী।—(স্বগত) ও যে শুধু মনের চিত্রমাত্র, তা আমিও পূর্ব্বে জান্‌তে পারি নি। ওঁর তো ভ্রম হ'তেই পারে, অনুরাগের মোহে উনি চিত্রের সমস্ত ব্যক্তিকেই জীবন্ত বলে' মনে কর্‌চেন।

রাজা।—সখা, এই কি তোমার বন্ধুর মত কাজ হ'ল?

দেখিতেছিনু গো তারে হয়ে তন্ময়,
প্রত্যক্ষ-দর্শন-সুখ হৃদয়ে উদয়।
কেন করিলে গো মোর স্মৃতিরে জাগ্রত,
প্রিয়ারে করিলে পুনঃ চিত্রে পরিণত?

(অশ্রু-মোচন)

সানুমতী।—(স্বগত) বিরহের এরূপ ভাব তো কখনই দেখি নি! কখন চিত্রটিকে চিত্র বলে' মনে হচ্চে, কখন বা সত্য বলে' ভ্রম হচ্চে।

রাজা—বয়স্য, আমার কষ্টের আর বিরাম নেই।

স্বপ্নে যে দেখিব তারে নাহি সে উপায়,
জাগিয়া জাগিয়া নিশি কাঁদিয়া পোহায়।
চিত্র হেরি' সান্ত্বনা যে পাইব কিঞ্চিৎ
অশ্রু তাহে বাধা দিয়া করে গো বঞ্চিত।

সানুমতী।—(স্বগত) প্রত্যাখ্যান ক'রে শকুন্তলাকে যে কষ্ট দিয়েছিলে, তোমার এই দুঃখে সেই কষ্টেরই ক্ষালন হচ্চে।

(চতুরিকার প্রবেশ)

চতুরিকা।—মহারাজের জয় হোক্! চিত্রের সরঞ্জাম নিয়ে এই দিক্‌-পানে আস্‌চি, এমন সময়—

রাজা।—এমন সময় কি হ'ল?

চতুরিকা।—এমন সময়, তরলিকা ও দেবী বসুমতী আমাকে দেখতে পেয়ে জিনিসগুল আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন, আর বল্লেন, "আমি নিজে এই সকল জিনিস মহারাজের নিকট নিয়ে যাচ্চি।"

বিদূষক।—তোমার অদৃষ্ট ভাল যে, তুমি তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ।

চতুরিকা।—সেই সময়ে দেবীর ওড়্‌নাটা গাছের ডালে আট্‌কে গেল, যেমনি তরলিকা সেটা ছাড়িয়ে দিতে গেল—আমি সেই অবকাশে পালিয়ে এলেম।

রাজা।—দেখ বয়স্য, দেবী বসুমতী বড়ই অভিমানিনী ও গর্ব্বিতা, তিনি এই চিত্র দেখ্‌লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। তুমি চিত্রটি তোমার কাছে লুকিয়ে রাখ।

বিদূষক।—মহারাজ, "চিত্রটি লুকিয়ে রাখো" এ কথা না বলে' বরঞ্চ বলুন না কেন "তুমি লুকোও।" যদি এইখানে এসে দেবী চিত্রটি দেখ্‌তে পান, তা হ'লে আমার দফা রফা হবে। মহাদেবের মত কালকূট গ্রাস করে' যখন আপনি অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আস্‌বেন, তখন মহারাজ আমাকে আবার ডাক্‌বেন। আমি ততক্ষণ "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ"-প্রাসাদে গিয়ে বসে' থাকি।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সানুমতী।—(স্বগত) যদিও এঁর হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত, তবু দেখ, উনি পূর্ব্বপ্রণয়িনীর মান রাখ্‌তে কেমন তৎপর। কিন্তু বসুমতীর প্রতি ওঁর এখন সেরূপ অনুরাগ দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

(পত্র-হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—জয় মহারাজ!

রাজা।—তুমি আস্‌বার সময় দেবীকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি?

প্রতীহারী। আজ্ঞা, দেখেছিলেম বৈ কি, কিন্তু আমার হাতে পত্র দেখে তিনি ফিরে গেলেন।

রাজা।—দেবীর কার্য্যজ্ঞান বিলক্ষণ আছে। তিনি জানেন, বিষয়-কর্ম্মের সময় কোনরূপ বাধা দেওয়া উচিত নয়। তাই তিনি আসেন নি।

প্রতীহারী।—মহারাজ, অমাত্য মহাশয় এই কথা আমাকে বল্‌তে বলেছেন যে, হিসাবের কাজে তাঁর অনেকটা সময় দিতে হয়েছিল বলে' পৌরজনের বিচার-কার্য্য তিনি একটিমাত্র সমাধা কর্‌তে পেরেছেন। এই পত্রে সমস্ত বৃত্তান্ত লেখা আছে।

রাজা।—দেখি, পত্রে কি লিখেছেন।

প্রতীহারী।—(পত্র প্রদান)

রাজা।—(পত্র পাঠ করিয়া) কি! বণিক্ ধনমিত্র সমুদ্রপথে জলমগ্ন হয়েছেন? এবং তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রাজ-কোষভুক্ত হয়েছে? আহা! সন্তানাদি না থাক্‌লে কি কষ্ট! দেখ বেত্রবতি, বণিক যেরূপ ধনবান্, তাতে তাঁর অনেকগুলি পত্নী থাকা সম্ভব। অনুসন্ধান

করে' জানো দিকি, তাঁর অন্য কোন স্ত্রী এই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা আছেন কি না।

প্রতীহারী।—আমি শুনেছি মহারাজ, তাঁর এক স্ত্রী—যিনি অযোধ্যা নগরের শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের কন্যা, তাঁর পুংসবন অনুষ্ঠান সম্প্রতি হয়ে গেছে।

রাজা।—পিতার সম্পত্তিতে গর্ভস্থ সন্তানেরও অধিকার আছে, তুমি এই কথা অমাত্যকে গিয়ে বল।

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—আর শোনো!

প্রতিহারী।—মহারাজ!

রাজা।—আরও তাঁকে বোলো, প্রজার সন্তান-সন্ততি থাক্ বা না থাক্, তাতে কোন ক্ষতি নাই—

প্রজার হইলে কোন স্বজন-বিয়োগ,
(না থাকিলে তার নামে দোষ-অনুযোগ)
দুষ্মন্ত একমাত্র বান্ধব তাহার
ঘোষণা করিয়া দেহ এ বিধি আমার॥

প্রতীহারী।—এখনি ঘোষণা করে' দিচ্চি মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) যথাসময়ে আকাশ থেকে বর্ষণ হ'লে যেরূপ লোকের আনন্দ হয়, এই দেশের প্রজারা সেইরূপ আনন্দিত হয়েছে।

রাজা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মূল-পুরুষের অভাবে নিঃসন্তানের ধন এইরূপেই পরহস্ত-গত হয়। অকালে বীজ বপন করলে ভূমির যে দশা হয়, আমার মৃত্যুর পর, পুরুকুললক্ষ্মীরও দেখছি সেই দশা হবে।

প্রতীহারী।—মহারাজ, ও অমঙ্গলের কথা মুখে আন্‌বেন না।

রাজা।—শ্রেয় যখন আমার নিকট আপনা হতেই এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখনই আমি যে তার অবমাননা করেছি, এখন আর ও কথায় কি হবে?—ধিক্ আমাকে!

সানুমতী।—(স্বগত) নিশ্চয় শকুন্তলাকে মনে করেই এইরূপ নিজেকে ধিক্কার দিচ্চেন।

রাজা।—ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলা কুলের প্রতিষ্ঠা,
আমাপরে ছিল তাঁর অবিচল নিষ্ঠা।
সেই সে পত্নীরে যবে করি প্রত্যাখ্যান,
তাঁর গর্ভে ছিল মোর আত্মজ সন্তান।
সময়ে রোপিত-বীজ যথা বসুমতী,
নিশ্চয় হবেন তিনি কালে ফলবতী।

সানুমতী।—(স্বগত) সন্তানসন্ততি হয়ে তোমার বংশ যে চিরপ্রবাহিত হবে, তার নিদর্শন এখনি দেখা যাচ্চে।

চতুরিকা।—(জনান্তিকে) বণিকের বৃত্তান্ত শুনে অবধি, মহারাজের মন যেন আরও উদাস হয়েছে। এই সময়ে "মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ" প্রাসাদ থেকে মাধব্যকে ডেকে আন্‌লে হয় না?

প্রতীহারী।—ঠিক্ বলেছ। রোসো, আমি তাঁকে ডেকে আন্‌চি।

[প্রস্থান।

রাজা।—অহো! আমার পিণ্ডভোজী পিতৃ-পুরুষগণ নিশ্চয়ই এখন পিণ্ড-লোপের আশঙ্কা কর্‌চেন—

আমি গেলে কে করিবে বৈধ অনুষ্ঠান
—কে করিবে পিতৃগণে জল-পিণ্ড দান!
হস্ত দিয়া মুছি ববে অশ্রুময় আঁখি,
সেই হস্ত-ধৌত জল যাহা থাকে বাকি,
তাই এবে পিতৃগণ করিছেন পান,
অসহ্য! অসহ্য! অহো! যায় বুঝি প্রাণ।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

চতুরিকা।—(সভয়ে অবলোকন করিয়া) মহারাজ, আশ্বস্ত হোন।

সানুমতী।—(স্বগত) আহা! যদিও দীপটি সামনে জ্বল্‌চে, কিন্তু একটি ব্যবধান থাক্‌বার দরুণ মনে হচ্চে যেন সব অন্ধকার। এই সময়ে আমি শকুন্তলার কথা বলে' ওঁর দুঃখ-নিবৃত্তি করি না কেন। কিন্তু না, এখন কাজ নেই। মহেন্দ্রের জননী অদিতি, শকুন্তলাকে যখন সান্ত্বনা কচ্ছিলেন, তখন এই কথা তাঁকে বল্‌তে শুনেছিলেম যে, "যজ্ঞভাগ-প্রত্যাশী দেবতারা শীঘ্রই ধর্ম্মপত্নীর সহিত দুষ্মন্তের মিলন ঘটিয়ে দেবেন।" যা হোক্, আর সময় অতি-বাহিত না করে' এখনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলে' শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করি গে।

[নৃত্য করিতে করিতে আকাশ-পথে প্রস্থান।

নেপথ্যে।—ব্রহ্মহত্যা হ'ল রে, ব্রহ্মহত্যা হ'ল!

রাজা।—(চেতনা লাভ করিয়া কর্ণপাত) এ যে মাধব্যের আর্ত্তস্বর শুনচি!—ওরে, কে আছে ওখানে!

(সভয়ে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী।—মহারাজ! আপনার বয়স্যের প্রাণসংশয়, তাকে রক্ষা করুন।

রাজা।—ব্রাহ্মণ-কুমারকে কে পীড়ন করচে?

প্রতীহারী।—মহারাজ, কোন এক অদৃশ্য পুরুষ এসে মাধব্যকে ধরে' "মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ"-প্রাসাদের চূড়ার উপর নিয়ে গেছে। তাই তিনি আর্ত্তনাদ করচেন।

রাজা।—(উঠিয়া) ভয় নাই, আমি এখনি যাচ্চি। কি! আমার গৃহের মধ্যেও ভূত-যোনির উৎপাত? প্রজাগণ বিপথগামী হওয়ায় বোধ হয় এই সকল ঘটনা হচ্চে। তা হতেও পরে, এখন সকলই সম্ভব।

> প্রত্যহ আমারি কত হতেছে স্খলন,
> জানিতে না পারি তার প্রকৃত কারণ।
> প্রজামধ্যে কেবা কোন্ পথ দিয়া যায়
> কার হেন সাধ্য তাহা জানে সমুদায়?

(নেপথ্যে)

মহারাজ—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

চতুর্থ দৃশ্য

মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদ।

রাজা—(দ্রুতপদে গমন করিয়া) ভয় নাই সখা, ভয় নাই!

(নেপথ্যে)

ভয় না করে' কি করি বলুন? আমার ঘাড়টা ধরে' আক্-গাছটার মত মট্‌মট্ করে' ভাঙ্গচে, আর আমি ভয় করব না!

রাজা।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) কে আছিস্!—আমার ধনুর্ব্বাণ।

(ধনু হস্তে যবনীর প্রবেশ)

যবনী।—এই নিন্ মহারাজ ধনু আর এই হস্তাবরণ।

রাজা।—(ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া)

(নেপথ্যে)

> উষ্ণ রক্ত তোর আজি সুখে করি' পান
> হনন করিব তোরে শার্দ্দূল সমান।
> আসুক দুষ্মন্ত রাজা লয়ে ধনুর্ব্বাণ,
> দেখিব কেমনে তোরে করে পরিত্রাণ॥

রাজা।—(সরোষে) কি! আমার নাম করে' এই কথা বল্‌চে? রোস্ রাক্ষস, এইবার তোকে বিনাশ করচি, (ধনুতে শর যোজনা করিয়া) বেত্র-বতি! সোপানের পথ দেখিয়ে ছাদের উপর নিয়ে চল!

প্রতীহারী।—এই দিক দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে!

সকলে।—(সত্বরে গমন)

রাজা।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) কৈ—কেউ কোথাও তো নেই।

(নেপথ্যে)

গেলুম!—গেলুম!—আমি আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু আপনি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চেন না মহারাজ! বিড়ালে ইন্দুর ধর্‌লে ইন্দুরের যে দশা হয়, আমার মহারাজ তাই হয়েছে—বাঁচবার কোন আশা নেই।

রাজা।—(অদৃশ্য শত্রুর প্রতি) তুই মনে কর-ছিস, মন্ত্রবিদ্যাবলে প্রচ্ছন্ন থেকে আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবি—তা হচ্চে না—তুই যেখানেই থাকিস্, আমার বাণ তোকে খুঁজে বের করবে। মনে করিস্‌নে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে আছিস্ বলে', পাছে দৈবাৎ ব্রহ্মহত্যা হয়, এই ভয়ে তোকে মার্‌তে পার্‌ব না। এই দেখ—

> বধ্যজনে বাছি' লবে এই মোর বাণ,
> হংস যথা নীর ত্যজি' ক্ষীর করে পান।

(বাণ-সন্ধান)

(বিদূষকে ত্যাগ করিয়া মাতলির প্রবেশ)

মাতলি।—রাজন্!

> তব শর-লক্ষ্যস্থল দেবারি অসুর,
> ওই শরে তাহাদের দর্প কর চূর।
> মিত্রপরে কোথা হবে স্নেহ-দৃষ্টিদান,
> তা না হয়ে, নিদারুণ বাণের সন্ধান?

রাজা—(শস্ত্র উপসংহার করিয়া) এ কি! মাতলি যে! আসতে আজ্ঞা হোক মহেন্দ্র-সারথে!

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—যে আমাকে যজ্ঞের পশুর মত প্রহার করলে, তাকে কি না আপনি "আসুতে আজ্ঞা হোক" বলছেন ?

মাতলি।—(সস্মিত) যে জন্য দেবরাজ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, তা শ্রবণ করুন।

রাজা।—বলুন, আমি মনোযোগপূর্ব্বক শুনছি।

মাতলি।—কালনেমি-বংশীয় দুর্জ্জয় এক দল দৈত্য আছে—

রাজা।—আছে বটে, আমি নারদ-প্রমুখাৎ শুনেছিলাম।

মাতলি।—তাই, তাদের বিনাশার্থে—

বজ্রধর সখা তব করিয়া স্মরণ
সেনাপতি রূপে তোমা করিলা বরণ।
সহস্র-কিরণ যারে নাশিতে না পারে,
শশাঙ্ক হেলায় নাশে সেই অন্ধকারে।

অতএব মহারাজ, সশস্ত্রে এই ইন্দ্ররথে আরোহণ করে' বিজয়-যাত্রা করুন।

রাজা।—দেবরাজের হস্ত হ'তে এই সম্মান লাভ করে' আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হলেম। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্চে, আপনি মাধব্যের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করেছিলেন কেন ?

মাতলি।—কেন করেছিলুম, শুনবেন ? দেখ্‌লেম, আপনি কোন কারণে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আছেন, এই সময়ে আপনি যুদ্ধে যেতে পাছে অস্বীকৃত হন, তাই যাতে আপনার ক্রোধ কোনরূপে উত্তেজিত হয়, এই মনে করেই এই উপায় অবলম্বন করেছিলেম। কেন না—

প্রজ্বলিত হয় বহ্নি ইন্ধন-তাড়নে,
ফণী উঠে ফণা ধরি' দলিলে চরণে।
সেইরূপ উত্তেজিত হ'লে বীরগণ,
তবেই মহিমা নিজ করেন ধারণ।

রাজা।—(জনান্তিকে) দেখ বয়স্য, দেবরাজের আদেশ অনতিক্রমণীয়। অতএব আমার নাম করে' তুমি অমাত্যবর পিশুনকে এই কথা বল গে, তিনিই এখন একাকী—

মন্ত্রণার বলে প্রজা করুন রক্ষণ,
অন্য কার্য্যে ধনু মোর ব্যাপৃত এখন।

বিদূষক।—যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি এখনি গিয়ে বলছি।

মাতলি।—মহারাজ এই রথে আরোহণ করুন।

রাজা।—(রথে আরোহণ)

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আকাশপথ—অদূরে হিমকূট-পর্ব্বত।

রথারূঢ় রাজা ও মাতলি।

রাজা।—দেখ মাতলি, ইন্দ্রের কার্য্য আমি সম্পন্ন করেছি বটে, কিন্তু তিনি যেরূপ আমার সমাদর করেছিলেন, আমি তার নিতান্ত অযোগ্য।

মাতলি।—(সস্মিত) আমি দেখছি, আপনাদের উভয়ের মধ্যে কেহই নিজের উপর সন্তুষ্ট নন :

তুষ্ট হয়ে বাসবের আতিথ্য-সৎকারে
লঘুজ্ঞান করিছ প্রকৃত উপকারে।
তিনিও বিস্মিত হয়ে তবকৃত কাজে,
আতিথ্য হ'ল না বলি' অধোমুখ লাজে।

রাজা।—মাতলি, ও কথা বলো না। বিদায়-কালে তিনি আমার যেরূপ সমাদর করেছিলেন, তা আশার অতীত। তিনি সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে আমার উপবেশনের জন্য তাঁর অর্দ্ধেক আসন ছেড়ে দিয়েছিলেন—এ অপেক্ষা অধিক আর কি হ'তে পারে ? তা ছাড়া—

সুচন্দনে পরিপ্লুত মন্দারের মালা
দেবরাজ বক্ষোপরি ছিল করি' আলা।
জয়ন্ত তাহার তরে অন্তরে প্রত্যাশী,
দেবরাজ জানি' তাহা মুচকিয়া হাসি'
পরায়ে দিলেন মালা আমার গলায়,
চরিতার্থ হইলাম আমি গো তাহায়।

মাতলি।—মহারাজ, আপনি তাঁর যে উপকার করেছেন, তার জন্য আপনি তাঁর নিকট কি না প্রত্যাশা করতে পারেন ?

দানব-কণ্টক হ'তে ত্রিদিব উদ্ধার
হেরি' ইন্দ্র আনন্দিত হন দুইবার :—

এক, এই তব তীক্ষ্ণ শরের প্রহারে,
আর, পূর্ব্বে নৃসিংহের খর নখ-ধারে।

রাজা।—আমার দ্বারা যা' কিছু হয়েছে, সে কেবল দেবরাজের মহিমা-প্রভাবেই।

মহৎ হইলে কার্য্য প্রভুরই মহিমা,
ভৃত্যের গৌরব তাহে কোথায় বল না?
না যদি অরুণ হ'ত তপন-সারথি
পারিত কি নাশিতে সে অন্ধকার রাতি?

মাতলি।—এরূপ বলা আপনারই অনুরূপ। (রথ চালাইতে চালাইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া) ঐ দেখুন, মহারাজ, স্বর্গেও আপনার সুযশ প্রতিষ্ঠিত।

অঙ্গরাগে সুরস্ত্রিয়া সুরনারীগণে
যাহা থাকে অবশিষ্ট, সেই সে বরণে
কল্পতরু-পত্রোপরি করেন চিত্রিত
গীতচ্ছন্দে দেবগণ দুষ্মন্ত-চরিত।

রাজা।—মাতলি, সে দিন আমি স্বর্গে আরোহণ করবার সময় দানব-বধের উৎসাহে স্বর্গ-পথ ভাল করে' লক্ষ্য করি নি। আচ্ছা, সপ্ত বায়ুর মধ্যে আমরা এখন কোন্ বায়ু-পথে চলচি বল দেখি?

মাতলি।—যেথা মন্দাকিনী বহে গগন-মণ্ডলে,
সুরশ্মি নক্ষত্ররাজি ভ্রমে যার বলে,
বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদ যেথা অধিষ্ঠান,
সেই পুণ্য বায়ু-পথ, পরিবাহ নাম।

রাজা।—মাতলি, এখানে এসে আমার দেহ ও অন্তরাত্মা উভয়ই যেন প্রসন্ন হ'ল (রথচক্র দেখিয়া) আমরা দেখ্‌ছি এখন মেঘ-রাজ্যে এসে পড়েছি।

মাতলি।—কি করে' জানলেন মহারাজ?

রাজা।—রথচক্র-রন্ধ্র দিয়া চাতক চলিয়া যায়,
অশ্বের শরীরময় বিদ্যুৎ খেলায়।
আর্দ্র দেখ চক্র-নেমি লাগি' বাষ্প-জল-কণা,
মেঘ-মাঝে আসিয়াছি তারি এ সূচনা।

মাতলি।—মহারাজ, আর একটু পরেই নিজ রাজ্যে এসে পড়বেন।

রাজা।—(অধোদিকে অবলোকন করিয়া) রথের বেগে মনে হচ্ছে—

সহসা পর্ব্বত যেন ঊর্দ্ধে ভাসি' উঠে
শৈল-চূড়া হ'তে ধরা যেন রে খসিত,
পত্রাচ্ছন্ন তরু-দেহে শাখা ওঠে ফুটে,
সূত্রসম নদীগুলি হয় গো বিস্তৃত।
অবশেষে কে যেন রে এই ধরাখানি
উৎক্ষেপি' সবলে মম পাশে দেয় আনি।

মাতলি।—মহারাজ, আপনি তো খুব তন্নতন্ন করে' দেখেছেন (সাদরে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া) অহো! পৃথিবী অতীব রমণীয়!

রাজা।—আচ্ছা মাতলি, ঐ যে পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব-সমুদ্র হ'তে পশ্চিম-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যা থেকে সুবর্ণ-রস বিগলিত হচ্ছে, ঐ পর্ব্বত-শ্রেণীর নাম কি বল দেখি।

মাতলি।—ওটা হচ্চে হেমকূট নামে গান্ধর্ব্ব পর্ব্বত—তাপসদের সিদ্ধক্ষেত্র।

স্বয়ম্ভুব ব্রহ্মা হ'তে মরীচি প্রভুত,
সেই প্রজাপতি হতে মারীচ প্রসূত।
সুরাসুর-গুরু ইনি ত্রিলোক-পূজিত
তপস্যা করেন হেথা পত্নীর সহিত।

রাজা।—সত্যি নাকি? তবে এরূপ পুণ্যস্থান না দেখে যাওয়া উচিত হয় না। চলুন, আমরা মহর্ষি মারীচকে প্রদক্ষিণ করে' আসি।

মাতলি। হাঁ মহারাজ, এইটি আপনার প্রথম কর্ত্তব্য। (উভয়ে অবতীর্ণ হইয়া)

রাজা।—(সবিস্ময়ে) মাতলি, বড়ই আশ্চর্য্য।—
রথের ঘর্ঘর-শব্দ নাহি পশে কাণে,
চক্রোত্থিত ধূলারাশি না হেরি এখানে।
না পরশি' ধরা, রথ থামিল হেথায়,
নামিলাম কি না তাহা বুঝা বড় দায়।

মাতলি।—মহারাজ, আপনার রথে আর ইন্দ্রের রথে এই প্রভেদ।

রাজা।—এখানে মারীচ ঋষির আশ্রমটি কোথায় বল দেখি?

মাতলি।—(হস্তের দ্বারা দেখাইয়া)

বল্মীকের মাঝে মুনি অর্দ্ধনিমজ্জিত,
বক্ষোপরি সর্পত্বচ্ রহে বিলম্বিত,
অতি জীর্ণ লতাতন্তু মালার আকারে
সবলে জড়ায়ে আছে কণ্ঠ-চারিধারে,
স্কন্ধ ব্যাপি' রহিয়াছে জটা সুনিবিড়,
তাহাতে অসংখ্য বদ্ধ বিহঙ্গ-নীড়।

দাঁড়ায়ে আছেন হোথা স্থাণুর সমান,
সূর্য্যপানে তাকাইয়া ধৈর্য্য মূর্ত্তিমান।
কোথায় দেখ গো ওই পবিত্র আশ্রম,
তপস্যার সিদ্ধি-ক্ষেত্র, অতি মনোরম।

রাজা।—সেই কঠোরতপা তপোধনকে নমস্কার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মারীচ ঋষির আশ্রম)

মাতলি।—(অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া) এই দেখুন, মন্দার-শোভিত মহর্ষির আশ্রমদেশে এইবার আমরা প্রবেশ করলেম; এই মন্দার-বৃক্ষগুলি অদিতি স্বহস্তে বর্দ্ধিত করেছেন।

রাজা।—স্বর্গ অপেক্ষাও এই স্থানটি রমণীয়—আমি যেন অমৃত-হ্রদে অবগাহন কর্‌চি।

মাতলি।—(রথ থামাইয়া) মহারাজ অবতরণ করুন।

রাজা।—(অবতরণ করিয়া) মাতলি, তুমি এখন কি করবে?

মাতলি।—রথ এইখানে থামিয়ে রাখ্‌লেম, [illegible] নাম্‌চি। (নামিয়া) এই দিকে মহারাজ! [illegible] ঋষিদের এই তপোবন-ভূমি দর্শন [illegible]।

রাজা।—এখানকার সমস্ত ব্যাপারই বিস্ময়-[illegible]

এই চৌদিকে শোভে কল্পতরুগণ,
[illegible] মুনিগণ লভিতে সক্ষম,
তথাপি অনিল শুধু করিয়া ভক্ষণ
কোনরূপে করিছেন জীবন-ধারণ।
স্বর্ণ-পদ্ম-রেণু পড়ি' পিঙ্গল প্রবাহ,
সেই জলাশয়ে স্নান হয় অহরহ।
রত্নশিলাপরে বসি' নিমগন ধ্যানে,
রূপসী অপ্সরা কত রহে সন্নিধানে;
অন্য তাপসের যাহা তপস্যার ধন,
লভি' তা' করেন এঁরা ইন্দ্রিয় সংযম।

মাতলি।—মহারাজ, মহৎ ব্যক্তিদের স্পৃহা আকাঙ্ক্ষা এইরূপ ঊর্দ্ধদিকেই উথিত হয়। (পরিক্রমণ করিয়া নেপথ্যাভিমুখে) ওগো বৃদ্ধ শাকল্য! ভগবান্ মারীচ এখন কি কর্‌চেন? কি বল্‌চ? দক্ষদুহিতা অদিতি পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ শুন্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি সেই বিষয় মহর্ষিপত্নীদের উপদেশ কচ্চেন?—আচ্ছা।

রাজা।—(কর্ণপাত করিয়া) যতক্ষণ না উপদেশ শেষ হয়, ততক্ষণ আসুন, আমরা এইখানে একটু অপেক্ষা করি।

মাতলি।—আপনি তবে এই অশোক-তলায় উপবেশন করুন, মহর্ষির দর্শন কখন্ পাওয়া যাবে, জেনে এসে আমি এখনই আপনাকে নিবেদন কর্‌চি।

রাজা।—আপনার যেমন অভিপ্রায়।

মাতলি।—আমি তবে চল্লেম।

(প্রস্থান)

রাজা। (দক্ষিণ বাহু স্পন্দন)

নাহি আর কোন আশা, কেন বাহু তবে
মঙ্গল সূচনা করি' করিছ স্পন্দন?
যে সুখে ত্যেজেছি, আর এখন কি হবে,
এবে শুধু দুঃখ মোর অদৃষ্টে লিখন।

নেপথ্যে।—ওরূপ দুরন্তপনা করিস্ নে। তোর এই দুরন্ত স্বভাব প্রকাশ না করে' কোথাও বুঝি থাক্‌তে পারিস্ নে?

রাজা।—(কর্ণপাত করিয়া) এ তো অন্যায় আচরণের স্থান নয়। তবে কাকে না জানি এরূপ নিষেধ কচ্চে? (শব্দের দিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি!—একটি বালক!—না জানি বালকটি কার? যেরূপ বয়স, তা অপেক্ষা দেখ্‌তে বলবান্ বলে' মনে হয়। দুই জন তপস্বিনী সঙ্গে আছে, তবু কিছুতেই ধরে' রাখ্‌তে পারচে না। এই যে—

সিংহ-শাবকের সনে খেলিবার তরে
জটা ধরি' শাবকেরে টানাটানি করে।
শাবক করিতেছিল মাতৃস্তন পান,
অর্দ্ধ না হইতে শেষ দিল তারে টান॥

(তাপসীদ্বয়ের সহিত বালকের প্রবেশ)

শিশু।—হাঁ কর্ না সিঙ্গি, তোর দাঁত গুণ্‌ব!

প্রথমা তাপসী।—দুরন্ত ছেলে, কেন ওকে বিরক্ত কর্‌চিস্? এখানকার সব জন্তুকেই আমরা সন্তানের মত দেখি, তা কি তুই জানিস্ নে? তোর দুরন্তপনা দিন্‌কে-দিন বাড়চে দেখ্‌চি। সাধে ঋষিরা তোর সর্ব্বদমন নাম রেখেছিলেন!

রাজা।—এই শিশুটিকে দেখে আমার ঔরসজাত পুত্রের মত কেন ওর প্রতি স্নেহ হচ্চে? বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান বলে' যে-কোন শিশু দেখলেই আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়।

দ্বিতীয়া তাপসী।—দেখ্ বাছা, তুই যদি এই বাচ্ছাকে না ছাড়িস্ তো এখনি সিংহিনী এসে তোকে ধর্‌বে।

শিশু।—(সস্মিত) উঃ! তবে তো আমার ভারি ভয়! (অধর প্রদর্শন পূর্ব্বক মুখভঙ্গী)

রাজা।—

মহৎ তেজের বীজ আছে দেখি শিশুর অন্তরে
স্ফুলিঙ্গ-আকারে অগ্নি অপেক্ষিছে ইন্ধনের তরে।

প্রথমা।—সিংহের বাচ্ছাটাকে ছেড়ে দে বাছা, আমি আর একটা খেলনা তোকে এনে দিচ্চি।

শিশু।—আচ্ছা, কৈ দাও (হস্ত প্রসারণ)

রাজা।—রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ যে এর হাতে দেখ্‌চি!

বস্তু-লোভে শিশুটির কর প্রসারিত,
সুচিক্কণ-অঙ্গুলিগুলি রয়েছে জড়িত।
উষাকালে অর্দ্ধস্ফুট পঙ্কজে যেমন
পত্রের অন্তরগুলি না হয় দর্শন।

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে, একে শুধু কথায় থামানো যায় না! তুমি যাও তো, আমার কুটীরে মার্কণ্ড ঋষিকুমারের রং-করা একটা মাটির ময়ূর আছে, সেইটে নিয়ে এসো দিকি।

প্রথমা।—আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

[প্রস্থান।

শিশু।—এখন তবে এর সঙ্গেই খেলা করি। (তাপসীর দিকে তাকাইয়া হাস্য)

রাজা।—আহা!

দুরন্ত এ শিশুটিরে বড় ভাল লাগে
বিগলিত হিয়া মম স্নেহ-অনুরাগে;
ঈষৎ লক্ষিত দন্ত মুকুলের মত
অকারণে শিশু যবে হাসে অবিরত;
অব্যক্ত অস্পষ্ট কিবা আধো আধো বাণী,
ইচ্ছা হয় শিশুটিরে কোলে তুলে আনি;
ধন্য পিতা মাতা যবে বুকে লয় তুলি,
বসন মলিন করে শিশু-অঙ্গ-ধূলি।

তাপসী।—ভারি দুরন্ত ছেলে, কিছুতেই আমার কথা শুনচে না। ওখানে ঋষিকুমারদের মধ্যে কেউ আছে কি? (রাজাকে দেখিয়া) ভদ্র, আপনি যদি এই বালকের হস্ত থেকে সিংহশাবকটিকে মোচন করে' দেন—

রাজা।—(নিকটে আসিয়া সস্মিত) ওগো মহর্ষিপুত্র! কাজটা তো তোমার ভাল হচ্চে না।

আশ্রম-বিরুদ্ধ কাজ নহে তো বিহিত,
আশ্রিত জীবেরে রক্ষা আশ্রমে উচিত।
সর্প-শিশু করে যথা চন্দন মলিন,
অহিংসা আশ্রম-ধর্ম্ম কোরো না বিলীন।

তাপসী।—ভদ্র, এ শিশুটি তো ঋষিকুমার নয়।

রাজা।—আশ্রমে আছে বলেই আমি একে ঋষিকুমার মনে করেছিলেম, কিন্তু এর আকৃতি ও আচরণ সেরূপ নয় বটে। (সিংহ-শাবককে শিশুর হস্ত হইতে ছাড়াইয়া স্পর্শ-সুখ অনুভব করত স্বগত) আহা!

পর-পুত্র-স্পর্শে মোর তনু পুলকিত,
না জানি সে স্পর্শে পিতা কত হরষিত।

তাপসী।—(শিশু ও রাজাকে দেখিয়া) আশ্চর্য্য! —আশ্চর্য্য!

রাজা।—আর্য্যে, কিসে তোমার এত আশ্চর্য্য মনে হচ্চে?

তাপসী।—এই শিশুটি অনেকটা আপনার মত দেখ্‌তে। আর দেখুন না, অপরিচিত লোক বলে' আদপে সঙ্কোচ কচ্চে না—আপনার কাছে কেমন বেশ সুস্থির হয়ে আছে।

রাজা।—(শিশুকে আদর করিতে করিতে) যদি এ মুনি-কুমার না হয়, তবে না জানি এর কোন্ কুলে জন্ম?

তাপসী।—পুরুবংশে।

রাজা।—(স্বগত) কি! যে বংশে আমার জন্ম? তাই বোধ হয়, তাপসী শিশুটির আকৃতিতে কতকটা আমার সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্চেন। অন্তিম দশায় আশ্রমে বাস করা আমাদের কুল-প্রথা বটে। না জানি কোন্ রাজর্ষি এই তপোবনে এসে বাস করচেন।

গৃহে থাকি' সুখভোগ প্রথম বয়েসে,
করেন গৃহেতে থাকি' ক্ষিতির পালন।

তৎপরে তরুতলে তাপসের বেশে
অন্তিম সময় তাঁরা করেন যাপন।

(প্রকাশ্যে) কিন্তু নিজ শক্তিতে কোন মনুষ্যই তো এ প্রদেশে আস্‌তে পারে না।

তাপসী।—আর্য্য যা' বল্‌চেন, তা ঠিক কথা। এ স্থান মনুষ্যের অগম্য, কিন্তু এই বালকের জননী অপ্সরা-সম্পর্কে এই দেবগুরু মারীচ মহর্ষির তপোবনে এসে প্রসব হয়েছেন।

রাজা।—(মুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে) কি আশ্চর্য্য! এই কথায় আমার মনে আর একটু আশার সঞ্চার হচ্চে। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! তিনি কোন্ রাজর্ষির পত্নী?

তাপসী।—যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে, তার নাম কে মুখে আন্‌বে?

রাজা।—(স্বগত) আমিই তো এই তিরস্কারের পাত্র। আচ্ছা, এই শিশুটির মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি না কেন। না না—পরস্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা আর্য্য-রীতি নয়।

(মৃন্ময়ূর-হস্তে শিশুর প্রবেশ)

তাপসী।—সর্ব্বদমন, দেখ্ দেখি, এই শকুন্তটি কেমন সুন্দর!

শিশু।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) কৈ, আমার মা কোথায়?

উভয়।—শকুন্ত এই কথাটা শুনে মনে করচে, ওর মায়ের নাম করচি। মাতৃবৎসল শিশু নাম-সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়েছে।

দ্বিতীয়া।—বাছা, এই মাটির ময়ূরটি কেমন সুন্দর দেখ্‌তে, তাই আমরা বলচি। তোর মায়ের কথা বল্‌চি নে।

রাজা।—(স্বগত) এর মায়ের নাম শকুন্তলা নয় তো? কিন্তু ঐ নামে আরও তো অনেকের নাম থাক্‌তে পারে। নামসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হয়ে আবার না আমাকে বিষাদে মগ্ন হতে হয়।

শিশু।—দেখ্ মা, এ মাটির ময়ূরটি দেখ।

(গ্রহণ)

প্রথমা।—(উদ্বেগ সহকারে) ও মা! ওর হাতের রক্ষা-কবচটি কোথায় গেল?—দেখ্‌তে পাচ্চিনে তো।

রাজা।—কোন চিন্তা নাই। ঐ যে, কবচটি ঐখানে পড়ে' আছে। সিংহশাবককে টানাটানি করবার সময় বোধ হয় হাত থেকে স্খলিত হয়ে থাক্‌বে।

(হস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত)

উভয়ে।—ওটা হাতে কর্‌বেন না—হাতে কর্‌বেন না—ও মা! আপনি হাতে নিয়েছেন যে! (বিস্ময়ে বুকে হাত দিয়া পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

রাজা।—ওটা স্পর্শ করতে আপনারা কেন আমাকে নিষেধ কর্‌ছিলেন বলুন দেখি।

প্রথমা।—শুনুন বলি। শিশুর জাতকর্ম্মের সময় ভগবান্ মারীচ এই অপরাজিতা নামে ওষধিটি দিয়েছিলেন। ওর বিশেষ গুণ এই, ভূমিতে পড়ে' গেলে পিতামাতা ছাড়া আর কেউ হাতে করে' তুল্‌তে পারে না।

রাজা।—যদি কেউ তোলে, তা হ'লে তার কি ফল হয়?

প্রথমা।—তখনি তাকে সর্প হয়ে দংশন করে।

রাজা।—আপনারা ওরূপ স্বচক্ষে কখন দেখেছেন কি?

উভয়ে।—বহুবার, বহুবার!

রাজা।—তবে তো আমার সমস্ত আশাই পূর্ণ হ'ল। আমার কি আনন্দ!

(শিশুকে আলিঙ্গন)

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে, চল আমরা এই বৃত্তান্তটি শকুন্তলাকে জানিয়ে আসি। তিনি বোধ হয়, এখন ব্রতচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন।

[প্রস্থান।

শিশু।—আমাকে ছাড়ো, আমি মায়ের কাছে যাব।

রাজা।—চল বৎস, আমরা দুজনে একত্রে গিয়ে তোমার মাকে সুখী করি গে।

(পরিক্রমণ)

শিশু।—তুমি তো আমার দুষ্মন্ত বাবা নও।

রাজা।—শিশুর প্রতিবাদে আমার বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হ'ল। আর কোন সন্দেহই নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম-কুটীর।

(একবেণীধৃতা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা।—(স্বগত) একজন অপরিচিত লোক এসে রক্ষা-কবচ হাতে করে' তুললে, অথচ কবচটির কোন রূপান্তর হ'ল না? এ তো ভারি আশ্চর্য্য! কিন্তু যাই হোক্, আমি আর সুখের আশা করি নে। আচ্ছা, সানুমতী যা বল্‌ছিলেন, তাও তো হ'তে পারে।

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া স্বগত) আহা! এই যে আমার সেই শকুন্তলা!—

পরিধান-বসনটি ধূসর মলিন,
উপবাসে শুষ্ক মুখ, একবেণী বাঁধা।
শুদ্ধশীলা সাধ্বি' দীর্ঘ বিরহের দিন
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য করেন সমাধা॥

শকুন্তলা।—(অনুতাপে বিবর্ণ রাজাকে দেখিয়া স্বগত) ইনি তো আমার আর্য্যপুত্র নন। কিন্তু রক্ষা-কবচ থাক্‌তেও একজন অপরিচিত লোক এসে আমার বাছার গা স্পর্শ কর্‌চে কি সাহসে?

শিশু।—(মাতার নিকটে আসিয়া) মা, ও কে আমাকে বৎস বলে' আদর কর্‌চে?

রাজা।—প্রিয়ে, তোমার প্রতি আমি কত নিষ্ঠুর আচরণ করেছি, তবু তার পরিণাম যে এরূপ সুখের হবে, তা আমি মনে করি নি। আমি মনে করি নি, তুমি আমাকে আবার চিন্‌তে পারবে।

শকুন্তলা।—(স্বগত) হৃদয়, আশ্বস্ত হও। আমার পরে দৈব বুঝি আবার প্রসন্ন হয়েছেন। ইনি নিশ্চয়ই আমার আর্য্যপুত্র।

রাজা।—প্রিয়ে,

স্মৃতি লভি' তিরোহিত মোহাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত।
রাহু-মুক্ত চন্দ্র পুন সম্মিলিত রোহিণীর সাথ॥

শকুন্তলা।—নাথ!—প্রাণেশ্বর!—ভাল থাকো—সুখে থাকো—তোমার সকল কামনা—(বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ)

রাজা।—অশ্রুজলে অবরুদ্ধ তব কণ্ঠদেশ,
করিতে দিল না তব কথাটি শেষ।
কি আর কামনা মম আছে গো সুন্দরি,
পূর্ণ মনোরথ এবে চন্দ্রাননে হেরি।

শিশু।—ও কে মা?

শকুন্তলা।—আমি কি জানি বাছা, তোর ভাগ্য-দেবতাকে জিজ্ঞাসা কর্।

রাজা—(শকুন্তলার পদতলে নিপতিত হইয়া)

প্রত্যাখ্যান-কথা আর কোরো না স্মরণ,
কি যে ঘোর মোহ আসি' ঘেরিল তখন!
বিস্মৃতির মোহ-ঘন হইলে উদ্ভব,
অমৃত গরল বলি' হয় অনুভব।
মালা পরাইয়া দিলে অন্ধের মাথায়
সর্প বলি' অন্ধ তাহা দূরে ফেলায়।

শকুন্তলা।—ওঠো নাথ, ওঠো! তোমার কি দোষ বল—আমারই পূর্ব্বজন্মের পাপের ভোগ। নৈলে তোমার মত দয়ালু ব্যক্তি কি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পার্‌তো?

রাজা।—(ভূমি হইতে উত্থান)

শকুন্তলা।—এই দুখিনীকে আবার কিরূপে স্মরণ হ'ল?

রাজা।—এখন আমার হৃদয়ের বেদনা দূর হ'ল, এখন তোমাকে সমস্ত বল্‌চি। প্রিয়ে,

পূর্ব্বে ওই অশ্রুবিন্দু বাহিয়া আনন,
ঝরিয়া পড়েছে কত ও চারু অধরে,
দেখিয়া দেখি নি তাহা করি' অযতন,
এবে সেই অশ্রুবিন্দু তব নেত্রপরে
দেখিতে পারিনে আর, হৃদয় বিদরে।

(অশ্রু মুছাইয়া)

শকুন্তলা।—(অঙ্গুরী দেখিয়া) এই না সেই অঙ্গুরীটি?

রাজা।—ভাগ্যি এই অঙ্গুরীটি ফিরে পেয়েছিলেম, তাই সমস্ত আবার স্মরণ হ'ল।

শকুন্তলা।—কিন্তু ঐ অঙ্গুরীটিই যত অনর্থের মূল, যখন তোমার বিশ্বাসের জন্য দেখাবার আবশ্যক হ'ল, তখন আর পাওয়া গেল না।

রাজা।—এই নেও প্রিয়ে, বসন্ত-সময়ে বাসন্তী-লতা আবার কুসুমে শোভিত হোক্। (অঙ্গুরী দিতে উদ্যত)

শকুন্তলা।—আমি আর ওকে বিশ্বাস করিনে; মহারাজ, ওটা তোমার কাছেই থাক্।

(মাতলির প্রবেশ)

মাতলি।—মহারাজ, ভাগ্যবলে ধর্ম্মপত্নীর সহিত আপনার আবার মিলন হ'ল—পুত্রমুখ দর্শন করলেন—এর অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

রাজা।—হাঁ, এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আচ্ছা মাতলি, দেবরাজ কি এ সমস্ত অবগত আছেন?

মাতলি।—(সস্মিত) দেবতাদের অবিদিত কি আছে বলুন? আসুন মহারাজ, ভগবান্ মারীচ এই সময়ে দর্শন দেবার জন্ম প্রতীক্ষা করছেন।

রাজা।—শকুন্তলে, তুমি পুত্রকে কোলে লও। তোমার সঙ্গে একত্রে আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি।

শকুন্তলা।—তোমার সঙ্গে একত্রে গুরুজনের নিকট যেতে আমার কেমন লজ্জা বোধ হচ্ছে।

রাজা।—না না—সৌভাগ্যের সময় এইরূপ আচরণই প্রশস্ত। এসো প্রিয়ে, এসো।

সকলে।—(পরিক্রমণ)

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম-প্রাঙ্গণ।

অদিতির সহিত মারীচ আসনস্থ।

মারীচ।—দেখ দেখ কে গো ওই আসে দাক্ষায়ণি।
তোমার পুত্রের উনি প্রধান সেনানী।
দুষ্মন্ত নামেতে খ্যাত প্রবল ভূপতি,
শাসন করেন যিনি একা বসুমতী।
যাঁর ধনুর্ব্বলে ইন্দ্র স্বকার্য্যে বিরত,
বজ্র তাঁর অলঙ্কারে এবে পরিণত।

অদিতি।—ওঁর প্রভাব, আকৃতি দেখেই অনুমান হচ্চে।

মাতলি।—মহারাজ, ঐ দেখুন, দেবতাদের জনক-জননী মহর্ষি মারীচ ও অদিতি স্নেহদৃষ্টিতে আপনাকে নিরীক্ষণ করচেন।

রাজা।—এঁরা কি মাতলি সেই দম্পতি-যুগল
যাহা হ'তে এ দ্বাদশ আদিত্য-মণ্ডল?
যে যুগল, খ্যাতনামা ত্রিলোকের পাতা
—বাসব বামনের পূজ্য পিতা-মাতা?

নারায়ণ নররূপে যাঁ' হ'তে উদ্ভূত,
দক্ষ মরীচি হ'তে যাঁহারা প্রসূত?

মাতলি।—হাঁ মহারাজ, তাঁরাই।

রাজা।—(নিকটে আসিয়া) আমি ইন্দ্রের সেবক দুষ্মন্ত, আপনাদের উভয়কে প্রণাম করি।

মারীচ।—বৎস, চিরজীবী হয়ে পৃথিবী পালন কর।

অদিতি।—বৎস, অপ্রতিরথী হয়ে রাজ্য শাসন কর।

শকুন্তলা।—পুত্রের সহিত আমিও আপনাদের চরণবন্দনা করচি।

মারীচ।—বৎসে!
ইন্দ্র সম তব পতি, পুত্র জয়ন্ত-প্রতিম,
কি আর আশিষ দিব, হও ইন্দ্রাণীর সম।

অদিতি।—বাছা, পতির আদরিণী হও। তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু হয়ে উভয় কুলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক! বসো।

সকলে।—(মারীচকে ঘিরিয়া উপবেশন)

মারীচ।—(প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)
সাধ্বী শকুন্তলে, পুত্র সৎ, আর তুমি হে রাজন্,
শ্রদ্ধা, বিত্ত, বিধি এই তিনে যেন হয়েছে মিলন।

রাজা।—ভগবন্, প্রথমে আপনি আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করলেন, তার পর দর্শন দিলেন। আমাদের প্রতি আপনার অপূর্ব্ব অনুগ্রহ;
সর্ব্বাগ্রে কুসুম ফুটে, তার পরে ফল,
মেঘের উদয় আগে, পরে ঝরে জল।
কার্য্য-কারণের এই অকাট্য নিয়ম,
আপনাতে দেখিতেছি তার ব্যতিক্রম।
ইষ্টসিদ্ধি করি' পরে দিলেন দরশন,
প্রার্থনার পূর্ব্বে হ'ল ফল বিতরণ।

মাতলি।—এইরূপেই বিধাতারা স্বকীয় প্রসাদ বিতরণ করেন।

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখাইয়া) ভগবন্, ইনি আপনার আজ্ঞাকারিণী সেবিকা। এঁর সহিত আমি গান্ধর্ব্ব বিধানে প্রথমে বিবাহ করি, তার পর, কিছু দিন পরে যখন এঁর বন্ধু-বান্ধব আমার নিকটে এঁকে নিয়ে এলেন, তখন অকস্মাৎ আমার স্মৃতি-লোপ

হওয়ায়, না চিন্‌তে পেরে ওঁকে প্রত্যাখ্যান করি। এইজন্য আপনার স্বগোত্রীয় মহর্ষি কণ্বের নিকট আমি অত্যন্ত অপরাধী হয়ে আছি। তার পর কিছু-দিন পরে, এই অঙ্গুরীটি ফিরে পেয়ে আবার সমস্ত স্মরণ হ'ল। এখন এই সমস্ত ব্যাপার আমার অত্যন্ত বিস্ময়জনক বলে' মনে হচ্চে।

হস্তীকায় মধ্যে করি' প্রত্যক্ষ দর্শন,
চলিয়া গেলে সে যদি হয় গো সংশয়,
পদাঙ্ক দেখিয়া যথা হয় তা' প্রত্যয়,
সেইরূপ মম দশা ঘটিল নিশ্চয়।

মারীচ।—বৎস, তুমি কেন আপনাকে অপরাধী বলে' মনে কর্‌চ। সেই সময় তোমার মোহ ভ্রান্তি হবারই কথা। তার কারণ তোমাকে বলি শোনো। মেনকা যখন অপ্সরা-তীর্থ হ'তে ফিরে আস্‌ছিলেন, সেই সময় শকুন্তলাকে অভিমানে কাতরা দেখে তিনি তাকে দাক্ষায়ণীর নিকট নিয়ে উপস্থিত হন। আমি ধ্যানযোগে জান্‌তে পারলেম যে, দুর্ব্বাসার শাপেই তোমার সহধর্ম্মিণীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহমাত্র নাই। পরে, অঙ্গুরী-দর্শনে সেই শাপের অবসান হ'ল।

রাজা।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আঃ! আপনার এই বচনে আমি যেন মুক্তিলাভ কর্‌লেম।

শকুন্তলা।—(স্বগত) আমার অদৃষ্টে ছিল, তাই আর্য্যপুত্র আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, অকারণে করেন নি। কিন্তু আমি শাপগ্রস্ত হয়েছিলেম বলে' আমার স্মরণ হয় না। সেই সময়ে আর্য্যপুত্রের বিরহে আমার মন এমনি অন্যমনস্ক হয়েছিল যে, কেউ শাপ দিয়েও হয় তো আমি তা জান্‌তে পারি নি। শেষে আমার সখীরা একবার আমাকে বলেছিলেন বটে যে, যদি তোমাকে দেখে রাজর্ষির স্মরণ না হয়, তা হ'লে এই অঙ্গুরীটি তাঁকে দেখিও।

মারীচ।—বৎসে, এখন তো সমস্ত অবগত হ'লে, এখন আর তোমার স্বামীর উপর রাগ কোরো না।

শাপ-বশে পতি তব হইয়া নিষ্ঠুর,
নিজ গৃহ হ'তে তোমা করিলেন দূর।
এখন সে শাপ এবে হইল মোচন,
এখন তুমিই তাঁর প্রেয়সী-রতন।
মলিন হইলে দেখ দর্পণের কায়া,
নাহি পড়ে তদুপরি প্রতিবিম্ব-ছায়া।
আবার হইলে তাহা শুভ্র সুনির্ম্মল,
পুনর্ব্বার ধরে ছায়া সে দর্পণ-তল।

রাজা।—ভগবান যা বল্‌চেন, তা অতি যথার্থ কথা।

মারীচ।—বৎস, তুমি শকুন্তলার পুত্রকে যথাবিধি অভিনন্দন করেছ তো? আমরা ওর জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া বিধিমত সম্পন্ন করেছি।

রাজা।—ভগবন্‌, এই পুত্রটিই আমার বংশের প্রতিষ্ঠা।

মারীচ।—তুমি জেনো, বৎস, ওটি ভবিষ্যতে রাজ-চক্রবর্ত্তিপদ লাভ কর্‌বে।

রথে করি' আরোহণ অবাধিত-গতি,
উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধু, সপ্তদ্বীপ-ধরা,
করিবেক পৃথ্বী জয় বিনা প্রতিরথী।
এখনি এমনি ওর দেহ তেজে ভরা,
অনায়াসে জীব-জন্তু করিছে দমন,
"সর্ব্বদমন" তাই তাপসেরা বলে।
পরে সসাগরা ধরা করিয়া পালন,
ভরত নামেতে খ্যাত হবে ধরাতলে।

রাজা।—ভগবন্‌, আপনি যখন ওর জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার নিজে থেকে করেছেন, তখন ওর নিকট হ'তে কি না আশা করা যায়?

অদিতি।—ভগবন্‌, শকুন্তলার সৌভাগ্যের কথা মহর্ষি কণ্বকে বলে' পাঠান কর্ত্তব্য। দুহিতৃ-বৎসলা মেনকা এখন এইখানেই আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন, তাঁকে দিয়েই এই কথাটা বলে' পাঠাই না কেন।

শকুন্তলা।—ভগবতি, আমারও তাই ইচ্ছা।

মারীচ।—তপঃপ্রভাবে তিনি সমস্তই অবগত হয়েছেন, তাঁকে বলা বাহুল্যমাত্র।

রাজা।—ভগবন্‌, তিনি যদি সমস্তই অবগত হয়ে থাকেন, তা হ'লে বোধ হয়, আমার উপর তিনি আর বড় ক্রুদ্ধ হবেন না।

মারীচ।—যদিও তিনি সমস্ত অবগত হয়েছেন, তথাপি এ আনন্দের সংবাদটি তাঁকে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কে আছ ওখানে?

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—ভগবন্‌!

মারীচ।—দেখ গালব, তুমি এখনি আকাশ-মার্গে

যাত্রা করে মহর্ষি কণ্বকে আমার নাম করে' এই শুভ সংবাদটি বলে' এসো যে, পুত্রবতী শকুন্তলার শাপ-নিবৃত্তি হওয়ায়, দুষ্মন্ত স্মৃতি লাভ করে' পুনরায় শকুন্তলাকে গ্রহণ করেছেন।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব।

[প্রস্থান।

মারীচ।—বৎস, তুমিও পুত্র-পত্নী সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রতিগমন কর।

রাজা।—যে আজ্ঞা ভগবন্।

মারীচ।—এখন বৎস, তোমাকে এই আশীর্বাদ করি:—

প্রচুর তোমার ইন্দ্র বারি-বরিষণে,
যজ্ঞভাগে তৃপ্ত তুমি কর দেবগণে।
এইরূপ উপকার করি' পরস্পর,
লোকপূজ্য হয়ে থাকো যুগ-যুগান্তর।

মারীচ।—বৎস! তোমার আরও যদি কোন প্রিয় বাসনা থাকে তো এই সময়ে বল।

রাজা।—ভগবন্, এর পর আর কি বাসনা থাকতে পারে?—যদি আরও কিছু বাসনা পূর্ণ করতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তবে প্রার্থনা করি, নট-মুখ-নিঃসৃত আশীর্বাদটি যেন সম্পূর্ণরূপে সফল হয়।

(নটের প্রবেশ)

নট।—ভূপতি প্রজার হিতে হউন তৎপর,
শাস্ত্রজ্ঞের বাক্য লোকে করুক্ আদর।
আর, সেই সর্ব্বশক্তি শম্ভু ত্রিলোচন,
পুনর্জ্জন্ম-দুঃখ মোর করুন মোচন।

পরিশিষ্ট

তৃতীয় অঙ্কের কিয়দংশ

শকুন্তলা—কি করেন, ছেড়ে দিন, আমি পরাধীনা। সখীরা এখানে নেই, আমি একা এখানে থেকে কি করব?

রাজা।—ধিক্! বড় লজ্জা পেলেম।

শকুন্তলা।—আমি তো রাজর্ষিকে কিছু বলচিনে, আমি আমার দৈবকেই তিরস্কার করচি।

রাজা।—কেন, দৈব তো তোমার অনুকূল, তবে কেন তিরস্কার করচ?

শকুন্তলা।—কেন করব না?—দৈব কেন আমাকে পরাধীনা করে' পরগুণে লুব্ধা করলেন?

রাজা।—(স্বগত)

অতিমাত্র উৎসুক থাকিলেও তবু
কুমারীরা অনুরাগে হয় নাকো কভু।
প্রিয়-সমাগম-সুখ চাহে বটে তারা,
কিন্তু তবু আত্মদানে নিতান্ত কাতরা।
পীড়ন করেন বটে তাদের মদন,
বিনাশি' তারাও করে মদনে পীড়ন।

শকুন্তলা।—(গমনোদ্যত)

রাজা।—(স্বগত) আমার যাতে প্রীতি হয়, আমি তা' কেন না করব?

(নিকটে গিয়া শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল অবলম্বন)

শকুন্তলা।—পৌরব-রাজ শিষ্টাচার রক্ষা করুন, দেখ্‌ছেন না ঋষিরা ইতস্ততঃ বিচরণ করচেন।

রাজা।—সুন্দরি, গুরুজন হ'তে ভয়ের কোন কারণ নেই। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি কণ্ব, আমাদের পরিণয়ে দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হবেন না। কেন না—

রাজর্ষি-দুহিতা কত গন্ধর্ব্ব-বিধানে
অবাধে বিবাহ করে, শুনিয়াছি কানে,
গুরুজন তাহে নহে ব্যথিত-হৃদয়,
বরঞ্চ তাঁহারা তাহে হৃষ্ট অতিশয়।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আমি কি লতা-গৃহের বাহিরে এসে পড়েছি?

(শকুন্তলাকে ছাড়িয়া পুনর্ব্বার লতা-গৃহে প্রবেশ)

শকুন্তলা।—(অঙ্গভঙ্গীর সহিত পদান্তরক্ষেপ করিয়া) পৌরব-রাজ, আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলেম না ব'লে কিছু মনে করবেন না। যদিও কেবল বাক্যালাপেই আমার সহিত আপনার পরিচয়, তবু আমাকে ভুলবেন না।

রাজা।—সুন্দরি!

দূরে তুমি যাও যদি,
তবু ছাড়িবে না হৃদি
দিবা অবসানে তরুচ্ছায়ার মতন।
দিবস ফুরায় যত
ছায়া যায় দূরে তত
তবু না ছাড়য়ে কভু পাদপ-বন্ধন॥

শকুন্তলা।—(অল্প দূরে গিয়া স্বগত) হা ধিক্! এ কথা শুনে আমার পা যে আর সর্‌চে না। এই কুরুবক বৃক্ষের অন্তরাল থেকে এঁর ভাবগতি সমস্ত নিরীক্ষণ করি।

রাজা।—প্রিয়ে, যে তোমার একান্ত অনুরক্ত, তাকে ছেড়ে তুমি কোন্ প্রাণে চলে' যাচ্চ?

কুসুম-কোমল রূপ নবীন,
পরুষ পরশ সহে না যেন,
হৃদয় কেন গো হ'ল কঠিন,
শিরীষ-পুষ্প-বৃন্ত সম?

শকুন্তলা।—এ কথা শুনে আর আমার যাবার সামর্থ্য নাই।

রাজা।—এখন এই প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থেকে আমি আর কি করব? (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) কিন্তু আমার যাবার পথে আবার যে ব্যাঘাত ঘটল।

প্রিয়া-কর-চ্যুত এই মৃণাল-বলয়
হৃদয়-নিগড়রূপে সমুখে উদয়।
উশীরের পরিমল হয়েছে বিস্তার,
চরণ চলিতে তাই নাহি চাহে আর।

শকুন্তলা।—(নিজ হস্ত দেখিয়া) দুর্ব্বলতায় আমার মৃণাল-বলয় শিথিল হয়ে হাত থেকে পড়ে' গেছে, আমি জানতে পারি নি!

রাজা।—(মৃণাল বলয় হৃদয়ে স্থাপন করিয়া) আহা! কি সুখস্পর্শ!

লীলা-আভরণ তব শুন ওগো প্রিয়ে,
চারু হস্ত ত্যজি' তব পড়ি আছে ভূঁয়ে।
অচেতন হয়ে তবু করিছে সান্ত্বনা,
তুমি এত নিরদয় কেমনে বল না।

শকুন্তলা।—আর আমার বিলম্ব সহ্য হয় না। আমি মৃণাল-বলয় পরিধানচ্ছলে দেখা দিই (সমীপে গমন)

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া সহর্ষে) প্রাণেশ্বরি, আমার বিলাপ শুনে' দেবতারা প্রসন্ন হয়েছেন, তাই তোমাকে আবার পেলেম।

চাহিল তৃষ্ণার জল চাতক পিপাসী
অমনি জলদ-ধারা মুখে পড়ে আসি'।

শকুন্তলা।—(রাজার সম্মুখে অবস্থান করত) আর্য্য, অর্দ্ধপথে মনে পড়ল, তাই মৃণাল-বলয়ের জন্য আবার ফিরে এসেছি। আমার মন বলচে, বলয় যেন আপনার কাছেই আছে, এখন আমাকে সেটি দিন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে' রাখি, লতাকুঞ্জের বাহিরে এসে, মুনিগণের নিকট প্রকাশ হবেন না।

রাজা।—আমাকে যদি একটা কথা দেও, তা হ'লে মৃণাল-বলয়টি ফিরিয়ে দিই।

শকুন্তলা।—কি বলুন।

রাজা।—এটি যেখানে ছিল, আমি নিজে সেই-খানে রেখে দেব।

শকুন্তলা।—কি করা যায়, আচ্ছা, তাই হোক্। (নিকটে গমন)

রাজা।—এসো, আমরা এই শিলাখণ্ডের এক-ধারে উপবেশন করি (শকুন্তলার হস্ত গ্রহণ করিয়া) আ! কি সুখস্পর্শ!

হর-কোপানলে যার
দেহ হয় ভস্মসার
সেই দগ্ধ কাম-তরু জিয়ে কি আবার!
পুন কি অমরগণে
অমৃতের বরিষণে
উৎপাদিল কররূপ অঙ্কুর তাহার॥

শকুন্তলা।—(স্পর্শাভিনয় করিয়া) আর্য্যপুত্র! শীঘ্র করুন, শীঘ্র করুন।

রাজা।—(সহর্ষে স্বগত) এখন আমি আশ্বস্ত হলেম। শকুন্তলা আমাকে আর্য্যপুত্র বলে' সম্বোধন করেছেন। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি, মৃণালবলয়ের সন্ধিস্থান ভালরূপে সংশ্লিষ্ট হচ্চে না—যদি তোমার মত হয়, প্রকারান্তরে সংযোজন করে' দি।

শকুন্তলা।—(মুচকি হাসিয়া) আপনার যা অভিরুচি।

রাজা।—(নানাছলে কালবিলম্ব করিয়া মৃণাল বলয় পরাইয়া) সুন্দরি,

ওই শশধর নব
ত্যজিয়া বিমল নভ,
ধরি' রূপ মৃণাল-বলয়
শ্যামলতা-মনোহর,
এ তব সুন্দর কর
দেখ কিবা করেছে আশ্রয়।

শকুন্তলা।—বাতাসে, কর্ণোৎপলের রেণু আমার চোখে এসে পড়েছে, তাই আমার বলয় দেখতে পাচ্চিনে।

রাজা।—(সস্মিত) যদি তুমি অনুমতি কর, ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে' দি।

শকুন্তলা।—তা হ'লে অনুগৃহীত হই বটে, কিন্তু ততদূর আপনাকে আমার বিশ্বাস হয় না।

রাজা।—ও কথা বোলো না। ভৃত্য নূতন হ'লেও সে কি কখন প্রভুর আদেশ অতিক্রম করতে পারে?

শকুন্তলা।—আপনার এই অতিভক্তিই অবিশ্বাসের কারণ।

রাজা।—(স্বগত) এইরূপ রমণীয় অবসর উপেক্ষা করা নয়। (মুখ উত্তোলনে উদ্যত)

শকুন্তলা।—(নিষেধকরণ)

রাজা।—অয়ি মদিরেক্ষণে, আমার মত ব্যক্তির নিকট হ'তে অশিষ্টাচারের কোন ভয় নাই।

শকুন্তলা।—(ঈষৎ দৃষ্টিসন্ধানন করিয়া অবনত মুখে অবস্থান)

রাজা।—(অঙ্গুলীর দ্বারা মুখোত্তোলন করত স্বগত)

অধর কোমল ওই প্রিয়ার অধর
কেমন সুন্দর আহা হতেছে স্ফুরণ,

সুধাপান-তরে আমি তৃষায় কাতর
আহ্বানিছে যেন মোরে করিতে চুম্বন।

শকুন্তলা।—চোখের কোথায় রেণু পড়েছে, আপনি বোধ হয়, ঠিক বুঝতে পারচেন না।

রাজা।—কর্ণোৎপলটি নিকটে থাকায় ভাল দেখতে পারচিনে। (ফুৎকার প্রদান)

শকুন্তলা।—আর ফুঁ দিতে হবে না—এখন আমি বেশ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু আমি বড় লজ্জিত হচ্চি। আপনি এত উপকার করলেন, আমি কোন প্রত্যুপকার করতে পারলেম না।

রাজা।—সুন্দরি, আর কি প্রত্যুপকার করবে বল?

সুরভি বদন তব করেছি আঘ্রাণ
তাহাই যথেষ্ট লাভ করিতেছি জ্ঞান।
কমলের গন্ধমাত্র করিয়া গ্রহণ
মধুকর দেখ সদা পরিতুষ্ট মন।

শকুন্তলা।—(সস্মিত) সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে?

রাজা।—এই করে (চুম্বন করিতে উদ্যত)

শকুন্তলা।—(মুখাচ্ছাদন)

নেপথ্যে।—ওরে চক্রবাক-বধূ, চক্রবাকের নিকট বিদায় নে—রজনী সমাগতা।

বিক্রমোর্ব্বশী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

অনুবাদকের নিবেদন

বিক্রমোর্ব্বশীর এই বঙ্গানুবাদে আমি মুখ্যতঃ বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি। তিনি অনেকগুলি পুঁথি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া, সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক যে পাঠান্তরগুলি বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহার সহিত অনেক স্থলেই এই সকল পাঠ-সম্বন্ধে অনৈক্য দেখা যায়।

শঙ্কর-পণ্ডিতের প্রকাশিত গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব এই, ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কের প্রাকৃত-গানগুলি একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি মূল গ্রন্থের মধ্যে যথা-স্থানে না দিয়া পরিশিষ্টে পৃথক্‌রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁর ভূমিকায় এই সম্বন্ধে কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

তিনি যে ৮খানি পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬টি উৎকৃষ্ট পুঁথিতে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলির অস্তিত্বমাত্র নাই। ভাষ্যকার "কাতবেম"ও ওই প্রাকৃত শ্লোকগুলি-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

তা ছাড়া, এই প্রাকৃত-শ্লোকগুলি রাজার আবৃত্তি করিবার কথা অথচ, শাস্ত্রমতে উত্তম পাত্রের প্রাকৃত ভাষায় কথা কওয়া কিম্বা কোন কিছু আবৃত্তি করা একেবারে নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় আপত্তি এই :—যে যে স্থলে রাজার মুখে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি বসানো হইয়াছে, তাহারই ছায়া রাজার উক্তি-গত সংস্কৃত শ্লোকগুলিতেও আছে। প্রাকৃত শ্লোকগুলি সংস্কৃতেরই পৌনরুক্তি মাত্র।

তৃতীয় আপত্তি এই :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি রাজার উক্তি হইলেও উহার কোন কোন স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা অপ্রাসঙ্গিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এবং এরূপ শ্লোকও আছে, যাহা আবৃত্তি করা রাজার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত, অথচ সেগুলি কাহার আবৃত্তির বিষয়, তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না।

চতুর্থ আপত্তি এবং এইটি গুরুতর আপত্তি :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি যে যে স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। পরং উহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকগুলির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দিয়া সময়ে সময়ে অনর্থক রসভঙ্গ করা হয়।

সে যাহা হউক, প্রাকৃত গানগুলি প্রক্ষিপ্ত কি না, সে বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে। এক্ষণে, যাঁহারা এই প্রাকৃত গানগুলি পাঠ করিবার জন্য কুতূহলী, তাঁহারা পূজনীয় মদগ্রজ ৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অবিকল বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।

পরিপার্শ্বিক।—সূত্রধারের সহকারী নট।

পুরূরবা।—প্রতিষ্ঠানের রাজা।

আয়ুঃ।—পুরূরবার পুত্র।

মাণবক।—(বিদূষক) রাজার বয়স্য।

চিত্ররথ।—গন্ধর্ব্ব-রাজ।

নারদ।—দেবর্ষি।

পল্লব, গালব—ভরত মুনির শিষ্যদ্বয়।

লাতব্য।—কঞ্চুকী।

রক্ষক, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

উর্ব্বশী।—একজন অপ্সরা।

চিত্রলেখা।—(অপ্সরা) উর্ব্বশীর সখী।

সহজন্যা, রম্ভা, মেনকা—অপ্সরাগণ।

দেবী ঔশীনরী।—(কাশীরাজ-দুহিতা) পুরূরবার মহিষী।

নিপুণিকা।—মহিষীর পরিচারিকা।

বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা, তাপসী, কিরাতী, যবনী ইত্যাদি।

বিক্রমোর্ব্বশী

নান্দী

বেদান্তে যে পুরুষেরে —ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী—
এক বলি' করেন বর্ণন,
অন্য শব্দে অনির্ব্বাচ্য ঈশ্বর শব্দই যাঁতে
সার্থকতা করেছে অর্জ্জন,
প্রাণাদি সংযম করি' মুমুক্ষু জনেরা যাঁরে
আত্মা-মাঝে করেন সন্ধান,
ভকতি-সুলভ সেই মহাদেব তোমাদের
করুন গো মুকতি প্রদান।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

সূত্র।—(নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) মারিষ! এই দিকে এস তো একবার।

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয়! কি আজ্ঞা করচেন?

সূত্র।—দেখ মারিষ! এই পরিষদ্-মণ্ডলী, পূর্ব্ব-কবিগণের শৃঙ্গারাদি-রসপূর্ণ অনেক নাটকের অভিনয় তো দেখেছেন। আজ আমি এই সভায় কালিদাস-রচিত একটি নূতন নাটকের অভিনয় করব। এখন তুমি পাত্রবর্গকে বল, তারা যেন স্ব স্ব কার্য্যে অবহিত হয়ে থাকে।

নট।—(প্রবেশ করিয়া) যে আজ্ঞে।

সূত্র।—আমি এখন এই সভাস্থ বহুতত্ত্বজ্ঞ কলাবিৎ পণ্ডিতগণের নিকটে অবনত-মস্তকে এই এই নিবেদন করচি:—(প্রণিপাত করিয়া)

সুহৃদ্‌জনের প্রতি আনুকূল্য করিয়া বিধান
কিম্বা সদ্‌বস্তু-প্রতি প্রদর্শিয়া উচিত সম্মান
কাব্য-এ কালিদাসের শোনো সবে করি' অবধান।

নেপথ্যে।—আমাদের রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

সূত্র।—ওহে! আকাশে কুররীদের ন্যায় একটা করুণ-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি।—তাই বটে।

নারায়ণ-উরুজাতা সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী
কুবের-আলয়ে গিয়া আসিছিল ফিরি
হেন কালে অর্দ্ধ-পথে দেবের অরাতি—সেই
দৈত্যগণ, করিল গো বন্দী তারে ঘিরি।
তাই হত অপ্সরা যাচিয়া শরণ
করিতেছে দেখ এবে করুণ ক্রন্দন।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক

১ দৃশ্য।—আকাশ-পথ

(অপ্সরাগণের প্রবেশ)

অপ্সরাগণ।—যাঁরা দেবগণের পক্ষপাতী, আর যাঁদের আকাশে গতিবিধি আছে, তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

(রথারূঢ় রাজা ও সারথির প্রবেশ)

রাজা।—তোমরা আর ক্রন্দন কোরো না! আমি পুরূরবা, সূর্য্য-মণ্ডলে গিয়ে এইমাত্র ফিরে আসচি। তোমরা বল, কার হস্ত হ'তে তোমাদের পরিত্রাণ করতে হবে।

রম্ভা।—অসুরগণের গর্ব্বিত আক্রমণ হ'তে।

রাজা।—গর্ব্বিত অসুরেরা তোমাদের কি কোন অনিষ্ট করেচে?

মেনকা।—শুনুন মহারাজ! অত্যের কঠোর তপে ভীত সেই মহেন্দ্রের যিনি সুকুমার অস্ত্র-স্বরূপা, রূপ-গর্ব্বিতা লক্ষ্মীর যিনি প্রত্যাখ্যান-স্বরূপা এবং যিনি স্বর্গের অলঙ্কার—সেই আমাদের প্রিয়সখী উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে সঙ্গে করে' কুবের-ভবন থেকে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় হিরণ্যপুরবাসী কেশী দৈত্য হঠাৎ এসে তাঁদের বন্দী করলে।

রাজা।—সেই দস্যু কোন্ দিক্ দিয়ে গেছে, তা কি জান?

অপ্স।—পূর্ব্বোত্তর দিক্ দিয়ে।

রাজা।—আচ্ছা, তোমরা বিষণ্ণ হয়ো না। আমি তোমাদের সখীকে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌চি।

অপ্স।—(সহর্ষে) এ কাজ চন্দ্রবংশীয় রাজাদেরই উপযুক্ত বটে।

রাজা।—কোথায় তোমরা আমার জন্ত প্রতীক্ষা করবে?

অপ্স।—এই হেমকূট-শিখরে।

রাজা।—সারথি! শীঘ্র ঈশান-দিকে অশ্বদের চালাও।

সার।—যে আজ্ঞে। (তথা করণ)

রাজা।—(রথ-বেগ দেখিয়া) সাধু সাধু! এরূপ রথবেগ হ'লে—ইন্দ্র-শত্রু দৈত্যের কথা দূরে থাক্—অগ্রগামী গরুড়কেও ধর্‌তে পারা যায়। দেখ:—

রথ-অগ্রে মেঘ-রাশি, চূর্ণ হয়ে ধূলি-জালে
হয় পরিণত,
চক্র-অর-গুলি-মাঝে, ভ্রম হয় আরো যেন
আছে অর কত।
স্তব্ধ-গতি অশ্ব-শিরে, চিত্র-স্থির চামরটি
দীর্ঘ প্রসারিত,
বায়ু-বেগে ধ্বজ-পট, ধ্বজ-যষ্টি-প্রান্ত-মধ্যে
সম-অবস্থিত।

[রাজা ও সারথীর প্রস্থান।

রম্ভা।—ওলো! চল্, আমরাও সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করি গে।

(হেমকূট-শিখরে আরোহণ)

২ দৃশ্য।—হেমকূট-শিখর

রম্ভা।—যে শেল আমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে, রাজর্ষিই কি তা উদ্ধার করবেন?

মেনকা।—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন না, যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে মহেন্দ্রও তাঁকে বহু সম্মানের সহিত মধ্যম-লোক হ'তে আনিয়ে নিজ বিজয়-সেনার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করে' থাকেন।

রম্ভা।—সম্পূর্ণরূপে জয়ী হও, এই আমার ইচ্ছা।

[ক্ষণমাত্র থাকিয়া প্রস্থান।

সহজন্যা।—ওলো! আশ্বস্ত হ! আশ্বস্ত হ! ঐ দেখ, রাজর্ষির সেই "সোমদত্ত" নামে হরিণ-পতাকার রথটি দেখা যাচ্চে; উনি যে অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে আস্‌বেন, এরূপ মনে হয় না।

(সকলের ঊর্দ্ধদিকে নেত্রপাত)

(রথারূঢ় রাজা, সারথি এবং চিত্রলেখার হস্তাবলম্বনে ভয়-নিমীলিতাক্ষী উর্ব্বশীর প্রবেশ)

চিত্রলেখা।—সখি! আশ্বস্ত হও! আশ্বস্ত হও!

রাজা।—সুন্দরি, আশ্বস্ত হও! আশ্বস্ত হও!

দূর হ'ল সর্ব্বভয়, শোনো গো ললনে!
বজ্রীর মহিমা রক্ষা করে ত্রিভুবনে।
উন্মীলিত কর তবে
ও বিশাল পঙ্কজ-নয়ান,
যামিনীর অবসানে
প্রস্ফুটিতা নলিনী-সমান।

চিত্র।—ও মা, কি হবে! প্রাণটা আছে, কেবল নিশ্বাসেই জানা যাচ্চে—কিন্তু এখনও চৈতন্ত হয় নি।

রাজা।—তোমাদের সখী অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন। দেখ না কেন:—

বিকচ কুসুম-প্রায় কোমল-বন্ধন হৃদি
এখনো তো ত্যজেনি কম্পন,
হরি-চন্দনেতে মাখা স্তন-মধ্য উচ্ছ্বাসিয়া
ওই দেখ করিছে জ্ঞাপন।

চিত্র।—ওলো! তুই আপনাকে প্রকৃতিস্থ কর্। তোকে যে আর অপ্সরা বলেই মনে হচ্চে না।

(উর্ব্বশীর চৈতন্তলাভ)

রাজা।—এই যে, তোমার সখী এখন প্রকৃতিস্থা হয়েছেন। দেখ:—

বরতনু তার এবে মোহ-মুক্ত হয়ে
তমোমুক্ত রাত্রি যথা শশাঙ্ক-উদয়ে;
কিম্বা নৈশ অগ্নি-শিখা
হয় যথা প্রায় ধূম-হীন,
গঙ্গা পুন স্বচ্ছ যথা
তট-ভঙ্গে হইয়া মলিন।

চিত্র।—সখি! এখন নিশ্চিন্ত হ। সেই দেব-শত্রু দানবেরা নিশ্চয়ই পরাভূত হয়েছে।

উর্ব্ব।—(চক্ষু উন্মীলন করিয়া) ধ্যান-প্রভাবে দেখ্‌তে পেয়ে মহেন্দ্র কি তাদের পরাভব কর্‌লেন?

চিত্র।—মহেন্দ্র প্রায়—মহেন্দ্র-সদৃশ মহানুভব এই রাজর্ষি।

উর্ব্ব।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) দানবেরা তবে তো আমার উপকারই করেচে।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে প্রকৃতিস্থা দেখিয়া স্বগত) সমুদয় অপ্সরাগণ নারায়ণঋষিকে প্রলোভন দেখাতে গিয়ে উরু-সম্ভবা এই উর্ব্বশীকে দেখে যে লজ্জিত হয়েছিল, তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এঁকে তো তপস্বীর সৃষ্টি বলে' মনেই হয় না। আচ্ছা তবে :—

কান্তিপ্রদ শশাঙ্ক কি এঁর জনয়িতা?
আদি-রস্-একাশ্রয় স্মর কি গো পিতা?
কুসুম-আকর যে গো মধু চৈত্রমাস,
তাঁহা হ'তে ইনি কি গো হলেন প্রকাশ?
বেদাভ্যাসে জড়মতি—বিষয় হইতে যাঁর
প্রত্যাহৃত সকল কামনা
পুরাণ সে ব্রহ্মামুনি, সৃজিতে পারেন কি গো
অপূর্ব্ব এ রূপসী ললনা?

উর্ব্ব।—ওলো! সখীরা কোথায়?

চিত্র।—অভয়দাতা মহারাজই জানেন।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া) তোমার সখীরা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আছেন। তা হবারই কথা।

দৈব-বশে যেই জন, নেত্র-পথ-মাঝে তব
পড়ে একবার,
সুন্দরি! তাহারো হৃদি, হয় যদি উৎকণ্ঠিত
বিরহে তোমার,
সখ্য-রসে আর্দ্র যে গো সখীজন, না জানি কি
হয় গো তাহার।

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) এঁর কথাগুলি সম্রান্ত ব্যক্তির মত। এতে আশ্চর্য্যই বা কি, চাঁদ থেকেই তো অমৃত ক্ষরণ হয়। (প্রকাশ্যে) এই জন্যই আমার হৃদয় সখীকে দেখ্‌বার জন্য এত উৎসুক হয়েছে।

রাজা।—(হস্ত দ্বারা প্রদর্শন) সুন্দরি! ঐ দেখ :—

রাহু-গ্রাস হ'তে মুক্ত, চন্দ্রে যথা দেখে লোকে
উৎসুক-নয়নে,
সেইরূপ হেমকূটে, সখীজন চেয়ে আছে
তব মুখ পানে।

চিত্র।—ওলো দ্যাখ্।

উর্ব্ব।—(রাজাকে সস্পৃহ-নয়নে দেখিতে দেখিতে) বাঁধার ব্যথী হয়ে আমাকে যেন নয়ন জোরে' পান কর্‌চে।

চিত্র।—ওলো! কে সে?

উর্ব্ব।—সখীজন।

রম্ভা।—চিত্রা ও বিশাখার সহিত ভগবান চন্দ্রের মত, চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীর সহিত ঐ দেখ সেই রাজর্ষি এখানে এসে উপস্থিত।

মেনকা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দুইটিই সুখের ঘটনা উপস্থিত। একটি—সখীকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে; আর একটি—রাজর্ষির শরীর অক্ষত দেখা যাচ্চে।

সহজন্যা।—ঠিক্ বলেচ, দানবেরা যে দুর্দ্দান্ত।

রাজা।—সারথি! এই সেই শৈল-শিখর। এইখানে রথ নামাও।

সারথি।—যে আজ্ঞে। (তথাকরণ)

রাজা।—(রথের ঝাঁকানি অনুভব করিয়া স্বগত) আহা! কি সৌভাগ্য! এই বিষম স্থানে অবতরণ করে' আমার মনোগত ফললাভ হ'ল।

রথ-আন্দোলনে এই, স্কন্ধে স্কন্ধে পরস্পর
হয়ে ঘরষণ
কণ্টকিত হ'ল তনু, মদন করিল যেন
অঙ্কুর রোপণ।

উর্ব্ব।—(সলজ্জভাবে) ওলো! একটু সরে' বোস্।

চিত্র।—(সস্মিতা) না আমি তা পারব না।

রম্ভা।—এসো আমরা রাজর্ষিকে অভ্যর্থনা করি।
(সকলে অগ্রসর)

রাজা।—সারথি! এইখানে রথ রেখে দেও :—

যাবৎ না সুনয়নী অতি উৎকণ্ঠিত
উৎকণ্ঠিত সখীসনে না হন মিলিত
—যেমতি বসন্ত লক্ষ্মী লতার সহিত॥

সারথি।—যে আজ্ঞা। (রথস্থাপন)

অপ্সরাগণ।—সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের জয়লাভ হয়েচে।

রাজা।—তোমাদেরও সখীর সঙ্গে মিলন হ'ল।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখা-দত্ত হস্ত অবলম্বন করিয়া রথ হইতে অবতরণ) ওলো! আয় তোরা, আমাকে

গাঢ় আলিঙ্গন কর—আবার যে আমি সখীদের দেখ্‌ব, এরূপ আশা ছিল না।

(সখীদের সত্বর আলিঙ্গন)

রম্ভা।—(আগ্রহের সহিত) মহারাজ! আপনি শত যুগ ধরে' পৃথিবী পালন করুন।

সারথি।—মহারাজ! পূর্ব্বদিক্‌ হ'তে মহাবেগে যেন একটা রথ আস্‌চে, এইরূপ শব্দ হচ্চে।

গগন হইতে দেখ—তপ্ত কনক-বালা
হস্তে বিভূষিত—
নামিছেন কোন জন শৈলাগ্রে, জলদ যেন
তড়িত-জড়িত।

অপ্সরাগণ।—(দেখিতে দেখিতে) ও মা! এ কি! চিত্ররথ যে!

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্ররথ।—(রাজাকে দেখিয়া বহুমান সহকারে) আমাদের কি সৌভাগ্য! আপনি নিজ বিক্রম-প্রভাবে আমাদের প্রভুর মহোপকারসাধন করেছেন।

রাজা।—এ কি! গন্ধর্ব্বরাজ যে! (রথ হইতে নামিয়া) এসো সখা, এসো। (পরস্পর করস্পর্শ করিয়া)

চিত্র।—দেখ সখা! কেশী দৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করেছে, নারদের মুখে শুনে ইন্দ্র তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য গন্ধর্ব্বসেনাকে আদেশ করেন। তার পর বিমানচারীদের মুখে:—

জয়-বার্ত্তা শুনি' তব, রাজন্‌ হয়েছি আমি
হেথা উপস্থিত।
উঁহারে লইয়া সঙ্গে ইন্দ্র-সাথে দেখা করা
তোমার উচিত॥

বাস্তবিক, আপনি ইন্দ্রের মহোপকারসাধন করেছেন। দেখুন—

পূর্ব্বে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রতরে উর্ব্বশীরে
করেন সৃজন।
উদ্ধারিয়া দৈত্য হ'তে, আপনি হলেন তার
সুহৃদ্‌ এখন॥

রাজা—না সখা, তা নয়। দেখ:—

ইন্দ্র-অনুগত লোক
শত্রুরে যে করে পরাভব
ইন্দ্রেরি মহিমা সে তো
—সে তো সখা তাঁহারি গৌরব।
ভূধর কন্দর হ'তে
সিংহের যে উঠে প্রতিধ্বনি
তাই শুধু শুনি' গজ
প্রাণভয়ে পলায় অমনি।

চিত্ররথ।—ঠিক কথা। বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার।

রাজা।—সখা! ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করবার এ উপযুক্ত সময় নয়। অতএব তুমিই উর্ব্বশীকে সঙ্গে করে' প্রভুর নিকটে নিয়ে যাও।

চিত্র।—সখা! তোমার যা অভিপ্রায়। আপনারা এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক্‌ দিয়ে।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

উর্ব্ব।—(জনান্তিকে) ওলো চিত্রলেখা! আমাদের উপকারী এই রাজর্ষির সঙ্গে আমি কথা কইতে পারচিনে, তা সখি, তুই আমার মুখপাত্র হ'।

চিত্রলেখা।—(রাজার নিকটে গিয়া) মহারাজ! আমার সখী উর্ব্বশী বল্‌চেন:—যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তা হ'লে ওঁর ইচ্ছা, প্রিয়তমা সখীর মত আপনার বিজয়-কীর্ত্তিকে সঙ্গে নিয়ে উনি এখন সুরলোকে যাত্রা করেন।

রাজা।—আচ্ছা, উনি যান, কিন্তু আবার যেন দর্শন পাই।

(সকলের গন্ধর্ব্বগণের সহিত আকাশে উত্থান)

উর্ব্ব।—(উর্দ্ধগমনে বাধা পাইয়া) ওমা! আমার একাবলী হারটি লতাগাছের ডালে জড়িয়ে গেছে। (ফিরিয়া আসিয়া) ছাড়িয়ে দে তো সখি!

চিত্র।—(স্মিতমুখে) হাঁ, তাই তো, এ যে ভারি এঁটে জড়িয়ে গেছে। মনে হচ্চে তো ছাড়ানো যাবে না—আচ্ছা, তবু একবার দেখি ছাড়াতে পারি কি না।

উর্ব্ব।—প্রিয়সখি! তোর এই কথাটা যেন মনে থাকে।

রাজা।—(লতার বন্ধন মোচন)
লতা! বড় উপকার করিলি আমার
ক্ষণকাল বাধা দিয়া গমনে উঁহার।

অপাঙ্গ-নয়নী তাই, অর্দ্ধেক বদন
ফিরাইয়া মোরে আজি করিল দর্শন।

সারথি।—দেখুন মহারাজ :—

ইন্দ্র-শত্রু দৈত্যদের, নিমেষে নিঃক্ষেপ করি'
লবণ-সাগরে
তূণে তব বায়ব্যাস্ত্র, পশে যেন মহোরগ
আপন বিবরে।

রাজা।—আচ্ছা, তবে রথ আমার পাশে নিয়ে এসো—আমি উঠি।

সারথি।—(তথাকরণ)

রাজা।—(আরোহণ)

উর্ব্ব।—(সস্পৃহভাবে রাজাকে দেখিতে দেখিতে নিঃশ্বাসে সখীর সহিত প্রস্থান।

চিত্ররথ।— [প্রস্থান।

রাজা।—(উর্ব্বশীর পথ-পানে উর্দ্ধমুখ হইয়া) কি আশ্চর্য্য! মদন দুর্লভজনেরই অভিলাষী।

বিষ্ণুপদ-মধ্যাকাশে, ওই দেখ সুরাঙ্গনা
করিল গমন।
রাজ-হংসী ছিন্ন-মুখ মৃণালের সূত্র যথা
করে আকর্ষণ
তেমনি অপ্সরা-বালা দেহ হ'তে মন মোর
করিল হরণ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—নিমন্ত্রণিক যেমন গরম পরমান্ন মুখে ধরে' রাখ্‌তে পারে না, তেমনি আমি এত লোকের মাঝে রাজ-রহস্যটা জিবের উপর ধরে' রাখ্‌তে পারচিনে—টগ্‌বগ্ করে' যেন ফুট্‌চে। তা, যতক্ষণ মহারাজা ধর্ম্মাসন হ'তে না ওঠেন, ততক্ষণ আমি "দেবচ্ছন্দ"-প্রাসাদে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বসে' থাকি গে।

(পরিক্রমণ করিয়া অবস্থান)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—কাশীরাজ-কন্যা দেবী আমাকে বল্লেন, "দেখ্ নিপুণিকে! মহারাজা সূর্য্যদেবের উপাসনা থেকে ফিরে আস্‌বার পর থেকে তাঁকে ভারি অন্যমনস্ক দেখ্‌চি। তা, তুই মানবক-ঠাকুরের কাছ থেকে রাজার এই উৎকণ্ঠার কারণটা জেনে আয় দিকি।" এখন কি করে' সেই বিট্‌লে বাওনাটার কাছ থেকে কথা বের করে' নি? কিন্তু আমার মনে হয়, পাত্‌লা ঘাসের উপর যেমন শিশিরের জল বেশিক্ষণ থাকে না, রাজার লুকোনো কথাটাও তার পেটে বেশিক্ষণ থাক্‌বে না। এখন তবে একবার খুঁজে দেখি, সে কোথায় আছে। এই যে, একটা চিত্রিত বানরের মত মানবক-ঠাকুর দেখ না কেমন চুপ্‌টি করে' বসে' আছে। এখন তবে ওর কাছে এগিয়ে যাই। (নিকটে গিয়া) ঠাকুর! প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক্! (স্বগত) এই দুষ্ট দাসী বেটীকে দেখে সেই রাজ-রহস্যটা যেন আমার হৃদয় ভেদ করে' বেরুবার উপক্রম কর্‌চে। ওগো নিপুণিকে! সঙ্গীত-কার্য্য ছেড়ে এখন কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দাসী।—দেবীর আজ্ঞায় আপনার সঙ্গেই দেখা কর্‌তে এসেছি।

বিদূ।—দেবী কি আজ্ঞা করেচেন?

দাসী।—দেবী বল্লেন, "ঠাকুর চিরকাল আমার পক্ষপাতী, আমার দুঃখকষ্ট হ'লে কখন তিনি উপেক্ষা করেন নি।"

বিদূ।—নিপুণিকে! সখা কি দেবীর প্রতি কোন বিরুদ্ধ আচরণ করেছেন?

দাসী।—যে স্ত্রীলোকটির জন্য মহারাজ আন-মনা হয়ে আছেন, তার নাম ধরে' মহারাজ দেবীকে কখন কখন ডাকেন।

বিদূ।—(স্বগত) কি?—মহারাজ নিজেই রহস্য ভেদ করেছেন? তবে আমি কেন মিছে আমার জিবটাকে আট্‌কে রেখে কষ্ট পাই? (প্রকাশ্যে) হাঁ, উর্ব্বশী নামে কে একজন অপ্সরা আছে, তাকে দেখে উন্মত্ত হয়ে শুধু যে তাঁরই কষ্ট হচ্চে, তা নয়, আমোদ-প্রমোদে ব্যাঘাত হওয়ায় আমারও যার-পর-নাই কষ্ট হচ্চে।

দাসী।—(স্বগত) এইবার মহারাজের রহস্য-দুর্গ ভেদ করা গেছে। এখন তবে দেবীকে গিয়ে বলি গে।

বিদূ।—নিপুণিকে! আমার নাম করে, কাশী-রাজ-কন্যাকে এই কথা বল্ গে:—"আচ্ছা, আমি

সেই মৃগতৃষ্ণা হ'তে সখাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় চল্লেম—পরে এসে দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

দাসী।—যে আজ্ঞে, তাই বলব।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—

প্রজাগণ পক্ষে দেখ সূর্য্য ও তোমার কাজ
উভয়ি সমান।
সবিতার আলোকেতে ত্রিলোকের অন্ধকার
হয় অন্তর্ধান,
তোমারো দর্শন-লাভে দুঃখ নাশে প্রজাদের
হরষিত-প্রাণ।
গ্রহপতি সূর্য্যদেব ব্যোম-মধ্যে ক্ষণ তাঁর
হয় অবস্থান,
দিবসের ষষ্ঠভাগে তুমিও তো একবার
কর গো বিশ্রাম।

বিদূ।—(কান পাতিয়া শ্রবণ) এইবার মহারাজ ধর্ম্মাসন থেকে উঠে এই দিকে আসচেন—এইবার তবে ওঁর কাছে যাই।

[প্রস্থান।

(ইতি প্রবেশক)

২ দৃশ্য।—প্রয়াগ-প্রদেশে পুরূরবাদিগের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

(উৎকণ্ঠিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—মদন অব্যর্থ শরে, এ মোর হৃদয়-মাঝে
রাখে পথ করি',
দরশনমাত্রে তাই, পশে মোর হৃদে সেই
ত্রিদিব-সুন্দরী।

বিদূ।—(স্বগত) বেচারী কাশীরাজ-কন্যার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েচে।

রাজা।—তোমাকে যে গোপনীয় কথাটি বলেছিলেম, তা তো কাউকে বল নি?

বিদূ।—(চিন্তিত হইয়া স্বগত) সেই নিপুণিকা দাসী বেটী নিশ্চয়ই আমাকে ঠকিয়েচে—নৈলে মহারাজ এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

রাজা।—তুমি যে চুপ করে' আছ?

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! আমার জিব্‌টাকে এরূপ সংযত করে' রেখেছি যে, আপনার কথারও প্রত্যুত্তর আমি সহসা দিচ্চি নে।

রাজা।—এই ঠিক্। এখন কি করে' সময় কাটাই বল দিকি?

বিদূ।—চলুন, পাক-শালায় যাওয়া যাক্।

রাজা।—সেখানে কি হবে?

বিদূ।—সেখানে পাঁচ রকম আহারের আয়োজন হচ্চে দেখে উৎকণ্ঠা দূর হবে।

রাজা।—(সস্মিত) তুমি যা চাও, তা সেখানে নিকটে দেখ্‌তে পেয়ে তোমার সুখ হবে বটে, কিন্তু আমি যা চাই, সে যে অতি দুর্ল্লভ বস্তু—আমার সময় কি করে' কাট্‌বে?

বিদূ।—উর্ব্বশী তো আপনাকে দেখেচেন?

রাজা।—তাতে কি?

বিদূ।—তা হ'লে আমার তো মনে হয়, আপনি যা চান, তা দুর্ল্লভ হবে না।

রাজা।—তাঁর রূপের পক্ষপাতী হলেই বা কি হবে?—তিনি যে অলৌকিক।

বিদূ।—আপনার কথা শুনে আমার কৌতূহল-বৃদ্ধি হচ্চে। আচ্ছা মহারাজ! আমি যেমন বিরূপে অদ্বিতীয়, তিনি কি সেই রকম রূপে অদ্বিতীয়?

রাজা।—দেখ মানবক, তাঁর প্রতি অঙ্গের বর্ণনা করা অসম্ভব, তাই আমি সংক্ষেপে বলচি, শোনো।

বিদূ।—বলুন—আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনচি।

রাজা।—দেখ সখা!

এমন সে তনুখানি—অলঙ্কার তারো যেন
হয় অলঙ্কার,
বেশ ভূষা প্রসাধন তারো যেন প্রসাধন
বিশেষ প্রকার,
উপমার স্থল যাহা তারো যেন একমাত্র
উপমা-আধার।

বিদূ।—আপনি দেখ্‌চি তবে দিব্য-রসাভিলাষী হয়ে চাতক-বৃত্তি অবলম্বন করেচেন।

রাজা।—দেখ সখা! বিজন প্রদেশ ছাড়া উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির আর কোন আশ্রয়-স্থান নাই। আমাকে তবে এখন প্রমদবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—(স্বগত) এর আর উপায় কি? (প্রকাশ্যে) এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(পরিক্রমণ করিয়া) প্রমদবনের সীমার মধ্যে যে আমরা এসেচি, তা এই দক্ষিণের বাতাসেই জানা যাচ্চে।

রাজা।—হাঁ, এ যে দক্ষিণ-বায়ু, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে। এই দক্ষিণের বাতাস—

মাধবীরে ভিজাইয়া, কুন্দলতা নাচাইয়া,
প্রেম ও দাক্ষিণ্য—দুই করে বিতরণ।
দেখি এই ভাব ওর, হেন মনে লয় মোর
—ব্যবহারে অবিকল যেন কামী জন॥

বিদূ।—মহারাজ! আপনারও ঠিক্ এই ভাব। (পরিক্রমণ) এই প্রমদবনের দ্বার, এইবার প্রবেশ করুন।

রাজা।—সখা! তুমি আগে যাও।

উভয়ে।—(প্রবেশ)।

রাজা।—(সম্মুখে দেখিয়া) সখা! আমি মনে করেছিলেম, প্রমদবনে প্রবেশ করলেই আমার কষ্ট দূর হবে; কিন্তু কৈ, তা তো হচ্চে না—বরং তার বিপরীতই দেখা যাচ্চে।

পশি' এ উদ্যান-মাঝে, কোথা শান্তি? মনে এবে
হতেছে আমার
—স্রোতোবেগে নীয়মান জন যথা, প্রতিকূলে
দেয় গো সাঁতার।

বিদূ।—কেন বলুন দিকি?

রাজা।—দুর্লভ বস্তুর আশে
দুর্নিবার বাসনা পুষিয়া
পঞ্চবাণ পূর্ব্ব হ'তে
উৎকণ্ঠিত করিল এ হিয়া।
তার পর দেখি সবে, উন্মূলিয়া পাণ্ডুপত্র
মলয় পবন
উপবন-সহকারে নবীন অঙ্কুর তার
করে উৎপাদন,
তখন ভাবিয়া দেখ, প্রাণ মোর আরো কত
হয় উচাটন।

বিদূ।—মহারাজ দুঃখ করবেন না। অনঙ্গ সহায় হয়ে শীঘ্রই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

রাজা।—ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—দেখুন দেখুন মহারাজ! বসন্তের আবির্ভাবে প্রমদ-বনের কি রমণীয় শোভা হয়েচে।

রাজা।—হাঁ, প্রত্যেক বৃক্ষেই আমি তা দেখ্‌তে পাচ্চি।

মধুশ্রী দেখ গো এবে, বাল্য ও যৌবন-দশা
—এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত।
কুরুবক-অগ্রভাগ, স্ত্রীনখের ন্যায় রম্য
পাটল বরণে সুরঞ্জিত,
শ্যামল বরণ আর
ধরে তার দুই পার্শ্বভাগ।
বালাশোক উদ্যোন্মুখ,
ধরে চারু গূঢ় রক্তরাগ।
চূতের মঞ্জরী নব
—অপুষ্ট তাহার রজঃ-কণা—
অগ্রভাগে এবে তাই
দেখ কিবা কপিশ-বরণা।

বিদূ।—দেখুন, এই মাধবীলতা-মণ্ডপে প্রস্ফুটিত কুসুমে ভ্রমরেরা বিচরণ করুচে, তাদের পদ-ভরে কুসুমগুলি ঝরে' পড়চে—আর মণিশিলার মঞ্চ-সকল স্থানে স্থানে পাতা রয়েছে। তা দেখুন, এই লতা-মণ্ডপটি এই সকল পূজার সামগ্রী নিয়ে আপনার প্রতীক্ষা করুচে—আপনি এখন আতিথ্য-গ্রহণে ওকে অনুগৃহীত করুন।

রাজা।—তোমার যা অভিরুচি। (পরিক্রমণ করিয়া উভয়ের উপবেশন)

বিদূ।—এইখানে একটু আরামে বোসে, ললিত-লতার শোভা দেখে উর্ব্বশীর ভাবনাটা মন থেকে দূর করুন।

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া)

হউক গো বন-লতা বহু কুসুমিতা,
রমণীর শাখাগ্রে হোক আনমিতা,
তবু এ চঞ্চল নেত্র
তাহে বদ্ধ থাকিতে না পারে
যে অবধি হেরিয়াছে
রূপসী সে উর্ব্বশী বালারে।

এখন তবে কিসে আমার প্রার্থনা সফল হয়, তারই উপায় চিন্তা কর।

বিদূ।—(হাসিয়া) দেখুন, অহল্যাসক্ত ইন্দ্রের বৈদ্য, আর উর্ব্বশী-আসক্ত আপনার বৈদ্য আমি-আমরা দুজনেই এই ব্যাপারে একবারে উন্মত্ত।

রাজা।—অত্যন্ত স্নেহবশতঃ সুহৃদেরাই এই সব স্থলে উপায় চিন্তা করে।

বিদূ।—(চিন্তা করিতে করিতে) আচ্ছা রসুন, আমি চিন্তা করে' দেখি। কিন্তু আপনি বিলাপ করে' আমার ধ্যান ভঙ্গ কর্‌বেন না।

রাজা।—(শুভ চিহ্নের সূচনায় স্বগত)

দুর্ল্লভ যদিও সেই পূর্ণচন্দ্রাননা,
বৃথায় মদন-চেষ্টা—তাহার ভাবনা,
তবু যেন ইষ্টসিদ্ধি হবে ফলোম্মুখী
এ বিশ্বাসে হৃদি মোর সহসা গো সুখী।
(আশান্বিত হইয়া অবস্থান)

---

৩ দৃশ্য।—আকাশ।

(আকাশ-পথে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র।—সখি উর্ব্বশী! কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথায় যাচ্ছ বল দিকি ?

উর্ব্ব।—সখি! তোমার কি মনে নেই, হেমকূট-শিখরে লতায় ডালে আমার সেই গলার হারটি জড়িয়ে যাওয়ায় তোমাকে তা ছাড়িয়ে দিতে বলি; তখন তুমি উপহাস করে' বলেছিলে, এত এঁটে জড়িয়ে গেছে যে, তুমি আর ছাড়াতে পারচো না। তবে এখন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চ কেন, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে যাচ্ছি ?

চিত্র।—তবে কি সেই রাজর্ষি পুরূরবার কাছেই যাচ্চ ?

উর্ব্ব।—হাঁ, সখি, এ কার্য্যে আর আমার লজ্জা নেই।

চিত্র।—আচ্ছা সখি! তুমি কাকে আগে পাঠিয়েছ বল দিকি ?

উর্ব্ব।—হৃদয়কে।

চিত্র।—কিন্তু তুমি আপনি এ বিষয় একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ।

উর্ব্ব।—আমি যে এখন মদনের নিয়োগেই চলেচি—এ বিষয়ে আমার আর কি ভাববার আছে বল ?

চিত্র।—এর পর, আমার আর উত্তর নেই।

উর্ব্ব।—এখন তবে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে দেখিয়ে দেও—যেন যাবার সময় পথে আবার কোন বিঘ্ন না ঘটে।

চিত্র।—সখি! নিশ্চিন্ত হও—ভগবান্ দেবগুরু বৃহস্পতি অপরাজিতা নামে শিখাবন্ধনী-বিদ্যা আমাদের শিখিয়েছেন—তাতে দেবদ্বেষী অসুরেরা আর আমাদের অনিষ্ট কর্‌তে পারবে না।

উর্ব্ব।—ওহো! আমি তা ভুলে গিয়েছিলেম।

(সিদ্ধ-মার্গে আসিয়া)

চিত্র।—সখি দেখ দেখ! আমরা রাজর্ষির ভবনে এসে পড়েচি। মনে হচ্চে যেন ভবনটি এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পুণ্য জলে আপনার মুখ দেখ্‌চে। আহা! এটি যেন প্রতিষ্ঠান রাজধানীর মাথার মুকুট।

উর্ব্ব।—(অবলোকন করিয়া) কি আর বলব—আমার মনে হয় স্বর্গ যেন এখানে স্থানান্তরিত হয়েচে। সখি! সেই বিপন্ন জনের বন্ধু না জানি এখন কোথায় ?

চিত্র।—ইন্দ্রের নন্দন-বনের একাংশের মত ঐ যে প্রমদ-বনটি দেখা যাচ্চে, এসো, ঐখানে নেবে সমস্ত জানা যাক্। (উভয়ের অবতরণ)

চিত্র।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখি! প্রথমোদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষায় থাকেন, তেমনি মহারাজ দেখ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন।

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ওলো! মহারাজকে প্রথমে যেমনটি দেখেছিলেম, এখন যেন ওঁকে আরো প্রিয়-দর্শন বলে' মনে হচ্চে।

চিত্র।—ঠিক কথা। তা, এসো, এখন নিকটে যাওয়া যাক্।

উর্ব্ব।—তিরস্করিণী-বিদ্যা-প্রভাবে মহারাজের পাশে প্রচ্ছন্ন থেকে এসো আমরা শুনি, মহারাজ প্রিয়বয়স্যের সঙ্গে নির্জ্জনে কি আলাপ কর্‌চেন।

চিত্র।—সখি! তোমার যেমন ইচ্ছে।

(উভয়ের তথাকরণ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! আপনার সেই দুর্ল্লভ প্রণয়িনীর সঙ্গে কি প্রকারে মিলন হ'তে পারে, তার একটা উপায় ঠাওরেচি।

রাজা।—(তুষ্ণীভাবে অবস্থান)

উর্ব্ব।—না জানি সে স্ত্রীলোকটি কে, যে মহারাজের প্রার্থনাসত্বেও নিজেকে ধরা দিচ্চে না ?

চিত্র।—সখি! তুমি যে মানুষের মত কথা বল্‌চ। কেন, তুমি কি ধ্যানে জান্‌তে পার না ?

উর্ব্ব।—সহসা ধ্যান-প্রভাবে জান্‌তে ভয় হয়।

বিদূ।—আমি আপনাকে নিশ্চয় করে' বল্‌চি, একটা উপায় ঠাওরেচি।

রাজা।—আচ্ছা বল, সে উপায়টা কি।

বিদূ।—নিদ্রার সেবা করুন, তা হ'লে স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে মিলন হ'তে পারবে। অথবা সেই উর্ব্বশীর ছবি চিত্র-ফলকে এঁকে তাই দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করুন।

উর্ব্ব।—(সহর্ষে) দুর্ব্বল ভীরু হৃদয়! আশ্বস্ত হ। আশ্বস্ত হ।

রাজা।—এ দুটোর মধ্যে কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেননা:—

পঞ্চবাণ নিজ শরে
যে শেল বিঁধেছে এই মনে
স্বপ্ন-সমাগমকারী
নিদ্রা এবে সেবিব কেমনে?
অথবা অঙ্কিত করি' চিত্রটি প্রিয়ার
কেমনে নিবারি বল অশ্রুবারি-ধার?

চিত্র।—সখি! কথাটা শুন্‌লে তো?

উর্ব্ব।—শুনলেম—কিন্তু হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট হ'ল না।

বিদূ।—মহারাজ! এইটুকুই আমার বুদ্ধির দৌড়। আর তো কোন উপায় ভেবে পাচ্চিনে।

রাজা। (নিশ্বাস ফেলিয়া)

যে না বোঝে মোর এই, নিতান্তই নিদারুণ
প্রাণের বেদনা;
মানসী প্রভাবে কিম্বা, জেনেও সে যদি করে
প্রেমাবমাননা
—পঞ্চবাণ সুখী হোক, নিষ্ফল করিয়া মোর
মিলন-কামনা!

চিত্র।—শুন্‌লে সখি?

উর্ব্ব।—(সখীরে দেখিয়া) হায় হায়! মহারাজ তা হ'লে আমাকে এইরূপই বুঝেছেন দেখ্‌চি। কিন্তু আমি তো এখন সম্মুখে গিয়ে মহারাজকে দেখা দিতে পারচিনে। এখন তবে করি কি? আচ্ছা, তবে ধ্যান-প্রভাবে ভূর্জ্জপত্র নির্ম্মাণ করে', তাতে আমার বক্তব্য লিখে পত্রটা তাঁর সাম্‌নে ফেলে দি।

চিত্র।—হাঁ, সেই কথাই ভাল।

(উর্ব্বশী পত্র লিখিয়া নিক্ষেপ)

বিদূ।—(দেখিয়া) বাবা রে! খেলে রে! মহারাজ, এটা কি? একটা সাপের খোলস আমাদের সাম্‌নে কে যেন ফেলে দিলে!

রাজা।—(দেখিয়া) এ সাপের খোলস নয়—এ ভূর্জ্জপত্র, এতে আবার কি লেখা আছে দেখ্‌চি।

বিদূ। বোধ হয়, উর্ব্বশী আপনার বিলাপ শুনে, তুল্য অনুরাগ জানিয়ে প্রেমলিপি লিখে এখানে ফেলে দিয়েছেন।

রাজা।—তা হ'তেও পারে, মনোরথের গতি নাই কোথায়? (গ্রহণ ও পাঠ করিয়া সহর্ষে) সখা! তুমি যা অনুমান করেছ, তাই ঠিক।

বিদূ। এখন তবে আপনি অনুগ্রহ করে' পড়ে' শোনান্‌, ওতে কি লেখা আছে, আমার বড় শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্চে।

উর্ব্ব।—ঠাকুর! বলি, তুমি যে একজন রসিক নাগর দেখ্‌চি।

রাজা।—শোন তবে। (পত্রপাঠ)

জানিয়াও তব প্রেম আমা-পরে স্বামি!
যা ভাবিচ তাই যদি হইতাম আমি,
তবে কেন বল দেখি
পারিজাতে হইয়া শয়ান
সে কোমল শয়নেও
কিছুমাত্র না পাই আরাম?
এমন শীতল স্নিগ্ধ
নন্দন-বনের বায়
তবু দহে তনু মোর
জ্বলন্ত অনল প্রায়।

উর্ব্ব।—মহারাজ না জানি এখন কি বলেন।

চিত্র।—আর বল্‌বেন কি? কমল-নালের মত শরীরটি দেখে কি বুঝ্‌তে পারচ না?

বিদূ। ভাগ্যি এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন-উপহারের মত সেই দ্রব্যটি দেখিয়েছিল, তাই তো আপনার কতকটা সান্ত্বনা হ'ল।

রাজা।—সখা! সান্ত্বনার কথা কি বল্‌চ?—দেখ:—

ললিতার্থ বাক্য রচি', প্রকাশিয়া তুল্য অনুরাগ,
নিবেদিল প্রিয়া মোর, পত্র-যোগে নিজ মনোভাব।
প্রত্যক্ষ যেন গো আমি, হেরি তারে মোর সন্নিহিত,
প্রিয়ার আননে যেন, এবে মোর আনন মিলিত।

উর্ব্ব।—এই বিষয়ে আমাদের দুজনেরই মনের ভাব সমান।

রাজা।—সখা! আমার আঙুলের ঘামে এই অক্ষরগুলি পুঁছে যাচ্চে, তুমি এই প্রিয়ার পত্রখানি ধর।

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) আপনার বাসনার গাছে এখন ফুল ধরেছে দেখেও উর্ব্বশী কেন এখনও ফলের বিষয়ে সন্দেহ কর্‌চেন বলুন দিকি?

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজের কাছে যাবার জন্ত আমার মন বড়ই অধীর হয়েচে—কিন্তু না, আমি ধৈর্য্য ধরে' এখানেই থাকি। সখি, তুই ততক্ষণ ওঁকে দেখা দিয়ে, আমার হয়ে যা বল্‌বার, তা বলে' আয়।

চিত্র।—আচ্ছা। (মায়া-আবরণ অপনয়ন করিয়া রাজার নিকট গিয়া) জয় মহারাজের জয়।

রাজা।—(সহর্ষে) এসো ভদ্রে, এসো। দেখ,

গঙ্গা-যমুনার মত দুইটি সখীরে হেরি'
পূর্ব্বে যে আনন্দ মোর হয়েছিল মনে,
এবে সখী-বিরহিতা তোমারে দেখিয়া একা
তেমন আনন্দ আর না পাই জনমে।

চিত্র।—দেখুন, প্রথমে মেঘ দেখা যায়, তার পরে বিদ্যুল্লতা।

বিদূ।—(চুপি চুপি) উর্ব্বশী এলেন না কেন? ইনি বোধ হয় তাঁর সহচরী।

চিত্র।—উর্ব্বশী মহারাজকে নতশিরে প্রণাম করে' এই কথা নিবেদন কর্‌চেন—

রাজা।—কি আজ্ঞা কর্‌চেন?

চিত্র।—"সেই দৈত্যের অত্যাচার-সময়ে মহারাজই আমার একমাত্র সহায় ছিলেন, সম্প্রতি মহারাজকে দর্শন করে' অবধি মদন আমাকে বড়ই উৎপীড়ন করচে—তাই আবার আমি মহারাজের শরণাগত হলেম।"

রাজা।—দেখ ভদ্রে।

তুমি শুধু বলিতেছ উর্ব্বশীই সমুৎসুক
মিলনের তরে।
তুমি তো গো দেখিছ না, তাঁর লাগি পুরূরবা
কি সহে অন্তরে।
এ প্রশ্নের উত্তরেরি
তাই বলি, করহ যতন
তপ্ত লৌহ-সনে যাতে
তপত লৌহের হয় উচিত মিলন।

চিত্র।—(উর্ব্বশীর নিকটে গিয়া) ওলো, এই দিকে আয়। তোর প্রিয়তমের মদনকে আরও যেন নিষ্ঠুর বলে' আমার মনে হ'ল, তাই আবার তোর কাছে আমি দূতী হয়ে এলেম।

উর্ব্ব।—(মায়া-আবরণ অপনীত করিয়া) তুই সখি রাজার পক্ষ নিয়ে আমাকে সহসা ত্যাগ কর্‌লি?

চিত্র।—(সস্মিত) এখনি জান্‌তে পারব, কে কাকে ত্যাগ করে। এখন রাজাকে অভিবাদন কর্।

উর্ব্বশী।—(সলজ্জভাবে মহারাজের নিকটে আসিয়া) জয়! মহারাজের জয়!

রাজা।—সুন্দরি!

আমারে জিনিয়া তুমি, মোর নামে করিতেছ
জয় উচ্চারণ,
—যে বিজয় শবদটি ইন্দ্র ছাড়া অন্য জনে
না করে গমন॥

(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইয়া)

বিদূ।—ওগো ঠাকরুণ! রাজার প্রিয় বয়স্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলে না?

উর্ব্ব।—(মুচকি হাসিয়া) প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক।

নেপথ্যে দেবদূত।—চিত্রলেখা! উর্ব্বশীকে তাড়া দেও।

যে অষ্ট রসের নাট্য রচিয়া ভরত মুনি
তব হস্তে করিলা অর্পণ
তারি চারু অভিনয়, লোকপালগণ-সাথে
ইন্দ্র চান করিতে দর্শন।

সকলে।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)

উর্ব্বশী।—(বিষন্ন)

চিত্র।—দেবদূত যা বল্লেন, তা শুন্‌লে তো প্রিয়সখি? এখন তবে মহারাজকে জানাও।

উর্ব্ব।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) কি বল্‌ব, ভেবে পাচ্চি নে।

চিত্র।—মহারাজ! উর্ব্বশী বল্‌চেন, উনি পরাধীনা। অতএব মহারাজের যদি অনুমতি হয়, ওঁর ইচ্ছে, এখন দেবরাজের নিকটে গিয়ে উনি আপনাকে নিরপরাধী করেন।

রাজা।—(কোন প্রকারে বাক্য যোজনা করিয়া) তোমাদের প্রভুর নিয়োগে আমি ব্যাঘাত কর্‌তে চাই নে।—কিন্তু এ জনকেও যেন মনে থাকে।

[উর্ব্বশী বিরহ-কাতর হইয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে সখী-সহ প্রস্থান।

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) এখন আমার চক্ষু-দুটি ব্যর্থ বলে' মনে হচ্চে।

বিদূ।—(পত্র দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়া) এই ভূর্জ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! উর্ব্বশীকে দেখে এতদূর বিস্মিত হয়েছিলেম যে, ভূর্জপত্রখানি হাত থেকে কখন্ পড়ে' গেছে, আমি জান্‌তেও পারি নি।

রাজা।—কি বল্‌তে যাচ্ছিলে?

বিদূ।—মহারাজ!—আমি বল্‌ছিলেম কি, নিরাশ হবেন না, উর্ব্বশীর অনুরাগ আপনাতে যেরূপ দৃঢ়বদ্ধ, তাতে সে এখান থেকে চলে' গেলেও সে বন্ধন কখন শিথিল হবে না।

রাজা।—আমারও তাই মনে হয়। কেন না, প্রস্থানকালে ;—

পরাধীন দেহমাঝে, ছিল যে গো সে বালার
স্বাধীন হৃদয়
স্তনমাল্য-বিকম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া যেন
অর্পিল আমায়।

বিদূ।—(স্বগত) আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে। একটু পরেই তো মহারাজ সেই ভূর্জপত্রটি আমার কাছে চাইবেন।

রাজা।—সখা! এখন আর কি দেখে আমার চক্ষু জুড়োই বল? (স্মরণ করিয়া) সেই ভূর্জপত্রটা নিয়ে এসো দিকি।

বিদূ।—(চারিদিকে দেখিয়া সবিষাদে) কি আশ্চর্য্য! সেটা যে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। বোধ হয়, যে পথে উর্ব্বশী গেছেন, সে দিব্য ভূর্জপত্রটিও সেই পথে গেছে।

রাজা।—(অসূয়া সহকারে) মূর্খেরা দেখ্‌তে পাই সর্ব্বত্রই অসাবধান। না না—ভাল করে' খুঁজে দেখ।

বিদূ।—(উঠিয়া) এইখানে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। বোধ হয় এই দিকে—না না, এই দিকে। (অন্বেষণ)

(কাশীরাজপুত্রী দেবী ঔশীনরী, চেটী ও অন্যান্য পরিজনের প্রবেশ।

ঔশী।—ওলো নিপুণিকে! মানবকের সঙ্গে মহারাজ লতাগৃহে, বসে' আছেন সত্যি কি তুই দেখেছিস্?

দাসী।—আমি কি কখন পূর্ব্বে দেবীর কাছে অলীক কথা বলেছি?

দেবী।—আচ্ছা, আমি এই লতার আড়াল থেকে শুনি, ওঁদের মধ্যে কি গোপনীয় কথাবার্ত্তা হচ্চে। আর শুন্‌লে আমি জান্‌তে পারব, তোর কথা সত্যি কি না।

দাসী।—যে আজ্ঞে।

ঔশী।—(পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন) নিপুণিকে! নূতন ছেঁড়াকাপড়ের মত দক্ষিণের বাতাসে কি ওটা এই দিকে উড়ে এল?

দাসী।—(চিন্তা করিয়া) এ নিশ্চয় একটা ভূর্জপত্র। বাতাসে ওল্‌টে পালটে যাচ্চে, তাতে অক্ষরের মত কি যেন লেখা দেখা যাচ্চে। আ মোলো! এ কি! দেবীর নূপুরে এসে ঠেকল যে। আচ্ছা, পত্রটি পড়ে' দেখুন না।

দেবী।—আগে তুই পড়ে' দেখ্ কি লেখা আছে—যদি কোন বিরুদ্ধ কথা না থাকে তো শুনব।

দাসী।—(তথা করিয়া) লোকে যা বলাবলি করে, এ যে দেখ্‌চি তাই। বোধ হচ্চে, এটা একটা কবিতার শ্লোক উর্ব্বশী রাজাকে লিখেছেন, মানবক ঠাকুরের অসাবধানতায় সেটা আমাদের হাতে এসে পড়েছে।

দেবী।—আচ্ছা, আমাকে তবে পড়ে' শোনা দিকি।

দাসী।—(পত্র পাঠ)

দেবী।—ওলো। এই উপহারটি নিয়ে, চল্ সেই অপ্সরা-কামুকের সঙ্গে দেখা করি গে। (পরিজন সহিত লতা-গৃহে গমন)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! সেই ভূর্জপত্রটি এই প্রমদবনের নিকটস্থ ক্রীড়া-পর্ব্বত-প্রান্তে কি দেখা যাচ্চে না?

রাজা।—(উঠিয়া) ভগবন্ বসন্তসখা মলয়ানিল!

সৌগন্ধের তরে তুমি, লতিকার সুরভিত
সঞ্চিত কুসুম-রেণু কর আহরণ!

কি কাজ হইবে তব, প্রিয়ার স্বহস্তে লেখা
স্নেহের এ লিপিখানি করিয়া হরণ?
এইরূপ শত শত, বিনোদন-উপায়ে যে
কামার্ত্ত পুরুষ করে জীবন ধারণ
—পুনর্মিলন-আশে—পারো কি তাহারে তুমি
এরূপ নির্দ্দয়-ভাবে করিতে পীড়ন?

দাসী।—ঠাকরুণ! দেখুন দেখুন, সেই ভূর্জ্জ-পত্রেরই খোঁজ হচ্চে।

ঔশী।—আচ্ছা, এখন দেখা যাক্ কি করেন। তুই চুপ্ করে' থাক্।

বিদূষক।—দেখুন, এ আবার কি? একটা ম্লানবর্ণ ময়ূরপুচ্ছ—আমি মনে করেছিলেম সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—আমার কি সর্ব্বনাশই হ'ল!

ঔশী।—(সহসা নিকটে আসিয়া) মহারাজ! কেন এত ব্যাকুল হয়েছ—এই সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে স্বগত) এ কি! দেবী যে! (অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ্যে) এসো দেবি, এসো!

বিদূ।—(চুপি-চুপি) এখন না এলেই ভাল ছিল।

রাজা।—(জনান্তিকে) বয়স্য! এখন এর প্রতি-বিধানের উপায় কি?

বিদূ।—(জনান্তিকে) বামাল শুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে—এখন আর মুখের কথায় কিছু হবে না।

রাজা।—দেবি! এ তো আমরা খুঁজছিলেম না—আমরা একটা স্পর্শমণি খুঁজছিলেম।

ঔশী।—হাঁ, নিজের সৌভাগ্য গোপন করাই উচিত বটে।

বিদূ।—দেখুন! শীঘ্র এঁর ভোজনের উদ্‌যোগ করুন—পিত্তদমন হলেই ইনি সুস্থ হবেন।

ঔশী।—নিপুণিকে! ব্রাহ্মণটি নিজ বয়স্যকে তো বেশ সান্ত্বনা দিচ্চেন।

বিদূ।—আপনি দেখুন না কেন, আহারটি ভাল রকম হ'লে পিশাচেরও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

রাজা।—মূর্খ! আমাকে যে জোর করে' তুমি অপরাধী করে' দাঁড় করাচ্চ।

ঔশী।—মহারাজ, তোমার কোন অপরাধ নেই! আমিই অপরাধী। আমিই সম্মুখে থেকে তোমাকে বিরক্ত কর্‌চি! আমি চল্লেম।

[অভিমান-ভরে প্রস্থানোদ্যত।

রাজা।—

আমি চির-অপরাধী, সুন্দরী প্রসন্ন হও,
—সম্বর' সম্বর' তব রোষ।
সেব্য জন যদি হয় কুপিতা সেবক প্রতি
—নির্দ্দোষী হলেও তার দোষ॥

(পদতলে পতন)

ঔশী।—কপট! আমি এরূপ লঘু-হৃদয় নই যে, তোমার অনুনয়ে আমি ভুলে যাব। কিন্তু তোমার এই অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য কর্‌লে পাছে পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত হয়, আমার শুধু এখন সেই ভয়।

[রাজাকে ত্যাগ করিয়া পরিজনসহ প্রস্থান।

বিদূ।—বর্ষাকালের ঘোলা নদীর মত দেবী অপ্রসন্ন হয়ে চলে' গেলেন। এখন তবে উঠুন মহারাজ!

রাজা।—(উঠিয়া) সখা! ওঁর এরূপ ব্যবহার অসঙ্গত নয়। দেখ:—

প্রেমরস-শূন্য হয়ে প্রিয়-বচনেও যদি
প্রিয়জন অনুনয় করে
কিছুতেই জেনো সখা প্রবেশ করে না তাহা
রমণীর হৃদি-অভ্যন্তরে!
মণি-বেত্তা-কাছে যথা মণির কৃত্রিম রাগ
দেখিবামাত্রই ধরা পড়ে॥

বিদূ।—আপনার পক্ষে ভালই হ'ল। চক্ষুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে দীপশিখা কখনই সহ্য হয় না।

রাজা।—ও কথা বোলো না। যদিও আমার উর্ব্বশীগত প্রাণ, তবু দেবী আমার বহু মানের সামগ্রী। কিন্তু আমি পায়ে পড়্‌লেও যখন তিনি আমার মান রাখ্‌লেন না, তখন আমিও আর তাঁর সাধ্যসাধনা কর্‌চি নে; ধৈর্য্য ধরে' থাকি, দেখি তিনি কি করেন।

বিদূ।—রেখে দিন আপনার ধৈর্য্য। এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে এখন বাঁচান। এ দিকে স্নান-ভোজনের সময় হয়ে গেল।

রাজা।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) তাই তো, দিবসের অর্দ্ধভাগ যে গত হয়ে গেছে।

তরুতল-সুশীতল আলবাল-পরে
গ্রীষ্মতাপে তপ্ত হয়ে শিখী বাস করে।

কর্ণিকার পুষ্প ভেদি' ষট্‌পদগণ
তাহার অন্তরে গিয়া করিছে শয়ন।
জলের কুক্কুট ত্যজি' তপ্ত জলাশয়
তীরস্থিত নলিনীরে করয়ে আশ্রয়।
ক্রীড়াগৃহ-নিবাসী সে পিঞ্জরস্থ শুক
জল যাচে হয়ে অতি ক্লান্ত শুষ্ক-মুখ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

১ দৃশ্য—ভরতমুনির আশ্রম

(দুই জন ভরতশিষ্য নটের প্রবেশ)

প্রথম।—ওহে ভাই পল্লব! এই অগ্নি-গৃহ হ'তে' গুরুদেব যখন ইন্দ্রভবনে যান, তখন তুমি তো তাঁর আসন নিয়ে সঙ্গে গিয়েছিলে, আর আমি অগ্নি গৃহ রক্ষার জন্ত এখানেই নিযুক্ত ছিলেম। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌চি, গুরুদেব কি নাটকাভিনয় করে' দেবসভার মনোরঞ্জন করতে পারলেন?

দ্বিতীয়।—দেব গালব, কতদূর তাঁরা তুষ্ট হয়েচেন, বল্‌তে পারি নে। সেই সরস্বতী-কৃত লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়-কালে উর্ব্বশী তো বিবিধ নাট্য-রসে একেবারে তন্ময় হয়ে অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু—

প্রথম।—তুমি যে রকম করে' কথা শেষ কর্‌লে, তাতে যেন বোধ হয় তার মধ্যে কি একটা দোষ ঘটেছিল।

দ্বি।—হাঁ, তিনি ভুলে আর একটা কথা বলে' ফেলেছিলেন।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—সেই নাটকে উর্ব্বশী, লক্ষ্মীর ভূমিকায়—আর মেনকা বারুণীর ভূমিকায় ছিলেন। তা মেনকা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "ত্রিলোকের সুপুরুষ লোকপালেরা কেশবের সহিত এখানে সমাগত হয়েছেন, তা এঁদের মধ্যে তোমার কাকে ভাল লাগে?"

প্র।—তার পর—তার পর?

দ্বি।—তা কোথায় বলবে "পুরুষোত্তম," না উর্ব্বশীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "পুরুরবা"।

প্র।—আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ভবিতব্যকেই অনুসরণ করে। আচ্ছা, তাতে গুরুদেব তাঁর উপর রাগ করলেন না?

দ্বি।—হাঁ, গুরুদেব তাঁকে অভিশাপ দিলেন, কিন্তু কি ভাগ্যি তাঁর উপর ইন্দ্রের অনুগ্রহ হ'ল।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—গুরুদেব এই বলে' শাপ দিলেন—"তুই যেমন আমার উপদেশ লঙ্ঘন কর্‌লি, স্বর্গে তোর আর স্থান হবে না"। আবার ইন্দ্র, অভিনয় দেখা শেষ হ'লে লজ্জাবনত-মুখী উর্ব্বশীকে এই কথা বল্লেন, "তুমি যার প্রেমে বদ্ধ, সেই রাজর্ষি যুদ্ধের সময় আমার অনেক সাহায্য করেন, তাঁর উপকার করা আমার উচিত। অতএব যত দিন তোমাদের সন্তান না হয়, তত দিন তুমি মনের সাধে পুরুরবার সহিত একত্র বাস কর"।

প্র।—এ তাঁরই উপযুক্ত কথা হয়েছে। দেবরাজ অন্তের মনের ভাব বিলক্ষণ বোঝেন।

দ্বি।—(সূর্য্যকে দেখিয়া) কথা-প্রসঙ্গে স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আবার আমাদেরও না অপরাধী হ'তে হয়—চল গুরুদেবের কাছে এই বেলা যাওয়া যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

---

২ দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদের উদ্যান

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—

সকল গৃহস্থজন অর্থের সম্ভোগ তরে
যুবাকালে করয়ে যতন।
পশ্চাৎ বার্দ্ধক্য এলে পুত্র পরে দিয়া ভার
বিশ্রামের করে আয়োজন।
সেবায় মোদের কিন্তু দিন দিন স্নেহ-পাশ,
—কারাগারে যেন পরিণত।
অন্তঃপুরের এই মহিলা-রক্ষণ-কাজে
আমাদের কষ্ট অবিরত॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

কাশী-রাজকন্যা এখন একটা ব্রত পালন করচেন। তিনি আমাকে বল্লেন, "আমি মান বিসর্জ্জন দিয়ে নিপুণিকার মুখ দিয়ে তাঁকে পূর্ব্বেই সেধেচি। এখন আমার নাম করে' বল, মহারাজের সন্ধ্যাউপাসনাদি

শেষ হ'লে তাঁকে এখন একবার দেখতে পাই"। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) রাজভবনে দিবাবসানের ব্যাপারটা বড়ই রমণীয়!

বাস-যষ্টি-পরে দেখ, নিশানিদ্রালসা শিখী
রহিয়াছে যেন খোদা চিত্রের মতন।
গবাক্ষের জাল হ'তে নিঃসৃত ধূপের ধূম,
বনবীথি পারাবত বলি' হয় ভ্রম।
শুদ্ধান্তের শুদ্ধাচারী যত সব বৃদ্ধজন
পুষ্পবলি বিকিরণ করি' স্থানে স্থানে
যতনে রাখিছে দেখ প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা
মঙ্গল-সন্ধ্যার দীপ উচিত বিধানে।

(নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই যে! এই দিক্ দিয়েই মহারাজ গিয়েছেন।

দীপ হস্তে পরিজন-নারী চারিধার,
তার মাঝে শোভে নৃপ অতি চমৎকার।
পক্ষ-নাশ পূর্ব্বে যথা গতিমান্ গিরি,
—কুসুমিত কর্ণিকার থাকে যারে ঘিরি'।

মহারাজের এই দর্শন-পথে থেকে আমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করি।

(পরিজন-পরিবেষ্টিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(স্বগত)

কার্য্যান্তরে থাকি' ব্যস্ত, অতিকষ্টে কাটাইনু
দিন কোনক্রমে,
এখন কেমনে বল, যাপিব এ দীর্ঘ রাত্রি
বিনা বিনোদনে?

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়! দেবী মহারাজকে এই কথা নিবেদন কর্‌চেন, "মণি-প্রাসাদের ছাদে সুন্দর চন্দ্রোদয় হয়েছে। মহারাজের পাশে বসে' আমি দেখ্‌ব কতক্ষণে চন্দ্র-রোহিণীর যোগ আরম্ভ হয়"।

রাজা।—দেখ লাতব্য! দেবীকে বল, তাঁর যা ইচ্ছা।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—বয়স্য! দেবী কি সত্য সত্যই ব্রতের জন্য এইরূপ উদ্‌যোগ কর্‌চেন?

বিদূ।—আমার মনে হয়, আপনার সপ্রণিপাত অনুনয় অগ্রাহ্য করায় এখন অনুতাপ হয়েছে, তাই ব্রতের ছল করে' এখন সেই অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা কর্‌চেন।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

মনস্বিনী নারীগণ
প্রণিপাত-অনুনয় করি' হেলাভর
পরে করে অনুতাপ,
মনে মনে থাকি' সদা লজ্জায় কাতর।

আচ্ছা, এখন আমাকে মণি-প্রাসাদের ছাদে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে। এই গঙ্গা-তরঙ্গের ন্যায় সুন্দর স্ফটিক-মণি-সোপানে আরোহণ করুন। এই প্রদোষ-সময়ে মণিপ্রাসাদটি বড়ই রমণীয়।

রাজা।—তুমি আগে ওঠো। (সকলের আরোহণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) এইবার বোধ হয় চাঁদ উঠ্‌বে। অন্ধকার চলে' গেছে—পূর্ব্বদিকে সুন্দর আলো দেখা যাচ্চে।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

শশাঙ্ক, উদয়াচলে গূঢ় অবস্থিত,
তাহার কিরণ-জালে তম অপসৃত।
পূর্ব্বদিক্-মুখ হ'তে আলোকের গুচ্ছ যেন
নিল সরাইয়া
আহা কি সুন্দর শোভা! নয়ন-যুগল মোর
লইল হরিয়া।

বিদূ।—হি হি হি! ওগো ঐ যে, খাঁড়ের লাড্ডু-টির মত দ্বিজরাজ উদয় হয়েছেন।

রাজা।—(সস্মিত) কি আশ্চর্য্য! পেটুকেরা আহারের সামগ্রীই সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পায়।

(কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর)

ভগবান্ নিশানাথ!

সাধুদের ক্রিয়া তরে রবির তেজেতে তুমি
কর গো প্রবেশ।
দেবগণ পিতৃগণ তাহাদের তৃপ্তিদান,
করহ বিশেষ।
হনন করহ তুমি নিশাব্যাপ্ত তম
হর শিরে বাস তব, তোমায় গো নমঃ।
(উত্থান)

বিদূ।—দেখুন, আপনার পিতামহ চন্দ্র এই ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে অনুমতি দিচ্চেন "আপনি বসুন"—তা হ'লে আমিও একটু আরাম করে' বস্‌তে পাই।

রাজা।—(বিদূষকের কথায় উপবেশন ও পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এখন জ্যোৎস্না উঠেছে—এখন দীপের আলো বাহুল্য-মাত্র। যাও, তোমরা বিশ্রাম কর গে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—(চন্দ্রমাকে দেখিয়া) বয়স্য! একটু পরেই দেবী আস্‌বেন। এই বেলা নির্জ্জনে আমার মনের অবস্থা তোমাকে খুলে বলি।

বিদূ।—সে তো দেখ্‌তেই পাচ্চি, কিন্তু তাঁর যেরূপ আপনার প্রতি অনুরাগ, তা দেখে মনে হয়, আশার বন্ধনে এখনও আপনি প্রাণকে বেঁধে রাখ্‌তে পারেন

রাজা।—সে কথা সত্য। কিন্তু আমার মনের উদ্বেগ যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেচে।

নদীর প্রবাহ যথা বিষম শিলার প্রতিঘাতে
বহু স্রোতে হয় প্রবাহিত,
সেইরূপ প্রেম মোর বাধা পেয়ে মিলনের সুখে
শত গুণে হয় গো বর্দ্ধিত।

বিদূ।—আপনার শরীর যদিও ক্ষীণ হয়ে গেছে—তবু যেন এতে আপনাকে আরো ভাল দেখাচ্চে। তাতেই বোধ হয়, আপনার শীঘ্রই প্রিয়-সমাগম লাভ হবে।

রাজা।—(শুভ সূচনা) বয়স্য!

আশাপ্রদ বাক্যে তুমি, আশ্বাসিলে ব্যথিত এ জনে।
আশ্বাস লভিনু আরো, এ দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনে॥

বিদূ।—ব্রাহ্মণের বাক্য কখন অন্যথা হয় না।

(রাজা আশান্বিত হইয়া অবস্থান)

(আকাশ-পথে অভিসারিকা-বেশে সজ্জিতা উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

উর্ব্ব।—(আপনাকে দেখিয়া) ওলো চিত্রলেখা! আভরণ ভূষিত অভিসারিকার এই নীলাম্বর বেশটি তোর পছন্দ হয়েচে?

চিত্র।—এত ভাল লেগেছে যে, কি বলে' প্রশংসা কর্‌ব, ভেবে পাচ্চি নে। আমার শুধু এই মনে হচ্চে, আমি যদি পুরুরবা হতেম, তা হ'লে না জানি কি হ'ত।

উর্ব্ব।—সখি! দেখ, মদন তোমাকে আজ্ঞা কর্‌চেন, শীঘ্র আমাকে সেই সুপুরুষটির গৃহে নিয়ে চল।

চিত্র।—এই দেখ, তোমার প্রিয়তমের ভবনে এসেছি। আহা! দেখে মনে হয়, কৈলাস-শিখর যেন স্থানান্তরিত হয়েছে।

উর্ব্ব।—এখন ধ্যান-প্রভাবে জানো দিকি, আমার হৃদয়-চোর এখন কোথায় আছেন, আর কি কর্‌চেন?

চিত্র।—(ধ্যান করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এর সঙ্গে একটু রঙ্গ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওলো! তিনি এখন প্রিয়সমাগম-সুখ লাভ করে' উপভোগের জন্য প্রস্তুত।

উর্ব্ব।—(বিষণ্ণ ভাব)

চিত্র।—দূর বোকা, এও বুঝিস্‌ নে? তিনি আবার কোন্ প্রিয়জনের চিন্তা করবেন?

উর্ব্ব।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার হৃদয় অতি অনুদার, তাই সন্দেহ কর্‌চে।

চিত্র।—(দেখিয়া) এই যে মণি-ভবনের উপর রাজর্ষি, আর, সঙ্গে তাঁর বয়স্য। চল, আমরা নিকটে যাই।

(উভয়ের অবতরণ)

রাজা।—দেখ সখা, রাত্রি হলেই প্রিয়জনের জন্য কেমন হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

উর্ব্ব।—এই অস্পষ্ট কথায় আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠ্‌চে। আড়াল থেকে এঁদের বিশ্রম্ভালাপ শোনা যাক্—দেখি, তাতে যদি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

চিত্র।—সখি, সেই কথাই ভাল।

বিদূ।—মহারাজ! এই অমৃতময় চাঁদের কিরণ তো এখন উপভোগ করুন।

রাজা।—এ-সবে এ রোগ সারবার নয়। দেখ:—

নব পুষ্প-শয্যা কিম্বা চাঁদের কিরণ,
মণিময় হার কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন,
কিছুতে যাবার নয় এ মদন-ব্যথা।
সেই দিব্যাঙ্গনা শুধু, আর—

উর্ব্ব।—না জানি আর কে!

রাজা।— আর তারি কথা
গোপনে যা শোনা যায়, তাহাই এখন
নাশবিতে পারে এই হৃদয়-বেদন।

উর্ব্ব।—হৃদয়! তুই আমাকে ছেড়ে যে ওঁতে আসক্ত হয়েছিস, তারই এই উচিত ফল পেলি।

বিদূ।—আমিও যখন মিষ্ট হরিণের মাংস ভোজন করতে না পাই, তখন তার কথা কয়েই নিজেকে আশ্বস্ত করি।

রাজা।—কিন্তু তুমি তো তা পেয়ে থাকো।

বিদূ।—আপনিও শীঘ্র পাবেন।

রাজা। সখা! আমার তাই মনে হচ্চে।

চিত্র।—ওলো অসন্তুষ্টে! শোন্ গো শোন্!

বিদূ।—কি মনে হচ্চে?

রাজা।— রথ-কম্পে নিপীড়িত
স্কন্ধ মোর স্কন্ধেতে তাহার।
এ অঙ্গই শুধু কৃতী,
অন্য অঙ্গ ধরণীর ভার॥

চিত্র।—তবে আর এখন বিলম্ব করচ কেন?

উর্ব্ব।—(সহসা নিকটে আসিয়া) ওলো! এই দ্যাখ্, আমি সম্মুখে এসেছি, তবুও মহারাজ উদাসীন।

চিত্র।—(সস্মিত) অতি ব্যস্ততার দরুণ তোর মায়া-আচ্ছাদনটি এখনও যে ছাড়িস্নি।

নেপথ্যে।—এই দিকে ঠাকুরাণি এই দিকে!

সকলে।—(কর্ণপাত)

উর্ব্ব।—(সখীর সহিত বিষণ্ণা)

বিদূ।—কি সর্ব্বনাশ! দেবী এসে উপস্থিত! এখন আপনি চুপ করে' থাকুন—কথা কবেন না।

রাজা।—তুমিও দেখো, তোমার আকার-ইঙ্গিতে কিছু যেন প্রকাশ না হয়।

উর্ব্ব।—এখন কি করা যায়?

চিত্র। ভাবনা কিসের? আমরা তো এখন অদৃশ্য। রাজমহিষীও দেখ্‌চি ব্রত-বেশে আছেন—তাই মনে হচ্চে, এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌বেন না।

(দেবী ও তাঁহার সহিত উপহার-হস্তে
পরিজনের প্রবেশ)

দেবী।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দেখ নিপুণিকে! রোহিণীর সংযোগে মলন হয়ে ভগবান্ চন্দ্রের আরও কত শোভা হয়েচে।

দাসী।—মহারাজের সহিত মিলন হ'লে দেবীকেও আরও সুন্দর দেখাবে।

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি নে, উনি স্বস্তি-উপহার দিতে এসেছেন—না এখন কোপের শান্তি হওয়ায় ব্রতের ছল করে' সেই প্রণিপাত-লঙ্ঘনের দোষটা কাটাবার জন্য এসেছেন। যাই হোক, দেবীকে আজ সুপ্রসন্না দেখ্‌চি।

রাজা।—(সস্মিত) উভয়ের জন্যই এসেছেন। তবে, তুমি শেষে যেটা বল্লে, সেইটিই আমার ঠিক বলে' মনে হয়।

শুভ্র বাস পরিধান মঙ্গল-ভূষণ মাত্র
করেন ধারণ।
পবিত্র দূর্ব্বাঙ্কুরে লাঞ্ছিত অলক-গুচ্ছ
ব্রতের কারণ।
গর্ব্ব-ভাব নাহি আর, প্রসন্ন আমার পরে
দেখি গো এখন॥

দেবী।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

পরিজন।—জয় মহারাজের জয়!

বিদূ।—কল্যাণ হোক্!

রাজা।—এসো দেবি, এসো! (হাত ধরিয়া বসাইয়া)

উর্ব্ব।—ওলো! ইনি দেবী নামেরই যোগ্য। তেজস্বিতায় শচী অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন নন।

চিত্র।—সখি! তুমি যে ওঁকে ঈর্ষ্যার ভাবে না দেখে ওঁর প্রশংসা করচ, এতে তোমাকে সাবাস বলি।

দেবী।—মহারাজ! তোমাকে সম্মুখে রেখে আমার কোন একটা ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে। তা, একটুখানির জন্য কষ্ট করে' আমার এই উপরোধটি রক্ষা কর।

রাজা।—সে কি কথা? এ তো উপরোধ নয়—এ তো অনুগ্রহ।

বিদূ।—এই রূপ স্বস্তিবাচনের উপরোধটা যেন সর্ব্বদাই করা হয়।

রাজা।—দেবি! এ ব্রতটির নাম কি?

দেবী।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টিপাত)

বিদূ।—মহারাজ! এ ব্রতের নাম:—"প্রিয়-প্রসাদন"।

রাজা।—(দেবীর প্রতি চাহিয়া) তাই যদি হয়, তবে—

ব্রত করি' হে কল্যাণি, মৃণাল-কোমল-গাত্রে
কেন ক্লেশ দেও অকারণ ?
যে তব প্রসাদ তরে উৎসুক রয়েছে সদা
সে দাসে কিসের প্রসাদন ?

উর্ব্ব।—রাজা দেবীকে দেখ্‌চি খুব মান্য করেন।

চিত্র। সখি, তুই দেখ্‌চি ভারি হাবা—এও বুঝিস্‌নে ? যে সকল নাগর পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাদের ভদ্রতা খুব বেশি।

দেবী।—(সস্মিত) তুমি যে মহারাজ এমন করে' আমাকে বল্‌চ, এ আমার ব্রতেরই প্রভাব বল্‌তে হবে !

বিদূ।—এখন চুপ করে' থাকুন। এমন ভাল কথার কোন প্রতিবাদ কর্‌বেন না !

দেবী।—ওলো, এইখানে উপহার-গুলি নিয়ে আয়—ততক্ষণ আমি এই মণিভবনে যে চন্দ্রকিরণ পড়েছে, তার অর্চনা করি।

পরিজন।—এই গন্ধপুষ্পাদি উপহার।

দেবী।—(গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া) ওলো ! এই মোদক উপহারগুলি মাণবক-ঠাকুরকে দে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে. ওগো মাণবক-ঠাকুর ! এইগুলি তোমার।

বিদূ।—(মোদকের সরা গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক ! এই উপবাসে যেন তোমার বহু ফল লাভ হয় !

দেবী।—মহারাজ ! একবার এই দিকে এসো তো।

রাজা।—এই এসেচি।

দেবী।—(রাজাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত) এই রোহিণী-চন্দ্র দেবতাযুগলকে সাক্ষী করে, আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করচি। আজ হ'তে যে রমণীকে আর্য্যপুত্র প্রার্থনা করবেন এবং যে প্রণয়িনী আর্য্যপুত্রের সমাগম ইচ্ছা করবেন, আমি তার সহিত প্রীতিবন্ধনে অবস্থান কর্‌ব।

উর্ব্ব।—ও মা, এ কি কথা ! না জানি কি ভাবে কথাটা বল্লেন। যা হোক, এখন আমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে হৃদয় পরিষ্কার হ'ল।

চিত্র।—সখি ! এই মহাদেবীর পতিব্রতার অনুমতি হয়েছে, এখন প্রিয়জনের সহিত নির্ব্বিঘ্নে তোমার মিলন হ'তে পারবে।

বিদূ।—(চুপি চুপি) মাছ পালালে যেমন ছিন্নপুচ্ছ হতাশ ধীবর বলে—"যাক্‌, আমার ধর্ম হবে"; (প্রকাশ্যে) মহারাজের প্রতি কি আপনার এইরূপ ভালবাসা ?

দেবী।—মূর্খ ! এও বুঝলে না ? আমার নিজের সুখ বিসর্জ্জন করে' মহারাজকে আমি সুখী কর্‌তে চাই। তুমি কেবল এখন এইটুকু ভেবে দেখ, মহারাজের পক্ষে এটা ভাল হ'ল কি না।

রাজা।—

অন্তরে নিলায়ে দেও, কিম্বা মোরে রাখ তব
ক্রীতদাস করে',
—সকলি করিতে পার, কিন্তু আমি নহি যাহা
ভাব তুমি মোরে।

দেবী।—তুমি তা হও বা না হও, আমি তো নিয়মমত আমার প্রিয়-প্রসাদন-ব্রত সম্পন্ন কর্‌লেম। (দাসীর প্রতি) এখন আয় বাছা, আমরা যাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—প্রিয়ে ! আমাকে যদি এখন ছেড়ে চলে' যাও, তা হ'লে আমাকে আর প্রসন্ন করা হ'ল কৈ ?

দেবী।—মহারাজ ! আমি পূর্ব্বে কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করি নি। এখন এখানে থাক্‌লে আমার ব্রত-পালনের ব্যাঘাত হবে।

[পরিজনের সহিত দেবীর প্রস্থান।

উর্ব্ব।—ওলো ! রাজর্ষি দেখ্‌চি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন। কিন্তু আমি ত এখন মহারাজের নিকট হ'তে আমার হৃদয়কে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌চি নে।

চিত্র।—কিন্তু তুই নিরাশ হচ্চিস্‌ কেন—হৃদয়কে আবার ফেরাবি কেন বল্‌ দিকি ?

রাজা।—(আসনের নিকটে আসিয়া) বয়স্য ! দেবী এখনও বোধ হয় বেশি দূরে যান নি।

বিদূ।—যা বল্‌তে চান, খুলে বলুন। বৈদ্য যেমন রোগীকে অসাধ্য বলে' ত্যাগ করে, উনি তেমনি আপনাকে স্বইচ্ছায় ত্যাগ করে' গেছেন।

রাজা।—আর উর্ব্বশী?

উর্ব্ব।—আজ কৃতার্থ হবে।

রাজা।—এই সময়ে—

প্রচ্ছন্ন সে রূপসীর মধুর নূপুর-ধ্বনি,
যদি শ্রুতিপথে মোর হয় গো পতিত,
পশ্চাৎ হইতে আসি,' অতি ধীরে ধীরে যদি
নেত্র মোর করাম্বুজে করেন আবৃত,
এই হর্ম্যতলে নামি,' লজ্জাভয়-বশে যদি,
বিলম্বিত গতি হয়—না সরে চরণ,
সুচতুর সখী তাঁর প্রতিপদে জোর করি',
যদি তাঁরে মোর কাছে করে আনয়ন—

উর্ব্ব।—ওলো! ওঁর এই ইচ্ছাটি তবে পূর্ণ করা যাক্।

(পশ্চাৎ হইতে গিয়া চক্ষু আবৃতকরণ)

চিত্র।—(বিদূষককে জ্ঞাপন)

রাজা—(স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া) সখা! এ নিশ্চয়ই উর্ব্বশীর করস্পর্শ।

বিদূ। কি করে' আপনি জানলেন?

রাজা।—এ কি আর জান্‌তে বাকি থাকে?

অনঙ্গ-তাপিত অঙ্গ করে কি গো সুখবোধ
অন্য কোন হস্তের পরশে?
রবি-করে কভু কি গো কুমুদ প্রফুল্ল হয়?
—চন্দ্র-করে ফোটে সে হরষে॥

উর্ব্ব।—(চক্ষু হ'তে হস্ত সরাইয়া উত্থান এবং কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—এসো সুন্দরি, এসো। (একাসনে উপবেশন করাইয়া)

চিত্র।—সখা! সুখে আছ তো?

রাজা।—এত দিনের পর আজ সুখলাভ হ'ল।

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজকে দেবী আমায় দান করে' গেছেন, তাই আমি প্রণয়িনীর মত ওঁর শরীর স্পর্শ করে' আছি; এ মনে কোরো না—আমি উপরি-পড়া হয়ে এসেছি।

বিদূ। এ কি! দুজনের সূর্য্যই যে এইখানে অস্তগত হ'ল।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

দেবী-দত্ত বলি' যদি এবে মোর দেহ তুমি
কর আলিঙ্গন,
পূর্ব্বে কার আজ্ঞা পেয়ে তুমি করেছিলে মোর
হৃদয় হরণ?

চিত্র।—সখা! উনি নিরুত্তর। আচ্ছা, এখ আমার একটি নিবেদন আছে—আপনার শুন্‌তে হবে।

রাজা।—বল, মনোযোগ দিয়ে শুন্‌চি।

চিত্র।—বসন্তের পর গ্রীষ্মকাল এলে সূর্য্যদেবে উপাসনা কর্‌তে আমার যেতে হবে। তা, আমা অবর্ত্তমানে যাতে আমার প্রিয়সখী স্বর্গের জন্য উৎ কণ্ঠিতা না হন, এইটি আপনি কর্‌বেন।

বিদূ।—স্বর্গে এমন কি আছে যে, সেখানকা কথা মনে পড়বে? সেখানে না পাওয়া যায় কি খেতে, না পাওয়া যায় কিছু পান কর্‌তে। কেবল মৎস্যের মত অনিমিষ হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়।

রাজা।—ভদ্রে!

স্বর্গ-সুখ অনির্দ্দেশ্য, কে বল ঘটাতে পারে
সে স্বরগ-সুখের বিস্মৃতি?
এইমাত্র বলি আমি, অন্য নারী-সাধারণে
এ দাসের নাহি কোন প্রীতি॥

চিত্র।—এ কথা শুনে অনুগৃহীত হলেম। ওলো উর্ব্বশি! অকাতরে আমাকে এখন তবে বিদায় দে।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি আমাকে ভুলো না।

চিত্র।—(সস্মিত) সখার সঙ্গে তোমার মিলন হ'ল—এ প্রার্থনা এখন আমিই কর্‌তে পারি।

[রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বিদূ।—আজ কি সৌভাগ্য—মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। এখন খুব আনন্দ করুন।

রাজা।—এতে যে আমার কতটা আনন্দ হয়েছে, তা আর কি বল্‌ব।—দেখ:—

সামন্তগণ-মস্তক-মণির প্রভায়
রঞ্জিত এ পাদ-পীঠ সত্য,
একচ্ছত্র প্রভু আমি নিখিল ধরায়
—সরবত্র মোর আধিপত্য।
এ সমস্ত লভিয়াও দেখ ওগো সখা!
হই নাই তেমন কৃতার্থ
যেমন লভিয়া আজি ওই চরণের
রমণীয় মধুর দাসত্ব॥

উর্ব্ব।—এর পর, আমি আর কি বল্‌তে পারি ?

রাজা।—(উর্ব্বশীর হস্ত ধরিয়া) কি আশ্চর্য্য ! এই অভীষ্টলাভের সঙ্গে সঙ্গে, আগে যা কষ্টদায়ক ছিল, এখন, তাই আবার অনুকূল ভাব ধারণ করেচে।

দেখ সুন্দরি !

গাত্রে মোর সুধা ঢালে শশাঙ্কের কর,
দিব্য অনুকূল এবে মদনের শর।
যাহা যাহা আগে হ'ত রুক্ষ বিবেচনা
—তব সম্মিলনে এবে দেয় গো সান্ত্বনা।

উর্ব্ব।—মহারাজের কাছে এ চির-দাসীর বিস্তর অপরাধ হয়েচে।

রাজা।—না না—সে কি কথা ?

দুঃখ যাহা শেষে হয় সুখে পরিণত
তাহাই অধিক স্বাদু হয় গো নিয়ত।
আতপের খর তাপে যে গো পায় ক্লেশ
তারি পক্ষে তরুচ্ছায়া আরাম বিশেষ।

বিদূ।—দেখুন, প্রদোষ-কালের রমণীয় চন্দ্র-কিরণ তো বেশ উপভোগ করা গেল। এখন ঘরে যাবার সময় হয়েচে।

রাজা।—আচ্ছা, তুমি তবে তোমার সখীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক্ দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে।

রাজা।—সুন্দরি ! আমার এখন এই প্রার্থনা :—

উর্ব্ব।—কি ?—বলুন।

রাজা।—যত দিন হয় নাই সিদ্ধ মনোরথ
—এক রাত্রি মনে হ'ত যেন রাত্রি শত।
এবে তব সমাগমে তাই যদি হয়
সুন্দরি কৃতার্থ আমি হই গো নিশ্চয়।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—গন্ধমাদন পর্ব্বত-প্রান্তে "অকলুষ"-অরণ্য

(বিমনস্ক-ভাবে চিত্রলেখা ও সহজন্যার প্রবেশ)

সহ।—(চিত্রলেখাকে দেখিয়া) সখি ! ম্লান কমলিনীর মত তোমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, তাতে বেশ বোধ হচ্চে, তোমার মনটা ভাল নেই। তা বল না কি হয়েচে, তা হ'লে আমিও তোমার ব্যথার ব্যথী হ'তে পারি।

চিত্র।—উর্ব্বশীকে ছেড়ে, অপ্সরাদের পালা-অনুসারে আজ আমাকে সূর্য্যের চরণ-সেবা কর্‌তে হবে—তাই উর্ব্বশীর জন্য আমার ভাবনা হয়েচে।

সহ।—তোমাদের দুজনের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা, তা আমি জানি।—তার পর ?

চিত্র।—তা এখন সখী কি ভাবে আছেন, ধ্যান করে' জান্‌লেম, তাঁর এখন বিষম বিপদ উপস্থিত।

সহ।—(আবেগ-সহকারে) কিরূপ বিপদ ?

চিত্র।—মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজ্যভার দিয়ে, উর্ব্বশী প্রেমাসক্ত রাজর্ষিকে নিয়ে গন্ধমাদন-বনে বিহার কর্‌তে গেছেন।

সহ।—তা, এই সব স্থানই তো প্রকৃত সম্ভোগের স্থান—তার পর ?

চিত্র।—তার পর, মন্দাকিনীতীরে উদয়বতী নামে একটি বিদ্যাধর-বালিকা বালুকা-পর্ব্বতের উপর খেলা কর্‌ছিল, তাই রাজর্ষি তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, এতেই প্রিয়সখীর রাগ হ'ল।

সহ।—তা হ'তে পারে। উর্ব্বশী নাকি রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাঁর এ রকম একটুও সহ্য হয় না। তার পর—তার পর ?

চিত্র।—তার পর, স্বামীর অনুনয় অগ্রাহ্য করে, গুরুর অভিশাপে দেবতাদের নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, স্ত্রীজনের-প্রবেশ নিষিদ্ধ সেই কুমার কার্ত্তিকেয়ের বনে উর্ব্বশী যেমন প্রবেশ কর্‌লেন, অমনি তিনি একটি লতারূপে পরিণত হলেন।

সহ।—তাঁর অনুরাগ হতেই যখন এইরূপ অনর্থ সহসা ঘট্‌ল, তখন বল্‌তে হবে, বিধাতারও নিয়ম অলঙ্ঘনীয় নয়। আহা, না জানি রাজর্ষির এখন কি অবস্থা হয়েচে !

চিত্র।—সেই কাননে প্রিয়তমার চিন্তাতেই তিনি এখন দিন-রাত কাটাচ্চেন। আবার, এই যে মেঘ উঠেচে, এতে সুখী জনেরও মনে উৎকণ্ঠা জন্মে দেয়, তা এঁর পক্ষে না জানি আরও কত কষ্টদায়ক হবে।

সহ।—সখি ! যাদের এমন সুন্দর আকৃতি, তারা কখনই দীর্ঘকাল দুঃখ-ভাগী হয় না। অবশ্যই দৈব-অনুগ্রহে পুনর্ম্মিলনের একটা কিছু কারণ শীঘ্রই

ঘটুবে। ঐ সূর্য্যদেব উদয় হচ্চেন—এসো, এখন আমরা ওঁর চরণ-সেবা করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(উন্মত্ত-বেশে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! দাঁড়া—দাঁড়া—আমার প্রিয়তমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চিস্? কি উৎপাত! আকাশে উঠে শৈল-শিখর হ'তে আমার উপর যে বাণ বর্ষণ কর্‌চে। (চিন্তা করিয়া)

নব জলধর এ যে—নহে দৃপ্ত বর্ম্মাবৃত
রাক্ষস ভীষণ।
এ যে দেখি দূরাকৃষ্ট ইন্দ্রধনু—এ তো কভু
নহে শরাসন।
প্রবল এ বৃষ্টিপাত, এ তো নহে রাক্ষসের
বাণ-পরম্পরা,
কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ এ—এ তো নহে
প্রেয়সী অপ্সরা।

(চিন্তা করিয়া)

তবে সে রম্ভোরু না জানি এখন কোথায়?
থাকিবে কি কোপ-বশে হইয়া প্রচ্ছন্ন-কায়
শক্তির প্রভাবে?
কিন্তু সে যে নাহি পারে থাকিতে গো বহুক্ষণ
মানিনীর ভাবে।
যদি স্বর্গে গিয়া থাকে— আমা প্রতি পুন তার
হবে আর্দ্র মন,
সম্মুখে থাকিতে আমি দৈত্যেরা কি সাধ্য তারে
করে গো হরণ।
তবে সে যে একেবারে নেত্র-অগোচর হ'ল
তাই বা কেমন?

(চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে) হায়! হতভাগ্য জনের একটা দুঃখ যেন অন্য দুঃখের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। কেননা :—

সহসা গো দুঃসহ প্রিয়ার বিচ্ছেদ-কষ্ট
এ সময়ে হ'ল উপস্থিত।
নব জলধর যবে করিবে গো দিনগুলি
রমণীয় আতপ-রহিত॥

(হাসিয়া) কেন বৃথা এই মনস্তাপ আমি সহ্য কর্‌চি? মুনিরা তো বল্লেন—রাজাই কালের কারণ। আচ্ছা, তবে কি আমি এই বর্ষাকাল স্থগিত রাখ্‌তে আজ্ঞা দেব? কিন্তু না, এই বর্ষার লক্ষণগুলিই আমার রাজোপচার-স্বরূপ। এই দেখ না :—

বিদ্যুল্লেখাঙ্কিত অভ্র— সুবর্ণ-রঞ্জিত চারু
চন্দ্রাতপ যেন প্রসারিত,
এ নিচুল তরুগণ মঞ্জরী-চামর যেন
করে ধরি' করে সঞ্চালিত।
গ্রীষ্ম-অবসানে দেখ উচ্চৈঃস্বরে করে গান
বন্দী শিখী যত
বণিক জলদ-দল আনিতেছে সঙ্গে করি'
ধারা-হার কত।

যা হোক্—এই সব রাজ বিভবের শ্লাঘা করে' আর কি হবে? আচ্ছা, আমি তবে এখন এই কাননে আমার প্রিয়াকে অন্বেষণ করি। (দেখিয়া) হায়! প্রিয়ার অন্বেষণ করতে গিয়ে এইগুলি যে আরও আমার বিরহের উদ্দীপক হয়ে উঠ্‌ল।

নব কন্দলীর ফুল সলিল-গরভ, আর
আরক্ত বরণ;
—অভিমানে ছলছল প্রিয়ার সে আঁখি যেন
করিয়া স্মরণ।

যদি এই দিক্ দিয়ে গিয়ে থাকেন, কি করে' এখন তাঁর সন্ধান করি?

কেন না :—

বর্ষাসিক্ত বালুময় এই চারু বনভূমি
চরণ-পরশ তাঁর যদি গো লভিত,
সে গুরু নিতম্বভারে নত যে চরণ, তার
অলক্ত-রঞ্জিত পংক্তি হইত অঙ্কিত।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) যে পথ দিয়ে মানিনী চলে' গেছেন, তার চিহ্ন এইবার দেখ্‌তে পেয়েছি। সেই নিম্ননাভি সুন্দরী—

বাধা ঠেলি' মান-ভরে করিয়া গমন
ফেলিয়া গিয়াছে তার স্তনের বসন।
সে বসন তাম্রবর্ণ শুকোদর-প্রায়,
অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠরাগ অঙ্কিত তাহায়।

(চিন্তা করিয়া) এ কি! এ যে ইন্দ্রগোপ-কীটপূর্ণ একটি শ্যামল নব তৃণভূমি। এই নির্জ্জন বনে কি

করে' প্রিয়ার সন্ধান পাই? (দেখিয়া) এই যে, বৃষ্টি-ধারায় উচ্ছ্বসিত ঐই শৈল-ভূমির পাষাণ-স্তূপে প্রিয়া বুঝি আরোহণ করেছেন :—

উর্দ্ধে কণ্ঠ উত্তোলিয়া, কেকারবে পুরি দিক্
শিখিগণ নেহারিছে মেঘে,
নড়িছে শিখণ্ড-গুলি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ি
প্রবল সে সমীরণ-বেগে।
(নিকটে আসিয়া) আচ্ছা ভাল,
ওকে জিজ্ঞাসা করি।
এ অরণ্যে কর বাস ধবল-অপাঙ্গ ওগো
নীলকণ্ঠ শিখি!
উৎকণ্ঠা-হেতু মোর দীর্ঘাপাঙ্গ প্রেয়সীরে
দেখনি তুমি কি?

এ কি! কোন উত্তর না দিয়ে নাচ্তে লাগ্‌ল যে! এর হর্ষের কারণ না জানি কি। (চিন্তা করিয়া) ওঃ। বুঝেচি।—

ঘন-শ্রী সুচারু পুচ্ছ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে
অনিল-পরশে,
নাহি মোর প্রিয়া তাই নিঃসপত্ন হয়ে শিখী
নাচিছে হরষে।
সুকেশীর কেশগুচ্ছ কুসুম-ভূষিত
রতিশ্রমে আহা কিবা হ'ত আলুলিত!
—সে থাকিলে শিখী কারো মন কি হরিত?

আচ্ছা যাক্। পরদুঃখে যে সুখী, তাকে আর জিজ্ঞাসা করব না। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, গ্রীষ্মাবসানে উন্মত্ত কোকিল জাম-গাছের ডালে বসে' আছে। বিহঙ্গ-জাতির মধ্যে এরাই পণ্ডিত। ভাল, একেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

কামী জন যত সবে
বলে তোরে মদনের দূতী,
—মানের অমোঘ অস্ত্র
—মান ভাঙিবারে দক্ষ অতি।
কলভাষী পিক ওরে! মোর কাছে প্রেয়সীরে
কর আনয়ন।
কিম্বা মোরে ত্বরা করি নিয়ে যা রে যেথা আছে
প্রেয়সী এখন॥

কি বল্লে?—আমার মত অনুরক্ত জনকে কেন সে ত্যাগ করে' চলে' গেল?—শোনো তবে :—

করিয়াছে মান, নাহি মানের কারণ,
কিছু হেতু আছে বলি' না হয় স্মরণ।
রমণের কালে দেখ রমণী সবাই
প্রভুত্ব পুরুষ-পরে করে গো সদাই।
অকারণে মান করে তারা গো অযথা,
হোক্ বা না হোক্ কোন ভাবের অন্যথা।

এ কি! আমার কথায় মনোযোগ না দিয়ে আপনার কাজেই মত্ত?

পরের মহৎ দুঃখ আজ্ঞ নাহি দহে,
তাই তো অপরে তা' শীতল বলি' কহে!
বিপন্ন আমি যে, মোরে করি' অনাদর
পক্ক-জম্বু-রসপানে পিক সে তৎপর
—মদান্ধা কামিনী যথা পিয়ে গো অধর।

আমার প্রিয়ার মত এই মধু-ভাষিণী কোকিলাও আমাকে যে ত্যাগ করে' চলে' গেল,—যাক্, আমি তাকে রাগ কর্‌চি নে। আচ্ছা, তবে এখান থেকে যাওয়া যাক্ (পরিক্রমণ ও কান পাতিয়া শ্রবণ) এই যে! দক্ষিণদিকে প্রিয়ার চরণের নূপুর-ধ্বনির মত কি যেন শোনা যাচ্চে না? —আচ্ছা, তবে ঐ দিকেই যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়!

এ নহে নূপুর-ধ্বনি মানস গমন তরে
সমুৎসুক রাজহংস-কুল।
শ্যাম-কান্তি মেঘোদয়ে নিরখিয়া দশদিশি
গুঞ্জিতেছে হইয়া আকুল॥

আচ্ছা ভাল, মানস-সরোবরে যাবার জন্য উৎসুক এই পাখীরা যতক্ষণ না সরোবর থেকে উড়ে যায়, ততক্ষণ ওদের কাছে থেকে প্রিয়ার সন্ধান নেওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) ওগো! জলবিহঙ্গরাজ!

ক্ষণ তরে ত্যজ এবে মৃণাল-পাথেয়,
মানসে যাইবে যদি পরে লয়ে যেয়ো।
প্রিয়ার বিরহ হ'তে, মোরে এবে কর গো উদ্ধার।
স্বার্থ হ'তে গুরুতর, সাধুদের বন্ধু-উপকার॥

(পথের দিকে উন্মুখ হইয়া অবলোকন) "মানস-ঔৎসুক্যে আমি কিছুই লক্ষ্য করি নি"—এই কথা বল্‌চে।

সরোবর-তীরে, হংস! যদি না দেখিয়া থাকো
সে নতভ্রূ প্রেয়সীরে মোর,

কেমনে এ মন্দ-গতি অবিকল তাঁর হ'তে
গ্রহণ করিলে তুমি চোর ?
তুমিই তো গতি তাঁর করেছ হরণ,
এনে তুমি দেও মোরে প্রিয়ারে এখন।
চুরি অভিযোগে যদি এক অংশ হৃত বলি'
হয় গো স্বীকৃত,
—সমস্ত ফিরিয়া দিতে বাধ্য সেই অপরাধী
জানিবে নিশ্চিত।

(হাসিয়া) রাজা চোরের শাসনকর্ত্তা, এই ভেবে হংসটি দেখ্‌চি ভয় পেয়ে উড়ে গেল। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, চক্রবাকীর সঙ্গে চক্রবাক্ এইখানে রয়েছে দেখচি—আচ্ছা, ওকেই ওদ জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

রথাঙ্গ তোমার নাম ; রথচক্র সম মোর
প্রেয়সী সে উর্ব্বশীর আয়ত নিতম্ব
—সেই রথে রথী আমি ; তাই জিজ্ঞাসি গো তোমা
হয়ে মনোরথাবৃত—চক্র-প্রিয়া-সঙ্গ।

এ কি !এ যে শুধু "এ কে ? এ কে ?"—এই কথাই বল্‌চে। না—হ'ল না। আমাকে নিশ্চয় চিন্তে পারি নি। আমি কে শুনবে ?

পিতামহ শশধর,
মাতামহ মোর দিনমণি।
পতিত্বে বরেছে মোরে
উর্ব্বশী ও পৃথিবী আপনি॥

এ কি ! চুপ করে' রইল যে, আচ্ছা, তবে ওকে তিরস্কার করা যাক্।

পদ্মপত্রে দেহ ঢাকি' যদি তব সহচরী
থাকে সরোবরে,
দূরে ভাবি' তারে তুমি হইয়া উৎসুক অতি
ডাকো সকাতরে।
পত্নী-স্নেহবশে তুমি সতত করহ ভয়
বিচ্ছেদের দুখ,
এ বিধুরে জনে তবে প্রিয়ার বারতা দিতে
কেন পরাঙ্মুখ ?

আমাদের মত যারা হতভাগ্য, তাদের এইরূপই ঘটে। আচ্ছা, আমি তবে স্থানান্তরে যাই। এই যে !

পদ্ম-অভ্যন্তরে অলি করিয়া গুঞ্জন
আমার গমনে বাধা দেয় অনুক্ষণ।
অধর-দংশন-কালে করিত শীৎকার
—মনে পড়ে মোর সেই আনন প্রিয়ার।

তা হোক্। এই কমলবাসী মধুকরকেও একবার জিজ্ঞাসা করি, এখান থেকে গিয়ে আবার না অনুতাপ করতে হয়।

মধুকর মদিরাক্ষি! প্রিয়া মোর কোথা বল শুনি,
বরতনু প্রেয়সীরে, কোথাও কি দেখ নাই তুমি ?
সে মুখ সুরভি-শ্বাস, তুমি যদি করিতে আঘ্রাণ
তা হ'লে কি এই পদ্মে মজিত গো তোমার পরাণ ?

যাই, অন্যত্র গিয়ে অন্বেষণ করি। (পরিক্রমণ) এই যে, কদম্ব-তরুস্কন্ধে ঠেস দিয়ে করিণীর সঙ্গে গজরাজ এইখানে আছেন। (দেখিয়া) থাক্, তবে এখন ত্বরা দিয়ে কাজ নেই।

ভাঙ্গিয়া শল্লকী-তরু, করিণী সে শুণ্ডে করি'
আনিয়াছে অভিনব পল্লব তাহার।
তাহা হ'তে ঝরে ক্ষীর—সুরভি আসব-রস—
আগে তাহা গজরাজ, করুক আহার।

(ক্ষণকাল থাকিয়া) যাক্—এইবার আহার শেষ হয়েছে, এইবার জিজ্ঞাসা করি।

দেখেছ কি গজরাজ, বল না আমায়,
শশি-কলা সম কোন রূপসী বালায় ?
সুচির-যৌবনা সেই প্রিয়-দরশনা
—যূথিকা-ভূষিত যার কেশের রচনা।

(সহর্ষে) এই যে, স্নিগ্ধমন্দ্র গর্জ্জনে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছে, আমি প্রিয়াকে আবার পাব। আমরা উভয়ে সমধর্ম্মী কি না, তাই গজরাজের উপর আমার এত অনুরাগ।

আমায় গো লোকে বলে পৃথ্বীরাজ-অধীশ্বর,
তুমিও তো নাগ-অধিরাজ।
তুমি কর মদ-দান অজস্র ধারায় সদা,
ধন-দান আমারো তো কাজ।
স্ত্রীরত্ন যত আছে
তার মাঝে সেরা সে উর্ব্বশী।
করিণীর মাঝে, তব
বরা এই করিণী-রূপসী।

আমা-সম সব তব
কিছুমাত্র নাহিক অন্যথা।
শুধু নাহি আমা সম
প্রিয়া লাগি' বিরহজ ব্যথা॥

তুমি সুখে থাকো। আমি অন্যত্র অন্বেষণ করি গে। (পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, সুরভি-কন্দর নামে অতি রমণীয় একটি পর্ব্বত দেখা যাচ্চে। অপ্সরাদেরও এইটি প্রিয় স্থান। সেই সুন্দরীকে কি এরই উপত্যকায় পাওয়া যাবে? (পরিক্রমণ ও অবলোকন) কি আশ্চর্য্য! আমার অদৃষ্ট-ফলে মেঘও এখন বিদ্যুৎ-শূন্য। যা হোক্, আমি এই শৈলরাজকে না জিজ্ঞাসা করে' ফিরব না।

হে পৃথুনিতম্ব গিরি! সুচারু নিতম্ববতী
পীনস্তনী—ক্ষীণ যার অঙ্গ-সন্ধিচয়—
সেই মোর উরবশী —রূপসী যে রতি সম—
তব কোন বনে কি গো লয়েছে আশ্রয়?

এ কি! চুপ করে' রইল যে! বোধ হয়, দূরত্ব-প্রযুক্ত শুনতে পাই নি—আচ্ছা, কাছে গিয়ে আবার ওকে জিজ্ঞাসা করি। (পরিক্রমণ করিয়া)

ওহে পর্ব্বত-নাথ! জিজ্ঞাসি গো তোমা কাছে
দেখেছ কি কোন বামা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী
আমা-বিরহিত হয়ে তব রম্য বন-মাঝে
বিয়াকুলা ইতস্ততঃ ভ্রমে হা হা করি'?

(শুনিয়া সহর্ষে) তাই তো, ও যে বল্চে, "ঠিক ঐরূপ আপনার প্রিয়াকে দেখেছি।" আরও বল্চে,—"আপনি যা বল্লেন, তা অপেক্ষাও প্রিয়তর একটা কথা বলি শুনুন।"—তবে আমার প্রিয়তমা কোথায়? (নেপথ্যে তাহাই শুনিয়া) হা দিক্—এ যে আমারই কন্দর-মুখ-নির্গত প্রতিশব্দ। (বিষাদের অভিনয়) আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। এই গিরি-নদীতীরের তরঙ্গ-বায়ু একটু সেবন করা যাক্। এই স্রোতস্বতী নব জলে কলুষিতা হলেও, একে দেখ্তে আমার বড় ভাল লাগচে।

তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গ যেন, ক্ষুভিত বিহঙ্গ-রাজি
—রশনা উহার।
সম্ভ্রম-শিথিল বাস ফেনরাশি-রূপে যেন
করিছে বিস্তার।

চলিছে স্খলিত-গতি চিন্তি' অপরাধ মম
মনে অবিরত,
না পারি' সহিতে আর নিশ্চয় সে হইয়াছে
নদী-পরিণত।

আচ্ছা, আমি একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

তোমাতে আসক্তি মম বদ্ধ গাঢ়তর,
তাই প্রিয়বাক্য তোমা কহি নিরন্তর।
হয় নি প্রণয়-ভঙ্গে
বিমুখ এ চিত্ত তব প্রতি,
দেখিয়াছ কভু কি গো
অপরাধ মোর একরতি?
তবে কেন মানিনি লো!
দাসজনে ত্যজিলে এমতি?

অথবা ইহা প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নয়; তা না হ'লে পুরূরবাকে ত্যাগ করে' সমুদ্রের প্রতি কেন অভিসারিণী হবে। আচ্ছা, তাই ভাল। বিলাপ করে' কোন ফল নেই। আচ্ছা, আমি এখন তবে সেই স্থানে গমন করি, যেখান থেকে সেই সুনয়না আমার নয়ন হ'তে তিরোহিত হয়েছিলেন। (পরি-ক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, পথে তাঁর পদ-চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

বকত কদম্ব-ফুল—গ্রীষ্ম-অবসান যাহা
করে গো সূচিত
—এখনও হয় নি তার সমগ্র কেশরগুলি
পূর্ণ বিকসিত।
শুধু যেন প্রিয়া মোর, চূড়া-আভরণ-রূপে
করেছেন ধৃত॥

(দেখিয়া) ঐ যে হরিণটি বসে' আছে—আচ্ছা, ওকেই প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি।

ঐ যে গো কৃষ্ণসার, বসিয়া রয়েছে হোথা
সমুজ্জ্বল বিচিত্র-বরণ,
আহা যেন কানন-শ্রী করিয়া কটাক্ষপাত
বন-শোভা করে নিরীক্ষণ।

(দেখিয়া) আমাকে যেন অবজ্ঞা করে' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। (দেখিয়া)

স্তনপায়ী শিশুসঙ্গে
মৃগী যবে আইল সমীপে

গ্রীবাভঙ্গ করি কিবা
মৃগ তারে দেখে অনিমিষে।
ওহে মৃগপতি!
প্রিয়ারে দেখেছ কি গো তব এই বনে?
তাহার লক্ষণ বলি শোনো গো শ্রবণে॥
আয়ত-লোচনা যথা তব সহচরী
আমার প্রেয়সি সেও এমনি সুন্দরি।

কি? আমার কথায় অনাদর করে' ওর স্ত্রীর কাছেই রইল। বোঝা গেছে। দশা-বিপর্য্যয় হলেই অপমানের পাত্র হ'তে হয়। এখান থেকে তবে যাওয়া যাক্।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

ফাটা পাষাণের ভিতর থেকে কি একটা দেখা যাচ্চে না?

কেশরী যে গজরাজে করিয়াছে হত
এ কি সেই প্রভাময় মাংস-খণ্ড তার?
অথবা হবে কি ইহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
কিম্বা বরষিল নভ অনল-আসার।

(বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

এ কি! এ যে মণি হেরি—অশোক-গুচ্ছের মত
রক্তিম-বরণ,
নহিলে উহারে যেন সূর্য্যদেব করিছেন
কর প্রসারণ!

মণিটি অতি মনোহর। আচ্ছা, ওটিকে আমি তবে নি। অথবা:—

শিরে যোগ্য এ যে প্রিয়ার মাথায়
—মন্দার-কুসুম-বাসে যাহা সুরভিত।
কিন্তু সেই প্রিয়া মোর এখন কোথায়?
কেন তবে করি ইহা অশ্রুতে সিক্তিত?

নেপথ্যে।—লও বৎস লও।

এই "সঙ্গমন"-মণি, গৌরী-পাদপদ্ম-রাগ
হ'তে উৎপাদিত,
যে করে ধারণ ইহা, প্রিয়জন-সহ শীঘ্র
হয় সম্মিলিত।

রাজা।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)—না জানি কে আমাকে এই কথা বলচে। (চারিদিক্ দেখিয়া) এই যে! আমার প্রতি একজন মৃগচারী মুনির দয়া হয়েচে। ভগবন্! আপনার এই উপদেশে আমি অনুগৃহীত হলেম। (মণি গ্রহণ করিয়া) ওহে সঙ্গমন-মণি!

বিযুক্ত রয়েছি এবে
ক্ষীণ-মধ্য প্রেয়সী হইতে,
মিলন করিয়া দিতে
যদি পার তাহার সহিতে
—হর যথা ইন্দু-কলা
চূড়াদেশে করেন ধারণ
মণি! তোরে সযতনে
শিরে মোর করিব স্থাপন।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই কু
হীন লতাটিকে দেখে কি জন্য আমার ওর উপর
ভালবাসা হচ্চে?—অথবা, ভালবাসবার উপ
কোন কারণ আছে—কেননা:—

মেঘ-জলে আর্দ্র দেখি পল্লব লতার
—অশ্রুজলে ধৌত যেন অধর প্রিয়ার।
লতাটি কুসুম-হীন
গেছে কাল পুষ্প ফুটিবার,
প্রিয়াও ভূষণ হীন
না পরেন কোন অলঙ্কার।
তাহার চরণে পড়ি'
কত আমি চাহিলাম মাপ,
তখন অগ্রাহ্য করি'
এবে চণ্ডী করে অনুতাপ।

প্রিয়ার অনুকারিণী এই লতাটিকে তবে প্রণ
ভাবে আলিঙ্গন করি। (লতাকে আলিঙ্গন)

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

রাজা।—(নিমীলিতাক্ষ হইয়া স্পর্শসুখের অ
নয়) এ কি! উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শের মত যে আ
শরীরে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হচ্চে। তবু এখ
বিশ্বাস নেই। কেননা:—

প্রথমেতে প্রিয়া বলি,
যারে যারে করি নির্দ্ধারিত
—মুহূর্ত্তে হইল তারা
অন্যরূপে রূপান্তরিত।
এ মোর নয়ন দুটি
উন্মীলিত করিব না আর,
স্পর্শি যারে প্রিয়া ভাবি
—পাছে প্রিয়া না হয় আবার

(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) এ কি! সত্যই যে প্রিয়তমা!

উর্ব্ব।—(অশ্রু মোচন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—

তোমার বিরহে প্রিয়ে, তমোঘোরে ছিলাম মগন,
তাগ্যবশে পেয়ে পুনঃ, মৃত যেন পাইল চেতন।

উর্ব্ব।—অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি সমস্ত বৃত্তান্ত মহারাজ প্রত্যক্ষ করেছি।

রাজা।—অন্তরেন্দ্রিয়?—এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলেম না।

উর্ব্ব।—আমি তা বল্‌চি। আপাততঃ, আমি যে রাগ করে' চলে' গিয়ে আপনাকে এই অবস্থায় ফেলেছিলেম, সেজন্য প্রসন্ন হয়ে আমাকে মার্জ্জনা করুন।

রাজা।—কল্যাণি! আমাকে আবার প্রসন্ন করতে হবে কেন? তোমার দর্শনেই বাহ্য-অন্তঃকরণ, অন্তরাত্মা, সমস্তই আমার প্রসন্ন হয়েছে। বল দিকি, আমাকে ছেড়ে কি করে' এত দিন ছিলে?

উর্ব্ব।—শুনুন মহারাজ! ভগবান্ কার্ত্তিকেয়, শাশ্বত কুমারব্রত গ্রহণ করে' অকলুষ নামে গন্ধমাদনের এই প্রান্তদেশে এসে বাস করেন এবং সেই সময়, এই নিয়ম স্থাপন করেন:—যে কোন স্ত্রীলোক এ প্রদেশে প্রবেশ করবে, অমনি সে লতাকারে পরিণত হবে—গৌরীচরণপ্রসূত মণি-বিনা আর তার উদ্ধার হবে না। আমি গুরুদেবের শাপ-প্রভাবে বিমূঢ়-চিত্ত হয়ে, দেবতার নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, আপনার প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করে' কুমার-বনে প্রবেশ করি। প্রবেশ করবামাত্রই আমি বসন্তলতায় পরিণত হই।

রাজা।—এখন সব বুঝতে পারলেম।

শয্যাপরে সুপ্ত হ'লে সুরত-আয়াসে,
আশঙ্কা করিতে তুমি—গিয়াছি প্রবাসে।
সেই তুমি বল প্রিয়ে কেমন করিয়া
সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিলে সহিয়া?

একজন মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁর উপদেশে—তুমি যার কথা বলছিলে—সেই মণি লাভ করে', সেই মণির প্রভাবেই দেখ তোমাকে আবার পেলেম। (মণি প্রদর্শন)

উর্ব্ব।—অহো! এই সেই "সংগমনীয়" মণি? তাই, মহারাজ আমাকে যেমনি আলিঙ্গন করলেন, অমনি আমি প্রকৃতিস্থ হলেম। (মণি লইয়া মস্তকে ধারণ)

রাজা।—এই ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াও দিকি।

ললাটের মণি-রাগে, দীপ্ত তব বদন-মণ্ডল
—ধরিয়াছে শোভা যেন, বালাতপে রক্ত কমল।

উর্ব্ব।—বহুকাল হ'ল প্রতিষ্ঠান নগর ছেড়ে আপনি চলে' এসেচেন। এর জন্য প্রজারা নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করচে। চলুন, আমরা ফিরে যাই।

রাজা।—তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

উর্ব্ব।—মহারাজ! কি রকম করে' এখন যেতে ইচ্ছা করেন?

রাজা।—দেখ প্রিয়ে!

সৌদামিনী-বিলসিত যাহার পতাকা,
গায়ে যার নবচিত্র ইন্দ্রধনু আঁকা,
হেন নবমেঘ-রথে ওলো লীলা-গতি!
লয়ে যাও তুমি মোরে আমার বসতি॥

পঞ্চম অঙ্ক

(পরিতুষ্ট হইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—আঃ! বাঁচা গেল, রাজা উর্ব্বশীকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন-বন প্রভৃতি প্রদেশে বিহার করে' ভাগ্যে ভাগ্যে ফিরে এসেছেন। এখন আবার সৎকার-উপচারের দ্বারা প্রজারঞ্জন করে' রাজ্য করচেন। এখন কেবল তাঁর সন্তানেরই অভাব, এ ছাড়া আর কোন অভাব নেই। আজ একটি বিশেষ শুভ তিথি, তাই মহারাজ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দেবীদের সহিত কৃত-স্নান হয়ে এইমাত্র বাস-গৃহে প্রবেশ করেছেন। এখন সেখানে তিনি অনুলেপন মাল্যাদির দ্বারা অলংকৃত হচ্চেন—এই বেলা সেইখানে গিয়ে আমিই প্রথমে তার ভাগ নিই গে। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—যে মণিটি মহারাজের হৃদয়-বিলাসিনী প্রেয়সীর মাথার চূড়ামণি, সেই মণিটি একটি তালপাতার ঠোঙায় লাল রেশমি কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিলেম, এমন সময়ে একটা শকুনী আমিষ-খণ্ড মনে করে' সেটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

বিদূ।—(কান পাতিয়া) কি উৎপাত! সেই সঙ্গমনীয়-চূড়ামণিটি মহারাজের যে বিশেষ আদরের সামগ্রী। এই যে, বেশভূষা শেষ না হতেই মহারাজ আসন থেকে উঠে এই দিকে আসচেন। আমি এইবার তবে নিকটে যাই।

(উদ্বিগ্ন পরিজনের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।— নিজের মরণ নিজে করি' আহরণ
কোথায় গেল গো সেই চোর-বিহঙ্গম
—রত্নকেরি ঘরে চুরি করিয়া প্রথম?

কিরাত।—এই যে পাখীটার মুখে মণির স্বর্ণ-সূত্রটা লেগে আছে—আর সেইটে মুখে করে' মণ্ডলাকারে যেমন উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে, আর অমনি যেন আকাশে তার এক-একটা রেখা পড়চে।

রাজা।—মুখে ধরি' হেম-সূত্র
মণিটিরে করিয়া গ্রহণ,
অঙ্গার-চক্রের মত
চক্রাকারে ঘোরে বিহঙ্গম।
ত্বরিত-ভ্রমণে তার
নভ-পট-মাঝে যায় দেখা
বলয়-আকারে যেন
মণিটির রক্ত-রাগ-রেখা।

—এখন কি কর্ত্তব্য?

বিদূ।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজ! দয়া করে' কি হবে?—অপরাধীকে শাসন করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেচ। ধনু—ধনু।

রাজা।—কৈ বয়স্য। পাখীটাকে তো দেখা যাচ্চে না?

বিদূ।—শব-ভোজী সেই দুষ্ট পাখীটা এখান থেকে দক্ষিণদিকে উড়ে গেছে।

রাজা।—(ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) এই দেখ্‌তে পেয়েচি।

এই সে মণিটি আনি' দিক-বিধু-মুখখানি
অলঙ্কৃত করেছে বিহগ।
অশোক-স্তবক শোভে ঘেরা প্রভা-পল্লবে
—এমনি গো হয় অনুভব॥

(ধনু হস্তে যবনীর প্রবেশ)

যবনী।—মহারাজ! এই হস্তাবরণ, আর এই ধনু।

রাজা।—এখন আর ধনুতে কি হবে? দুষ্টটি এখন বাণ-পথের অতীত। দেখ না কেন:—

বিহঙ্গম-নীত মণি দূরে এবে ভায়,
গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে মঙ্গলের প্রায়।

(কঞ্চুকীকে দেখিয়া) দেখ লাতব্য, আমার নাম করে' নগর-রক্ষীকে বল, সেই বিহঙ্গ-দস্যু কোন্ বৃক্ষ-আবাসে আশ্রয় নিয়েচে বিশেষ করে' অনুসন্ধান করে।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

বিদূ।—এখন আপনি বসুন। সেই রত্ন-চোর যেখানেই থাক্, আপনার শাসন কিছুতেই অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে না।

রাজা।—(বিদূষকের সহিত উপবেশন করিয়া)

যে মণিটি বিহঙ্গম গিয়াছে লইয়া
প্রিয় শুধু নহে উহা সুমণি বলিয়া।
প্রিয়া সহ ঘটায়েছে আমার মিলন
—তাই সঙ্গমনী-মণি মোর প্রিয় ধন।

(শর-সমেত মণি লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

বিদূ।—এ কথা আপনি আমাকে পূর্ব্বে একবার বলেছিলেন বটে।

কঞ্চু।—মহারাজের জয়!
অপরাধী বধ্য পাখী
গিয়াছিল গৃহান্তরে উড়ি,
প্রবল প্রতাপ তব
সু-তীক্ষ্ন বাণরূপ ধরি'
শিথিল তাহার দেহ;
ওই দেখ মণির সহিতে
হইয়া বিদীর্ণ-তনু
পড়ে ভূমে আকাশ হইতে।

(সকলের বিস্ময়)

কঞ্চু।—মণিটিকে জলে ধোয়া গেছে—এখন কারও হাতে দেওয়া হোক্।

রাজা।—দেখ কিরাতি, এটিকে অগ্নিশুদ্ধ করে' পেট্‌রার ভিতর রেখে দেও।

কিরাতি।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[মণি লইয়া প্রস্থান।

রাজা।—লাতব্য! তুমি কি জান, এ বাণটি কার?

কঞ্চু।—নাম লেখা আছে দেখা যাচ্চে, কিন্তু আমার এ ক্ষীণ দৃষ্টিতে অক্ষর ঠাওরাতে পারচিনে।

রাজা।—আচ্ছা, শরটি আমার কাছে নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—(তথাকরণ)

রাজা।—(নামাক্ষর পাঠ করিয়া অপত্য-লাভের হর্ষ)

কঞ্চু।—আমি তবে আমার কাজে যাই।

[প্রস্থান।

বিদু। আপনি কি ভাবছেন?

রাজা।—পক্ষি-হন্তার নামাক্ষরগুলি শোনো। (পাঠ)

উর্ব্বশীর গর্ভজাত,
ইলা-সুত পুরূরবা রাজার কুমার
—রিপুদল-আয়ুহর্ত্তা
"আয়ু"-নামে ধনুর্দ্ধারী—এ বাণ তাহার।

বিদু।—(সপরিতোষে) কি সৌভাগ্য! আপনার দেখ্‌চি তা হ'লে সন্তানলাভ হ'ল।

রাজা।—সখা! এ কি করে' হ'ল? নৈমেষের-যজ্ঞ-উপলক্ষে যাওয়া ছাড়া, তাঁর সঙ্গে আমার তো আর কখন ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাঁর গর্ভলক্ষণও আমি কখন দেখি নি। তবে সন্তান হ'ল কি করে'? কিন্তু:—

কিছু দিন হ'তে আমি, দেখেছিনু বটে তাঁর
অলস নয়ন,
কুচাগ্র ঈষৎ নীল, লবলীর ফল সম
পাণ্ডুর আনন।

বিদু।—সমস্ত মানুষী ধর্ম্ম যে দেবতাতেও থাক্‌বে, এ কথা আপনি মনে করবেন না। তাঁদের সমস্ত কার্য্যই তাঁদের নিজের প্রভাব-বলে গুপ্ত থাকে।

রাজা।—তুমি যা বল্‌চ, তাই যেন হয়। কিন্তু পুত্র গোপন করে' রাখবার তাঁর অভিপ্রায় কি?

বিদু।—দেবতার রহস্য কে বুঝতে পারে বলুন?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! চ্যবন ঋষির আশ্রম হ'তে একটি কুমারকে নিয়ে একজন তাপসী এসেছেন—তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

রাজা।—দুজনকেই শীঘ্র নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া ধনুর্দ্ধারী কুমার ও তাপসীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু।—এই দিক্ দিয়ে ভগবতি, এই দিক্ দিয়ে (সকলের পরিক্রমণ)

বিদু।—(দেখিয়া) ইনিই কি সেই ক্ষত্রিয় কুমার—যাঁর নামাঙ্কিত বাণে গৃধ্রটি লক্ষ্যবিদ্ধ হয়?

রাজা।—তাই সম্ভব। কেননা:—

ওর পরে দৃষ্টি মোর হয়ে নিপতিত
এ মোর নয়ন দুটি বাষ্পেতে পূরিত।
হৃদয় হতেছে বদ্ধ বাৎসল্য-বন্ধনে,
কি অপূর্ব্ব প্রসন্নতা সমুদিত মনে।
হইতেছে ধৈর্য্য লোপ—দেহের কম্পন,
ইচ্ছা করে দিই ওরে গাঢ় আলিঙ্গন।

কঞ্চু।—ভগবতি! ঐখানেই থাকুন।

(তাপসী ও কুমারের তথা অবস্থান)

রাজা।—মাতঃ! প্রণাম।

তাপসী।—মহাভাগ! চন্দ্রবংশের বিস্তারকারী হও। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! না বোলে দিলেও, রাজর্ষির সঙ্গে যে এর ঔরস-সম্বন্ধ আছে, তা বেশ বোঝা যায়। (প্রকাশ্যে) বাছা! তোমার পিতাকে প্রণাম কর।

কুমার। (ধনু-সমেত কৃতাঞ্জলি লইয়া)

রাজা।—দীর্ঘায়ু হও।

কুমার।—(স্বগত)

স্নেহ-বাণী শুনি' যদি, মনে হয় ইনি পিতা
—ইঁহারি ঔরস পুত্র আমি,
উৎসঙ্গে বর্দ্ধিত যা'রা তাহাদের ভালবাসা
পিতা-পরে কতই না জানি।

রাজা।—ভগবতি! কি প্রয়োজনে আসা হয়েচে?

তাপ।—মহারাজ! শুনুন তবে।

এই দীর্ঘায়ু বৎস "আয়ু" জন্মাবামাত্রেই কোন কারণে উর্ব্বশী একে আমার কাছে রেখে দিয়ে যান। ক্ষত্রিয়-কুমারের জাতকর্ম্মের যেরূপ বিধান আছে, তৎসমস্তই ভগবান্ চ্যবন-ঋষি সম্পাদন করেছেন। আর, কুমার সমস্ত বিদ্যা-শিক্ষা করে' ধনুর্ব্বেদেও সুশিক্ষিত হয়েছেন।

রাজা।—তবে তো এটির অভিভাবকও আছে দেখ্‌চি।

তাপ।—আজ ঋষিকুমারদের সঙ্গে এ পুষ্প-সমিৎ আহরণ করতে গিয়ে একটি আশ্রম-বিরুদ্ধ কাজ করেচে।

বিদু।—(আবেগ-সহকারে) সে কিরূপ?

তাপ।—শুন্‌লেম, এক খণ্ড আমিষ নিয়ে একটা গৃধ্র বৃক্ষশাখায় বসেছিল—এ তাকে লক্ষ্য করে' বাণ-বিদ্ধ করে।

বিদু।—(রাজাকে অবলোকন)

রাজা।—তার পর, তার পর?

তাপ।—তার পর, ভগবান্ চ্যবন এই বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরে আমাকে আদেশ কর্‌লেন, "এই ন্যস্ত বালককে যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করে' এসো—তাই আমি দেবী উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি।

রাজা।—আচ্ছা, ভগবতি, তবে আসন গ্রহণ করুন।

তাপ।—(উপনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—লাতব্য! উর্ব্বশীকে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—(কুমারকে অবলোকন করিয়া) এসো, বৎস, এসো।

সুত-স্পর্শ-সুখ নাকি সর্ব্বাঙ্গ-শরীর-ব্যাপী
আমি শুধু এই কথা লোক-মুখে শুনি।
তাই কাছে আসি' ওরে! হরষিত কর্ মোরে
চন্দ্রকর-স্পর্শে যথা চন্দ্রকান্ত-মণি॥

তাপ।—জাহু! তোমার পিতাকে সুখী কর।

কুমার।—(রাজার নিকটে গিয়া পাদগ্রহণ)

রাজা।—(কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া পাদপীঠে বসাইয়া) বৎস! এই দিকে তোমার পিতার প্রিয়-সখা ব্রাহ্মণকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।

বিদু।—আমাকে দেখে আবার ভয় কিসের? আশ্রমে তো অনেক বানর দেখেছ?

কুমার।—(সস্মিত) তাত! প্রণাম করি।

বিদু।—কল্যাণ হোক্!

(উর্ব্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—এই দিকে দেবি, এই দিকে।

উর্ব্ব।—(কুমারকে দেখিয়া স্বগত) কে ওটি পাদ-পীঠে বসে' আছে, আর স্বয়ং মহারাজ ওর শিখা বন্ধন করে' দিচ্চেন? (তাপসীকে দেখিয়া স্বগত) ও মা! এ যে সত্যবতী—তাতেই মনে হচ্চে, ওটি আমার পুত্র আয়ু।—বেশ বড় হয়েছে তো!

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

ওই যে জননী তব
—দৃষ্টি ওঁর তোমা পানে স্থির।
স্তনাংশুক ভেদি' দেখ
স্নেহরস হতেচে বাহির॥

তাপ।—জাহু! মায়ের কাছে এগিয়ে এসো।

কুমার।—(উর্ব্বশীর নিকটে আগমন)

উর্ব্ব।—ভগবতীর চরণে প্রণাম করি।

তাপ।—বৎসে! পতির আদরিণী হও।

কুমা।—জননি! প্রণাম করি।

উর্ব্ব।—(কুমারের মুখ তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন) বৎস! পিতৃ-ভক্ত হও। (রাজার নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—এসো পুত্রবতি, কাছে এসো। এই-খানে বোসো। (অর্দ্ধাসন প্রদান)

তাপ।—সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করে' কুমার এখন কবচধারী হয়েচে। যাকে তুমি আমার হাতে সমর্পণ করেছিলে, তাকে তোমার পতির সমক্ষেই দেখ আবার ফিরিয়ে দিলেম। তা, এখন বিদায় নিতে ইচ্ছা করি, আমার আশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত হচ্চে।

উর্ব্ব।—অনেক দিনের পর দেখা হওয়ায় দর্শন-তৃষ্ণা আমার যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েচে। ছাড়তেও পারচি নে, আবার আশ্রমের ব্যাঘাত করাটাও অন্যায় মনে হচ্চে। আচ্ছা, যান তবে আর্য্যে! কিন্তু আবার যেন দেখা হয়।

তাপ।—আচ্ছা, সেই ভাল।

কুমা।—আপনি সত্যি ফিরে যাচ্চেন?—তবে ময়ূরকেও আশ্রমে নিয়ে যান।

রাজা।—দেখ বৎস! প্রথম-আশ্রমে তুমি তো বাস করে' এসেচ; এখন তোমার দ্বিতীয়-আশ্রমে থাকবার এই সময়।

তাপ।—বাছ! তোমার পিতা যা বল্চেন, তাই কর।

কুমা।—আচ্ছা তবে:—

"মণিকণ্ঠ" যে শিখীর
চূড়াটি দিতাম চুল্কায়ে
আর অঙ্কে কোলে মোর
অকাতরে পড়িত ঘুমায়ে,
পুচ্ছটি উঠিলে তার
সেথা তারে দিও গো পাঠায়ে।

তাপ।—(হাসিয়া) আচ্ছা তাই হবে। তোমাদের কল্যাণ হোক্।

[প্রস্থান।

রাজা।—কল্যাণি।

এ তব সুপুত্র পেয়ে পুত্রবানদের মাঝে
আজি আমি হনু অগ্রগণ্য।
পৌলোমী-সম্ভব পুত্র জয়ন্তেরে লভি' যথা
পুরন্দর হইলেন ধন্য॥

উর্ব্ব।—(স্মরণ হওয়ায় রোদন)

বিদূ।—এ কি! হঠাৎ অশ্রুমুখী হলেন কেন?

রাজা।—কেন বা সুন্দরি তুমি কাঁদিছ এখন?
বংশধর পেয়ে যে গো আমি হৃষ্ট-মন।
পীনস্তনপরে প্রিয়ে ফেলি' অশ্রুধার
রচিলে যে দ্বিতীয় এ মুকুতার হার।

(অশ্রু বিসর্জ্জন)

উর্ব্ব।—শোন মহারাজ। অনেক দিনের পর পুত্রটিকে আবার দেখ্তে পেয়ে তখন একটা কথা বল্তে ভুলে গিয়েছিলেম। মহেন্দ্রের নাম করায় তাঁর সেই নিয়মটার কথা আমার মনে পড়ল—আর তাতেই আমার হৃদয়ে এখন কষ্ট উপস্থিত হয়েছে।

রাজা।—বল—সে নিয়মটি কি?

উর্ব্ব।—পূর্ব্বে মহারাজের প্রতি আমার হৃদয় যখন আসক্ত হয়, তখন মহেন্দ্র আজ্ঞা করেছিলেন—

রাজা।—কিরূপ শুনি।

উর্ব্ব।—"যখন আমার প্রিয়সখা রাজর্ষি, তোমার গর্ভসম্ভূত পুত্রমুখ দর্শন করবেন, তখন আমার নিকটে তোমার আসতে হবে।" তাই পাছে মহারাজের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে আমি পুত্র জন্মাবামাত্রই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে চ্যবনের আশ্রমে আর্য্যা সত্যবতীর হস্তে পুত্রটিকে গোপনে সমর্পণ করেছিলেম। এখন আমার পুত্রটি পিতৃসেবায় সমর্থ হয়েছে তিনি আমাকে প্রত্যর্পণ করেছেন। তাই মহারাজের সহিত একত্র বাস করা আজ হ'তে আমার শেষ হ'ল।

(সকলের বিষাদ)

রাজা।—অহো! সুখসম্ভোগে দৈবের কি প্রতিকূলতা! (নিশ্বাস ছাড়িয়া)

পুত্রলাভে আহ্লাদিত হইনু যেমন
বিচ্ছেদ তোমার সনে ঘটিল অমনি।
তাপ-ক্লিষ্ট তরু যথা প্রথমে শীতল হয়
নব মেঘ-বরিষণে
কিন্তু গো সহসা যথা পড়ে ঘোর বজ্রানল
তদুপরি সেইক্ষণে!

বিদূ।—এ কি! এই অর্থ হওয়াতেই যে আবার অনর্থ উপস্থিত হ'ল! এখন আমার মনে হয়, বল্কল ধারণ করে' আপনার তপোবনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

উর্ব্ব।—হায়, আমি কি হতভাগিনী! না জানি, এখন মহারাজ আমাকে কি মনে করবেন। হয় তো মনে করচেন—আমার পুত্রলাভ হয়েছে, পুত্র কৃতবিদ্য হয়েছে, আমার সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে, আর অমনি আপনাকে ছেড়ে আমি এখন স্বর্গারোহণ করচি।

রাজা।—না না—আমি তা মনে করচি নে!

পরাধীন জন যে গো, বিচ্ছেদ সুলভ তার,
সাধিতে পারে না সে যে, যাহা প্রিয় আপনার।
অতএব যাও তুমি,
থাকো গিয়া পতির সদনে!
আমিও পুত্রের দিয়া
রাজ্য-ভার, যাই তপোবনে
—চরে যেথা মৃগকুল
ইতস্ততঃ আনন্দিত মনে॥

কুমা।—তাত! মহাবৃষের ভার দুর্ব্বল বৎসতরের উপর দেবেন না।

রাজা।—দেখ বৎস!

শিশু হইলেও গজ
হয় যদি "মদগন্ধ"-জাতি
সহজে শাসন করে
অন্য গন্ধে সেই শিশু-হাতী;
হলেও ভুজঙ্গ-শিশু
অতি উগ্র বিষ হয় তার,
বাল্য-দশাতেও নৃপ
বহিতে পারে সে পৃথ্বী-ভার।

দেখ লাতব্য! আমার নাম করে' অমাত্য-পরিষদ্‌কে বল, আয়ুর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন যেন এখনি করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

(সকলের দৃষ্টিরোধ)

রাজা।—(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! বিনা মেঘে যে বিদ্যুৎপ্রকাশ!

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ও মা! ভগবান্ নারদ যে!

রাজা।—তাই তো! ভগবান্ নারদ যে!

স্বাপিঙ্গল জটাজুট গোরোচনা-রেখা যথা
নিকষ-প্রস্তরে,
যজ্ঞ-উপবীত শোভে যেন শুভ্র শশি-কলা
বক্ষের উপরে।
মুক্তাহার-বিবর্জ্জিত এই ভূষণের শোভা
অতি অনুপমা
—জলন্ত কল্পতরু তাহা হ'তে নামে যেন
কাঞ্চন লবণা।

ওঁকে অর্ঘ্য দেও—অর্ঘ্য দেও।

উর্ব্ব।—(অর্ঘ্য আনিয়া) এই ভগবানের অর্ঘ্য।

রাজা।—(উর্ব্বশীর হস্ত হইতে লইয়া অর্ঘ্যাঞ্জলি দান) ভগবন্! অভিবাদন করি।

উর্ব্ব।—ভগবন্! প্রণাম করি।

নার।—বিরহ-শূন্য দম্পতি হও।

রাজা।—(স্বগত) তাই যেন হয়। (কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া প্রকাশ্যে) বৎস! ভগবান্‌কে প্রণাম কর।

কুমা।—ভগবন্! উর্ব্বশী-পুত্রের প্রণাম গ্রহণ করুন।

নার।—দীর্ঘায়ু হও।

রাজা।—অনুগ্রহ করে' এই আসনে উপবেশন করুন।

নার।—(উপবিষ্ট)

(নারদ বসিলে সকলের উপবেশন)

নার।—মহেন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করুন।

রাজা।—বলুন, আমি অবহিত হয়ে শুনছি।

নার।—প্রভাবদর্শী ভগবান্ ইন্দ্র আপনাকে বন-গমনে কৃতনিশ্চয় জেনে আপনাকে এই আদেশ করেছেন—

রাজা।—কি আদেশ?

নার।—ত্রিকাল-দর্শী মুনিগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, দেবাসুর-সংগ্রাম আসন্ন। আপনিও দেব-সংগ্রামে আমাদের সহায়; অতএব এ সময় আপনার শস্ত্র ত্যাগ করা উচিত হয় না। আর, এই উর্ব্বশী যাবজ্জীবন আপনারই সহধর্ম্মচারিণী হয়ে থাকুন।

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) মা গো! হৃদয় থেকে যেন একটা শেল নাম' গেল।

রাজা।—আমি তো দেবরাজেরই আজ্ঞাধীন।

নার।—ঠিক।

তব কার্য্য করিবেন বাসব সাধন;
তুমিও করিবে তাঁর ইষ্ট আচরণ।
বর্দ্ধন করেন সূর্য্য দেখ হুতাশনে,
অগ্নিও স্বকীয় তেজে বাড়ান তপনে।

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) ওগো রম্ভা! কুমার আয়ুর যৌবরাজ্যের অভিষেকার্থ স্বয়ং মহেন্দ্র যে সকল সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, শীঘ্র সে সমস্ত নিয়ে এসো।

(অভিষেকের সামগ্রী লইয়া রম্ভার প্রবেশ)

রম্ভা।—ভগবন্! এই অভিষেকের সামগ্রী।

নার।—আয়ুষ্মন্! এই মঙ্গল-পীঠে উপবেশন কর।

রম্ভা।—এই দিকে বৎস। (কুমারকে বসাইয়া)

নার।—(কুমারের মস্তকে কলসের জল ঢালিয়া) রম্ভে! এইবার শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর।

রম্ভা।—(তথাকরণ) বৎস! ভগবান্‌কে প্রণাম কর।

কুমা।—(যথাক্রমে প্রণাম)।

নার।—কল্যাণ হোক!

রাজা।—কুল-ধুরন্ধর হও।

উর্ব্ব।—পিতার সেবক হও।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়)

প্রথম।—দেব-মুনি অত্রি যথা
ব্রহ্মা-সম গুণের নিধান,
অত্রি-সম শশধর,
শশধর বুধের সমান,
বুধের সমান যথা
গুণ ধরে আমাদের ভূপ,
লোক-কান্ত-গুণে তথা
তুমি হও পিতৃ-অনুরূপ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ?
—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুল তব
পূর্ব্ব হ'তে সেই কুলে
আশিস্ সমাপ্ত সব।

দ্বিতীয়।—উচ্চদেরো অগ্রগণ্য
স্থিতিমান যথা হিমাচল
আছিলা তোমার পিতা;
লক্ষ্মী তাই তাঁহাতে অচল।
অসীম তোমারো ধৈর্য্য
তাই লক্ষ্মী তোমাদের মাঝে
বিভক্ত হইয়া যেন
আরো কত শোভায় বিরাজে।
—গঙ্গা যথা, রত্নাকর আর হিমাচল
উভয়েরে বিভাগিয়া দেন তাঁর জল।

রম্ভা।—(উর্ব্বশীর নিকটে আসিয়া) সখি! ভাগ্যবলে আজ তুমি পুত্রের যৌবরাজ্য অভিষেক দেখ্‌লে—আবার পতির সঙ্গেও তোমার আর বিচ্ছেদ ঘটল না।

উর্ব্ব।—এ সৌভাগ্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ।
(কুমারের হস্তধারণ করিয়া) এসো বৎস, তোমার জ্যেষ্ঠ মাতাকে অভিবাদন করসে।

কুমা।—স্থিরভাবে অবস্থান।

নার।—এখন ঐখানেই থাকো। সময় হ'লে ওঁর নিকটে যেও!

তব পুত্র আয়ুষের যৌবরাজ্যে অভিষেক
দেখি' মোর মনে পড়ে আজ
— যবে সেই কার্ত্তিকেরে করিলেন অভিষেক
সেনাপতি-পদে দেবরাজ।

রাজা।—ভগবন্! আপনার যখন এতটা অনুগ্রহ, তখন কেনই বা সে যোগ্য হবে?

নারদ।—দেবরাজ তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করবেন বল।

রাজা।—দেবরাজ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাই যথেষ্ট, তা অপেক্ষা প্রিয় আর আমার কি হ'তে পারে? তথাপি এই প্রার্থনা—

পরস্পর-বিসম্বাদী লক্ষ্মী সরস্বতী
—একাধারে সম্মিলন সুদুর্ল্লভ অতি।
সাধুসজ্জনের যেন মঙ্গলের তরে
তাঁহাদের সম্মিলন ঘটে পরস্পরে॥

সম্পূর্ণ

নাগানন্দ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

নাগানন্দ নাটক কনৌজের অধিপতি শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক বিরচিত। রত্নাবলী নাটিকাও ইঁহার রচনা। এই নাটকখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কিম্বা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবণ বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবণ বলিলাম,—কেননা দেখা যায়, যেমন একদিকে অহিংসা পরম ধর্ম্ম—এই বৌদ্ধ নীতি-সূত্রটি এই নাটকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ও বোধিসত্ত্বদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ আবার অন্য দিকে, গৌরী ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেব-দেবীরও পূজা ভক্তি-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। চীনার পর্য্যটক হুয়েন-ৎসাং তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে শ্রীহর্ষদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই রহস্যের কতকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হুয়েন-ৎসাং বলেন, সময়ে সময়ে তিনি কখন বা হিন্দুধর্ম্মের দিকে, কখন বা বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন, কখন বা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে এবং কখন বা সূর্য্যদেব ও মহাদেবের মূর্ত্তিকে উচ্চ আসন প্রদান করিতেন; তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ-মঠ ও হিন্দুমন্দির উভয়েরই সংখ্যা প্রায় সমান ছিল।

শ্রীহর্ষদেব (হর্ষবর্দ্ধন) দ্বিতীয় শিলাদিত্য নামে ইতিহাসে খ্যাত। তিনি খৃষ্টাব্দ ৬০৬ হইতে ৬৪৮ পর্য্যন্ত কনৌজে রাজত্ব করেন।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার	
জীমূতবাহন (নায়ক)	বিদ্যাধর-রাজকুমার, ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্তী।
আত্রেয় (বিদূষক)	জীমূতবাহনের বয়স্য।
জীমূতকেতু	জীমূতবাহনের পিতা।
মিত্রাবসু	সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র ও মলয়বতীর ভ্রাতা।
শেখরক (বিট)	রাজ-পারিষদ্।
শঙ্খচূড়	একজন নাগ।
গরুড়	পক্ষিরাজ।
সুনন্দ	প্রতীহারী।

তাপস, দাস, কিঙ্কর ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

মলয়বতী (নায়িকা)	সিদ্ধরাজকুমারী।
মনোহারিকা চতুরিকা নবমালিকা	মলয়বতীর দাসীগণ।
বৃদ্ধা (১)	শঙ্খচূড়ের মাতা।
বৃদ্ধা (২)	জীমূতবাহনের মাতা।
গৌরী	বিদ্যাধরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

নাগানন্দ

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

"সমাধির ছল করি' কোন্ প্রেয়সীরে তুমি
করিছ চিন্তন ?
ক্ষণেক উন্মীলি চক্ষু, এই কামাতুর জনে
কর গো দর্শন।
পরিত্রাতা হইয়াও তুমি তো গো এ বিপদে
নাহি কর ত্রাণ,
মিথ্যা কারুণিক তুমি— নির্দয় আছয়ে কেবা
তোমার সমান ?"
—এইরূপ ঈর্ষ্যাভরে কামিনীরা তিরস্কার
করেন যাঁহারে
সেই প্রভু বুদ্ধ-জিন সতত করুন রক্ষা
তোমা সবাকারে।
আকর্ষি'-কার্ম্মুক কাম;— ঢাক-ঢোল বাজাইয়া
কাম-অনুচর সর্ব উদ্দাম উদ্ধত;
ভ্রূভঙ্গ উৎকম্প যুক্ত, মৃদুহাস্য লোল-দৃষ্টি
হাব-ভাব প্রকাশিয়া দিব্যাঙ্গনা যত;
নতশিরে সিদ্ধগণ; বিস্ময়ের বশে ইন্দ্র
হয়ে রোমাঞ্চিত;
দেখিল গো যে পুরুষে:— ধ্যান-যোগে লভি জ্ঞান
নহে বিচলিত;
—সেই সে মুনীন্দ্র বুদ্ধ তোমা সবাকারে রক্ষা
করুন নিরত।

(নান্দীর পর)

সূত্রধার।—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের পাদপদ্মোপজীবী যে সব রাজারা, মহারাজের সাদর আহ্বানে দেশ-দেশান্তর হ'তে এখানে সমাগত হয়েছেন, তাঁরা আজ আমাকে এই কথা বল্লেন;—"আমাদের প্রভু মহারাজ শ্রীহর্ষদেব, অপূর্ব্ব আখ্যান-বস্তুতে অলঙ্কৃত ও বিদ্যাধর-অধীশ্বর নায়ক-সমন্বিত 'নাগানন্দ' নামে যে নাটক রচনা করেছেন, তার কথা আমরা শ্রুতি-পরম্পরায় কেবল শুনেছি মাত্র, কিন্তু তার অভিনয় কখন দেখিনি। অতএব, সর্ব্বজন-হৃদয়-রঞ্জন সেই রাজার সম্মানার্থ এই নাটকখানি আমাদের সম্মুখে তোমরা আজ অনুগ্রহ করে' অভিনয় কর।" এখন তবে সাজসজ্জা করে' এসে তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করা যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) আমার বিশ্বাস, উপস্থিত সভাসদ্‌দেরও মন শোন্‌বার জন্য উৎসুক হয়েছে; কেননা;—

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি;
গুণগ্রাহী এই সভ্যগণ;
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে;
কিবা তবে অন্য প্রয়োজন ?
বস্তুর গৌরবে শুধু
ইষ্ট ফল পাইবার কথা,
তাহে পুন ভাগ্যক্রমে
সর্ব্বগুণ সমুদিত হেথা।

এখন তবে গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে আহ্বান করে' সঙ্গীত আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ করিয়া, নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই আমাদের গৃহ—প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া) ঠাকরুণ! এই দিকে এসো তো একবার।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—(সাশ্রুলোচনে) হতভাগিনীকে ডাকৃচ কেন ? কি কর্‌তে হবে, বল।

সূত্রধার।—ওগো! "নাগানন্দ" অভিনয় কর্‌তে হবে, আর কিছু নয়—এতে তুমি অকারণে রোদন করৃচ কেন ?

নটী।—কাঁদব না কেন বল। শ্বশুর-শাশুড়ীর বৃদ্ধাবস্থায় সংসারে অত্যন্ত বৈরাগ্য হয়েচে—আর

তুমি এখন সংসার-ভার বহন করতে সক্ষম হয়েছ মনে করে' তাঁরা তপোবনে চলে' গেছেন।

সূত্র।—(নৈরাশ্য সহকারে) কি? আমাকে ত্যাগ করে' তাঁরা তপোবনে চলে' গেছেন? এখন তবে কি কর্ত্তব্য? (চিন্তা করিয়া) এখন আমি তাঁদের চরণ-সেবার সুখ ত্যাগ করে' কি করেই বা গৃহে থাকি? দেখ, আমিও

সেবিতে পিতামাতায়
পৈতৃক ঐশ্বর্য্য সব ত্যজি'
জীমূতবাহন-সম
যাব চলি' তপোবনে আজি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ)

নায়ক।—(বৈরাগ্যের ভাবে) দেখ বয়স্য আত্রেয়!
জানি আমি, যৌবন বাসনা-আধার;
কাণ-ধ্বংসী—ইহাও গো জানি আমি সার,
কে না জানে ধরাতলে, এ ছার যৌবন
কার্য্যাকার্য্য-বিচারণে সতত অক্ষম।
তবু এ যৌবন যদি পিতা-মাতার সেবায়
হয় নিয়োজিত
—যতই হউক মন্দ— সে যৌবনে হয় লাভ
সুখ বাঞ্ছিত।

বিদূ।—(সক্রোধে) দেখ সখা! বৈরাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তির মত তুমি তো এতকাল তোমার এই জীব-মৃত বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের জন্য বনবাস-দুঃখ-ভোগ করলে; এখন তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা ত্যাগ করে' ইচ্ছাসম্ভোগ-সুলভ রাজ্যসুখ একবার অনুভব করে' দেখদিকি!

নায়ক।—সখা! তুমি কথাটা ঠিক বল্লে না। কেননা:—

পিতার সম্মুখে থাকি'
ভূতলে যে শোভার উদয়,
সিংহাসন-পরে বসি'
সেই শোভা কভু কি গো হয়?
পিতার চরণ সেবি' হয় যেই সুখ
সমস্ত সাম্রাজ্যলাভে হয় কি সেরূপ?
যে সন্তোষ হয় মনে পিতার পাতের অন্ন
করিয়া ভোজন
কভু কি সেরূপ হয় যদিও গো করি ভোগ
এ বিশ্ব-ভুবন?
যে করে সাম্রাজ্য-ভোগ
গুরুজনে করি' পরিহার
নাহি তাহে কোন সুখ,
সে রাজত্বে ক্লেশমাত্র সার।

বিদূ।—(স্বগত) আহা! গুরুজনের শুশ্রূষায় এঁর কি আশ্চর্য্য অনুরাগ! ভাল, আর কোন রকম করে' বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা, এ কথা আমি কেবল রাজ্য-সুখের উদ্দেশে বল্‌চিনে; দেখ, তোমার অন্য কর্ত্তব্যও আছে।

নায়ক।—(সস্মিত) না না সখা, যা করবার, আমি সমস্তই করেছি।

মন্ত্রিগণে ন্যায্যপথে করিনু যোজিত;
সাধুগণে সুখ-মাঝে করিনু স্থাপিত;
করিলাম রাজ্যরক্ষা;—আশার অধিক দান
করিলাম কল্পদ্রুম-সম অর্থী জনে;
এর পর কি আছে গো কর্ত্তব্য অধিক আর,
আমায় বল গো যাহা আছে তব মনে।

বিদূ।—দেখ সখা, তোমার প্রতিপক্ষ সেই মতঙ্গ-হতভাগা অত্যন্ত দুঃসাহসিক; আমার মনে হয়, সে নিকটে থাকতে, মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দিলেও, তোমা-বিনা রাজ্য কখনই সুস্থির হবে না।

নায়ক।—ধিক্ মূর্খ! মতঙ্গ রাজ্য হরণ করবে, এই তোমার আশঙ্কা হচ্চে?

বিদূ।—হাঁ, আমার সেই আশঙ্কা।

নায়ক।—তা হ'লে তো আমার সব অভীষ্টই সফল হয়। আমি আপনা হ'তে যা না দিতে পারি, পিতার আদেশ-পালনের অনুরোধে, নিজের শরীর হ'তে আরম্ভ করে'—আমার সমস্তই পরার্থের জন্য অনায়াসে দান করতে পারি। তবে, এই ছার রাজ্যের কথা চিন্তা করে' আর কি হবে? রাজ্য-ভোগ অপেক্ষা, পিতার আজ্ঞা পালন করা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। দেখ, পিতা আমাকে এইরূপ আদেশ করে-ছেন—"বৎস জীমূতবাহন! বহুদিবস হ'তে এই স্থানের সমিৎ-কুসুম আহরণ ও কন্দমূল-ফল ভোগ করা গেছে; অতএব এখন এ স্থান হ'তে মলয়পর্ব্বতে

গিয়ে, একটি বাস-যোগ্য আশ্রম নিরূপণ কর।" তাই বল্‌চি সখা, এসো, এখন সেই মলয়পর্ব্বতেই যাওয়া যাক্।

বিদূ।—আচ্ছা, তবে সেইখানেই চল।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) দেখ দেখ, আহা!

সরস সুস্নিগ্ধ ঘন চন্দন-বন-উৎসঙ্গ লভি'
পরিমলে পূর্ণকায়, সুবিমল গিরি-তট হ'তে
নির্ঝর-সলিল-রাশি পড়িতেছে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে;
—তাহার শীকর বহি' সুরভিত মলয়-মারুত
প্রথম-মিলনোৎসুক প্রিয়া-কণ্ঠ-আলিঙ্গন-সম
পথ-শ্রম করি দূর বয়স্যেরে করে রোমাঞ্চিত।

নায়ক।—(সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে, আমরা সেই মলয়পর্ব্বতে এসে পৌঁছেছি (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আহা, এ স্থানটি কি রমণীয়! দেখ—

চন্দনের তরু হ'তে ঝরে ক্ষীর, ভগ্ন হয়ে
মত্ত দিক্-গজদের
গণ্ড ঘরষণে;
সিন্ধু-গরজন সম কন্দর-গহ্বর হ'তে
ক্রন্দনের ধ্বনি উঠে
পবন-তাড়নে;
পদ অলক্তকে রক্ত মুক্তাময় শিলাভূমি
মত্ত সিদ্ধাঙ্গনাদের
গমনাগমনে;
হেরি' এ মলয়াচল, অপূর্ব্ব ঔৎসুক্য কি যে
জনমে হৃদয়-মাঝে
বলিব কেমনে।

এসো তবে এই পর্ব্বতে আরোহণ করে' একটি আশ্রমের স্থান নিরূপণ করা যাক্।

বিদূ।—হাঁ, সখা, (অগ্রে থাকিয়া) এসো।

(আরোহণ)

নায়ক।—(দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন) এ কি!

নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু,
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি মোর কোনো;
দেখা যাক্;—মুনি-বাক্য
মিথ্যা নাহি হয় তো কখনো।

বিদূ।—সখা! এই দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন, তোমার কোন আসন্ন সুখের সূচনা কর্‌চে।

নায়ক।—যা বল্লে সখা।

বিদূ।—(অবলোকন করিয়া) দেখ দেখ সখা।

সিদ্ধচ্ছায় সুনিবিড় তরুগণে সুশোভিত
দেখা যায় ওই দেখ
পুণ্য তপোবন;
হবির সুগন্ধে পূর্ণ সবেগে উঠিছে ধূম,
মৃগ-শিশু সুখাসীন
নিরুদ্বিগ্ন-মন।

নায়ক।—তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ—তপোবনই বটে। কেননা—

বাস-পরিধান তরে সদয়ে হয়েছে ছিন্ন
নাতি-স্থূল তরুণ বল্কল;
মগ্ন কমণ্ডলু জীর্ণ স্পষ্টরূপে দেখা যায়
এমনি নির্ম্মল স্বচ্ছ নির্ঝরের জল:
ব্রাহ্মণ-বালকগণ মৌঞ্জ-মেখলা ছিন্ন
ফেলিয়াছে হেথায় হোথায়,
সাম-বেদ-পদাবলী নিয়ত শ্রবণ-হেতু
শুক-পক্ষী দেখ কিবা গায়।
এসো তবে ভিতরে প্রবেশ করে' দেখা যাক।

(প্রবেশ)

(সবিস্ময়ে অবলোকন করিয়া) দেখ, মুনিরা যেমন হৃষ্টচিত্তে বেদবাক্যের সন্দিগ্ধ স্থলগুলি বিচার করে' ব্রাহ্মণ বালকদের নিকট সবিস্তরে ব্যাখ্যা কর্‌চেন— বালকেরাও, দেখ, আর্দ্র সমিৎ-কাষ্ঠ সব ছেদন করচে; আর দেখ, তাপস-কুমারীরা চারা গাছগুলির তলায় জল-সেচন কর্‌চে—আহা, এই তপোবনের কি প্রশান্ত রমণীয়তা! দেখ এখানে:—

মধুর-বচনে কিবা ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে
বলিয়া স্বাগত
কন্ধর-শিরে শাখী আমাদের সন্নিকটে
হয়েছে প্রণত;
অর্ঘ্যচ্ছলে পুষ্পবৃষ্টি ওই দেখ তরু সবে
করে বিকিরিত;
অহো! কি আশ্চর্য্য হেথা, অতিথি সেবায় দেখি
শাখীরাও হয়েছে শিক্ষিত!

হাঁ, এই তপোবনটি নিশ্চয় আমাদের বাসের

উপযুক্ত; এইখানে বাস করলেই শান্তি-সুখ লাভ হবে।

বিদূ।—দেখ সখা, ঐ হরিণগুলি একটু ঘাড় বেঁকিয়ে, স্থিরভাবে কেমন দাঁড়িয়ে আছে; মুখের চিবানো ঘাস মুখ থেকে ঝরে' ঝরে' পড়্‌চে, আর আরামে চক্ষু যেন মুদে আসচে; আর দেখ, কাণ খাড়া করে' কি যেন শুন্‌চে।

নায়ক।—(কাণ পাতিয়া) সখা! তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ।

অবধান-যোগ্য বটে; ভ্রমর-গুঞ্জন সম
বীণা-তন্ত্রী-স্বরে কিবা
হইয়া মিলিত
সম-মন্দ্র-তার-ধ্বনি প্রকটিয়া যথাস্থানে
সুস্পষ্ট ললিত গীত
হয় উচ্ছ্বসিত।
অলস কুরঙ্গ তাই দন্ত-অন্তরাল-স্থিত
তৃণ-চর্ব্বণ-শব্দ করিয়া সংযম
উৎসুক হইয়া এবে
করিছে শ্রবণ।

বিদূ।—সখা, এই তপোবনে আবার কে গান করে?

নায়ক।—দেখ, কোমল আঙুলে যেন আহত হয়ে মধুর অস্ফুট ধ্বনি বীণা-তন্ত্রী হ'তে নির্গত হচ্চে; তাই মনে হয়, কোন দিব্যাঙ্গনা (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এই দেবালয়ে আরাধনা কর্‌তে কর্‌তে বীণার সঙ্গে গান করচেন।

বিদূ।—এসো সখা, দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে' দেখা যাক।

নায়ক।—বেশ বলেছ সখা। দেবতাদের দর্শন করা আমাদেরও কর্ত্তব্য। (নিকটে গিয়া সহসা থামিয়া) সখা! এ সময়ে সহসা সম্মুখে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দেখা আমাদের উচিত হয় না। এসো, আমরা এই তমাল-গুল্মের অন্তরালে অপেক্ষা করি।

(তথাকরণ)

দৃশ্য।—দাসীর সহিত ভূতলে বসিয়া মলয়বতীর বীণাবাদন।

নায়িকা—(গান করিতে করিতে)

(গীত)

ফুল্ল পদ্মরেণু সম গৌর বরণ তব
ও মোর গৌরি!
মনোবাঞ্ছা কর পূর্ণ সুপ্রসন্ন হয়ে দেবি
প্রসাদ বিতরি॥

নায়ক।—(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) সখা! কি চমৎকার গান—কি চমৎকার বাদ্য!

দশবিধ প্রকরণে
স্বর-ধাতু করি' প্রকটিত,
দ্রুত মধ্য বিলম্বিত
ত্রিধা লয় করি' প্রদর্শিত,
গোপুচ্ছ-প্রমুখ যতি —তিনরূপ হইলেও—
যথাক্রমে করি' সম্পাদন,
বীণা-যন্ত্র-অনুগত ত্রিবিধ বাদ্যের বিধি
করিছেন দিব্য প্রদর্শন।

দাসী।—(প্রণয়-সহকারে) দিদিঠাকরুণ! দেবীর সম্মুখে বাজিয়ে বাজিয়ে তোমার আঙুল কি এখনও শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি?

নায়িকা।—(তিরস্কারের ভাবে) ওলো! দেবীর কাছে বাজিয়ে আঙুল কি কখন শ্রান্ত হয়?

দাসী।—না না দিদিঠাকরুণ, আমি বল্‌চি কি,—এই নিদয়া দেবীর কাছে বাজিয়ে কি ফল? দেখ, কুমারী-জনের পক্ষে যা দুষ্কর—সেই সব নিয়ম উপাসনাদি করে', এতকাল ধরে' তুমি দেবীর আরাধনা করচ, তবু তো তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হলেন না।

বিদূ।—ইনি দেখচি তবে কুমারী; তবে আমরা দেখি না কেন?

নায়ক।—তায় দোষ কি? কুমারীদের দেখায় কোন দোষ হ'তে পারে না। কিন্তু যদি আমাদের দেখে, বাল্য-সুলভ ভয়ে এখানে আর না থাকেন—তাই বল্‌চি, এই তমালগুল্মের অন্তরালে থেকেই দেখা যাক।

বিদূ।—আচ্ছা, সেই ভাল।

উভয়ে।—(দর্শন)

বিদূ।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) সখা, দেখ দেখ; আহা কি চমৎকার! শুধু যে ওঁর বীণা শুনে আমাদের শ্রুতি-সুখ হচ্ছে, তা নয়, আবার ওঁর রূপেতেও আমাদের চক্ষু মুগ্ধ। না জানি ইনি কে? ইনি দেবী, না, নাগকন্যা, না বিদ্যাধর-দুহিতা, না সিদ্ধকুল-সম্ভবা?

নায়ক।—(সস্পৃহভাবে অবলোকন করিয়া) সখা, ইনি কে, আমরা জানিনে বটে, কিন্তু এ কথা আমি বেশ বলতে পারি:—

সুরনারী হন যদি —নিশ্চয় কৃতার্থ হবে
বাসবের সহস্র লোচন;
নাগকন্যা হন যদি —রসাতল শশিশূন্য
হইবে গো হেরি' ও-আনন;
হন যদি বিদ্যাধরী —আমাদের এই জাতি
হইবে গো সর্ব্ব-জাতিজয়ী;
হন যদি সিদ্ধসুতা ত্রিভুবনে সুপ্রসিদ্ধ
হইবে গো সিদ্ধেরা নিশ্চয়ই।

বিদূ।—(নায়ককে অবলোকন করিয়া সহর্ষে স্বগত) কি সৌভাগ্য! অনেক দিনের পর ইনি আজ মন্মথের হাতে পড়েচেন—অথবা এই ব্রাহ্মণের হাতে পড়েচেন বল্লেও হয়।

দাসী।—(প্রণয়-সহকারে) দিদিঠাকরুণ, শোনো বলি, এই নির্দ্দয়ার কাছে বাজিয়ে কি হবে (বীণা আকর্ষণ)

নায়িকা।—(সরোষে) ওলো! ভগবতী গৌরীর নিন্দা করিস্‌নে। আজ ভগবতী আমার পরে প্রসন্ন হয়েছেন।

দাসী।—(সহর্ষে) সত্যি নাকি দিদিঠাকরুণ? কি হয়েচে বল দিকি।

নায়িকা।—ওলো! আজ স্বপ্নে এই বীণা বাজাচ্চি, এমন সময়ে, ভগবতী গৌরী আমাকে বল্লেন:—বৎসে মলয়বতি! তোমার এই বীণাবাদ্যে দক্ষতা দেখে, আর আমার প্রতি তোমার এই বালিকা-জন-দুষ্কর অসাধারণ ভক্তি দেখে আমি পরিতুষ্ট হয়েচি। অতএব, বর দিচ্চি, বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী অচিরাৎ তোমার পাণিগ্রহণ করবেন।

দাসী।—(সহর্ষে) তা যদি হয়, স্বপ্ন কেন বলচ, তোমার হৃদয়ের বরকেই তো দেবী তোমাকে দান করেছেন।

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখ সখা, দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করবার এই ঠিক অবসর। তা এসো, আমরা এইবার নিকটে যাই।

নায়ক।—আমি তো যাচ্চিনে।

বিদূ।—(অনিচ্ছুক নায়ককে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ও নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক, চতুরিকা ঠিকই বলেচে, দেবী বরই দিয়েচেন বটে।

নায়িকা।—(সভয়ে উঠিয়া নায়ককে উদ্দেশ করিয়া) ওলো! ইনি কে?

দাসী।—(নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া চুপি চুপি) এঁর যেরূপ অসাধারণ রূপ, তাতে মনে হয়, ইনিই সেই ভগবতী-দত্ত বর।

নায়িকা।—(সস্পৃহ ও সলজ্জভাবে নায়ককে অবলোকন)

ওগো তরল-চঞ্চল-আয়ত-লোচনি!
সাধ্বস-ভয়-কম্পিত-পীন-ঘন-স্তনি!
একে এই তনুখানি তপঃশ্রান্ত অতি
তাহে পুন কেন ক্লিষ্ট হতেছ এমতি?

নায়িকা।—(চুপি চুপি) ভয়ে আমার বুক কাঁপচে, আমি ওঁর সম্মুখে থাকতে পারচি নে। (নায়ককে আড়-চোখে দেখিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

দাসী।—ও কি করচ দিদিঠাকরুণ।

নায়িকা।—ওলো, আমি এঁর সম্মুখে কিছুতেই থাকতে পারচিনে—আয়, আমরা এখান থেকে চলে যাই। (উঠিতে উদ্যত)

বিদূ।—দেখ, উনি ভয় পেয়েচেন; আমার পঠিত বিদ্যার মত মুহূর্ত্তকাল এঁকে ধরে রাখি।

নায়ক।—তায় দোষ কি?

বিদূ।—এই তপোবনে আপনাদের এ কিরূপ আচার? একজন অতিথি-ব্রাহ্মণের সহিত একটা বাক্য-সম্ভাষণও করলেন না?

দাসী।—(নায়িকাকে দেখিয়া স্বগত) ওঁর দৃষ্টিতে অনুরাগ প্রকাশ পাচ্চে। আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক্‌। (চুপি-চুপি নায়িকার প্রতি) দিদি-ঠাকরুণ! ব্রাহ্মণ ঠিকই বলচেন, অতিথি-সৎকার করা তোমার কর্ত্তব্য! এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে উপস্থিত, আর তুমি কি না বোকার মত কি করবে ভেবে পাচ্চ না—এটা কি ঠিক হচ্চে?

হাচ্ছা তুমি থাকো, যা করবার, আমিই সব করছি। (নায়কের প্রতি) আসুন মহাশয়, আসন গ্রহণ করে' এ স্থানটিকে অলঙ্কৃত করুন।

বিদূ।—দেখ সখা! ইনি বেশ কথা বলচেন। এইখানে বসে' একটু বিশ্রাম করা যাক্।

নায়ক :—তুমি ঠিক্ বলেছ।

উভয়ে।—(উপবেশন)

নায়িকা। —(দাসীর প্রতি) ওলো রজিণি! ও কাজ করিস্‌নে বল্‌চি। যদি কোন তাপস এসে ছাখে, তা হ'লে আমাকে অশিষ্টা বলে' মনে করবে।

(তাপসের প্রবেশ)

তাপস।—কুলপতি বিশ্বামিত্র এইরূপ আমাকে আজ্ঞা করলেন, "দেখ বৎস শাণ্ডিল্য। পিতৃ-আজ্ঞায় আজ সিদ্ধ-যুবরাজ মিত্রাবসু, নিজ ভগিনী মলয়বতীর বর স্থির করবার নিমিত্ত ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্তী কুমার জীমূতবাহনকে এই মলয়পর্ব্বতের কোন স্থানে দেখ্‌তে এসেছেন। তাঁর প্রতীক্ষায় থেকে মলয়বতীরও বোধ হয় মধ্যাহ্ন-স্নানের সময় অতীত হয়ে থাকবে, অতএব, তুমি তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো।" আমি এখন তবে তপোবনের গৌরী-মন্দিরে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে! এই ধূলিময় ভূমিতে কার না জানি এই চক্র-চিহ্নযুক্ত পদপংক্তি দেখা যাচ্চে; (সম্মুখে জীমূতবাহনকে দেখিয়া) এই পদচিহ্ন নিশ্চয় এই মহাপুরুষেরই হবে।

উষ্ণীষ উষ্ণীষ এঁর শিরে সুশোভিত;
ভুরু-মধ্য-স্থলে রোম রহে বিরাজিত;
রক্তোৎপল সম নেত্র; বক্ষঃস্থল সুবিশাল
মৃগেন্দ্র-সমান;
আর ওই পদদ্বয়ে চক্র-চিহ্ন যখন গো
দেখি বিদ্যমান
তখন নিশ্চয় ইনি বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী
—করেন বিশ্রাম।

না, এতে কোন সন্দেহই নেই, এই সব লক্ষণে মনে হয়, ইনিই সেই জীমূতবাহন। (মলয়বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া) আর, ইনিই সেই রাজপুত্রী (উভয়কে অবলোকন করিয়া) যদি বিধি এঁদের পরস্পরের সহিত মিলন ঘটাতে পারেন, তা হ'লে এত দিনের পর যোগ্যের সহিত যোগ্যেরই সংযোগ হয়। (নিকটে গিয়া নায়কের প্রতি) কল্যাণ হোক্।

নায়ক।—মহর্ষি! আমি জীমূতবাহন, আপনাকে অভিবাদন করি। (উঠিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত)

তাপস।—না না, আর উঠ্‌তে হবে না। দেখুন, অতিথি সকলেরই গুরু, সেই হেতু আপনিই আমাদের পূজ্য! অতএব, কিছুমাত্র কষ্ট করবেন না; যথা-সুখে অবস্থান করুন।

নায়িকা :—মহর্ষি! প্রণাম।

তাপস।—(নায়িকার প্রতি) বৎসে! তোমার অনুরূপ পতি হোক্। দেখ, রাজপুত্রি! কুলপতি বিশ্বামিত্র তোমাকে এই কথা বলেছেন,—"মধ্যাহ্ন-স্নানের সময় অতীত হয়ে যাচ্চে, অতএব তুমি শীঘ্র এসো"।

মলয়বতী :—যে আজ্ঞে গুরুদেব! (স্বগত) একদিকে গুরুর বচন; অন্যদিকে প্রিয়জনের দর্শন-সুখ; যাই কি না যাই—এই দুয়ের মধ্যে কে যেন আমার হৃদয়কে এখনও দোলাচ্চে। (উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া সানুরাগে নায়ককে দেখিতে দেখিতে তাপসের সহিত প্রস্থান)

নায়ক।—(উৎকণ্ঠার সহিত নিশ্বাস ফেলিয়া নায়িকাকে দেখিতে দেখিতে)

হংস-গমন-মন্থর-গামিনী ওই
আধা ছাড়ি করিছেন অন্যত্র গমন;
যদিও চলিয়া যান আমা হ'তে দূরে,
হৃদয়ে নিহিত আছে ও-চারু চরণ।

বিদূ।—দেখ সখা, যা দ্রষ্টব্য, তা তো আজ দেখ্‌লে। এখন আবার জঠরাগ্নি এই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপে যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে দাউ-দাউ করে' জ্বলে উঠেচে; তা, চল এখন যাওয়া যাক্। ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে মুনিজনের কাছ থেকে কন্দ-ফলমূল কিছু নিয়ে, কোন প্রকারে এখন শরীর ধারণ করা যাক্।

নায়ক।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) এই যে! সূর্য্যদেব নভস্তলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; দেখ :—

তাপ-ক্লিষ্ট গজপতি কপোল পাণ্ডুর করে
চন্দন ঘর্ষণে;
নিজ-কর্ণ-তাল-বৃন্তে বীজন করিছে বায়ু
অপার আনন্দে;

তপ্ত দিয়া জলকণা করি' বিকিরণ
বিশেষ করিয়া বক্ষ করিছে সিঞ্চন ;
নিজ তপ্য শরীর যে দুঃসহ দশা
গজেন্দ্রের সেইরূপ হ'ল যে সহসা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, মলয়বতী আমাকে আজ্ঞা করলেন,—"ওলো মনোহরিকে! আমার ভাই আর্য্যমিত্র এখনও তো এলেন না ; একবার তুই গিয়ে জেনে আয় দিকি তিনি এসেছেন কি না। কে ও এই দিক পানে তাড়াতাড়ি আস্‌চে?—কি? —চতুরিকা?

(দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ)

প্রথমা।—ওলো চতুরিকে! আমাকে না দেখা দিয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দ্বিতীয়া।—ওলো মনোহরিকে। আমাকে দিদিঠাকরুণ মলয়বতী এই আজ্ঞা করলেন ;—"দেখ্ চতুরিকে! ফুল তুলে আজ আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি ; তাতে আবার এই শরৎকালের উত্তাপে আরও আমার কষ্ট হচ্চে। তাখ্, তুই চন্দনের লতা-কুঞ্জে গিয়ে সেখানকার চন্দ্রমণি-শিলাতলটিতে নব-কদলীপত্র বিছিয়ে রাখ্।" তা, তাঁর আজ্ঞামত আমি তো সমস্তই করেচি, এখন এই কথা দিদিঠাকরুণকে জানিয়ে আসি।

প্রথমা।—তা যদি হয়, তো এখনি গিয়ে তাঁকে জানিয়ে আয়। সেখানে গেলেই তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হবে।

দ্বিতীয়া।—(হাসিয়া স্বগত) এ সে তাপ নয় লো, যে তাতে ঠাণ্ডা হবে। আমার মনে হয়, সেই বিচিত্র রমণীয় চন্দন-লতা-কুঞ্জটি দেখলে তাঁর তাপ আরও বৃদ্ধি হবে। আচ্ছা, তুই তবে যা, আমিও দিদিঠাকরুণকে জানিয়ে আসি, মণি-শিলাতলটি প্রস্তুত হয়েছে।

[প্রস্থান।

(দাসীর সহিত সোৎকণ্ঠা মলয়বতীর প্রবেশ)

মলয়বতী।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) হৃদয়! তখন সে জনের কাছ থেকে লজ্জাবশে ধীরে ধীরে চলে' গিয়ে, আবার তারই কাছে আপনা হতেই যে এখন ফিরে এলি। আরে! তুই কি স্বার্থপর! (প্রকাশ্যে) ওলো চতুরিকে! আমাকে ভগবতীর মন্দিরে নিয়ে চল্।

দাসী।—(স্বগত। যাচ্চেন চন্দন-লতা-কুঞ্জের দিকে, অথচ মুখে বল্‌চেন ভগবতীর মন্দির। (প্রকাশ্যে) দিদিঠাকরুণ! তুমি যে চন্দন-লতা-কুঞ্জের দিকে যাচ্চ।

নায়িকা।—(সলজ্জভাবে) ওলো! তুই ঠিক্ মনে করে' দিয়েচিস্। আচ্ছা, আয়, তবে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

দাসী।—এসো দিদিঠাকরুণ, এসো।

নায়িকা।—(অন্য দিকে গমন)

দাসী।—(পিছনে দেখিয়া উদ্বেগ-সহকারে স্বগত) ও মা, কি হবে, দিদিঠাকরুণ যে বড়ই আনমনা হয়ে পড়েছেন। এ কি! সেই দেবী-মন্দিরেই যাচ্চেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) না না দিদিঠাকরুণ, এই দিকে চন্দন-লতা-কুঞ্জ। এইদিক দিয়ে এসো।

নায়িকা।—(অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিয়া তথাকরণ)

দাসী।—এই চন্দন-লতা-কুঞ্জ ; এর ভিতরে গিয়ে চন্দ্রমণি-শিলাতলে বসলে তোমার শরীর এখনি জুড়িয়ে যাবে দিদিঠাকরুণ।

উভয়ে।—(উপবেশন)

নায়িকা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তুমি মুগ্ধ হয়ে সে জনের জন্য কি না করলে? আমি অপরাধী হলেও অবলা বলে' আমাকে প্রহার করতে তোমার কি একটু লজ্জা হ'ল না? (প্রকাশ্যে) ওলো! নিবিড় পল্লব-পল্লবে আচ্ছন্ন থাকায়, এই চন্দন-লতা-কুঞ্জে সূর্য্য-কিরণ আস্‌তে পারচে না বটে, কিন্তু তবু আমার শরীরের তাপ তো এখনও গেল না।

দাসী।—তোমার তাপের কারণ কি, আমি তা জানি ; তুমি কি তা বুঝতে পারচ না দিদিঠাকরুণ?

নায়িকা।—(স্বগত) এ যে আমার ভাব বুঝতে

পেয়েচে দেখচি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ওলো! কি আমি বুঝতে পারচিনে? বল্ দেখি তাপের কারণটা কি?

দাসী।—এই তোমার সেই স্বপ্নে পাওয়া বর—

নায়িকা।—(সহর্ষে ব্যস্তসমস্ত হইয়া এবং দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

দাসী।—(উঠিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া) তিনি আবার কে দিদিঠাকরুণ?

নায়িকা।—(সলজ্জভাবে উপবেশন করিয়া অধোমুখে অবস্থান)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, আমি সেই স্বপ্নের দেবী-দত্ত বরের কথা বল্‌ছিলেম। তার পরেই দিদি-ঠাকরুণ তো দেখ্‌লেন, কামদেব ফুল-বাণ সন্ধান করচেন। সেই কামদেবই তোমার তাপের কারণ। তাই, চন্দন-লতাকুঞ্জ স্বভাবতঃ এমন শীতল হয়েও তোমার তাপ দূর করতে পারচে না।

নায়িকা।—চতুরিকা, তুই ঠিকই ঠাউরিচিস্। ওলো, তুই সত্যই চতুরিকা। তোর কাছে তবে আর গোপন করে' কি হবে; তবে শোন্ বলি।

দাসী।—ঠাকরুণ, বল্‌বে আর কি, সবই বলা হয়েচে। আমিও আর অধিক কি বলব; এই-মাত্র বলচি, এখন কেন মিছে কষ্ট পাও, নিশ্চিন্ত হও, কোন ভয় নেই। আমি যদি চতুরিকা হই, তা হ'লে তুমি নিশ্চয় জানবে দিদিঠাকরুণ, তিনিও তোমার অপেক্ষায় আছেন; তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও তাঁর মনে সুখ নেই, এও আমি লক্ষ্য করেচি।

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) ওলো! আমার অদৃষ্টে কেন এরূপ হ'ল?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! ও কথা বোলো না। মধুসূদন কখনও কি লক্ষ্মীকে বক্ষঃস্থলে না নিয়ে সুখী হ'তে পারেন?

নায়িকা।—দ্যাখ্, সুজন যে হয়, সে প্রিয় বাক্য ছাড়া আর কিছু বল্‌তে জানে না। সখি! তিনি যে তখন একটি মুখের কথা বলে'ও আমাকে তুষ্ট কর্‌লেন না, এতেই আমার আরো কষ্ট হচ্চে। তাই আমার মনে হয়, তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য কিছুই নেই। (রোদন)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, কেঁদো না। (স্বগত) অথবা কেনই বা কাঁদবেন না। হৃদয়ের কষ্ট ওঁর ক্রমেই বাড়্‌চে। এখন তবে কি করা যায়। আচ্ছা, এই চন্দন-তরুর লতাপল্লব ওঁর হৃদয়ের উপর রেখে দি। (প্রকাশ্যে) বলি শোনো দিদিঠাকরুণ, কেঁদো না। চোখের জল পড়ে' পড়ে' তোমার বুক এমনি গরম হয়ে উঠেছে যে, চন্দন-রস অনবরত পড়ে'ও তার তাপ দূর কর্‌তে পার্‌চে না। (কদলী-পত্র লইয়া বীজন)

নায়িকা।—(হস্তের দ্বারা নিবারণ করিয়া) সখি! আমাকে বাতাস কোরো না। এই কদলী-পত্রের বাতাস আমার গরম বোধ হচ্চে।

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, কদলী-পত্রের দোষ দিও না। চন্দন-পল্লব-স্পর্শে শীতল এমন যে কদলী-পত্র, তাও তোমার নিশ্বাসে গরম হয়ে উঠেচে।

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) সখি! এই তাপ-শান্তির কোন উপায় আছে কি?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, যদি তিনি আসেন, তবেই উপায় হয়।

(নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ)

নায়ক।—

যে চারু নেত্রের দৃষ্টি
—তপোবনে মুনির সম্মুখে,
আশ্রম-পাদপ-সঙ্গ
মৃগচর্ম্মে বিহরয়ে সুখে,
সেই নেত্রে সুলোচনা দেখিল আমারে যবে
ফিরায়ে আনন,
তখনি আহত আমি; পুন কেন পুষ্পধনু!
এ শর-বর্ষণ?

বিদূ।—দেখ সখা! এখন আর তোমার সেই ধৈর্য্য কোথায়?

নায়ক।—না, সখা, আমার ধৈর্য্য যায়নি, এখনও আমি সুধীর; কেননা:—

শশাঙ্ক-ধবলা নিশা
আমি কি গো করিনি যাপন?
নীলোৎপল-সৌরভ
আমি কি গো করিনি গ্রহণ?
সহ্য কি করি নি আমি মালতী-কুসুম-বাহী
প্রদোষের মৃদু সমীরণ?

অথবা গো সরোবরে নলিনীর দল-মাঝে
শুনিনি কি ভ্রমর-গুঞ্জন ?
বিধুরগণের মাঝে অধীর বলিয়া মোরে
কেন তবে কর সম্বোধন ?

(চিন্তা করিয়া) না না, সখা আত্রেয় মিথ্যা বলেনি —হাঁ, আমি অধীরই হয়েচি বটে :—

হইয়া গো এবে আমি প্রিয়া-গত-প্রাণ
সহিতে না পারিলাম অনঙ্গের বাণ.
তোমারি সম্মুখে ; তবে, কেমনে গো হায়
বিধুরের মাঝে বলি ধীর আপনায় ।

বিদূ ।—(স্বগত) ইনি যেরূপ অধীরতা প্রকাশ করচেন, তাতে বোঝা যাচ্চে, এঁর হৃদয়ে কি একটা বিষম আবেগ উপস্থিত। আচ্ছা, এখন তবে আর কোন বিষয়ে যাতে এঁর মন যায়, তারই চেষ্টা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সখা, গুরুজনের শুশ্রূষা ছেড়ে তুমি লঘু চিত্তের মত কেন এখানে এলে বল দিকি ?

নায়ক। সখা ! এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার বটে ; আর তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা আমি বলি বল। দেখ, স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন ঐ প্রিয়তমা (অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া) এই চন্দন-লতা-কুঞ্জে চন্দ্রকান্ত-মণি-শিলাতলে মান-ভরে বসে' আছেন, আর কাঁদতে কাঁদতে আমাকে যেন তিরস্কার করচেন ; তাই, এখন আমার ইচ্ছা হয়েছে, স্বপ্নে যেখানে প্রিয়তমার সমাগম অনুভব করেছিলেম, সেই রমণীয় চন্দন-লতা-কুঞ্জে এসে দিবসের শেষভাগ যাপন করি। চল, তবে এখন সেইখানেই যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ)

দাসী ।—(কাণ পাতিয়া শ্রবণ ও ভয়ব্যস্ত হইয়া) দিদিঠাকরুণ ! কার যেন পদশব্দ শুনচি।

নায়িকা ।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে করিতে) ওলো ! আমার এইরূপ আকার-প্রকার দেখে কেউ কিছু মনে সন্দেহ করতে পারে। তা চল্, উঠে ঐ রক্তাশোক তরুর আড়াল থেকে দেখা যাক্, লোকটা কে।

(তথা করণ)

বিদূ ।—এই তো চন্দন-লতা-গৃহ ; এসো তবে, প্রবেশ করা যাক্।

(উভয়ের প্রবেশ)

নায়ক ।—
বিনা সেই চন্দ্রাননা চন্দ্রমণি-শিলা-যুতা
এ চন্দন-লতা-গৃহে
নাহি কোন সুখ ।
যেমন গো রজনীর কিছুই লাগে না ভাল
না হেরিলে প্রিয়তমা
চন্দ্রিকার মুখ ॥

দাসী ।—(দেখিয়া) দিদিঠাকরুণ, একটা সুসংবাদ দি ; আর কেউ নয়, তোমার সেই হৃদয়-বল্লভ !

নায়িকা ।—(দেখিয়া হর্ষ ও সাধ্বস-সহকারে) ওলো ! আমার বুক যেন কাঁপচে, আমি এখানে আর থাক্‌তে পারচিনে—হয় তো আমাকে উনি দেখ্‌চেন। আয়, তবে আমরা অন্যত্র যাই। (উৎকণ্ঠা-সহকারে এক পদ গমন করিয়া) ওলো ! আমার বুক কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করচে।

দাসী ।—(হাসিয়া) অত কাতর হচ্চ কেন ?— এখানে থাক্‌লে তোমাকে কে দেখ্‌তে পাবে ?— না না, তোমার ঐ রক্তাশোক তরুটিকে তুমি ভুলে গেছ দেখ্‌চি, এসো দিদিঠাকরুণ, আমরা ঐখানে গিয়ে বসি। (তথাকরণ)

বিদূ ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দেখ সখা ! এই সেই চন্দ্রমণি-শিলা !

নায়ক ।—(সাশ্রুলোচনে নিশ্বাস ত্যাগ)

দাসী ।—দিদিঠাকরুণ ! কি একটা স্বপ্ন দেখার কথা হচ্চে—তা এসো, আমরা মন দিয়ে শুনি।

উভয়ে। (শ্রবণ)

বিদূ ।—(হস্তের দ্বারা ঠেলিয়া) সখা ! আমি বল্‌চি কি, এই সেই চন্দ্রমণি-শিলা।

নায়ক ।—(সাশ্রুলোচনে নিশ্বাস ফেলিয়া) তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ।

(হস্তের দ্বারা নির্দেশ করিয়া) এই সেই :—

চন্দ্রমণি-শিলা, যেথা
প্রিয়া মোর পাণ্ডুর-আননা,
বিলম্ব দেখিয়া মোর,
মান-ভরে হয়ে শিলাসনা,
বাম-গণ্ডে রাখি' নিজ
সুকোমল কিসলয়-কর,

সঘনে নিশ্বাস-ফেলি'
—বিস্ফুরিত ঈষৎ অধর—
প্রকাশিয়া মনোভাব
ফেলিলেন অশ্রু নিরন্তর।

অতএব এই চন্দ্রমণি-শিলাতলেই এসো আমরা বসি।

(উভয়ে উপবেশন)

নায়িকা।—(চিন্তা করিয়া) কাকে মনে করে' না জানি এ সব কথা বলচেন—কে সে?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! আমরা এখন আড়ালে আছি, এখান থেকে ওঁকে দেখা যাক্—আর এখানে থাকলে তোমাকেও উনি দেখ্‌তে পাবেন না।

নায়িকা।—এ বেশ কথা। কোন প্রণয়-কুপিত প্রিয়জনের উদ্দেশে উনি কি বলচেন?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! ওরূপ কোন আশঙ্কা কোরো না—আচ্ছা, আবার শোনা যাক্।

বিদু।—(স্বগত) এই কথাই দেখচি ওঁর ভাল লাগচে; আচ্ছা, এই রকম কথাই তবে কওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) তার পর, তাঁকে কাঁদতে দেখে তুমি তাঁকে কি বল্লে?

নায়ক।—সখা! আমি তাঁকে এই কথা বল্লেম:—

চন্দ্রকান্ত-শিলা এই অশ্রুতে সিঞ্চিত;
তব মুখ-চন্দ্রোদয়ে হ'ল বিগলিত!

নায়িকা।—(সরোষে) এর পর আর কিছু কি শোন্‌বার আছে? এসো, আমরা এখান থেকে চলে' গিয়ে আর কোথাও যাই।

দাসী।—(হস্ত ধারণ করিয়া) দিদিঠাকরুণ! ও কথা বোলো না। তোমাকেই উনি স্বপ্নে দেখছেন; ওঁর দৃষ্টি আর কারও পরে পড়েনি।

নায়িকা।—না গো, আমার ওতে প্রত্যয় হচ্ছে না—আচ্ছা, কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক্।

নায়ক।—দেখ সখা! এই শিলার উপর তার চিত্র এঁকে কোন প্রকারে আত্মনিবেদন করা যাক্। দেখ, এই গিরি-তট হ'তে কতকগুলি মনঃশিলা-ধাতু-খণ্ড নিয়ে এসো দিকি।

বিদু।—আচ্ছা, বেশ। (পরিক্রমণ ও মনঃশিলা লইয়া নিকটে আগমন) দেখ সখা! তুমি আমাকে একটা রং আনতে বলেছিলে, আমি দেখ পাঁচ রকম রং এনেছি—এই নেও, ছবি আঁকো। (মনঃশিলাদি অর্পণ)

ঐ বিম্বাধরের যে
অতুল পরিপূর্ণ শোভা,
নয়ন-আনন্দদায়ী
প্রিয়ার যে মুখ-চন্দ্র-প্রভা
—তারি এই রেখা মাত্র প্রথম দর্শনে
কি এক অপূর্ব্ব সুখ জনমে গো মনে।

(চিত্রকরণ)

বিদু।—(কৌতুক-সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া) তিনি চোখের সামনে নেই, অথচ তাঁর ছবি আঁকা হচ্চে—ওঃ, কি আশ্চর্য্য!

নায়ক।—স্থাপিত সম্মুখে প্রিয়া কল্পনা-পটে
—মনে হয় ঠিক যেন আছেন নিকটে।
সেই মূর্ত্তি দেখি-দেখি', যদি লিখি চিত্র
তাহাতে বিস্ময় কিবা—কি তাহে বিচিত্র?

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) চতুরিকে! কথার শেষটা তো জানা গেল; এখন চল্ যাই মিত্রাবসুর সঙ্গে দেখা করি গে।

দাসী।—(সবিষাদে স্বগত) এঁর কথায় যেন একটা উদাসভাব দেখা যাচ্চে, মনে হচ্চে যেন, ওঁর জীবনে আর মায়া নেই। (প্রকাশ্যে) দিদিঠাকরুণ! মনোহরিকা তো সেইখানেই গেছে, প্রভু মিত্রাবসুও হয় তো এইখানেই আস্‌বেন।

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রা।—পিতা এইরূপ আমাকে আজ্ঞা করে-ছিলেন যে, "দেখ বৎস মিত্রাবসু! জীমূতবাহন আমাদের নিকটে থাকায়, আমরা তাকে ভাল করে' পরীক্ষা করেছি; তার চেয়ে যোগ্য বর আর কোথায় পাওয়া যাবে; অতএব তাকেই বৎসা মলয়বতীকে সম্প্রদান কর।" আমিও এখন স্নেহ-পরবশ হয়ে কি এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থান্তর অনুভব কর্‌চি। তা ছাড়া:—

যিনি বিদ্যাধর-কুলে তিলকের সম;
প্রাজ্ঞ, সাধুজন-প্রিয়, রূপে অতুলন;
বিনীত, বিদ্বান্ যুবা, মহা-পরাক্রম;
প্রাণি-রক্ষা-তরে যিনি নিজ প্রাণ ত্যজিবারে
সমুদ্যত করুণার বশে;

তাঁরে করিতে গো দান ভগিনীরে, হইয়াছি
অভিভূত বিষাদ হরষে।

আর এ কথাও শুনেছি যে, জীমূতবাহন গৌরী-আশ্রম-সংলগ্ন চন্দন-লতাগৃহে এখন রয়েছেন। এই তো চন্দন-লতাগৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক্।

(প্রবেশ)

বিদূ।—(সভয়ে অবলোকন করিয়া) দেখ সখা! এই কদলীপত্র দিয়ে এই বিচিত্র কন্যাটিকে ঢেকে রাখো; সেই সিদ্ধ-যুবরাজ মিত্রাবসু এইখানে এসেছেন: কি জানি, যদি দেখে ফেলেন।

নায়ক।—(কদলীপত্রে চিত্র আচ্ছাদন)

মিত্রা।—(প্রবেশ করিয়া) কুমার! আমি মিত্রাবসু, প্রণাম করি।

নায়ক।—(দেখিয়া) মিত্রাবসু?—এসো এসো, এইখানে এসো।

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! আমাদের প্রভু মিত্রাবসু এসেছেন।

নায়িকা।—ওলো! আমার কি সৌভাগ্য!

নায়ক।—মিত্রাবসু! সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসু ভাল আছেন?

মিত্রা।—ভাল আছেন বৈ কি, তাঁর বক্তব্য কথা নিয়ে আমি আপনার নিকট এসেছি।

নায়ক।—তিনি কি কি বলে' পাঠিয়েছেন?

নায়িকা।—শোনা যাক্ কি বলেন। পিতা কি তাঁর কুশল-সংবাদ বলে' পাঠিয়েছেন?

মিত্রা।—(সাশ্রুলোচনে) তিনি এই কথা তাঁর হয়ে আমাকে বলতে বলেছেন:—"দেখ বৎস! মলয়বতী নামে আমার একটি কন্যা আছে, সে এই সিদ্ধরাজ-বংশের জীবন-স্বরূপ; তাকেই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করচি, গ্রহণ কর।"

দাসী।—(হাসিয়া) দিদিঠাকরুণ! এখন যে বড় রাগ কচ্চ না?

নায়িকা।—(সস্মিত ও সলজ্জভাবে অধোমুখী হইয়া অবস্থান) ওলো! হাসিস্‌নে; তুই কি ভুলে গিয়েছিস্, ওঁর হৃদয় এখন অন্য জনে আসক্ত?

নায়ক।—(চুপি চুপি) সখা! বড় যে সঙ্কটে পড়া গেল।

বিদূ।—(চুপি চুপি) এই কন্যা ছাড়া তোমার আর কোথাও মন নেই আমি জানি; এখন তবে যা-তা বলে' এঁকে বিদায় করে' দাও।

নায়িকা।—(সরোষে স্বগত) হতভাগা! কেই বা এ কথা না জানে!

নায়ক।—এরূপ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ আপনাদের সহিত বন্ধন করতে কার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু, যে চিত্ত এক দিকে গেছে, তাকে অন্যদিকে কি করে' আবার নিয়ে যাই বলুন?— তা তো আমি পারচিনে; তাই, আমি তাঁকে গ্রহণ করতে সাহসী হচ্চিনে।

নায়িকা।—(মূর্চ্ছিতা)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, ওঠো, ওঠো।

বিদূ।—দেখুন, ইনি পরাধীন; এঁর কাছে প্রার্থনা করে' কি হবে? এঁর গুরুজনের নিকটে গিয়ে প্রার্থনা করুন।

মিত্রা।—(স্বগত) বেশ কথা বলেছে। ইনি গুরুজনের কথা লঙ্ঘন করেন না: তা, এঁর পিতাও এই গৌরী আশ্রমে বাস করেন; সেইখানে গিয়ে এঁর পিতাকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন এই কন্যার পাণিগ্রহণ করতে এঁকে অনুমতি করেন।

নায়িকা।—(সংজ্ঞালাভ)

মিত্রা।—আমাদের ন্যায় প্রার্থনাকারীদের কিরূপে পরিহার করতে হয়, কুমার তা বিলক্ষণ জানেন দেখ্‌ছি!

নায়িকা।—(সরোষে হাসিয়া) কি?—এরূপ প্রত্যাখ্যানেও লজ্জিত মিত্রাবসু আবার কথা কচ্চে?

[মিত্রাবসুর প্রস্থান।

নায়িকা।—(আপনাকে দেখিতে দেখিতে স্বগত) এই দৌর্ভাগ্য-মলিন দুঃখময় শরীর ধারণ করে' আর কি হবে? তা, এইখানেই অশোকতরুতে মালতী-লতা-পাশে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করি। হাঁ, সেই ভাল। (অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিয়া) ওলো! দ্যাখ দিকি মিত্রাবসু গেছে কি না, তা হ'লে আমিও এখান থেকে যাই।

দাসী।—(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া স্বগত) ওঁর মনের ভাব অন্য রকম দেখ্‌চি; না, আমি আর যাব না। এইখানে লুকিয়ে থেকে দেখি, উনি কি করেন।

নায়িকা।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া লতা-পাশ লইয়া সাশ্রু-লোচনে) ভগবতি গৌরি! তুমি এখানে তো কিছুই করলে না; তা, জন্মান্তরে যাতে আমাকে এরূপ দুঃখভোগ করতে না হয়, আমার পরে সেই অনুগ্রহ কোরো। (কণ্ঠে পাশ অর্পণ)

দাসী।—(দেখিয়া ভয়ব্যস্ত হইয়া নিকটে আগমন) মহাশয়! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমার দিদিঠাকরুণ আত্মহত্যা করচেন।

নায়ক।—(ত্রস্তব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

দাসী।—এই অশোক তরুর তলায়।

নায়ক।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) ইনিই তো সেই আমার মানসপ্রতিমা। (নায়িকার হাত ধরিয়া লতাপাশ দূরে নিক্ষেপ)

কোরো না, কোরো না বালা
এ দুঃসাহস—নহেক উচিত;
কিসলয়-কর তব
লতা হ'তে কর অপনীত!
যে হস্ত অসমর্থ
—এমন কি—কুসুম-চয়নে
—উদ্বন্ধন-তরে তাহা
লতা-পাশ রচিবে কেমনে।

নায়িকা।—(সাধ্বস-সংস্কারে) ওগো! এ আবার কে? আমার হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো: তুমি আমাকে নিবারণ করবার কে? মরণেও কি তুমি প্রার্থনীয়?

নায়ক।—

হার-লতা-যোগ্য কণ্ঠে যে হস্তে করেছ তুমি
পাশ অরপণ
সেই অপরাধী হস্ত হইয়াছে মৃত্ত, কেন
করিব মোচন?

বিদূ।—ওগো! এঁর আত্মহত্যা করবার কারণটা কি?

দাসী।—তোমার প্রিয়সখাই এর কারণ।

নায়ক।—কি? আমিই এর কারণ?—আমি তো কিছুই জানিনে।

বিদূ।—ওগো! সে কিরূপ বল দেখি।

দাসী।—তোমার প্রিয়সখা তাঁর কোন প্রেয়সীকে ঐ শিলাতলে চিত্র করেন, আর সেই চিত্রিত কন্যার পরে তাঁর এত দূর টান দেখা গেল যে, যখন মিত্রাবসু এঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করলেন, তখন উনি তাতে সম্মত হলেন না। তাই, হতাশ হয়েই উনি এইরূপ আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন।

নায়ক।—(সহর্ষে স্বগত) কি?—ইনিই সেই বিশ্বাবসুর দুহিতা মলয়বতী? তাই সম্ভব, কেননা, রত্নাকর ছাড়া চন্দ্রলেখার আর কোথায় উৎপত্তি হ'তে পারে? হা! আমি কি না শেষে এঁ-হ'তে বঞ্চিত হলেম?

বিদূ।—ওগো! তা যদি হয়, তা হ'লে আমার প্রিয়সখা অনপরাধী; আমার কথায় যদি প্রত্যয় না হয়, তুমি নিজে বরং শিলাতলে গিয়ে একবার দেখে এসো।

নায়িকা।—(সহর্ষে, সলজ্জভাবে নায়ককে দেখিতে দেখিতে নায়ক কর্তৃক হস্ত আকর্ষণ)

নায়ক।—(সস্মিত) শিলাতলে চিত্রিত আমার প্রেয়সীকে যতক্ষণ না তুমি দেখ্‌বে, ততক্ষণ আমি তোমার হাত ছাড়্‌ব না। (সকলের পরিক্রমণ)

বিদূ।—(কদলীপত্র সরাইয়া) ওগো! দেখ দেখ, এই এঁর প্রেয়সী।

নায়িকা।—(নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিতভাবে চুপি-চুপি) চতুরিকা, এ যে আমাকেই চিত্র করেছেন।

দাসী।—(চিত্রাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া) দিদি-ঠাকরুণ। কি বল্লে, তোমারই চিত্র?—শুধু তা নয়, এমন সৌসাদৃশ্য যে, দেখ্‌লে বোঝা যায় না যে, তোমার প্রতিবিম্ব শিলাতলে পড়েছে, না তোমাকে কেউ চিত্র করেছে।

নায়িকা।—(হাসিয়া) আমাকে চিত্রেতে দেখিয়ে উনি যে আমাকে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের সামিল করে' তুলেচেন।

বিদূ।—এখন আপনার গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়ে গেল। এখন তবে এঁর হাত ছাড়ুন। কে এক জন স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি এই দিকে আসচে।

নায়ক।—(হস্তমোচন)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—(সহর্ষে) দিদিঠাকরুণ, একটা সু-সংবাদ বলি, প্রভু জীমূতবাহনের পিতা এই বিবাহে মত দিয়েছেন।

বিদূ।—(নৃত্য করিতে করিতে) হি হি হি হি।

ওগো! তবে তো এখন প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। না না, দেবী মলয়বতীরও নয়, এ দুজনের কারই নয়—(ভোজন অভিনয় করিয়া) এ কেবল এই ব্রাহ্মণেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।

দাসী।—(নায়িকার প্রতি) যুবরাজ মিত্রাবসু আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন যে, "আজই মলয়বতীর বিবাহ হবে, অতএব শীঘ্র গিয়ে তাকে নিয়ে এসো"। তা, চল এখন যাওয়া যাক্।

বিদূ।—ঐ দাসী দেবী তো ওকে নিয়ে চলে' গেল; এখন সখার কি এইখানেই থাকা হবে?

দাসী।—বলি অত ব্যস্ত হোয়ো না, তোমাদেরও স্নানের সামগ্রী এল বলে'।

নায়িকা।—(সানুরাগে সলজ্জভাবে নায়ককে দেখিতে দেখিতে পরিজনের সহিত প্রস্থান)

লঙ্ঘিল মলয় গিরি   মেরুর সমান দ্যুতি
আবীরে আবীরে;
সিন্দূর হইয়া ধূলি   প্রাতঃকাল সন্ধ্যা-শোভা
ধরিল অচিরে।
রত্নমণি নূপুরের   রুনু-ঝুনু ধ্বনি-সহ
উচ্চৈঃস্বরে গাহে গান
নর্তক অঙ্গনা;
তব বাঞ্ছা সিদ্ধ করি'—সিদ্ধ-লোক ওই দেখ
বিবাহের স্নান-বেলা
করিছে ঘোষণা।

বিদূ।—(শুনিয়া) দেখ সখা! একটা সুখবর দি; স্নানের সামগ্রী সব এসেছে।

নায়ক।—(সহর্ষে) তা যদি হয়, তা হ'লে এখানে থেকে আর কি হবে? চল, পিতাকে প্রণাম করে' স্নান-ভূমিতেই যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

(মত্ত বিচিত্র বিহ্বল-বেশে চষকহস্তে দাসের সহিত বিটের প্রবেশ)

বিট।—নিত্য যে গো পিয়ে সুরা, আর প্রিয়জন-সহ
করয়ে সঙ্গম
সেই দেব বলদেব   আর সেই কামদেব
ইঁহারা দুজন।
(ঘুরিয়া) বক্ষে যার প্রিয়তমা, মুখে নিরাকিত যার
পদ্ম-গন্ধ সুরা;
নিত্য সঙ্গী দাসী যার,   শিরোদেশে ... গো
মাল্য পুষ্প চূড়া।

আমি সেই "শেখরক"—আমার জীবন সফল হোক!

(পদস্খলন) আরে! কে আমাকে ঠেলে? নিশ্চয় নবমালিকা আমার সঙ্গে পরিহাস করচে।

দাস।—কর্ত্তা! সে তো এখনও এখানে আসচে না।

বিট।—(সরোষে) প্রথম প্রহরেই তো মলয়বতীর বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রভাত হ'ল, তবু কেন সে আসচে না? অথবা বিবাহ-মহোৎসবে, আপনার প্রণয়িনী জনকে নিয়ে সিদ্ধ-বিদ্যাধরেরা কুসুমাকর-উদ্যানে বুঝি তো সুরা-সুখ সম্ভোগ করচে; আমার বোধ হয়, সেইখানেই নবমালিকা আমার জন্য প্রতীক্ষা করচে। সেইখানেই তবে যাই, নবমালিকা বিনা শেখরকেই বা কিরূপ?

[পদস্খলন-সহকারে প্রস্থান।

দাস।—এই দিক্ দিয়ে কর্ত্তা, এই দিক্ দিয়ে। এই কুসুমাকর-উদ্যান। ভিতরে চলুন কর্ত্তা।

(উভয়ের প্রবেশ)

(বস্ত্র যুগল হস্তে লইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হ'ল; আর শুনলেম নাকি প্রিয়সখাও আজ কুসুমাকর-উদ্যানে যাবেন। তবে আমিও সেইখানে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো কুসুমাকর-উদ্যান—প্রবেশ করা যাক্।

আরে দুষ্ট মধুকরেরা, তোরা আবার আমাকে কেন আক্রমণ করিস? ও, বুঝেছি; আমি জামাতার বয়স্য বলে', মলয়বতীর আত্মীয়েরা আদর করে' আমাকে রং দিয়ে চিত্রিত করেছে; আর, "সন্তান" ও "শেখর"-পুষ্প আমার মাথায় বেঁধে দিয়েছে; তাই মধুকরেরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমার কাছে আসচে। এই অতি-আদরই যত অনর্থের মূল। এখানে এখন করি কি? অথবা এই যে এক জোড়া রক্তবস্ত্র মলয়বতীর কাছ থেকে পেয়েছি, এতে স্ত্রীবেশ করে', আর উত্তরীয়ের ঘোমটা

পরে' এখন যাওয়া যাক্। দেখা যাক্, মধুকর ব্যাটারা কি করে!

বিট।—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) ওরে দাস! (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া হাসিয়া) ঐ দ্যাখ্, নবমালিকা এসেছে। আমার আসতে দেরী হয়েচে বলে', আমাকে দেখে মান করে' ঘোমটা দিয়ে অন্য দিকে কোথায় চলেচে দেখ্ না। তা ওর গলা জড়িয়ে ধরে' একবার সাধি। (সহসা নিকটে গিয়া কণ্ঠ ধরিয়া মুখে তাম্বূল দিতে উদ্যত)

বিদূ।—(মদ্য গন্ধের সূচনায় নিজ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া অবস্থান) কি আপদ! সেই মধুকরদের হাত এড়িয়ে আবার এই দুষ্ট মধুকরদের মুখে এসে পড়লেম যে!

বিট।—কি?—মান করে' মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান? (প্রণাম করত বিদূষকের চরণে মাথা রাখিয়া) প্রসন্ন হও নবমালিকে, প্রসন্ন হও!

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ আমাকে এই আজ্ঞা করলেন:—"দেখ নবমালিকে, কুসুমাকর-উদ্যানে গিয়ে মালিনী 'পল্লবিকা'কে বল, যেন সে আজ তমাল-বীথিকাটি বিশেষ করে' সজ্জিত করে' রাখে। মলয়বতীর সহিত জামাতার সেখানে যাবার কথা আছে।" আমিও পল্লবিকাকে সেই আজ্ঞা শুনিয়ে দিলেম। এখন তবে প্রিয়সখা শেখরককে অন্বেষণ করি—সে নিশ্চয় রাত্রে আমার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (দেখিয়া) এই যে শেখরক। এ কি! একজন অপর স্ত্রীলোককে সাধচে দেখ্‌চি। আচ্ছা, তবে এইখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাক, স্ত্রীলোকটি কে।

বিদূ।—আরে বেটা মাতাল ছোঁড়া! এখানে নবমালিকা কোথায়?

দাসী।—(নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিত) শেখরক মদের ঘোরে আমাকে মনে করে' আত্রেয় ঠাকুরকে সাধাসাধি করচে দেখ্‌চি। আচ্ছা, আমি মিথ্যে রাগ দেখিয়ে দুজনের সঙ্গেই তবে একটু মজা করি।

দাস।—(দাসীকে দেখিয়া শেখরককে ঠেলিতে ঠেলিতে) ও কর্ত্তা! ওকে ছেড়ে দেও। ও নবমালিকা নয়। দেখুন, একজন স্ত্রীলোক চক্ষু রক্তবর্ণ করে' এখানে এসে উপস্থিত।

দাসী।—(নিকটে গিয়া) শেখরক! কাকে তুমি সাধাসাধি করচ?

বিদূ।—(অবগুণ্ঠন নামাইয়া) ওগো! আমি একজন হতভাগ্য ব্রাহ্মণ।

বিট।—(বিদূষককে নিরীক্ষণ করিয়া) আরে কপিল মর্কট! তুই শেখরককে প্রতারণা করচিস? ওরে দাস! একে ধরে' রাখ্। আমি ততক্ষণ নবমালিকাকে প্রসন্ন করি।

দাস।—যে আজ্ঞে কর্ত্তা।

বিট।—(বিদূষককে ছাড়িয়া দাসীর পদতলে পতন) প্রসন্ন হও নবমালিকে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

বিদূ।—(স্বগত) এই ফাঁকতালে আমি পালাই। (পলায়নে উদ্যত)

দাস।—যজ্ঞোপবীত ধরিয়া বিদূষককে ধারণ—যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া যাওন; আরে! কপিল মর্কট, তুই কোথায় পালাস্? (গলায় চাদর বাঁধিয়া আকর্ষণ)

বিদূ।—ওগো নবমালিকে! অনুগ্রহ করে' আমাকে ছাড়িয়ে দেও।

দাসী।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পায়ে মাথা নোয়াও, তো হ'লে ছাড়িয়ে দি।

বিদূ।—(সক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) কি আস্পর্দ্ধা, গন্ধর্ব্ব-রাজের মিত্র আমি ব্রাহ্মণ—আমি কি না দাসীবেটীর পায়ে পড়ব?

দাসী।—(অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শাসাইয়া সস্মিত) হাঁ, আমি পায়ে পড়িয়ে তবে ছাড়ব। শেখরক! ওঠ (কণ্ঠ ধারণ) তোমার উপরে আমার আর রাগ নেই। দেখ তুমি জামাইয়ের প্রিয়সখাকে নাকাল করেছ, এ কথা শুন্‌লে প্রভু মিত্রাবসু রাগ করতে পারেন। তাই বল্‌চি, এঁকে একটু আদর সম্মান কর।

বিট।—নবমালিকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (বিদূষকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) ঠাকুর! তোমাকে সম্বন্ধী ঠাউরে আমি সত্যই কি তোমার সঙ্গে পরিহাস করেছি?—কি পরিহাস করেছি, বল দিকি?—এইখানে বোসো সম্বন্ধী।

বিদূ।—(স্বগত) ভাগ্যি এখন এর নেশাটা ছুটে গেছে। (উপবেশন)

বিট।—নবমালিকে! এঁর পাশে তুমিও বোসো, এসো, আমরা দুজনে মিলে এঁর আদর সম্মান করি।

বিট।—(চষক আনিয়া) ওরে দাস! এই পাত্রটি ভরপুর করে' সুরা ঢাল্ দিকি।

দাস।—(তথা করণ)

বিট।—(নিজ মাল্য-শিরোভূষণ হইতে কতকগুলি পুষ্প লইয়া চষকে অর্পণ ও নবমালিকার নিকটে জানু পাতিয়া উপবেশন) নবমালিকে! এটি তুমি আস্বাদ করে' ওঁকে দেও।

দাসী।—(সস্মিত) আচ্ছা শেখরক। (তথা করিয়া বিটকে অর্পণ)

বিট।—(বিদূষককে চষক অর্পণ) দেখ, এই চষকের সুরা নবমালিকার মুখ-সংসর্গে বিশেষরূপে সুবাসিত হয়েছে—দেখ, শেখরক ছাড়া ইতিপূর্বে আর কেহই এরূপ সুরা আস্বাদ করে নি। অতএব পান কর। এর পর তোমার আর কি সম্মান করব বল?

বিদূ।—(অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) দেখ শেখরক, আমি ব্রাহ্মণ।

বিট।—যদি তুমি ব্রাহ্মণ হও, তা হ'লে তোমার পৈতে কোথায়?

বিদূ।—ঐ দাস পৈতেটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েচে।

দাসী।—(উচ্চে হাসিয়া) তাই যেন হ'ল, আচ্ছা, ছচারটে বেদ-মন্ত্র বল দিকি।

বিদূ।—এই সুরা-গন্ধে বেদ-মন্ত্র কি তিষ্ঠুতে পারে?—না না, তোমার সঙ্গে বিবাদ করে' আর কি হবে—এই ব্রাহ্মণ তোমার পায়ে পড়চে। (পায়ে পড়িতে উদ্যত)

দাসী।—(হস্তের দ্বারা নিবারণ করিয়া) না না ঠাকুর, ও কাজ কোরো না। শেখরক! সরে' যাও, সরে' যাও, ইনি সত্যিই ব্রাহ্মণ, (বিদূষকের পদতলে পতন) ঠাকুর! রাগ করো না; সম্বন্ধী বোলেই ঐরূপ পরিহাস করেছিলেম!

বিট।—আমিও ওঁকে একটু প্রসন্ন করি। (পায়ে পড়িয়া) ঠাকুর, মাপ কর: দেখ, আমি মদের ঝোঁকে অপরাধ করেছি। এখন আমি নবমালিকার সঙ্গে মদের আড্ডায় চল্লেম।

বিদূ।—আচ্ছা, আমি মাপ করলেম। তোমরা দুজনে যাও। আমিও প্রিয়সখার সহিত সাক্ষাৎ করি গে।

[দাসীর সহিত বিট ও দাসের প্রস্থান।

বিদূ।—ব্রাহ্মণের অকাল-মৃত্যু ফাঁড়াটা তো এক রকম কেটে গেল। কিন্তু আমি মাতাল ছোঁড়াটার সংসর্গ ও স্পর্শ-দোষে দূষিত—আমি এখন তবে এই দীঘিতে স্নান করে' শুদ্ধ হই। এই যে, হরি-রুক্মিণীর মত আমার প্রিয়সখাও দেখছি মলয়বতীর হাত ধ'রে এই দিকেই আসচেন! তবে এখন ওঁর কাছেই যাই।

(বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা মলয়বতীকে লইয়া পরিজন-সহ নায়কের প্রবেশ।

নায়ক।—(মলয়বতীকে অবলোকন করিতে করিতে সহর্ষে)

তাকাইলে মুখ-পানে
অধোদিকে করে দৃষ্টিপাত;
সম্ভাষণ করিলেও
নাহি কথা কহে মোর সাথ;
সখী-পরিবৃত হয়ে
শয্যা-পরে থাকে জড়সড়;
বলে আলিঙ্গিলে তারে
কম্পমান হয় থর-থর;
সখীরা বাহিরে গেলে,
বাস-গৃহ হ'তে সেও
বাহিরিতে হয় সমুদ্যত;
নবোঢ়া প্রিয়ার এই প্রতিকূল আচরণে
প্রীতি যেন আরো বাড়ে কত।

(মলয়বতীকে দেখিতে দেখিতে) প্রিয়ে মলয়বতি!

উত্তরে হুঁ দিয়া যাই,
মৌনভাবে করি অবস্থান;
দাব-দগ্ধ তনু এই
চন্দ্রাতপে যেন করে স্নান;
দিবস-যামিনী আমি
যার ধ্যানে থাকি অবিরাম
সেই মুখ হেরি এবে
—তপঃ-ফল যেন মূর্তিমান।

নায়িকা।—(চুপি চুপি) দেখ চতুরিকে। শুধু যে ভাল দেখতে, তা নয়, আবার কেমন প্রিয় কথাও বলতে জানেন।

দাসী।—(হাসিয়া) দিদিঠাকরুণ, উনি সত্য কথাই বলচেন—এতে প্রিয় কথা কি দেখতে পেলে?

নায়ক।—চতুরিকে! কুসুমাকর-উদ্যানের পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চল।

দাসী।—আসুন, এই দিক্ দিয়ে আসুন।

নায়ক।—(পরিক্রমণ করিয়া নায়িকার প্রতি) প্রিয়ে! নিজ ইচ্ছামত ধীরে-সুস্থে চল।

স্তন-ভারে তনু-মধ্য একে তো কাতর,
তাহে পুন হার ন্যস্ত তাহার উপর।
নিতম্বের ভারে উরু শ্রান্ত অবিরাম,
তাহে পুন তদুপরি রহে কাঞ্চীদাম।
না সহে উরুর ভার যে চারু চরণে
তাহাতে নূপুর পুনঃ সহিবে কেমনে?
দেহের অঙ্গই তব ভূষণবিশেষ
অলঙ্কার বহি' কেন মিছে পাও ক্লেশ?

দাসী।—এই সেই কুসুমাকর উদ্যান—প্রবেশ করুন।

(সকলের প্রবেশ)

নায়ক।—(অবলোকন করিয়া) আহা! এই কুসুমাকর উদ্যানের কি চমৎকার শোভা!

চন্দন-তরুর রস লতা-গৃহ-কুট্টিমেরে
করে সুশীতল॥
ধারা-যন্ত্র-গৃহোত্থিত তার-ধ্বনি-সহ নাচে
ময়ূর সকল;
যন্ত্র হ'তে ছুটি জল হেলায় পড়িয়া পুষ্পে
—পুষ্প রঙ্গে হইয়া রঞ্জিত—
তরুদের আলবাল পূরণ করিয়া, বেগে
হয় নিপতিত।

আরও দেখ—

এই সব মধুকর গীত-রবে লতা-গৃহ
করি' মুখরিত
কুসুম-পরাগ মাখি' পট্টবাসে আহা যেন
হইয়া ভূষিত
পর্য্যাপ্ত পিইয়া মধু
মধুকরী সহচরী-সনে
পানের উৎসবে মাতে
চারিদিকে আনন্দিত-মনে।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) জয় হোক্! জয় হোক্! কল্যাণ হোক্!

নায়ক।—সখা! অনেকক্ষণ পরে তোমাকে আবার দেখ্‌তে পেলেম।

বিদূ।—দেখ সখা! আমি খুব তাড়াতাড়ি ব… এসেছি। বিবাহমহোৎসব উপলক্ষে সিদ্ধ-বিদ্যাধ… মিলে সুরাপান কর্চে, তাই দেখ্‌বার জন্য কৌতূ… বশে এতক্ষণ আমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম; … এসো, তুমিও একবার দেখ।

নায়ক।—তাই তো (চারিদিক অবলোকন ক… সখা! দেখ, দেখ:—

এই বিদ্যাধর সবে সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন
করিয়া লেপন,
দেবদারু-পত্র-মালা নিজ নিজ কণ্ঠদেশে
করিয়া ধারণ,
মাণিক্য-ভূষণ-দীপ্ত অতি স্বচ্ছ সূক্ষ্মবাস
করি' পরিধান
সিদ্ধাঙ্গনা-সহ মিলি' প্রিয়া-পীত মধুরস
করিতেছে পান।

আচ্ছা এসো, আমরাও ঐ তমাল-বীথির … যাই। (পরিভ্রমণ)

বিদূ।—এই তো তমাল-বীথি। ইনি চলে' শ্রান্ত হয়েচেন দেখচি। তা এসো, আমরা স্ফটিক শিলাতলে বসে' একটু বিশ্রাম করি।

নায়ক।—সখা! তুমি ঠিক্‌ই লক্ষ্য করেছ (নায়িকার হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে! এসো, এই… আমরা বসি।

নায়িকা।—আচ্ছা নাথ। (সকলের উপবে…

নায়ক।—(নায়িকার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দে… দেখিতে) প্রিয়ে! কুসুমাকর-উদ্যান দর্শনের কৌতু… অনর্থক তোমাকে আমরা কষ্ট দিলেম। কেননা:

যে মুখেতে শোভে তব হেন চারু ভুরু-লতা'
এ অধর পল্লব পাটল।
—নন্দন-কানন সেই; আর যাহা কিছু দেখি
বন মাত্র সে সব কেবল॥

দাসী।—(ঈষৎ হাসিয়া বিদূষকের প্রতি) দিদিঠাকরুণের বর্ণনা কেমন কর্লেন শুন্‌লে তো এখন একবার আমি তোমার বর্ণিমেটা করি।

বিদূ।—(সহর্ষে) ওগো! তোমার কথা … আমি বাঁচলেম। তা, আমার প্রতি তুমি … অনুগ্রহ কর দিকি। এই বিটু-ছোঁড়া আবার আমাকে বল্‌তে পারে, "তুমি হেন, তুমি তেন, কপিল মর্কট ইত্যাদি।"

দাসী।—বাসর জাগাবার সময়, আমি তোমাকে দেখেছিলুম—ঘুমের ঘোরে তোমার চোখ বুজে গেছে— তাতে তোমাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল— সেই রকম করে' আর-একবার থাকো দিকি—আমি তোমার বর্ণিবেটা করি।

বিদূ।—(তথাকরণ)

দাসী।—(স্বগত) যতক্ষণ ও চোখ বুজে থাকবে, ততক্ষণ আমি তমাল-পাতার নীল-রসে ওর মুখটা কালো করে' দি। (উঠিয়া তমাল-পল্লব নিষ্পীড়ন করিয়া বিদূষকের মুখ কালো করিয়া দেওন)

(নায়ক ও নায়িকা বিদূষককে দেখিয়া)

নায়ক।—সখা! তুমিই ধন্য; আমরা থাকতে কিনা তোমাকেই বর্ণনা কর্‌চে।

নায়িকা।—(নায়কের মুখ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য)

নায়ক।—(নায়িকার মুখ দেখিয়া)

অধর-পল্লবে তব
কুসুম উদ্‌গম—মৃদুহাস;
অজস্র—এ নেত্রে মোর
দরশনে ফলের বিকাশ।

বিদূ।—ওগো! তুমি কি কর্‌লে?

দাসী।—কেন, তোমাকে বর্ণ দিয়ে বর্ণনা কর্‌লেম।

বিদূ।—(হস্তের দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া লাঠি উঁচাইয়া) আরে বেটী দাসি! জানিস্‌—এ রাজ-বাটী—এই দেখ্, তোর আমি কি করি। (নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া) তোমাদের সাম্‌নে কি না আমাকে এইরূপ নাকাল কর্‌লে? এখানে আর থাক্‌চি নে—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

দাসী।—আমার "আয়েষ" ঠাকুর রাগ করেচেন; আমি যাই—একটু সান্ত্বনা করি গে।

নায়িকা।—ওলো চতুরিকে! আমাকে একলা ফেলে কোথায় যাচ্চিস্?

দাসী।—(ঈষৎ হাসিয়া নায়কের প্রতি) এই রকম একলা যেন উনি চিরকাল থাকেন।

[প্রস্থান।

নায়ক।—(নায়িকার মুখ দেখিতে দেখিতে)

যদি এই মুখ তব ধরিল রক্তিম ছ্যতি
লাগি তাহে তপনের কর;
বিস্তারি' দশন-ছটা তাহে রাঙা হ'ল যদি
প্রস্ফুটিত কমল-কেশর;
—সবই পদ্ম সম যদি কেন তবে নাহি দেখি
মধুপানে রত মধুকর?

নায়িকা।—(হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

নায়ক।—(পুনর্ব্বার "যদি এই মুখ তব" ইত্যাদি)

(তাড়াতাড়ি দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—(নিকটে গিয়া) আর্য্য মিত্রাবসু এসে-ছেন—কোন কার্য্য উপলক্ষে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

নায়ক।—প্রিয়ে! এখন তোমার নিজ গৃহে যাও, আমি মিত্রাবসুর সহিত সাক্ষাৎ করে' এখনি আস্‌চি।

[দাসীর সহিত নায়িকার প্রস্থান।

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রা।—(স্বগত)

জীমূতবাহনের সে পরাক্রমে না পারিনু
করিতে বিনাশ,
রিপু সে হরিল রাজ্য —কেমনে নির্লজ্জ হয়ে
করিব প্রকাশ?

এ কথাটা না জানিয়ে যাওয়াটাও উচিত নয়—জানিয়েই যাই। (প্রকাশ্যে) কুমার!—আমি মিত্রা-বসু, প্রণাম করি।

নায়ক।—(মিত্রাবসুকে দেখিয়া) মিত্রাবসু! এইখানে বোসো।

মিত্রা।—(নিরীক্ষণ করিয়া উপবেশন)

নায়ক।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মিত্রাবসু! তোমার এরূপ ক্রুদ্ধভাব দেখ্‌চি যে?

মিত্রা।—হতভাগা মতঙ্গকে বধ করতে ক্রোধের কি প্রয়োজন?

নায়ক।—মতঙ্গ করেছে কি,?

মিত্রা।—নিজের মৃত্যু আসন্ন কি না, তাই সে আপনার রাজ্য আক্রমণ করেচে।

নায়ক।—(সহর্ষে স্বগত) এ কথাটা কি সত্য?

মিত্রা।—কুমার! তাকে বিনাশ কর্‌তে আজ্ঞা দিন। অধিক কি বল্‌ব:—

আদেশ পাইলে তব, এই সিদ্ধ-যোদ্ধাগণ
বিমানে আরূঢ় হবে, চারিদিকে ঘিরি' বরষা সম

সূর্য্যরে আচ্ছন্ন করি' আঁধারিয়া মধ্যাহ্ন-দিবস,
যুদ্ধে সদ্য বাহিরিয়া, ক্ষণ-ভয়াকুল রাজাদের
—আর নিজ রাজ্য তব—করিবে গো উদ্ধার এখনি!
অথবা সৈন্যেরই বা কি প্রয়োজন?

একাকীই আমি গিয়া
বেগে অসি করি' আকর্ষণ
—জটা-সম সমুজ্জ্বল
যে অসির প্রদীপ্ত কিরণ—
সিংহ যথা মাতঙ্গেরে
—মতঙ্গেরে আমি সেইমত
সম্মুখ-সংগ্রামে দেখো
এখনি গো করিব নিহত।

নায়ক।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া স্বগত) ও! কি দারুণ কথা। আচ্ছা, এইরূপ বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু! এ তো অল্প বিষয়—তোমার যেরূপ বলবীর্য্য, তাতে কি না তোমাতে সম্ভব? কিন্তু;—

অযাচিত হয়ে যে গো পর-অর্থে স্বশরীর
বিসর্জ্জিতে পারে কৃপাবশে
জীব-হিংসা নিষ্ঠুরতা করিতে গো অনুমতি
রাজ্যতরে কেমনে দিবে সে?

অপিচ:—ক্লেশই আমার শত্রু, ক্লেশ ছাড়া আমার আর কারও পরে শত্রুতা নাই। তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য করতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে রাজ্যলাভের জন্য যে এত ক্লেশ করচে, সেই কৃপাপাত্র ক্লেশ-পরতন্ত্র ব্যক্তির প্রতি তুমি অনুকম্পা কর।

মিত্রা।—(অমর্ষের সহিত) বলেন কি, যিনি আমাদের এমন উপকারী বন্ধু ও কৃপাপাত্র, তাঁর প্রতি অনুকম্পা করব না?

নায়ক।—(স্বগত) কোপাবিষ্ট ব্যক্তির ক্রোধ ছুনিবার, তাকে এরূপে নিরস্ত করতে পারা যাবে না। আচ্ছা, এইরূপ তবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু! ওঠো, গৃহের অভ্যন্তরে যাওয়া যাক্। সেইখানে গিয়ে তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলব। এখন দিবা অবসান হয়ে এল। দেখ:—

কমল-কলির যে গো সঙ্কোচ ঘুচায়,
কর-জালে পূর্ণ করে যে জন* আশায়,
অশেষ বিশ্বেরে যে গো করে প্রাণ দান,
সিদ্ধেরা দেখিয়া যারে করে স্তুতিগান,
শ্লাঘ্য সেই সূর্য্যদেব, নাহিক সংশয়,
পর-হিত-তরে সদা যাঁহার উদয়॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

(রক্তবস্ত্রযুগল লইয়া কঞ্চুকী ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—

অন্তঃপুরবাসি-মাঝে
সুব্যবস্থা করিয়া স্থাপন,
পদে পদে দেখি' তাহে
নানা ত্রুটি—নিয়ম-লঙ্ঘন,
জরাতুর বৃদ্ধ আমি
অনুসরি' নৃপ-দণ্ডনীতি
করিতেছি দেখ এবে
সর্ব্বকার্য্যে নৃপ-অনুকৃতি।

প্রতী।—আর্য্য বসুভদ্র! আপনি কোথায় যাচ্চেন বলুন দিকি?

কঞ্চুকী।—মিত্রাবসুর মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন:—"মলয়বতী ও জামাতার রক্তবস্ত্র নিয়ে তুমি তাদের সঙ্গে দশ রাত্রি বাস করবে। দুহিতা শ্বশুর-বাড়ীতেই আছে।" শুনলেম নাকি জীমূতবাহনও যুবরাজের সহিত আজ সমুদ্র-তীর দেখতে গেছেন। তা আমি এখন কোথায় যাই?—রাজপুত্রীর কাছে যাই কি জামাতার কাছে যাই—কিছুই তো বুঝতে পারচি নে।

প্রতী।—মহাশয়! আপনি রাজপুত্রীর কাছেই যান। এতক্ষণে হয় তো সেইখানে জামাতা নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কঞ্চুকী।—ঠিক্ বলেছ। আচ্ছা, তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

প্রতী।—মহারাজ বিশ্বাবসু আমাকে এই আদেশ করলেন; "দেখ সুনন্দ! মিত্রাবসুকে গিয়ে বল যে, এই "দীপ-প্রতিপদ" উৎসবে মলয়বতী ও জামাতাকে কিছু উপহার দিতে হবে; তা, এই

* আশা—দিক্ ও প্রত্যাশা।

উৎসবের উপযুক্ত কি দেওয়া যেতে পারে, তুমি এসে স্থির কর।

(জীমূতবাহন ও মিত্রাবসুর প্রবেশ)

জীমূত।—তরু-তৃণ-ভূমি শয্যা :
সুপবিত্র আসন পাষাণ ;
বাস-গৃহ তরুতল ;
শীতল নির্ঝর-বারি পান ;
কন্দমূল ভোজ্য বস্তু ;
সহচর যেথা মৃগ নব ;
অযাচিত লভ্য যেথা,
সর্বধন সকল বিভব
—হেন বনে এক দোষ :—
সুদুর্লভ সদা প্রার্থী জন ;
না করি' পরোপকার
বৃথা কাটে নিষ্ফল জীবন।

মিত্রা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) কুমার! শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের এই সময়।

নায়ক।—(শুনিয়া) ঠিক বলেছ।

মহাকায় জলহস্তী ধর করি' তোলপাড়
মহাবেগে ভাসি উঠি' সব,
যত গিরি কন্দরের উদরাভ্যন্তর-মাঝে
তুলি' ঘোর প্রতি-ধ্বনি-রব,
উচ্চে উচ্চে উঠে ধ্বনি যখন গো শ্রুতিপথ
করিয়া ব্যথিত,
তখন এ বেলা-জল —শুভ্র বহু শঙ্খ-সহ
আসিছে নিশ্চিত।

মিত্রা।—আসচে কি—এসে পড়েছে।—দেখ না—

লবঙ্গ-পল্লব-ভোজী করি মকর-উদগারী
সউরভ করিয়া বিস্তার
রত্ন-দ্যুতি-সুরঞ্জিত এই সিন্ধু-বেলা-জল
দেখ কিবা শোভে চমৎকার!

নায়ক।—মিত্রাবসু! দেখ দেখ; এই মলয়-পর্বতের সানুদেশগুলি, শরতের শুভ্রমেঘে আবৃত হিমাচল-শিখরের শোভা ধারণ করেছে।

মিত্রা।—এ মলয়-পর্বতের সানুদেশ নয়, এ হচ্চে মৃত নাগদের স্তূপাকার অস্থি-রাশি।

নায়ক।—(উদ্বেগ-সহকারে) আহা! এতগুলি একসঙ্গে কি করে' ম'ল?

মিত্রা।—কুমার! এরা একসঙ্গে মরে নি; আসল ব্যাপারটি কি তবে শোনো। বিনতানন্দন গরুড় নিজের ডানার বাতাসে, সাগর-জলের সমস্ত জলরাশি তোলপাড় করে', রসাতল থেকে উঠিয়ে প্রতিদিন এক একটি নাগকে আহার করেন।

নায়ক।—(উদ্বেগ সহকারে) কি কষ্ট। কি নিষ্ঠুরতা! তার পর—তার পর?

মিত্রা।—তার পর, সমস্ত নাগ-বংশের বিনাশ আশঙ্কায়, বাসুকি গরুড়কে বল্লেন—

নায়ক।—(সাদরে) বল্লেন, "আমাকেই প্রথমে ভক্ষণ কর।"—না?

মিত্রা।—না না, তা নয়।

নায়ক।—এ ছাড়া আর কি বল্‌তে পারেন?

মিত্রা।—এই কথা বল্লেন—"তোমার আক্রমণের ভয়ে শত সহস্র ভুজঙ্গীর গর্ভস্রাব হয়, শিশুরা মারা পায়; এইরূপে আমরাও সন্ততি-বিচ্ছেদ ভোগ করি, তোমারও স্বার্থের হানি হয়, অতএব তুমি যে অভিপ্রায়ে নাগ-লোক আক্রমণ কর, তোমার সেই অভিপ্রায় অনুসারেই প্রতিদিন এক একটি নাগ তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

নায়ক।—নাগরাজ বাসুকি পন্নগগণকে তবে আর কৈ রক্ষা কর্‌লেন?

সহস্র-মস্তক তিনি— বিসহস্র জিহ্বা-মাঝে
নাহি কি একটি জিহ্বা
তাঁর বিদ্যমান?
—যে জিহ্বা দিয়া তিনি বলেন রিপুর কাছে
"একটি অহির তরে
দিব আমি প্রাণ?"

মিত্রা।—পক্ষিরাজ তাতেই স্বীকৃত হলেন—

নাগ-রাজ এইরূপ করিলে গো নিয়ম স্থাপন,
যে সকল নাগগণে পক্ষিরাজ করেন ভোজন,
তাদেরি এ অস্থি-রাশি —হিমাচল-সম দ্যুতি
করিয়া ধারণ—
দিন দিন হইয়াছে— হইতেছে—আরও কত
হইবে বর্দ্ধন।

নায়ক।—আশ্চর্য্য!

যে ক্ষুদ্র শরীর এই অকৃতজ্ঞ ক্ষণধ্বংসী
অশুচি-আধার,
তারি তরে দেখ সব অজ্ঞানান্ধ মূঢ়জন
করে পাপাচার।

অহো! এই নাগদের অন্তিম দশা কি কষ্টকর! (স্বগত) আমি কি নিজের শরীর দিয়ে একটি নাগেরও প্রাণরক্ষা কর্‌তে পারি নে?

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—এই গিরি-শিখরে তো উঠেচি; এখন মিত্রাবসুকে অন্বেষণ করা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, মিত্রাবসু জামাতার নিকটেই আছেন। (নিকটে গিয়া) কুমারদের জয় হোক্!

মিত্রা।—সুনন্দ! এখানে কি জন্য আসা হয়েচে?

প্রতী।—(কানে কানে কথন)

মিত্রা।—কুমার! পিতা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

নায়ক।—আচ্ছা, তুমি যাও।

মিত্রা।—এই প্রদেশটি বহু অনিষ্টের স্থান; কুমারেরও এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়।

[প্রস্থান।

নায়ক।—আমি তবে এখন গিরি-শিখর হ'তে নেমে সমুদ্রতীর দেখতে যাই। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—হা! বৎস শঙ্খচূড়! তোমাকে আজ বধ করবে, আমি কেমন করে' চক্ষে দেখ্‌ব?

নায়ক।—আশ্চর্য্য! এ কি! যেন কোনো স্ত্রীলোকের বিলাপ—স্ত্রীলোকটি কে?—এর ভয়ের কারণই বা কি?—জিজ্ঞাসা করে' জানা যাক্।

(পরিক্রমণ)

(শঙ্খচূড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে গমন ও একজন দাস বস্ত্রযুগল লইয়া প্রবেশ)

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) ওরে বাছা শঙ্খচূড়! তোকে আজ বধ করবে, আমি কেমন করে' চক্ষে দেখ্‌ব? (চিবুক ধরিয়া) এই মুখচন্দ্রের অভাবে পাতালপুরী যে এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

শঙ্খ।—মা! কেন এত কাতর হচ্চ—তোমার কাতরতা দেখে আমার বড়ই কষ্ট হচ্চে।

বৃদ্ধা।—(পুত্রের অঙ্গাদি স্পর্শ করিতে করিতে নিরীক্ষণ) বাছা রে আমার! তোর এই সুকুমার শরীর, যে কখন সূর্য্যকিরণ দেখেনি, সেই তোকে কি করে' এই নিষ্ঠুর গরুড় ভক্ষণ করবে?

(কণ্ঠ ধরিয়া রোদন)

শঙ্খ।—মা! কেন দুঃখ কর্‌চ? দেখ:—

জনম হইবামাত্র প্রথমেই অনিত্যতা
ধাত্রীসম নিজ ক্রোড়ে
করেন গ্রহণ;
—জননী তাহার পর; তবে কেন কর শোক?
—এ নহে তো বিলাপের
সমুচিত ক্ষণ। (যাইতে উদ্যত)

বৃদ্ধা।—বাছা! একটু দাঁড়া, একবার তোর চাঁদ মুখখানি দেখে নি।

দাস।—এসো কুমার শঙ্খচূড়! উনি যতই বলুন না কেন, তোমার তাতে কি হবে? উনি পুত্র-স্নেহে এখন জ্ঞান-হারা,—রাজকার্য্য কিছুই বোঝেন না।

শঙ্খ।—এই আমি যাচ্চি।

দাস।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) আমি তো এঁকে বধ্যশিলার কাছে নিয়ে এসেছি—এখন বধ্য-চিহ্নগুলি দেওয়া যাক্।

নায়ক।—এই তো সেই স্ত্রীলোক। (শঙ্খচূড়কে দেখিয়া) বোধ হয় ওঁরই পুত্র—আচ্ছা ভাল, কাঁদচেন কেন? বিলাপ করচেন কেন? (চারি দিকে অবলোকন করিয়া) এঁর ভয়ের তো কোন কারণ দেখ্‌চিনে, ভয়ের কারণটা কি, নিকটে গিয়ে জানা যাক্। এদের দুজনের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চল্‌চে—এই কথাবার্ত্তা থেকে কারণটা প্রকাশ হ'তেও পারে—আচ্ছা, আমি তবে এই বৃক্ষ-শাখার আড়াল থেকে শুনি।

দাস।—(সাশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলি হইয়া) স্বামীর এই আদেশ;—তাই এই নিষ্ঠুর কথা আমাকে বল্‌তে হচ্চে।

শঙ্খ।—বল বাপু, বল।

দাস।—নাগরাজ বাসুকি আজ্ঞা করেচেন—

শঙ্খ।—(শিরে অঞ্জলি ধারণ করিয়া সাদরে) মহারাজ কি আজ্ঞা করেছেন?

দাস।—এই রক্ত-বস্ত্র পরিধান করে' বধ্যশিলায়

আরোহণ করতে হবে। এই রক্ত-বস্ত্র লক্ষ্য করে' গরুড় এখানে এসে আহার করবেন।

নায়ক।—(শুনিয়া) কি?—এটি বাসুকির পরিত্যক্ত?

দাস।—কুমার! এই বস্ত্রযুগল গ্রহণ কর।

(অর্পণ)

শঙ্খ।—(সাদরে) দেও। (গ্রহণ করিয়া) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

বৃদ্ধা।—(পুত্রের বস্ত্রযুগল দেখিয়া বুক চাপড়াইয়া) ওরে বাছা রে! এ যে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল রে! (মূর্চ্ছিত)

দাস।—গরুড়ের আসবার সময় হয়ে এল। আমি শীঘ্র যাই।

[প্রস্থান।

শঙ্খ।—ওঠ মা! ওঠ!

বৃদ্ধা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রুলোচনে) ওরে আমার বাছা রে! তোকে পেয়ে যে আমার শত আশা পূর্ণ হয়েছিল। আর কি তোকে দেখতে পাব রে? (কণ্ঠ ধারণ)

নায়ক।—অহো! গরুড়ের কি নিষ্ঠুরতা!—

হইয়া গো মূর্চ্ছিত অশ্রুবারি বরিষণ
করি' অবিরাম,
বিলাপ করিছে বহু, নিক্ষেপিয়া চারিদিকে
করুণ নয়ান,
বলে যেন :—"বাছা ওরে! নাহি কেহ পরিত্রাতা
করে তোরে ত্রাণ?"
এ হেন মাতার কোলে যে শিশুটি অবস্থিত
খগেন্দ্র তাহারে এবে
দয়া মায়া তেয়াগিয়া
চঞ্চু অগ্রে করিবে ভক্ষণ;
তাই ভাবি, গরুড়ের কঠিন হৃদয় সেই
নিশ্চয় গো বজ্রের গঠন।

শঙ্খ।—(নিজের অশ্রু নিবারণ করিয়া) মা! এত কাতর হচ্ছ কেন?—একটু ধৈর্য্য ধরে' থাকো।

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) কি করে' বাছা ধৈর্য্য ধরব?—তুই আমার একমাত্র পুত্র, তাই ভেবেই কি দয়াময় নাগরাজ তোকেই পাঠিয়ে দিলেন?—আমার সংসারে বিচ্ছেদ ঘটেনি দেখেই কি নাগরাজ আমার বাছাটিকে স্মরণ করলেন? (মূর্চ্ছা)

নায়ক।—(সকরুণভাবে)

আর্ত্ত, কণ্ঠগত-প্রাণ— ত্যাগ করিয়াছে যারে
সকল আত্মীয় বন্ধু জনে—
এ হেন ব্যক্তিরে যদি, ত্রাণ না করি গো আমি
কি ফল শরীর-ধারণে?

আচ্ছা, নিকটে যাওয়া যাক্।

শঙ্খ।—মা! মনকে স্থির কর।

বৃদ্ধা।—বাছা রে আমার! যখন নাগলোকের রক্ষক বাসুকিই তোকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আর কে তোকে পরিত্রাণ করবে বল্?

নায়ক।—(নিকটে গিয়া) কেন, আমি,—আমিই পরিত্রাণ করব।

বৃদ্ধা।—(নায়ককে দেখিয়া সভয়ে উত্তরীয়ের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করিয়া নায়কের নিকটে গিয়া জানু পাতিয়া) বিনতানন্দন, আমাকে বধ কর। তোমার আহারের জন্য নাগরাজ আমাকেই স্থির করেছেন।

নায়ক।—(সাশ্রুলোচনে) আহা! কি পুত্র-বাৎসল্য!

পুত্র-বাৎসল্য-জাত ইহার এ সকাতর
ভাব দরশনে
সর্ব্বোদ-হৃদয় সেই ভুজঙ্গম-অরাতিরো
দয়া হবে মনে।

শঙ্খ।—মা! ভয় নাই, ইনি নাগদের শত্রু নন। দেখ :—

—নাগের মস্তিষ্ক-ভেদী সুপ্রচণ্ড চঞ্চু যার
বিচর্চ্চিত শোণিত-ধারায়—
কোথায় সে পক্ষিরাজ—আর সৌম্য-শান্তরূপ
মানুষ—এই বা কোথায়?

বৃদ্ধা।—আমি পুত্র-হত্যার ভয়ে সমস্ত লোকই এখন গরুড়ময় দেখছি।

নায়ক।—মা! পুনঃপুনঃ আমাকে বলছ কেন—দেখো, আমি সময়কালে তোমার পুত্রকে রক্ষা করব।

বৃদ্ধা।—(মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া) বৎস! চিরজীবী হও।

নায়ক।—

কর মাতঃ বধ্যচিহ্ন আমারে অর্পণ ;
তাতে নিজ দেহ মোর করি' আচ্ছাদন
রক্ষা করিবারে তব পুত্রটির প্রাণ—
পক্ষিরাজ-আহারার্থে করিব গো দান।

বৃদ্ধ।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) এও যে বড় বিরুদ্ধ কথা ; শঙ্খচূড়ের তুল্য তুমিও আমার পুত্র, অথবা পুত্র হ'তেও অধিক ; বন্ধুজনেরা যাকে পরিত্যাগ করেছে, আমার সেই পুত্রটিকে নিজ শরীর দিয়ে তুমি রক্ষা করবে ?

শঙ্খ।—অহো ! এই মহাত্মার মনের গতি লোক-বিপরীত ! কেননা :—

যে প্রাণ রক্ষার তরে খাইলা কুক্কুর মাংস
বিশ্বামিত্র চণ্ডালের সম,
যে প্রাণ রক্ষার তরে উপকারী "নাড়ীজঙ্ঘ"
বধিলেন মহর্ষি গৌতম,
প্রতিদিন পক্ষিরাজ আহার করেন নাগ
রক্ষা করিবারে যেই প্রাণ
—সেই প্রাণ, এই সাধু পরের হিতের তরে
তৃণবৎ করিছেন দান ;

(নায়কের প্রতি) মহাত্মন্। আমার প্রতি কৃপালু হয়ে অকপটে কিরূপে আত্মদান করতে হয়, তা আপনিই দেখালেন ; তা এ বিষয়ে দৃঢ়াগ্রহ হয়ে কাজ নেই ; দেখুন :—

আমাদের ক্ষুদ্র জীব
জনমিছে মরিতেছে কত
পরহিতে বদ্ধ-কটি
কোথা জন্মে আপনার মত ?

তা, এ বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে কাজ নেই—আপনি এ চেষ্টা পরিত্যাগ করুন।

নায়ক।—দেখ শঙ্খচূড় ! বহুকালের পর আমি এইবার পরোপকারের অবসর পেয়েছি—এ কার্য্য হ'তে আমাকে বিরত করা তোমার উচিত হয় না। তা, এ বিষয়ে আর ইতস্ততঃ কোরো না—তোমার বধ্য চিহ্নগুলি আমাকে দেও।

শঙ্খ।—মহাত্মন্ ! কেন নিজ আত্মাকে আপনি বৃথা কষ্ট দিচ্ছেন ? দেখুন, শঙ্খচূড় কখনই শঙ্খধবল পিতৃকুলকে মলিন করবে না ; যদি আমাদের প্রতি আপনার অনুকম্পা হয়ে থাকে, তা হ'লে, এই বিপন্ন জীবন যাতে ত্যাগ করতে না হয়, তার অন্য উপায় চিন্তা করুন।

নায়ক।—এ বিষয়ে আর কি চিন্তা করবার আছে ?

তোমার মরণে যে গো হয় ম্রিয়মান্,
তব প্রাণ বাঁচিলে গো বাঁচে যার প্রাণ,
তাহারে বাঁচাতে যদি করহ মনন,
মোর প্রাণে নিজ প্রাণ কর গো রক্ষণ।

এই একমাত্র উপায় আছে, অতএব তুমি শীঘ্র তোমার বধ্য-চিহ্নগুলি আমাকে দেও। এই চিহ্নগুলি ধারণ করে' আমি বধ্যশিলায় আরোহণ করি। তুমিও জননীর সঙ্গে এ প্রদেশ হ'তে ফিরে যাও। কি জানি, যদি এই নিকটস্থ হত্যা-স্থান দেখে, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ কাতরতা-বশে উনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত-নাগ-কঙ্কালপূর্ণ এই মহাশ্মশান কি তুমি দেখতে পাচ্চ না ?

গরুড়ের সুচঞ্চল চঞ্চু-অগ্র হ'তে সেই
মাংস-খণ্ড হতেছে পতন
তারি লোহিত পূর্ণ রক্ত সঞ্চালিয়া পক্ষ, ঘন
অন্ধকারে ছাইছে গগন ;
অজস্র নতুন বসা হইয়া নিঃসৃত
আমগন্ধা রক্তস্রোতে হতেছে মিশ্রিত :
সেই স্রোতে, শিরা-বক্ষে বিনিঃসৃত অগ্নিশিখা
হইয়া পতন
নির্ব্বাণ হইয়া গিয়া সুবিকট ভোররবে
করিছে স্বনন।

শঙ্খ।—দেখতে পাচ্চি বৈ কি।

প্রতি দিন নাগাহারে গরুড়ের হয় হেথা
পরম তৃপতি ;
এ মহাশ্মশান তাই অস্থি-কপালেতে পূর্ণ
হয় নিতি-নিতি।

নায়ক।—শঙ্খচূড় ! তুমি যাও ; এ সকল সান্ত্বনার বাক্যে আর কি হবে ?

শঙ্খ।—গরুড়ের আসবার সময় হয়ে এল। (মাতার সম্মুখে জানু পাতিয়া) মা ! তুমিও এখান থেকে ফিরে যাও।

পুত্র-প্রিয় মাতা ওগো !
জনমিব হেথা যতবার
তুমিই হও গো যেন
জন্ম-জন্ম জননী আমার।

(পদতলে পতন)

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) বাছা! অন্তিমকালের কথা কেন মুখে আন্চ?—তোমাকে ছেড়ে বাছা আমার পা যে কোথাও নড়্তে চায় না। তোমার সঙ্গে আমি এখানেই থাক্‌ব।

শঙ্খ।—(উঠিয়া) আমিও শীঘ্র ঐ ভগবান দক্ষিণ-গোকর্ণকে প্রদক্ষিণ করে' প্রভু নাগরাজের আদেশ পালন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

নায়ক।—(দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) এই রক্তবস্ত্র-যুগল ভাগ্যে দৈবাৎ পাওয়া গেল, এইবার আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—মিত্রাবসুর সুজননী এই বস্ত্রযুগল কুমারকে পাঠিয়েছেন, তা, এই বস্ত্র কুমার পরিধান করুন।

নায়ক।—(সাদরে) দেও।

কঞ্চুকী।—(বস্ত্র অর্পণ)

নায়ক।—(লইয়া স্বগত) মলয়বতীর পাণিগ্রহণ সফল হ'ল। (প্রকাশ্যে) কঞ্চুকি! যাও; দেবীকে প্রণাম জানিও।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা কুমার।

[প্রস্থান।

এই রক্তবস্ত্রযুগ
সমাগত উপযুক্ত ক্ষণে;
পরার্থে ত্যজিব দেহ
—ইথে কত প্রীতি হয় মনে।

(চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) মলয়াচলের শিলারাশি সংঘর্ষিত করে' যখন বায়ু প্রবাহিত হচ্চে, তখন মনে হয়, পক্ষিরাজ নিশ্চয়ই নিকটবর্ত্তী।

"সম্বর্ত্ত"-জলদ-সম পক্ষের পংক্তিতে দেখ
সমস্ত গগন আচ্ছাদিত;
বায়ু-বেগে অম্বুরাশি হইল উৎক্ষিপ্ত তীরে
—যেন মহী হইবে প্লাবিত;
প্রলয় আশঙ্কা করি' সহসা দিগ্‌গজ সবে
দেখে ভয়ে হইয়া বিহ্বল;
দ্বাদশ আদিত্য-সম দেহের প্রভায় মুহু
দশ দিক্ হইল পিঙ্গল।

তা, চন্দ্রচূড় না আস্‌তে আস্‌তেই, তাড়াতাড়ি এই বধ্যশিলায় উঠে পড়ি। (তথা করিয়া উপবেশন করিয়া স্পর্শসুখ অভিনয়) আহা! এই শিলা কি সুখস্পর্শ!

তত সুখ নাহি হয় মলয় চন্দন-লিপ্ত
মলয়বতীর আলিঙ্গনে
যত হয় সুখোদয় মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি-ক্ষণে
লগ্ন হয়ে এই শিলা-সনে।
পাই নাই তত সুখ শৈশবে মায়ের কোলে
শুইয়া নিঃশঙ্কে
যত সুখ পাইলাম আমি আজি থাকি এই
শিলাতল-অঙ্কে

এই যে, গরুড় এসেছেন, আমি এইবার রক্ত-বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করি।

(গরুড়ের প্রবেশ)

গরুড়।—
নেহারিয়া শশাঙ্করে
সশঙ্কিত দর্শনে আমার;
—শেষ-মূর্ত্তি অনন্তরে
সঙ্কুচিত বলয়-আকার;
রথ-অশ্বে হেরি' ত্রস্ত
হইলেন সূর্য্য বিচলিত;
অরুণ অগ্রজ মোর
দেখি' মোরে হইলা হর্ষিত।
তার পর প্রবেশিয়া
প্রজ্জ্বলন্ত মেঘ-সম মত্তে
বিস্তারিয়া পক্ষ মোর
—অহি-মাংস আহারের লোভে—
ক্ষণমাত্র আইলাম—উড়িতে উড়িতে
সিন্ধুতীরবর্ত্তী এই মলয়-গিরিতে।

নায়ক।—(সপরিতোষে)
স্বশরীর দানে আজি যে পুণ্য অর্জ্জিনু আমি
বাঁচাইয়া নাগের জীবন,
সেই পুণ্য-ফলে যেন পর-হিত তরে দেহ
জন্ম-জন্ম করি গো ধারণ।

গরুড়।—(নায়কে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে!

অবশিষ্ট নাগদের প্রাণ-রক্ষা তরে
সমাগত নাগ এক বধ্যশিলা-পরে।
রক্তাম্বর পরিধান তরে বুক কাটি' যেন
সেই রক্তে লিপ্ত দেহখানি ;
বজ্র-চণ্ড চঞ্চু দিয়া ভেদি' বক্ষ, ভক্ষিবারে
ঊর্দ্ধে এরে ল'য়ে যাই আমি।

(নামিয়া নায়ককে ধারণ, নেপথ্য হইতে
পুষ্প-বৃষ্টি ও দুন্দুভি-নাদ)

গরুড় :—(সবিস্ময়ে) এ কি !
গন্ধে আমোদিত হয়ে অলি যাহে বসে
—হেন পুষ্প নভ হ'তে এবে কি বরষে ?
কিম্বা স্বর্গ হ'তে কি এ দুন্দুভির ধ্বনি
মুখরিত করে দিক্—এবে যাহা শুনি ?
(হাসিয়া)
না, বুঝেছি—
মম বেগ-সমীরণে হইয়া কম্পিত
স্বর্গ হ'তে পারিজাত হতেছে পতিত ;
"সম্বর্ত্তক"-মেঘ সবে, সংহারের তরে
এইরূপ ঘোরতর গরজন করে।

নায়ক।—(স্বগত) আ, কি সৌভাগ্য ! আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

গরুড়।—(নায়ককে দেখিয়া)
সর্পের রক্ষক হয়ে এ যে দেখি কোন নর
হেথা উপস্থিত ;
সর্পাহার ইচ্ছা তাই আজিকার মত মোর
হ'ল অপনীত।

আচ্ছা, একে তবে নিয়ে, মলয় পর্ব্বতে উঠে, মনের সাধে আহার করি গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—
গৃহোদ্যানে যাইতেও হয় গো অনিষ্ট-শঙ্কা
স্নেহবশে স্নেহী জন-তরে ;
তাতে তিনি অবস্থিত ভীষণ কান্তারে এবে
—যেথা বহু বিপদ বিচরে।

জীমূতবাহন সমুদ্রতীরের জলোচ্ছ্বাস দেখবার জন্য কুতূহলী হয়ে যাত্রা করেছেন—এখনও তিনি না আসায় মহারাজ বিশ্বাবসু বড়ই চিন্তিত হয়েছেন। আর তিনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন।

"দেখ সুনন্দ ! আমি শুনলেম যে, জামাতা জীমূতবাহন নাকি গরুড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে গেছেন ! তাই আমি অত্যন্ত ভীত হয়েচি। দেখ, তুমি শীঘ্র জেনে এসো, তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসেছেন কি না।" আমি তাই এখন সেখানে যাচ্চি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই তো রাজর্ষি জীমূতবাহনের পিতা জীমূতকেতু কুটীরের অঙ্গনে বসে' আছেন, আর তাঁর সহধর্ম্মিণী ও রাজপুত্রী তাঁর সেবা করচেন।

তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গ ফেনময় জল সম
পট্টবস্ত্র করি' পরিধান,
মহিষী আছেন বসি' সুসলিলা সুবিশদা
মহাপুণ্যা জাহ্নবী সমান ;
তাঁ-সহ জীমূতকেতু বিরাজিত জলধি শ্রী
করিয়া ধারণ ;
তাঁহার সমীপে বসি' শোভেন মলয়বতী
বেলার মতন।

এখন তবে নিকটে যাওয়া যাক্।

(পত্নী ও বধূর সহিত জীমূতকেতু আসীন)

জীমূত।—
ভুঞ্জেছি যৌবন-সুখ ; করিয়াছি যশঃপূর্ণ
রাজ্যে অধিষ্ঠান ;
চান্দ্রায়ণ আদি তপ স্থিরচিত্তে করিয়াছি
আমি অনুষ্ঠান ;
শ্লাঘনীয় পুত্র মোর ; অনুরূপ বংশজাত
এই পুত্রবধূ ;
কৃতার্থ হয়েচি আমি ; —চিন্তার বিষয় মোর
এবে মৃত্যু শুধু।

সুনন্দ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) জীমূতবাহনের—

জীমূতকেতু।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) কোন পাপ-কথা শুনতে না হয় !

বৃদ্ধা।—সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হোক্ !

মলয়বতী।—এই দুর্নিমিত্তে আমার হৃদয় কাঁপচে।

জীমূতকেতু।—(বামাক্ষি-স্পন্দনে) বাপু! জীমূতবাহনের কি—?

সুনন্দ।—জীমূতবাহনের সংবাদ জানবার জন্য মহারাজ বিশ্বাবসু আপনাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

জীমূতকেতু।—কি? সেখানে কি আমার পুত্র নাই?

বৃদ্ধা।—(সবিষাদে) মহারাজ! সেখানে যদি না থাকে, তা হ'লে বাছা আর কোথায় যেতে পারে?

জীমূতকেতু।—বোধ হয়, আমাদের ভিক্ষা আহরণের জন্য আর কোথাও গিয়ে থাকবে।

মল।—(সবিষাদে স্বগত) আর্য্যপুত্রকে না দেখতে পেয়ে আমার কিন্তু অকরূপ আশঙ্কা হচ্চে।

সুনন্দ।—আজ্ঞা করুন, মহারাজকে আমি কি নিবেদন করব।

জীমূতকেতু।—(বাম চক্ষুর স্পন্দন) জীমূতবাহনের আসতে বিলম্ব দেখে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়েচে।

পোড়া বাম চক্ষু ওরে! বার বার কেন তুই
করিস্ স্পন্দন?
ভগবান্ সূর্য্যদেব দূরিত করুন এই
অশুভ স্ফুরণ।

(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) ত্রিভুবনের যিনি একমাত্র চক্ষু, সেই এই ভগবান্ সহস্রকিরণ জীমূতবাহনের নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন। (দেখিয়া সবিস্ময়ে)

সূর্য্য-দেহ-আভা সম
রক্তচ্ছটা করি' বিকিরণ,
দুরন্ত বায়ু-চালিত
তারকার জ্যোতির মতন,
দৃশ্যমান এ কি বস্তু
—ঝলসিয়া যুগল নয়ন—
নভ হ'তে সম্মুখে
সহসা গো হইল পতন?

—এ কি! পায়ে এসে পড়ল যে!

সকলে।—(নিরীক্ষণ)

জীমূতকেতু।—এ কি! রক্তাক্ত মাংস-লগ্ন কার না জানি এ মাথার মণি?

বৃদ্ধা।—(সবিষাদে) মহারাজ! এ চূড়ামণিটি আমার পুত্রের।

মল।—না! ও কথা বোলো না।

সুনন্দ।—মহারাজ! এরূপ না জেনে শুনে বিহ্বল হবেন না। নাগরাজদের ভক্ষণ করার সময় গরুড়ের নখাগ্রে যে সকল শিরোরত্ন উৎপাটিত হয়েছে, সেই শিরোরত্নগুলি এখন আকাশ থেকে পড়ছে।

জীমূতকেতু।—দেবি! সুনন্দ ঠিক কথা বলেচে। এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

বৃদ্ধা।—সুনন্দ! বোধ হয় এতক্ষণে বাছা তার শ্বশুর-বাড়ীতে এসে থাকবে। যাও, তুমি একবার জেনে এসো।

সুনন্দ।—যে আজ্ঞা দেবি!

[প্রস্থান।

জীমূতকেতু।—দেবি! এটি নাগ-চূড়ামণিই হবে।

(রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খ।—মহাসিন্ধু-তীরবর্ত্তী "গোকর্ণ"-শিবলিঙ্গে
প্রণমি' ত্বরিত,
তার পর, দেখ আমি নাগ-বধাভূমে আসি
হনু উপনীত।
নখাগ্রে বিদরি' বক্ষ
বিদ্যাধরে ধরিয়া সবলে
উঠিল সে পক্ষিরাজ
উধাও হইয়া মহাবলে।

(রোদন করিতে করিতে) হা মহাত্মন্! পরম কারুণিক, পরদুঃখ-কাতর বিদ্যাধর বালক! কোথায় গেলে তুমি? আমার কথার উত্তর দেও। হতভাগা শঙ্খচূড়! তুই করলি কি?

নাগ-পরিত্রাণ-কীর্ত্তি একটি দিনেরো তরে
না পারিলি করিতে অর্জ্জন;
নাগ-অধিপতির সে শাসন আজ্ঞা একটুও
না করিলি তুই রে পালন;
অন্য জন আসি' হেথা আত্ম-প্রাণ সমর্পিয়া
রক্ষণ করিল আজি তোরে;
ধিক্ ধিক্! হায় হায়! এ কি শোচনীয় দশা!
দারুণ বঞ্চিত তুই ওরে!

তা, আমি ক্ষণকালের জন্য বেঁচে থেকে আমার জীবনকে হাস্যাস্পদ করব না। যাতে আমি তাঁর অনুগামী হতে পারি, এখন তারই চেষ্টা দেখি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া)

প্রথমে দেখিব, যেথা ভুজঙ্গ পীড়ন করি'
মোটা মোটা রক্ত-ফোঁটা
অবিরল হয়েছে পতিত ;
তার পর, শিলাতল —যেথা শীর্ণ রক্তকণা
সুদীর্ঘ প্রদেশ ব্যাপি'
ক্রমান্বয়ে হয়েছে প্রসৃত ;
সেই সব বনভূমি —পিপীলিকা কীট-আদি
হইয়াছে যেথায় সঞ্চিত ;
ধাতু-সুরঞ্জিত দেশ —যেথা রক্ত সুদুর্লক্ষ্য
রঙে রঙে হয়েছে মিলিত ;
সেই ঘন তরু-চূড়া —রক্তের নীলিমা যেথা
আরো যেন হয়েছে বর্দ্ধিত ;
এই ভাবে রক্তধারা
অনুসরি, অতি শুপ্তরূপে
চলিয়াছি আমি এবে
ভেটিতে সে বিহঙ্গম-ভূপে'।

বৃদ্ধা।—(ভয়ব্যাকুল হইয়া) মহারাজ! একটি লোক—অরুণ-বর্ণ মুখ—যেন শোকগ্রস্ত হয়ে এই দিকে তাড়াতাড়ি আস্‌চে, তাই আমার হৃদয় আকুল হয়ে উঠেচে। তা, তুমি জিজ্ঞাসা কর, ইনি কে।

জীমূতকেতু।—আচ্ছা দেখি, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

(শুনিয়া সহর্ষে হাসিয়া) বোধ হয়, এঁরই মাথার মণি কোন পক্ষী মাথা থেকে তুলে নিয়ে এইখানে ফেলে দিয়েচে।

বৃদ্ধা।—(সপরিতোষে, মলয়বতীকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা, তুমি বিধবা হও নি—শান্ত হও। যার এরূপ আকৃতি, সে কখন বৈধব্যদুঃখ ভোগ করে না।

মল।—(সহর্ষে) মা! এ তোমারি আশীর্বাদের ফল।

জীমূ।—বৎস! ব্যাপারটা কি?

শঙ্খ।—দুঃখ-কষ্টের ভারে, আমার কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই আমি কিছু বল্‌তে পাচ্চি নে।

জীমূতকেতু।—
দুঃসহ পুত্র-শোকে হৃদয় আক্রান্ত,
তাহার সংবাদ বলি' কর মোরে শান্ত।

শঙ্খ।—শুনুন বলি। জাতিতে আমি নাগ—আমার নাম শঙ্খচূড়। গরুড়ের আহারের জন্য বাসুকি গরুড়ের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

অধিক আর কি বল্‌ব, বুদ্ধিজালে এই রক্তধারার চিহ্ন ক্রমে দুর্লক্ষ্য হয়ে যেতে পারে ; অতএব আমি সংক্ষেপে বলি—

কোন বিদ্যাধর সাধু
হইয়া করুণাবিষ্ট-মন
রক্ষিলেন মোর প্রাণ
নিজ প্রাণ করি' সমর্পণ।

জীমূ।—এমন পরহিত-ব্রত আর কে হ'তে পারে? বৎস! স্পষ্ট করে' বল, সে জীমূতবাহন কি না।

হা! আমি অতি হতভাগ্য—আমারি দেখচি সর্বনাশ হয়েচে।

বৃদ্ধা।—বাছা রে আমার! কেন তুই এরূপ কর্‌লি?

মল।—আমার দুর্ভাবনাটাই কি তবে সত্যি হ'ল?

(সকলে মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—(সাশ্রুলোচনে) এঁরা নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার পিতামাতা! আমিই অপ্রিয় কথা বলে' এঁদের এইরূপ দশা উপস্থিত করেছি। অথবা বিষধরের মুখ হ'তে বিষ ছাড়া আর কি বেরুতে পারে? অহো! যিনি শঙ্খচূড়ের প্রাণদাতা—শঙ্খচূড় তার বেশ প্রত্যুপকার কর্‌লে যা হোক্। এখন তবে কি আত্মহত্যা করব, না এঁদের সান্ত্বনা করব? শান্ত হোন্ জননি! আশ্বস্ত হোন্। (উভয়ের সংজ্ঞালাভ)

বৃদ্ধা।—বাছা! ওঠো; কেঁদো না—জীমূতবাহন বিনা আমরা কি করে' বাঁচব? (প্রকাশ্যে) তুমি আমাদের সান্ত্বনা কর।

মল।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) নাথ! কোথায় আবার তোমাকে দেখ্‌তে পাব?

জীমূ।—হা বৎস! গুরুজনের চরণ-সেবা কি করে' করতে হয়, তা সে তুমিই জান্‌তে।

তোমার মাথার মণি
ফেলি দিয়া চরণে আমার
—লোকান্তর হইলেও
ত্যজ নাই তবু শিষ্টাচার।

(চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া) হা বৎস! তোমার শুধু এইটুকুমাত্র দেখ্‌তে পেলেম? (হৃদয়ে রাখিয়া) ওহো হো!

ভক্তিভরে, দূর হ'তে, শির অবনত করি,
প্রণমিত সদা যে গো
আমাদের যুগল চরণ
তার সেই চূড়ামণি —হইলেও শাণে-ঘসা
মসৃণ কোমল—তবু
কেমনে করে হৃদি বিদারণ ?

বৃদ্ধা।—হা পুত্র জীমূতবাহন! গুরুজন-শুশ্রূষা ছাড়া যার অন্য কোন সুখে রুচি হ'ত না, সেই তুই এখন স্বর্গ-সুখ উপভোগ করবার জন্য, কেমন করে' তোর পিতামাতাদের ছেড়ে চলে' গেলি বল্ দিকি ?

জীমূতকেতু।—(সাশ্রুলোচনে) দেবি! কেন এ প্রলাপ-বাক্য বলচ ?—আমরাও কি জীমূতবাহন বিনা এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে পারব ?

মল।—(পদতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) আমাকে তবে আর্য্যপুত্রের চূড়ামণিটি দিন—আমি এটিকে হৃদয়ে রেখে, জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াই।

জীমূ।—পতিব্রতে! কেন তুমি এত আকুল হচ্চ ? আমরা সকলেই তো এইরূপ সঙ্কল্প করেছি।

বৃদ্ধা।—মহারাজ! আমরা এখনও তবে কিসের অপেক্ষায় আছি ?

জীমূ।—আর কিছুরই অপেক্ষা নেই। তবে কি না, রক্ষিতাগ্নি অগ্নিহোত্রীদের অন্য অগ্নির দ্বারা সংস্কার বিধের নয়। অতএব অগ্নিহোত্র-আধার হ'তে অগ্নি এনে, এসো আমাদের দেহ প্রজ্বলিত করি।

শঙ্খ।—(স্বগত) হায় হায়! আমারই জন্য সমস্ত এই বিদ্যাধর-বংশ উচ্ছিন্ন হ'ল! আচ্ছা, এইরূপ তবে বলা যাক্ (প্রকাশ্যে) তাত! নিশ্চয় না জেনে, এরূপ দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। দৈব-লীলার কথা কিছুই বলা যায় না। "এ নাগ নয়"—জানতে পেরে সেই নাগশত্রু তাঁকে ছেড়ে দিলেও দিতে পারেন। অতএব আসুন, আমরা ঐ দিকে গরুড়ের অনুসরণ করিগে।

বৃদ্ধা।—দেবতাদের প্রসাদে আমরা যেন পুত্র-মুখ আবার দেখ্‌তে পাই।

মল।—(স্বগত) এ হতভাগিনীর পক্ষে তা নিরাশই বটে।

জীমূ।—বৎস! তোমার কথাই যেন সত্য হয়। তুমি অগ্রে গরুড়ের অনুসরণ কর গে। দেখ, আমরা অগ্নিহোত্রী, অগ্নি-আধার হ'তে অগ্নি নিয়ে এখনি যাচ্চি।

। পুত্রবধূর সহিত প্রস্থান।

শঙ্খ।—আচ্ছা, আমি তবে এখন গরুড়ের অনুসরণ করি। (সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া)

অদ্রি-মাঝে নব নদী সৃজন করিয়া যেন
রুধিরাক্ত চঞ্চুর প্রহারে,
নেত্র-জ্যোতি-শিখানলে বন-পরিসর যেন
দগধ করিয়া একেবারে,
বজ্র-কঠোর-ধার নখপ্রান্ত, ধরাতলে
গাঢ়রূপে করিয়া প্রবিষ্ট,
মলয়-গিরির শৃঙ্গে পন্নগের রিপু ওই
দূর হ'তে হইতেছে দৃষ্ট।

(গরুড় আসীন—তাহার সম্মুখে নায়ক পতিত)

গরুড়।—আজন্ম আমি ভুজঙ্গ-পতিদের আহার করচি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার তো পূর্ব্বে কখন দেখি নি! এই মহাত্মা ব্যথিত হওয়া দূরে থাক, বরং এঁকে যেন আরও প্রহৃষ্ট দেখচি।

ব্যথা-গ্লানি নাহি এঁর যদিও ও-দেহ হ'তে
করিতেছি বহু রক্ত পান;
মাংস-ছেদন-জাত বেদনা সহিয়া তবু
কিবা এঁর প্রসন্ন বয়ান!
পুলক হয় নি লুপ্ত, ইহার সমস্ত গাত্রে
লোম-হর্ষ স্পষ্টরূপে হতেছে লক্ষিত;
অপকারী হইলেও, আমি যেন উপকারী
এই ভাবে আমা-পরে দৃষ্টি নিপতিত।

এঁর ধৈর্য্য-বৃত্তি দেখে আমার কৌতূহল হচ্চে—আচ্ছা, এঁকে আর ভক্ষণ করব না। জিজ্ঞাসা করে' দেখি, লোকটা কে।

নায়ক।—ওগো মহাত্মা গরুড়!

শিরামুখ হ'তে ঝরে রক্ত অবিরাম,
এখনো এ দেহে মোর মাংস বিদ্যমান;
তবু নাহি তৃপ্তি তব—কেন গো বল তো:
ভক্ষণে কেন গো তুমি হইলে বিরত ?

গরুড়।—(স্বগত) আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! এই অবস্থাতেও এঁর কি তেজস্বিতা! (প্রকাশ্যে)

তব হৃদি হ'তে রক্ত চঞ্চু দিয়া করিয়াছি
আমি আহরণ ;
আমার হৃদয়-রক্ত ধৈর্য্য-বলে আহরিলে
তুমি গো এখন ।

—অতএব তুমি কে, আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি ।

নায়ক ।—তুমি এখন ক্ষুধায় কাতর, এখন তোমার এ শোন্‌বার অবস্থা নয় । আমার মাংস-শোণিত আহার করে' তুমি এখন তৃপ্ত হও ।

শঙ্খ ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) গরুড় ! এ দুঃসাহসের কাজ কোরো না, কোরো না । ইনি নাগানন্দ, এঁকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভক্ষণ কর ; বাসুকি আমাকে তোমার আহারের জন্য পাঠিয়েচেন ।

(বক্ষ পাতিয়া দিয়া)

নায়ক ।—(শঙ্খচূড়কে দেখিয়া) হায় হায় ! শঙ্খচূড় এসে আমার মনোবাঞ্ছা যে ব্যর্থ করে' দিলে ।

গরুড় ।—(উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া) তোমরা দুজনেই তো দেখ্‌চি বধ্যচিহ্ন ধারণ করেছ ; তোমাদের মধ্যে কে নাগ, আমি তো বুঝতে পারচিনে ।

শঙ্খ ।—এ স্থলে ভ্রম হইতেই পারে । কিন্তু :—

বক্ষে মোর "স্বস্তি" চিহ্ন, কঞ্চুক শরীরে কি গো
হয় না লক্ষিত ?
তব সনে বাক্যালাপে দুই জিহ্বা মোর কি গো
হয় না গণিত ?
সুতীব্র বিষাগ্নি-ধূমে পরিম্লান-রত্ন-কান্তি
এ হেন এই যে মোর ফণা
তা হ'তে—অসহ্য শোকে—বাহিরিছে যে শীৎকার
তাহা কি গো তুমি দেখিছ না ?

গরুড় ।—(উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্খচূড়ের ফণা দেখিয়া) আচ্ছা, তবে আমি কাকে বধ কর্‌চি, বল দিকি ?

শঙ্খ ।—বিদ্যাধর-বংশ-তিলক জীমূতবাহনকে । নিষ্ঠুর হয়ে আপনি কেন এ কাজ করলেন ?

গরুড় ।—(স্বগত) কেন আমি এ কাজ কর্‌লেম ? ইনিই কি সেই বিদ্যাধর-কুমার জীমূতবাহন ?

সুমেরুর শৈল-দেশে,
মন্দরের পর্ব্বত-গুহায়,
হিমাচল-সানুদেশে,
মহেন্দ্র ও কৈলাস-শিলায়,
মলয়ের পূর্ব্বভাগে,
দিগন্তের কানন-সীমায়,
"লোকালোক"-গিরি-চর বৈতালিকগণ
উর্দ্ধকণ্ঠে যশ যাঁর গাহে অনুক্ষণ ?

—তা হ'লে আমি তো মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হয়েচি ।

নায়ক ।—ওগো কপি-পতি ! তুমি এত উদ্বিগ্ন হ'লে কেন ?

শঙ্খ ।—আমি কি অকারণে উদ্বিগ্ন হয়েচি ?

স্বশরীর দান করি' গরুড়ের হস্ত হ'তে
এ মোর শরীর যদি
করিলে রক্ষিত,
পাতাল হইতে তবে আরো নিয়ে রসাতলে
আমারে লইয়া যাওয়া
তোমার উচিত ।

গরুড় ।—এ কি ! করুণার্দ্রচিত্ত হয়ে এই মহাত্মা আমার কবলে পতিত এই নাগের প্রাণ-রক্ষার জন্য আমার সাহায্যার্থে নিজ শরীর অর্পণ কর্‌তে এখানে উপস্থিত ! আমি তা হ'লে তো অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেচি । অধিক কি, একজন বোধিসত্ত্ব মহাত্মাকে আমি বধ করচি ! এই মহাপাপের জন্য অগ্নি-প্রবেশ ভিন্ন আর তো কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি নে । কিন্তু এখন অগ্নি কোথায় পাই ? (চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) এই যে ! একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এই দিকে আসচেন—আচ্ছা, এখন তবে ওঁরই অপেক্ষায় থাকা যাক্ ।

শঙ্খ ।—কুমার ! তোমার পিতামাতা এসেছেন ।

নায়ক ।—(শশব্যস্ত হইয়া) শঙ্খচূড় ! তুমি এখানে বসে' উত্তরীয় দিয়ে আমার শরীর আচ্ছাদন করে' আমাকে ধরে' থাকো ; নচেৎ সহসা আমার এইরূপ অবস্থা দেখ্‌লে মা প্রাণত্যাগ কর্‌তে পারেন ।

শঙ্খ ।—(পার্শ্বে পতিত উত্তরীয় লইয়া তথাকরণ)

(পত্নী ও বধূ-সমভিব্যাহারে জীমূতকেতুর প্রবেশ)

জীমূতকেতু ।—(সাশ্রুলোচনে) হা পুত্র জীমূতবাহন !

"এ জন আত্মীয় মোর ও আমার পর"—ইহা
নহে বটে দয়ার নিয়ম ;
কিন্তু ভাবিলে না তুমি এক জন রক্ষণীয়
কিম্বা রক্ষণীয় বহুজন।
নিজ প্রাণ বিসর্জ্জিয়', গরুড়ের হস্ত হ'তে
বাঁচাইতে ভুজঙ্গ-বিশেষ
পিতা, মাতা, আত্মা, বধূ সবারে করিলে বধ
—কুল মোর হইল নিঃশেষ।

বৃদ্ধা।—(মলয়বতীর প্রতি) বাছা! একটুখানি অপেক্ষা কর; অবিরল অশ্রুবিন্দু পড়ে' আগুনটা নিভ-নিভ হয়েচে।

(সকলের পরিক্রমণ)

জীমূতকেতু।—হা পুত্র জীমূতবাহন!

গরুড়।—(শুনিয়া) "হা জীমূতবাহন"—এই কথা বল্চে না?—তবে তো ইনিই ওঁর পিতা। তবে কি এই অগ্নিতে প্রবেশ করে' আমি আত্মহত্যা করব? আমিই তো ওঁর পুত্রঘাতী—লজ্জায় আমি তাই ওঁর কাছে মুখ দেখাতে পারচিনে। কিন্তু অগ্নি-প্রবেশের কথা ভাবচি কেন, আমি যে এখন সমুদ্র-তীরে রয়েচি।

ত্রিভুবন-প্রাসোল্লাসে
সে অনল সদা উল্লসিত ;
যে অগ্নি সঞ্চারি' পারে
সূর্য্যেও করিতে কবলিত ;
কাল-জিহ্বাসম সেই
সাগরের বাড়ব-হুতাশনে
প্রজ্বলিত করি তুলি'
মোর পক্ষ-প্রলয়-পবনে,
তাহাতেই দিয়া ঝাঁপ
দেহ নাশ করি গো এক্ষণে।

(উত্থান করিতে উদ্যত)

নায়ক।—ওগো পক্ষিরাজ! ও চেষ্টা কোরো না! পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ নয়।

গরুড়।—(জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) মহাত্মন্! বল তবে তুমি কে?

নায়ক।—একটু অপেক্ষা কর। আমার পিতা-মাতা এসেছেন, আগে তাঁদের আমি প্রণাম করে' আসি।

গরুড়।—আচ্ছা।

জীমূতকেতু।—(দেখিয়া সহর্ষে) দেবি! আমাদের কি সৌভাগ্য! বৎস জীমূতবাহন বেঁচে আছে; শুধু তা নয়, দেখ, গরুড় শিষ্যের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হয়ে ওর উপাসনা করচে।

বৃদ্ধা।—মহারাজ! কৃতার্থ হলেম; এখনও বাছা অক্ষত-শরীর। যাই, বাছার মুখখানি একবার দেখি গে।

মল।—আমার নাথকে আবার আমি দেখতে পাব!—এ যে অতি সুখের কথা, আমার তাই প্রত্যয় হচ্চে না।

জীমূতকেতু।—(নিকটে আসিয়া) এসো বৎস, এসো; আমাকে আলিঙ্গন কর।

নায়ক।—(উত্থান করিতে উদ্যত হওয়ায় উত্তরীয় অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—কুমার! ওঠো, ওঠো!

জীমূতকেতু।—হা বৎস! আমাকে দেখেও কেন আলিঙ্গন করচ না?

বৃদ্ধা।—ওরে বাছা! একটি মুখের কথা বলে'ও তুই আমাকে আদর করলি নে?

মল।—হা নাথ! গুরুজনদের কি দেখবে না?

(সকলে মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—হা হতভাগ্য শঙ্খচূড়! জন্মাবামাত্রই কেন তোর মরণ হয় নি?—তুই যে প্রতিক্ষণে মরণেরও অধিক কষ্ট পাচ্চিস্।

গরুড়।—আমি অতি নিষ্ঠুর, এ সমস্তই আমার অবিবেচনার ফল। আচ্ছা, এইরূপ তবে করা যাক্। (পক্ষ দ্বারা বীজন) উঠুন, মহাত্মা উঠুন।

নায়ক।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) শঙ্খচূড়! তুমি পিতামাতাদের সান্ত্বনা কর।

শঙ্খ।—তাত! উঠুন, উঠুন। জননি উঠুন!

(উভয়ের সংজ্ঞা লাভ)

বৃদ্ধা।—আমাদের চক্ষের সামনে থেকে দুষ্ট কৃতান্ত কেন তোকে হরণ করলে?

জীমূতকেতু।—দেবি! ও অমঙ্গলের কথা বোলো না। বৎস বেঁচে আছে। এখন বধূকে সান্ত্বনা কর।

বৃদ্ধা।—(বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে) অমঙ্গল দূর হোক—আমি আর কাঁদব না। মলয়বতি! ওঠো, ওঠো—এই দেখ স্বামীর মুখ দর্শন কর।

মল।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া ও মুখ ঢাকিয়া) হা নাথ।

বৃদ্ধা।—বাছা! ওরূপ কোরো না—অমঙ্গল দূর হয়েচে।

জীমূ (সাশ্রুলোচনে স্বগত)

শেষ অঙ্গটিও লুপ্ত, নিরাশ্রয় হয়ে তাই
ওষ্ঠাগত প্রাণ এবে
হয় গো বাহির ;
পুত্রের এ দশা হেরি' সন্তাপে শতধা হয়ে
কেন না বিদীর্ণ হয়
এ মোর শরীর ?

মল।—হা নাথ! আমি কি কঠোর! তোমার এই দশা দেখেও কি না আমি প্রাণত্যাগ করচি নে!

বৃদ্ধা।—(নায়কের অঙ্গ সকল স্পর্শ করিতে করিতে গরুড়ের প্রতি) নৃশংস! আমার পুত্রটির এখন এই নবযৌবন, এরই মধ্যে তুই কি না তার শরীরের এই অবস্থা করলি ?

নায়ক।—না না, তা নয়, মা! ও আর বিশেষ কি করেচে ? প্রকৃত-পক্ষে আমার শরীরের অবস্থা পূর্ব্ব হতেই এইরূপ। দেখ :—

মেদ অস্থি মাংস মজ্জা
রক্তের সমষ্টি দেহ-মাঝে
—বীভৎস-দর্শন যাহা—
তাহে শোভা বল কিবা আছে ?

গরুড়।—ওগো মহাত্মা! আমার মনে হচ্চে, আমি যেন ঘোর নরকানলে দগ্ধ হচ্চি। এখন উপদেশ করুন, কি করে' আমি এই পাপ হ'তে মুক্ত হই।

নায়ক।—পিতার আজ্ঞা হ'লে আমি এঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দি।

জীমূ।—আচ্ছা দেও বৎস!

নায়ক।—বিনতা-নন্দন! শোনো তবে।

গরুড়।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) আজ্ঞা করুন।

নায়ক।—

প্রাণ-নাশে ক্ষান্ত হও, অনুতাপ করি' কর
হিংসা-জাত পূর্ব্ব-পাপক্ষয়
সকল জীবের প্রতি অভয় করিয়া দান
[illegible] পুণ্য করহ সঞ্চয় ;
এইরূপ আচরিলে, না ফলে পাপের ফল
—জীব-হিংসা হ'তে সমুৎপন্ন,
হ্রদমধ্যে বিনিক্ষিপ্ত লবণের কণা যথা
জলস্রোতে হয়ে যায় মগ্ন।

গরুড়।—যে আজ্ঞা।

ছিনু গো শয়নে আমি অজ্ঞান-নিদ্রায়
তুমি এবে জাগাইয়া দিলে গো আমায়।
আজিকে হইতে আমি—করি গো শপথ—
সর্ব্ব-প্রাণি-হত্যা হ'তে হইনু বিরত।

এখন নাগের দল করুক সমুদ্র-মাঝে
সুখে বিচরণ :—
দ্বীপের আকারে কেহ পুলিন-বিপুল-ফণা
করুক ধারণ ;
কুণ্ডলী পাকায়ে কেহ করুক আবর্ত্ত-ভ্রান্তি
জলে উৎপাদন ;
কূল হ'তে কূলে কেহ অক্লেশে চলিয়া যাক
সেতুর মতন।

তা ছাড়া :—

পদ-প্রান্ত-বিলম্বিত ঘন অন্ধকার-প্রায়
কেশপাশ করিয়া ধারণ,
নব রবি-কর-স্পর্শে কপোল রক্তিম করি'
ঠিক যেন সিন্দুর লেপন,
আয়াসে অলস অঙ্গ —শ্রম-ক্লেশ তবু তার
কিছুমাত্র না করি গণনা,
চন্দন-কাননে এই গাউক তোমারি কীর্ত্তি
যত নাগ-যুবতী ললনা।

নায়ক।—সাধু মহাত্মা সাধু! আমি এতে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তুমি সর্ব্বপ্রকারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও। (শঙ্খচূড়ের প্রতি) দেখ শঙ্খচূড়! তুমিও এখন নিজ গৃহে ফিরে যাও।

শঙ্খ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া অধোমুখে অবস্থান)

নায়ক।—(নিশ্বাস ফেলিয়া মাতাকে দেখিতে দেখিতে)

গরুড়ের চঞ্চু-অগ্রে নিপাতিত হইয়াছে
তব কলেবর
—ইহা ভাবি' মাতা তব নিশ্চয়ি তোমার শোকে
আছেন কাতর।

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) ধন্য সেই জননী—যাঁর

পুত্র গরুড়ের মুখে পড়েও অক্ষতশরীর, আর সেই পুত্রের মুখ এখন তিনি দেখ্‌তে পাবেন ।

শঙ্খ।—মা ! সে কথা সবই সত্য, যদি কুমার প্রকৃতিস্থ হন ।

নায়ক।—(বেদনা প্রকাশ করিয়া) ওহো হো ! পরোপকার-সাধন-সুখের সম্ভোগে আমি এতক্ষণ বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করি নি ; কিন্তু এখন আমার ঘোর মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা আরম্ভ হয়েছে ।

(মরণাবস্থা)

জীমূতকেতু।—(শশব্যস্ত হইয়া) হা বৎস ! কেন এরূপ কর্‌চ ?

বৃদ্ধা।—হা ! কেন বাছা এরূপ কর্‌চ ; রক্ষা কর, রক্ষা কর—এইবার নিশ্চয় দেখ্‌চি, বাছার মৃত্যুদশা উপস্থিত ।

মল।—হা নাথ ! মনে হচ্চে যেন তুমি আমাকে ছেড়ে চ'লে যাচ্চ !

নায়ক।—(কৃতাঞ্জলি হইতে ইচ্ছুক হইয়া) শঙ্খচূড় ! আমার দুই হাত একত্র করে' দেও দিকি ।

শঙ্খচূড়।—(তথা করত) হায় হায় ! জগৎ আজ অনাথ হ'ল !

নায়ক।—(অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে পিতাকে দেখিতে দেখিতে) তাত ! জননি ! এই আমার শেষ প্রণাম ।

এই সব অঙ্গ মোর
আর নাহি এবে সচেতন,
সুস্পষ্ট কথাও এবে
কর্ণ আর না করে শ্রবণ,
হায় হায় ! এই চক্ষু
অকস্মাৎ গেল যে মুদিয়া,
পিতা ওগো ! অবশ এ
প্রাণ বুঝি যায় বাহিরিয়া ।

অথবা নাগের প্রাণ রক্ষা— (পতন)

বৃদ্ধা। হা পুত্র ! হা বৎস !—গুরুজন-বৎসল ! তুই কোথায় গেলি ? উত্তর দে ।

জীমূতকেতু।—হা বৎস জীমূতবাহন ! হা প্রণতজন-বৎসল ! সর্ব্বগুণনিধি !—কোথায় তুমি ? উত্তর দেও । (হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া) হায় হায় ! কি কষ্ট !

তুমি গেলে লোকান্তরে, তোমার বিহনে ধৈর্য্য
হ'ল নিরাশ্রয় ;
তোমার বিহনে বৎস কাহার আশ্রয় লবে
এবে গো বিনয় ?
আর কেবা আছে হেথা, ক্ষমা আচরণ করে
তোমার সমান ?
লুপ্ত হ'ল বদান্যতা, সত্যই যে সত্য এবে
হ'ল অন্তর্ধান ।
কৃপা এবে কৃপাপাত্র
—করিবে সে কোথায় গমন ?
তোমার বিহনে পুত্র
শূন্য হ'ল এ বিশ্ব-ভুবন ।

মল।—হা নাথ ! আমাকে পরিত্যাগ করে' তুমি কোথায় গেলে ? মলয়বতি ! তুই অতি কঠোর হৃদয় ! কার দর্শনের আশায় তুই এখনও বেঁচে আছিস্‌ ?

শঙ্খ।—হা কুমার ! এই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়-বল্লভকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ? শঙ্খচূড় নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হবে ।

গরুড়।—হায় হায় ! এই মহাত্মা গত হলেন ; আচ্ছা, আমি তবে এখন করি কি ?

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) ভগবান্‌ লোকপালগণ ! অমৃত সিঞ্চন করে' কোন প্রকারে আমার পুত্রকে তোমরা বাঁচাও ।

গরুড়।—(সহর্ষে স্বগত) অমৃতের কথায় বেশ একটা কথা মনে পড়ে' গেল, এইবার মনে হয়, আমার অপযশ নষ্ট হবে । এখন তবে আমি ত্রিদশপতি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আমার প্রার্থনা জানাই গে । তিনি যে অমৃতবর্ষণ করবেন, তাতে শুধু জীমূতবাহন কেন—পূর্ব্বভক্ষিত অস্থিশেষ সমস্ত নাগদেরই আমি বাঁচাতে পারব । আর, যদি তিনি অমৃত না দেন, তা হ'লে আমি :—

মহা-বেগবান, পটু, বায়ু-তুল্য পক্ষভরে
উঠি নভে, পিব আমি
সমস্ত সাগর ;
মোর নেত্রানল-দাহে প্রদীপ্ত দ্বাদশ সূর্য্য
মূরছি পড়িবে ভূমে
হইয়া কাতর ;
চঞ্চুতে করিব চূর্ণ, ইন্দ্রবজ্র, যম-দণ্ড,
গদা কুবেরের ;

দেবগণে জিনি' যুদ্ধে অমৃত প্রদেশ এক
সৃজিব গো ফের।

আমি তবে চল্লেম।

[সগর্ব্বে পরিক্রমণ করত প্রস্থান।

জীমূ।—বৎস শঙ্খচূড়! এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছ? কাষ্ঠ আহরণ করে' আমার পুত্রের চিতা রচনা কর;—ঐ সঙ্গে আমরাও যাব।

বৃদ্ধা।—বাছা শঙ্খচূড়! শীঘ্র প্রস্তুত কর। দেখ, তোমার ভ্রাতা আমাদের ছেড়ে একাকী রয়েছেন।

শঙ্খ।—যে আজ্ঞে। আপনাদের আগে আমিই যাব। (উঠিয়া চিতা রচনা করিয়া) জননি! এই চিতা সজ্জিত হয়েছে।

।—দেবি! আর রোদনে কি ফল? এখন ওঠো, চিতায় আরোহণ করা যাক্।

(সকলের উত্থান)

মল।—(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দেখিতে দেখিতে) ভগবতি গৌরি! তুমিই আজ্ঞা করেছিলে, বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী আমার পতি হবেন। তবে এই হত-ভাগিনীর জন্য তুমি কেন অলীক-বাদিনী হ'লে বল দিকি?

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী।—মহারাজ জীমূতকেতু! এরূপ দুঃসাহসের কাজ কোরো না।

জীমূ।—এ কি! অমোঘ-দর্শনা গৌরী যে!

গৌরী।—(মলয়বতীর প্রতি) বৎসে! বল দিকি আমি কিসে অলীক-বাদিনী হলেম? (নায়কের নিকটে গিয়া কমণ্ডলু হইতে জলসিঞ্চন করিয়া)

নিজের জীবন দিয়া জগতের হিত তুমি
করেছ সাধন,
—তোমা পরে তুষ্ট আমি, বাঁচিয়া ওঠো গো বৎস
জীমূতবাহন॥

নায়ক।—(উত্থান)

জীমূ।—(সহর্ষে) দেবি! কি সৌভাগ্য! ঐ দেখ, বৎস আবার বেঁচে উঠেছে।

বৃদ্ধা।—সে ভগবতীরই প্রসাদে।

নায়ক।—(গৌরীকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) এ কি! অমোঘ-দর্শনা ভগবতী যে!

অখিল-জন-বাঞ্ছিত বর-প্রদায়িনি!
প্রণত জনের দুঃখ-ক্লেশ-সংহারিণি!
—শরণ্যা সবার!
বিদ্যাধরগণ-পূজ্যা গৌরি ও গো! নমি আমি
চরণে তোমার॥

(গৌরীর পদতলে পতন)

সকলে।—(ঊর্দ্ধদিকে দর্শন)

গৌরী।—রাজন্! জীমূতকেতো! জীমূতবাহনকে আর এই অস্থিশেষ নাগদের বাঁচাবার জন্য অনুতাপগ্রস্ত পক্ষিরাজই দেবলোক হ'তে এই অমৃত বৃষ্টি করাচ্চেন। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না?

দীপ্তমণি-প্রভা-জালে যাহাদের শিরোদেশ
সদা উদ্ভাসিত
—হেন বিষধর সবে শঙ্খচূড়-নাগ-সহ
হইয়া মিলিত
অমৃত-রসের লোভে রসনাগ্রদ্বয় দিয়া
ভূতল লেহিয়া
গিরি-নদী-স্রোত-সম মহাবেগে বক্র পথে
আঁকিয়া-বাঁকিয়া
চলিয়া গো অবশেষে দেখ মহা-জলধিতে
এবে পশে গিয়া।

(নায়কের প্রতি) বৎস জীমূতবাহন! কেবল-মাত্র জীবনদানই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার নয়; এই তোমার আর একটি পুরস্কার:—

এ মোর মানস হ'তে স্বেচ্ছাকৃত রত্ন-কুম্ভে
সুপবিত্র জল আনি' তুলি'
—মিশ্রিত হয়েচে যাতে হংস-অজ-বিকম্পিত
কনক-কমল-রেণুগুলি—
সেই জলে আমি নিজে অভিষেক-কার্য্য তব
বিধিমতে করি' সমাপন,
বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী —এই পদ তোমারে গো
প্রীত হয়ে করিনু অর্পণ।

আরো এখন দেখ্‌তে পাচ্চি, শারদশশীর ন্যায় অভিনব যাজন হতে, মণি-প্রভা-বিরচিত ইন্দ্রধনু-তুল্য বিবিধ ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে', হতভাগ্য "মতঙ্গ" প্রভৃতি বিদ্যাধরপতিগণ পূর্ব্বার্দ্ধ-কায়া ভক্তি-ভরে আনমিত করে' বারম্বার আমাকে নমস্কার

করছে। তা, এখন বল, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা আছে।

নায়।—এর পরেও আমার কি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

পক্ষিরাজ-ভয় হ'তে এই শঙ্খচূড় আজি
হইল রক্ষিত;
গরুড় পাইল শিক্ষা; পূর্ব্বে যে ভুজঙ্গগণ
হইল ভক্ষিত,
তাহারাও সবে এবে অমৃতের বরষণে
হইল জীবিত;
আমি বাঁচিলাম বলি' পিতা মাতা না করিলা
প্রাণ বিসর্জ্জন;
চক্রবর্ত্তি-পদ পেনু, পাইলাম আরো আমি
তোমার দর্শন;
এর পর আরো কিবা থাকিতে পারে গো মোর
বাসনা এখন?

—তথাপি নটের এই প্রার্থনাটি যেন পূর্ণ হয়।

হরষিত শিখীদের তাণ্ডবের তরে
মেঘ যেন যথাকালে বরষণ করে।
বিগত-বিপদ হয়ে
এ-রাজ্যের যত প্রজাগণ
না করি' পরের দ্বেষ
পুণ্য যেন করে আহরণ;
আর আত্ম-বন্ধু-মাঝে
মনসুখে থাকি' অনুক্ষণ
আমোদ-প্রমোদে কাল
সদা যেন করে গো যাপন।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

ধনঞ্জয়-বিজয়

[ব্যায়োগ]

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

ধনঞ্জয় বিজয়, ব্যায়োগ-জাতীয় রূপক। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন—রূপকের এই দশটি ভেদ। অতএব ব্যায়োগ এই দশের মধ্যে একটি। ব্যায়োগ এক অঙ্কে সমাপ্ত হয়। ইহা স্বল্প স্ত্রী-জন-সংযুক্ত; গর্ভ ও বিমর্ষ—এই দুইটি সন্ধি ইহাতে থাকে না। ইহার পাত্রগণের মধ্যে পুরুষবর্গ অধিক। ইহার নায়ক কোন প্রখ্যাত পুরুষ কিম্বা দেবতা হওয়া চাই। কোন ঐতিহাসিক যুদ্ধ-ব্যাপারই ইহার আখ্যান-বস্তু। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্তি রস ইহাতে বর্জ্জিত। এই ধনঞ্জয়-বিজয় কাত্যায়ন-ব্রাহ্মণ-বংশীয় যোগ-শাস্ত্রের উপদেষ্টা নারায়ণ উপাধ্যায়ের পুত্র কাঞ্চনাচার্য্যের প্রণীত। এই ব্যায়োগ নাটকখানি জয়দেব নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আদেশ-লিপি অনুসারে গঙ্গাধর-মিশ্র প্রভৃতির চিত্ত-বিনোদনার্থ শরৎকালে অভিনীত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে জয়দেব নামে কনৌজের এক জন রাজা ছিলেন। ইনি সেই জয়দেব কি না বলা দুষ্কর! গঙ্গাধর-মিশ্রও এক জন সুলেখক বলিয়া খ্যাত। ধনঞ্জয়-বিজয় কাব্যাংশে উচ্চ দরের না হউক, ইহার সংস্কৃত অতীব সুললিত ও প্রাঞ্জল। ব্যায়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ আর অন্য সকল রচনাই বিলুপ্ত কিম্বা দুষ্প্রাপ্য; কেবল এই ব্যায়োগখানি এখনও পর্য্যন্ত কাল-কবলে পতিত হয় নাই।

পাত্রগণ

সূত্রধার।
পারিপার্শ্বিক।
বিরাট-অমাত্য।
অর্জ্জুন (নায়ক)।
বিরাট-রাজকুমার (অর্জ্জুনের সারথি)।
ইন্দ্র।
দুর্য্যোধন।
বিদ্যাধর।
যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব
বিরাট রাজা।
প্রতিহারী।
পত্রবাহক দূত।

ধনঞ্জয়-বিজয়

[ব্যায়োগ]

নান্দী

হরি-মূর্ত্তি বরাহের দংষ্ট্র শোভে আতপত্র দণ্ডের মতন,
হেমাদ্রি-শেখরা পৃথ্বী ছত্র-শোভা তাহে যেন করয়ে ধারণ,
সেই বরাহের দংষ্ট্র তোমা সবাকারে সদা করুক রক্ষণ।

অপিচ :—

প্রণত-জনের যিনি বিপদ-নাশিনী
সেই সে চণ্ডিকা-দেবী মহিষমর্দ্দিনী
মহিষ মস্তকে ন্যস্ত করিলা চরণ,
ছাইল মহিষ শৃঙ্গে নখের কিরণ ;
নব-জলধরে যথা আঁকা ইন্দ্রধনু
সেইরূপ শোভে সেই মহিষের তনু ;
মহিষ-মস্তক-ন্যস্ত দেবীর সে পদ
বিনাশুক তোমাদের সকল বিপদ।

অপিচ :—

গুরু-পাদ পদ্ম-রেণু যে চক্ষুর হয় সিদ্ধাঞ্জন
সেই তব জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হোক্ অনুক্ষণ।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) অহো! কি রমণীয় প্রভাত! দেখ না কেন :—

নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী বিশ্বজয়ী কামের জননী
বিকচ কমল-মাঝে নিদ্রাবেশে যাপিলা যামিনী।
নিদ্রাভঙ্গ হ'ল এবে ; জাগি' উঠি মরালের দল
উঠায় পটহ-ধ্বনি ঝাপটিয়া পক্ষ অবিরল ;
প্রাঙ্গণে তাহার সনে ভৃঙ্গী গাহে গাথা সুমঙ্গল।

(পুনর্ব্বার চারিদিক অবলোকন করিয়া) অহো! কি রমণীয় এই শরতের আরম্ভকাল!

সরোবরে বিকশিত কমল-মুকুল
হরিয়া হৃদয়-মন করিছে আকুল।

অপিচ :—

নিষ্কম্পা পৃথিবী এবে,—তার সাথে তৃণ-শাদ্বল ;
দুর্দ্দিন-রহিত নভ, ইন্দু তারা সুব্যক্ত বিমল।
নদীতট কাশাঙ্কিত, জল-রাশি স্বচ্ছ নিরাময়,
পদ্ম প্রস্ফুটিত সরে, দিক দশ শুভ্র অতিশয়।
হরি, এ শারদী শোভা দেখিতে নিশ্চয়
উঠিলেন জাগি' এবে, হেন মনে লয়।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পত্রহস্তে ও কে আস্‌চে?

(পত্রিকা-হস্তে দূতের প্রবেশ ও পত্রদান)

সূত্রধার।—(নিরূপণ পূর্ব্বক পত্রপাঠ)

শ্রীমান্ জয়দেবের চরিত্র অতীব প্রশংসনীয়।
কিবা অর্থী প্রতি-অর্থী—লক্ষ লক্ষ যতই আসুক
উভয়েরি প্রতি তাঁর চিত্ত রহে অপরাঙ্মুখ।
শুধু তিনি পরাঙ্মুখ পরস্ত্রীর প্রতি,
তার সনে কভু নাহি করেন সঙ্গতি।
তাঁর কাছে অকপটে, দু-ই তুলাকণা-সম গণ্য :—
ক্রুদ্ধ হ'লে, শত্রু সৈন্য—স্বর্ণরাশি, হইলে প্রসন্ন।

তিনি প্রসন্ন হয়ে, রঙ্গমণ্ডন নামক নাটকে এই আদেশ করুচেন :—

"লক্ষ্মীবক্ষ আলিঙ্গিয়া ছিলেন মুরারি ;
ফুল্ল-পদ্ম-সুশোভিত এ হেন শরতে,
গতনিদ্র হয়ে তিনি করেন শিথিল
যোগনিদ্রা-অনুরাগ, অখিল লোকের
নহে কি উৎসব-কাল এবে উপস্থিত?

অতএব আপনি বীররসাদ্ভুত কোন রূপক অভিনয় করে' গদাধর প্রমুখ আমাদের পরিষদ্-মণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করুন।" না জানি সে রূপকটি কি? (স্মরণ করিয়া) ও! বুঝেছি।

কোন কবি-মুনি-কুলে, ধাত্রীসম নিজে সরস্বতী
পুত্ররে শিখান্ বাণী, মনোহর সুমধুর অতি।
সেই কুলে সমুৎপন্ন নারায়ণ উপাধ্যায় নাম,
জিনিয়া সহস্র বাদী "বাদীশ্বর" উপাধিটি পান্।

অপিচ :—
হইয়াও সর্ব্বত্যাগী, অভয় যে করে দান
যোগিসম সর্ব্বভূতগণে
—রবি শুধু করে ভয়, পাছে স্বমণ্ডল ভেদ
হয় তার যোগের সাধনে—
এ হেন সে "নারায়ণ"—"কাঞ্চন" তাহার পুত্র
সর্ব্বগুণ-প্রিয় অতিশয়
—যাহার রসনা'পরে রহে যেন বিরাজিত
একাধারে বিশ্ব-বিদ্যালয়।

তাঁরই কৃত "ধনঞ্জয়-বিজয়" নামক ব্যায়োগ আজ অভিনয় কর্‌তে হবে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কে আছ ওখানে?

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি।—কি আজ্ঞা করছেন গুরুদেব!

সূত্রধার।—ধনঞ্জয়-বিজয়ের অভিনয়ে যারা সুনিপুণ, সেই নটদের ডাকো দিকি।

পারি।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সূত্রধার।—(পূর্ব্বদিক্ অবলোকন করিতে করিতে)

কি অপূর্ব্ব তেজোময় এই ভানু!—কালবশে
দীর্ঘকাল ছিল অনুদিত;
উত্তীর্ণ প্রতিজ্ঞ সেই অর্জ্জুনের মত এবে
পূর্ব্বদিকে হ'ল প্রকটিত।

(বিরাট-অমাত্যের সহিত অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন।—(সোৎসাহে) দৈব এখন অনুকূল দেখা যাচ্ছে। কেননা,—

খুঁজিতেছিনু গো যারে—সেই লতা এবে দেখ
চরণে লগন;
যার তরে রণযাত্রা—স্বয়ং আসি' উপস্থিত
সেই দুর্য্যোধন।

সূত্রধার।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) এই যে, কাঞ্চক নামে নট অর্জ্জুন-বেশে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি তবে এখন অন্য পাত্রদের শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

নায়ক।—(সহর্ষে)

গোরক্ষণ হ'ল, আর শত্রুদের ঘোর অপমান;
আর হ'ল উপকারী বিরাটের সন্তোষ-বিধান;
যেখানে একটি মাত্র পর্য্যাপ্ত রণোৎসব-ভরে
—মোর ভাগ্যে দেখ সেথা, মিলিয়াছে তিন
একত্তরে।

অপিচ :—
মানী জন শত্রুবৈর করিয়া নির্ব্বাণ
পূর্ণ করেন তাঁর যেই মনস্কাম
তাহাই জানিবে তাঁর সম্পত্তি বিভব,
তাই তাঁর একমাত্র মহামহোৎসব।

অমাত্য।—দেব! এরা তো সংগ্রামের উপযুক্ত পাত্র নয়।

"কালকেয়" অসুরেরে যে করিল ধ্বংস,
—"নিবাতকবচ"-আদি অসুরের বংশ;
যাহার সংগ্রামে তুষ্ট শূলী সে ভৈরব
সেই তুমি—তোমা কাছে কি তুচ্ছ কৌরব!

নায়ক।—সাধু সুযোধন সাধু!

যে অখিল সাম্রাজ্য পূর্ব্বপুরুষেরা তব
নিজ ভুজ-পরাক্রমে করিয়া অর্জ্জন
—লভিলে সহজে তুমি খেলিয়া কপট পাশা;
আজি পুন ভিন্ন সম হরিছ গোধন?
মোদের সে কুলগুরু—শুভ্রযশঃ-শশধর,
নিষ্প্রভ লজ্জিত আজি তোমার কারণ।

অমাত্য।—দেব!

সুযোধন-আচরণে, শশি-শির হ'ল অবনত
তব আচরণে আজি হোক্ তাহা পরম উন্নত।

নায়ক।—(চিন্তা করিয়া) নগরের নিকটে যে সমরোপকরণ-সকল রাখা হয়েছিল, সেইগুলি আনবার জন্য তো কুমারকে পাঠান হয়েছে—তিনি সারথি হবেন বলেও তো অঙ্গীকার করেছেন, তবে তাঁর এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

(বিরাট-কুমারের প্রবেশ)

কুমার।—দেব! আপনার আদেশ-মত সমস্ত কাজ করা হয়েছে। এখন আপনি রথে আরোহণ করুন!

নায়ক—(অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণ)।

অমাত্য।—(সবিস্ময়ে নায়ককে অবলোকন করিয়া)

বিরচিত্র রণোচিত অঙ্গের ভূষণ;
পরিহিত পরিচ্ছদ দিব্য সুশোভন;
মেঘ-আবরণ-শূন্য শরতের তীক্ষ্ণ রবি-সম
বিরাজেন রাজপুত্র অর্জুন অতুল-বিক্রম।

(পুনর্ব্বার নিপুণরূপে অবলোকন করিয়া)

জলধর-ধ্বনি জিনি' হ্রেষারব করে অশ্বগণ;
দক্ষিণ চরণে ভূমি মুহুর্মুহু করয়ে খনন;
পুচ্ছ সঞ্চালনে ব্যক্ত ঔৎসুক্য রণযাত্রা-তরে,
সমগ্র জয়শ্রী হবে বশীভূত ভুজবলভরে।

নায়ক।—অমাত্য! আমরা এখন গোধন প্রত্যা-নয়নের জন্য যাচ্চি, তুমি ততক্ষণ গোহরণোদ্বিগ্ন পৌর-জনকে আশ্বাসিত কর।

অমাত্য।—যে আজ্ঞে দেব!

[প্রস্থান।

নায়ক।—(কুমারের প্রতি) যতক্ষণ না গাভীগণ বহু দূরে চলে' যায়, ততক্ষণ অশ্বদের সবেগে চালাও।

(কুমারের তথাকরণ)

নায়ক।—(রথবেগ নিরীক্ষণ করিয়া)

নিজ খুর-বিদলিত বসুধারে করিতে সান্ত্বন
আলিঙ্গন করি' তারে যেন বেগে ধায় অশ্বগণ;
গমনের বেগ হেরি' হেন লয় চিতে
—পদ যেন বহির্গত বদন হইতে।

অপিচ:—

এখনি হেলায় অশ্ব বেগভরে ধায় প্লুতগতি,
রথচক্র-ক্ষুণ্ণ পথ দেখা যায় ছিন্ন-ভিন্ন অতি।
যদিও গো ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত অনুকূল বাতে।
—সম্মুখে না যেতে চায় ক্লিষ্ট হয় অশ্বপদাঘাতে॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওরে গোপালেরা, তোরা নিরাশ হোস্‌নে।

যখনি গো-বৎসগণ কারুণ্য-রসে হৃদি
করিয়া সিঞ্চন
জননীর পথ চাহি' সকরুণ হম্বারবে
ছাইবে গগন;
যখনি গো শিশু সবে উৎসুক হইয়া, দুগ্ধ
চাহিবেক করিবারে পান,
তখনি গাভীরা হেথা আসিবে নিশ্চয় জেনো,
মনস্তাপ করহ নির্ব্বাণ।

নেপথ্যে।—আমাদের মহাপ্রসাদ উপস্থিত।

কুমার।—আয়ুষ্মন্! নিশ্চয়ই অদূরে কুরু-সৈন্য। কেননা:—

বয়োবৃদ্ধ কপোতের কণ্ঠপ্রভা করিয়া ধারণ
অশ্বখুরাহত ধূলি পুরোভাগে ছাইল গগন।
বাক্যে প্রয়োজন কিবা; গন্ধোদ্‌গারী মন্দানিল
করিছে প্রচার
—করি-গণ্ড-মদ ধারা চারি ধারে সুপ্রচুর
হতেছে বিস্তার।

নায়ক।—কুরু-সৈন্য এইবার সুব্যক্ত। দেখ না কেন:—

চঞ্চল চামরবৃন্দ; উত্তোলিত শ্বেত ছত্রচয়;
কুন্ত-অস্ত্র উৎক্ষিপ্ত;—পলায় পাখীরা পেয়ে ভয়।
বেগভরে ঘূর্ণ্যমাণ শঙ্খধ্বনি করিয়া শ্রবণ
সংত্রস্ত অরণ্যমৃগ প্রাণভয়ে করে পলায়ন;
তাই বলি, সুনিশ্চিত কুরুসৈন্য করে আগমন।

(বাহুর প্রতি সোৎসাহে)

দুর্দ্দম বনভূমে, ধূলায় যে বাহু ধূসরিত,
পাঞ্চালীর আলিঙ্গনে, বহুদিন যে বাহু বঞ্চিত,
নির্লজ্জভাবে যে গো কান্তাজন-সমুচিত
দন্তের বলয়ে সুবেষ্টিত
—বহুদিন পরে দেখি শত্রুর সম্মুখে আসি'
সেই বাহু হয় সমুদিত।

(নেপথ্যে)

ধৃতধনু দর্প, কিবা সাক্ষাৎ সাহস যেন,
বীররস মূর্ত্তিমান, না গণি' চমূযোধন,
কে আসে একাকী ওই?—অন্য কেহ নাহি
সাথে,—
জয়লক্ষ্মী আসে যেন ধনুর্লতা লয়ে হাতে।

(উত্তরে শ্রবণ করতঃ)

কুমার।—আয়ুষ্মন্! এরূপ উদার বাক্য কার না জানি?

নায়ক।—আমাদের প্রথম গুরু কৃপাচার্য্যের।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

হইলেন শূলপাণি তুষ্ট যার বাহুযুদ্ধ-বলে,
সেই সে পাণ্ডব ওই—খাণ্ডবে যে তর্পিল অনলে;
আরো দেখ আছে এই মহাপুরুষের দুই হাতে
সুস্পষ্ট কিণ-চিহ্ন—উৎপন্ন ছিলাব আঘাতে।

অপিচ :—

খণ্ডিত নিখিল শস্ত্র—বাহুমাত্র আছে অবশেষ,
যুঝিছে দ্বিগুণ তবু—রণোৎসাহ কমে নাই লেশ;
এ হেন যে বীরবরে ত্রিপুরারি করি' নিরীক্ষণ,
আকৃষ্ট হইলা রণে ছদ্মরূপ করিয়া ধারণ,
কিন্তু অবশেষে তাড়াতাড়ি দেখাইলা নিজ ত্রিনয়ন
যাহাতে চিনিয়া তাঁরে ভক্তিবেশে ছাড়ি দেন রণ।

এ অর্জ্জুনই বটে—কেননা :—

হেলায় করিল যে গো সুদুস্তর সাগর লঙ্ঘন,
—জানকী-বিরহ-তপ্ত রাম-দুঃখ করিল হরণ,
তপন-মণ্ডল যে গো জাতমাত্র করেছিল গ্রাস,
—রাক্ষস-রাজের পুর দগধিয়া করিল বিনাশ,
ঔষধি-পর্ব্বতরাজি বল-ভরে করি' উৎপাটিত
যে করিল সউমিত্রি লক্ষ্মণেরে পুনরুজ্জীবিত
সেই সে পবন-পুত্র দেখ হনুমান
উহার রথের ধ্বজে এবে বিদ্যমান।

(উভয়ে শ্রবণ করিয়া)

কুমার।—আয়ুষ্মন্!
বৈদর্ভী-গর্জ্জিত বাক্য করিয়া রচনা,
বীর-রস চিত্তমাঝে করি' উত্তেজনা,
বল দেখি, তোমা প্রতি পুত্রের মতন
কে করে গো পক্ষপাত এবে প্রদর্শন?

নায়ক।—কুমার! পুত্রের মতন কি বল্‌চ—আমি তো সত্যই আচার্য্যের পুত্র।

(নেপথ্যে)

কর্ণ! ধর ধনু তূর্ণ, কৃপ হোন্ অগ্রণী সমরে;
দ্রোণ তুমি, তৃপ্ত-প্রায় অস্ত্রশিক্ষা দেও গো সত্বরে।
দ্রোণপুত্র! কর রণে কুরুরাজ-আনন্দ-বর্দ্ধন;
উচিত করুন কার্য রণমাঝে শান্তনুনন্দন।
কেননা, এ শত্রু-শিষ্ট অর্জ্জুন নিশ্চিত
তোমাদের সম্মুখেতে এবে উপস্থিত।

নায়ক।—(সানন্দে) যুদ্ধের জন্য, স্বয়ং ... দুই ভবে কুরু-সৈন্যের যোদ্ধাদের উদ্যোগী হ'তে বল্‌ছেন।

কুমার।—দেব! শত্রু-সৈন্যের যোদ্ধাদের স্বরূপই বা কিরূপ, বীর্য্যই বা কিরূপ, সে-সমস্ত সারথির জানা কর্ত্তব্য।

নায়ক।—দেখ, ঐ সর্প-ধ্বজায় ওঁর কুটিলতা বিলক্ষণ সূচিত হচ্চে।

চন্দ্রবংশ-কলহে যে প্রথম অঙ্কুর বলি' খ্যাত;
সৌজন্য-গন্ধ মাত্র চিত্ত যার নহে অবগত;
সেই এই কুরুরাজ, বিষ-জল-অগ্নি-আদি-যোগে
নিরত আজন্ম কাল মো-সবার বিনাশ-উদ্‌যোগে।

কুমার।—আচ্ছা, ওঁর দক্ষিণে যিনি, উনি কে?

নায়ক।—(সবিস্ময়ে)
রোষ-কষায়িত উগ্র হইলেও ভীমের নয়ন,
তাঁহার সমক্ষে যে গো পাঞ্চালীর বক্ষঃস্থল হ'তে,
ভুজঙ্গ-নির্ম্মোক-সম আকর্ষিল লজ্জার বসন,
—ধৃষ্ট-অগ্রগণ্য সেই দুঃশাসন কুদ্র ওই রথে।

কুমার।—এ অপেক্ষা ধৃষ্টতা আর কি হ'তে পারে?

নায়ক।—এদিকে দেখ। (প্রণাম সহকারে)
যিনি দীপ্ত প্রভাকর-প্রভার সমান,
স্বর্ণ-বেদীপরে যাঁর পূজ্য অধিষ্ঠান,
যিনি উপনিষদের পূর্ণ-শ্রী করেন ধারণ,
কৌরবের ইনি সেই গুরুদেব খ্যাতনামা দ্রোণ।

কুমার।—এঁকে মহানুভব বলে' মনে হচ্ছে।

নায়ক।—এ দিকে দেখ।

উগ্রচণ্ড চূড়া যাঁর ললাটে ভূষিত;
স্বয়ং শঙ্কর সম যিনি গো লক্ষিত;
—মূর্ত্তিমান অস্ত্রবেদ, দুর্দ্ধর্ষ বিষম;
দ্রোণপুত্র ইনি সেই—প্রিয়সখা মম।

কুমার।—আর কে কোথায় আছে, বলুন।

নায়ক।—
ধনুর্ব্বেদ নিবেশিত কলসের প্রায় যাঁর
জটা-চূড়াদেশে;
ধ্বজে স্বর্ণকমণ্ডলু :— ইনি সেই কৃপাচার্য্য
জানিবে বিশেষে।

কুমার।—কুরুরাজের সন্নিধানে যুদ্ধার্থীর ন্যায় লক্ষিত হচ্চেন উনি কে?

নায়ক।—অমর্ষ-সহকারে)

আচরিল দুর্য্যোধন যত কিছু দুর্নীতি
যার বাহুবলে ;
পরশুরামের যে গো গোপনে হইল শিষ্য
বিপ্র বলি' ছলে ;
প্রসন্ন হইয়া, যারে ইন্দ্রদেব শক্তি-অস্ত্র
করিলেন দান ;
এই সেই সূতাত্মজ নীচকুলে জন্মিয়াও
মহা-অভিমান।

কুমার।—(উপহাস করিয়া) ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে এই ধ্বজের প্রভাব বিলক্ষণ জানা গিয়েছিল!

নায়ক।—(প্রণাম পূর্ব্বক)

অপর অঙ্গনাগণে—ব্রহ্মচর্য্যে—করিয়া বর্জ্জন,
শুক্লকেশচ্ছলে যে গো শুভ্র কীর্ত্তি করে আলিঙ্গন ;
দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্পষ্টরূপে জামদগ্ন্যে যে করিল জয়
—সেই এই দেবব্রত পিতামহ, ভীষ্ম মহোদয়।

সারথি, অশ্বদের দ্রুত চালাও, দ্রুত চালাও।

(নেপথ্যে)

এই সব বৈমানিক হয়েছেন সমুৎসুক
সমর দর্শনে ;
ধনঞ্জয়! এবে তব বাহুবল প্রদর্শন
কর এই রণে।

(বিদ্যাধরের সহিত ইন্দ্র ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

ইন্দ্র।—(সবিস্ময়ে)

বলীর যে বাগ্‌যুদ্ধ বলহীন বহুজন-সনে
—একে তাই ভয়ঙ্কর ; তাতে যদি—
ভাবি দেখ মনে—
অনেক বলীর সাথে অস্ত্র-যুদ্ধ হয় সংঘটন,
তাহা হ'লে আরো কত নিদারুণ হয় সেই রণ।

(পুনর্ব্বার সবিস্ময়ে)

একা রথী অর্জ্জুন, অসংখ্য সে প্রতিরথিদল ;
রাজ্যমদে চির-দৃপ্ত কর্ণ-আদি কৌরব সকল ;
আহা হা! তথাপি বৎস, রণমাঝে পশিল দেখ না,
বলীর উর্জ্জিত তেজ নাহি করে বিপদ গণনা।

কুমার।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) দেব! এখন কুরুপতি আসচেন।

নায়ক।—আমার মনোরথ তা হ'লে পূর্ণ হ'ল।

(রথারূঢ় দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন।—(নায়ককে দেখিয়া সক্রোধে)

বনবাস-ক্লেশ সহি' বিতৃষ্ণা হয়েছে কি গো
আপন জীবনে ?
নতুবা নির্ভীক একা যুঝিতে উদ্যত কেন
বহুজন-সনে ?

নায়ক।—(উপহাস সহকারে)

নিবাতকবচাসুর আর কালকেয়-আদি
অসুরেরে একাই যে করিল নিধন ;
হরিল একাই যে গো সুভদ্রারে, একাই যে
অনলে আহুতি দিল খাণ্ডবের বন ;
সে পার্থের এই পন্থা নহে অভিনব রণে
—কুরুরাজ! ইহা তুমি জেনো বিলক্ষণ।

দুর্য্যোধন।—এরূপ উপহাসের প্রয়োজন নাই! উপস্থিত সংগ্রামই পরীক্ষার নিকষ-প্রস্তর।

নায়ক।—(হাস্য সহকারে)

পলাও গো কুরুনাথ! এ দ্যূত নহে গো তাহা
যাহে তুমি দ্রৌপদীরে
দাসী করি' জিনিলে হেলায়।
এ ক্ষত্রিয় দ্যূত-ক্রীড়া ;—শরের শলাকা ইথে
সগর্ব্বে নিঃক্ষেপ করা
শত্রুশর-পাশার-খেলায়॥

দুর্য্যোধন।—(সক্রোধে)

করিদন্ত-বিনির্ম্মিত বলয়ে ভূষিত কর যার
বহুদিন করিয়াছে ধনুর অভ্যাস পরিহার,
সেই তুমি পশ' গিয়া নর্ত্তন-আলয়,
সংগ্রাম বীরের কার্য্য—রমণীর নয়।

কুমার।—(উল্লাস সহকারে) মহাশয়! চির-পরিত্যক্ত ধনুর অভ্যাস যে বলচেন, তা ঠিকই বটে।

তোমারে বাঁধিল যবে বাসব-প্রেরিত সেই
দুর্জ্জিয় গন্ধর্ব্ব-খেচর
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞামতে বেড়িলা তাদের পার্থ
সৃজি' যেন বাণের পঞ্জর।
সে সময়ে তুমি নৃপ ছিলে গো বিহ্বল
দেখিতে পাওনি তাই পার্থ-ধনুর্ব্বল।

বিদ্যাধর।—দেব! এই বৎসটি দেখচি কথায় পরিপক্ক!

ইন্দ্র।—ইনি নিশ্চয়ই রাজপুত্র।

দুর্য্যোধন।—সারথি! দ্বিপ্রহরনোচিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। দেখ, এই ভূমিটি বড়ই অসমান। এসো আমরা রথ-সঞ্চালনের উপযোগী সমতল ভূমিতে অবতরণ করি।

নায়ক :—কুরুপতির যা অভিরুচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিদ্যাধর।—(নায়কের রথ নির্দ্দেশ করিয়া) দেব!—

তব পুত্র অর্জ্জুনের রথ-অশ্ব-খুরোত্থিত
ধূলির পতাকা যায় দেখা;
প্রতিপক্ষ-রক্ষো-রূপ মন্থন-দণ্ডোদ্ভব
অনলের যেন ধূম-লেখা।

ইন্দ্র :—বাপু, তুমি দেখছি একজন মহাকবি।

বিদ্যাধর।—দেব! অর্জ্জুন নিকটে যাওয়ায় কুরুদের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত। দেখুন না :—

তুরঙ্গের হ্রেষাধ্বনি, মাতঙ্গের স্তিত-ঘন
বৃংহিতের রব,
জ্যাঘাত-উত্থিত নাদ, পটহ-মঙ্গল শব্দ
—উদ্দাম ভৈরব,
মদ-গজ-সমূহের স্কন্ধ-ঘণ্টাধ্বনি ঘোর
—এই সব কোলাহল করিয়া শ্রবণ,
আলিঙ্গিতে মৃত বীরে, করিতেছে ত্বরা, দেখ
বীরবৃন্দ-অনুরক্ত সুরাঙ্গনাগণ।

প্রতীহারী :—দেব! ওরা যে শুধু কোলাহলে প্রবৃত্ত, তা নয়, কুরু-সৈন্য আপনার আক্রমণকারী পুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। দেখুন, অর্জ্জুনের আকর্ণ-আকৃষ্ট কঠোর-কোদণ্ড-মুখ-নিঃসৃত শর-নিকরে কুরুবীরদের মধ্যে কেহ বা ছিন্ন-দেহ, কেহ বা ভগ্নধনু, কেহ বা ভগ্নশির, কেহ বা বিদ্ধনেত্র, কেহ বা ভগ্নবাহু, কেহ বা বিক্ষত-বক্ষ—এইরূপ সব দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে) এই বৎসটি দেখ্‌চি একেবারে সিদ্ধহস্ত।

বিদ্যাধর।—দেব! দেখুন, দেখুন।

মদবারি বরষিয়া গজগণ ধরে যেন
জলদের রূপ;
ইন্দ্রধনু-সম শোভে এই যত সমুজ্জ্বল
বিচিত্র কার্ম্মুক;

ছত্র বিলুণ্ঠিত ভূমে "ভেক্-ছাতি" শিলীন্ধ্র যেমতি
অস্ত্র-বরষণজাত স্ফুলিঙ্গ সে খদ্যোতের জ্যোতি;
উজ্জ্বল নারাচ-অস্ত্র যেন রণভূমির রসনা;
বেষ্টাচ্ছন্ন ভাত্র যেন শর-ব্যাপ্ত কুরুদল-সেনা।

অপিচ :—

তব পুত্র অর্জ্জুনের বজ্রনিভ শরাঘাতে,
নূতন কেতকী-শুভ্র
করিদন্ত, খণ্ডিত আমূল।
ত্রাসে শুষ্ক মদধারা করীর কপোল-দেশে,
করীকে করিণী বলি'
তাই তো সহসা হয় ভুল।

ইন্দ্র :—(তুষ্ট হইয়া)

শঙ্করের শিষ্য যে গো। "কালকেয়"-অসুরাদি
যে করে সংহার;
যদুনাথ-সনাথ যে;—কৌরবে জিনিয়া বল'
কি শ্লাঘা তাহার?

প্রতীহারী।—দেখুন দেব!

বাণ-হত হস্তীদের গাঁঠে গাঁঠে শিরা আছে যত
তাহে লাগাইয়া মুখ—গহ্বর গভীর—
নাচাইয়া করাঙ্গুলী, কণ্ঠদেশে মাখিয়া রকত,
একটি পিশাচ-কন্যা পিতেছে রুধির।
এই সব বেগগামী মত্ত মাতঙ্গের দল
—যার বেগে মাহুতেরা নিশ্বাস-আকুল,
যার পৃষ্ঠে ধ্বজরাজি—কেকাপিচ্ছ-সুরঞ্জিত—
বেগভরে প্রকাশয়ে দীপতি অতুল;
—বিদ্রাবিত হয়ে তারা তব পুত্র-শরাঘাতে,
ক্রোধোন্মত্ত ইতস্ততঃ করয়ে ভ্রমণ,
তব বজ্রাঘাতে ভীত ঘূর্ণ্যমান গিরি যেন
—এই ভ্রান্তি চিত্ত-মাঝে করি' উৎপাদন।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে দর্শন)

প্রতীহারী।—দেব! দেখুন, দেখুন। অজস্র নিক্ষিপ্ত শরের আঘাতে গজ ও নরদেহ হ'তে যে রক্তপাত হচ্চে, সেই রক্তপানে তৃপ্ত হয়ে রাক্ষস ও যোগিনীগণ আপনার পুত্রের বিজয়ে অভিনন্দন করচে।

ইন্দ্র।—তবে তো নিশ্চয়ই জয় হবে, কেননা, ওরা সত্যাশিষ—ওদের আশীর্ব্বাদ কখন মিথ্যা হয় না।

বিদ্যাধর।—(চিন্তা করিয়া) দেব! ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত। দেখুন, দেখুন।

কাটা-মুণ্ড-ঘূর্ণী-মাঝে যেই শোণিতের সিন্ধু
নিরন্তর হয় বহমান,
শুণ্ড-মৃণালের যোগে—ওই দেখ যোগিনীরা
নিঃশেষে করিছে তাহা পান।
আর, তারা বাহু তুলি' রণজয়ী অর্জ্জুনের প্রতি
পুনঃ পুনঃ স্বস্তিবাদ করিতেছে হয়ে হৃষ্ট অতি।

অপিচ :—

ভুরুর ভ্রূকুটি-ভঙ্গ, ক্রোধে আঁখি সমধিক
বিস্ফারিত—অরুণ বরণ,
স্বেদজলে পরিলুপ্ত তিলকের রেখা, আর
অধরোষ্ঠ করিছে দংশন,
—হেন শ্মশ্রুময় মুণ্ড শত্রুবীরবর্গদের
ছিন্ন তব পুত্র-অস্ত্র-ধারে,
ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষণমাত্রে নভস্তল
আচ্ছন্ন করে একেবারে।

(পুনর্ব্বার সবিস্ময়ে অবলোকন করিয়া)

দেব! দেখুন।

ছিন্ন-শির কোন বীর, ওই হোথা প্রফুল্ল আননে
করিছে তাণ্ডব-নৃত্য, যত সব সুরাঙ্গনা সনে।
যেমন করাভিনয়, দৃষ্টি চলে ঠিক্ সেই মতো,
নৃত্যের উৎসাহ তেজ, তাহে কিবা হয় গো ব্যকত।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে) যা' দেখছি, তাতে মন জয়-পরাজয়ের মধ্যে যেন আন্দোলিত হচ্চে।

অসহায় একা যে গো মায়াবী কুরুর সাথে
করিতেছে রণ
—সেই সে অর্জ্জুন বীর; আর তাঁর শত্রুপক্ষে
যত বীরগণ
—এই সব বীরদের স্বপতিত্বে বরণের কাজে
সাপত্ন্য-কলহ দেখ বাধিয়াছে সুরনারী-মাঝে।

বিদ্যাধর।—তাই বটে। (অন্যত্র অবলোকন করিয়া) দেব! দেখুন, দেখুন।

দূর হ'তে নিবারিয়া অস্ত শর, ছুটে বেগে
আগ্নেয়াস্ত্র—যার পরশনে
সূর্য্য-অশ্ব গতি-ভ্রষ্ট; —তাদের স্থাপিতে পথে
সূর্য্য-সূত আকুল গগনে।
প্রখ্যাত সে অগ্নি-অস্ত্র প্রবীণ পাণ্ডব-পুত্র
করিলা মোচন।
যাহার প্রভাব হ'তে উৎপন্ন হইয়া সদ্য
কাল-হুতাশন
ব্যোম-মার্গ করে গ্রাস প্রলয়-আশঙ্কা চিত্তে
করি উৎপাদন।

প্রতীহারী।—দেব! এই ভগবান্ হুতাশন আমাদেরও নিকটবর্ত্তী।

বিদ্যাধর।—ভদ্রে! ভয় নাই, অর্জ্জুনের কাছে এ এমনই কি ব্যাপার?

নীল কালাঞ্জন প্রায় তমঃ-পুঞ্জে করি' ব্যাপ্ত
অন্তরীক্ষ-তল,
বিদ্যুৎ-দ্যুতিতে করি' ধবলিত সমস্ত সে
দিকের মণ্ডল,
করি-শাবকের সম ঘোর-ধ্বনি মেঘ হ'তে
স্থূল ধারা করিয়া সৃজন,
বারুণাস্ত্র দেখ ওই অনায়াসে করে নাশ
অগ্নি-অস্ত্র-জাত হুতাশন।

ইন্দ্র।—বৎসটি আমাদের মহানুভাব সন্দেহ নাই।

প্রতীহারী।—দেব! সম্প্রতি রাধাপুত্র কর্ণ ভুজঙ্গাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। যাদের মুখে দুইটি করাল লোল জিহ্বা, যা হ'তে নিঃসৃত গরল-ধূম-লেখা ফণা-রত্নদের সহিত সংসক্ত, যাদের কিরণচ্ছটা ইন্দ্র-ধনুর অনুকরণ করচে, যাদের দর্শনমাত্রে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল বিহ্বল, প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল দগ্ধ—এইরূপ সর্প-সমূহ ঐ অস্ত্র হ'তে নির্গত হয়েছে।

বিদ্যাধর।—তাই তো :—

সজ্জনের সখ্য-সম যাহা দীর্ঘ অতি,
খল-চিত্ত সম যার সুকুটিল গতি,
যোগিজন-সম যে গো চরে নভস্তল,
স্বস্তিক সমান যার ফণার মণ্ডল,
মণি-জ্যোতি উদ্ভাসিত নৃপতির মত,
স্মরগত ভোগী-সম সুখ-ভোগে রত,
—এ হেন ভুজঙ্গ-সব অস্ত্র হ'তে হইয়া উৎপন্ন
সমস্ত এ দিক্-চক্র একেবারে করিল আচ্ছন্ন।

ইন্দ্র।—যে সব সর্প খাণ্ডব-দাহে শত্রুরূপে পরিণত হয়, তারাই কি এখন দংশনে প্রবৃত্ত হয়েচে?

বিদ্যাধর।—হতাশ হবেন না, ঐ দেখুন, অর্জ্জুন আবার গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করেছেন।

যার পদাঘাতে বায়ু বহি' বেগভরে
উৎপাটিত করে ঊর্দ্ধে যত মহীধরে
সূর্য্য-উপকণ্ঠ-স্পর্শী মহাকায় ভুজঙ্গেরে
চঞ্চু দিয়া যে করে দংশন ;
দুর্য্যোধনে বিনাশিতে প্রস্তুত বিক্রম যার
—এ হেন এ তীক্ষ্ণ পক্ষিগণ
কুলগুরু কৃপ দ্রোণ আর নিজ সারথির
করিতেছে তুষ্টি সম্পাদন।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে) তার পর—তার পর ?

প্রতীহারী।—ঐ দেখুন, দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়ে দ্রোণ এখন বারণ-বাণ আপনার পুত্রের প্রতি প্রয়োগ করলেন।

বিদ্যাধর।—(সম্যক্ অবলোকন করিয়া) হাঁ, বৈনায়ক-অস্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে বটে। দেখুন, দেখুন।

সিন্দুর-অরুণ রাগে সুরঞ্জিত মস্তক যাহার,
যাহার দশনে বিদ্ধ ঘন-ঘোর জলদ-সম্ভার,
যার শুণ্ড সঞ্চালিত বায়ু-বেগভরে
নক্ষত্র তারকারাজি উৎক্ষিপ্ত অম্বরে,
যার পদাঘাতে কাঁপে যত কুল-গিরি,
গণেশাস্ত্র-বিনিঃসৃত হেন মত্ত করী
—তা সবে গগনতল গেছে দেখ ভরি'।

ইন্দ্র।—তার পর—তার পর ?

বিদ্যাধর।—পার্থ এইবার সিংহাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। দেখুন দেখুন।

দংষ্ট্রার জ্যোতিতে যার খচিত গগন,
জটার বিস্তার যার অতীব ভীষণ,
সুদীর্ঘ লাঙ্গুল যার ঊর্দ্ধে উত্তোলিত,
গুহা-মাঝে যার ঘোরনাদ সঞ্চারিত,
—এ হেন যতেক সিংহ—গজ-কুম্ভ করি' বিদারণ
রক্তপানে বিবশাঙ্গ—গজগণে করয়ে নিধন।

ইন্দ্র।—তা হ'লে জয়ের আর অল্পই অবশিষ্ট।

বিদ্যাধর।—দেব! তা নয়—বরং বলুন, জয়ের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বধিয়া ভীষ্মের অশ্ব—আর গুরু-দ্রোণ-সারথিরে,
বিদরি কর্ণের রথ—সংজ্ঞাহীন করি' কৃপ-বীরে,
ছেদন করিয়া অশ্বত্থামার ধনুক,
আর রণে কুরু-সৈন্যে করিয়া বিমুখ

তব পুত্র অন্বেষয়ে এবে দুর্য্যোধনে
—প্রাণভয়ে যে হইল পরাঙ্মুখ রণে।

প্রতীহারী।—এইবার তবে দুর্য্যোধনের মরণ উপস্থিত।

বিদ্যাধর।—না, না, তা নয়।

সংগ্রামে বিমুখ যেই, তার' পরে ইন্দ্রপুত্র ;
অর্জ্জুনের শস্ত্র কভু না হয় পতিত ;
রতন-মুকুট শুধু, ফেলিলেন পাড়ি ভূমে
কিঞ্চিৎ কোপাগ্নি মাত্র করি' উত্তেজিত।

(নেপথ্যে)

ওগো কর্ণ-সখা দুর্য্যোধন!

পাঞ্চালীর অপমানে ক্ষুভিত হইয়া যদি
নাহি করিতেন আর্য্য
প্রতিজ্ঞা—গদায় তব ঊরু ভাঙিবার,
যেরূপ নিপুণভাবে সুতীক্ষ্ণ শর দিয়া
মুকুট পাড়িনু তব
সেরূপেই লইতাম মস্তকো তোমার।

প্রতীহারী।—দেব! আপনার পুত্রের কথা তো শুনলেন।

ইন্দ্র।—(সবিস্ময়ে)

দৈব হ'লে অনুকূল কি না করে মঙ্গল-বিধান ?
ক্রুদ্ধ-ভীম-প্রতিজ্ঞাও বাঁচাইল দুর্য্যোধন-প্রাণ।

বিদ্যাধর।—দেব! দুর্য্যোধনের মুকুট উৎপাটিত হওয়ায় কর্ণ প্রভৃতি কুরুরা অর্জ্জুনকে চারিদিকে বেষ্টন করেছে।

ইন্দ্র।—(শঙ্কা-সহকারে) তার পর—তার পর ?

বিদ্যাধর।—দেব! এইবার আপনার পুত্র প্রস্বাপন-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন।

প্রথমে তো নেত্রদ্বয় একেবারে হয় নিমীলিত ;
ক্রমে শ্বাসবায়ুপূর্ণ-কণ্ঠ হ'তে ধ্বনি বিনিঃসৃত ;
পরে, ধনু-অগ্রভাগ গণ্ডস্থলে করি' আরোপণ,
নিদ্রা যায় কুরু-সৈন্য ঠিক যেন মৃতের মতন।

ইন্দ্র।—পরিশ্রান্ত যোদ্ধাদের এই তো উচিত। তার পর—তার পর ?

বিদ্যাধর।—

ছাড়ি' শুধু ভীষ্মদেবে বিবসন করিল সবার ;
পরে, চক্ষু রগড়িয়া জাগি তারা পলায় লজ্জার।

অপিচ ঃ—

জিনিয়া কৌরব-সৈন্ত গাভীবৃন্দ গোপগণে
হইল অর্পিত,
বিজয়ীরে দেখ সবে করে অভিনন্দন
হয়ে পুলকিত।
আর যত পৌরজন —ধূরোত্থিত ধূলিজালে
আকুল নয়ান—
বলে "আসে পার্থ ওই," —এই বলি' যায় তারা
হয়ে আগুয়ান।

ইন্দ্র।—(অবলোকন করিয়া) যা দ্রষ্টব্য,তা দেখলেম।

(নায়ক ও সারথির প্রবেশ)

নায়ক।—(সারথিকে দেখিয়া) কুমার!

কুরুরাজে জিনি' রণে অন্তঃকরণ মোর
হরষিত হয় নাই তত,
যতটা হইল আজি—বিরাটকুমার ওগো—
হেরি তব শরীর অক্ষত।

সারথি।—আপনি যখন রক্ষক, তখন আর দুর্ল্লভ কি থাকতে পারে?

ইন্দ্র।—(আবেগ-সহকারে) যা' দ্রষ্টব্য,তা' দেখ্‌লেম।
[প্রস্থান।

নায়ক।—(তুষ্ট হইয়া) সারথি!

দুঃশাসন করিল যা, কুরু-সন্নিধানে
—পাঞ্চালীকে বিবসনা, বল প্রয়োগিয়া,
—প্রতিশোধ আমি তার লয়েছি এথানে
নিদ্রামগ্ন কুরুদের বসন হরিয়া।

সারথি।—হাঁ, তার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয়েচে।

সংগ্রাম-মৃত্যুতে বটে হয় দুঃখ ক্ষত-জাত,
কিন্তু সুখ আসে তার পরে;
মানভঙ্গ-শল্য থাকে নিহিত আজন্মকাল
মানীদের গভীর-অন্তরে।

নায়ক।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

ঐ দেখ, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লয়ে অনুজগণের সহিত আর্য্য আসচেন।

(যথানির্দ্দিষ্ট-যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব এবং সপরিবারে বিরাটের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—মৎস্যরাজ! দেখ, দেখ :—

রথ-তুরঙ্গম-রঙ্গে, ধ্বজজাল ধূসর-বরণ;
প্রান্তর-কণিকায়, সর্ব্ব-অঙ্গ হয়েছে পূরণ;
অক্লান্ত অবিশ্রান্ত ঘোরতর সংগ্রামের মাঝে,
জয়শ্রী-শোভন-বক্ষ পার্থ ওই দেখ গো বিরাজে।

বিরাট।—

বিদ্যায় শোভয়ে বিপ্র, জয়শ্রীতে ক্ষত্র শোভা পায়,
অনুকূল দানে লক্ষ্মী, কুলকন্যা শোভে গো লজ্জায়।

নায়ক।—(সসম্ভ্রমে) এ কি! আর্য্য যে। (রথ হইতে নামিয়া যথোচিত অভিবাদন)

সকলে।—(অভিনন্দন)

একা হর হরিলেন ত্রিপুর ত্রিপুর ঘোর রণে;
একা রাম বধিলেন খরাদিরে দণ্ডকের বনে;
একা তুমি রণ-মাঝে কুরু-সৈন্যে জিনিলে গো পার্থ!
শুনিনি দেখিনি আর ইহা ছাড়া পুরুষ চতুর্থ।

নায়ক।—সে শুধু আপনাদেরই প্রসাদে।

বিরাট।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) রাজপুত্র! দেখ, দেখ :—

বৎসের দর্শনে যার ক্ষীরধারা ঝরে ধরাতলে,
—এ-হেন এ গাভীবৃন্দ দুগ্ধে ধরা সিঞ্চনের ছলে,
চন্দ্রকর-স্পরধিনী—শুভ্র স্বচ্ছ অতি—
সৃজিল নূতন এক কীর্ত্তি মূর্ত্তিমতী।

(অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া)

সভা-মাঝে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশপাশ
আকর্ষিল বলে।
তারি শোধ নিলে তুমি দুর্য্যোধন-মুকুটেরে
পাড়ি ভূমিতলে॥

ভীম।—(সক্রোধে) ওগো রাজন্‌!—তার প্রতিশোধ এ নয়।

গদা দিয়া দুঃশাসন-বক্ষ বিদারিয়া
কদুষ্ণ রুধির তার সদ্য করি' পান,
সেই রক্ত-লিপ্ত বেণী দ্রৌপদীর বন্ধন করিয়া
ভীমই করিবেক তার সমুচিত প্রতিশোধ দান।

যুধিষ্ঠির।—ভাই! তোমার অসাধ্য কি আছে?

"সৌগন্ধিকরণ"-শ্রী যে করিল হেলায় হরণ,
হেলায় করিল যে গো হিড়িম্ব রাক্ষসে নিধন,
আটকি' রাখিবে কেবা এ-হেন বীরের বিক্রম?

ভীম।—(শুনিয়া সাহ্লাদে) অহন আর্য্য, আমি কখনই কথা কহুব না।

যুধিষ্ঠির।—ক্ষমার কাল অতীত—এখন বিক্রমের কাল উপস্থিত। অনুনয়ে প্রয়োজন নাই।

বিরাট।—(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

অযোগ্য করমে তুমি নিযুক্ত ছিলে গো এখানে,
ক্ষমাপাত্র আমি, রাজা!—
অপরাধী হয়েছি অজ্ঞানে;
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা-যোগ্য তব সন্নিধানে।

নায়ক।—রাজন্!—তুমি আমাদের অপকার কর-নি—উপকারই করেচ। কেননা—

হীন-কর্ম্মে আমাদের না রাখিলে তোমার সকাশে,
কভু নাহি ধর্ম্মরাজ থাকিতেন অজ্ঞাত-নিবাসে!

বিরাট।—(নায়কের প্রতি) রাজপুত্র!

সাপ্তপদী-গত সখ্য হয় যে প্রণয়ে
সে প্রণয় তব কাছে যাচি সবিনয়ে;
উত্তরা দুহিতা মম—হে রাজকুমার!
আজ হ'তে পুত্রবধূ হইল তোমার॥

নায়ক।—আপনার যা অভিরুচি।

যে লক্ষ্মী স্বয়ং গৃহে করে আগমন
কোন্ মূঢ় তাঁরে বল না করে গ্রহণ?
অযাচিত ইষ্টলাভ জানিবে নিশ্চয়
দৈবের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছু নয়।

বিরাট।—আর আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য কর্‌তে পারি বল।

নায়ক।—

উত্তীর্ণ অজ্ঞাতবাস; কর্ণ দুর্য্যোধন-আদি
বিজিত হইল রণভূমে;
শ্রীরত্ন দুহিতা তব —মোর পুত্র অভিমন্যু
বিবাহিত হ'ল তার সনে;
গাভীগণ প্রত্যানীত; তুমি গো হইলে মোর
পরম সুহৃৎ মাননীয়;
ভাবিয়া পাই না কিছু —কি আছে অধিক আর
তব কাছে মোর প্রার্থনীয়!

তথাপি এইটুকু যেন হয়:—

সৌজন্য-অমৃত-সিন্ধু বহমান হউক সতত;
বীরব্রত হয়ে সবে হয় যেন পর-হিতে রত।
পর-গুণ-বরণনে হয় যেন সবে বহুভাষী:
—মৌনব্রত হয়ে যেন লুকায় আপন-গুণ-রাশি।
আপদে যেন গো কেহ নাহি হয় ধৈর্য্য-বিরহিত,
সম্পদের আবির্ভাবে কেহ যেন না হয় গর্ব্বিত!
বিষময় বাক্য যদি বলে কোন দুর্ম্মুখ দুর্জ্জন,
বিষণ্ণ তাহাতে যেন নাহি হয় সজ্জন-আনন।

অপিচ—

সু-কবির চিত্তে হোক্ সারস্বত চক্ষুর উন্মেষ;
কুতীরা যেন না করে অপরের গুণেতে বিদ্বেষ;
গ্রাম্য-কবিদের প্রতি প্রণয় করিয়া পরিত্যাগ
সু-কবি-সূক্তিতে হোক্ ভূপতিগণের অনুরাগ।

বিরাট।—তথাস্তু।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি শ্রীকাঞ্চনাচার্য্য-বিরচিত ধনঞ্জয়-বিজয় নামক ব্যায়োগ।

সমাপ্ত

রত্নাবলী নাটক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

অনুবাদকের মন্তব্য

রত্নাবলী-নাটিকা কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ দেবের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কাব্য-প্রকাশের গ্রন্থকার বলেন, ইহা তাঁহার স্বরচিত নহে। কাহারও মতে ইহা ধাবক-কবির রচিত, কাহারও মতে কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্টের রচিত।

শ্রীহর্ষ দেবের রাজত্বকাল-নির্ণয় সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বলেন, কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ-দেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ডাক্তার হল্ সাহেব বলেন, শ্রীহর্ষ-দেব খৃষ্টাব্দ ৬১০ হইতে ৬৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জর্ম্মাণ পণ্ডিতও এবার এই মতের পক্ষপাতী। এই মতটি গ্রহণ করিলে রত্নাবলী নাটিকা খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। ইহার এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল। এই নাটিকায় বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রণয়-বিলাস-চিত্রে কতকটা কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া উপলব্ধি হয়।

কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ-দেবের আর এক নাম, শীলাদিত্য (দ্বিতীয়)। ইনি প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের বংশধর। প্রসিদ্ধ চীন-পর্য্যটক "হুয়েনৎসাং" ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহর্ষ-দেব সমস্ত উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌমিক সম্রাট্ ছিলেন। খুব সম্ভব, শ্রীহর্ষ-দেবের সভা-কবি রত্নাবলী-রচয়িতা তখনকার রাজ-ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াই বৎস রাজার "দন্ত তোরণ," "স্ফটিক-মণি-ভবন" প্রভৃতি স্থাপত্য-বৈভবের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই নাটিকাটি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়, এখন যেরূপ এখানে ফাল্গুন চৈত্র মাসে দোলোৎসব হইয়া থাকে, তখন সেইরূপ মদনোৎসব হইত এবং এখনকার মত তখনও সেই সময়ে "আবীর-খেলা" হইত। প্রভেদ এই, শ্রীকৃষ্ণের পূজা না হইয়া তখন মদন-দেবের পূজা হইত। কোন্ সময় এ দেশে মদনোৎসব রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব আরম্ভ হয়, ইহা একটি ঐতিহাসিক রহস্য।

এই নাটিকার পাত্রগণের মধ্যে বৎস-রাজ ও দেবী বাসবদত্তার চরিত্র অতি পরিস্ফুটভাবে চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে রাজা বিলাস-পরায়ণ, লঘুচিত্ত ও অন্যাসক্ত; পক্ষান্তরে, রাণী একনিষ্ঠা, ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা। সর্ব্বাপেক্ষা দেবী বাসবদত্তার চিত্র অতি উৎকৃষ্ট বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ অতি নিপুণভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। একদিকে যেমন তিনি তেজস্বিনী, অতি-মানিনী, উদ্ধতা, পক্ষান্তরে তেমনি আবার কোমল-হৃদয়া, স্নেহবৎসলা ও উদারভাবাপন্না। বিদূষক বসন্তকের চরিত্রেরও একটু বিশেষত্ব আছে—উহার "ভাঁড়ামি"র মধ্যেও একটু সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। এই নাটিকাটি কবিত্ব-অংশে উচ্চদরের না হইলেও, নাট্যাংশে যে ইহা উৎকৃষ্ট, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার নাটকীয় সংস্থান-গুলি ও ঘটনার পাকচক্র কতকটা আধুনিক নাটকের ন্যায়—সেইজন্য, এখানকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। ইহার ঘটনাগুলি ঘোরো রকমের এবং ইহার পরিণতি-সাধনে কোন অলৌকিক শক্তির আশ্রয়গ্রহণ করা হয় নাই। পাত্রগণও সকলেই সাধারণ মনুষ্যের রক্ত মাংসে গঠিত। আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে, কোন সন্ন্যাসি-দত্ত ঔষধির দ্বারা নব-মল্লিকা অকালে প্রস্ফুটিত করা হয় এবং একজন যাদুকর ভোজবাজির সাহায্যে আকাশে দেব-দেবীর নৃত্য ও প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড প্রদর্শন করে। ইহার মধ্যে কোনটাই অলৌকিক কিংবা অসম্ভব নহে।

"রত্নাবলী" একটি নাটিকা। নাটিকাগুলি চারি অঙ্কে বিভক্ত হইয়া থাকে।

পাত্রগণ

পুরুষ-বর্গ

বৎস ...	কৌশাম্বীর রাজা।
যৌগন্ধরায়ণ ...	বৎস-রাজের অমাত্য।
বসন্তক (বিদূষক)	রাজার বয়স্য।
বসুভূতি ...	সিংহল-রাজের অমাত্য।
বাভ্রব্য ...	বৎস-রাজের কঞ্চুকী (সিংহল-রাজের নিকট প্রেরিত দূত)
সংবরণ-সিদ্ধি ...	যাদুকর।
বিজয়-বর্ম্মা ...	বৎস-রাজার সেনাপতি।

স্ত্রী-বর্গ

বাসবদত্তা ...	বৎস-রাজের মহিষী।
সাগরিকা (রত্নাবলী)	সিংহল-রাজকুমারী।
কাঞ্চনমালা ...	মহিষীর প্রধানা পরিচারিকা।
সুসঙ্গতা ...	সাগরিকার সখী।
নিপুণিকা, মদনিকা, চূত-লতিকা ...	মহিষীর পরিচারিকাগণ।
বসুন্ধরা ...	প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বিক্রম-বাহু ... সিংহলের রাজা, রত্নাবলীর পিতা ও বাসবদত্তার মাতুল।

রুমণ্বান ... বৎস-রাজের সেনাপতি।

রত্নাবলী নাটক

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

স্তন-ভারে আনম্রিতা
গিরিজা গেলেন যবে শম্ভু-আরাধনে,
পদাঙ্গুলে ভর দিয়া
পুষ্পাঞ্জলি শিরে তাঁর দিবেন যতনে
অমনি ত্রিনেত্র তাঁর
পড়িল তাঁহার পানে অনুরাগ-ভরে।
পার্ব্বতী পুলকিতা
সাধ্বস-কম্পিত-তনু—স্বেদ-বিন্দু ঝরে।
লজ্জা-বশে থতমত
পুষ্পাঞ্জলি হস্ত হ'তে হইল পতন
সেই শম্ভু তোমাদের করুন রক্ষণ।

অপিচ :—
প্রথম সঙ্গম-কালে
সত্বর যাইয়া গৌরী মনের ঔৎসুক্যে
ফিরিয়া আইলা কাছে,
সখীজন বলি'-কহি' আনয়ে সম্মুখে।
গিরিজারে পেয়ে হর
হাসিতে হাসিতে করে আলিঙ্গন দান,
গৌরী তাহে পুলকিতা
—সরস সাধ্বস-বশে তনু কম্পমান।
—এহেন পার্ব্বতী তোমা করুন কল্যাণ॥

অপিচ :—
ক্রোধোদ্দীপ্ত ত্রিনয়নে করি' দৃষ্টিপাত
নির্ব্বাপিত করিলা ত্রিবহ্নি একসাথ।
ভয়ার্ত্ত যাজকগণ পড়ে ভূমিতলে,
ভূতেরা উষ্ণীষ-বস্ত্র কাড়ি লয় বলে।
স্তুতি করে দক্ষ—পত্নী করেন ক্রন্দন,
দেবগণ ভয়ে সবে করে পলায়ন।
হাসিতে হাসিতে শিব দেবীর সকাশ
দক্ষ-যজ্ঞনাশ-কথা করেন প্রকাশ।
—রক্ষুন এহেন শিব নাশি' ভয়ত্রাস॥

অপিচ :—
চন্দ্রের হউক জয়, প্রণমি গো সুরগণ পদে,
দ্বিজোত্তম যেন সবে লোকযাত্রা করে নিরাপদে
পৃথিবী হয় গো যেন
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, শস্যে ফলবতী।
শশাঙ্ক-সুন্দর-তনু
নরেন্দ্র-চন্দ্রের তাপ ভুঞ্জে বসুমতী॥

নান্দীর পর

সূত্রধর।—অতি-প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। অদ্য এই বসন্তোৎসবে, বহুমান-সহকারে আহূত হয়ে, শ্রীহর্ষদেবের যে সকল পাদপদ্মোপজীবী রাজগণ এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁরা আমাকে এই কথা বলচেন ; "আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক অপূর্ব্ব আখ্যানে অলঙ্কৃত যে রত্নাবলী নাটিকা রচিত হয়েছে, তার কথা আমরা শ্রবণ-পরম্পরায় শ্রুত আছি, কিন্তু তার অভিনয় কখন দেখিনি। অতএব সর্ব্বজন-হৃদয়ানন্দ সেই রাজার প্রতি সম্মান এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই নাটিকাটি আপনারা যথাবৎ অভিনয় করুন।" (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এসো, আমরা তবে এখন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করি। (সভা অবলোকন করিয়া) এই যে! বেশ বোধ হচ্চে, সভাস্থ সমস্ত লোকের মন এখন বিলক্ষণ আকৃষ্ট হয়েছে।

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি,
পরিষৎ গুণগ্রাহী, বৎস-রাজ-চরিত সুন্দর।
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে,
সুচারু আখ্যান-বস্তু, গুণিগণ সবে একত্তর,
লভিতে বাঞ্ছিত ফল এই তো গো পূর্ণ অবসর।

এখন তবে গৃহে যাই এবং গৃহিণীকে আহ্বান করে’ সঙ্গীতাদি আরম্ভ করে’ দি (পরিক্রমণ করত নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া) বলি ও গিন্নি! একবার এই দিকে এসো তো।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—এই যে আমি এসেছি। কি কর্‌তে হবে, আজ্ঞা কর।

সূত্র।—দেখ, রাজারা “রত্নাবলী” দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। অতএব তোমরা সবাই বেশ-ভূষা পরিধান করে’ এসো।

নটী।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদ্বেগ-সহকারে) তুমি তো এখন নিশ্চিন্ত আছ, তুমি কেন অভিনয় কর না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একটিমাত্র দুহিতা। তাতে আবার কোন দেশান্তরবাসীকে কন্যাদান করবে বলে’ তুমি বাগ্‌দত্ত হয়েছ। এরূপ দূর-দেশস্থ পাত্রের সহিত কি করে’ তার পাণিগ্রহণ হবে, এই চিন্তাতে আমার মনে একটুকুও স্ফূর্ত্তি নেই—তবে এখন কি করে’ অভিনয় করি বল দিকি?

সূত্র।—দেখ:—

থাকে যদি দ্বীপান্তরে
সাগরের মধ্যে কিম্বা দিগন্ত-সীমায়,
বিধি হ’লে অনুকূল
যেথায় থাক্ না আনি মিলন ঘটায়।

(নেপথ্যে)

সাধু, ভরত-শিষ্য সাধু। তাই বটে—তার কোন সন্দেহ নাই। (“থাকে যদি দ্বীপান্তরে” ইত্যাদি পাঠ-করণ)।

সূত্র।—(কর্ণপাত করত নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) বলি ও ঠাক্‌রুণ! তবে আর বিলম্ব কর্‌চ কেন? ঐ দেখ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যৌগন্ধরায়ণের ভূমিকাটি গ্রহণ করেছে। এসো তবে, আমরাও পরবর্ত্তী ভূমিকাগুলির জন্য সজ্জিত হই গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

বিষ্কম্ভক।

(সহর্ষে যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ)

যৌগ।—তাই বটে। তার কোন সন্দেহ নাই। (“থাকে যদি দ্বীপান্তরে” ইত্যাদি পাঠ করিয়া) তা নইলে,—একজন সিদ্ধপুরুষের কথায় বিশ্বাস করে’ যে সিংহলেশ্বর-দুহিতার হস্ত প্রার্থনা করা হয়েছিল, সেই কন্যাটি ভগ্নপোত হয়ে সমুদ্রে জলমগ্ন হয়েও কি করে’ একটা ফলকের আশ্রয় পেলেন বল দিকি? আর কৌশাম্বী দেশের বণিক, সিংহল হ’তে ফিরে আসবার সময় কি করেই বা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখ্‌তে পেলেন?—আর, রত্নমালা-চিহ্ন দেখে চিনতে পেরে কি করেই বা তাকে এখানে নিয়ে এলেন? (সহর্ষে) এতে সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের প্রভুর সৌভাগ্য সূচিত হচ্চে। (চিন্তা করিয়া) আমিও তাঁকে সগৌরবে দেবীর হস্তে সমর্পণ করে’ ভালই করেছি। আবার, এ কথাও শুনলেম, আমাদের “বাভ্রব্য” কঞ্চুকী নাকি সিংহলেশ্বরের অমাত্য বসুভূতির সহিত কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে সমুদ্র-তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর, সেই সময়ে কোশল-রাজ্য জয়ের জন্য সেনাপতি রুমণ্বান্ যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও নাকি তাঁদের দেখা হয়। তা, প্রভুর এই কার্য্যটি তো প্রায় এক রকম নিষ্পন্ন করেছি, তবু যেন আমার মন সন্তুষ্ট হচ্চে না। ওঃ! ভৃত্য-ভাবের অশেষ কষ্ট!

প্রভুর উন্নতি-আশে
স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে এ কার্য্যেতে হইয়াছি ব্রতী।
দৈব-ও সহায় এবে,
অভ্রান্ত সিদ্ধের কথা, প্রভু-ভয়ে তবু ভীত অতি॥

(নেপথ্যে কলরব)

(কর্ণপাত করিয়া) এই যে, মৃদুমধুর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে পুরবাসীদের সঙ্গীত-ধ্বনি শোনা যাচ্চে। তাই বুঝি, এই মদন-মহোৎসবে, পৌরজনের আমোদ-প্রমোদ দেখবার জন্য রাজা প্রাসাদের দিকে যাত্রা কর্‌লেন? এই যে, প্রভু প্রাসাদের উপরে উঠেছেন দেখ্‌চি।

কান্ত হয়ে মৃদ্বালাপে
পৌরজন-চিত্তবাসী সুবৎসল বৎস-দেশ-নাথ
দেখিতে নিজ উৎসব
সাক্ষাৎ কন্দর্প যেন সমুদিত বসন্তক-সাথ।

এখন তবে গৃহে গিয়ে আরব্ধ কার্য্যটা কিরূপে শেষ করা যায়, তার চিন্তা করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

বসন্তোৎসব-বেশধারী রাজা ও বিদূষক
প্রাসাদোপরি আসীন।

রাজা।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) সখা বসন্তক!

বিদূ।—আজ্ঞা করুন মহারাজ!

রাজা।—

জিত-শত্রু রাজ্য এই,
সুযোগ্য সচিবে ন্যস্ত এ রাজ্যের ভার,
সম্যক্-পালিত প্রজা,
প্রশমিত উপদ্রব সর্ব্ব-অত্যাচার।
প্রদ্যোৎ-তনয়া সেই
প্রেয়সী বাসবদত্তা রাণী,
তুমি বসন্তক ওগো
প্রিয়সখা বসন্ত সমানি।
করুন সে কামদেব
নামে মাত্র তুষ্টি অনুভব,
এ তাঁর উৎসব নহে
—আমারি এ মহান্ উৎসব।

বিদূ।—(সহর্ষে) মহারাজ! তা নয়। আপনি যে উৎসবের কথা বল্‌চেন, আমি বলি, সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, সে শুধু এই ব্রাহ্মণ বটুরই উৎসব। সে কথা থাক্। এখন ঐ দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন দিকি মহারাজ:— পৌরজনেরা কেমন মধুপানে মত্ত হয়ে, কামিনী-জনের স্বেচ্ছাকৃত কণ্ঠলগ্ন হয়ে, পিচ্‌কারি দিয়ে পরস্পরের গায়ে জল-প্রহার কর্‌চে—আর, নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে চারিদিকে ঘোরতর গর্জ্জন করচে। মাদলের উদ্দাম বাদ্য-নিনাদে রথ্যা-মুখ মুখরিত—বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন— এই সমস্ত মিলে মদনোৎসবের কেমন অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!

বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে আহা যেন অরুণ-উদয়
কুঙ্কুমের চূর্ণে দেখ পীতবর্ণ চারিদিকময়।
স্বর্ণ-আভরণ-আভা "কিকিরাত"-পুষ্প ফুটে যত,
তরু-তরু-পুষ্প-ভারে তরু-শির কিবা অবনত।
বেশ দেখি হয় মনে
কুবের-ভাণ্ডার যেন মানে পরাজয়।
জন-পরিচ্ছদ সব
খচিত কাঞ্চন-দ্রবে পীতবর্ণময়।
—কৌশাম্বে অপূর্ব্ব হেম শোভার উদয়।

অপিচ:—

ধারা-যন্ত্র হ'তে মুক্ত
সমুদায় জলরাশি চারিধার করয়ে প্লাবন,
খেলিতে আবীর-খেলা
পদ-বিমর্দ্দনে সদ্য কর্দ্দমিত গৃহের প্রাঙ্গণ।
উদ্দাম প্রমদা যত
তাদের কপাল বাহি' পড়ে ঝরি সিন্দুরের জল,
তাহে পদ হয়ে সিক্ত
সিন্দূর করিয়া তোলে সমুদয় কুট্টিমের তল।

বিদূ।—(দেখিয়া) আবার ঐ দেখুন মহারাজ! রসিক নাগরেরা বারবিলাসিনীদের গায়ে পিচ্‌কারি করে' জল দিচ্চে, আর ওরা অম্‌নি শীৎকার শব্দ করে' কত রকম অঙ্গভঙ্গি করচে।

রাজা।—(দেখিয়া) তাই তো—তুমি তো ঠিক্ লক্ষ্য করেছ।

বিকীর্ণ আবীর-জালে
চারিদিক্ ঘন অন্ধকার,
মণিময় ভূষণের
মণি হ'তে রশ্মির বিস্তার।
এই ধারা-যন্ত্রগুলি
বিস্তারিত ফণার আকৃতি,
—পাতাল-ভুজঙ্গলোক
মনে করি' দেয় যেন স্মৃতি।

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ! মদনিকা ও চূত-কলিকা মদন-বসন্তের ভাব প্রকাশ করে' কেমন নাচ্‌তে নাচ্‌তে এই দিকে আস্‌চে।

(গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে
দুইজন দাসীর প্রবেশ)

মদনিকা।—(গানকরণ)
মালিনী বায়ের খিল ... ঈষৎ করি' শিথিল,
ফুটায়ে অমৃত চূত—মদনের প্রিয় দূত,
বহে কিবা দক্ষিণ-পবন।

ছুটে বকুল-সৌরভ, চাহে তরুণী বল্লভ,
চেয়ে চেয়ে পথ তার না পারি থাকিতে আর
ভ্রমে শেষে বন-উপবন।
এখনেতে ঋতু মধু জন-চিত্ত বয়ে মৃদু,
পশ্চাৎ কুসুম-শর বুঝি দিবা অবসর
ফুল-বাণে বেঁধে প্রাণ-মন ॥

রাজা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহো হো! এদের নৃত্যগীত বড়ই মধুর।

স্তনভরে ক্ষীণ-মধ্য
ভাঙে বুঝি—তাহে নাহি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করি'
উন্মত্ত হইয়া নাচে
—পুষ্পদাম-শোভা ত্যজি' এলাইয়া পড়য়ে কবরী।
চরণে নূপুর ওই
দ্বিগুণ দ্বিগুণতর ঝঙ্কারিয়া করিছে ক্রন্দন।
অঙ্গের স্পন্দন-ভরে
কণ্ঠহার অবিরত বক্ষোদেশ করিছে তাড়ন ॥

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখুন মহারাজ, আমিও ঐ কোমর-বাঁধা মেয়েগুলর মধ্যে গিয়ে নৃত্য-গীত করে' মদনোৎসবের মান রক্ষা করি।

রাজা।—(সস্মিত) তাই কর সখা।

বিদূ।—যে আজ্ঞে। (উঠিয়া নর্ত্তকীদের মধ্যে গিয়া নৃত্য) ওগো মদনিকে, ওগো চূতলতিকে, আমাকে এই "চচ্চরী" গীতটি শিখিয়ে দেও না।

মদ।—(হাসিয়া) আরে মুখ্খু, এ তো "চচ্চরী" গীত নয়।

বিদূ।—তবে এটা কি?

মদ।—আরে মুখ্খু, একে বলে "দ্বিপদীখণ্ড!"

বিদূ।—(সহর্ষে) বেশ বেশ! যে চিনির খণ্ডে মোয়া কিম্বা নাড়ু তৈরী হয়, তাই তো?

মদ।—(হাসিয়া) আরে না মুখ্খু, এতে মোয়াও হয় না—নাড়ুও হয় না।

বিদূ।—(সবিষাদে) ওতে যদি মোয়াও না হয়, নাড়ুও না হয়, তবে ওতে আমার কাজ কি—আমি বরং তার চেয়ে রাজার কাছে যাই। (তথা করণ)

উভয়ে।—(টানাটানি)

বিদূ।—(টানাটানি)

উভয়ে।—(হাত ধরিয়া) আরে অভেয়ে! নৃত্য-গীত না করে' যাচ্চিস্ কোথা? (বিবিধ প্রকারে তাড়না)

বিদূ।—(হাত ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়া রাজার নিকট আগমন) মহারাজ! আজ খুব নাচন নেচে এসেছি যা হোক্।

রাজা।—নৃত্য-গীত হ'ল সখা?

বিদূ।—নৃত্য-গীত? বাপ্ রে! যে টানাটানি, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, এই ঢের!

চূত।—দেখ মদনিকে, আজ অনেকক্ষণ ধরে' নাচ-গান করা গেছে, এখন, দেবী মহারাজকে যে কথা বল্‌তে বলেছেন, এসো, আমরা এই বেলা তাঁকে সেই কথাটা বলি গিয়ে।

মদ।—চূতকলিকে, ঠিক্ মনে করে' দিয়েছ, চল যাওয়া যাক্।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবী মহারাজকে এই আজ্ঞা করেছেন—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে) না না—এই নিবেদন করেছেন—

রাজা।—(হাসিয়া সাদরে) মদনিকে! "দেবী আজ্ঞা করেছেন" এই কথাটি বড় মিষ্টি—বিশেষতঃ আজকের এই মদনোৎসবের দিনে।

বিদূ।—আরে বেটী, বল্ না—দেবী কি আজ্ঞা করেছেন?

দাসীদ্বয়।—দেবী এই কথা বল্লেন যে, "মদনোদ্যানে রক্ত-অশোকের তলায় যে মদন-দেবের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আজ আমি সেখানে গিয়ে তাঁর পূজা-অর্চ্চনা কর্‌ব, মহারাজও যেন সেইখানে উপস্থিত থাকেন।"

রাজা।—বয়স্য, কি আর বল্‌ব—এ যে দেখ্‌চি, এক উৎসবের পর আর এক উৎসব উপস্থিত!

বিদূ।—তবে চলুন মহারাজ, সেইখানেই যাওয়া যাক্—তা হ'লে এই ব্রাহ্মণসন্তানও কিঞ্চিৎ স্বস্তি-বাচনের ভাগ পায়।

রাজা।—দেবীকে বল গে, আমি এখনি মদনোদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হচ্চি।

দাসীদ্বয়।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—এসো বয়স্য—আমরা নীচে নেমে যাই।

(উভয়ের প্রাসাদ হইতে অবতরণ)

রাজা।—বয়স্য! মদনোদ্যানের পথটা দেখিয়ে দেও।

বিদূ।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে সেই মদনোদ্যান—আসুন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। (সবিস্ময়ে) দেখুন মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন মদনোদ্যান, মলয়-মারুত-আন্দোলিত মুকুলিত সহকার-মঞ্জরীর পরাগ-জালে একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করে' রেখেছে; আর, মত্ত মধুকর-নিকরের মধুর ঝঙ্কারের সহিত কোকিলের ললিত আলাপ মিলিত হয়ে, কি অপূর্ব্ব সুখাবহ সঙ্গীতই উচ্ছ্বসিত হচ্চে!

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আহা! মদনোদ্যানের কি অপূর্ব্ব শোভা!—

পল্লব প্রবাল-কান্তি
আহা কিবা তাম্ররুচি করয়ে ধারণ,
শাখা-পরে অলি-বৃন্দ
মধুর অস্ফুট রবে করয়ে গুঞ্জন।
বিচলিত শাখা সবে
ঘূর্ণিত-মস্তকে দোলে মলয়-আহত,
মধুকালোচিত মধু
পান করি' মত্ত যেন বন-তরু যত।

অপিচ:—

বকুলের পাদমূল
তরুণীর মুখ-মদ্যে হয় গো সিঞ্চিত,
বকুল-কুসুম-বৃষ্টি
সেই গন্ধে তাই বুঝি হয় সুরভিত।
তরুণীর মুখশশী
মধুপানে ঈষৎ অরুণ,
বহুদিন পরে আজি
ফুটাইল চম্পক-কুসুম।
তরুণীর পদাঘাতে
অশোকের মূলে হয় নূপুর-ঝঙ্কার
অলিকুল করে গান
করি অনুকরণ সে শবদ তাহার।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) দেখুন মহারাজ! এ নূপুর-ধ্বনি মধুকরদের অনুকরণ নয়—এ দেবীর সহচরীদের প্রকৃত নূপুর-ধ্বনি।

রাজা।—বয়স্য! তুমি ঠিক্ ঠাউরেছ।

(রাজ-বিভবোচিত পরিজন-পরিবৃত হইয়া বাসবদত্তার, কাঞ্চনমালার ও পূজোপকরণ-হস্তে সাগরিকার প্রবেশ)

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা! মদনোদ্যানের পথটা আমাকে দেখিয়ে দে তো।

কাঞ্চ।—এই দিক্ দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক দিয়ে।

বাস।—(পরিক্রমণ করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, যেখানে ভগবান্ মদনদেবের পূজা করতে হবে, সেই রক্ত-অশোকগাছটা এখান থেকে কত দূর?

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ, আমরা তার খুব নিকটে এসেছি। ঐ দেখছেন না, আপনার সেই মাধবী-লতাটি যাতে রাতদিনই কত ফুল ফুটে থাকে, আর ঐ নবমল্লিকা লতা যার ফুল অকালে ফুটবে বোলে মহারাজ প্রতিদিন কত যত্ন করেন—ঐ দুটি ছাড়ালেই সেই অশোকগাছটি দেখা যাবে—ঐ দেখুন এইবার দেখা যাচ্চে।

বাস।—তবে আয়, আমরা ঐখানেই যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক্ দিয়ে আসুন দেবি।

(সকলের পরিক্রমণ)

বাস।—এই তো সেই রক্তাশোক গাছ, এইখানে আজ আমার পূজা করতে হবে। তাথ কাঞ্চনমালা, পূজার সামগ্রীগুলি তবে এইখানে নিয়ে আয়।

সাগ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) দেবি! এই দেখুন, সব আয়োজন প্রস্তুত।

বাস।—(সাগরিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই দাসীটা একটা আপদ হয়েছে। ও যাতে ওঁর চোখে না পড়ে, তার জন্য ওকে এত করে' লুকিয়ে রাখি—আর ঐ কি না আজ ওঁর চোখের সামনে এসে পড়ল। আচ্ছা, এই রকম করে' ওকে বলি। (প্রকাশ্যে) ওলো সাগরিকা! আজ লোকজন সবাই মদন-মহোৎসবে ব্যস্ত, তুই কেন বল্ দেখি সারিকাটিকে ছেড়ে এখানে চলে' এলি?—পূজার সমস্ত সামগ্রী কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে তুই শীঘ্র ফিরে যা।

সাগ।—যে আজ্ঞা দেবি। (কিয়ৎ দূর যাইয়া স্বগত) আমি তো সারিকাটিকে সুসঙ্গতার হাতে রেখে এসেছি। এখন আমার বড় জানতে ইচ্চে

কচ্চে—পিতার অন্তঃপুরে ভগবান্ অনঙ্গদেবের যে রকম পূজা-অর্চ্চনা হয়, এখানেও সেই রকমটি হয় কি না—আড়াল থেকে এই সমস্ত আমার দেখ্‌তে হবে। যতক্ষণ না পূজার সময় হয়, ততক্ষণ আমিও ভগবান্ মদন-দেবের পূজার জন্ত ফুল তুলি।

(পরিক্রমণ করত অবলোকন ও কুসুম চয়ন)

বাস।—কাঞ্চনমালা! এই অশোক-তলায় ভগবান্ মদনদেবের প্রতিষ্ঠা কর্ দিকি।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞে ঠাকরুণ। (তথা করণ)

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দেখুন মহারাজ, যখন নূপুরের শব্দ থেমে গেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে, অশোক-তলায় দেবী এসেছেন।

রাজা।—বয়স্য! ঠিক্ ঠাউরেছ। দেখ, দেবী আজ কেমন :—

কুসুম-কোমলা মূর্ত্তি,
ক্ষীণতর মধ্যদেশ ব্রত-উপবাসে,
শোভে ধনুর্যষ্টি-সম
—যাহা ওই আছে হোথা মদনের পাশে।

এসো, তবে আমরা ওঁর নিকটে এগিয়ে যাই।

রাজা।—(নিকটে অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে বাসবদত্তে!

বাস।—(দেখিয়া) এই যে মহারাজ তুমি! জয় হোক্! আসন গ্রহণ করে' এই স্থানটি একবার অলঙ্কৃত কর দিকি, এসো, এই আসনটিতে বোসো।

রাজা।—(উপবেশন)

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ! এইবার কুসুম-কুঙ্কুম-চন্দনাদি দিয়ে রক্তাশোক গাছটিকে স্বহস্তে সাজিয়ে ভগবান্ মদনদেবের পূজা আরম্ভ করুন।

বাস।—পূজার সামগ্রীগুলি নিয়ে আয় দিকি।

কাঞ্চ।—(সামগ্রী আনয়ন)

বাস।—(তথা করণ)

রাজা।—প্রিয়ে বাসবদত্তে!

স্নানান্তে পূত-কান্তি,
কৌসুম্ভ-রঞ্জিত-রাগে সমুজ্জ্বল সুচারু বসন
—পূজিছ মদনে তুমি;
নব-কিসলয়-শোভী তরু-হ'তে লতাটি যেমন
রহিয়া উদ্ভব শোভে,
তেমতি অতুল শোভা প্রিয়ে আজি করেছ ধারণ।

অপিচ :—

মদনের পূজা-তরে
পরশিছ অশোকেরে প্রিয়ে ওই চারু হস্তে তব
—মনে হয় আহা যেন
তরু হ'তে উদ্ভিন্ন মৃদুতর অপর পল্লব।

অপিচ :—

অনঙ্গ অনঙ্গ বলি'
নিশ্চয় সে মনে মনে নিন্দে আপনায়,
কেননা, এখন আর
ও-হস্ত-পরশ-সুখ পাইবে না হায়।

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ, ভগবান্ মদনদেবের পূজা তো হয়ে গেল, এইবার মহারাজের রীতিমত পূজা-সৎকার আরম্ভ করুন।

বাস।—আচ্ছা, পূজার কুসুম-চন্দনাদি এইখানে তবে নিয়ে আয়।

কাঞ্চ।—দেবি, এই দেখুন, সমস্ত প্রস্তুত।

বাস।—(রাজাকে পূজাকরণ)

সাগ।—(কুসুম-হস্তে স্বগত) হায় হায়! ফুল তোল্‌বার লোভে আমার বড় বিলম্ব হয়ে গেল—এখন এই সিন্ধুবার গাছের আড়াল থেকে দেখা যাক্। (দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প-দেব—এমন রূপ তো আমি কখনও দেখিনি। আমাদের পিতার অন্তঃপুরে শুধু চিত্রিত মদনের পূজা হয়—আজ আমি মদনকে প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। আমিও তবে এইখান থেকে এই ফুলগুলি দিয়ে ভগবান্ মদনদেবের পূজা করি। (পুষ্প নিক্ষেপ) ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমাকে প্রণাম। আজ যেন তোমার এই দর্শন শুভ-দর্শন হয়—আজ যেন এই দর্শন অব্যর্থ হয়—আহা! আজ যা দেখ্‌বার, তা দেখ্‌লেম। (প্রণাম-করণ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! একবার দেখেও আশ মিট্‌চে না—আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে। এখন যাতে আমাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়, এই ভাবে এখান থেকে চলে যেতে হবে। (কতিপয় পদ গমন)

কাঞ্চ।—(বিদূষকের প্রতি) ঠাকুর, আপনিও আসুন—আপনিও স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন।

বিদূ।—(সম্মুখে অগ্রসর)

বাস।—(কুসুম-চন্দনাদি দান করিয়া) ঠাকুর! এই স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন। (অর্পণ)

বিদূ।—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক্!

(নেপথ্যে বৈতালিকের পঠন)

আকাশের পর-পারে
যায় রবি অস্তাচলে নিঃক্ষেপিয়া সমস্ত কিরণ।
সন্ধ্যা-সমাগমে এবে,
ওই দেখ সমাগত সভাস্থলে যত নৃপজন।
পদ্মদ্যুতি-অপহারী
চরণ করিতে সেবা, সাধিতে চরম নেত্র-সুখ,
—উদয়ন-চন্দ্রোদয়
দেখিবারে চেয়ে আছে নৃপজন হয়ে ঊর্দ্ধমুখ।

সাগ।—(শুনিয়া, সহর্ষে ফিরিয়া আসিয়া, সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিয়া স্বগত) কি?—ইনিই সেই রাজা উদয়ন, পিতা যাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছেন! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! ওঁকে দর্শন করে' অবধি, দাসী-কার্য্যে রত আমার এই হীন শরীরও যেন এখন গৌরবের বস্তু বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যা হয়ে গেছে, উৎসবের আমোদে মত্ত হয়ে তা আমরা এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। দেবি, ঐ দেখ:—

রমণীর পাণ্ডু মুখে
যথা তার হৃদিস্থিত প্রিয়জন হয় অনুমিত,
সেইরূপ পূর্ব্বদিক্
উদয়-গিরিতে-ঢাকা নিশানাথে করিছে সূচিত।

দেবি! এখন ওঠো—গৃহে যাওয়া যাক্।

(উত্থান করিয়া সকলের পরিক্রমণ)

সাগ।—কি! দেবী চলে' গেলেন? এই বেলা আমিও তবে শীঘ্র যাই। (রাজাকে সতৃষ্ণভাবে দেখিয়া ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা আমার অদৃষ্ট! প্রিয়তমকে আরও খানিকক্ষণ দেখ্‌তে পেলেম না?

[প্রস্থান।

রাজা।—(পরিক্রমণ করত)
দেবি! দেখ দেখ—
শশি-শোভা-তিরস্কারী
হেরি' তব মুখপদ্ম, সহসা মলিনা সরোজিনী।
লজ্জায় মুকুল-লীনা
ভৃঙ্গাঙ্গনা, বারাঙ্গনা সখীদের গীতধ্বনি শুনি'॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের উদ্যান।

(সারিকা-পিঞ্জর-হস্তে ব্যতিব্যস্ত সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সুসং।—আঃ! আমার হাতে সারিকাটি ফেলে দিয়ে প্রিয়সখী সাগরিকা না জানি কোথায় গেল।
(অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, নিপুণিকা এই দিকে আস্‌চে, ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—(স্বগত) আমি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছি, এইবার দেবীকে সেই কথা নিবেদন করি গে। (পরিক্রমণ)

সুসং।—সখি নিপুণিকে! যেন কিসের বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে আমাকে না দেখেই আমার পাশ দিয়ে চলে' যাচ্চ—কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

নিপু।—এ কি! সুসঙ্গতা যে! সখি, তুমি ঠিকই ঠাউরেছ। আমার বিস্ময়ের কারণ কি, শোনো বলি। আজ শ্রীপর্ব্বত হ'তে শ্রীখণ্ড দাস নামে একজন সন্ন্যাসী পুরুষ এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে মহারাজ অকালে ফুল ফোটাবার একটা দ্রব্যগুণ শিখে নিয়েছেন। আর আজি নাকি সেই দ্রব্যটি দিয়ে তাঁর পালিত নব মল্লিকাটিকে একেবারে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেবেন। এই বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য দেবী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

সুসং।—প্রিয়সখী সাগরিকাকে খুঁজ্‌তে।

নিপু।—সখি, আমি দেখলেম, সাগরিকা চিত্র-ফলক ও রঙের পেঁটুরা নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কদলীবনের মধ্যে প্রবেশ কর্‌চে। তুমি সখি, সেইখানে তবে যাও। আমি ঠাকুরাণীর ওখানে চল্লেম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কদলী-কুঞ্জ।

(চিত্রোপকরণ হস্তে প্রেমাসক্তা সাগরিকার প্রবেশ)

সাগ।—হৃদয়! শান্ত হ! শান্ত হ! দুর্ল্লভ জনকে কেন এরূপ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা?—কেন তোর এ বৃথা পণ্ডশ্রম? তা ছাড়া, যাকে দেখে তোর এরূপ সন্তাপ উপস্থিত, তাকেই তুই আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চিস্?—এ তোর কিরূপ মূঢ়তা বল্ দেখি? ওরে নিষ্ঠুর হৃদয়! যে আজন্ম তোর সঙ্গে একত্র বর্দ্ধিত, তাকে ছেড়ে তুই কি না আজ এক জন অপরিচিত ব্যক্তিতে আসক্ত হ'লি—তোর কি লজ্জা হয় না? অথবা তোর কি দোষ, অনঙ্গের শরাঘাত ভয়েই তুই বুঝি এইরূপ কর্‌চিস্?—আচ্ছা, তবে আমি অনঙ্গ-দেবকেই ভৎর্সনা করি। (সাশ্রু-লোচনে, কৃতাঞ্জলি-হস্তে, নতজানু হইয়া) ভগবান্ কুসুমায়ুধ! সমস্ত সুরাসুরকে জয় করে' শেষে কি না তুমি এক জন অবলা রমণীকে বাণ-প্রহার কর্‌তে উদ্যত হ'লে - এতে কি তোমার লজ্জা হয় না? (চিন্তা করিয়া) হা! এ হতভাগিনীর নিশ্চয়ই মরণ উপস্থিত—আর, তারই দেখ্‌চি এই অশুভ সূচনা। (চিত্র-ফলক অবলম্বন করিয়া) তা, যতক্ষণ না কেউ এখানে আসে, ততক্ষণ প্রিয়জনকে চিত্রে দর্শন করে' মনের সাধ মেটাই (শুম্ভিতভাবে, এক-মনা হইয়া, ফলক গ্রহণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাস ত্যাগ) তাঁর দর্শনের আর তো কোন উপায় নেই। কিন্তু আমার হাত যে থর্‌থর্ করে' কাঁপচে। যাই হোক্, এখন কোন প্রকারে তাঁর চিত্রটি এঁকে তাঁকে দর্শন করি। (চিত্রকরণ)

(সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সুসং।—এই তো কদলী-কুঞ্জ, এইবার তবে প্রবেশ করি। প্রবেশ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়সখী সাগরিকা।—খুব আগ্রহের সহিত একমনে কি একটা লিখ্‌চে, আমাকে দেখ্‌তেও পাচ্চে না। আচ্ছা, আমাকে না দেখ্‌তে পায়, এমনি ভাবে আড়াল থেকে দেখি কি লিখ্‌চে। (আস্তে আস্তে পৃষ্ঠের পশ্চাতে গমন ও দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) বাঃ! এ যে মহারাজের চিত্র দেখ্‌চি। বাঃ সাগরিকা, বেশ! তাও বলি, কমল-সরোবর ছেড়ে রাজ-হংসীর কি আর কোথাও ভাল লাগে?

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) চিত্রটি তো আঁক্‌লেম, কিন্তু চোখের জলে যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নে! (মুখ উঠাইয়া অশ্রু নিবারণ করিতে করিতে সুসঙ্গতাকে দেখিতে পাইয়া ওড়নার মধ্যে চিত্র লুকাইয়া সস্মিতভাবে) এ কি! প্রিয়সখি সুসঙ্গতা যে! (উঠিয়া হস্ত ধারণ করত) সখি সুসঙ্গতে, এইখানে বোসো!

সুসং।—(উপবেশন করিয়া চিত্রফলকটি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া দর্শন) সখি, এ কাকে তুমি এঁকেচ বল দিকি?

সাগ।—(সলজ্জ) এটি সেই মদনোৎসবের ভগবান্ অনঙ্গদেবের চিত্র।

সুসং।—(সস্মিত) বাঃ! সখি, তোমার কি গুণপণা! কিন্তু এই চিত্রটি কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বলে' মনে হচ্চে। আচ্ছা দেখ, আমি এর পাশে রতির ছবি এঁকে রতিপতির সঙ্গে রতির মিলন ঘটিয়ে দি। (রং লইয়া রতিচ্ছলে সাগরিকার চিত্র রচনা)

সাগ।—(দেখিয়া সরোষে) সখি, আমাকে কেন তুমি এখানে আঁক্‌লে?

সুসং।—(হাসিয়া) কেন অকারণে রাগ করচ সখি? তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ, তেমনি রতি এঁকেছি। ও ছাড়া তোমার মনে যদি আর কিছু থাকে, তবে ও সব কথা রেখে দিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে খুলে বল।

সাগ।—(সলজ্জা স্বগত) প্রিয়সখী দেখ্‌চি সমস্তই জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি, আমার বড় লজ্জা কর্‌চে, দেখো যেন আর কেউ না টের পায়।

সুসং।—সখি, লজ্জা কোরো না, এইরূপ কন্যা-রত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক। তা যাতে আর কেউ না এ কথা টের পায়, তা আমি কর্‌ব। তবে, এই মেধাবী সারিকাটির দ্বারা প্রকাশ হ'লেও হ'তে পারে। আমাদের মধ্যে যে কথা হ'ল—তার অক্ষরগুলি শিখে' পাছে সে অন্যের সামনে আওড়ায়, সেই এক ভয়।

সাগ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখি! আমারও সেই ভাবনা।

(মদনাবস্থার ভাবভঙ্গী প্রকাশ)

সুসং।—(সাগরিকার বুকে হস্ত দিয়া) সখি, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর—আমি ঐ দীঘি হ'তে পদ্মপত্র মৃণাল প্রভৃতি এখনি নিয়ে আস্‌চি। (প্রস্থান করত পুনঃ প্রবেশ এবং পদ্মপত্রে শয্যা রচনা করিয়া অবশিষ্ট পদ্মপত্রগুলি সাগরিকার বক্ষোদেশে নিক্ষেপ)

সাগ।—সখি, এই পদ্মপত্র ও মৃণাল-বলয়গুলি এখান থেকে নিয়ে যাও, ওতে আমার কি হবে?—কেন তুমি বৃথা কষ্ট কচ্চ বল দিকি? শোনো বলি, আমার—

বাসনা-দুর্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ।

(মূর্চ্ছা)

সুসং।—(সকরুণভাবে) প্রিয়সখি সাগরিকা, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।

(নেপথ্যে)

সোনার শিকল ছিঁড়ি,
বাকি টুকুরাটি তার গলায় করিয়া
পোষা বানরটা ওই
অশ্বশালা হ'তে পলায় ছুটিয়া।
হেলায় যাইছে চলি
আওটা-ঘুঙুরগুলি বাজে তার পায়।
ভয়াকুলা নারীগণ,
অশ্বপাল পথে আসি' পিছে পিছে ধায়।
বানরটা খেয়ে তাড়া
ভয়ে ভয়ে দেখ অবশেষে
লজ্জিয়া দুয়ার সব
ভূপের মন্দিরে আসি' পশে॥

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার)

অন্তঃপুরে স্ত্রীগণ
বামন পথে না কেহ মনুষ্য বলিয়া
পলায় প্রাণের ভয়ে
না রহি মরম-লজ্জা উন্মন হইয়া।
বামন সে ভয়ত্রাসে
কঞ্চুকী-কঞ্চুক-মাঝে প্রবেশি লুকায়,
কিরাত সীমান্তবাসী
স্বনাম সার্থক করি' তারাও পলায়।
কুব্জগণ নীচু হয়ে গুড়ি গুড়ি যায়
চোখে পড়ে পাছে তার—এই আশঙ্কায়॥

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া, সম্মুখে অবলোকন করিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া সাগরিকার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক) সখি, ওঠো ওঠো, ঐ দেখ, দুষ্ট বানরটা এই দিকে আস্‌চে।

সাগ।—এখন তবে কি করা যায়?

সুসং।—এস, আমরা ঐ তমাল-কুঞ্জের অন্ধকারে প্রবেশ করি—যতক্ষণ না বানরটা চলে' যায়, ততক্ষণ আমরা ঐখানেই থাকি।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিয়া সভয়ে দেখিতে দেখিতে একান্তে অবস্থান)

দৃশ্য।—উদ্যানের অপর অংশ।

সাগ।—সুসঙ্গতা, তুমি চিত্রফলকটা ফেলে এলে?—যদি কেউ দেখ্‌তে পায়।

সুসং।—আর এখন চিত্রফলক নিয়ে কি করবে?—ঐ দেখ, সেই "দধি-ভক্ত-লম্পট" নামে বানরটা এইমাত্র খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে গেল, আর আমাদের "মেধাবিনী" সারিকাটিও দেখ ঐ দিকে উড়ে যাচ্চে। এসো, আমরা পিছনে পিছনে দৌড়ে গিয়ে পাখীটাকে ধরি গে। ও যেরূপ অক্ষর স্পষ্ট কর্‌তে পারে, তাতে কি জানি যদি আমাদের কথা-বার্ত্তা কারও সামনে বলে' ফ্যালে।

সাগ।—হাঁ সখি, চল যাওয়া যাক্ (পরিক্রমণ)

(নেপথ্যে)

হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

সাগ।—(দেখিয়া) সেই দুষ্ট বানরটা আবার বুঝি এই দিকে আস্‌চে।

সুসং।—(দেখিয়া হাস্য করত) সখি, ভয় নেই, ও মহারাজার সহচর বসন্তক ঠাকুর।

(বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাবাস্ রে শ্রীখণ্ড দাস-পন্ডাইদ, সাবাস্!

সাগ।—(সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া) সখি সুসঙ্গতে, ইনি দেখ্‌বার যোগ্য পুরুষ বটে।

সুসং।—ওঁকে দেখে এখন কি হবে। সারিকাটা পালিয়ে গেছে, এখন তাকে ধর্‌তে যাওয়া যাক্ চল।

বস।—সাবাস্ রে শ্রীখণ্ড দাস-সন্ন্যাসী, সাবাস্ বলি তোরে! সেই দ্রব্য দেবামাত্রই নবমল্লিকাটি পুষ্প-পল্লবে একেবারে ছেয়ে গেছে—আহা, কি শোভাই হয়েছে—দেখে মনে হয় যেন দেবীর পালিত মাধবীলতাটিকে উপহাস কর্‌চে। এখন তবে মহারাজের কাছে গিয়ে এই সংবাদটা দি। (পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ হর্ষোৎফুল্ললোচনে এই দিকেই আস্‌চেন। এমনি ওঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে, যদিও এখনও নবমল্লিকা লতাটিকে দেখেন নি, তবু ওর ফুল-ফোটা যেন প্রত্যক্ষ দর্শন কর্‌চেন। এখন তবে ওঁর কাছে এগিয়ে যাই। (নির্গত হইয়া রাজার অভিমুখে গমন)

দৃশ্য।—উদ্যানের অপর অংশ।

(পূর্ব্বোক্তভাবে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(সহর্ষে)

প্রোষাসক্তা নারীসম
উদ্যানের চারুলতা সে নব-মল্লিকা
উদ্দাম প্রাচুর্য্য-ভরে
প্রস্ফুটিত এবে তার যৌবন-কলিকা।
পাণ্ডুর বরন-কান্তি,
আধো-ফোটা পুষ্প মুখে বিষাদ-ভূষণ,
সৌরভ-নিঃশ্বাস ছাড়ি
হৃদয়-বেদনা সদা করে নিবেদন।
এ হেন লতায় হেরি' সপত্নী ভাবিয়া
নিশ্চয় দেবীর নেত্র উঠিবে রাঙিয়া।

বিদূ।—(সহসা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্! জয় হোক্! মহারাজ, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—সেই দ্রব্যৌষধি দেবামাত্রই নবমল্লিকা লতাটি পুষ্প-পল্লবে একেবারে ছেয়ে গেছে।

রাজা।—বয়স্য, তাতে কি কোন সন্দেহ হ'তে পারে? আমি জানি, মণি-মন্ত্রৌষধির অচিন্তনীয় প্রভাব। দেখ

জনার্দন-কণ্ঠে মণি হেরি' শত্রু পলায় সমরে,
মন্ত্র-বলে বশীভূত ভুজঙ্গম ভূতলে বিচরে।
পূর্ব্বেতে লক্ষ্মণবীর—আর যত কপি-সৈন্যগণ
বাঁচিল ঔষধি-ঘ্রাণে—ইন্দ্রজিৎ করিলে নিধন।

আচ্ছা, এখন তবে সেই লতাটির কাছে আমাকে নিয়ে চল—সেটিকে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বিদূ।—(সোৎসাহে) এই দিক্ দিয়ে মহারাজ—এই দিক্ দিয়ে।

রাজা।—তুমি আগে আগে যাও।

উভয়ে।—(সগর্ব্বে পরিক্রমণ পূর্ব্বক)

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া, সভয়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভয়-ব্যাকুলভাবে) মহারাজ, এখান থেকে পালানো যাক্।

রাজা।—কেন বল দিকি?

বিদূ।—দেখুন, ঐ বকুলগাছে একটা ভূত আছে।

রাজা।—দূর মূর্খ—ভয় নেই—এখানে আবার ভূত কোথায়?

বিদূ।—দেখুন, ওখানে কে যেন পষ্ট-পষ্ট করে' অক্ষর উচ্চারণ কর্‌চে। যদি আমার কথায় না বিশ্বাস হয়, একটু এগিয়ে গিয়ে শুনুন মহারাজ।

রাজা।—(তথা করিয়া শ্রবণ)

স্পষ্টাক্ষর কথাগুলি,
নারী-কণ্ঠ, সুমধুর বাণী,
—মনে হয় মৃদুস্বরে
কহিছে সারিকা ক্ষুদ্র প্রাণী।

(ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ ও নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া) এই যে, সারিকাই তো।

বিদূ।—(বিচার করিয়া) তাই তো, এ যে সত্যিই সারিকা।

রাজা।—(সস্মিত) তাই বটে বয়স্য।

বিদূ।—মহারাজ, আপনি বড় ভীতু, আপনি ওকে ভূত মনে করেছিলেন?

রাজা।—দূর মূর্খ! নিজে ভয় পেয়ে শেষে আমার নামে দোষ?

বিদূ।—আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমাকে আট্‌কাবেন না বল্‌চি (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া সারিকার প্রতি) আরে বেটি, তুই কি মনে কচ্চিস্ সত্যিই বসন্তক ভয় পেয়েছে?—এই দেখ্, খলের মন যেমন আঁকা-বাঁকা, আমার এই লাঠি তেমনি—রোস্

—এর একধারে ভোকে পাকা কদ্‌বেলটির মত বকুলগাছ থেকে এখনি মাটিতে পেড়ে ফেল্‌চি। (লাঠির দ্বারা মারিতে উদ্যত)

রাজা।—(নিবারণ করিয়া) আরে মূর্খ! দেখ দিকি, কেমন মিষ্টিমিষ্টি করে' কথা বল্‌চে, কেন ওকে ভয় দিচ্চ? থামো, এখন ওর কথাগুল শোনা যাক্। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া)

বিদূ।—মহারাজ, ও আর কি বল্‌বে—ও বল্‌চে, এই ব্রাহ্মণকে কিছু খেতে দেও।

রাজা।—পেটুকের খাওয়া বই আর কথা নেই, ও সব পরিহাস রেখে দিয়ে এখন সত্যি বল দিকি সারি-কাটি কি বল্‌চে।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) মহারাজ শুন্‌লেন ও কি বল্‌চে?—ও এই কথা বল্‌চে—"সখি, আমাকে কেন তুমি আঁক্‌লে"?—"কেন অকারণে রাগ করছ সখি। তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ তেমনি রতি এঁকেছি!"—মহারাজ! এ কি ব্যাপার? —এর অর্থ কি?

রাজা।—বয়স্য, আমার মনে হয়, কোন রমণী অনুরাগবশত নিজ হৃদয়-বল্লভের চিত্র এঁকে, কাম-দেবের চিত্র ব'লে সখীর কাছে ভাঁড়িয়ে ছিল; তার সখীও চিন্‌তে পেরে, রতির চিত্র আঁক্‌বার ছলে তাকেই চিত্রিত করেছে।

বিদূ।—(হাতে তুড়ি দিয়া) ঠিক্ ঠাউরেছেন মহারাজ, এই কথাই ঠিক্।

রাজা।—বয়স্য, একটু চুপ কর, ঐ শোন, আবার কথা কচ্চে। (উভয়ের শ্রবণ)

বিদূ।—আবার বল্‌চে:—"সখি, লজ্জা কোরো না, এরূপ কন্যারত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক।" তা, মহারাজ, যার চিত্র এঁকেছে, সে কন্যাটি নিশ্চয়ই দেখ্‌বার যোগ্য।

রাজা।—তা হোক্, আগে কথাগুলা মনোযোগ দিয়ে শোনা যাক্—কৌতূহল চরিতার্থ করবার ঢের সময় আছে।

বিদূ।—মহারাজ, আপনার পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব রেখে দিন—ওর কথা বোঝা আপনার কর্ম্ম নয়। আমি ওর মুখে কথাগুলি শুনে সমস্ত আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে' বল্‌চি। (উভয়ে কর্ণপাত)

বিদূ।—শুন্‌লেন কি বল্‌চে? বল্‌চে—"সখি, এই পদ্মপত্র মৃণাল-বলয় এখান থেকে নিয়ে যাও। ওতে আমার কি হবে, কেন মিথ্যে কষ্ট কচ্চ বল দিকি।"

রাজা।—শুধু শুন্‌লেম, তা নয়—ওর তাৎপর্য্যও বুঝেছি।

বিদূ।—এখনও বেটী কুর্‌কুর্ কুর্‌কুর্ করে' কি বল্‌চে। রসুন্—আমি শুনে সমস্ত আপনাকে ব্যাখ্যা করে' বল্‌চি।

রাজা।—ঠিক্ বলেছ—এখনও কি কথা বল্‌চে বটে (পুনর্ব্বার কর্ণপাত করিয়া)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সারিকাটি এবার চতু-র্বেদী ব্রাহ্মণের মত, যেন কি একটা বেদ-মন্ত্র আওড়াচ্চে।

রাজা।—বয়স্য, বল দিকি কথাটা কি বল্লে, আমি অন্যমনস্ক ছিলেম—ঠিক্ ধর্‌তে পারি নি।

বিদূ।—ও বল্‌চে:—

বাসনা দুর্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ।

রাজা।—(সস্মিত) বয়স্য, তোমার মত ব্রাহ্মণ ছাড়া এ রকম বেদমন্ত্রে পণ্ডিত আর কে বল!

বিদূ।—বেদ-মন্ত্র নয়?—তবে এটা কি?

রাজা।—এ একটা কবিতার শ্লোক।

বিদূ।—আচ্ছা, এই শ্লোকটির অর্থ কি বলুন দিকি মহারাজ?

রাজা।—দেখ বয়স্য, কোন পূর্ণ-যৌবনা রমণী নিজ প্রিয়তমকে লাভ কর্‌তে না পেরে, জীবনে উদাসী হয়ে এই কথা বলেছে।

বিদূ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) বাঁকা কথাটা একটু সোজা করেই বলুন না যে "আমাকে লাভ কর্‌তে না পেরে"। নৈলে এমন আর কে আছে—যার চিত্র দেখে মদন বলে' ভ্রম হ'তে পারে? (হাতে তালি দিয়া উচ্চ হাস্য)

রাজা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) দূরে মূর্খ, হাহা করে' হেসে বেচারা পাখীটিকে উড়িয়ে দিলে—ঐ দেখ উড়ে কোথায় চলে' গেল।

বিদূ।—(দেখিয়া) কোথায় আর যাবে, ঐ কদলী-কুঞ্জে কিন্তু গেছে—তা চলুন মহারাজ, ঐ দিকে যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—কদলী-কুঞ্জ

রাজা।—

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে,
শুক-শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ
—ভাগ্যবান্ হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে।

বিদূ।—এই কদলী-কুঞ্জ, আসুন আমরা প্রবেশ করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সেই সারিকাটার অন্বেষণ করে' আর কি হবে, আসুন এই কদলী-তলার শিলাতলে বসে' একটু বিশ্রাম করা যাক্। দেখুন, দক্ষিণের বাতাসে কদলীর এই নূতন পাতা-গুলি কেমন দুলুচে, আর কদলী-তলাটিও কেমন ঠাণ্ডা হয়েছে।

রাজা।—আচ্ছা, তোমার যা অভিরুচি।

(উপবেশন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে
শুক-শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ,
—ভাগ্যবান্ হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে।

বিদূ।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) ঐ দেখুন মহারাজ, সেই সারিকার খাঁচাটা এইখানে পড়ে' আছে। বোধ হয়, সেই দুষ্ট বানরটা খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে চলে' গেছে।

রাজা।—ওটা কি খাঁচা?—বয়স্য, ভাল করে' ঠাউরে দেখ দিকি।

বিদূ।—যে আজ্ঞে, দেখ্‌চি।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)

এ কি!—এ যে একটা চিত্র-ফলক! আচ্ছা, এটা উঠিয়ে নেওয়া যাক্ (গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ)

রাজা।—(সকৌতুকে) বয়স্য, ওটা কি?

বিদূ।—মহারাজ, আপনার অদৃষ্ট ভাল; আমি যা বলুছিলেম তাই—আপনার চিত্রই এতে আঁকা আছে বটে; নৈলে আর কার চিত্র মদনের চিত্র বলে' বলে আমিয়ে দেওয়া যায় বলুন?

রাজা।—(সহর্ষে দুই হাত বাড়াইয়া) দেখি সখা, দেখি।

বিদূ।—না, আমি দেখাব না। সেই কন্যা-টিরও চিত্র এতে আঁকা আছে, বিনা পারিতোষিকে কি এমন কন্যা-রত্নকে দেখান যায়?

রাজা।—(বলয় অর্পণ করিয়া সবলে গ্রহণ পূর্ব্বক দর্শন) (দেখিয়া সবিস্ময়ে) দেখ বয়স্য:—

লীলায় টলায়ে পদ্ম
রাজ-হংসী পশে যেন মানস-সরসী
—চিত্রপটে চিত্রগতা
মম প্রেমে পক্ষপাতী কে গো এ রূপসী?
এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণশশি-মুখখানি করিয়া নির্ম্মাণ
নিমীলিত পদ্মাসনে
কায়-ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান।

(সাগরিকা ও সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সাগ।—সখি সুসঙ্গতে! সারিকাকে তো পাওয়া গেল না—চল এখন শীঘ্র কদলীকুঞ্জে গিয়ে চিত্র-ফলকটা নিয়ে আসা যাক্।

সুসং।—আচ্ছা চল। (অগ্রসর হইয়া কদলী-কুঞ্জের নিকটে আগমন)

বিদূ।—আচ্ছা মহারাজ, রমণীটিকে এরূপ নত-মুখী করে' চিত্রিত করেচে কেন বলুন দিকি?

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া) বসন্তকের কথা যখন শোনা যাচ্চে, তখন মহারাজও বোধ হয় এখানেই আছেন:—তা, এসো, আমরা কদলীর বেড়ার আড়াল থেকে ওঁদের দেখি। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া অবস্থান)

রাজা।—দেখ বয়স্য—

এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণ-শশি-মুখ-খানি করিয়া নির্ম্মাণ
নিমীলিত পদ্মাসনে
কায়ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান।

সুসং।—সখি, তোমার অদৃষ্ট ভাল, ঐ দেখ, তোমার হৃদয়-বল্লভ তোমার রূপের বর্ণনা করচেন।

সাগ।—(সলজ্জে) কেন আমাকে উপহাস করুচ সখি?

বিদূ।—(রাজাকে ঠেলিয়া) আচ্ছা, রমণীটিকে নতমুখী করে' কেন চিত্রিত করা হয়েছে, আমি বলব?

রাজা।—বয়স্য, সারিকাটি যে পূর্ব্বেই তা বলে' দিয়েছে।

সুসং।—সখি, সারিকাটি দেখ্‌চি এর মধ্যেই তার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

বিদূ।—চিত্রটি দেখে আপনার নেত্র-সুখ হচ্চে কি না বলুন দিকি?

সাগ।—(সাধ্বস-সহকারে স্বগত) না জানি এর কি উত্তর দেন—আমি যে এখন জীবনমরণের মধ্যস্থলে রয়েছি।

রাজা।—বয়স্য, নেত্র-সুখের কথা কি বল্‌চ—আমার নেত্রের দশা যা হয়েছে, তা তোমায় বলি শোনো!

কষ্টে ছাড়ি' উরু-যুগ
বিলম্বে ভ্রমিয়া ক্রমে নিতম্ব-প্রদেশ,
বিষম ত্রিবলিযুক্ত
মধ্য-দেহে আসি' পরে হয় অনিমেষ।
ক্রমে উঠি ধীরে ধীরে
তুঙ্গ স্তনে, শেষে এই তৃষিত নয়ন
বাষ্পস্রাবী নেত্র তার
ব্যগ্রভাবে বারম্বার করে নিরীক্ষণ।

সুসং।—শুন্‌লে সখি?

সাগ।—সেই গুরুক—যার চিত্র-বিদ্যার এত প্রশংসা হচ্চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, যাঁকে পেলে এ হেন সুন্দরীরাও সৌভাগ্য মনে করে, তাঁর নিজের উপর কেন এত অবজ্ঞা বলুন দিকি?—মহারাজ, কি আশ্চর্য্য! আপনি কি এই চিত্রটিতে আপনার সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

রাজা। (নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি যে সযত্নে আমাকেই চিত্রিত করেছেন, তা কি আর আমি দেখ্‌তে পাচ্চিনে সখা?

আঁকিতে আঁকিতে ছবি
নেত্র হ'তে চিত্রে পড়ে অশ্রুজল তাঁর
ও কর-পরশে যেন
দেখা গেছে স্বেদবিন্দু দেহেতে আমার।

বিদূ।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখুন মহারাজ, এইখানে পদ্মপত্র ও মৃণালের শয্যা পড়ে' আছে—এতে বোধ হয়, সুন্দরীর বিলক্ষণ মদনাবস্থা উপস্থিত।

রাজা।—সখা, তুমি ঠিক ঠাউরেছ: তাই বটে:—

পীন স্তন-জঘনের লাগি ঘরষণ
পত্রগুলি-ধরিয়াছে মলিন বরণ।
কটির নিম্ন ভাগে যে পাতাটি স্থিত
তাহার বরণ দেখ এখনো হরিত।
শিথিল ভুজলতার প্রক্ষেপ-তাড়নে
ছড়িভঙ্গ পত্রগুলি ছড়ায় শয়নে।
তাই এ পঙ্কজ-দল-শয়ন-রচনা
কৃশাঙ্গীর মনোজ্বালা করয়ে সূচনা।
বিশাল নলিনী পত্র
রাখিল বিছায়ে বুঝি বক্ষের মাঝারে,
অঙ্গ-তাপে তাই উহা
ম্লান-রেখা ধরিয়াছে মণ্ডল-আকারে।
স্তন-পরিমাপ হ'তে
হইতেছে পরকাশ দেখ বিলক্ষণ,
যে পত্রে ঢাকিল মধ্য
তাহে শুধু নাহি ব্যক্ত মদন-লক্ষণ।

বিদূ।—(মৃণাল-মালা গ্রহণ করিয়া) দেখুন মহারাজ, তাঁর পীনস্তন হ'তে এই কোমল মৃণাল-মালাটি পড়ে' শুকিয়ে গেছে।

রাজা।—(গ্রহণ করিয়া বক্ষে রাখিয়া ও বুদ্ধি-বিভ্রমবশতঃ) শোনো বলি জড়-প্রকৃতি!

হইয়া গো পরিচ্যুত কুচ-কুম্ভ হ'তে তাঁর
সত্য কি তাপিত-চিত্ত তুমি গো মৃণাল-হার?
সূক্ষ্ম তন্তু একটিও
যে নিবিড় স্তন-মাঝে নাহি পায় স্থান
সেখানে কেমনে বল
তুমি গিয়া সহজে করিবে অধিষ্ঠান?

সুসং।—(স্বগত) আহা! অনুরাগের আবেশে মহারাজ পাগলের মত কত কি অসম্বদ্ধ কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন—আর এখন অপেক্ষা করে' থাকা উচিত হয় না। আচ্ছা, তবে এইরূপ বলি (প্রকাশ্যে) সখি, যাঁর জন্য তুমি এখানে এসেছ, তিনি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।

সাগ।—(কোপের ভাণ করিয়া) আমি আবার কার জন্য এখানে এসেছি—আর, কেই বা এখানে উপস্থিত?

সুসং।—(হাসিয়া) না না, আর কিছু বল্‌চিনে

—সেই চিত্রফলকটির জন্ত কি না এসেছ, তাই বল্‌চি —তা, সেই চিত্রফলকটি এইবার খুঁজে নেও না।

সাগ।—(সরোষে) আমি তোমার ও-সব কথা কিছু বুঝ্‌তে পারি নে। তুমি যদি ও রকম করে' বল, তা হ'লে আমি এখান থেকে চলে' যাব বল্‌চি। (গমনে উদ্যত)

সুসং।—সখি, রাগ কর কেন, একটু দাঁড়াও না —আমি বরং ঐ কদলী-কুঞ্জ থেকে চিত্র-ফলকটা এখনি নিয়ে আস্‌চি।

সাগ।—আচ্ছ', যাও সখি!

সুসং।—(কদলী-কুঞ্জ-অভিমুখে পরিক্রমণ)

বিদূ।—(সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়-ব্যস্তভাবে) মহারাজ! চিত্র-ফলকটা শীঘ্র লুকোন, শীঘ্র লুকোন! দেবীর পরিচারিকা সুসঙ্গতা আস্‌চে।

রাজা।—(বস্ত্রে ফলক আচ্ছাদন)

সুসং।—(নিকটে অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—এসো সুসঙ্গতে—এইখানে বোসো।

সুসং।—(উপবেশন)

রাজা।—সুসঙ্গতে, কি করে' জান্‌লে, আমি এখানে আছি?

সুসং।—(হাসিয়া) শুধু তা নয় মহারাজ—আমি চিত্রফলকের কথা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তই জান্‌তে পেরেছি—আমি এখনি গিয়ে দেবীর কাছে সমস্ত কথা বলে' দিচ্চি। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ।—(জনান্তিকে সভয়ে) দেখুন মহারাজ, ওর পক্ষে সকলি সম্ভব, দাসী-বেটী বড় মুখরা, ওকে কিছু পারিতোষিক স্বীকার করুন।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেছ!

(সুসঙ্গতার হস্ত ধারণ করিয়া) দেখ সুসঙ্গতে, ও কিছুই নয়—ও একটা আমরা রঙ্গ-তামাসা কর-ছিলেম, বুঝ্‌লে?—ও সব কথা বলে' দেবীর মনে অকারণে কষ্ট দিও না। এই লও তোমার পারি-তোষিক।

সুসং।—মহারাজ! ও কাণের গহনায় আমার কাজ নেই। মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি ওরূপ সামগ্রী ঢের পেয়েছি। মহারাজ, কোন ভয় নেই; আমি কেন এসেছি, তবে বলি শুনুন;—এই চিত্রফলকে আমার প্রিয়সখী সাগরিকার ছবি এঁকেছি বলে' প্রিয়সখী আমার উপর রাগ করে' ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন—এখন আপনি গিয়ে ওঁর হাতটি ধরে' যদি একটু সান্ত্বনা করেন, তা হ'লেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে।

রাজা।—(ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া) কোথায় কোথায়?—তিনি কোন্‌খানে আছেন?

সুসং।—এই কদলী-কুঞ্জের বেড়ার আড়ালে।

রাজা।—(সহর্ষে) কোথায়?—সেইখানে আমাকে নিয়ে চল।

সুসং।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

[কদলীকুঞ্জ হইতে সকলের প্রস্থান।

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া সহর্ষে, সাধ্বস-ভরে স্বগত) ওঁকে দেখে বুকের মধ্যে কি একরকম কচ্চে, আর এক পাও যেন নড়তে পারচিনে—এখন করি কি?

বিদূ।—এই চিত্রফলকটা আমি নিয়ে রাখি—কি জানি, আবার যদি এতে কোন কাজ হয়! (সাগরিকাকে দেখিয়া) হি হি হি হি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন কন্যারত্ন তো মনুষ্য-লোকে দেখা যায় না; মনে হয়, এঁকে সৃষ্টি করে' প্রজাপতিও বিস্মিত হয়েছিলেন।

রাজা।—সখা, আমারও তাই মনে হয়।

জগত-ললাম-রূপা এই ললনার বিধি
করিয়া সৃজন,
বিস্ফারিয়া নেত্র তাঁর—ম্লান-দ্যুতি যার কাছে
পঙ্কজ-আসন—
বিস্ময়ের বশে বিধি নাড়িতে নাড়িতে নিজ
মস্তক-নিচয়
চতুর্ম্মুখে এক-কালে "সাধু সাধু" আপনারে
বলিলা নিশ্চয়।

সাগ।—(সকোপে সুসঙ্গতাকে অবলোকন করিয়া) সখি, এই বুঝি তোমার চিত্র-ফলক? (যাইতে উদ্যত)

রাজা।—ও-দৃষ্টি যদিও তব, রোষ-ভরে হতেছে পতন
শোনো গো মানিনি!
এ-দৃষ্টি সখীর তবু, রুক্ষভাব না করে ধারণ
—স্নিগ্ধ এমনি।
যেও না করিয়া ত্বরা খলিত চরণে
ও গুরু নিতম্ব তব ব্যথিবে গমনে;

সুসং।—মহারাজ, উনি বড় অভিমানিনী, ওঁকে আপনি হাতে ধরে' সান্ত্বনা করুন।

রাজা।—(সানন্দে) তুমি ঠিক্ বলেছ। (সাগরিকাকে হস্তে ধারণ করিয়া স্পর্শ-সুখের অভিনয়)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, আজ আপনার যে লক্ষ্মীলাভ হ'ল,এরূপ আপনার ভাগ্যে কখন ঘটে নি।

রাজা।—বয়স্য, সে কথা সত্য।

মূর্তিমতী লক্ষ্মী ইনি,
করতল যেন পারিজাতের পল্লব।
নাহিক অন্যথা তাহে,
স্বেদচ্ছলে আহা যেন ঝরে সুধা-দ্রব।

সুসং।—সখি, তুমি এখন বড় কঠোর হয়েছ; মহারাজ অমন করে' তোমাকে ধরে' আছেন, তবু তোমার রাগ গেল না?

সাগ।—(সভ্রূভঙ্গে) সুসঙ্গতা, তুমি কি থাম্‌বে না?

রাজা।—দেখ, তোমার সখীর উপর এতক্ষণ রাগ করে' থাকা উচিত নয়।

বিদূ।—ওগো, তুমি ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মত রাগ করে' আছ কেন বল দেখি?

সুসং।—সখি, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কব না।

রাজা।—দেখ, সমপ্রাণা সখীর প্রতি তোমার এরূপ করা উচিত নয়।

বিদূ।—ইনি যে দেখ্‌ছি দ্বিতীয় বাসবদত্তা!

রাজা।—(সচকিতভাবে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ)

সাগ।—(ভয়-ব্যাকুল হইয়া) সুসঙ্গতে! এখানে থেকে এখন কি কর্‌ব?

সুসং।—সখি, এসো, আমরা এই কদলী-বীথির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

রাজা।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) কৈ?—বাসবদত্তা কোথায়?

বিদূ।—কৈ, আমি তো জানিনে মহারাজ! আমার তখন বড় রাগ হয়েছিল, তাই বলেছিলেম, "ইনি দেখ্‌চি দ্বিতীয় বাসবদত্তা।"

রাজা।—মূর্খ মূর্খ!

দৈবযোগে কোনরূপে
পেয়ে যদি ব্যক্ত-রাগ রতন-মালায়,
যেমন পরিব গলে
—হস্ত হ'তে ভ্রষ্ট তুই করিলি তাহায়।

(বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

বাস।—বলি ও কাঞ্চনমালা, এখান থেকে রাজের পালিত নবমল্লিকা-লতাটি কত দূর?

কাঞ্চ।—ঐ কদলীকুঞ্জ ছাড়িয়ে ঐ দেখা যাচ্ছে

বাস।—আমাকে সেই দিকে নিয়ে চল্।

কাঞ্চ।—এই দিক্ দিয়ে ঠাক্‌রুণ,এই দিক্ দি

রাজা।—বয়স্য, প্রিয়তমাকে এখন কো দেখ্‌তে পাওয়া যায় বল দেখি?

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ, মহারাজের কথা যখন শো যাচ্ছে, তখন বোধ হয়, ঠাকরুণের জন্যই মহা ঐখানে অপেক্ষা কর্‌চেন। আসুন তবে ঐ এগিয়ে যাওয়া যাক্।

বাস।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্।

রাজা।—(চুপি চুপি) বয়স্য,চিত্রফলকটা লু ফ্যালো।

বিদূ।—(লইয়া বগলের ভিতর লুকাইয়া)

বাস।—মহারাজ, নবমল্লিকার কি ধরেছে?

রাজা।—(সবিস্ময়ে) আমরা তোমার অ এখানে এসেছি, এসে তোমাকে দেখ্‌তে পাই দেবি, তোমার আস্‌তে বড় বিলম্ব হয়ে গেছে এসো, এখন আমরা দুজনে মিলে লতাটি দেখি গে

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মহারাজ, তো মুখের ভাবেই জানা যাচ্ছে, নবমল্লিকার ফুল ধরেছে তবে আর গিয়ে কি হবে?

বিদূ।—ফুল যদি ধরে' থাকে, সে তো আমাদে জিৎ।—আমাদেরই জিৎ—আমাদেরই জিৎ! আমাদেরই জিৎ! (বাহু প্রসারণ করিয়া ন করিতে করিতে, কক্ষ হইতে চিত্রফলক পতন তৎপ্রযুক্ত বিপদগ্রস্ত)

রাজা।—(আড়ালে বসন্তের মুখের পানে চা অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ইঙ্গিত করণ)

বিদূ।—(জনান্তিকে) রাগ কর্‌বেন না মহারা এর যা উত্তর দিতে হয়, আমি দেব।

কাঞ্চ।—(ফলকটি গ্রহণ করিয়া) ঠাক দেখুন, এই চিত্রফলকে কার ছবি আঁকা।

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এ

মহারাজ—আর এ তো সাগরিকা। (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) মহারাজ! কে এ চিত্র আঁকলে?

রাজা।—(অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বসন্তকের প্রতি চুপি চুপি) বয়স্য, এখন কি বলি?

বিদূ—(চুপি চুপি) কোন চিন্তা নেই—আমি উত্তর দিচ্চি। (প্রকাশ্যে বাসবদত্তার প্রতি) ঠাকরুণ, অন্য কিছু ভাববেন না। আমি মহারাজকে বলছিলেম, আপনাকে আপনি আঁকা বড় কঠিন; তা এই কথা শুনেই মহারাজ এই চিত্র-বিদ্যার পরিচয় দিলেন।

রাজা।—বসন্তক যা বল্লেন, তাই বটে।

বাস।—(ফলক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার পাশে আর একটি যে চিত্র রয়েছে, এটি কি বসন্তক ঠাকুরের বিদ্যে?

রাজা।—(অপ্রতিভ-ভাবে ঈষৎ হাসিয়া) এ বোধ হয় কেউ মন থেকে এঁকেছে—একে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নি।

বিদূ।—আমিও পৈতে ছুঁয়ে শপথ কর্‌চি, একে পূর্ব্বে কখন দেখি নি।

কাঞ্চ।—(চুপি চুপি অন্তরালে) ঠাকরুণ, কখন কখন ঘুণ ধরে' অক্ষরের মত দেখায়, কিন্তু আসলে তা অক্ষর নয়। এ স্থলে বোধ হয় তাই ঘটেছে। তা, আর রাগ করে' কি হবে?

বাস।—(চুপি চুপি আড়ালে) না কাঞ্চনমালা, এ ঘুণাক্ষরের ঘটনা নয়। তোর সরল মন, তুই ওর বাঁকা কথা কি বুঝ্‌বি বল্—ও যে সে লোক নয়—ও বসন্তক ঠাকুর! (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) মহারাজ, এই চিত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মাথা ব্যথা কর্‌চে—তুমি সুখে থাকো—আমি চল্লেম। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

রাজা।—(আঁচল ধরিয়া) দেবি!

"শান্ত হও" এই কথা বলিব কি করে'
যদি না করিয়া থাকো রাগ মোর পরে।
যদি বলি "হেন কর্ম্ম করিব না আর"
তবে স্পষ্ট করা হয় দোষের স্বীকার।
যদি বলি "নহি দোষী"
—মিথ্যা বলি' তুমি তাহা ভাবিবে গো মনে।
এখন কি করি আমি,
কি বলিব নাহি জানি, ওগো প্রিয়তমে॥

বাস।—(সবিনয়ে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া) মহারাজ, অন্য কিছু মনে কোরো না—সত্যই আমার মাথা ধরেচে—আমি তবে এখন যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ।—আ, বাঁচা গেল। অকাল-বাদল বাসবদত্তা চলে' গেলেন, আপনার পক্ষে ভালই হ'ল।

রাজা।—দূর মূর্খ! এখন আর আহ্লাদ করে' কাজ নেই। দেবীর মনে মনে বিলক্ষণ রাগ হয়েছে, তা কি বুঝ্‌তে পার নি? দেখ—

ললাটে ভ্রূভঙ্গ হ'ল সহসা উদ্‌গত,
তাহা ঢাকিবারে মুখ করিলেন নত।
মর্ম্মভেদী হাসিটুকু করিয়া বর্ষণ।
একটি না কহিলেন নিষ্ঠুর বচন।
অশ্রুজলে বিজড়িত নয়ন তাঁহার
কিছুতেই মেলিতে না পারিলেন আর।
যদিও মুখেতে তাঁর প্রকটিত রাগ,
তবু না ত্যজিলা দেবী স্নেহ-নম্র ভাব।

বিদূ।—দেবী বাসবদত্তা তো চলে' গেছেন, এখন তবে মহারাজ কেন মিছে অরণ্যে রোদন কর্‌চেন বলুন দিকি?

রাজা।—আরে মূর্খ, দেবী রাগ করেছেন, তা কি তুমি লক্ষ্য কর নি? এখন তাঁকে সান্ত্বনা করা ভিন্ন আর উপায় নেই। এসো, এখন তবে অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ ঘর

(মদনিকার প্রবেশ)

মদ।—(আকাশে) কৌশাম্বিকে! মহারাজার কাছে কাঞ্চনমালা আছে কি না দেখেছিস্? (কর্ণপাত করত শ্রবণ করিয়া) কি বল্‌ছিস্?—খানিকক্ষণ সেখানে থেকে এইমাত্র চলে' গেছে? কোথায় তবে এখন তাকে খুঁজে বেড়াই? (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! কাঞ্চনমালা এই দিকেই আস্‌চে। ওর কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক্‌।

(কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কাঞ্চ।—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সাবাস্ রে বসন্তক—সাবাস! সন্ধিযুদ্ধের ফন্দিতে তুই যৌগন্ধরায়ণকেও ছাড়িয়ে উঠেছিস্।

মদ।—(সস্মিতভাবে অগ্রসর হইয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, বসন্তক আজ এমন কি কাজ করেছে, যাতে তার এত প্রশংসা হচ্ছে?

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, ও কথায় তোর দরকার কি?—সে কথা তুই পেটে রাখ্‌তে পার্‌বি নে।

মদ।—আমি পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌চি, আমি কারও সাক্ষাতে প্রকাশ কর্‌ব না।

কাঞ্চ।—আচ্ছা, তবে বলি শোন্। আজ রাজবাড়ী থেকে ফিরে আস্‌বার সময়, চিত্রশালার দুয়ারের কাছে বসন্তক ও সুসঙ্গতার কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেলেম।

মদ।—(সকৌতুকে) কিসের কথাবার্ত্তা সখি?

কাঞ্চ।—বসন্তক সুসঙ্গতাকে বল্‌ছিল, "দেখ সুসঙ্গতা, সাগরিকা ছাড়া মহারাজের আর কোন অসুখের কারণ নেই—এখন কিসে তাঁর প্রতিকার হ'তে পারে, ভেবে দেখ দিকি।"

মদ।—তাতে সুসঙ্গতা কি বল্লে?

কাঞ্চ।—তাতে সে এই কথা বল্লে, "রাণী-ঠাকুরুণ চিত্রফলকের ব্যাপারে নিতান্ত ভীত হয়ে, সাগরিকাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন; আর, আমাকে খুসি কর্‌বার জন্য আপনার কাপড় চোপড়ও দান করেছেন। এখন, রাণী ঠাকুরুণের বেশে সাগরিকাকে সাজিয়ে, আর আমি কাঞ্চনমালার বেশ পরে', আজ সন্ধ্যার সময় সাগরিকাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব ঠিক করেছি—আর আপনিও এইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে' থাক্‌বেন। তার পর, মাধবী-লতা-মণ্ডপে তাঁর সঙ্গে মহারাজের মিলন হবে।"

মদ।—যাঃ সুসঙ্গতা, তুই ভারি খারাপ, ঠাকুরুণ আমাদের এত ভালবাসেন,—আর, তুই কি না তাঁকে এই রকম করে' ঠকাচ্চিস্।

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, তুই এখন কোথায় যাচ্চিস্ বল্ দিকি?

মদ।—মহারাজের অসুখ করায় তুমি তাঁর কুশল সংবাদ জান্‌তে গিয়েছিলে—কিন্তু তোমার এত বিলম্ব দেখে, দেবী [illegible] আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কাঞ্চ।—ঠাকুরুণের মন বড়ই সরল যে, তিনি এ কথায় এখনও বিশ্বাস কর্‌চেন। (পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া) এই যে! মহারাজ অসুখের ছল করে' নিজের মদনাবস্থা গোপন করে', ঐ তোরণ-মণ্ডপে দিব্যি বসে' আছেন দেখ্‌চি—আর এখন এই কথাটা ঠাকুরুণকে জানিয়ে আসি।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—তোরণ-মণ্ডপ।

মদন-পীড়িত রাজা উপবিষ্ট।

রাজা।—(উৎকণ্ঠার সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
শোন্ যদি বলি তোরে,
এবে সহ কর্ এই মদন-সন্তাপ;
উপশম নাহি যদি
কেন রে করিস্ তবে বৃথা পরিতাপ।
এমনি গো মূঢ় আমি,
পাইনু যদি বা সেই চন্দন-পরশ-কর,
কেন না রাখিনু আহা
বহুক্ষণ ধরি' তার এ বক্ষের উপর।

অহো! কি আশ্চর্য্য!
স্বভাবত দুর্লক্ষ্য চঞ্চল-পরাণ,
তব স্মর কেমন করিয়া
বিঁধিলেন তারে, করি' অমোঘ সন্ধান
সব তাঁর শরগুলি দিয়া।

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) শোনো ওগো ফুল-ধনু!
এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, মদনের পঞ্চবাণ
নিয়ত করয়ে লক্ষ্য আমাবিধ বহু জনপরে;
তার বিপরীতে করি' অনেক শর-সন্ধান
পঞ্চত্ব ঘটাও কেন, এক জনে বিঁধি তব শরে?

(চিন্তা করিয়া) আমার যে এইরূপ অবস্থা হয়েছে, তার জন্য আমি ততটা ভাবিনে, কিন্তু সাগরিকাকে দেখে দেবীর যে মনে মনে অত্যন্ত রাগ হয়েছে, আমার এখন সেই ভাবনা। বোধ হয়, এখন প্রিয়া আমার—

লাজে অধোমুখ রাখা,
—মনে জানে, তার কথা আসে গর্ব্বভরে,

শুনিলে আলাপ কারো
—তারি কথা কহিতেছে এই ভাবে মনে।
সখীরা হাসিলে মৃদু
লাজে হয় আরক্তিম বদন-মণ্ডল,
হৃদয়ে নিহিত শঙ্কা
প্রিয়া মোর সততই বিকল বিহ্বল।

বসন্তককে তাঁর সংবাদ জানতে পাঠিয়েছি—কেন সে এত বিলম্ব কর্‌চে?

(হৃষ্ট-মুখে বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—(সপরিতোষে) হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! এই সংবাদটা শুন্‌লে প্রিয়সখার যতটা আহ্লাদ হবে, সমস্ত কৌশাম্বী রাজ্য পেলেও ততটা হয় কি না সন্দেহ। এইবার তবে সখাকে এই সংবাদটা দিই গে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে! সখা যখন এই দিক্ পানেই চেয়ে আছেন, তখন নিশ্চয় আমার জন্যই প্রতীক্ষা কর্‌চেন। এইবার তবে নিকটে যাই, (সম্মুখে আসিয়া) জয় হোক্ মহারাজ! একটা সুসংবাদ আছে—আপনি যা চাচ্ছিলেন, তা হয়েছে।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা, প্রিয়তমা সাগরিকার কুশল তো?

বিদূ।—(সগর্ব্বে) তিনি স্বয়ং এসে এখনি সে কথা আপনাকে জানাবেন।

রাজা।—(সপরিতোষে) বল কি সখা, প্রিয়ার দর্শনলাভ হবে?

বিদূ।—(সাহঙ্কারে) হবে না তো কি?—অবশ্যই হবে। এই যে আপনার ক্ষুদ্র অমাত্যটিকে দেখ্‌চেন—ইনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির পিতামহ!

রাজা।—(হাসিয়া) সখা, সে কথা বড় মিথ্যা নয়, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এখন সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বল দেখি শুনি।

বিদূ।—(কাণে কাণে কথন)

রাজা।—(সপরিতোষে) এই লও তোমার পারিতোষিক।—(হস্ত হইতে বলয় প্রদান)

বিদূ।—(বলয় পরিধান করিয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া) এই খাঁটি সোনার বালাটি হাতে পরে' এখন ব্রাহ্মণীকে দেখাই গে যাই।

রাজা।—(হাত ধরিয়া নিবারণ) সখা, এর পর দেখিও—এখন না, এখন কত বেলা হয়েছে বল দেখি?

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ দেখুন মহারাজ, সন্ধ্যা-বধূর সঙ্কেতে, ভগবান্ সহস্র-রশ্মি অনুরাগের আবেশে চঞ্চল-চিত্ত হয়ে অস্তাচল-শিখর-কাননে সন্ধ্যা-বধূর অভিসারে যাত্রা কর্‌চেন।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখা, তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ, দিবা অবসান হয়েছে বটে।

সমস্ত ভুবন ভ্রমি', অতিক্রমি' অতি দীর্ঘ পথ,
এক-চক্র সূর্য্যদেব অস্তাচলে থামাইলা রথ।
প্রভাতে না পান পাছে আরোহিতে নিজ রথোপরি,
চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত এই কথা মনে মনে করি',
সন্ধ্যাগমে আকর্ষিয়া অবশিষ্ট ছিল যত কর
তা দিয়া যোজিলা পুন দিক্-চক্রে স্বর্ণময় অর।

অপিচ:—

অস্তাচল-শিরে ভানু নিজ কর করিলা স্থাপন
পদ্মিনী-প্রত্যয়-তরে কহিয়া এ শপথ-বচন;—
"যাই তবে কমল-নয়নে, দেখ সময় হইল মোর;
জাগাইব কাল পুন—এবে থাকো নিদ্রায় বিভোর"।

এখন তবে চল—সেই সঙ্কেত-স্থান মাধবীলতা-মণ্ডপে গিয়ে প্রিয়তমার প্রতীক্ষা করা যাক্।

বিদূ।—বেশ বলেছেন মহারাজ। (উত্থান) (দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, ঘন-ঘোর অন্ধকারে পূর্ব্বদিক্‌টা ক্রমশ ছেয়ে আস্‌চে—মনে হচ্চে যেন, কতকগুল স্থূলকায় বন-বরাহ ও মহিষের দল গায়ে পাঁক মেখে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে; আর, ফাঁক্-ফাঁক্ গাছগুলও যেন এখন খুব নিবিড় বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—(সহর্ষে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) সখা, তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ। তাই বটে:—

প্রথমে পূরব-দিক্,
পরে পরে অন্য দিক্-চয়,
ক্রমে গিরি, তরু, পুরী,
—আচ্ছাদন করি' সমুদয়
হর-কণ্ঠ-দ্যুতি-হর
মহা ঘোর আঁধার গহন
ক্রমে হয়ে গাঢ়তর
লোক-দৃষ্টি করিল হরণ।

সখা, এখন আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক্‌ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্‌ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দেখুন মহারাজ, ঐ যেখানে মেলাই গাছপালায় অন্ধকারের পিণ্ডি পাকিয়ে আছে, ঐটি বোধ হয় "মকরন্দ" উদ্যান—কিন্তু এখন অন্ধকারে পথ কিছুই লক্ষ্য হচ্চে না।

রাজা।—(গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া) সখা, তুমি আগে চল—এ পথ আমার বেশ জানা আছে।

এই সেই চম্পকের শ্রেণী,
এই সে সুন্দর সিন্দুবার,
নিবিড় বকুল-বীথী,
এই তো সে পাটলের সার।
নানাবিধ চিহ্ন হেরি',
করি নানা গন্ধের আঘ্রাণ,
দ্বিগুণ হোক্‌ না তম,
তবু পাব পথের সন্ধান।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—মাধবীলতা-মণ্ডপ

বিদূ।—আমরা মাধবীলতা-মণ্ডপেই এসেছি বটে। দেখুন না কেন, অলিকুল বকুলফুলে বসে' কেমন গুন্‌ গুন্‌ করে' গান করুচে; বকুলের সৌরভে চারিদিক্‌ কেমন আমোদিত হয়েছে; আর, এই মরকত-মণিময় মসৃণ শিলাতলের উপর চলে' কেমন আরাম বোধ হচ্চে। আপনি তবে এইখানে ততক্ষণ বসুন, আমি সাগরিকাকে দেবীর বেশ পরিয়ে এখনি এখানে নিয়ে আস্‌চি।

রাজা।—তুমি তবে শীঘ্র যাও।

বিদূ।—মহারাজ, অত উতলা হবেন না—আমি এলেম বলে'।

[প্রস্থান।

রাজা।—আচ্ছা, আমিও ততক্ষণ এই মরকত-শিলার বেদীর উপর বোসে প্রিয়ার প্রতীক্ষায় থাকি।

(উপবেশন করিয়া চিন্তিতভাবে)

অহো! নিজ গৃহিণী ছেড়ে নব-রমণীর প্রতি কামীদের কি আশ্চর্য্য পক্ষপাত! বোধ হয়, তার কারণ

সঙ্কেত-গামিনী নারী
সশঙ্কিতা হয়ে আসি' সঙ্কেতের স্থানে,
প্রেমের বিশদ দৃষ্টি
নাহি পারে নিক্ষেপিতে নায়ক-বয়ানে।
কণ্ঠ-আলিঙ্গনকালে
না ছোঁয়ায় পয়োধর রসাবেশভরে,
যত্নে ধরি' রাখিলেও
বারম্বার তারা শুধু "যাই যাই" করে।
যদিও গো এইরূপ
রসভঙ্গ করে তারা হৃদয়-আতঙ্কে,
তবু তাই লাগে ভাল
—আরো যেন উত্তেজিত করে গো অনঙ্গে।

আঃ! বসন্তক এত বিলম্ব করুচে কেন? তবে কি দেবী বাসবদত্তা এ-সব বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছেন?

দৃশ্য—রাজ-অন্তঃপুর

(বাসবদত্তা ও কাঞ্চন-মালার প্রবেশ)

বাস।—শোন্‌ কাঞ্চনমালা, আমার বেশ পরে' সত্যই কি সাগরিকা মহারাজের উদ্দেশে অভিসারে যাবে?

কাঞ্চ।—ঠাক্‌রুণের কাছে আমরা কি মিথ্যে বল্‌তে পারি? অত কথায় কাজ কি, চিত্রশালার দুয়োরের সাম্‌নে বসন্তকঠাকুর এখনো বসে' আছে, তাকে দেখলেই বুঝ্‌তে পারবেন, আমাদের কথা সত্যি কি না।

বাস।—তবে চল্‌ সেইখানে যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক্‌ দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক্‌ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—চিত্র-শালার দ্বারদেশ

বসন্তক মুড়িসুড়ি দিয়া মুখ ঢাকিয়া উপবিষ্ট।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) চিত্রশালায় যাতে যখন পদশব্দ শোনা যাচ্চে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে, সাগরিকা এসেছে।

কাঞ্চ।—ঠাক্‌রুণ, এই চিত্র-শালা, এইখানে একটু অপেক্ষা করুন—আমি বসন্তককে একটু জাগিয়ে দি।
(হাতে তুড়ি দিয়া)

বিদূ।—(ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সহর্ষে অগ্রসর হইয়া) সুসঙ্গতা, তোমার বেশটি তো ঠিক কাঞ্চনমালার মত হয়েছে—এখন সাগরিকা কোথায়, বল দেখি ?

কাঞ্চ।—(অঙ্গুলীর দ্বারা প্রদর্শন) ঐ যে।

বিদূ।—বাঃ! এ যে পষ্ট দেবী বাসবদত্তা।

বাস।—(সভয়ে স্বগত) আমাকে চিন্‌তে পেরেছে না কি—তবে আমি যাই। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ।—বলি ও সাগরিকা, কোথায় যাচ্ছ, এই দিকে এসো না।

বাস।—(হাসিয়া কাঞ্চনমালাকে অবলোকন)

কাঞ্চ।—(মুখ আড়াল করিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা বসন্তককে তর্জ্জন) দেখ্‌ হতভাগা! যা বল্লি, তা যেন স্মরণ থাকে।

বিদূ।—সাগরিকা, চল চল—আর বিলম্ব না। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে ভগবান্ চন্দ্রদেবের উদয় হচ্ছে।

বাস।—(ব্যস্তসমস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া) ভগবান্ শশাঙ্কদেব! তোমাকে প্রণাম করে' এই অনুনয় করি, আরও খানিকক্ষণ তুমি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকো—আমি ওর ভাবগতিকটা একবার দেখে নি।

(সকলের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—মাধবী-লতামণ্ডপ

রাজা।—(উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বগত) এখনি প্রিয়ার সহিত মিলন হবে, তবু আমার মন কেন এত উৎকণ্ঠিত হচ্চে? অথবা—

মদনের তীব্র তাপে আদিতে যত না
নিকট হইলে আরো অধিক যাতনা।
প্রাবৃটে দিবস যবে আসন্ন-বর্ষণ,
আরো সমধিক তাপ করে উৎপাদন।

বিদূ।—(শুনিয়া) দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখা তোমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আস্তে আস্তে কি কথা বল্‌চেন শোনো। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ওঁকে জানিয়ে আসি, তুমি এসেছ।

বাস।—(মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে সম্মতি দান)

বিদূ।—(রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ, আর দেখ্‌চেন কি, আমি সাগরিকাকে এনেছি।

রাজা।—(সহর্ষে সহসা উত্থান করিয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

বিদূ।—(সভ্রূভঙ্গে) ঐ যে।

রাজা।—(অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে সাগরিকে!

শীতাংশু-বদন তব
উৎপল-নয়ন, পাণি পঙ্কজের সম,
রম্ভাগর্ভ উরু-যুগ,
ও তোমার বাহু দুটি মৃণাল-উপম।
সন্তাপ-হারিণি অয়ি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি!
অসঙ্কোচে আলিঙ্গন দেও শীঘ্র করি'।
অনঙ্গ-তাপেতে এবে দহে মোর চিত্ত,
আলিঙ্গন-দানে তাপ কর নির্ব্বাপিত।

বাস।—(সাশ্রুলোচনে, মুখ ফিরাইয়া) দেখ্‌ কাঞ্চনমালা, উনি নিজমুখে এই রকম করে' বল্লেন, আবার না জানি কোন্ মুখে আমার সঙ্গে কথা কবেন। আশ্চর্য্য!

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া) ঠাকুরুণ, এই যখন কর্‌তে পার্‌লেন, তখন নির্লজ্জ পুরুষদের কোনও কাজই অসাধ্য নেই।

বিদূ।—দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখার সঙ্গে মন খুলে আলাপ কর্‌চ না কেন? এখনও সেই নিত্য-রুষ্টা দেবী বাসবদত্তার দুর্ব্বচনে প্রিয়সখার কাণ ঝালাপালা হয়ে আছে, এখন তোমার মিষ্টি কথা শুনলে ওঁর কাণ জুড়িয়ে যাবে।

বাস।—(মুখ ফিরাইয়া, রাগের হাসি মুখে ব্যক্ত করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা! আমিই কটুভাষিণী, আর বসন্তক ঠাকুরের কথা বড় মিষ্টি।

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া অঙ্গুলীর দ্বারা তর্জ্জন করত) হতভাগা! এ কথাটাও মনে থাকে যেন!

বিদূ।—(দেখিয়া) সখা, দেখ দেখ, কুপিত কামিনীর কপোলের মত, কেমন পূর্ব্বদিকে ভগবান্ শশাঙ্ক দেবের উদয় হয়েছে।

রাজা।—(নিরীক্ষণ করিয়া ব্যগ্রভাবে) প্রিয়ে, দেখ দেখ:—

ও তব বদন-চাঁদ
এ চাঁদের মুখ-কান্তি সরবস্ব করেছে হরণ।
প্রতীকার তরে তাই
ঊর্দ্ধবাহু নিশানাথ শৈলশিরে করে আরোহণ॥

কিন্তু এইরূপ উদয় হয়ে উনি কি আপনারই মূঢ়তা প্রকাশ করুচেন না?

ও চন্দ্র-বদন তব
করে না কি পদ্ম-প্রভা ম্লান?
জগজন-চিত্ত-মাঝে
করে না কি আনন্দ-বিধান?
মদনের উদ্দীপন
হয় না কি তব দরশনে?
অমৃতের দর্প যদি
নিশানাথ করে মনে মনে
তাহাও তো আছে জানি
ওই তব বিম্বাধর-কোণে।

বাস।—(সরোষে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া) মহারাজ, সত্যই আমি সাগরিকা, সাগরিকা-চিন্তায় উন্মত্ত হয়ে তুমি এখন সকলই সাগরিকাময় দেখ্‌চ।

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেবী বাসবদত্তা, এ কি ব্যাপার সখা?

বিদূ।—(সবিষাদে) আর কিছুই নয়—এখন আমারই প্রাণ-সংশয় উপস্থিত।

রাজা।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন) প্রিয়ে বাসবদত্তে! রাগ কোরো না—লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না।

বাস।—(সম্মুখে অশ্রুপাত করিয়া) ছি! মহারাজ, আমাকে ও কথা বোলো না—ও সব কথা আর একজনকে বল। ও কথা আমাকে বলা শোভা পায় না।

বিদূ।—(স্বগত) ও কথার উত্তরে কি বলি এখন —আচ্ছা, এই বলা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) দেবি, আপনি অতি উদার-চরিত্র, সখার এই প্রথম অনুরোধটি অনুগ্রহ করে' মার্জ্জনা করুন।

বাস।—দেখ বসন্তক ঠাকুর, মহারাজের এই প্রথম মিলনের সময়ে বাধা দিয়ে আমিই অপরাধী হয়েছি, ওঁর তো কোন অপরাধ নেই।

রাজা।—আমার অকার্য্যটি স্বচক্ষে দেখেছেন, এখন কি বলি, যা হোক, তবু একটা কথা বলে' দেখি। দেবি!

আমি অপ্রতিভ লাজে, চরণে মস্তক পাতি'
লাক্ষা-কৃত তাম্ররাগ এখনি গো মুছাব যতনে,
কোপ-রাহু-গ্রাসে তাম্র তব মুখচন্দ্র-ভাতি,
তাহাও হরিতে পারি, যদি চাহ করুণ-নয়নে।

(পদতলে পতন)

বাস।—(হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া) ও কি মহারাজ—ওঠ ওঠ, সে অতি নির্লজ্জ, যে আর্য্যপুত্রের হৃদয়ের ভাব জেনেও আবার রাগ করে; নাথ, তুমি সুখে থাকো, আমি চল্লেম। (যাইতে উদ্যত)।

কাঞ্চ।—ঠাক্‌রুণ, ক্ষান্ত হোন্‌, মহারাজ পায়ে পড়লেন, আর কি রাগ করুতে আছে? মহারাজকে এই অবস্থায় রেখে চলে' গেলে শেষে আবার কষ্ট পাবেন।

বাস।—দূর হ, তুই ভারি নির্ব্বোধ! পরে আবার কিসের কষ্ট? চল্‌ তবে এখন যাওয়া যাক্‌।

[প্রস্থান।

রাজা।—দেবি! আমার পরে একটু প্রসন্ন হও ("আমি অপ্রতিভ লাজে" ইত্যাদি পুনঃ পঠন।)

বিদূ।—এখন উঠুন, দেবী বাসবদত্তা চলে' গেছেন, এখন আর কেন মিছে অরণ্যে রোদন করেন?

রাজা।—(মুখ তুলিয়া) এ কি! প্রসন্ন না হয়েই দেবী চলে' গেলেন?

বিদূ।—এ তাঁর প্রসন্ন ভাব নয় তো কি। এখনও যে আমরা অক্ষতশরীরে আছি, এতেই তাঁর যথেষ্ট প্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্ছে।

রাজা।—দূর মূর্খ! তুই আবার উপহাস করচিস্‌? তো হ'তেই তো এই সব বিপদ উপস্থিত হ'ল!

দিন দিন প্রণয়ের আদর-যতনে
প্রীতি যাঁর উঠিয়াছে চূড়ান্ত সীমায়,
সেই তিনি দেখিলেন আপন নয়নে
অকৃত-পূরব মোর অকার্য্যটি হায়!
সহিতে না পারি' ইহা
প্রিয়া করিবেন আজি প্রাণ বিসর্জ্জন,
বড়ই অসহ্য হয়
উচ্চতম প্রণয়ের দারুণ পতন।

বিদূ।—দেবী যেরূপ রুষ্ট হয়েছেন, তাতে তিনি কি করেন বলা যায় না। আমার মনে হয়, সাগরিকার প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর হবে।

রাজা।—সখা আমিও তাই ভাবচি। হা প্রিয়ে সাগরিকে!

(বাসবদত্তা-বেশধারিণী সাগরিকার প্রবেশ)

সাগ।—(উদ্বেগ সহকারে) ভাগ্যি আমি মহিষীর বেশভূষা পরেছিলেম, তাই সঙ্গীত-শালা হ'তে বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি, কেউ আমাকে দেখ্‌তে পায় নি। যা হোক্, এখন কি করি ? (সাশ্রুনয়নে চিন্তা)

বিদূ।—মহারাজ ! অমন মূঢ়ের মত হতবুদ্ধি হয়ে আছেন কেন ? একটা প্রতীকারের উপায় চিন্তা করুন।

রাজা।—সেই বিষয়ই তো চিন্তা কর্‌চি। দেবীর প্রসন্নতা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিনে। এখন তবে চল, সেইখানেই যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ)

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে মনে মনে বিচার) বরং উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ কর্‌ব, তবু অভিসারের বৃত্তান্ত দেবী জান্‌তে পেরেছেন জেনেও সুসঙ্গতার মত অপমানিত হয়ে জীবন ধারণ কর্‌ব না। এখন তবে অশোক-তলায় গিয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ করি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(শুনিয়া) একটু থামুন, একটু থামুন, কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে। আমার বোধ হচ্চে, দেবীর অনুতাপ হওয়ায় আবার এখানে এসেছেন।

রাজা।—সখা, আমি জানি, দেবীর উদার অন্তঃকরণ, দেখ দিকি তাই বা যদি হয়।

বিদূ।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সাগ।—(অগ্রসর হইয়া) এই মাধবীর লতার ফাঁস তৈরী করে' অশোকগাছে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি। পিতা, তুমি কোথায়—মা, তুমি কোথায় ? এই হতভাগিনী অনাথা তোমাদের কাছে জন্মের মত বিদায় নিচ্চে।

বিদূ।—(দেখিয়া) এ আবার কে ? এই যে দেবী বাসবদত্তা। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ, রক্ষা করুন রক্ষা করুন, দেবী বাসবদত্তা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করচেন।

রাজা।—(ব্যস্তসমস্তভাবে অগ্রসর হইয়া) সখা, কোথায় তিনি—কোথায় তিনি ?

বিদূ।—ঐ যে।

রাজা।—(কণ্ঠ হইতে ফাঁস সরাইয়া) এ কি ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ ! এ অকার্য্য কেন করচ প্রিয়ে ?

তব কণ্ঠে পাশ হেরি' প্রাণ মোর হ'ল কণ্ঠগত,
স্বার্থ-চেষ্টা পরিহরি' এ কার্য্যেতে হও গো বিরত।

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া) ও মা ! এই যে মহারাজ ! (সহর্ষে স্বগত) এ কি ! এঁকে দেখে যে আবার আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে।—না না, তা কখনই হবে না। যা হোক্, এই শেষ দেখা দেখে নিলেম—কৃতার্থ হ'লেম—এখন সুখে মর্‌তে পারব। (প্রকাশ্যে) ছাড় মহারাজ, আমাকে ছাড়। এ অভাগিনী পরাধীনা, মরবার এমন অবসর আর পাব না। তুমিও মহারাজ দেবীর নিকট আপনাকে আর অপরাধী কোরো না। (পুনর্ব্বার কণ্ঠে ফাঁস লাগাইতে উদ্যত)

রাজা।—(সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি ! আমার প্রিয়া সাগরিকা যে ! (কণ্ঠ হইতে ফাঁস অপসারিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ)

ক্ষান্ত হও দুঃসাহসে—এ নহে উচিত,
লতা-পাশ কণ্ঠ হ'তে ত্যজহ ত্বরিত।
শোনো ওগো প্রাণেশ্বরি
তব কণ্ঠে পাশ হেরি' যায় বুঝি এ মোর জীবন
ক্ষণতরে মোর কণ্ঠে
তব বাহুপাশ দিয়া নিবারো গো তাহারে এখন

(বাহুপাশে কণ্ঠ জড়াইয়া স্পর্শ-সুখ অভিনয় পূর্ব্বক বিদূষকের প্রতি) সখা, একেই বলে "বিনা মেঘে বর্ষণ"।

বিদূ।—এইরূপই হয়ে থাকে। তবে কি না, দেবী বাসবদত্তা অকাল-বাদলের মত এসে পড়লে এমনটি আর হয় না।

(বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা, অমন করে' মহারাজ আমার পায়ে পড়লেন, তবু তা ভ্রুক্ষেপ না করে' চলে' এলেম—এখন মনে হচ্চে, কাজটা বড় নিষ্ঠুর হয়েছে। তাই একবার নিজে গিয়ে তাঁর সান্ত্বনা কর্‌ব মনে করচি।

কাঞ্চ।—এমন কথা দেবী বৈ্‌লে আর কে বল্‌তে পারে ? বরং মহারাজ দুর্জ্জনের মত ব্যবহার

কর্তে পারেন—কিন্তু দেবী তা কখনই পারেন না।—এই দিক্ দিয়ে দেখি, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

রাজা।—অয়ি সরলে! এখনও আমার প্রতি উদাসীন?—আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবে না?

কাঞ্চ।—(কাণ পাতিয়া) ঠাকুরুণ! নিকটে মহারাজের কথা শুন্‌তে পাচ্চি, বোধ হয়, তিনিও আবার সাধ্য-সাধনার জন্ত এখানে এসেছেন। তবে ঠাকুরুণ, এইবার এগিয়ে চলুন!

বাস।—(সহর্ষে) আচ্ছা, উনি না জান্‌তে পারেন, আস্তে আস্তে পিঠের দিকে গিয়ে, গলা জড়িয়ে ধরে' ওঁকে সান্ত্বনা করি।

বিদূ।—ওগো সাগরিকা, চুপ করে' আছ কেন, এখন প্রাণ খুলে মহারাজের সঙ্গে কথা কও না।

বাস।—(শুনিয়া সবিষাদে) কাঞ্চনমালা! এই যে, সাগরিকাও এইখানে আছে দেখ্‌চি। আগে সব শোনা যাক, তার পর ওখানে যাওয়া যাবে এখন। (তথা করণ)

সাগ।—মহারাজ, তোমার এ মিথ্যা আদর দেখিয়ে কাজ কি? তোমার প্রাণাধিকা মহিষীর কাছেই বা আপনাকে কেন আবার অপরাধী করবে বল দেখি?

রাজা।—দেখ, সাগরিকা, তুমি যা বল্‌চ, তা ঠিক্ নয়। কেন না—

শ্বাস-প্রশ্বাসের ভরে
কাঁপিলে সে কুচ-যুগ কাঁপি গো অমনি,
মৌন যদি দেখি তাঁরে
সবিনয়ে প্রিয়ভাবে তুষি গো তখনি,
ভ্রূভঙ্গ দেখিলে মুখে
অমনি চরণে তাঁর হই গো পতন,
রাখিতে মহিষী-মান
স্বভাবত করি তাঁর শুশ্রূষা-যতন।
প্রণয়-বন্ধন-হেতু
যেই অনুরাগ মোর হয়েছে বর্দ্ধিত
সেই সে প্রকৃত প্রেম
একমাত্র তোমা পরে করেছি স্থাপিত।

বাস।—(নিকটে আসিয়া সরোষে) মহারাজ! এ কথা তোমারি যোগ্য বটে!

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভভাবে) দেবি, আমাকে অকারণে কেন তিরস্কার কচ্চ? বেশ-সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়ে, তোমাকে মনে করেই এখানে এসেছিলেম, আমাকে ক্ষমা কর। (চরণে পতন)

বাস।—(সরোষে) ও কি কর মহারাজ—ওঠো ওঠো! এখনও কি মহিষীর মান রাখ্‌বার জন্ত এই কষ্ট কচ্চ?

রাজা।—(স্বগত) দেবী এ কথাটাও শুনেছেন দেখ্‌চি। তবে এখন নিরুপায়—উনি যে আবার প্রসন্ন হবেন, এ আশাও আর নাই।

(অধোমুখে অবস্থান)

বিদূ।—দেবি! বেশ-সাদৃশ্য দেখে মনে করে-ছিলেম, আপনিই বুঝি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তাই সখাকে আমিই এখানে ডেকে এনেছিলেম। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো এই লতার ফাঁসটি দেখুন। (লতাপাশ প্রদর্শন)

বাস।—(সকোপে) ওলো কাঞ্চনমালা, এই লতাপাশ দিয়ে এই ব্রাহ্মণটাকে বেঁধে নিয়ে আয় তো, আর ঐ দুষ্ট মেয়েটাও যেন আগে আগে যায়।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা ঠাকুরুণ (বসন্তকের গলায় লতাপাশ বাঁধিয়া তাড়না) হতভাগা, এখন আপনার কুকার্য্যের ফলভোগ কর্। "দেবীর দুর্ব্বচনে কাণ ঝালাপালা হয়ে আছে" তখন যে বল্‌ছিলি, এখন সে কথা মনে পড়ে তো? সাগরিকা, তুমিও আগে আগে চল।

সাগ।—(স্বগত) হায়! আমি কি পাপিষ্ঠ, ইচ্ছা-সুখে মর্‌তে পেলেম না?

বিদূ।—(সবিষাদে) মহারাজ! দেবীর আদেশে বন্ধন-দশায় পড়েছি—এই অনাথ ব্রাহ্মণকে যেন মনে থাকে। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত)

(বাসবদত্তা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সাগরিকা ও বসন্তককে ধৃত করিয়া কাঞ্চনমালার সহিত প্রস্থান।)

রাজা।—(সখেদে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দীর্ঘকাল রোষহেতু দেবীর বদনে
নাহি আর সে মধুর মৃদু-স্নিগ্ধ হাসি,
সাগরিকা ত্রস্তা অতি দেবীর তর্জ্জনে,
বসন্তকে লয়ে গেল বাঁধি' গলে ফাঁসি।
সবারই বেদনা প্রাণে যারই মুখে চাই,
ক্ষণকাল তরে মনে শান্তি নাহি পাই।

তবে আর এখানে থেকে কি ফল, এখন অন্তঃপুরেই যাই। দেখি দেবীকে যদি আবার প্রসন্ন কর্‌তে পারি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য।—অন্তঃপুর

(রত্নমালা-হস্তে সাশ্রুলোচনে সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সুসং।—(করুণভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা প্রিয়সখি সাগরিকা। তুমি এমন লজ্জাবতী, সখী-জনবৎসলা, উদার-চরিত্র, সৌম্যদর্শন, তুমি কোথায় গেলে?—আমার কথার উত্তর দেও। (রোদন)

(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আরে পোড়া বিধি! তুই কি নিষ্ঠুর!—এমনতর অসামান্য রূপলাবণ্য দিয়ে যদি তাকে প্রথমে নির্ম্মাণ কর্‌লি, তবে আবার তার এরূপ অবস্থা কেন কর্‌লি বল্ দিকি? প্রিয়সখী সাগরিকা জীবনে হতাশ হয়ে এই রত্নমালাটি আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে; আর আমাকে বলে' দিয়েছে, কোন একজন ব্রাহ্মণকে এইটি দান কর্‌বে। এখন তবে একজন ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করি।

(হৃষ্ট হইয়া বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—হি হি হি হি! আজ প্রিয়সখা দেবী বাসবদত্তাকে প্রসন্ন করেছেন; তাই দেবী তুষ্ট হয়ে আমার বন্ধন মোচন করে', স্বহস্তে মেঠাই মণ্ডা দিয়ে আমার উদরটি পরিপূর্ণ করেছেন; আর, এই এক যোড়া পট্টবস্ত্র, আর এই কাণের অলঙ্কারটিও দিয়েছেন। এখন তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে যাই। (পরিক্রমণ)

সুসং।—(রোদন করিতে করিতে সহসা নিকটে আসিয়া) ওগো বসন্তক ঠাকুর, একটু দাঁড়াও দিকি।

বিদূ।—(দেখিয়া) এ কি! সুসঙ্গতা যে! এখানে কাঁদ্‌চ কেন? সাগরিকা কি আত্মঘাতী হয়েছে?

সুসং।—কি হয়েছে বলি শোনো। বেচারা সাগরিকাকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এইরূপ একটা জনরব রাষ্ট্র করে' দিয়ে, অর্দ্ধ-রাত্রিতে কোথায় যে তাকে নিয়ে গেলেন, কিছুই বল্‌তে পারি নে।

বিদূ।—(সোদ্বেগে) হা! সাগরিকা, তোমার কি অসামান্য রূপলাবণ্য, আহা, তোমার মুখের কি মৃদু-মৃদু মধুর কথা, তুমি এখন কোথায় গেলে? একবারটি আমার কথার উত্তর দেও। ওঃ! দেবী কি নিষ্ঠুর কাজই করেছেন!

সুসং।—দেখ বসন্তক ঠাকুর, প্রিয়সখী জীবনে হতাশ হয়ে এই রত্নমালাটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, এইটি বসন্তক ঠাকুরকে দিও। তা তুমি এই রত্নমালাটি গ্রহণ কর।

বিদূ।—(সাশ্রুলোচনে সকরুণভাবে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) সুসঙ্গতে! তোমার ও কথা শুনে রত্নমালাটি নিতে কি আর হাত সরে?

(উভয়ে রোদন)

সুসং।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) না, তা হবে না ঠাকুর, অনুগ্রহ করে' এটি গ্রহণ কর্‌তেই হবে।

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দেও, মহারাজ সাগরিকার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন, এইটি দেখ্‌লেও কতকটা তাঁর সান্ত্বনা হবে।

সুসং।—(বসন্তকের হস্তে রত্নমালা প্রদান)

বিদূ।—(গ্রহণ করত নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে) তিনি এই রত্নমালাটি কোথায় পেলেন বল্‌তে পার?

সুসং।—ঠাকুর, আমারও কৌতূহল হওয়ায় আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেম।

বিদূ।—তাতে তিনি কি বল্লেন?

সুসং।—তাতে সখী ঊর্দ্ধদিকে চোখ করে', নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বল্লেন, "সুসঙ্গতে, এখন তোমার এ কথায় প্রয়োজন কি"—এই বলে' কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

বিদূ।—যদিও সাগরিকা নিজ মুখে বলেন নি, তবু এই বহুমূল্য দুর্লভ অলঙ্কারটি দেখে মনে হয়, তিনি সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভবা। সুসঙ্গতে, মহারাজ এখন কোথায় বল দিকি?

সুসং।—দেখ ঠাকুর, মহারাজ এইমাত্র দেবীর মহল থেকে বেরিয়ে স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে গেলেন। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি এখন যাও। আমিও দেবীর সেবায় চল্লেম। [প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য ।—স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে
রাজা আসীন ।

রাজা ।—(চিন্তা করিয়া)

কত রূপ ছল করি'
তাঁর কাছে শপথ করিনু শত শত,
যোগাইয়া মন তাঁর
প্রিয়-বাক্য বলি' তাঁরে তুষিলাম কত,
অপ্রতিভ কত যেন
তাঁহার চরণ-তলে হইনু পতন,
সখীরা বলিল কত
তবু তাঁর প্রসন্নতা পেনু না তখন।
রোদন করিয়া এবে
অশ্রুজলে কোপ দেবী করিলা ক্ষালন ॥

(সোৎকণ্ঠে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) দেবী তো এখন প্রসন্ন হয়েছেন, এখন কেবল সাগরিকার চিন্তাতেই আমার মন ব্যাকুল।

পঙ্কজ-কোমল-তনু সেই মোর প্রিয়া,
আলিঙ্গিনু তারে নব অনুরাগ-ভরে,
দ্রব হয়ে মদনের শর-ছিদ্র দিয়া
পশিল সে তনু যেন প্রাণের ভিতরে।

(চিন্তা করিয়া) হায়! আমার বিশ্রাম-স্থান যে বসন্তক, তাকেও দেবী আটকে রাখ্‌লেন—এখন তবে কার কাছে অশ্রু মোচন করি ?

(বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—(পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়সখা—উৎকণ্ঠায় ক্ষীণ হয়ে, মুখশ্রীর লাবণ্য যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত আরও বৃদ্ধি হয়েছে—এইবার তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্! দেবীর হাতে পড়েও আপনাকে যে আবার চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম, এই আমার পরম ভাগ্যি।

রাজা।—(দেখিয়া) এই যে, বসন্তক এসেছ যে; এসো সখা, আমাকে আলিঙ্গন কর।

বিদূ।—(আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন মহারাজ, দেবী আমার পরে আজ বড় প্রসন্ন।

রাজা।—তোমার বেশভূষাতেই দেবীর প্রসন্নতার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এখন বল দিকি, সাগরিকার সংবাদ কি ?

বিদূ।—(অপ্রতিভভাবে অধোমুখে অবস্থান)

রাজা।—সখা, বল্‌ছ না যে ?

বিদূ।—অপ্রিয় সংবাদ, তাই বল্‌তে পারচিনে মহারাজ।

রাজা।—(সোদ্বেগে শশব্যস্ত হইয়া) অপ্রিয় কিরূপ সখা ? তবে কি সত্যই প্রিয়তমা প্রাণত্যাগ করেছেন ? হা! প্রিয়ে সাগরিকে! (মূর্চ্ছা)

বিদূ।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) মহারাজ, শান্ত হোন্, শান্ত হোন্।

রাজা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রুলোচনে)

বলি শোন্ প্রাণ ওরে!
যা চলি' ছাড়িয়া মোরে—নরাধম আমি,
গেল যেথা প্রিয়া মোর
দয়া করি' শীঘ্র তাঁর হ রে অনুগামী।
না যাস্ যদি রে মূঢ়,
পড়ে' থাক্ হেথা হয়ে ব্যর্থ-মনোরথ,
গজেন্দ্র-গামিনী ধনী
এতক্ষণে গেল চলি' বহুদূর পথ।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, অন্য কিছু ভাব্‌বেন্ না, সে হতভাগিনীকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এইরূপ লোকমুখে শোনা যাচ্চে, তাই বল্‌ছিলাম অপ্রিয় সংবাদ।

রাজা।—কি ? উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন ? আশ্চর্য্য! আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দেবীর ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। সখা, কে তোমাকে এ কথা বল্লে ?

বিদূ।—সুসঙ্গতা। তা ছাড়া, সাগরিকা এই রত্নমালাটি কি উদ্দেশে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তা জানি নে।

রাজা।—আর কি উদ্দেশ্য—আমার সান্ত্বনার জন্য পাঠিয়েছেন। আচ্ছা সখা, দেও দিকি দেখি।

বিদূ।—(রত্নমালা প্রদান)

রাজা।—(গ্রহণ করত রত্নমালাটি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে স্থাপন)

কণ্ঠ-আলিঙ্গন লভি'
পুন সেই কণ্ঠ হ'তে হয়েছে খলিত,
তুল্যাবস্থা কি না মোর,
তাই সখী-সম মোরে করে আশ্বাসিত।

সখা, এইটি তুমি গলায় পর, তা দেখেও আমার কতকটা সান্ত্বনা হবে।

বিদূ।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (কণ্ঠে পরিধান)

রাজা।—(সাশ্রুলোচনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) সখা, প্রিয়ার সঙ্গে আমার আর এ জন্মে দেখা হবে না।

বিদূ।—(সভয়ে চারিদিক অবলোকন করিয়া) মহারাজ, অত চেঁচিয়ে কথা কবেন না; কি জানি, দেবীর লোকজন যদি এখানে কেউ থাকে।

(বেত্র-হস্তা প্রতীহারী বসুন্ধরার প্রবেশ)

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্। সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্ম্মা কি একটা কথা নিবেদন কর্‌বার জন্য দ্বারে উপস্থিত!

রাজা।—তাঁকে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

বসু।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া বিজয়বর্ম্মার সহিত পুনঃ প্রবেশ) মহারাজ, বিজয়বর্ম্মা এসেছেন (বিজয়বর্ম্মার প্রতি) মহাশয়, আপনি মহারাজের সম্মুখে এগিয়ে যান।

বিজয়।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! সৌভাগ্যক্রমে রুমণ্বান্ বিজয়ী হয়েছেন।

রাজা।—(পরিতুষ্ট হইয়া) বিজয়বর্ম্মন্! কোশল-রাজ্য কি জয় হয়েছে?

বিজয়।—আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের প্রবলপ্রতাপে জয় হয়েছে।

রাজা।—সাধু রুমণ্বান্ সাধু! অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তুমি একটি বৃহৎ কার্য্য সমাধা করেছ। বিজয়-বর্ম্মন্, এখন বল, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুন্‌তে চাই।

বিজয়।—মহারাজ, শ্রবণ করুন। আমরা প্রথমে তো মহারাজের আদেশ-অনুসারে এখান হ'তে নির্গত হই। তার পর, কিছু দিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক গজ-অশ্ব-পদাতি প্রভৃতির দুর্জ্জয় বৃহৎ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, যেখানে কোশল-রাজ অবস্থিতি করছিলেন, সেই বিন্ধ্যগিরি দুর্গের দ্বার অবরোধ করে' সেইখানেই সৈন্য-সন্নিবেশ করা গেল।

রাজা।—তার পর?—তার পর?

বিজয়।—তার পর, রুমণ্বানের এই আক্রমণ-স্পর্দ্ধা নিতান্ত অসহ্য হওয়ায়, কোশল-রাজ মহা দর্পে হস্তি-স্কন্ধে নিজ অসংখ্য সৈন্য সজ্জিত করলেন।

বিদূ।—ওগো চট্‌পট্ করে' বলে' ফ্যালো না, আমার বুকটা যে ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌চে।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিজয়।—তার পর কোশল-রাজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে

বিন্ধ্য হ'তে বাহিরিয়া
করিতে সম্মুখ-যুদ্ধ হৈলা উপস্থিত,
অসংখ্য পদাতি-গজে
দ্বিতীয় বিন্ধ্যের সম করিলা বেষ্টিত।
হেনকালে রুমণ্বান্
গজ-পৃষ্ঠে শত্রু-মাঝে পড়িলা ঝাঁপিয়া,
মদমত্ত গজরাজ
চলিল অরাতি-দলে চরণে দলিয়া।
হানিতে হানিতে বাণ
জয়াশায় রুমণ্বান্ চলিলেন রুখে,
মুহূর্ত্তের মাঝে তিনি
হইলেন উপস্থিত নৃপতি-সম্মুখে।
শস্ত্রাঘাতে শিরস্ত্রাণ কার' লণ্ডভণ্ড,
শত্রু-মুণ্ড মুহূর্ত্তে করিলা খণ্ড খণ্ড!
রক্তনদী বহে গেল, অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা,
ছুটিল কবচ হ'তে আগুনের কণা,
মুখ্য-সৈন্য হ'লে নষ্ট, আহ্বানিলা নৃপে দর্প-ভরে—

রাজা।—কি বলিলে?—মুখ্য-সৈন্যনষ্ট ঘোর-
সম্মুখ-সমরে?

বিজয়।—একা বধিলেন সেই গজারোহী ভূপে
শত শরে॥

বিদূ।—জয় মহারাজের জয়! আমাদের জয়—আমাদের জয়! (নৃত্য)

রাজা।—সাধু কোশল-পতি সাধু! শ্লাঘ্য তোমার মৃত্যু, যখন শত্রুরাও তোমার এইরূপ পৌরুষের প্রশংসা কর্‌চে। তার পর—তার পর?

বিজয়।—মহারাজ! তার পর রুমণ্বান্ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়বর্ম্মাকে কোশল-রাজ্যে স্থাপন করে', শস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হস্তি ঘূর্ণিত অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে এই দিকে যাত্রা কর্‌লেন। বোধ করি, তিনি আগতপ্রায়।

রাজা।—বসুন্ধরে, যৌগন্ধরায়ণকে বল, বিজয়-বর্ম্মাকে আমার প্রসাদ-স্বরূপ যথোচিত পারিতোষিক যেন তিনি প্রদান করেন।

বসু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[বিজয়বর্ম্মার সহিত প্রস্থান।

(কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কাঞ্চ।—দেবী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, "যাও কাঞ্চনমালা, এই যাদুকরকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাও" (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এই যে মহারাজ। এখন তবে ঐখানে এগিয়ে যাই।

(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! মহারাজ, দেবী আমাকে এই আজ্ঞা করলেন, "উজ্জয়িনী থেকে সম্বর-সিদ্ধি নামে একজন যাদুকর এসেছে, তা কাঞ্চনমালা, তুমি তাকে নিয়ে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেও।" তাই মহারাজ, আমি এসেচি।

রাজা।—যাদুকরকে শীঘ্র নিয়ে এসো, আমার তাকে দেখ্‌তে ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া চামর-ধারী যাদুকরকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কাঞ্চ।—এই দিকে মহাশয়, এই দিকে।

যাদুকর।—(পরিক্রমণ)

কাঞ্চ।—ইনিই মহারাজ সেই যাদুকর। (যাদুকরের প্রতি) আপনি মহারাজের সাম্‌নে এগিয়ে যান।

যাদুকর।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! (ময়ূরপুচ্ছের চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিবিধ প্রকারে হাস্য করিয়া)

যাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি ঐন্দ্রজাল নাম,
যাঁহার প্রসাদে এবে সুপ্রতিষ্ঠ মোর যশোমান,
সেই ইন্দ্রে "সম্বর" অসুরে দোঁহে করি গো প্রণাম।

মহারাজ আজ্ঞা করুন কি করতে হবে—

ধরায় শশাঙ্ক কিম্বা ব্যোমে গিরিরাজ,
সলিলে অনল কিম্বা মধ্যাহ্নেতে সাঁঝ,
বলুন কি ঘটাব বলুন মহারাজ,
এখনি হইবে সিদ্ধ নিমিষের মাঝ।

অথবা :—

বহু বাক্য আড়ম্বরে কিবা বল কাজ?
যা কিছু হৃদয়ে রাজা দেখিবারে আজ
এখনি সে বস্তু হেথা দেখিবারে পাবে,
—এখনি আনিয়া দিব মন্ত্রের প্রভাবে।

বিদূ।—মহারাজ, মনোযোগ দিয়ে দেখুন। যেরূপ বাক্যাড়ম্বর দেখ্‌ছি, এ তো সবই কর্‌তে পারে।

রাজা।—দেখ বাপু, তুমি একটু অপেক্ষা কর। কাঞ্চনমালা, তুমি দেবীকে গিয়ে বল, "তোমার সেই যাদুকরটি এসেছে—আর এখানকার সমস্ত লোক-জনকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তুমি এখানে এসো, দুজনে আমরা একত্র বোসে এই ভোজবাজি দেখ্‌ব"।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া বাসবদত্তার সহিত প্রবেশ)

বাস।—দেখ্‌ কাঞ্চনমালা, যাদুকরটি উজ্জয়িনী থেকে এসেছে বোলেই ওর উপর আমার এত টান্।

কাঞ্চ।—বাপের বাড়ীর লোকজনের উপর ঠাক্‌রুণের খুব আদর-যত্ন আছে কি না, তাই। এই দিক্ দিয়ে ঠাক্‌রুণ, এই দিক্ দিয়ে।

কাঞ্চ।—মহারাজ, দেবী এসেছেন। (বাসবদত্তার প্রতি) আসুন দেবি!

বাস।—(সম্মুখে আসিয়া) জয় হোক্!

রাজা।—দেবি! এ লোকটা তো নানাপ্রকার আস্ফালন করচে—এসো এখন এইখানে বোসে ওর কাণ্ড-কারখানা সব দেখা যাক্।

বাস।—(উপবেশন)

রাজা।—বাপু, এইবার তবে ভোজ-বাজি আরম্ভ করে' দেও।

যাদুকর।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করত চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে)

হরিহর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ,
আর ওই দেবরাজে করি যে দর্শন।
সিদ্ধ বিদ্যাধর আদি, সুর-বধূ-সাথে
ওই দেখ শূন্যে সব নৃত্যামোদে মাতে।

(সকলের সবিস্ময়ে দর্শন)

রাজা।—(ঊর্দ্ধে দেখিয়া আসন হইতে অবতরণ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিদূ।—বাহবা! বাহবা!

রাজা।—দেবি,

ওই দেখ ব্রহ্মা বসি' সরোজ-আসনে,
শশাঙ্ক-শেখর ওই শঙ্কর গগনে।
বহু অসি গদা চক্র চিহ্ন বাহু চারি
সেই বিষ্ণু চতুর্ভুজে ওই যে নেহারি।

ওই ইন্দ্র ঐরাবতে—আর যত সুর
নাচে সুরাঙ্গনা-সাথে—চরণে নূপুর।

বাস।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিদূ।—(মুখ ফিরাইয়া অন্যের অগোচরে) আরে বেটা। দেবতা অপ্‌সরা এ সব দেখিয়ে কি হবে, যদি মহারাজকে তুষ্ট কর্‌তে চাস্‌, তবে সাগরিকাকে এনে দেখা।

(বসুভূতির প্রবেশ)

বসু।—(রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্‌! অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের নিবেদন এই, "বিক্রমবাহু তাঁর প্রধান অমাত্য বসুভূতিকে এখানে পাঠিয়েছেন, এখন দিবা অবসর-সময়, এই সময়ে তাঁকে দর্শন দেওয়া মহারাজের কর্ত্তব্য, আমিও কার্য্য শেষ করে' এখনি আস্‌চি।

বাস।—মহারাজ! এই ভোজবাজিটা এখন থামিয়ে দেও। মাতুলগৃহ হ'তে অমাত্য-প্রধান বসুভূতি এসেছেন, তাঁকে মহারাজের একবার দর্শন দিতে হবে।

রাজা।—আচ্ছা, দেবি, তাই হবে। (যাদুকরের প্রতি) বাপু, এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর।

যাদুকর।—(পুনর্ব্বার চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে) যে আজ্ঞা দেব। (প্রস্থান করিতে করিতে) আমার আর একটি খেলা আছে, মহারাজকে তা অবিশ্যি করে' দেখতে হবে।

রাজা।—আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।

বাস।—কাঞ্চনমালা, ওকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সমুচিত পারিতোষিক দিতে বল।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা দেবি!

[যাদুকরের সহিত প্রস্থান।

রাজা।—বসন্তক, তুমি এগিয়ে গিয়ে যথোচিত সমাদরের সহিত বসুভূতিকে এখানে নিয়ে এসো।

বিদূ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

বিদূ।—এই দিক্‌ দিয়ে অমাত্যবর, এই দিক দিয়ে।

বসু।—(চারি দিকে অবলোকন করিয়া) অহো! বৎসেশ্বরের কি অতুল প্রভাব!

রাজার বিজয়-হস্তী
আর তাঁর প্রিয় অশ্বগণে
হেরিয়া বিস্মিত আমি,
বিমোহিত সঙ্গীত শ্রবণে।
দেখে এই রাজসভা দাঁড়ায়ে নীরবে,
বিস্ময়ে দেখেছি বটে নিরুদ্ধ-বিভবে,
তবু এ প্রকোষ্ঠ-দেশে দ্বারস্থ হইয়া
গ্রাম্য-সম কুতূহলী আছি দাঁড়াইয়া।

বাভ্রব্য।—(স্বগত) অনেক দিনের পর প্রভুকে আজ দেখ্‌বো। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে যে, কি বল্‌ব। মনে হচ্ছে যেন আমার কি এক প্রকার অবস্থান্তর উপস্থিত।

ভৃত্য-ভাবোচিত ভয়ে
বার্দ্ধক্যের কম্প আরো অধিক প্রকাশ,
একে তো অস্পষ্ট দৃষ্টি
আনন্দাশ্রু-বারি ঝরি' আরো দৃষ্টি-নাশ।
একে তো স্খলিত বাণি
গদগদ ভাবে আরো জড়াইয়া যায়,
জড়তা না করি' দূর
বরং এ আনন্দ হ'ল জরার সহায়।

বিদূ।—(অগ্রবর্ত্তী হইয়া) এই দিকে অমাত্যবর, এই দিকে।

বসু।—(বিদূষকের কণ্ঠে রত্নমালা দেখিয়া তাহাকে চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমার মনে হয়, এটি সেই রত্নমালা, যা মহারাজ রাজকুমারীকে যাবার সময়ে দিয়েছিলেন।

বাভ্র।—আজ্ঞা হাঁ, সেই রকমটি মনে হচ্ছে বটে। তবে কি বসন্তককে জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌বো কোথা থেকে এটি পেলেন?

বিদূ।—(রাজাকে দেখাইয়া) ইনিই বৎসরাজ, অমাত্যবর, সম্মুখে এগিয়ে যান্‌।

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—(গাত্রোত্থান করিয়া) প্রণাম অমাত্যবর।

বসু।—প্রভূত কল্যাণ হোক্‌!

রাজা।—অমাত্যের জন্য আসন—আসন।

বিদূ।—(আসন আনিয়া) এই যে আসন। বসতে আজ্ঞা হোক্‌ অমাত্যবর!

বসু।—(উপবেশন)

বভ্রু।—মহারাজ, বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাজা।—(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) বাভ্রব্য, এইখানে বোসো।

বসু।—(বসিয়া) দেবি! বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিদূ।—অমাত্যবর! দেবী বাসবদত্তা আপনাকে প্রণাম করুচেন।

বাস।—প্রণাম, আর্য্য!

বসু।—আয়ুষ্মতি! বৎস-রাজ-সদৃশ পুত্রলাভ কর।

রাজা।—আর্য্য বসুভূতি! মহারাজ সিংহলেশ্বরের সমস্ত কুশল তো?

বসু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া ও নিশ্বাস ফেলিয়া) মহারাজ, হতভাগ্য আমি কি বল্‌ব জানি না।—(অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সবিষাদে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! না জানি এখন বসুভূতি কি বল্‌বেন।

রাজা।—বসুভূতি! বল, কি হয়েছে—আমাকে আর উৎকণ্ঠিত কোরো না।

বাভ্র।—(চুপি চুপি) কিছুকাল পরে যা বল্‌তেই হবে, তা এখনই কেন বলুন না।

বসু।—(সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ, কিছুতেই সে কথা বল্‌তে পারুচিনে—তবু, না বল্লেই বা করি কি। শুনুন তবে। একজন সিদ্ধপুরুষ গুণে বলেছেন, রত্নাবলী নামে সিংহলেশ্বরের দুহিতার যিনি পাণিগ্রহণ করুবেন, তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন।

রাজা।—তার পর?—তার পর?

বসু।—সেই বিশ্বাসে যৌগন্ধরায়ণ মহারাজের জন্য সিংহল-রাজের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করেন; কিন্তু পাছে বাসবদত্তার মনে কষ্ট হয়, তাই বৎস-রাজকে কন্যাদান করুতে তিনি সম্মত হলেন না।

রাজা।—(চুপি চুপি) দেবি, তোমার মাতুলের অমাত্য এ সব কি অলীক কথা বলুচেন?

বাস।—(মনে মনে বিচার করিয়া) মহারাজ, জানি না এ স্থলে কার কথা অলীক।

বিদূ।—তার পর কি হ'ল?

বসু।—তার পর, দেবী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করেছেন, এই কথা যৌগন্ধরায়ণ সিংহল-বাসীদের মধ্যে রটিয়ে দিয়ে পরে বাভ্রব্যকে সিংহলে পাঠিয়ে দেন। বাভ্রব্য গিয়ে পুনর্ব্বার রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের সহিত একেবারে সম্বন্ধ লোপ না হয়, এই মনে করে' সিংহলেশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করে' কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন। তার পর মহারাজকে সম্প্রদান করবার জন্য রত্নাবলীকে এইখানে নিয়ে আসুছিলেম, এমন সময়ে সমুদ্র-পথে অর্ণব-যান ভগ্ন হওয়ায় তিনি জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হলেন। (কাঁদিতে কাঁদিতে অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সাশ্রু-লোচনে) হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ! রত্নাবলী হতভাগিনী ভগিনী আমার, তুমি এখন কোথায়?—আমার কথার উত্তর দেও।

রাজা।—দেবি, ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর। দৈবের গতি বোঝা ভার। তার সাক্ষী দেখ না কেন, পোত-ভগ্ন হয়েও এঁরা অক্ষত শরীরে আবার ফিরে এসেছেন। (বসুভূতি ও বাভ্রব্যকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইয়া)

বাস।—সে কথা ঠিক্—কিন্তু আমার কি তেমন কপাল?

রাজা।—(চুপি চুপি) বাভ্রব্য, এ কি ব্যাপার? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারচি নে।

বাভ্র।—মহারাজ, ঐ শ্রবণ করুন:—

(নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল)

("আগুন লেগেছে"—"আগুন লেগেছে" ইত্যাদি)

হর্ম্ম্যোপরি জ্বলে শিখা
কনক-শিখর-শোভা ধরি';
জ্বলিয়া উদ্যান-তরু
তীব্র তাপে দিক্ যায় ভরি'।
কোথাও বা ক্রীড়া-গিরি
ধূম-যোগে জলদ-শ্যামল,
দাহ-ভয়াকুলা নারী,
অন্তঃপুরে ভীষণ অনল।
"দেবী দগ্ধ অগ্নিদাহে"
যে কথা সিংহলে প্রচারিত
সত্য করে' তুলি' তাহা
যেন এই অগ্নি সমুত্থিত।

(সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া দর্শন)

রাজা।—কি?—অন্তঃপুরে অগ্নি? (ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া) কি?—বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন?

বাস।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! পার্শ্বে দেবী বসে' আছেন, ভয়-ব্যাকুল হয়ে আমি তা লক্ষ্য করি নি।

(দেবীর হস্ত গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন)

দেবি! ভয় নাই, ভয় নাই।

বাস।—মহারাজ, আমি আমার নিজের জন্ম বল্‌চিনে। আমি নির্দ্দয় হয়ে সাগরিকাকে এখানে শৃঙ্খল-বদ্ধ করে' রেখেছি—তারই সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

রাজা।—কি! দেবি, সাগরিকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত? এখনি আমি যাচ্ছি।

বসু।—মহারাজ, অকারণে কেন আপনি পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন কর্‌চেন?

বাভ্রব্য।—মহারাজ! বসুভূতি ঠিক্‌ই বলেছেন।

বিদূ।—(রাজার উত্তরীয় ধরিয়া) মহারাজ, ওরূপ দুঃসাহসের কাজ কর্‌বেন না, কর্‌বেন না।

রাজা।—(উত্তরীয় ছাড়াইয়া লইয়া) আরে মূর্খ, সাগরিকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তা দেখেও এখন আমি নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর্‌ব? (অনলে প্রবেশ ও ধূমে অভিভূত)

ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও
ধূমোদগার কোরো না অনল!
বল দেখি কেন তুমি
প্রকটিছ শিখার মণ্ডল?
প্রলয়দহন-সম
প্রিয়ার বিরহ-দাহে দগ্ধ যেই জন
বল দেখি হে অনল
কি তার করিতে পার করিয়া দহন?

বাস।—হা, এ কি হ'ল! আমার কথায় উনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন? আমি আর কেন তবে থাকি, আমিও ওঁর সঙ্গে যাই।

বিদূ।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অগ্রগামী হইয়া) আমিও তবে পথ প্রদর্শক হয়ে আগে আগে যাই।

বসু।—কি! বৎসরাজ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন? রাজকুমারীর এই বিপদ দেখে আমিই বা কি করে' নিশ্চেষ্ট থাকি—ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আমিও তবে আপনাকে আহুতি দি।

কঞ্চু।—(সাশ্রুলোচনে) হা মহারাজ! কেন অকারণে ভরতকুলকে সংশয়ের তুলাদণ্ডে নিক্ষেপ কর্‌চেন? অথবা বৃথা বচসায় কাজ কি, আমিও প্রভুভক্তির অনুরূপ কাজ করি।

(সকলের অগ্নি-প্রবেশ)

রাজা।—(দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন উপলব্ধি করিয়া) এরূপ অবস্থায় আমার মঙ্গল কিরূপে হইবে? (সম্মুখে অবলোকন এবং হর্ষ ও উদ্বেগ-সহকারে) এই যে! সাগরিকা অগ্নির নিকটবর্ত্তী, আমি এখনি গিয়ে ওঁকে উদ্ধার করি।

(শৃঙ্খল-বদ্ধা সাগরিকার প্রবেশ)

সাগ।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আঃ, বেশ হয়েছে! চারিদিকে আগুন জ্বলে' উঠেছে—আজ আমার কষ্টের অবসান হবে।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) দেখ প্রিয়ে! আমার প্রতি তুমি কি এখনও উদাসীন?

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) এ কি, আমার প্রাণেশ্বর যে—এঁকে দেখে আবার যে আমার বাঁচবার ইচ্ছে হচ্চে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাজা।—ক্ষণকাল সহ্য কর,
হতেছে বহুল ধূমোদ্গম।
(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)
হায় হায়! জ্বলিতেছে
স্তন হ'তে স্খলিত বসন।
(দেখিয়া)
বারম্বার কেন তুই হোস্‌ রে স্খলিত?
(সুস্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)
এ কি প্রিয়ে! এখনো যে তুমি শৃঙ্খলিত।
চল চল নিয়ে যাই তোমারে সত্বর,
আমা-পরে কর ন্যস্ত শরীরের ভর।
(কণ্ঠে লইয়া নিমীলিত-নয়নে স্পর্শ-সুখের অভিনয়)
অহো! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত সন্তাপ দূর হল। প্রিয়ে! আর কোন ভয় নাই।
দেখ প্রিয়ে!
অগ্নি লাগিলেও গাত্রে দহনে অক্ষম,
তব স্পর্শে মর্ম্ম-তাপ হয় উপশম।
(নেত্র উন্মীলিত করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)
কি আশ্চর্য্য!
কোথায় সে অগ্নিকাণ্ড?—না দেখি তো আর,
অন্তঃপুর ধরে যে গো পূর্ব্বেরি আকার।
(বাসবদত্তাকে দেখিয়া)
কোথায় প্রিয়া?—এ কি! এ যে অবন্তি-রাজ-দুহিতা বাসবদত্তা!

বাস।—(রাজার শরীর স্পর্শ করিয়া সহর্ষে) আ, বাঁচা গেল! মহারাজের শরীর বেশ অক্ষত আছে।

রাজা।—এই যে বাভ্রব্য!

বাভ্রব্য।—মহারাজের জয় হোক্! কি সৌভাগ্য! আমরা সবাই বেঁচে গিছি।

রাজা।—এই যে বসুভূতি!

বসু।—মহারাজের কি সৌভাগ্য!

রাজা।—এই যে সখা!

বিদু।—মহারাজের জয়-জয়কার হোক্!

রাজা।—(মনে মনে বিচার করিয়া)

এ কি ব্যাপার?—কিছুই তো বুঝ্‌তে পারচিনে —এ কি স্বপ্ন-বিভ্রম, না ইন্দ্রজাল?

বিদু।—দেখুন মহারাজ, কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, এ নিশ্চয় সেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার! মনে নেই মহারাজ?—সে যাদুকর যাবার বলেছিল "আমার আর একটা খেলা আছে, তা মহারাজের অবিশ্যি করে' দেখ্‌তে হবে"।—এই সেই খেলা আর কি।

রাজা।—দেবি! তোমার আদেশ-ক্রমেই সাগরিকাকে এখানে আনা হয়েছে।

বাস।—(হাসিয়া) মহারাজ! সে সব আমি জানি।

বসু।—(সাগরিকাকে দেখিয়া চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমাদের রাজকুমারীর সহিত এঁর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে না?

বাভ্র।—হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

বসু।—(প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) এই কন্যাটি কোথা হ'তে পেলেন মহারাজ?

রাজা।—দেবী জানেন।

বসু।—দেবি! এই কন্যাটিকে কোথা হ'তে পেলেন?

বাস।—দেখ অমাত্য, সাগর হ'তে পাওয়া গেছে, এই কথা বোলে যৌগন্ধরায়ণ এঁকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। তাই এঁকে আমরা সাগরিকা বলে' ডাকি।

রাজা।—(স্বগত) কি?—যৌগন্ধরায়ণ মহিষীর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন? আমাকে না জানিয়ে তিনি কি কিছু করবেন?

বসু।—(চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, বসন্তকের গলায় রত্নমালা ও সাগরিকাকে সাগর হ'তে পাওয়া —এ দুটোই মিলচে, অতএব ইনিই নিশ্চয় সিংহলেশ্বরের দুহিতা রত্নাবলী। (নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে) বৎসে রাজকুমারি রত্নাবলি! তোমার এইরূপ অবস্থা হয়েছে?

সাগ।—(বসুভূতিকে দেখিয়া সাশ্রু-লোচনে) এ কি! অমাত্য বসুভূতি যে!

বসু।—হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—আমি কি হতভাগ্য!

(ভূতলে পতন)

সাগ।—হা! পিতা, তুমি কোথায়?—মা, তুমি কোথায়?—এই হতভাগিনীর কথার উত্তর দেও। (ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা)

বাস।—(শশব্যস্তভাবে) কঞ্চুকি! ইনিই কি আমার ভগিনী রত্নাবলী?

কঞ্চুকী।—হাঁ দেবি!

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) শান্ত হও বোন্, শান্ত হও।

রাজা।—কি? মহাকুল-সম্ভব সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর ইনি আত্মজা?

বিদু।—(রত্নমালা দেখিয়া স্বগত) আমি প্রথমেই বুঝেছিলেম, সামান্য লোকের এরূপ অলঙ্কার কখনই হ'তে পারে না।

বসু।—(গাত্রোত্থান করিয়া) শান্ত হও রাজকুমারি! শান্ত হও। ঐ দেখ, তোমার জন্য তোমার ভগিনী কত কাতর হয়েছেন! ওঁকে তুমি একবার আলিঙ্গন কর।

রত্না।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া ও রাজাকে আড়্‌চক্ষে দেখিয়া স্বগত) আমি কত অপরাধ করেছি— এখন কি করে' দেবীর কাছে মুখ দেখাব?

বাস।—(সাশ্রু লোচনে বাহু প্রসারণ করিয়া) এসো বোন্, এসো—আমি তোমার প্রতি কত নিষ্ঠুরতা করেছি—সে সব ভুলে গিয়ে এখন আমাকে ভগিনীর স্নেহ-চক্ষে একবারটি দেখ। (কণ্ঠ আলিঙ্গন)

(রত্নাবলীর পদস্খলন)

বাস।—(চুপি চুপি) দেখ মহারাজ, আমার নিষ্ঠুরতার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, এর বন্ধনটা শীঘ্র খুলে দেও।

রাজা।—(সপরিতোষে) এখনি খুলে দিচ্ছি।

(সাগরিকার বন্ধন মোচন)

বাস।—যৌগন্ধরায়ণই আমার এই সমস্ত নিষ্ঠুরতার মূল। কারণ, তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জেনেও আমাকে কিছু বলেন নি।

(যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ)

যৌগ।—(স্বগত)

আমার বচন শুনি'
সাগরিকায় মহিষী দিলেন আশ্রয়,
সপত্নীরে জুটাইয়া
দেবীরে বিচ্ছেদ-কষ্ট দিলাম নিশ্চয়।
হলে প্রভু পৃথ্বীপতি
অবশ্য দেবীর হবে আনন্দ তখন,
তবুও লজ্জায় আমি
কিছুতে পারিতেছি না দেখাতে বদন।

অথবা কি করা যায়, আমি যেরূপ স্বামি-ভক্তিব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তির অনুরোধেও স্বামীর হিতসাধনে নিরস্ত থাকা যায় না।

(নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে মহারাজ, এইবার তবে নিকটে যাই। (সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্। (পদতলে পড়িয়া) আমি একটা কাজ মহারাজকে না জানিয়েই করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা।—না জানিয়ে কি কাজ করেছ মন্ত্রি, আমাকে বল।

যৌগ।—মহারাজ আসন গ্রহণ করুন, আমি সমস্ত নিবেদন করচি। (রাজার সহিত সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

যৌগ।—মহারাজ, শুনুন তবে। একজন সিদ্ধপুরুষ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যিনি সিংহলেশ্বরের এই দুহিতার পাণিগ্রহণ করবেন, তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন। সেই কথায় বিশ্বাস করে' আমি মহারাজের জন্য সিংহলেশ্বরের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করি, কিন্তু দেবী বাসবদত্তার মনোবেদনা হবে বোলে তিনি কিছুতেই তাতে সম্মত হন নি।

রাজা।—তখন তুমি কি করলে?

যৌগ।—(সলজ্জভাবে) তখন, দেবী বাসবদত্তা গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়েছেন, সিংহলবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটা জনরব রটিয়ে দিয়ে, বাভ্রব্যকে সিংহলেশ্বরের নিকট পাঠিয়ে দিলেম।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তার পর কি হ'ল, আমি শুনেছি। কিন্তু কি মনে করে' সাগরিকাকে দেবীর হস্তে অর্পণ করলে বল দিকি?

বিদূ।—আমাকে না বল্লেও আমি ওঁর অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেছি, অন্তঃপুরে থাক্‌লে সহজে মহারাজের চোখে পড়বে কি না, তাই আর কি।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তোমার অভিপ্রায় বসন্তক ঠিকই বুঝেছেন।

যৌগ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—আমার মনে হয়, এই ভোজবাজির ব্যাপারটাও তোমার মন্ত্রণাতেই হয়েছে!

যৌগ।—মহারাজ এইরূপ কৌশল না করলে, অন্তঃপুরে শৃঙ্খলবদ্ধা সাগরিকাকে মহারাজই বা কি করে' দেখ্‌বেন, আর বসুভূতি পূর্ব্বে যাঁকে কখনও দেখেন নি, তিনিই বা কি করে' তাঁকে চিন্‌তে পারবেন? (হাসিয়া) এখন দেবী তো ওঁকে ভগিনী বোলে জান্‌তে পেরেছেন, এখন ভগিনীর প্রতি দেবীর যা কর্ত্তব্য, দেবী তা করুন।

বাস।—(সস্মিত) অমাত্য-মহাশয়, স্পষ্ট করেই বলুন না কেন "রত্নাবলীকে তুমি এইবার মহারাজের হাতে সমর্পণ কর"।

বিদূ।—দেবি, আপনি অমাত্যের মনের ভাব ঠিকই বুঝেছেন।

বাস।—(হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া) এসো রত্নাবলী, এসো। তুমি আর আমার সপত্নী নও—তুমি এখন আমার ভগিনী, এসো। (স্বকীয় আভরণে সাগরিকাকে ভূষিত করিয়া এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, রাজার সমীপে আগমন)

মহারাজ, এই নেও, রত্নাবলীকে তোমার হাতে সমর্পণ করলেম।

রাজা।—(সহর্ষে হস্ত প্রসারণ করিয়া) দেবীর প্রসাদ কে না সাদরে গ্রহণ করে? (সাগরিকাকে গ্রহণ)

বাস।—দেখ মহারাজ, এঁর জ্ঞাতি-কুটুম্ব দূরদেশে আছেন, এঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করবে, যাতে উনি তাঁদের স্মরণ করবার অবসর পর্য্যন্ত না পান।

রাজা।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

বিদূ।—(সহর্ষে নৃত্য) হি হি হি হি! মহারাজের জয় হোক্! এতক্ষণে সমস্ত পৃথিবীটা সখার হস্তগত হ'ল।

বসু। রাজকুমারি, দেবী বাসবদত্তাকে প্রণাম কর।

রত্নাবলী।—(তথা করণ)

বাভ্র।—দেবি! যথার্থই আপনি দেবী শব্দের বাচ্য।

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) রত্নাবলি! আজ হ'তে তুমিও দেবী-পদে অভিষিক্ত হলে।

বাভ্র।—এখন আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হ'ল।

যৌগ।—এখন বলুন, মহারাজের আর কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

রাজা। এর পর প্রিয় কার্য্য আর কি হতে পারে?

হ'লেন বিক্রম-বাহু আত্মীয় আমার,
লভিলাম প্রিয়া মোর—রমণীর সার,
—সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের সিদ্ধি গো নিদান,
দেবীও ভগিনী-লাভে হরষিত-প্রাণ।

হইল কোশলজয়,
থাকিতে গো তোমা-সম অমাত্য-প্রবর
কি আছে অভাব মোর
যার তরে লালায়িত হইবে অন্তর?

যা হোক্, এখন এইমাত্র প্রার্থনা :—

ইন্দ্রদেব যথা-কালে বরষিয়া জল
করুন্ প্রচুর শস্যে পূর্ণ ধরাতল।
ইষ্ট-যাগে সদ্বিপ্র তুষুন দেবগণে,
কাটুক সুখেতে কাল সজ্জন-সঙ্গমে।
বজ্রবৎ সুদুর্জ্জয় খল-বাক্য-বাণ
নিঃশেষ হইয়া যেন করে অন্তর্ধান।

ইতি রত্নাবলী সমাপ্ত।

প্রিয়দর্শিকা

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

প্রিয়দর্শিকা একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। রত্নাবলী ও নাগানন্দ যাঁহার রচনা, সেই রাজা শ্রীহর্ষদেবই এই নাটিকার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, এই সকল গ্রন্থ তাঁহার নিজের নহে,—উহা তাঁহার সভাপণ্ডিত "কাদম্বরী"কার বাণভট্টের রচনা। রচনা যাঁহারই হউক না কেন, এই নাটিকার রচয়িতা যে একজন সুনিপুণ নাট্য-কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটা দেখা যায়, ইহাতে কবিতা-শ্লোকের বেশী বাড়াবাড়ি ও আড়ম্বর নাই। এই নাটিকাখানি, গ্রন্থকারের অপর দুইটি নাটিকা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। বরং ইহাকে নাট্যাংশে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহার বস্তু-বিন্যাসে কোন অলৌকিক কিম্বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার ঘটনাগুলি বেশ স্বাভাবিকভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে। রত্নাবলীর বৎসরাজ, বাসবদত্তা, ইহাতেও আছে; কিন্তু উহাদের চরিত্র চিত্রে একটু যেন বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। রত্নাবলী ও নাগানন্দের আখ্যান-বস্তু কথাসরিৎসাগর হইতে গৃহীত। কিন্তু ইহার আখ্যান-বস্তু কবির স্বকপোল-কল্পিত। ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিতের ন্যায় এবং কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় ইহাতেও "নাটকের মধ্যে নাটকের" অবতারণা আছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, শ্রীহর্ষদেব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন।

এই নাটিকার মহিষীর জন্ম-বিবরণ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। মহিষী বাসবদত্তাকে কোথাও প্রদ্যোত-তনয়া, কোথাও বা মহাসেনের দুহিতা বলা হইয়াছে। ইহার যথাযথ বিবরণ, টিপ্পনীযোগে যথাস্থানে প্রদত্ত হইল। আমার বোধ হয়, এই সুন্দর নাটিকাটি বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না; প্রচলিত থাকিলে, উইল্‌সান্ সাহেবের প্রসিদ্ধ "হিন্দুথেটর"- গ্রন্থে অবশ্যই ইহার উল্লেখ থাকিত।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।

কঞ্চুকী (বিনয়-বসু)—অঙ্গরাজ-দৃঢ়বর্ম্মার কঞ্চুকী।

বৎসরাজ (উদয়ন)—নায়ক; কৌশাম্বির রাজা।

বিদূষক।—(বসন্তক)

বিজয়সেন—বৎসরাজের সেনাপতি।

রুমণ্বান্—বৎসরাজের একজন মন্ত্রী।

স্ত্রীবর্গ

প্রতীহারী (যশোধরা)

বাসবদত্তা—বৎসরাজের মহিষী।

ইন্দীবরিকা, কাঞ্চনমালা—দাসী।

আরণ্যকা (প্রিয়দর্শিকা)—দৃঢ়বর্ম্মার দুহিতা; নায়িকা।

মনোরমা।—পরিচারিকা ও আরণ্যকার সখী।

সাংকৃত্যায়নী।—রাজবাটীর কোন মাননীয়া বৃদ্ধা।

প্রিয়দর্শিকা

নাটিকা

পাণিগ্রহ-অনুষ্ঠানে ধূমাকুল দৃষ্টি যার,
অথচ উৎফুল্ল আঁখি
হর-ভাল-ইন্দুর ময়ূখে ;
অতি সমুৎসুক যিনি হেরিতে আপন বরে
কিন্তু লজ্জানত-মুখী
পুরোহিত ব্রহ্মার সম্মুখে ;
যিনি ঈর্ষ্যান্বিতা অতি নখেন্দু-দর্পণে হেরি,
—হরের মস্তকে গঙ্গা
করে অবস্থান ;
তবু হর-ছায়া-স্পর্শে রোমাঞ্চিত তনু যাঁর
সেই গৌরী তোমাদের
করুন কল্যাণ।

অপিচ :—

কৈলাসাদ্রি, দশানন করিলেন ঊর্দ্ধে উত্তোলিত
ভূতদের কৌতূহল তাহাতে হইল উত্তেজিত।
কুমার সে কার্ত্তিকেয় মাতৃক্রোড়ে পশিলা সভয়,
শিবাঙ্গ-ভূষণ সর্প হইল গো রুষ্ট অতিশয়।
অদ্রি-ভারে দশানন শ্রান্ত-পদ, অবসন্ন-কায়,
তবুও উঠায়ে তাহা পাতাল-গরতে চলি' যায়।
এই সব দেখি' যিনি হইয়াও অতিশয় রুষ্ট
অতিভীতা পার্ব্বতীর আলিঙ্গনে হইলেন হৃষ্ট
—সেই সে শঙ্কর শিব বিপদ-নাশন
তোমা-সবাকারে এবে করুন রক্ষণ।

নান্দীর পর

সূত্রধার।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ শ্রীহর্ষ-দেবের পাদপদ্মোপজীবী যে সকল রাজা নানা দিগ্-দেশ হ'তে এখানে এসেছেন, তাঁরা আজ আমাকে, এই বসন্তোৎসবে, বহু সমাদর-পূর্ব্বক আহ্বান ক'রে বল্লেন :—"আমরা লোকপরম্পরায় শুনেছি, আমাদের স্বপ্রভু শ্রীহর্ষদেব অপূর্ব্ব-আখ্যান-বস্তু-অলঙ্কৃত "প্রিয়দর্শিকা" নামে একটি নাটিকা রচনা করেছেন কিন্তু আমরা তার অভিনয় দেখি নি। অতএ আমাদের প্রতি সম্মান কিম্বা অনুগ্রহ প্রদর্শন ক সর্ব্বজনপ্রিয় সেই রাজার রচিত নাটিকাটি তুমি অভি নয় কর।" এখন তবে আমি সাজসজ্জা সম প্রস্তুত ক'রে যথাভিলষিত কার্য্যটি সম্পাদন করি গে (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আমি বুঝ পার্‌চি, উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মন বিলক্ষণ আকৃ হয়েছে। কেননা :—

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি ; পরিষৎ গুণগ্রাহী
বৎসরাজ-আখ্যায়িকা
অতিশয় জনচিত্তহর ;
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে ; বস্তুই পর্য্যাপ্ত একা,
তাহে পুন সর্ব্বগুণ
মোর ভাগ্যে হেথা একত্তর।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে প্রস্তাবনা আরম্ভ কর্‌বামাত্রই আমার অভিপ্রা বুঝে, অঙ্গাধিপতি-"দৃঢ়বর্ম্মার" কঞ্চুকীর ভূমিক গ্রহণ ক'রে, আমার ভ্রাতা এই দিকে আস্‌চেন আমিও তবে, তার পরের ভূমিকাটি গ্রহণ করি গে।

[প্রস্থান

ইতি প্রস্তাবনা

বিষ্কম্ভক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—(শোককষ্ট প্রকাশ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস)
ওঃ! কি কষ্ট!—কি কষ্ট!

রাজার বিপদ, আর বন্ধুর বিয়োগ-দুঃখ,
দেশচ্যুতি, দুর্গম-পথ-ক্লেশ কত,
—দীর্ঘজীবনের এই কটু অনিষ্ট ফল
ভুগিতেছি আমাদের আমি অভাগা।

(শোক-সহকারে ও সবিস্ময়ে) রঘু-দিলীপ-নহুষ-তুল্য সেই অপ্রতিহতশক্তি দৃঢ়বর্ম্মা, কলিঙ্গরাজের প্রার্থনা সত্ত্বেও, নিজ দুহিতাকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ কর্‌লেন, তাই হতভাগা কলিঙ্গরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে একটা রন্ধ্র পেয়েই সহসা এসে দৃঢ়বর্ম্মাকে বন্দী কর্‌লে ; তিনি সেই বন্ধন হ'তে এখনও মুক্ত হন নি। এ কথা সত্য হ'লেও সহসা যেন বিশ্বাস হয় না। ওঃ! দৈব আমাদের প্রতি কি নিষ্ঠুর! সে যাই হোক্, আমার প্রভুর যাতে কথা রক্ষা হয়, সেই হেতু রাজকুমারীকে কোন প্রকারে বৎসরাজের সমীপে উপনীত করে' প্রভুকে নিজ বাক্য-ঋণ হ'তে মুক্ত কর্‌ব মনে কর্‌লেম—এবং এই মনে করে', কলিঙ্গরাজের সেই প্রলয়-কালবৎ দারুণ আক্রমণের সময়, রাজকুমারীকে উঠিয়ে নিয়ে, দৃঢ়বর্ম্মার মিত্র আরণ্য-রাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে স্থাপন কর্‌লেম। সেখান থেকে বেশী দূর নয়—অগস্ত্যতীর্থে স্নান কর্‌তে গিয়েছি, এমন সময় ক্ষণেকের মধ্যে, বৎস-রাজের সৈন্য সেখানে হঠাৎ এসে বিন্ধ্যকেতুকে ও তাঁর সমস্ত লোকজনকে বধ করে' তাঁর গৃহ অগ্নিসাৎ কর্‌লে।—এখন তাঁর কি অবস্থা হয়েছে, কিছুই জানিনে। সেই সমস্ত স্থান আমার নিকট বিশেষ-রূপে পরিচিত হলেও সেই দস্যুরা রাজকুমারীকে যে কোথায় নিয়ে গেল, আমি কিছুই জানিনে। তাকে পুড়িয়ে মার্‌লে কি না, তাই বা কে বল্‌তে পারে। হতভাগ্য আমি এখন করি কি? (চিন্তা করিয়া) তবে লোকমুখে এই কথা শুনেছি যে, সেই বৎসরাজ * বন্ধনাগার হ'তে পলায়ন করে' † প্রদ্যোত-তনয়া বাসবদত্তাকে হরণ করে', কৌশাম্বীতে এসেছেন। সেইখানেই কি এখন যাব?

(আত্ম-অবস্থা দর্শনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস) রাজ-কুমারীকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে পারলেম না—এখন সেখানে গিয়ে কি বল্‌ব? ওহো! আজ বিন্ধ্যকেতু আমাকে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন :—"ভয় নাই, পূজনীয় মহারাজ দৃঢ়বর্ম্মা এখনও জীবিত আছেন—কিন্তু তাঁর শরীর শত্রুর প্রহারে একেবারে জর্জ্জরিত।" এখন তবে আমি প্রভুর নিকটে গিয়ে, তাঁর চরণ-সেবায় আমার এই অবশিষ্ট জীবন-কালকে সার্থক করি :—উঃ! কি শরতের উত্তাপ! আমার জীবনে অনেক দুঃখ-সন্তাপ সহ্য করেছি, তবুও এই তীব্রতা এখন আমার অনুভব হচ্ছে।

* বন্ধন-বিমুক্ত রবি কন্যারে পাইয়া, পরে
তুলারাশি আরোহিয়া
স্বধাম লভিয়া দেয় প্রখর উত্তাপ।
ঠিক্ যেন বৎসরাজ কন্যারত্ন করি লাভ
কারা হ'তে পলাইয়া
নিজ ধামে গিয়া ধরে স্বকীয় প্রতাপ॥

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

প্রথম অঙ্ক

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—

ভৃত্যদের অবিকৃত প্রভুভক্তি হ'নু অবগত ;
—মন্ত্রীদের বুদ্ধি আর ; জানিনু কে মিত্র অনুগত ;
পৌরজন-অনুরাগ জানিলাম আরো গো অধিক ;
যুদ্ধ-বিগ্রহের কাজে হইলাম পূর্ণ সাহসিক ;
লভিলাম নারীরত্ন ; নিষ্কাম পরম-সমান
বন্ধন হইতে সখা দেখ আমি কি না পাইলাম।

বিদূষক।—(সরোষে) তুমি সেই অযত্ন বন্ধন-দশার প্রশংসা কর্‌চ? তুমি কি এখন ভুলে গেছ? মনে করে' দেখ, নবধৃত গজপতির মতন তোমার পায়ের শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ হচ্চে, আর মধ্যে-মধ্যে পদস্খলন হচ্চে—শূন্য-হৃদয়ে অসহ্য মনস্তাপ ভোগ কর্‌চ—রোষবশে স্তম্ভিত-দৃষ্টি হয়ে, ভূতলে ক্রমাগত সবলে করাঘাত কর্‌চ—অনিদ্রায় রজনী যাপন কর্‌চ—এ সমস্ত কি ভুলে গেলে সখা?

---

* ইতিমধ্যে উজ্জয়িনীর রাজা মহাসেন বৎসরাজকে ছল-ক্রমে কারারুদ্ধ করেন। তাহার ইতিহাস পাঠক পরে অবগত হইবেন।

† এই নাটিকার অন্যত্র, বাসবদত্তার পিতার নাম "মহাসেন" বলা হইয়াছে।

* এই কবিতাটি দ্ব্যর্থবাচক। রবির পক্ষে কন্যা-রাশিতে গমন, বৎসরাজের পক্ষে কন্যারত্নলাভ ; রবির পক্ষে তুলা রাশি ; বৎসরাজের পক্ষে উচ্চ স্থান। রবির পক্ষে নিজ ধাম অর্থে নিজ তেজ ; বৎসরাজের পক্ষে নিজ ধাম অর্থে নিজ গৃহ।

রাজা।—বসন্তক! তুমি অতি দুর্জন—নিন্দা করাই দেখ্‌ছি তোমার স্বভাব। দেখ :—

দেখিলে শুধুই ঘোর কারা-অন্ধকার,
না দেখিলে হ্যতি সেই মুখ-চন্দ্রমার;
ব্যথিল তোমারে শুধু নিগড়-স্বনন,
না শুনিলে তার সেই মধুর বচন;
কারারক্ষী-ভ্রুকুটিটি আছে শুধু মনে,
স্নিগ্ধ কটাক্ষ তার না ভাবো এক্ষণে;
বন্ধনের দোষ্‌ই তুমি দেখিছ অশেষ,
প্রদ্যোতপুত্রীর গুণ নাহি দেখ লেশ।

বিদূষক।—(সগর্বে) ওগো, যদি বন্ধনই সুখের হয়, তবে দৃঢ়বর্ম্মাকে কারাবদ্ধ করেছ বলে' তুমি কলিঙ্গরাজের উপর রাগ কর কেন?

রাজা।—(হাসিয়া) ধিক্ মূর্খ! সবাই তো আর বৎসরাজ নয় যে, বাসবদত্তাকে নিয়ে কারাগার থেকে পলায়ন করবে। এখন সে কথা থাক্। অনেক দিন হ'ল, বিন্ধ্যকেতুকে আক্রমণ করবার জন্য বিজয়সেনকে পাঠান হয়েছে; আজ পর্য্যন্ত কেউ সেখান থেকে ফিরে এল না। আচ্ছা, অমাত্য রুমখান্‌কে ডেকে আনো দিকি: তাঁর সঙ্গে আমি একটু বাক্যালাপ কর্‌তে চাই।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—মহারাজের জয় হোক্! বিজয়সেন আর রুমখান দুজনেই দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাজা।—তাঁদের উভয়কেই নিয়ে এসো।

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

(রুমখান্ ও বিজয়সেনের প্রবেশ)

রুমখান্।—(চিন্তা করিয়া)

আজ্ঞামাত্র চলি গিয়া ভৃত্যগণ কোন কার্য্য-বশে,
বিনা-দোষে দোষী-সম রাজগৃহে ভয়ে ভয়ে পশে।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—(আসন নির্দ্দেশ করিয়া) রুমখান্! এই দিকে বোসো।

রুমখান্।—(সস্মিত উপবেশন) বিন্ধ্যকেতু-বিজয়ী এই বিজয়সেন মহারাজকে প্রণাম কর্‌ছেন।

(বিজয়সেনের তথাকরণ)

রাজা।—(সাদরে আলিঙ্গন করিয়া) সমস্ত কুশল তো?

বিজয়সেন।—প্রভুরই প্রসাদে।

রাজা।—বিজয়সেন, বোসো।

বিজয়।—(উপবেশন)

রাজা।—বিজয়সেন! এখন বিন্ধ্যকেতুর সমস্ত বৃত্তান্ত বল'।

বিজয়।—মহারাজ! কি আর বল্‌ব! প্রভু কুপিত হ'লে যেরূপ ঘটে, তাই হয়েছে।

রাজা।—তবু, সবিস্তারে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

বিজয়সেন।—মহারাজ! তবে শ্রবণ করুন! মহারাজের শ্রীচরণের আদেশক্রমে, করি-তুরঙ্গ-পদাতি-সৈন্যের সহিত যাত্রা করে' পথ সুদীর্ঘ হলেও, তিন দিবসের মধ্যে তা অতিক্রম করে', প্রভাত সময়ে অতর্কিতভাবে বিন্ধ্যকেতুর উপর গিয়ে পড়লেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিজয়সেন।—তার পর, তিনিও আমাদের তুমুল সৈন্য কোলাহলে জাগ্রত হয়ে সিংহের ন্যায় বিন্ধ্য-কন্দর হ'তে নির্গত হয়ে নিজের কত বল-বাহন আছে, তার তত্ত্বাবধান না করেই হাতের কাছে উপস্থিত যে সহায় পেলেন, তাদের নিয়েই স্বনাম ঘোষণা কর্‌তে কর্‌তে সহসা আমাদের আক্রমণ কর্‌লেন।

রাজা।—(রুমখানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সস্মিত) এ বিন্ধ্যকেতুরই উপযুক্ত! তার পর, তার পর?

বিজয়সেন।—তার পর "ওই তিনি" এই কথা বলে' দ্বিগুণ বলবিক্রম ও উৎসাহের সহিত আক্রমণ করে', সেই নিঃশেষ-সহায় বিন্ধ্যকেতু একাকী আমাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

রাজা।—সাধু বিন্ধ্যকেতু! সাধু! সাধু!

বিজয়সেন।—আর অধিক কি বর্ণনা কর্‌ব মহারাজ, সংক্ষেপে নিবেদন করি—

বক্ষের পেষণে পিষি' পদাতিক সৈন্যদের
করি' চুর-চুর,
শরজালে, অশ্ব-সৈন্যে অন্ত-মৃগ-দল সম
করি দিয়া দূর,
সর্ব্বত্র ছুঁড়িয়া অস্ত্র, শেষে খড়্গ খুলিয়া সত্বর,
কদলী-কানন-সম কাটিতে লাগিলা করি-কর।

এইরূপে একা বীর ত্রিবর্গ সৈন্যের বলে
হইয়া আকুল,

কৃপাণ-কিরণে করি' উদ্ভাসিত আপনার
স্কন্ধ সুবিপুল,
শত শত শস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত-উরু-বক্ষ,
অতি ক্লান্ত শ্রমে,
বহুক্ষণ ধরি বুঝি, অবশেষে বিন্ধ্যকেতু
হত হ'ল রণে।

রাজা।—দেখ রুমণ্বান্! সৎপুরুষোচিত মার্গ অনুসরণ করে' বিন্ধ্যকেতু মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মরণে আমরা নিতান্তই লজ্জিত।

রুমণ্বান্।—মহারাজ! আপনার ন্যায় গুণ-পক্ষপাতী ব্যক্তিরা শত্রুর গুণ দর্শনেও আনন্দিত হন।

রাজা। দেখ বিজয়সেন! বিন্ধ্যকেতুর কোন সন্তানাদি আছে কি—যাকে পরিতোষের ফলস্বরূপ আমরা কিছু পুরস্কার দিতে পারি?

বিজয়সেন।—মহারাজ! সে কথাও শ্রীচরণে নিবেদন করচি। এইরূপে সবন্ধুপরিবারে বিন্ধ্যকেতু নিহত ও তাঁর সহধর্ম্মিণী অনুমৃতা হ'লে সেই শূন্য জনপদের সেই শূন্য স্থানে, বিন্ধ্যকেতুর গৃহে, উচ্চকুলোদ্ভবার ন্যায় লক্ষিত একটি কন্যা "হা তাত, হা তাত" এইরূপ করুণস্বরে বিলাপ করচে দেখা গেল; তাঁকেই বিন্ধ্যকেতুর দুহিতা মনে করে' আমরা নিয়ে এসেছি। তিনি দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন মহারাজের যেরূপ আদেশ হয়।

রাজা।—(প্রতীহারীর প্রতি) দেখ যশোধরা তুমি যাও; তুমি গিয়ে তাঁকে বাসবদত্তার হস্তে সমর্পণ কর, আর দেবীকে বল, তিনি যেন তাঁকে সর্ব্বদা ভগিনী-ভাবে দেখেন; বিশিষ্ট-বংশের কন্যার ন্যায় তাঁকে যেন নৃত্য গীত বাদ্য সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়; আর বিবাহযোগ্যা হ'লে আমাকে যেন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।—

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—

জলবিলাসিনীদের সলিল-মজ্জন-ক্রীড়া-তরে
জানীর মজ্জন দ্রব্য সুসজ্জিত স্নানভূমি'পরে।
উৎকণ্ঠ স্বর্ণকুম্ভ উঠায় যথনি তারা
করিয়া আয়াস,

অমনি বসন খসি' অনাবৃত শুভ্র স্তন
হয় পরকাশ।

রাজা—(উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এই যে, ভগবান্ সহস্ররশ্মি নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে এসেছেন। এখন:—

তাপিয়া ভানুর তাপে শফরী-মৎস্য দলে-দল,
লাফায়ে লাফায়ে উঠি' উজলয়ে দীর্ঘিকার জল।
যদিও শিথিল নৃত্যে— তবু শিখী, ছত্রাকার
পিচ্ছ তার করে প্রসারিত;
আলবাল-জললুব্ধ মৃগশিশু, তরুদের
ছায়া-চক্রে হয় উপনীত।
গজের ত্যজিয়া গণ্ড এবে মধুকর
প্রবেশ করয়ে তার কর্ণের ভিতর।

ওঠো ওঠো, রুমণ্বান্! গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে বিজয়সেনের যথোচিত আদর-সৎকার করে' কলিঙ্গ-রাজের উচ্ছেদের জন্য তাঁকে এখনি পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—ইন্দীবরিকা আমাকে বল্লে, "দেখ ঠাকুর, দেবী বাসবদত্তা উপবাস-নিয়ম পালন করেচেন, আর স্বস্তি-মন্ত্র পড়বার জন্য তোমাকে ডাক্চেন। আচ্ছা, তবে এখন ফোয়ারা-বাগানের দীঘিতে স্নান ক'রে সেখানে গিয়ে কুক্কুড়োর মত চীৎকার করি গে। নইলে আমাদের ব্রাহ্মণেরা রাজবাড়ীতে দান-দক্ষিণা পায় কি করে'? আমার প্রিয় বয়স্যও আজ বিরহ-কষ্ট দূর করবার জন্য সেই ফোয়ারা-বাগানেই গেছেন। এখন তবে তাঁর সঙ্গেই গিয়ে যথোচিত অনুষ্ঠানাদি করি গে।

(সোৎকণ্ঠে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—

উপবাস-ব্রত-বিধি করিয়া পালন
তাইতে হয়েছে ক্ষীণ, না সয়ে বচন;

প্রভাতের ইন্দু-সম পাণ্ডুবর্ণ-মুখ,
নব-অনুরাগ-বশে মিলনে উৎসুক ;
—এ হেন সে প্রেয়সীরে করিতে দর্শন
সোৎকণ্ঠ হয়ে আছে আজি মোর মন।

বিদূষক।—(নিকটে গিয়া) স্বস্তি হোক্। কল্যাণ হোক্।

রাজা।—(দেখিয়া) বসন্তক, আজ তোমাকে যে এত হৃষ্ট দেখ্‌চি ?

বিদূষক।—দেবী আজ ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করবেন।

রাজা।—তোমার তাতে কি ?

বিদূষক।—(সগর্ব্বে) ওগো ! এইরূপ ব্রাহ্মণেরই অর্চ্চনা হবে। যে রাজবাড়ী—চতুর্ব্বেদী, পঞ্চবেদী, ষড়্‌বেদী এইরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণে তোলপাড়, সেই রাজবাড়ীতে আমিই আজ দেবীর কাছ থেকে স্বস্তির দান-সামগ্রী পাব।

রাজা।—(হাসিয়া) বেদের সংখ্যা নির্দ্দেশেই তোমার ব্রাহ্মণ্য বিলক্ষণ বোঝা গেছে। তা এস মহাব্রাহ্মণ, এখন ধারাগৃহ-উদ্যানে * যাওয়া যাক্।

বিদূষক।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা।—তুমি আগে আগে যাও।

বিদূষক।—এই যাই। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) দেখ দেখ সখা ! এই ফোয়ারা-বাগানের কেমন শোভা হয়েচে। শিলাতলের উপর বিবিধ সুকুমার কুসুম অবিরল পড়চে, পরিমল-বিলীন ভ্রমরের ভরে বকুল মালতী লতাগুলি যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়চে—কমলগন্ধে মারুত উদ্দাম হয়ে চারিদিকে জেগে উঠেছে— † "বন্ধুক"-বন্ধনে তমাল এরূপ ঘন আচ্ছন্ন যে, তাতে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ কর্‌তে পারুচে না।

রাজা।—বয়স্য, তুমি ঠিক্ বলেচ। আরও দেখ, এখানে :—

সেফালির বৃন্তগুলি ক্ষুদ্র প্রবালের মত
ভূমিতল ছায় ;
সপ্তচ্ছদের গন্ধ গজ-মদ-গন্ধ বলি'
ভ্রান্তি জনমায় ;
ফুল-পদ্ম-রসে অন্ধ পিঙ্গরাগে সুরঞ্জিত
অলিগণ তায়
সুরাপানে হয়ে মত্ত হইয়াও বাক্যহীন
কি যেন কি গায়।

বিদূষক।—আরো দেখ সখা, এই সপ্তচ্ছদ গাছ থেকে কুসুমরাশি কেমন অবিরলধারে পড়ছে।—যদিও এখন বর্ষার অবসান,—তবু ঠিক্ যেন পদ্মপুঞ্জের মধ্য হ'তে জলবিন্দু ঝরে ঝরে পড়চে।

রাজা।—তোমার উপমাটি সুন্দর হয়েচে। বর্ষার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে। দেখ না কেন ;

হরিয়া শিরীষ শোভা বৃন্ত-বিগলিত যত
বন্ধুক কুসুমচয়
ছেয়েছে শাদ্বল ;
মরকত-চূর্ণ দিয়া ক্ষালিত হয়েছে যেন
সদ্য-বিনির্ম্মিত চারু
কুট্টিম বিমল ;
বর্ষা গত, তবু যেন শত ইন্দ্রগোপ-কীটে
আচ্ছন্ন হয়েছে এই
মৃদু ভূমিতল।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—দেবী বাসবদত্তা আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন :—"ওলো ইন্দীবরিকে ! অগস্ত্য মহর্ষিকে আজ আমার অর্ঘ্য দিতে হবে—তা তুই যা, কতকগুলি শেফালিকা-ফুলের মালা শীঘ্র নিয়ে আয়। আর এই আরণ্যকাও গিয়ে দীর্ঘিকার কমলগুলি সূর্য্যের উত্তাপে মুদিত না হ'তে হ'তেই তুলে নিয়ে আসুক। ও বেচারী দীর্ঘিকাটি কোথায়, তা জানে না। ওকে সঙ্গে নিয়ে তুই যা।" (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এসো আরণ্যকা, এই দিকে এসো।

(আরণ্যকার প্রবেশ)

আরণ্যকা।—(উদ্বেগ-ভরে সাশ্রুনেত্রে স্বগত) আমি অমন উচ্চবংশে জন্মে চিরকাল অন্যদের আজ্ঞা করেছি, এখন কি না আমাকে অন্যের আজ্ঞা-মত কাজ কর্‌তে হচ্চে। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। অথবা আমারই দোষ। কেননা, এ সমস্ত জেনেও আমি আত্মহত্যা করি নি। অথবা, যা হবার নয়, তাই আমি ভাবচি। কিন্তু এখন এও ভাল। আমার যে মহাকুলে জন্ম, এ কথা প্রকাশ করে' আপনাকে লঘু কর্‌ব না। এখন উপায় কি ? যা আমাকে কর্‌তে বলুচে, তাই করি।

* ফোয়ারা-বাগান।
† বাধুলী ফুল।

দাসী।—এই দিকে এসো আরণ্যকা।

আরণ্যকা।—এই আস্‌চি (শ্রান্তভাবে) ওলো! দীর্ঘিকা কি এখনও অনেক দূরে?

দাসী।—ঐ শিউলি-গাছের ঝোপে ঢাকা পড়েচে। তা এসো, এইবার আমরা নামি।

(অবতরণ)

রাজা।—বয়স্য! তুমি আর কি ভাবচ?—আমি তোমাকে বল্‌চি, বর্ষার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

("হরিয়া শিরীষ-শোভা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

বিদূষক।—(সক্রোধে) ওগো! তুমি তো এখন এটা-ওটা দেখে মনের উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য আত্মবিনোদন করচ; কিন্তু এই ব্রাহ্মণের যে স্বস্তি-অনুষ্ঠানের বেলা বয়ে যায়। আমি তবে এখন শীঘ্র দীর্ঘিকায় স্নান করে' দেবীর নিকটে যাই।

রাজা।—আরে মূর্খ! আমরা যে দীর্ঘিকার পারেই এসেচি। এইরূপ নানাবিধ ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হয়ে তুমি দেখ্‌ছি তা লক্ষ্য করনি। দেখ:—

দয়িতা-নূপুর সম হংসধ্বনি তুষিছে শ্রবণ;
তটতরু-রন্ধ্রে হেরি' সৌধশ্রেণী মোহিত নয়ন;
পদ্ম-পরিমল গন্ধে ঘ্রাণসুখ চিত্তে জনমায়;
বারি-স্পর্শ-সুশীতল সমীরণে শরীর জুড়ায়।

এখন তবে চল; দীর্ঘিকার ঘাটের দিকে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) দেখ, দেখ বয়স্য!

উপবন-দেবতার স্ফুট-পদ্ম দীপ্তিধারী
অতিস্বচ্ছ দৃষ্টির মতন
এই যে গো দীর্ঘিকাটি —ইহার দর্শনে আজি
অতিশয় প্রীত মোর মন॥

বিদূষক।—(কৌতুক-সহকারে) দেখ, দেখ বয়স্য, এখানে কুসুম-পরিমল সুরভিত-বেণীরূপ মধুকর-শ্রেণী; অরুণ হস্তপল্লব, উজ্জ্বলগুচ্ছ ও কোমল বাহুলতারূপ বিক্রম-লতা—এই সবে সত্যই মনে হয়, এখানকার উদ্যান-দেবতা যেন এখানে সশরীরে বিচরণ করচেন।

রাজা।—(সকৌতুকে দেখিয়া) এ উদ্যানটি নাকি অতিশয় সুন্দর, তাই একে আমরা নানা ভাবে কল্পনা করি। আসলে যে কি বস্তু, তা আমি এখনও জানি নে। দেখ:—

শোভিছে কমল করে —ইনি কি গো লক্ষ্মী-দেবী
উদ্যানের মাঝে সমুদিত?
ভুবন দর্শন-তরে পাতাল হইতে কি গো
নাগ-কন্যা হেথা সমুত্থিত?
মিথ্যা কল্পনা মোর —কেননা এমন রূপ
পাতালে কোথায়?
এ কি তবে মূর্ত্তিমতী গগনের কৌমুদী
উদিল হেথায়? *
কিন্তু তাও অসম্ভব —জ্যোৎস্না কেমনে তবে
প্রকাশ দিবায়?

বিদূষক।—(নিরীক্ষণ করিয়া) ও নিশ্চয়ই দেবীর পরিচারিকা ইন্দীবরিকা। এসো, আমরা এই ঝোপের আড়ালে থেকে দেখি।

(উভয়ের তথাকরণ)

দাসী।—(পদ্মপত্র গ্রহণ করিয়া) আরণ্যকে! তুমি পদ্মগুলি তোলো। আর আমি এই পদ্মপত্রের মধ্যে শিউলিফুলগুলি নিয়ে দেবীর কাছে যাই।

রাজা।—বয়স্য! ওদের দুজনের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চল্‌চে, মন দিয়ে শোনা যাক্। এইখানেই হয় তো আসল কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

দাসী।—(গমন)

আরণ্যকা।—ওলো ইন্দীবরিকে! তোকে ছেড়ে আমি এখানে একলা থাক্‌তে পারব না।

দাসী।—(হাসিয়া) আজ দেবীর কাছে যা শুন্‌লেম, তা হ'লে তো আমাকে ছেড়ে চিরকাল তোমার এইখানেই থাক্‌তে হবে।

আরণ্যকা।—(সবিষাদে) দেবী কি বলেছেন?

দাসী।—এই কথা বলেছেন:—"আমাকে মহারাজ বলেছিলেন, বিন্ধ্যকেতু-দুহিতা যখন বিবাহ-যোগ্যা হবে, তখন যেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এখন তাই মহারাজকে আমার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে; তিনি যেন এখন তার [illegible] [illegible] বর খুঁজে দেন।"

রাজা।—(সহর্ষে) ইনিই সেই বিন্ধ্যকেতুর দুহিতা? (অনুতাপ সহকারে) আহা! এঁর দর্শনে

আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলেম? ইনি কুমারী—এঁকে দেখ্‌তে কোন দোষ নাই। অসঙ্কোচে এখন তবে দেখা যাক।

আরণ্যকা।—(সরোষে কর্ণদ্বয় ঢাকিয়া) আচ্ছা, তুই যা, তোর আবল্ তাবল্ কথা আমি শুন্‌তে চাই নে।

দাসী।—(অপসৃত হইয়া পুষ্পচয়ন)

রাজা।—আহা! কি ধীরতার সহিত—নিজ উচ্চবংশের কেমন সুন্দর পরিচয় দিলেন! সেই ধন্য, যে এঁর অঙ্গস্পর্শ-সুখের ভাজন হবে।

আরণ্যকা।—(কমল চয়ন)

বিদূষক।—ওগো বয়স্য!—দেখ দেখ। আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য! উনি নিজ করপল্লবে জল সরিয়ে সরিয়ে কমলগুলি তুল্‌চেন—ঐ কর-পল্লবের প্রভা, কমল বনের শোভাকেও যেন উপহাস কর্‌চে।

রাজা।—বয়স্য! সে কথা সত্য। দেখ—

দৃষ্টি অতি মনোরম —যেন অবিচ্ছন্ন ধারে
সুধাবিন্দু হয় বরিষণ।
স্তনের বসন খসি' কি-এক অপূর্ব্ব দৃশ্য
সহসা গো হয় উদ্‌ঘাটন!
এ যে গো অদ্ভুত অতি :—এই সব বিকসিত পদ্ম
কেন চন্দ্র-কর-স্পর্শে মুকুলিত হইল না সদ্য।

আরণ্যকা।—(ভ্রমর তাড়াইয়া) কি জ্বালা! কি জ্বালা! এই দুষ্ট ভ্রমরগুল কমল-বন—নীলোৎপল-বন ছেড়ে এসে আমাকে দেখ না বিরক্ত কর্‌চে। ওলো ইন্দীবরিকে! (ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া) আমাকে রক্ষা কর্—রক্ষা কর্! এই দুষ্ট মধুকরেরা আমায় আলাতন কর্‌চে।

বিদূষক।—ওহে, তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়েচে। ঐ দাসী বেটী যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তুমি চুপি চুপি কাছে এগিয়ে যাও। জলের মধ্যে পদসঞ্চারণ-শব্দ শুনে মনে কর্‌বে, ইন্দীবরিকা আস্‌চে—আর তাই মনে ক'রে তোমার হাত ধর্‌বে।

রাজা।—ঠিক্ বলেছ সখা! সময়োচিত পরামর্শ দিয়েছ। (আরণ্যকার সমীপে গমন)

আরণ্যকা।—(পদশব্দ শুনিয়া) ইন্দীবরিকে! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়! দুষ্ট ভ্রমরগুলা আমাকে বড়ই আলাতন কর্‌চে। (রাজার হস্ত অবলম্বন)

রাজা।—(আরণ্যকার কণ্ঠ ধারণ)

আরণ্যকা।—(উত্তরীয় মুখ হইতে অপনীত করিয়া রাজাকে না দেখিয়া, ভ্রমরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত)

রাজা।—(নিজ উত্তরীয়ের দ্বারা ভ্রমর তাড়াইয়া)

অয়ি ভীরু ত্যজ ভয়! পরিমলে হয়ে লুব্ধ
তব মুখপদ্মে বসে
এই অলিগণ;
ত্রাস-বিচঞ্চল-দৃষ্টি আয়ত-লোচনে ওগো!
ওদের যদিও তুমি
কর বিসর্জ্জন,
পদ্মবন-লক্ষ্মী তুমি —তোমারে কেমনে বল
করিবে গো পরিত্যাগ
উহারা এখন।

আরণ্যকা।—(রাজাকে দেখিয়া সাধ্বস-সহকারে) এ কি এ কি! এ তো ইন্দীবরিকা নয়। (সভয়ে রাজার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া) ইন্দীবরিকে! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়। আমাকে রক্ষা কর্।

বিদূষক।—ওগো! যিনি সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণে সমর্থ, সেই পরিত্রাতা তোমার নিকটে থাক্‌তে তুমি কি না ইন্দীবরিকাকে ডাক্‌চ!

রাজা।—("ত্যজ ভয় ওগো ভীরু" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

আরণ্যকা।—(রাজাকে দেখিয়া সস্পৃহ ও সলজ্জভাবে স্বগত) নিশ্চয় ইনিই সেই মহারাজ, যাঁর সঙ্গে পিতা আমার বিবাহ দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। পিতার পক্ষপাত, যোগ্য পাত্রেই হয়েছিল দেখ্‌চি। (আকুলভাবে অবস্থান)

দাসী।—দুষ্ট ভ্রমরেরা বুঝি, আরণ্যকাকে বিরক্ত কর্‌চে। আমি এখনি গিয়ে তাড়িয়ে দিচ্চি। আরণ্যকে! ভয় নেই, আমি আস্‌চি।

বিদূষক।—ওহে, পালাও, পালাও, ঐ ইন্দীবরিকা আস্‌চে। এই সব ব্যাপার দেখে গিয়ে ও দেবীর কাছে সমস্ত বলে' দেবে। (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এসো, আমরা এই কদলীগৃহের মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকি। (উভয়ের তথাকরণ)

দাসী।—(নিকটে গিয়া, আরণ্যকার কপোলদ্বয় স্পর্শ করিয়া) ওলো আরণ্যকে! এই ভ্রমরেরা যে তোমাকে বিরক্ত কর্‌চে, এতে তাদের দোষ নেই, এ তোমার কমল-বদনেরই দোষ। (হাত ধরিয়া) তা এসো, আমরা এখন যাই। বেলা গেছে। (গমন)

আরণ্যকা।—(কদলী-গৃহাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওলো ইন্দীবরিকে! দীঘির জলটা এমনি ঠাণ্ডা যে আমার কোমর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। একটু আস্তে আস্তে যাওয়া যাক্।

দাসী।—আচ্ছা। [প্রস্থান।

বিদূষক।—ওগো। এসো, আমরা বেরিয়ে পড়ি। দাসী বেটী তাকে নিয়ে চলে গেছে।

(তথাকরণ)

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কি! চলে' গেছে? সখা বসন্তক! বাঞ্ছিত বস্তুকে, হতভাগ্যেরা কখনই নির্বিঘ্নে লাভ করে না (অবলোকন করিয়া)

বদ্ধ-মুখ হইয়াও কণ্টকিত-তনু এই
কমল-কানন
মৃদু কর-পল্লবের স্পর্শ-সুখ করে ব্যক্ত
তবুও কেমন।

(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) সখা, এখন কি উপায়ে তাকে পুনর্ব্বার দেখা যায়?

বিদূষক।—এখন পুতুলটি ভেঙে রোদন করচ—এই মূর্খ ব্রাহ্মণের কথামত কাজ তুমি করলে না।

রাজা।—কি আমি করি নি?

বিদূষক।—তুমি ভুলে গেছ, আমি বলেছিলেম, কোন কথা না বলে' চুপি চুপি নিকটে এগিয়ে যাও। আর তুমি কি না এই সঙ্কট-সময়ে, মিথ্যা পাণ্ডিত্য-মূর্খতা প্রকাশ করে', "অয়ি ভীরু, ত্যজ ভয়" ইত্যাদি কটু বাক্যে ভর্ৎসনা করলে। এখন আবার কেন কাঁদতে বসেছ? এখন আবার, কি উপায়ে দেখা হবে, জিজ্ঞাসা কর্‌চ কেন?

রাজা।—মূর্খেরাই সান্ত্বনাকে ভর্ৎসনা বলে' থাকে।

বিদূষক।—এ স্থলে কে মূর্খ, তা বিলক্ষণ জানা গেছে। যা এ সব কথায় আর কি হবে? ভগবান্ সূর্য্যদেব এখন অস্তাভিলাষী হয়েচেন। এসো, এখন আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করি।

রাজা।—(দেখিয়া) তাই ত, সন্ধ্যা হয়ে এলো যে! এখন—

ছাড়ি' পঙ্কবনছায়া প্রিয়তমা-সম ওই
দিন-লক্ষ্মী গেলেন চলিয়া;
মোর এই চিত্ত সম— রবি-বিম্বে যেন রাগ
দেখা দেয় অধিক করিয়া;
চক্রবাক্-সম আমি সহচরী-ধ্যানে মগ্ন
দীর্ঘিকার ধারে;
অন্তর-ভুবন মম সহসা আচ্ছন্ন হ'ল
ঘোর অন্ধকারে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো।—দেবী বাসবদত্তা এইরূপ আজ্ঞা কর্‌লেন:—"ওলো, মনোরমে! সাংকৃত্যায়নী, আর্য্যপুত্র আর আমি—আমাদের * বৃত্তান্ত-কথা নাট্যনিবদ্ধ করে' যে নাটকটি অভিনয় করা হচ্চে—আর আজ যার শেষ অংশটি অভিনয় হবে, সেই নাটকটি তোরা কৌমুদী-উৎসবে অভিনয় করিস্।" কিন্তু আমার প্রিয়সখী আরণ্যকা সেদিন ভারি অন্যমনস্ক ভাবে অভিনয় করেছিল। আজ যদি বাসবদত্তার ভূমিকা নিয়ে সেইরূপ অন্যমনস্কভাবে থাকে, তা হলে দেবী রাগ করবেন। তাকে দেখ্‌তে পেলে একটু ভর্ৎসনা করতে হবে। কিন্তু কোথায় সে? এই যে,

---

* বৎসরাজ উদয়ন-কর্তৃক বাসবদত্তা হরণের বৃত্তান্তটি "কথা-সরিৎসাগরে" এইরূপ আছে—

উজ্জয়িনী-রাজ মহাসেন বৎসরাজের শত্রু হইলেও, বৎসরাজের হস্তে নিজ-দুহিতা বাসবদত্তাকে সমর্পণ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হয়েন, কিন্তু পাছে বৎসরাজ অস্বীকৃত হন এই আশঙ্কায় তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। বৎসরাজ উদয়ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, অনেক সময় বনে বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন। এই অবস্থায়, মহাসেন তাঁহাকে বন্দী করিবেন স্থির করিলেন। মহাসেন একটি দারুময় হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে কতিপয় শস্ত্রধারী পুরুষ স্থাপন করতঃ সেই মৃগয়া-ভূমিতে পাঠাইয়া দিলেন। বৎসরাজ দৈবক্রমে সেই হস্তীর সম্মুখে আসিবা মাত্র, শস্ত্রধারী পুরুষেরা ঐ কৃত্রিম হস্তীর উদর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। পরে, বৎসরাজ মহাসেনের নিকট আনীত হইলে, মহাসেন বৎসরাজের হস্তে নিজ-দুহিতা বাসবদত্তাকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আমার দুহিতাকে গান্ধর্ব্ব-বিদ্যা শিক্ষা দিলে, আমি তোমাকে মুক্তিদান করিব।

দীর্ঘিকা-তীরে আরণ্যকা, কি বল্‌তে বল্‌তে কদলী-কুঞ্জে প্রবেশ কর্‌চে। তা, এই ঝোঁপের আড়াল থেকে শোনা যাক্, ও আপন-মনে কি বল্‌চে।

(আরণ্যকা প্রেমাকুল চিত্তে কদলীকুঞ্জে আসীনা)

আরণ্যকা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হৃদয়! দুর্লভ জনকে প্রার্থনা করে' কেন তুই আমাকে কষ্ট দিচ্চিস্?

মনো।—ও যে অন্যমনস্ক ভাবে থাকে—এই তার কারণ। ও চায় কি?—মন দিয়ে শোনা যাক্।

আরণ্যকা।—(সাশ্রুনেত্রে) কি? মহারাজ কেন এত সুন্দর হলেন?—সুন্দর হয়েই তো আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অথবা আমারি ভাগ্যের দোষ, মহারাজের কোন দোষ নেই।

মনো।—(সাশ্রুনেত্রে) কি? মহারাজই ওর প্রার্থনার বিষয়? ভাল প্রিয়সখি, ভাল! তোমার উচ্চ বংশেরই যোগ্য এই অভিলাষ।

আরণ্যকা।—এখন কার কাছে আমার এই দুঃখের কথা বলে' কষ্টের লাঘব কর্‌ব? হাঁ, আমার প্রিয়সখী মনোরমা আছে—তাতে আমাতে তো এক-প্রাণ। কিন্তু লজ্জায় তার কাছেও বল্‌তে পার্‌ব না। এখন মরণ ছাড়া আমার কষ্ট নিবারণের আর অন্য উপায় কি আছে?

মনো।—(সাশ্রুনেত্রে) হায়! হায়! বেচারীর ভালবাসাটা দেখ্‌চি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

আরণ্যকা।—(অভিলাষ-সহকারে) এই সেই স্থান—যেখানে ভ্রমরেরা আমাকে জালাতন করায় মহারাজ আমার হাত ধরে' বলেছিলেন "ত্যজ' ভয় অয়ি ভীরু!"

মনো।—(সহর্ষে) কি?—মহারাজও তবে একে দেখেছেন? আমার সখীর যাতে প্রাণ বাঁচে, সর্ব্বপ্রকারে তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। এখন তবে কাছে গিয়ে সান্ত্বনা করি। (সহসা নিকটে উপস্থিত হইয়া) আমার কাছে বল্‌তে তোমার লজ্জা তো হ'তেই পারে।

আরণ্যকা।—(সলজ্জভাবে স্বগত) ছি ছি ছি, সবই শুনে ফেলেছে দেখ্‌চি!—তবে এখন ওর কাছে প্রকাশ করাই ভাল। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি! আমার উপর রাগ কোরো না, রাগ কোরো না। এ আমার লজ্জারই দোষ।

মনো।—(সহর্ষে) সখি! ভয় নেই। আচ্ছা, বল দিকি, সত্যই কি মহারাজ তোমাকে দেখেছেন?

আরণ্যকা।—(লজ্জায় অধোমুখী হইয়া) প্রিয়-সখি! তুমি তো সবই শুনেছ।

মনো।—যদি মহারাজ তোমাকে দেখে থাকেন, তা হ'লে আর কেন দুঃখ কর্‌চ? তিনি আবার তোমাকে দেখ্‌বার জন্য নিশ্চয়ই আকুল হবেন।

আরণ্যকা।—তোমরা সখীকে ভালবাসো বলেই সখীর স্নেহে তুমি এই কথা বল্‌চ। তিনি দেবীর গুণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে আছেন—তাঁতে এ কি কখন সম্ভব?

মনো।—(হাসিয়া) ওলো হাবি! মধুকরের কমলিনীতে অনুরাগ থাক্‌লেও, মালতীকে দেখে সে কি স্থির থাক্‌তে পারে? ওদের যে নিত্য নূতনে লোভ।

আরণ্যকা।—যা হবার নয়, সে কথায় আর কি হবে? তা চল, এখন যাওয়া যাক্। শরতের তাপে আমার গা এত তেতে উঠেছে যে, তাপটা কিছুতেই শরীর থেকে যাচ্চে না।

মনো।—সখি, তুমি দেখ্‌চি ভারি লাজুক। কিন্তু এরূপ অবস্থাতে আত্ম-গোপন করাটাও ঠিক নয়।

আরণ্যকা।—(মুখ অবনত করণ)

মনো।—আমি তোমার সখী—আমার কাছে মনের কথা কেন লুকচ্চ বল দিকি? পুষ্পশরের অবিরত শর-পতনের শব্দের মত দিবারাত্রই তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্চে, এতে কি তোমার মনের কথা ব্যক্ত হচ্চে না? (স্বগত) কিন্তু না—এখন তিরস্কারের সময় নয়। এখন পদ্মপত্র এনে ওর বুকের উপর রেখে দি। (উঠিয়া দীর্ঘিকা হইতে পদ্মপত্র লইয়া আরণ্যকার হৃদয়ে স্থাপন) ধৈর্য্য ধর সখি, ধৈর্য্য ধর।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—আরণ্যকার উপর প্রিয়বয়স্যের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মেছে। এমন কি, তিনি এখন রাজকার্য্য ত্যাগ করে' দর্শনের উপায়-চিন্তাতেই আত্মবিনোদন কর্‌চেন। (চিন্তা করিয়া) কোথায় গেলে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে?—হাঁ, সেই দীর্ঘিকাতে গিয়েই তার অন্বেষণ করা যাক্। (পরি-ক্রমণ)

মনো।—(শুনিয়া) যেন কার পদশব্দের মত শোনা যাচ্ছে। কদলী-গাছগুলির আড়াল থেকে দেখা যাক্, লোকটা কে।

(উভয়ে সেইরূপ করিয়া দর্শন)

আরণ্যকা।—ও যে সেই মহারাজের পার্শ্বচর ব্রাহ্মণ।

মনো।—কি?—বসন্তক? (সহর্ষে স্বগত) আহা! তাই যেন হয়!

বিদূ।—(চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) এখন আরণ্যকা সত্যই আরণ্যকা হয়ে পড়্‌ল না কি?

মনো।—(সস্মিত) সখি! রাজ-বয়স্য তোমারি উদ্দেশে কি কথা বল্‌চে। এখন মন দিয়ে শোনা যাক্।

আরণ্যকা।—(সস্পৃহ ও সলজ্জভাবে শ্রবণ)

বিদূ।—(উদ্বেগ-সহকারে) বিষম মদন-সন্তাপে প্রিয়বয়স্য তো একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন—তাঁর কথামত আমি দেবী বাসবদত্তা, * পদ্মাবতী ও অন্যান্য দেবীদের গৃহ অন্বেষণ করেছি—কিন্তু তাকে তো কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। পূর্ব্বে একবার দীর্ঘিকাতে দেখেছিলেম, তাই মনে করে' এখানে দেখ্‌তে এলেম। কিন্তু সে যে এখানেও নেই। এখন তবে কি করা যায়?

মনো।—শুন্‌লে প্রিয়সখি?

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) ভাল কথা, বয়স্য আমাকে বলেছিলেন, "যদি তাঁকে অন্বেষণ করে' না পাও, তা হ'লে অন্ততঃ তাঁর করতল-স্পর্শসুখে যে সকল পদ্মপত্র দ্বিগুণতর শীতল হয়েচে, সেই সকল পদ্মপত্র দীর্ঘিকা থেকে তুলে নিয়ে এসো। এখন সে পদ্মপত্র কোন্‌গুলি, তা জানা যায় কি করে'?

মনো। এইবার আমার অবসর হয়েচে! (নিকটে গিয়া বিদূষকের হাত ধরিয়া) বসন্তক! এসো, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

বিদূ।—(সভয়ে) কার কাছে তুমি জানাবে?—দেবীর কাছে না কি?—না না, আমি কিছুই বলিনি।

মনো।—বসন্তক! ভয় নেই। আরণ্যকার জন্য তোমার প্রিয় বয়স্যের যেরূপ অবস্থা হয়েছে বলে' তুমি বর্ণনা করলে, মহারাজের জন্য আমার প্রিয়সখীরও সেইরূপ অবস্থা হয়েছে। তা, এই দেখ দেখ। (নিকটে গিয়া আরণ্যকাকে প্রদর্শন)

বিদূ।—(দেখিয়া সহর্ষে) আমার পরিশ্রম সফল হ'ল। কল্যাণ হোক্!

আরণ্যকা।—(সলজ্জভাবে পদ্মপত্রগুলি সরাইয়া ফেলিয়া উত্থান)

মনো।—দেখ বসন্তক ঠাকুর! তোমার দর্শন-মাত্রেই প্রিয়সখীর জ্বর ছেড়ে গেল—উনি এখন আপনা হ'তেই পদ্মপত্রগুলি সরিয়ে ফেল্‌চেন। তা ঠাকুর, এইগুলি তুমি নিয়ে যাও।

আরণ্যকা।—(আবেগ-ভরে) সখি! তুমি পরিহাস করতে বড় ভালবাসো। কেন আমাকে লজ্জা দেও বল দিকি? (কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

বিদূ।—(সবিষাদে) থাক্ এখন ও-পদ্মপত্রগুলি। তোমার প্রিয়সখী দেখ্‌চি একটু বেশি-রকম লাজুক। তা হ'লে এঁদের দুজনের মধ্যে মিলন ঘট্‌বে কি করে'?

মনো।—(একটুখানি চিন্তা করিয়া সহর্ষে) বসন্তক! তাই বটে। (কানে কানে কথন)

বিদূ।—বেশ বলেছ প্রিয়সখি, বেশ বলেছ। (চুপি চুপি) তোমরা এখন সাজসজ্জা কর, আমি ইতিমধ্যে বয়স্যকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হচ্চি।

[প্রস্থান।

মনো।—ওগো মানিনি! ওঠো, ওঠো। সেই নাটকের শেষ অংশটা আজ আমাদের অভিনয় করতে হবে। তা চল, এখন প্রেক্ষাগারে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো প্রেক্ষাগার। এসো, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া অবলোকন) বেশ, বেশ। সবই তো প্রস্তুত। এখন দেবী এলেই হয়।

(সবিস্ময়ে সপরিজন দেবী ও সাংকৃত্যায়নীর প্রবেশ)

বাসবদত্তা।—আহা! ভগবতি, তোমার কি কবিত্ব! এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত তুমি নাটকে এমন নিপুণভাবে নিবদ্ধ করেছ যে, আমাদের নিজ বৃত্তান্ত হলেও, অভিনয় দেখে আমাদের কৌতূহল যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্চে; মনে হচ্চে যেন এর কিছুই আমরা পূর্ব্বে দেখি নি!

* "কথা-সরিৎসাগর" গ্রন্থে এই পদ্মাবতী মগধ-রাজ প্রদ্যোতের দুহিতা, আর বাসবদত্তা উজ্জয়িনী-রাজ মহাসেনের দুহিতা।

সাঙ্কৃত্যায়নী।—বৎসে! এ আশ্রয়েরই গুণ। যে অসার কাব্য লোকে বাধ্য হয়ে শ্রবণ করে, তাও আশ্রয়ের গুণে শ্রুতিসুখকর হয়। দেখ :—

বৎসামান্য বস্তুটিও উৎকর্ষ করে লাভ
মহতের আশ্রয় লভিয়া ;
যথা এই ছায় ভস্ম লভে ভুবনের গুণ
মত্তগজ-কুম্ভতটে গিয়া।

বাসবদত্তা।—(সস্মিত) ভগবতি! নিজ জামাতাকে সবাই ভালবাসে—এ তো জানা কথা। তা এখন ও-সব কথা ছেড়ে নাটকটা দেখা যাক্।

সাঙ্কৃ।—আচ্ছা ইন্দীবরিকে! ওদের প্রেক্ষাগৃহে আস্‌তে বল।

দাসী।—আস্তে আজ্ঞা হোক রাণী-ঠাকরুণ, আসতে আজ্ঞা হোক!

(সকলের পরিক্রমণ)

সাঙ্কৃ।—(দেখিয়া) আহা, এই প্রেক্ষাগৃহের কি শোভা!

শতরত্ন-সুশোভিত স্বর্ণস্তম্ভ কিবা শোভমান!
তাহাতে রয়েছে লগ্ন পরিপুষ্ট মুকুতার দাম।
রূপে জিনি' অপ সরা আছে বসি' যতেক যুবতী
এ হেন এ প্রেক্ষাগার শোভে স্বর্গ-বিমান যেমতি।

মনোরমা ও আরণ্যকা।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ রাণীঠাকুরাণীর জয় হোক!

বাসবদত্তা।—মনোরমে! রাত হয়ে আস্‌চে; তুমি যাও; শীঘ্র গিয়ে সাজ-সজ্জা কর।

উভয়ে।—যে আজ্ঞে দেবি।

[প্রস্থান।

বাসবদত্তা।—দেখ আরণ্যকে! আমার অঙ্গের এই আভরণগুলি নিয়ে সাজঘরে গিয়ে তুমি বেশভূষা করে' এসো। আর দেখ মনোরমে! "নল-গিরি" নামক হস্তীটি উপহার পেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে আমার পিতা আর্য্য-পুত্রকে যে আভরণগুলি দিয়েছিলেন, সেইগুলি ইন্দীবরিকার কাছ থেকে নিয়ে তুমিও এমন করে' সাজসজ্জা কর যাতে মহারাজের মতন ঠিক দেখ্‌তে হয়।

[মনোরমা ইন্দীবরিকার নিকট হইতে আভরণাদি লইয়া আরণ্যকার সহিত প্রস্থান।

ইন্দীবরিকা।—এই আসন। বস্‌তে আজ্ঞে হোক্ রাণীঠাকরুণ!

বাসবদত্তা।—(আসন নির্দেশ করিয়া) বসুন ভগবতি!

(উভয়ের উপবেশন)

(সাজসজ্জা করিয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী :—

ব্যবস্থা বিধান করি, দণ্ডনীতি-দণ্ড ধরি'
অন্তঃপুর-জনদের করি গো রক্ষণ ;
জরাতুর বৃদ্ধ আমি —বিস্খলিত পদে পদে—
করিতেছি সরবথা নৃপানুকরণ।

ওগো, তোমরা শোনো! অসংখ্য শত্রুসঙ্ঘকে যিনি পরাভূত করেছেন, সেই যথার্থনামা "মহাসেন" আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন, "দেখ কঞ্চুকি, তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে এই আদেশ প্রচার কর, আগামী কল্য 'উদয়নের' উপলক্ষে আমরা উৎসব করব। অতএব উৎসবানুরূপ উজ্জ্বল-বেশধারী পরিজনের সহিত তোমরা সবাই মদনোদ্যানে উপস্থিত হবে।"

সাঙ্কৃত্যায়নী।—(কঞ্চুকীকে নির্দেশ করিয়া) রাজপুত্রি! এইবার অভিনয় আরম্ভ হয়েচে। দর্শন কর।

কঞ্চুকী।—তা, আমি শুধু এই আদেশ করব,—"তোমরা সেখানে সপরিজনে যাবে; কিন্তু বেশ-ভূষা করে' যাবে,—এ কথা আমি বলব না। কেমনা :—

চরণে নূপুর দিয়া, কাঞ্চীলতা দিয়া ছুঁয়ি'
নিতম্ব-মণ্ডল,
স্তনদেশে পরি' হার, বাহুদ্বয়ে রাজুবন্দ,
শ্রবণে কুণ্ডল,
করেতে বলয় পরি', "স্বস্তিক"-ভূষণ আর
কবরী-কুন্তলে,
মহিষীর দাসীজনো হয় যে লক্ষিত এই
উৎসবের ছলে।

এ স্থলে নূতন কিছুই করবার নেই; কেবল প্রভুর আদেশ বলেই আমার বল্‌তে হচ্চে। মহারাজের এই শেষ আদেশটি রাজপুত্রীকে জানিয়ে নিবেদন করি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে বাসবদত্তা

গন্ধর্ব্বশালায় প্রবেশ করলেন, আর বীণা-হস্তে কাঞ্চনমালা তাঁর পিছনে পিছনে গেল। এখন তবে ওঁকে বলি গে যাই। (পরিক্রমণ)

(বাসবদত্তা-বেশে আরণ্যকা ও বীণাহস্তে কাঞ্চনমালা আসীনা)

আরণ্যকা।—ওলো কাঞ্চনমালা! বীণাচার্য্যের আসতে এখনও এত দেরী হচ্চে কেন?

কাঞ্চনমালা।—রাজকুমারি! তিনি একজন পাগলকে দেখে, ও তার কথা শুনে, আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসচেন।

আরণ্যকা।—(হাত-তালি দিয়া হাস্য) ওলো! সমানই সমানের চিত্তরঞ্জন করে, ওরা তবে দুজনেই পাগল।

সাংকৃত্যায়নী।—ও দেখছি রাজকুমারীর বেশ ধারণ করেছে। তা হ'লে ও অবশ্যই রাজকুমারীর ভূমিকাই অভিনয় করবে।

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) রাজকুমারি! মহারাজ আজ্ঞা করলেন, কাল আমাদের বীণা বাজানো শুনবেন। তা হ'লে, তুমি বীণার নূতন তার চড়িয়ে রেখো।

আরণ্যকা।—তুমিও তবে শীঘ্র বীণাচার্য্যকে পাঠিয়ে দিও।

কঞ্চুকী।—আমি গিয়ে বৎসরাজকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

আরণ্যকা।—কাঞ্চনমালে! আমার বীণাটা নিয়ে এসো—বীণার তারগুলি কিরূপ আছে, একবার পরীক্ষা করে' দেখি।

(কাঞ্চনমালা কর্ত্তৃক বীণা অর্পণ—আরণ্যকা বীণাটি কোলে লইয়া সুর বাঁধিতে প্রবৃত্ত)

(বৎসরাজের বেশে সজ্জিত হইয়া মনোরমার প্রবেশ)

মনো।—(স্বগত) মহারাজের আসতে বড় বিলম্ব হচ্চে। বসন্তক কি তাঁকে বলে নি? অথবা দেবীর ভয়ে আসচেন না। এখন যদি আসেন তো বেশ হয়।

(অবগুণ্ঠিত হইয়া রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—

পূর্ব্বেকার স্মরশর নাহি দহে আমারে এখন ;
দীর্ঘ নিশ্বাসে কষ্ট নাহি পাই পূর্ব্বের মতন ;
তপ্ত নহে উরু এবে, চিত্ত মোর নহে শূন্য,
আলস্য নাহিক অঙ্গে আর ;
বাঞ্ছিত যে বস্তু—তার ঐকান্তিক ধ্যানেতেও
লঘু হয় পূর্ব্বদুঃখ-ভার।

বয়স্য, মনোরমা বেশ একটা পরামর্শ দিয়েছে; সে বল্লে:—"এখন দেবী, মহারাজের দর্শনপথ হতে আমার প্রিয়সখীকে সযত্নে রক্ষা করচেন, এখন মিলনের শুধু একটি পন্থা আছে। আজ রাত্রে দেবীর সমক্ষে 'উদয়ন-চরিত্র'-নামক নাটকটির অভিনয় হবে। তাতে আরণ্যকা বাসবদত্তা সাজবে। আর আমি বৎসরাজ। তিনি যা-যা করেছিলেন, আমার সব শিখে রাখ্‌বার কথা। কিন্তু আপনি যদি স্বয়ং এসে নিজ ভূমিকা গ্রহণ করেন, তা হ'লে আপনি মিলনের উৎসবটা সহজেই উপভোগ করতে পারেন।"

বিদূষক।—আমি তোমাকে ঠিক বলচি, ওই দেখ, মনোরমা তোমার বেশ পরে' দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, নিকটে গিয়ে বরং ওকে জিজ্ঞাসা কর।

রাজা।—(মনোরমার নিকটে গিয়া) যা বসন্তক বলচে, তা কি সত্যি?

মনো।—মহারাজ, তাই বটে! আপনার আভরণগুলি আমি পরেছি। (আভরণগুলি অঙ্গ হইতে খুলিয়া রাজাকে সমর্পণ)

রাজা।—(নিজ অঙ্গে পরিধান)

বিদূষক।—রাজার দাসীও এই সব অভিনয় করচে। এ যে দেখ্‌চি গুরুতর ব্যাপার হয়ে উঠ্‌ল!

রাজা।—(হাসিয়া) দূর মূর্খ! এ পরিহাসের সময় নয়। তুমি এখন চুপি চুপি চিত্রশালায় যাও। মনোরমার সহিত আমি কিরূপ অভিনয় করি, তুমি সেখানে থেকে দেখ গে। (উভয়ে তথাকরণ)

আরণ্যকা।—কাঞ্চনমালা, এখন বীণা থাক্‌। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা।—কি জিজ্ঞাসা করে, শোনা যাক্‌। (অবহিত হইয়া শ্রবণ)

কাঞ্চনমালা।—রাজকুমারি! কি জানতে চাও বল।

আরণ্যকা—সত্যই কি পিতা এইরূপ বলেছেন যে, বীণা বাজাবার সময় যদি বৎসরাজ আমাকে

হরণ কর্‌তে পারেন, তা হ'লেই তিনি বন্ধন হ'তে মুক্ত হবেন।

রাজা।—(তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া সহর্ষে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি-বন্ধন)*

তাই বটে। তার সন্দেহ কি।

পরিজন-সহ সেই প্রদ্যোত-রাজার করি'
বিস্ময়োৎপাদন,
বীণাবাদনেতে রতা বাসবদত্তায় শীঘ্র
করিব হরণ।

এই বন্দোবস্তটি যৌগন্ধরায়ণ পূর্ব্ব হতেই করে' রেখেছেন।

বাসবদত্তা।—(সহসা উঠিয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হোক্!

রাজা।—(স্বগত) দেবী আমাকে চিন্‌তে পেরেচেন নাকি?

সাংকৃত্যায়নী।—(সস্মিত) রাজকুমারি! ব্যস্ত হয়ো না। এ শুধু নাট্যাভিনয়।

রাজা।—(সহর্ষে স্বগত) আঃ! বাঁচা গেল।

বাসবদত্তা।—(অপ্রতিভ-ভাবে মুচ্‌কি হাসিয়া উপবেশন) এ মনোরমা নাকি? আমি মনে করেছিলাম, আর্য্যপুত্র।—বাহবা মনোরমা বাহবা! অভিনয়টি সুন্দর হয়েচে।

সাং।—রাজকুমারি! এ স্থলে তোমার ভ্রান্তি জন্মানো আশ্চর্য্য নয়। দেখ:—

সেই নেত্রানন্দ রূপ, সেই সে উজ্জ্বল বেশ,
সেই মত্ত-গজ-তুল্য গতি,
সেই লীলাভঙ্গী, সেই জলদ-গম্ভীর স্বর,
সেই বল-বিক্রম-শকতি।
কেমন নিপুণ ভাবে, অভিনয় করে ওই দাসী,
যেন স্বয়ং বৎসরাজ, প্রত্যক্ষ গো দেখা দিলা আসি।

বাসব।—ওলো ইন্দীবরিকে! কারাবদ্ধ অবস্থাতেই আর্য্যপুত্র আমাকে বীণা বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তাই বলি, নীলোৎপল-মালা দিয়ে ওঁর শৃঙ্খল বানিয়ে দে।

(কণ্ঠ হইতে খুলিয়া নীলোৎপল-মালা অর্পণ)

(ইন্দীবরিকা সেইরূপ করিয়া, পুনর্ব্বার আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন)

আরণ্যকা।—কাঞ্চনমালা, বল বল; সত্য কি পিতা বলেছিলেন, "যদি বীণা বাজাবার সময় বৎসরাজ আমাকে হরণ করেন, তা হ'লে অবশ্য তাঁর বন্ধন মোচন হবে।"

কাঞ্চন।—তাই বটে রাজকুমারি! যাতে বৎসরাজের আদর লাভ কর্‌তে পায়, এখন তুমি তা কর।

রাজা।—আমার যা অভিলাষ, তা দেখ্‌ছি কাঞ্চনমালার দ্বারাই সম্পাদিত হ'ল।

আরণ্যকা।—তা যদি হয়, বীণাটি আমি সযত্নে বাজাব। (গাইতে গাইতে বীণা-বাদন)

ঘন-বন্ধনের জালে অবরুদ্ধ হেরিয়া সে
মানস-গগন,
রাজহংস ইচ্ছা করে লয়ে যেতে দয়িতারে
আপন-ভবন।

বিদূ।—(নিদ্রিত)

মনো।—(হাত দিয়া ঠেলিয়া) বসন্তক! দেখ, দেখ, আমার প্রিয়সখী অভিনয় কর্‌চেন।

বিদূ।—(সরোষে) দূর বেটি! তুই আমাকে ঘুমুতে দিবিনে? যে অবধি প্রিয়বয়স্য আরণ্যকাকে দেখেছেন, সেই অবধি দিবারাত্রে আমার নিদ্রা নাই। এখন তবে, আর কোথাও গিয়ে ঘুমই। (প্রস্থান করিয়া অন্যত্র শয়ন)

আর।—(পুনর্ব্বার গায়ন)

অভিনব অনুরাগে করিয়াছে মত্ত যারে
প্রতিকূল কাম
—এ হেন সে মধুকরী মধুকর-সদনে সে
হয়ে যাচ্যমান,
প্রিয়দরশন সেই প্রিয় মধুকরে
উৎসুক হয়েছে এবে দেখিবার তরে।

রাজা।—(তৎক্ষণাৎ শুনিয়া সহসা নিকটে আসিয়া) সাধু রাজকুমারি সাধু! কি সুন্দর গান! কি সুন্দর বীণা-বাদন!

গীত-বাদ্যে দশবিধ মুখ্য ধাতু করি' প্রকটিত,
সুস্পষ্ট ত্রিধা লয়—দ্রুত মধ্য আর বিলম্বিত,
গোপুচ্ছ-আদি ক্রমে ভিন্ন যতি করি' সম্পাদন,
শাস্ত্র-অনুগত তিন বাদ্যরীতি হ'ল প্রদর্শন।

আরণ্যকা।—(বীণা হতে উত্থান করিয়া রাজাকে

---

* কোন কুমারীর কার্য্যসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করা রীতি ছিল।

পাণ্ডিমার-মূর্তিতে দেখিতে দেখিতে) আশ্চর্য্য মহাশয়! প্রণাম করি।

রাজা।—(সস্মিত) আমি যা ইচ্ছা করি, তাই যেন তোমার হয়।

কাঞ্চন।—(আরণ্যকার আসন নির্দ্দেশ করিয়া) এইখানেই বসুন আচার্য্য মহাশয়!

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) রাজকুমারী এখন কোথায় বস্‌বেন?

কাঞ্চন।—(সস্মিত) এখন তো আপনি বিদ্যাদানে রাজকুমারীর মান বাড়িয়েছেন, অতএব এখন উনি আচার্য্যের আসনে বস্‌বার যোগ্য।

রাজা।—এই অর্দ্ধ আসনে উনি বস্‌তে পারেন। রাজকুমারি! বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

আরণ্যকা।—(কাঞ্চনমালার দিকে চাহিয়া)

কাঞ্চন। (সস্মিতা) রাজকুমারি! বোসো না, তাতে দোষ কি? তুমি একজন শিষ্য বৈ তো নয়।

আরণ্যকা।—(সলজ্জভাবে) ভগবতি! এ ব্যাপারটা নিতান্তই কল্পিত। আমি সে সময়ে আর্য্য-পুত্রের সঙ্গে কখনই একাসনে বসি নি।

রাজা।—রাজকুমারি! পুনর্ব্বার আমার শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে। বীণাটি আর একবার বাজাও দিকি।

আর।—(সস্মিত) কাঞ্চনমালা! অনেকক্ষণ বাজিয়ে আমার বড় পরিশ্রম হয়েচে। আমার অঙ্গুলি শ্রান্ত হয়ে পড়েচে। আমি আর বাজাতে পারচিনে।

কাঞ্চন।—আচার্য্য মহাশয়! রাজকুমারী বড় শ্রান্ত হয়েচেন। দেখুন, ওঁর গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েচে, আর হাত কাঁপ্‌চে। এখন উনি একটু বিশ্রাম করুন।

রাজা।—কাঞ্চনমালা, তুমি ঠিক বলেছ (হস্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক)

আর—(হস্ত অপসারণ)

বাসব।—(ঈর্ষ্যা-কোপ সহকারে) ভগবতি! এটাও তুমি বেশি বেশি করেছ। আমি কাঞ্চনমালার কাব্য-কৌশলে ভুলি নে।

সাঙ্কৃ।—(হাসিয়া) বৎসে! কাব্যে এইরূপই হয়ে থাকে।

আর।—(কুপিতার ন্যায়) কাঞ্চনমালা, তুই যা এখান থেকে। তোকে আমার আর ভাল লাগচে না।

কাঞ্চন।—(সস্মিতা) আচ্ছা, আমার এখানে থাকাটা যদি তোমার ভাল না লাগে তো আমি যাই।

[প্রস্থান।

আর।—(সভয়ে) না না, যেও না কাঞ্চনমালা, যেও না; আচ্ছা, আমি ওঁর হাতে হাত রাখ্‌চি।

রাজা।—(আরণ্যকার হস্ত গ্রহণ করিয়া)

শিশির-পরশে সদ্য পদ্মকলি হ'ল কি শীতল?
অকালে কেমনে বলি সুশীতল উষার এ ফল?
নখচন্দ্র হ'তে কি গো ঝরে হিম?—
কিন্তু সে যে দাগী অতিশয়;
অমৃত ঝরিছে তবে স্বেদচ্ছলে—
ইহাতে গো নাহিক সংশয়।

অপিচ:—

যে হস্ত, রক্তিম রাগে জিনিয়াছে নব কিসলয়,
সেই হস্ত অনুরাগে রঞ্জিল গো এ মোর হৃদয়।

আরণ্যকা।—(স্পর্শ-পুলকিত হইয়া) ছি ছি ছি! এই মনোরমাকে স্পর্শ করে' আমার সর্ব্বাঙ্গে মহা-অনর্থ উপস্থিত।

বাসবদত্তা।—(সহসা উঠিয়া) ভগবতি! আর আমি এ অলীক ব্যাপার দেখ্‌তে পারি নে।

সাঙ্কৃত্যায়নী।—রাজপুত্রি! এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত। এতে লজ্জার বিষয় কি আছে? তা ছাড়া, এ নাট্যাভিনয়। অসময়ে রসভঙ্গ করে' উঠে যাওয়াটা ঠিক্ নয়।

বাসব।—(পরিক্রমণ)

ইন্দীবরিকা।—(দেখিয়া) দেবি! বসন্তক চিত্রশালার দ্বারে ঘুমচ্চে।

বাসব।—(নিরীক্ষণ করিয়া) তাই তো, বসন্তকই তো। (চিন্তা করিয়া) ঐখানে তবে রাজাও বোধ হয় আছেন। ওকে জাগিয়ে দেখা যাক্। (জাগাইয়া)

বিদূষক।—(নিদ্রাজড়-ভাবে উঠিয়া সহসা দেখিয়া) প্রিয় বয়স্য অভিনয় করে' এসেছেন কি—না এখনও তিনি অভিনয় করুচেন?

বাসব।—(সবিষাদে) কি! আর্য্যপুত্র অভিনয় করুচেন? মনোরমা এখন কোথায়?

বিদূ।—এই চিত্রশালাতেই আছে

মনো।—(সভয়ে স্বগত) দেবী বোধ হয় আর কিছু মনে করে' এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন, আর

এই মূর্খ বটুটা উল্‌টে বুঝে দেখছি একটা মহা বিভ্রাট বাধালে।

বাসব।—(সরোষে হাসিয়া) বাহবা মনোরমা বাহবা! তুমি বেশ অভিনয় করেছ।

মনো।—(সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চরণে পতন) দেবি! এতে আমার দোষ নেই। ঐ হতভাগা যে দাঁড়িয়ে আছে, ওই জোর করে' অলঙ্কারগুলি নেবার জন্য আমাকে আট্‌কিয়েছিল। আমি এত চেঁচালাম, ওই মূর্খটার চীৎকারে আমার গলার শব্দ কেউ শুন্‌তে পেলে না।

বাসব।—ওলো! ওঠ্‌! আমি সব বুঝেচি! এই আরণ্যকা-বৃত্তান্ত-ঘটিত নাটকে বসন্তকই সূত্রধার।

বিদূষক।—আপনি মনে মনেই ভেবে দেখুন না, কোথায় আরণ্যকা আর কোথায় বসন্তক!

বাসব।—মনোরমা!—ওকে বেশ করে' বেঁধে রেখে তুই আয়। নাট্যাভিনয়টা আবার দেখা যাক্‌।

মনো।—(স্বগত) এখন বাঁচা গেল! (বিদূষকের হাত বাঁধিয়া প্রকাশ্যে) হতভাগা! এখন তোর নষ্টামির ফল ভোগ কর্‌!

বাসব।—(সভয়ে নিকটে আসিয়া) আর্য্যপুত্র! এই অমঙ্গল দূর হোক্‌! (চরণ হইতে নীলোৎপলমালা খুলিতে খুলিতে উৎপ্রাস-সহকারে) আমি মনোরমা মনে করে' নীলোৎপলের মালায় তোমাকে বাঁধ্‌তে বলেছিলুম, আমাকে ক্ষমা করবে।

আরণ্যকা।—(সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইয়া)

রাজা।—(সহসা উঠিয়া বিদূষক ও মনোরমাকে দেখিয়া স্বগত) দেবী আমাকে জান্‌তে পেরেছেন দেখ্‌চি। (লজ্জিত)

সাংকৃত্যায়নী।—(সকলকে দেখিয়া সস্মিত) এ কি! এ যে আর একটা নাট্যাভিনয় উপস্থিত। আমাদের মত লোকের এখানে এখন থাকাটা উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা।—(স্বগত) এরূপ ধরণের রাগ তো আমি আগে কখন দেখিনি। এ স্থলে দেখ্‌চি সাধ্যসাধনার কোন ফল হবে না। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) দেবি! ভুল কোরো না।

বাসব।—আর্য্যপুত্র! কে রাগ করেছে?

রাজা।—কি!—তুমি রাগ কর নি?

বিভূষিত হইলেও তাম্ররুচি এবে ও-নয়ন;
হ'লেও মাধুর্য্যযুত—গদগদ প্রত্যেক বচন।
যদিও নিশ্বাস বহে বেশ নিয়মিত,
স্তনোৎকম্পে তবু উহা স্পষ্ট সূচিত।
অন্তরের কোপ তব চাপিছ চেষ্টায়,
তবু উহা মুখ-ভাবে স্পষ্ট দেখা যায়।

(পদতলে পড়িয়া) প্রসন্ন হও,—প্রসন্ন হও।

বাসব।—দেখ আরণ্যকা! তুমি রাগ করেছ মনে করে,' "প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও"—এই কথা আর্য্যপুত্র বলচেন। তুমি তবে নিকটে এসো। (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

আরণ্যকা।—(সভয়ে) দেবি! আমি তো এর কিছুই জানি নে।

বাসব।—আরণ্যকে! তুমি জান না বটে? আচ্ছা, আমি তোমায় এখনি জানাচ্ছি। ইন্দীবরিকে! ওকে বন্দী কর্‌।

বিদূষক।—দেখুন, আজ কৌমুদী-উৎসবে আপনার চিত্তরঞ্জনের জন্য মহারাজ এই নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছেন।

বাসব।—দেখ, তোমাদের এই কুব্যবহারে আমি উপহাসাস্পদ হয়েচি।

রাজা।—দেবি! অন্য কিছু কল্পনা ক'রো না।

ভ্রূভঙ্গে ললাট-পটী কেন মিছামিছি বল
হয় কলঙ্কিত?
বাত-বিকম্পিত পুষ্প * "বন্ধুজীব" সম কেন
অধর স্ফুরিত?
স্তন-ভরে সমধিক বিকম্পিত মধ্য তব
কেন ক্লিষ্ট শ্রমে?
রচিতে ও চিত্ত তব করিয়াছি ক্রীড়া, কোপ
ত্যজ প্রিয়তমে।

দেবি! প্রসন্ন হও। (পদতলে পতন)

কাঞ্চনমালা।—ওলো! অভিনয় শেষ হয়েছে। এখন তবে চল্‌—অন্তঃপুরে যাওয়া যাক্‌।

[প্রস্থান।

* দুপাটি ফুল।

রাজা।—(দেখিয়া) এ কি! প্রসন্ন না হয়েই দেবী চলে' গেলেন যে!

মুখ-পানে তুলি' আঁখি   দেখি যবে উভয়েরে
—দেবী ও প্রিয়ার;
খেদজলে ভাঙা ভাঙা   একের রক্তাক্ষ, রোষে
ভীষণতর তার,
অপরের মৃগ আঁখি   ভয়-ত্রাসে থাকি থাকি
লাফায়ে লাফায়ে যেন ওঠে;
একদিকে ভীত আমি,   অন্যদিকে সমুৎসুক
পড়িয়াছি বিষম সঙ্কটে।

এখন তবে শয়ন-গৃহে গিয়ে দেবীকে প্রসন্ন কর্‌বার উপায় চিন্তা করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

(মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমা।—(সোদ্বেগে) কি আশ্চর্য্য! দেবীর রাগ এখনও গেল না। প্রিয়সখী আরণ্যকা এত দিন কারারুদ্ধ হয়ে আছেন, তবু তার উপর তাঁর দয়া হ'ল না। (সাশ্রুনেত্রে) কিন্তু সে বেচারী বন্ধনক্লেশে যত না কষ্ট পাচ্চে, মহারাজের দর্শনে নিরাশ হয়ে তা-অপেক্ষা অধিক কষ্ট পাচ্চে। তার এতই কষ্ট হয়েছে যে, সে আজ আত্মহত্যা কর্‌তে যাচ্ছিল; কোন প্রকারে তাকে আমি নিবারণ করেছি। এই কথা মহারাজকে নিবেদন কর্‌বার জন্য বসন্তককেও বলে' এসেছি।

(কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কাঞ্চনমালা।—ভগবতী সাংকৃত্যায়নীকে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। (দেখিয়া) এই যে মনোরমা; একেও একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (নিকটে আসিয়া) মনোরমা! তুমি কি জান, ভগবতী সাংকৃত্যায়নী এখন কোথায়?

মনোরমা।—(দেখিয়া অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) ওগো কাঞ্চনমালা, তাঁকে আমি দেখেছি। তোর প্রয়োজনটা কি?

কাঞ্চনমালা।—আজ দেবী অঙ্গারবতী একটা পত্র পাঠিয়েছেন। সেই পত্র পাঠ করে' দেবী অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভারি দুঃখ কর্‌তে লাগলেন! তার সান্ত্বনার নিমিত্ত ভগবতীকে আমি খুঁজে বেড়াচ্চি।

মনোরমা।—ওগো! সেই পত্রে কি লেখা আছে?

কাঞ্চনমালা।—"আমার যে ভগিনী, তিনি তোমার জননী-সমান। আর তাঁর পতি দৃঢ়বর্ম্মা তোমার পিতৃতুল্য। এ কথাও কি তোমাকে আবার বলতে হবে? হতভাগা কলিঙ্গরাজ বৎসরাধিক তাঁকে কারাবদ্ধ করে' রেখেছে। এই অনিষ্ট-বৃত্তান্ত শুনে তোমার স্বামীর উদাসীনত্ব অবলম্বন করা উচিত নয়।"—এই কথা তাতে লেখা আছে।

মনোরমা।—ওগো কাঞ্চনমালা! মহারাজ আজ্ঞা করেছিলেন, এই বৃত্তান্ত কেউ যেন দেবীকে পড়ে' না শুনায়, তবে এ লেখা তাঁকে কে শুনালে?

কাঞ্চনমালা।—তাঁকে এই পত্র পড়ে' শোনালে তিনি চুপ করে' রইলেন, তার পর আমার হাত থেকে নিয়ে তিনি নিজেই পড়্‌লেন।

মনোরমা।—তুমি তবে যাও। দেবী এখন ভগবতীরই সঙ্গে দন্তবলভীতে আছেন।

কাঞ্চনমালা।—হাঁ, আমি এখন তবে দেবীর কাছেই যাই।

[প্রস্থান।

মনোরমা।—অনেকক্ষণ হ'ল আমি আরণ্যকার কাছ থেকে এসেছি। নিজ জীবনের উপর সে বেচারীর নিতান্তই বিতৃষ্ণা জন্মেছে। কি জানি যদি সে ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করে। আগে সেইখানেই যাই।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(সবিস্তরে সপরিজনে সাংকৃত্যায়নীর সহিত উদ্বিগ্না বাসবদত্তা আসীনা)

সাংকৃত্যায়নী।—রাজপুত্রি! উদ্বিগ্ন হয়ো না। বৎসরাজ এরূপ কখনই নন। তোমার মেসো-মহাশয়ের এইরূপ অবস্থা জেনেও বৎসরাজ কি কখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন?

বাসবদত্তা।—(সাশ্রুনেত্রে) ভগবতি! তুমি এখন নিতান্ত অবুঝের মত কথা বল্‌চ। তিনি যখন

আমাকেই আর চান না, তখন আমার আত্মীয়দের তাঁর কিসের প্রয়োজন? মাসীমা আমাকে যা লিখেছেন, তা ঠিকই। তিনি কিন্তু এখনও জানেন না যে, বাসবদত্তার আর এখন সেরূপ মান-মর্য্যাদা নেই। তুমি তো আরণ্যকা-বৃত্তান্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ করেছ। তুমি এ কথা কি করে' বল্‌চ ভগবতি?

সাংকৃত্যায়নী।—আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাই তোমাকে বল্‌চি। কৌমুদী-মহোৎসবে তোমাকে হাসাবার জন্যই তিনি এইরূপ আমোদ করেছিলেন।

বাসবদত্তা।—ভগবতি, সে কথা সত্যি। তিনি এমনি আমার মুখ হাসিয়েছেন যে, ভগবতি, তোমার সম্মুখেও লজ্জিত হয়ে আমাকে কোন প্রকারে থাক্‌তে হচ্চে। তাঁর কথায় আর কি প্রয়োজন? এতটাও যে বল্লেন, সেও ভগবতীকে ভালবাসি বলে'। (রোদন)

সাংকৃত্যায়নী।—রাজপুত্রি! কেঁদো না। বৎস-রাজ এরূপ কখনই নন। (দেখিয়া) ওই যে তিনি এসেছেন। এখন আর রাগ কোরো না। ওঁকে মার্জ্জনা কর।

বাসবদত্তা।—দেখ মনোরমা! ভগবতীর এই-রূপ ইচ্ছে।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—বয়স্য! এখন কি উপায়ে প্রিয়ার বন্ধন-মোচন করা যায়, বল দিকি?

বিদূষক।—ওগো বয়স্য, হতাশ হয়ো না। আমি তার উপায় কর্‌চি।

রাজা।—(সহর্ষে) বয়স্য! সে উপায়টা কি শীঘ্র বল।

বিদূষক।—ওগো, তুমি তো অনেক যুদ্ধ করেছ, তোমার অসীম বাহুবল; তোমার অনেক গজ তুরঙ্গ পদাতি আছে—তোমার সৈন্যবলের সঙ্গে যুদ্ধে কে আঁটতে পারে? এই সমস্ত সৈন্যবল একত্র করে' অন্তঃপুর আক্রমণ করে' আরণ্যকাকে কারা-গার থেকে উদ্ধার করা যাক্।

রাজা।—তুমি যা পরামর্শ দিলে, তা হ'তে পারে না;—তা অশক্য।

বিদূষক।—এতে এমন কি আছে যা অশক্য? কেন না, সেখানে কুব্জ, বামন, বৃদ্ধ, কঞ্চুকী ছাড়া একটি অপর মনুষ্য নেই।

রাজা।—(অবজ্ঞা সহকারে) দূর মূর্খ! কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বল্‌চ? দেবীর প্রসন্নতা ভিন্ন তার মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। দেবীকে কি করে' প্রসন্ন করা যায়, তাই বল।

বিদূষক।—ওগো! তবে একমাস উপবাস করে' জীবন ধারণ কর। এইরূপ কর্‌লে দেবী চণ্ডী প্রসন্ন হবেন।

রাজা।—(হাসিয়া) পরিহাস রেখে দেও। বল, দেবীকে কি উপায়ে প্রসন্ন করা যায়।

হাসি' ধূর্ত্তজন-সম, পথ আটকিয়া
প্রিয়ার ধরিব কি গো গলা জড়াইয়া?
কিম্বা কি তুষিব তাঁরে মিষ্ট কথা কয়ে?
অথবা পড়িব পায়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে?
সত্য কহিতেছি সখা,—না পাই ভাবিয়া
সাধিতে হইবে তাঁরে কিরূপ করিয়া।

এসো তবে। দেবীর ওখানেই যাওয়া যাক্।

বিদূষক।—তুমি যাও। আমি বন্ধন থেকে কোন প্রকারে মুক্ত হয়ে এসেছি, আমি আর যাচ্চি নে।

রাজা।—(হাসিয়া কণ্ঠ ধরিয়া বলপূর্ব্বক ফিরা-ইয়া আনিয়া) আরে মূর্খ! এসো এসো। (পরি-ক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, দেবী দন্ত-বলভীর ভিতরে রয়েছেন। এইবার তবে নিকটে যাই। (সলজ্জভাবে নিকটে গমন)।

বাসবদত্তা।—(শ্রান্তভাবে আসন হইতে উত্থান)

রাজা।—

কেন এ সম্ভ্রম প্রিয়ে?— আসন ছাড়িলে কেন
ওঠা তো উচিত নয় এরূপ প্রকারে।
সুপ্রসন্ন দৃষ্টি মাত্রে দ্রুত হয় চিত্ত যার,
অত্যাদরে অপ্রতিভ কেন কর তারে।

বাসবদত্তা।—(মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) আর্য্যপুত্র! তুমি এখন অপ্রতিভ হয়েছ?

রাজা।—প্রিয়ে! আমার অপরাধ স্বচক্ষে দেখেও যে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হবার চেষ্টা কর্‌চ, এতে আমি সত্যই লজ্জিত হয়েছি।

সাংকৃত্যায়নী।—(আসন নির্দ্দেশ করিয়া) মহা-রাজ! আসন গ্রহণ করুন।

রাজা।—(আসন নির্দ্দেশ করিয়া) এসো দেবি, এইখানে বোসো।

বাসবদত্তা।—(ভূমিতে উপবেশন)

রাজা।—আঃ! ভূমিতে বস্লে কেন দেবি! আমিও তবে ঐখানে বসি। (ভূমিতে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি) প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হয়ে আছি, তবুও তুমি মনের অভ্যন্তরে কোপ বহন কর্‌ছ?

ললাটে ভ্রূভঙ্গ নাই— করিতেছ কেবলি রোদন;
অধরে স্ফুরণ নাই— শুধু ঘননিশ্বাস পতন;
কথায় উত্তর নাই— কি যেন কিসের ধ্যানে
আছ নতমুখে।
এ তব নীরব কোপ প্রচণ্ড প্রহার-সম
বাজে যে গো বুকে।
প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

(পদতলে পতন)

বাসব।—তুমি তো এখন খুব সুখে আছ, এ দুখিনীকে কেন আর কষ্ট দেও? ওঠো, কে রাগ করেছে?

সাস্কৃ।—উঠুন মহারাজ! ওতে কি হবে?—ওঁর উদ্বেগের অন্য কারণ আছে।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) ভগবতি! অন্য কি কারণ?

সাস্কৃ।—(কর্ণে কথন)

রাজা।—(হাসিয়া) তা যদি হয়, তা হ'লে উদ্বেগের কোন কারণ নাই। সে বিষয় আমিও অবগত হয়েছি। কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেলে তার পর দেবীকে সুসংবাদ দিয়ে তুষ্ট কর্‌ব, এইরূপ মনে করেছিলেম—তাই ওঁকে আর কিছু বলি নি। নৈলে, দৃঢ়বর্ম্মার এই বৃত্তান্ত শুনে আমি কি চুপ্ করে' থাক্‌তে পারি? কিছুদিন হ'ল, আমি এই সংবাদটি পেয়েচি। সংবাদের কথাগুলি এই:—

বিজয়সেনাদি সব মহাবল বীর-সৈন্যগণ
কলিঙ্গের বহির্দেশ করিলেক যবে আক্রমণ
হত-বল কলিঙ্গ সে, দুর্গ-মাঝে পশিল সহসা,
প্রাকার-ই আশ্রয় হ'ল—বিনা অন্য সহায়-ভরসা।
আক্রমিলে এইরূপে আমাদের শৌর্য্যশালী
অশ্বগজ-নরসৈন্যগণ,
নিঃশেষিত-সৈন্য হয়ে এবে সেই দাসপুত্র
দাস-সম রহে নিরুত্তম।
আজি হোক্, কালি হোক্ সব সৈন্য সম্ভবতঃ
দুর্গ ভগ্ন করিয়া ঝটিতি,
বন্দী কিম্বা রণে হত করিয়াছে কলিঙ্গরে
—শীঘ্রই শুনিবে ভগবতি।

সাস্কৃ।—রাজপুত্রি! আমি তো তোমাকে প্রথমেই বলেছিলেম যে, বৎসরাজ এর প্রতিবিধান না করে' থাক্‌তে পার্‌বেন না।

বাসব।—যদি এই সুসংবাদ—

প্রতী।—মহারাজের জয় হোক্! দৃঢ়বর্ম্মার কঞ্চুকীর সহিত বিজয়সেন একটা সুসংবাদ দেবার জন্য হর্ষোৎফুল্ললোচনে দ্বারদেশে অপেক্ষা করচেন।

বাসব।—(সস্মিত) ভগবতি! আমার মনে হচ্চে, আর্য্যপুত্র এমন কোন কাজ করেছেন—যাতে আমি পরিতুষ্ট হই।

সাস্কৃ।—আমি বৎসরাজের পক্ষপাতিনী—এ স্থলে আমি কোন কথা কব না।

রাজা।—তাঁদের দুজনকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

(বিজয়সেন ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

বিজয়।—ওগো কঞ্চুকী! আজ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করব, এই মনে করে'—তোমাকে সত্য বল্‌ছি—আমার কি একপ্রকার অনুপম আনন্দ হচ্চে।

কঞ্চুকী।—বিজয়সেন! সে কথা যথার্থ। দেখ:—

এমনি তো ভৃত্যজন অতিশয় প্রীত হয়
প্রভু-দরশনে;
তাতে পুনঃ অরি-নাশে সিদ্ধ-কাম তুমি এবে
প্রভু-আজ্ঞা-ক্রমে।

উভয়ে।—(নিকটে আসিয়া) প্রভুর জয় হোক্!

রাজা।—(উভয়কেই আলিঙ্গন)

কঞ্চুকী।—মহারাজ! একটা সুসংবাদ দি।

হতভাগা কলিঙ্গরে করিয়া নিধন,
মোদের প্রভুরে করি' রাজ্যে সংস্থাপন,
আজি এ বিজয়সেন মহারাজের আদেশ
পালিলেন যথাযথ—নাহি ত্রুটি-লেশ।

বাসব।—ওগো ভগবতি! এই কঞ্চুকীকে চিন্‌তে পারচ?

সাস্কৃ।—চিন্‌ব না কেন? যার হাত দিয়ে তোমার মাসীমা পত্র পাঠিয়েছিলেন।

রাজা।—সাধু! বিজয়সেনের দ্বারা একটা মহা ব্যাপার অনুষ্ঠিত হ'ল।

বিজয়।—(মহারাজের পদতলে পতন)

রাজা।—দেবি! একটা সুসংবাদ দি, দৃঢ়বর্ম্মা স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েচেন।

বসব।—(সহর্ষে) অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ।—এইরূপ শুভ ব্যাপারে, এই রাজবাটীতে এই কাজগুলি করা অবশ্য কর্ত্তব্য:—(রাজাকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক বীণাবাদন অভিনয় করিয়া) গুরুপূজা, (নিজের যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া) ব্রাহ্মণসৎকার (আরণ্যকাকে সূচিত করিয়া) আর, সর্ব্ববন্ধন-মোচন।

রাজা।—(হাতে তুড়ি দিয়া চুপি চুপি) সাধু বয়স্য সাধু!

বিদূ।—ভগবতি! তুমি এ বিষয়ে কোন কথা কইচ না কেন?

বাসব।—(সাঙ্কৃত্যায়নীকে অবলোকন করিয়া সস্মিত) আরণ্যকাকে দেখ্‌চি হতভাগা নিশ্চয়ই বন্ধনমুক্ত করবে।

সাঙ্কৃ।—সে বেচারীকে বন্ধ করে' রেখে আর কি হবে?

বাসব।—ভগবতীর যা অভিরুচি।

সাঙ্কৃ।—তা যদি হয়, আমি এখনি গিয়ে তার বন্ধন মোচন করচি।

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী।—মহারাজ দৃঢ়বর্ম্মা আর একটা কথা মহারাজকে জানাতে বলেছেন। "আপনার প্রসাদে যথাভিলাষ সমস্তই সম্পন্ন হয়েচে। আমার এই প্রাণ আপনারই, এখন আপনি তাকে যথেচ্ছা নিয়োগ করতে পারেন।"

রাজা।—(সলজ্জভাবে অধোমুখে অবস্থান)

বিজয়।—মহারাজ! দৃঢ়বর্ম্মা আপনার প্রতি যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হয়েছেন, তা আমি কথায় বলতে পারিনে।

কঞ্চুকী।—আপনি আমাদের দুহিতা প্রিয়দর্শি-কাকে বিবাহ না করে' এমনি গ্রহণ করায় তার সহিত আমার ভ্রাতার-সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছিল এবং সেই জন্য বড়ই দুঃখিত হয়েছিলেম। কিন্তু আপনি বাসবদত্তাকে বিবাহ করে' আমাদের সে দুঃখ অপ-নীত করেছেন।

বাসব।—(সাশ্রুনেত্রে) কঞ্চুকী-মহাশয়! আমার ভগিনী এখন কি করে' হ'ল?

কঞ্চুকী।—রাজপুত্রি! সেই হতভাগা কলিঙ্গ-রাজের আক্রমণকালে যখন অন্তঃপুরজন সবাই পলায়ন করছিল, সেই সময় সেই স্থানে প্রিয়দর্শি-কাকে ভাগ্যক্রমে আমি দেখ্‌তে পেলেম—মনে করলেম, এ সময়ে তার এখানে থাকা উচিত নয় —এই মনে করে' তাকে নিয়ে বৎসরাজের নিকট প্রস্থান করলেম। তার পর, বিশেষরূপে চিন্তা করে' বিন্ধ্যকেতুর হস্তে তাকে সমর্পণ করে' আমি চলে' এলেম। ফিরে যেতে না যেতেই শুনলেম, সেই স্থানটি ধ্বংস ও বিন্ধ্যকেতু নিহত হয়েছে।

রাজা।—(সস্মিত) বিজয়সেন! তুমি কি বল?

কঞ্চুকী।—তার পর সেখানে ফিরে গিয়ে আমি তার অন্বেষণ করলেম—কিন্তু কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত জানিনে, সে কোথায় আছে।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো।—দেবি! সে বেচারীর এখন প্রাণ-সংশয় উপস্থিত।

বাসব।—(সাশ্রুনেত্রে) কি! তুমিও প্রিয়দর্শি-কার বৃত্তান্ত জান না কি?

মনো।—না, আমি প্রিয়দর্শিকার বৃত্তান্ত কিছুই জানিনে। আমাদের আরণ্যকা মদের ছুতো করে' বিষ আনিয়ে তাই পান করেছে—আর পান করে' এখন তার প্রাণ-সংশয় উপস্থিত। তাই আমি নিবেদন করতে এসেছি। এখন দেবী তাকে রক্ষা করুন। (রোদন করিতে করিতে পদতলে পতন)

বাসবদত্তা।—(স্বগত) হা ধিক্! এই আরণ্য-কার বৃত্তান্ত শুনে আমার প্রিয়দর্শিকা-জনিত দুঃখও অন্তরিত হ'ল। লোকগুলো ভারি দুষ্ট! হয় তো আমাকে মিথ্যা করে' বলচে। এ স্থলে এইরূপ বলাই উচিত। (প্রকাশ্যে) দেখ্, মনোরমা! তাকে শীঘ্র এইখানে নিয়ে আয়। আর্য্যপুত্র নাগলোকে গিয়ে বিষবিদ্যা শিখেছিলেন—তিনি এ বিষয়ে খুব নিপুণ।

মনোরমা।—

[প্রস্থান।

(বিষ-ক্লিষ্টা আরণ্যকাকে ধারণ করিয়া মনোরমার পুনঃপ্রবেশ)

আরণ্যকা।—ওলো মনোরমা! এখন কেন আমাকে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যাচ্চিস্?

মনোরমা।—(সবিষাদে) হায় হায়! বিষ ওর দৃষ্টিতেও সংক্রমণ করেছে। দেখি! শীঘ্র ওকে বাচান।—শীঘ্র ওকে বাঁচান। বিষটা প্রবল হয়ে উঠেছে।

বাসবদত্তা।—(ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) মহারাজ! ওঠো! বেচারী বোলো—আর বিলম্ব নেই।

সকলে।—(দর্শন)

কঞ্চুকী।—(দেখিয়া) আমাদের রাজকুমারী প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে এঁর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে দেখ্‌চি। (বাসবদত্তাকে নির্দ্দেশ করিয়া) রাজপুত্রি! এ-কন্যাটি কোথেকে এল?

বাসবদত্তা।—মহাশয়! ইনি বিন্ধ্যকেতুর দুহিতা; বিন্ধ্যকেতুকে বধ করে' বিজয়সেন এঁকে নিয়ে এসেছেন।

কঞ্চুকী।—তাঁর দুহিতা কোথায়? এ তো আমার রাজকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমি কি হতভাগ্য! (ভূতলে পতিত হইয়া আবার উত্থান করত) রাজপুত্রি! এই সেই প্রিয়দর্শিকা তোমার ভগিনী।

বাসবদত্তা।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার ভগিনীর মৃত্যু উপস্থিত।

রাজা।—আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আচ্ছা, আমরা দেখ্‌চি। ও! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

ঘন মকরন্দ-রস ক্রমে ঘনাইল দেখি',
কমল-কলিকা-মধু
ভৃঙ্গ যেই করিবে গো পান,
অমনি পড়িয়া হিম বিদলিত করে তারে;
মনোবাঞ্ছা নাহি ফলে,
বিধি যদি কভু হয় বাম।

মনোরমা।—ওকে জিজ্ঞাসা কর দিকি ওর স্পর্শ-বোধ আছে কি না?

মনোরমা।—সখি! তুমি কি কিছু টের পাচ্ছ? (সাশ্রুনেত্রে পুনর্ব্বার তাকে সঞ্চালন করিয়া) সখি! আমি বল্‌চি—তুমি কি কিছু টের পাচ্ছ?

প্রিয়দর্শিকা।—(অস্পষ্টরূপে) এতেও যখন মহারাজকে দেখতে পেলেম না—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া মূর্চ্ছা পতন)

রাজা।—(সাশ্রুনেত্রে)
মুদিলে ও-নেত্র-যুগ, সব দিক্ হয় অন্ধকার;
কণ্ঠ ওঁর হ'লে রুদ্ধ, কষ্টে সরে বচন আমার;
শ্বাস বদ্ধ হ'লে ওঁর, তনু মোর হয় গো আড়ষ্ট;
সমস্ত এ বিষ-কষ্ট মনে হয়—আমারি গো কষ্ট।

বাসবদত্তা।—(সাশ্রুনেত্রে) প্রিয়দর্শিকা! ওঠো ওঠো! ওই দেখ মহারাজা দাঁড়িয়ে আছেন। এখনও কি ওর চৈতন্য হয় নি? আমি অপরাধ করেছি ব'লে তুমি কি আমার সঙ্গে কথা কচ্চ না? প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। ওঠো, ওঠো। আর আমি অপরাধ কর্‌ব না। হা হতবিধি! না জানি আমি কি অনিষ্ট করেছি—যার দরুণ আমার ভগিনী প্রিয়দর্শিকার এই অবস্থা হয়েছে। (প্রিয়দর্শিকার উপরে পতন)

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! তুমি হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? নিরাশ হবার এ সময় নয়। জানাই আছে, বিষের বিষমা গতি। এখন তোমার বিদ্যার প্রভাবটা দেখাও না।

রাজা।—ঠিক্ কথা। (প্রিয়দর্শিকাকে অব-লোকন করিয়া) এতক্ষণ আমি হতবুদ্ধি হয়ে ছিলেম। এইবার আমি ওঁকে বাঁচিয়ে তুল্‌চি। জল, জল।

বিদূষক।—(প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) ওগো! এই জল!

রাজা।—(নিকটে গিয়া, প্রিয়দর্শিকার উপর হস্ত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ)

প্রিয়দর্শিকা।—(ধীরে ধীরে উত্থান)

বাসবদত্তা।—আ! বাঁচা গেল, এইবার আমার ভগিনী বেঁচে উঠেছেন।

বিজয়সেন।—ওঃ! মহারাজের কি বিদ্যাপ্রভাব!

কঞ্চুকী।—মহারাজের নরেন্দ্রতা * সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত।

প্রিয়দর্শিকা।—(ধীরে ধীরে উঠিয়া, উপবেশন করিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে নৈরাশ্যের সহিত অস্পষ্টরূপে) মনোরমা! আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি!

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! তোমার বৈদ্যগিরি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে।

প্রিয়দর্শিকা।—(অনুরাগের সহিত রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সলজ্জভাবে কিঞ্চিৎ অধোমুখী হইয়া অবস্থান)

---

* নরেন্দ্রের অন্য অর্থ বিষবৈদ্য।

বাসবদত্তা।—(সহর্ষে) আর্য্যপুত্র! এখনও কেন ওঁর বিকৃত ভাব দেখচি?

রাজা।—(সস্মিত)

এখনো হয়নি এঁর বৃত্তি স্বাভাবিক;
এখনো হয়নি বাক্য স্পষ্ট সমধিক;
স্বেদ-কণা-কণ্টকিত তনু অবসন্ন;
স্তন-ভার ক্লেশকর কম্পন-জন্য;
তাই বলি দেহে বিষ এখনো সঞ্চিত;
এখনো সমস্ত বিষ হয়নি শমিত।

কঞ্চুকী।—(প্রিয়দর্শিকাকে নির্দ্দেশ করিয়া) রাজকুমারি! এই তোমার পিতার আজ্ঞাকারী ভৃত্য। (পদতলে পতন)

প্রিয়দর্শিকা।—(অবলোকন করিয়া) এ কি! বিজয়-বসু কঞ্চুকীমহাশয় যে! হা! পিতা আমার!—মা আমার! কোথায় গো তোমরা?

কঞ্চুকী।—রাজকুমারি! কেঁদো না। তোমার পিতা ভাল আছেন। বৎসরাজের প্রভাবে রাজ্যেরও পূর্ব্ব অবস্থা হয়েছে।

বাসব।—(সাশ্রুনেত্রে) এসো প্রিয়দর্শিকা, এখন তোমার ছদ্মবেশ ত্যাগ কর। এখন তোমার ভগিনী-স্নেহের পরিচয় দেও। (কণ্ঠ ধারণ করিয়া) আঃ! এখন যেন আমি দেহে প্রাণ পেলেম।

বিদূষক।—আপনি তো ভগিনীর কণ্ঠ ধারণ করে' বেশ পরিতুষ্ট আছেন—কিন্তু বৈদ্যের পারিতোষিকটা কি একেবারেই বিস্মৃত হলেন?

বাসব।—না বসন্তক, আমি বিস্মৃত হইনি।

বিদূষক।—(রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া সস্মিত) ওগো বৈদ্য! হাত বাড়াও। পারিতোষিকস্বরূপ ওঁর ভগিনীর হাতটি তোমাকে দেওয়াব।

রাজা।—(হস্ত প্রসারণ)

বাসব।—(প্রিয়দর্শিকাকে হস্তে সমর্পণ)

রাজা।—(হাত গুটাইয়া লইয়া) না না থাক, আগে বল, তুমি এখন একটু প্রসন্ন হয়েছ কি না?

বাসব।—যদি, তুমি না-নেবার কে? প্রথমেই তো পিতা এঁকে তোমায় দান করেছিলেন।

বিদূ।—ওগো! দেবী হচ্চেন মাননীয়া ব্যক্তি; ওঁর কথা অগ্রাহ্য কোরো না।

বাসব।—(রাজার হস্ত সবলে আকর্ষণ করিয়া প্রিয়দর্শিকাকে অর্পণ)

রাজা।—(সস্মিত) দেবী যা করেন; আমাদের সাধ্য নাই যে, ওঁর কথার অন্যথা করি।

বাসব।—আর্য্যপুত্র! এর পর তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করব বল।

রাজা।—এর পর আর কি প্রিয় আছে? দেখ:—

নিজরাজ্যে দৃঢ়বর্ম্মা হইলেন পুনর্ব্বার
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত;
কোপবশে চিত্ত তব আমা হ'তে হইলেও
দূরে অপনীত,
প্রসন্ন হইল আজি; তোমার ভগিনী, পুন
লভিল জীবন;
আরো দেখ, তার সাথে শুভক্ষণে এবে তব
ঘটিল মিলন;
কি আর আছে গো প্রিয়,—ওগো প্রিয়তমা!—
যার তরে আমি এবে করিব প্রার্থনা।

তথাপি এইরূপ যেন হয়:—

ইষ্ট বৃষ্টি বরষিয়া ধরায় প্রচুর শস্য
বাসব করুন উৎপাদন;
বিধিমতে যজ্ঞ করি' করুন বিপ্রেরা সব
দেবতার তুষ্টি সম্পাদন;
সজ্জনের সমাগম, আ-কল্পান্তকাল যেন
স্থিরভাবে হয় বিবর্দ্ধিত;
বজ্রলিপ্ত দুঃসহ খলজন-বাক্য যেন
একেবারে হয় নিঃশেষিত।

[সকলের প্রস্থান

সমাপ্ত

মুদ্রা-রাক্ষস

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

মুদ্রা-রাক্ষসের শেষ ভাগে ভরত-বাক্যের মধ্যে এক স্থলে "ম্লেচ্ছৈরুদ্বিজ্যমানা:" এই শব্দ-গুলি আছে—ইহা হইতে উইলসন সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে সময়ে মুসলমানদিগের আক্রমণ আরম্ভ হয়, খৃষ্টাব্দের সেই একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রা-রাক্ষস রচিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতবর কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলং তাঁহার মুদ্রা-রাক্ষসের উপক্রমণিকায় বলেন, ম্লেচ্ছশব্দে শুধু যে মুসলমান বুঝায়, ইহার সমর্থক আনুসঙ্গিক অন্য কোন প্রমাণ নাই। মুদ্রা-রাক্ষসে কুমার "মলয়কেতু"ও ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার পিতা "পর্ব্বতক"-রাজার শ্রাদ্ধাদিরও উল্লেখ আছে। তা ছাড়া, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, মুদ্রা-রাক্ষস পাঠ করিয়া এইরূপ প্রতীতি হয়, সে সময়েও বৌদ্ধদিগের প্রতি লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। একস্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে—"চন্দনদাসের সাধু ব্যবহারে 'অর্হৎগণও' তিরস্কৃত হইয়াছেন।" এইরূপ বিবিধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতবর তেলং খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দী মুদ্রা-রাক্ষসের রচনা-কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমারও এই সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মৃচ্ছকটিকের ন্যায় মুদ্রা-রাক্ষসেও সে সময়কার রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ইহার বিশেষত্ব এই, ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাজনৈতিক চক্রান্তই ইহার আখ্যান-বস্তু। ইহাতে আদি-রসের প্রসঙ্গমাত্র নাই—এবং পাত্রগণের মধ্যে, চন্দনদাসের স্ত্রী ও দুই জন প্রতীহারী—ইহা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোক নাই। ইহা সত্বেও, পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল কবি যে সজাগ রাখিতে পারিয়াছেন, ইহা কবির কম ক্ষমতার কথা নহে। পাত্রগণের চরিত্রও অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বিশেষতঃ চাণক্য ও রাক্ষসের চরিত্র-বৈসাদৃশ্য অতীব পরিস্ফুট রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এরূপ ধরণের নাটক শুধু সংস্কৃত-সাহিত্যে কেন, অন্য সাহিত্যেও বিরল নয়।

গোড়ার কথা

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে মহানন্দ মগধের রাজা ছিলেন। শকটার নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা মহানন্দ শকটারকে একবার কারারুদ্ধ করেন। সেই অবধি শকটার প্রতিশোধ লইবার মানসে নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ একাগ্রমনে কুশমূল উন্মূলিত করিয়া তক্র ঢালিয়া দিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কিয়দ্দিন হইল, এই পথে বিবাহ করিতে যাইতেছিলাম, পদতলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ হওয়াতে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে। আমি সেই নিমিত্ত এখানকার সমস্ত কুশমূল উৎপাটিত করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।" এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে মনে করিয়া তাহাকে বলিলেন ;—"যদি আপনি নগরে চতুষ্পাঠী করিয়া অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই বহুসংখ্য লোক নিযুক্ত করিয়া প্রান্তরটি কুশ-শূন্য করিয়া দিই।" তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া, নগরে গিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। ইতিমধ্যে মহানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। শকটার চাণক্যকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজবাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পাত্রীয় আসনে বসাইয়া স্বয়ং কোন কার্য্য-ব্যপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহানন্দ সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ পাত্রীয় আসনে উপবিষ্ট, এবং কে আনিয়াছে সবিশেষ শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিখাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য বলিলেন, "সভ্যগণ! তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে না পারি, ততদিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল।" তাহার পরেই, তিনি অভিচার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে ও রাজপুত্রগণকে বিনাশ করিলেন এবং সিংহাসনাধিকারী—পরে তপোবনবাসী—রাজ-ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে অন্য উপায়ে হত্যা করিয়া, শকটারের পরামর্শ-অনুসারে ক্ষৌরকার-পত্নীর গর্ভসম্ভূত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, চন্দ্রগুপ্ত-দ্বেষী নন্দানুরক্ত সুযোগ্য অমাত্য রাক্ষস যাহাতে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন, তাহারই চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখান হইতেই নাটকের ঘটনা আরম্ভ।

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষবর্গ

চন্দ্রগুপ্ত। (বৃষল) (মৌর্য্য)—পাটলীপুত্রের রাজা।
চাণক্য। (বিষ্ণুগুপ্ত) (কৌটিল্য) চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী।
রাক্ষস। ভূত-পূর্ব্ব রাজা নন্দের অমাত্য।
মলয়কেতু। পর্ব্বত-রাজের পুত্র।
ভাগুরায়ণ। মলয়কেতুর কপট মিত্র—চাণক্যের লোক।
নিপুণক।
সিদ্ধার্থক।
জীবসিদ্ধি। (ক্ষপণক) (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) চাণক্যের চর।
সমিদ্ধার্থক।
বিষ্ণুদাস।
শার্ঙ্গরব। চাণক্যের শিষ্য।
চন্দনদাস। } রাক্ষসের মিত্র।
শকটদাস। }
চন্দনদাসের পুত্র।
বিরাধ গুপ্ত। রাক্ষসের চর।
প্রিয়ংবদক। রাক্ষসের ভৃত্য।
বৈহীনর। চন্দ্রগুপ্তের কঞ্চুকী।
জাজলী। মলয়কেতুর কঞ্চুকী।
ভৃত্য, কর্ম্মচারী, রক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

চন্দনদাসের স্ত্রী।
শোনোত্তরা। চন্দ্রগুপ্তের প্রতীহারী।
বিজয়া। মলয়কেতুর প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নন্দ। পাটলীপুত্রের ভূত-পূর্ব্ব রাজা।
পর্ব্বতক। প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের মিত্র রাজা—পরে চাণক্য-কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়েন।
সর্ব্বার্থসিদ্ধি। নন্দের মৃত্যুর পর, রাক্ষস-কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত।
বৈরোধক। পর্ব্বতকের ভ্রাতা।
প্রজাগণ, রাজন্যবর্গ, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্থান

পাটলীপুত্র (কুসুমপুর) (পাটনা) এবং মলয়কেতুর শিবির।

মুদ্রা-রাক্ষস

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

"কে গো এই ভাগ্যবতী তব শির-পরে ?"
জিজ্ঞাসেন পারবতী দেব মহেশ্বরে।
"শশি-কলা শিরে মোর" শোনো গো পার্ব্বতি !
"শশি-কলা ধরে নাম শিরে যে যুবতী ?"
"পরিচিত শশিকলা ভুলিলে কেমনে ?"
"ইন্দু নহে—নারী-কথা সুধাই এক্ষণে।"
"বলুক বিজয়া তবে সত্য কি না বটে।"
গঙ্গারে লুকাতে পারবতীর নিকটে
করিলেন যিনি এই শাঠ্য-আচরণ
সেই বিভু তোমাদের করুন রক্ষণ ॥

অপিচ—

যথেচ্ছ-পাদবিক্ষেপে
পাছে পৃথ্বী হয় অবনত
তাই হর নৃত্যকালে
গতি তাঁর করেন সংযত।
প্রকাশিতে নাট্য-ভঙ্গী
বাহু যার ত্রিলোক ছাড়ায়ে
তাই তিনি ভয়ে ভয়ে
একটুকু রাখেন গুটায়ে।
অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবর্ষী
নেত্র পাছে করয়ে দাহন
কারো পানে দৃষ্টিপাত
না করেন তাই ত্রিলোচন।
আধারের অনুরোধে
যিনি গো করেন নৃত্য কুণ্ঠিত হইয়া
সে ত্রিপুরজয়ী দেব
পালুন তোমারে সবে করুণা করিয়া।

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধার।—অতিপ্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। মহারাজ উপাধিধারী পৃথুর পুত্র—সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র, কবিবর বিশাখদত্ত-প্রণীত "মুদ্রা-রাক্ষস" নাটকখানি উপস্থিত সভাসদগণ আমাকে অভিনয় করতে আদেশ করেছেন। এই সভাস্থ কাব্য-বিশারদ পণ্ডিতদের সমক্ষে অভিনয় করে' আমারও বিলক্ষণ পরিতোষ হবে সন্দেহ নাই।

কৃষি হয় ফলবতী
অজ্ঞ জন্‌ও যদি বীজ সুক্ষেত্রেতে বুনে
ধান্যের প্রাচুর্য্য কভু
অপেক্ষা নাহিক রাখে কৃষকের গুণে।

এখন তবে ঘরে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি। আর, সমস্ত গৃহ-জনদের নিয়ে সঙ্গীত-কার্য্য আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) এ কি ! আজ আমাদের গৃহে যেন কি একটা মহোৎসব হচ্চে—বাড়ীর লোকজন সবাই স্ব স্ব-কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত—ব্যাপারখানা কি ?—তাই বটে :—

বহি' আনে জল কেহ,
ঘষিতেছে কেহ শিলে সুগন্ধী চন্দন,
কেহ গাঁথে ফুলমালা
বিচিত্র কুসুম দিয়া বিচিত্র বরণ,
কেহ বা পিষিছে দ্রব্য
মুষল প্রহার করি' আধার-শিলায়
"হু হু" করি' মুহুর্মুহু
হুঙ্কারিছে প্রত্যেক সে মুষলের ঘায় ॥

আচ্ছা, গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

ওগো মোর গুণবতি !
সংসারের স্থিতি-গতি, ত্রিবর্গ-সাধিকে !
মম গৃহনীতি-গুরু !
আছে কার্য্য, শীঘ্র করি' এসো এইদিকে ॥

(নটীর প্রবেশ)

এই যে আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয়, অনুগ্রহ করে' বল।

সূত্র।—ঠাকরুণ, আজ্ঞার কথা এখন থাক্। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের ভোজনে নিমন্ত্রণ করে' আমাকে কি আজ অনুগৃহীত করেছ—না, কোন বাঞ্ছিত অতিথির আগমনে এই সমস্ত পাকের আয়োজন হচ্চে?

নটী।—হাঁ গো হাঁ, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের আজ নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কেন বল দিকি?

নটী।—আজ ভগবান্ চন্দ্রের গ্রহণ, তাই নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কে বল্লে, আজ গ্রহণ?

নটী।—নগরের লোকজন সবাই এই কথা বলচে।

সূত্র।—ওগো ঠাকরুণ! আমি অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করে' জ্যোতিঃশাস্ত্রের চৌষট্টি অঙ্গ অধ্যয়ন করেছি—ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে যে পাককার্য্য আরম্ভ হয়েছে, এখনি তা' বন্ধ করে' দেও। চন্দ্রগ্রহণ হবে বোলে তোমাকে নিশ্চয় কেউ ঠকিয়েছে। দেখ না কেন:—

কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে গো চাহে গ্রাসিবারে—
(অর্দ্ধোক্তি)

(নেপথ্যে)

আঃ! আমি এখানে থাক্‌তে চন্দ্রকে কে বলপূর্ব্বক গ্রাস করতে চায় শুনি?

সূত্র।— কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও ইচ্ছা করে গ্রাসিবারে
বুধ-যোগে রক্ষিত সে—কে পারে তাহারে?

নটী।—ওগো! কে বল দিকি পৃথিবীতে থেকে রাহুর আক্রমণ হ'তে চন্দ্রকে রক্ষা করতে চাচ্চেন?

সূত্র।—গিন্নি! সত্য কথা বল্‌তে কি, আমিও ঠিক্ ঠাওরাতে পারি নি। আচ্ছা, আর একবার মনোযোগ দিয়ে শুনি—কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারব ব্যক্তিটা কে।

কেতুসহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে গো চাহে গ্রাসিবারে,
বুধযোগে রক্ষিত সে, কে পারে তাহারে?

নেপথ্যে।—আঃ! আমি থাক্‌তে চন্দ্র বলপূর্ব্বক কে গ্রাস করতে চায়?

সূত্র।—(শুনিয়া) আঃ! এইবার বুঝতে পেরেছি।—কৌটিল্যের অবতার চাণক্য।

নটী।—(ভয়ের অভিনয়)

সূত্র।— চাণক্য কুটিল-মতি ক্রোধানলে যার
নন্দ-বংশ দগ্ধ হয়ে হল ছারখার।
চন্দ্রের গ্রহণ কি তা বুঝিনু এখন,
মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তে শত্রু করে আক্রমণ।

এসো এখন আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি।
[প্রস্থান।

(ইতি প্রস্তাবনা)

(মস্তকের মুক্ত শিখা হস্তে বুলাইতে বুলাইতে চাণক্যের প্রবেশ)

চাণক্য।—আমি থাক্‌তে চন্দ্রগুপ্তকে বলের দ্বারা পরাভব করতে কে ইচ্ছা করে শুনি?

প্রসারিত মুখ যার
দ্বিরদ-শোণিত-পানে রক্ত শোভা ধরে
সেই মুখে শোভে পুন
দন্ত যার বিনিন্দিয়া নব-শশধরে।
এ হেন সিংহেরে নাশি'
সন্ধ্যারুণ দন্ত তার কার সাধ্য হরে?

অপিচ:—

নন্দকুল-কাল-সর্প-কোপানল হ'তে
যে ভীষণ ধূম-লতা ওঠে ব্যোম-পথে
সেই এই শিখা মোর বাঁধি পুন আমি
অদ্যাপি না করে ইচ্ছা কোন্ মৃত্যু-কামী?

অপিচ:—

উল্লঙ্ঘন করি' এই
নন্দকুল-দাবানল-প্রজ্বলিত কোপের প্রতাপ
সহসা পতঙ্গ সম
আত্মপর না ভাবিয়া কোন্ মূঢ় দিবে তাহে ঝাঁপ?

শার্ঙ্গরব!—শার্ঙ্গরব!

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

চাণ।—বৎস! আমি এইখানে বস্‌তে চাই।

শিষ্য।—না না গুরুদেব! নিকটেই প্রকোষ্ঠশালার দ্বারে বেত্রাসন আছে, সেইখানে বস্‌লেই ভাল হয়।

চাণ।—কোন কার্য্যবিশেষে আমার মন এখন অভিনিবিষ্ট—তার জন্যই আমার এই আকুলতা। আর সেই জন্যই আমি আসন আন্‌তে বলেছিলেম—শিষ্যের প্রতি গুরুজনের স্বাভাবিক কঠোরতা বশতঃ নয়। (উপবেশন করিয়া স্বগত) ভাল, পৌরজনদের মধ্যে এ কথা কি করে' প্রকাশ হ'ল যে, রাক্ষস নন্দবংশ ধ্বংস হওয়ায় অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষী পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতুকে সমস্ত নন্দরাজ্য দানের প্রলোভনে প্রোৎসাহিত করে' তাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করেছেন এবং মলয়কেতুর অধীনস্থ বৃহৎ সৈন্যের সাহায্যে মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন। আমি নন্দবংশ উচ্ছেদ করব বলে' যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তা সকলের কাছে প্রকাশ হলেও আমি যখন সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হ'তে সমর্থ হয়েছি—তখন এই আক্রমণের কথা প্রকাশ হলেও আমি কি তা দমন করতে পারব না?

আমিই করেছি ম্লান
　　রিপুদল-সুন্দরীর চারু চন্দ্রানন,
আমিই তো নীতি-বায়ে
　　মোহভস্ম চৌদিকে করিনু বিকিরণ,
মন্ত্রি-দ্রুম করি' শূন্য
　　খেদাইনু তাহা হ'তে ছিল যত মাননীয়
　　　　　　পৌর দ্বিজদল।
নন্দকুলাঙ্কুরে দহি'
　(শ্রান্তি-বশে নহে)—হবে দাহ্যাভাবে শান্ত মোর
　　　　　　কোপ-দাবানল॥

অপিচ :—

যাহারা আমারে দেখি'
　　ব্রাহ্মণ-আসন-চ্যুত অতি নিরুপায়,
রাজভয়ে নত মুখে
　　অস্ফুট বচনে পূর্ব্বে করে "হায় হায়,"
এখন দেখুক তারা :—
　　সিংহ যথা গজরাজে উচ্চ হ'তে পাড়ে ভূমিতলে,
সবংশে নন্দেরে আমি
　　সেইরূপ করিয়াছি সিংহাসন-চ্যুত নীতি-বলে।

সেই আমি এখন প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়েও চন্দ্রগুপ্তের অনুরোধে আবার অস্ত্র ধারণ করেছি।

হৃদয়ের রোগসম
　　ভুবনের অশোভন নন্দবংশ করি' উন্মূলিত
সরসীতে পদ্ম যথা
　　মৌর্য্যবংশে রাজ-লক্ষ্মী করিয়াছি স্থির-প্রতিষ্ঠিত!
কোপ-প্রীতি প্রত্যেকের
　　ভিন্ন দুই সার-ফল, একনিষ্ঠ মনে
তুল্যরূপে দেখ আমি
　　বিভাগ করিয়া দেছি শত্রু-মিত্রজনে।

কিন্তু রাক্ষসকে হস্তগত করতে না পারলে, নন্দবংশের উচ্ছেদই বা কি করে' হবে, চন্দ্রগুপ্তের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীই বা কিরূপে স্থাপিত হবে? (চিন্তা করিয়া) ওঃ! নন্দবংশের উপর রাক্ষসের অসীম ভক্তি; নন্দবংশের অঙ্কুরটি মাত্র জীবিত থাকতে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে কখনই তিনি সম্মত হবেন না। তা, নন্দবংশের শেষ অঙ্কুর সর্ব্বার্থসিদ্ধি, তপোবনে গিয়ে তাপস-ধর্ম্ম অবলম্বন করলেও, আমরা তো তাকে নিহত করেছি। এখন রাক্ষস, ম্লেচ্ছরাজ-মলয়কেতুকে রাজা অঙ্গীকার করে' তাঁর সাহায্যে আমাদের উচ্ছেদার্থ বিপুল উদ্যোগ করচেন। (আকাশ-পানে চাহিয়া) সাধু! অমাত্য রাক্ষস সাধু! মন্ত্রীর মধ্যে তুমি বৃহস্পতি!—কেন না :—

বৈষয়িক লোক যত
　　ধনীর করয়ে সেবা অর্থ-লালসায়,
বিপদেও হয় সাথী
　　পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রত্যাশায়।
কিন্তু যারা ভক্তি-বশে
　　প্রভু মৃত হইলেও উপকার করিয়া স্মরণ
নির্লোভ নিঃস্বার্থ হয়ে
　　প্রভু-দত্ত কার্য্য ভার অকাতরে করয়ে বহন
　　—সমগ্র ধরণী-মাঝে সুদুর্লভ হেন কৃতী জন।

তাঁকে হস্তগত করতে এই জন্যই আমাদের যত্ন—কি করলে তিনি অনুগ্রহ করে' চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, এখন আমাদের সেই চেষ্টা। কেন না :—

কি হবে তাহারে লয়ে
　　ভক্তিযুক্ত হয়ে যে গো নির্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বল?
বুদ্ধি-পরাক্রমশালী
　　ভক্তিহীন হয় যদি, তাহে বা কি ফল?

বুদ্ধি পরাক্রম ভক্তি
তিন গুণই যেই জনে করে অধিষ্ঠান
সেই তো নৃপের ভৃত্য
সম্পদে বিপদে—অন্তে কলত্র-সমান।

আমিও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য নিদ্রিত নই—যাতে তিনি মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন, তার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করচি। তার দৃষ্টান্ত :—চন্দ্রগুপ্ত কিম্বা পর্ব্বতক এই উভয়ের একজনকে বিনাশ করলেই চাণক্যের বিষম অনিষ্ট-সাধন করা হয়, এই মনে করে' রাক্ষস চাণক্যের পরমোপকারী মিত্র নিরীহ নির্দ্দোষ পর্ব্বতেশ্বরকে বিষকন্যা প্রয়োগ করে' হত্যা করেছেন—এইরূপ একটা জনাপবাদ লোক-প্রত্যয়ার্থ প্রচার করে' দেওয়া গেছে।

এ দিকে আবার ভাগুরায়ণ, "তোমার পিতাকে চাণক্যই বধ করেছেন" এই কথা পর্ব্বতক-পুত্র মলয়-কেতুকে গোপনে বলে,' তার মনে ভয়-সঞ্চার করে' দিয়ে, এখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরে অপসারিত করেছেন। রাক্ষস এ কথা বুঝতে পেরে বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করলেও করতে পারেন, কিন্তু রাক্ষসই যে তার পিতাকে বধ করেছেন, এই জনাপবাদ কিছুতেই নিরাকৃত হবার নয়। তা ছাড়া, কে আমাদের স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ, তা অনুসন্ধান করে' জানবার জন্য, নানা দেশের ভাষাভিজ্ঞ, বেশাভিজ্ঞ,আচার-ব্যবহারজ্ঞ, বিবিধ-চিহ্নধারী গুপ্তচর নিযুক্ত করা গেছে। কুসুম-পুর-নিবাসী নন্দামাত্যের সুহৃদ্‌গণ কোথায় যাতায়াত করে—কি কার্য্য করে, সমস্ত অনুসন্ধান করা তাদের কাজ। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করে' চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী ভদ্রভট প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা অভীষ্ট-সাধনে কৃতকার্য্য হয়েছেন। আর, শত্রু-নিয়োজিত বিষ-প্রয়োক্তাদের দুশ্চেষ্টার প্রতিবিধানার্থ, নৃপতি-সন্নিধানে পরীক্ষিত-ভক্তি বিশ্বাসী লোক সকল নিযুক্ত করা গেছে। তা ছাড়া, ইন্দুশর্ম্মা নামে একটি ব্রাহ্মণ আমাদের সহাধ্যায়ী মিত্র, তিনি শুক্রাচার্য্যকৃত দণ্ডনীতি এবং চৌষট্টি অঙ্গের জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রবীণতা অর্জ্জন করেছেন। নন্দবংশোচ্ছেদের প্রতিজ্ঞার পর, আমি তাঁকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর বেশে কুসুমপুরে পাঠাই। এখন, নন্দের সমস্ত অমাত্যদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে। বিশেষতঃ তাঁর উপর রাক্ষসের বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মেছে। তাঁর দ্বারা এখন আমাদের বিশেষ কাজ হবে। এ পর্য্যন্ত আমরা এমন কোন উপায় অবলম্বন করিনি—যা পরিহাসের যোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত আমাকেই প্রধান মন্ত্রী করে', সমস্ত রাজ্যতন্ত্র-ভার আমার স্কন্ধেই আরোপিত করে', নিজে সর্ব্বদাই উদাসীনভাবে থাকেন। কিন্তু তাও বলি, রাজকার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধানের কষ্ট যে রাজার ভোগ করতে হয় না, সেই রাজাই সুখী। কেন না :—

স্বয়ং আহরিয়া বলি
ভুঞ্জিলেও তাহে ক্লেশ আছে স্বভাবত
গজেন্দ্র নরেন্দ্র তাই
দুঃখ-ভারে অবসন্ন হয়েন সতত।

দৃশ্য।—রাজপথ

(যমপট হস্তে চরের প্রবেশ)

চর।— প্রণম যমের পদে
অন্য দেবে আমাদের বল কি বা কাজ,
অন্য দেব-ভক্তদের
প্রস্ফুরন্ত প্রাণ হরি' লন যমরাজ।

অপিচ :—
থাকিলে যমেতে ভক্তি
দুর্জ্জনেরো হাতে নাহি মরণের ভয়,
সবারে মারেন যিনি
তাঁ হ'তেই আমাদের প্রাণ-রক্ষা হয়।

এখন তবে এই গৃহে প্রবেশ করে' যম-পট দেখিয়ে গান আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—চাণক্যের গৃহ

শিষ্য।—(দেখিয়া) বাপু! এ গৃহে প্রবেশ নিষেধ।

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ কার গৃহ ?

শিষ্য।—আমাদের গুরুদেব সুগৃহীত-নামা চাণক্য ঠাকুরের।

চর।—(হাসিয়া) ওহে ব্রাহ্মণ! এ তো তবে আমার ধর্ম্মভ্রাতার গৃহ, আমাকে প্রবেশ করতে দেও—আমি তোমার গুরুদেবকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিতে চাই।

শিষ্য।—(সক্রোধে) ধিক্ মূর্খ! আমাদের গুরু-দেবের চেয়েও কি তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! রাগ কোরো না। সকলেই যে সব জানে, তা তো নয়—তা তোমার গুরুদেবও

কান কোন বিষয় জানেন, আবার মাদৃশ লোকেরও জান কোন বিষয় জানা আছে।

শিষ্য।—(সক্রোধে) আরে মূর্খ! আমাদের গুরুদেবের সর্ব্বজ্ঞতা তুই অপহরণ করতে চাস?

চর।—অহে ব্রাহ্মণ! যদি তোমার গুরুদেব সকলই জানেন, আচ্ছা, তবে তিনি বলুন দিকি, চন্দ্র কার অপ্রিয়?

শিষ্য।—গুরুদেবের এ সব জেনে কি হবে?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ জেনে কি হবে, তা তোমাদের গুরুদেবই বিলক্ষণ জানেন—তোমার সোজা বুদ্ধিতে বোধ হয় তুমি এইটুকুই বোঝো যে, চন্দ্র কমলদেরই অপ্রিয়।

পদ্মের চাঁদের রূপে দ্বেষ নিরবধি
পূর্ণ-কলা হইলেও তাহার বিরোধী।

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) "চন্দ্রগুপ্তের যারা বিদ্বেষী, তাদের আমি জানি" এই হচ্চে ওর কথার গূঢ় তাৎপর্য্য।

শিষ্য।—আরে মূর্খ! এ সব অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য বলচ কেন?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! এ সব কথা পরে সুসম্বদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য।—কি করে' সুসম্বদ্ধ হবে?

চর।—যদি তেমন শ্রোতা ও জ্ঞাতা পাই, তা হ'লে।

চাণ।—(দেখিয়া) বাপু! স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রবেশ কর—সেরূপ লোক এখানেই পাবে।

চর—আচ্ছা। (প্রবেশপূর্ব্বক নিকটে গিয়া) জয় হোক্ ঠাকুরের!

চাণ।—(দেখিয়া স্বগত) আঃ! কার্য্যের এত বাহুল্য হয়ে পড়েছে, নিপুণককে কিসের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেছি, তা মনে পড়চে না। হাঁ, এইবার মনে পড়েছে, প্রজাদের মন বোঝবার জন্য নিপুণককে নিযুক্ত করেছিলেম। (প্রকাশ্যে) এসো বাপু, এইখানে বোসো।

চর।—যে আজ্ঞা। (ভূতলে উপবেশন)

চাণ।—বাপু! তোমাকে যে কাজে নিযুক্ত করেছিলেম, তার সমস্ত বৃত্তান্ত এখন বল দিকি। প্রজারা কি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত?

চর।—অনুরক্ত বৈ কি। বিরাগ-কারণগুলি আপনি সমস্তই তো দূর করেছেন, এখন প্রজারা সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সকলেই দৃঢ় অনুরক্ত। কিন্তু এই নগরে শুধু তিনটি লোক আছেন, যাঁরা পূর্ব্ব হতেই রাক্ষসের সহিত স্নেহ-সম্মান-সূত্রে বদ্ধ—কেবল তাঁদেরই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্র-শ্রী সহ্য হচ্চে না।

চাণ।—(সক্রোধে) বরং বল না কেন তাদের পক্ষে তাঁদের নিজের জীবনই অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাপু, তাদের নাম কি তুমি জান?

চর।—আপনার নিকট সেই অশ্রুত-নাম ব্যক্তিদের কথা কি করে' নিবেদন করি?

চাণ।—সেই জন্যই তো আরো শুনতে চাই।

চর।—শুনুন তবে; প্রথম শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই বৌদ্ধসন্ন্যাসী ক্ষপণক।

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই ক্ষপণক? (প্রকাশ্যে) তার নাম কি?

চর।—তার নাম জীবসিদ্ধি।

চাণ।—আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী, তুমি কি করে' জানলে?

চর।—কেন না, তিনিই তো অমাত্য রাক্ষসের প্রযুক্ত বিষ-কন্যা পর্ব্বতেশ্বরকে এনে দেন।

চাণ।—(স্বগত) জীবসিদ্ধি তো আমারই চর। (প্রকাশ্যে) বাপু! তার পর, আর কে?

চর।—আর একজন হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্য শকটদাস নামে একজন কায়স্থ।

চাণ।—(হাসিয়া স্বগত) কায়স্থ!—সে তো ক্ষুদ্র প্রাণী। যা হোক্, সামান্য শত্রুকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তার উচ্ছেদের জন্য আমি সুহৃদ্-ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থকে নিযুক্ত করেছি। (প্রকাশ্যে) তৃতীয় ব্যক্তিটি কে শুনি?

চর।—(হাসিয়া) তৃতীয় ব্যক্তি হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের দ্বিতীয় হৃদয়-তুল্য পুষ্পপুর-নিবাসী মণিকার শ্রেষ্ঠী, নাম চন্দনদাস, যার গৃহে অমাত্য রাক্ষস আপনার স্ত্রীপুত্রকে রেখে নগর হ'তে পলায়ন করেছেন।

চাণ।—(স্বগত) তবে নিশ্চয়ই সে রাক্ষসের পরম সুহৃৎ। আত্মীয়-সমান না হ'লে, স্ত্রীপুত্রকে কখনই তার কাছে রেখে যেত না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বাপু, তুমি জানলে কি করে' চন্দনদাসের গৃহে রাক্ষস তাঁর স্ত্রীপুত্রকে রেখে গেছেন?

চর।—ঠাকুর, এই অঙ্গুরী-মুদ্রা দেখলেই আপনি সমস্ত অবগত হ'তে পারবেন। (মুদ্রা প্রদান)

চাণ।—(মুদ্রা লইয়া অবলোকন ও পাঠ করণ) এ যে রাক্ষসের নাম দেখ্‌চি। (সহর্ষে স্বগত) যা হোক্‌, রাক্ষসের অঙ্গুরী-মুদ্রাটি তো আমাদের হস্তগত হ'ল। (প্রকাশ্যে) অঙ্গুরীমুদ্রাটি কি করে' পেলে বল দিকি ?

চর।—ঠাকুর, শুনুন তবে বলি। আমাকে তো আপনি পৌরজনের ভাব-চরিত্র জানবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাই আমি এই যম-পট হাতে করে' ঘরে ঘরে প্রবেশ করি, কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারে না—একদিন, ঘুরে ঘুরে শেষে মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের গৃহে প্রবেশ করলেম। আর, সেখানে যমপট খুলে গান গাইতে আরম্ভ করলেম।

চাণ।—তার পর, তার পর ?

চর।—তার পর, একটা পর্দার ভিতর থেকে পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক সৌম্যদর্শন একটি কুমার, বালক-সুলভ কৌতুকোৎফুল্ল-নয়নে বেরিয়ে আসছিল, এমন সময় সেই পর্দার ভিতর থেকে "আহা হা, বেরিয়ে গেল গো, বেরিয়ে গেল" এইরূপ ভয়ত্রস্ত স্ত্রীলোকদের একটা ঘোরতর কলরব শোনা গেল। তার পর, একটি স্ত্রীলোক দ্বারদেশ হ'তে একটুখানি মুখ বার করে' বালকটিকে ভর্ৎসনা করে' কোমল বাহুলতা দিয়ে তাকে ধরলেন। কুমারকে ধরতে গিয়ে বাস্ততাপ্রযুক্ত পুরুষ-অঙ্গুলীমাপে গঠিত এই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি তাঁর অজ্ঞাতসারে হস্ত হ'তে অঙ্গনে স্খলিত হয়ে প্রণামোদ্যত নববধূর ন্যায় আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে পড়ল। দেখলেম, অমাত্য রাক্ষসের নামাঙ্কিত, তাই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি নিয়ে এসে শ্রীচরণে অর্পণ করলেম। এই রকম করে'ই এই মুদ্রাটি হস্তগত হয়েছে।

চাণ।—সাধু! সমস্ত শুনলেম—এখন তুমি প্রস্থান কর। এই পরিশ্রমের পুরস্কার শীঘ্রই পাবে।

চর।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। [প্রস্থান।

চাণ।—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

(শার্ঙ্গরবের প্রবেশ)

শিষ্য।—গুরুদেব! আজ্ঞা করুন।

চাণ।—বৎস! মসীপাত্র ও পত্র নিয়ে এসো।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! এই মসীপাত্র ও পত্র।

চাণ।—(লইয়া স্বগত) এখন কি লিখি। এ... লিপির দ্বারা রাক্ষসকে জয় করতে হবে।

(প্রতীহারী শোনোত্তরার প্রবেশ)

প্রতী।—জয় হোক্‌, ঠাকুরের জয় হোক্‌!

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) এই শুভসূচক জয়-শব্দ গ্রহণ করলেম। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! কি জন্য এসেছ বল দিকি ? প্রয়োজনটা কি ?

প্রতী।—ঠাকুর! মহারাজ চন্দ্রশ্রী চন্দ্রগুপ্ত কমল-মুকুলাকার অঞ্জলি স্বমস্তকে স্থাপন করে' ঠাকুরের শ্রীচরণে এই নিবেদন করচেন :—"আপনার আদেশানুসারে আমি মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরের পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করতে ইচ্ছা করি—তিনি যে সকল আভরণ অঙ্গে ধারণ করতেন, সেইগুলি আমি গুণবান্‌ ব্রাহ্মণদের দান করলেম।"

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু বৃষল, সাধু! তুমি যা ব'লে পাঠিয়েছ, তা আমার হৃদয়ের কথা। (প্রকাশ্যে) দেখ শোনোত্তরে! বৃষলকে আমার নাম করে' এই কথা বলবে :—"সাধু বৎস, সাধু, লোক-ব্যবহারে তুমি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, অতএব তোমার যা অভিপ্রায়, সেইমত অনুষ্ঠান কর। পর্ব্বতেশ্বরের ধৃতপূর্ব্ব ভূষণাদি গুণবান্‌ ব্রাহ্মণদের দান করবে বলচ—আচ্ছা, আমি স্বয়ং যাদের গুণ পরীক্ষা করেছি, সেই সকল ব্রাহ্মণদের তোমার নিকট পাঠাচ্চি।"

প্রতী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। [প্রস্থান।

চাণ।—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে' বিশ্বাবসুদের তিন ভাইকে বল, বৃষলের কাছ থেকে আভরণাদি নিয়ে আমার সহিত যেন সাক্ষাৎ করে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব!

[প্রস্থান।

চাণ।—(স্বগত) পত্রের শেষাংশে তো এই কথা লিখতে হবে—পূর্ব্বাংশে কি লেখা যায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, মনে পড়েছে! চরদের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি, ম্লেচ্ছরাজের সৈন্য-মধ্যে প্রধানতম পাঁচটি রাজা পরম ভক্তি-সহকারে রাক্ষসের আনুগত্য স্বীকার করেছে। তারা হচ্ছে :—

কুলূত দেশের পতি, চিত্রবর্ম্মা নাম ;
নৃসিংহ মলয়াধিপ, নাম সিংহনাদ ;

কাশ্মীর-দেশাধিরাজ, নাম পুষ্করাক্ষ ;
শত্রুনাম সিন্ধুদেশ-রাজ সিন্ধুসেন ;
প্রচুর-তুরঙ্গ-বল পারসীক-রাজ
মেঘাক্ষ নামেতে খ্যাত ; এই পঞ্চ নাম
লিখিলাম হেথা—অতঃপর চিত্রগুপ্ত
কি আর করিবে ?—আমি করিনু সে কাজ।

(চিন্তা করিয়া) অথবা নামগুলি এখন না লেখাই ভাল। কেন না, তারা এখনও প্রকাশ্যরূপে রাক্ষসের সঙ্গে যোগ দেয় নি। (প্রকাশ্যে) শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—গুরুদেব, আজ্ঞা করুন।

চাণ।—ব্রাহ্মণের হস্তাক্ষর, যত্ন করে' লিখ্‌লেও, প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। অতএব আমার নাম করে' সিদ্ধার্থককে বল :—(কানে কানে) এই পত্রের লিখিত কথাগুলি যার জন্ত লেখা হয়েছে, স্বয়ং তারই পাঠ্য—শকটদাসের দ্বারা লিখিয়ে নিয়ে, শিরোনামা না দিয়ে, আমার নিকট পত্রখানি যেন নিয়ে আসে। চাণক্য লিখ্‌তে বলেছে, এ কথা যেন শকটদাসকে না বলা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। [প্রস্থান।

চাণ।—(স্বগত) যাক্, মলয়কেতু এইবার পরাজিত হবে।

(লিপি হস্তে সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থক।—জয় হোক্ ঠাকুরের জয় হোক্! ঠাকুর! শকটদাসের স্বহস্তে লেখা এই সেই লিপি।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ) বাঃ! কি সুন্দর হাতের লেখা! (পাঠ করিয়া) দেখ বাপু, এই মুদ্রাটি দিয়ে এখন এইটি মুদ্রিত কর দিকি।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। (তথা করিয়া) ঠাকুর, এই দিন্ মুদ্রিত লিপিখানি—এখন, আর কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন।

চাণ।—দেখ বাপু! আমার নিজের একটি কাজে তোমাকে নিযুক্ত করতে চাই।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) ঠাকুর, সে আপনার অনুগ্রহ। আজ্ঞা করুন, দাসের দ্বারা কি কাজ হ'তে পারে।

চাণ।—দেখ বাপু! প্রথমে তো বধ্যস্থানে গিয়ে, সরোষে ঘাতকদের ডান চোখ টিপে ইঙ্গিত করবে, তারা সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করে' ভয়ের ছলে যখন ইতস্তত পলায়ন করবে, তখন শকটদাসকে সেখান থেকে নিয়ে এসে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত করবে। রাক্ষস সুহৃদের প্রাণরক্ষায় পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পারিতোষিক দিলে তা গ্রহণ করে,' কিছুকাল রাক্ষসের সেবক হয়ে থাকবে। তার পর শত্রুরা যখন নগরের নিকটবর্ত্তী হবে, তখন আমার এই কার্য্যটি তোমাকে করতে হবে। (কানে কানে—"এই এই")

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা ঠাকুর।

চাণ।—শার্ঙ্গরব!—শার্ঙ্গরব!

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

চাণ।—আমার নাম করে' কালপাশিককে আর দণ্ডপাশিককে বল্‌বে :—"বৃষলের আদেশ—এই জীবসিদ্ধি নামে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী যে রাক্ষসের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে বিষকন্যার দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে, দোষ-ঘোষণা করে' অপমানের সহিত যেন তাকে নগর হ'তে নির্ব্বাসিত করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (পরিক্রমণ)

চাণ।—আর একটু দাঁড়াও বৎস! আর একজন শকটদাস নামে কায়স্থ, যে রাক্ষসের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে, আমাদের শরীরের অনিষ্ট-চেষ্টায় নিরত তৎপর, দোষ-ঘোষণা করে' তাকেও যেন শূলে দেওয়া হয় আর তার গৃহজনদেরও যেন কারাবদ্ধ করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। [প্রস্থান।

চাণ।—(চিন্তা করিয়া স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস কি গৃহীত হবে?

সিদ্ধা।—ঠাকুর, গৃহীত—

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাক্ষস গৃহীত? (প্রকাশ্যে) বাপু! কে গৃহীত বল্‌ছ?

সিদ্ধা।—আমি বল্‌ছিলেম, ঠাকুরের আদেশ তো গৃহীত হ'ল, এখন আমি কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টায় যাই।

চাণ।—(অঙ্গুরী-মুদ্রাঙ্কিত লিপি অর্পণ করিয়া) বাপু সিদ্ধার্থক, তুমি যাও—তোমার কার্য্য যেন সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। [প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—গুরুদেব! কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক গুরুদেবের নিকট নিবেদন করচেন:—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়েছে।

চাণ।—বেশ বেশ। বৎস! মণিকার-শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে আমি এখন দেখ্তে ইচ্ছা করি।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া চন্দনদাসের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিক্ দিয়ে শেঠ্জি, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দন।—(স্বগত) নিষ্ঠুর চাণক্য ডেকেছেন, এ কথা শুন্‌লে নির্দ্দোষ জনেরও শঙ্কা হয়—আমি তো তাতে দোষী। আমি তাই ধনসেন প্রভৃতি তিনটি বণিককে বলেছি. "কি জানি, যদি চাণক্য দুরাচার আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাই তোমরা সাবধানে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে আমার গৃহ হ'তে অন্যত্র নিয়ে যাও, আমার যা হবার, তা হবে।"

শিষ্য।—ওগো শেঠ্জি—এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—এই যে আমি এসেছি (উভয়ের পরিক্রমণ)।

শিষ্য।—গুরুদেব! এই চন্দনদাস শ্রেষ্ঠী।

চন্দ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্, ঠাকুরের জয় হোক্!

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) এসো এসো শেঠ্জি, এই আসনে বোসো।

চন্দ।—(প্রণাম করিয়া) ঠাকুরের কি না জানা আছে—এখানে আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু আমি অতি তুচ্ছলোক, এরূপ উচ্চ আসনে বস্‌বার যোগ্য নই—অতএব আমি এই ভূতলেই বসি।

চাণ।—শেঠ্জি, ও কথা বোলো না—আমাদের সহিত তুমি সমান আসনে বসবার যোগ্য—অতএব তুমি এই আসনে উপবেশন কর।

চন্দ।—(স্বগত) এর কোন অভিসন্ধি আছে। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা। (উপবেশন)

চাণ।—ওগো শেঠ্জি চন্দনদাস, বাণিজ্য ব্যবসায়ে বেশ লাভ হচ্চে তো?

চন্দ।—হাঁ, ঠাকুরের প্রসাদে আমাদের বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে চল্‌চে।

চাণ।—আচ্ছা, বল দেখি শেঠ্জি, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের দোষ কীর্ত্তন করবার সময় পূর্ব্ব-রাজাদের স্তুতিবাদ কি এখনও করে?

চন্দ।—(কান ঢাকিয়া) ছি ছি! ও পাপ কথা মনেও করতে নেই; শারদ-নিশা-সমুদিত পূর্ণিমার চন্দ্র চন্দ্রগুপ্তকে দেখে চন্দ্রশ্রী অপেক্ষা প্রজাগণ অধিক আনন্দ উপভোগ করে।

চাণ।—ভাল, তাই যদি হয়, সন্তুষ্ট প্রজাদের নিকট রাজারা প্রিয়-কার্য্যের প্রত্যাশা কি করতে পারেন না?

চন্দ।—ঠাকুর আজ্ঞা করুন, আমাদের নিকটে কত অর্থ চান?

চাণ।—ওগো শেঠ্জি, এ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, নন্দের রাজ্য নয়। অর্থলোভী নন্দের কেবল অর্থ সম্বন্ধ,তাতেই তাঁর প্রীতি উৎপন্ন হ'ত—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের তা নয়, তোমাদের সুখেই তাঁর সুখ।

চন্দ।—(সহর্ষে) ঠাকুর, আমাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

চাণ।—ওগো শেঠ্জি, কিসে সেই প্রীতি উৎপন্ন হয়, তা তো তুমি জিজ্ঞাসা করলে না?

চন্দ।—কিসে হয়, আজ্ঞা করুন ঠাকুর।

চাণ।—সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজাদের প্রতি অবিরুদ্ধ ব্যবহারে।

চন্দ।—এরূপ রাজ-বিরোধী বলে' ঠাকুর কাউকে কি জানেন?

চাণ।—প্রথমতঃ তুমিই তো একজন।

চন্দ।—(কানে আঙ্গুল দিয়া) ও পাপ কথা মুখে আন্‌তে নেই—অগ্নির সহিত তৃণের বিরোধ কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে?

চাণ।—এই যেমন তুমি বিরোধ করচ—তুমি তো রাজার অনিষ্টকারী রাক্ষসের গৃহজনকে তোমার নিজ গৃহে এনে এখনও রক্ষা করচ।

চন্দ।—ঠাকুর, এ কথা সমস্তই অলীক; কোন দুরাচার ঠাকুরকে এ সব কথা বলেছে?

চাণ।—ওগো শেঠ্জি, কেন বৃথা আশঙ্কা করচ? চিরকালই পূর্ব্বরাজার অনুচরগণ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পৌরজনদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের গৃহে গৃহজনদের ফেলে দেশান্তরে প্রস্থান করে, তাতে তাদের তো কোন দোষ হয় না। তবে, তাদের লুকিয়ে রাখাটাই দোষের বিষয়।

চন্দ।—সে কথা সত্য। সেই সময়ে অমাত্য

রাক্ষসের গৃহজনেরা আমাদের গৃহে ছিলেন বটে।

চাণ।—প্রথমে বল্লে "সে সমস্তই অলীক"—তার পর এখন বল্‌চ "সেই সময়ে ছিলেন বটে"—এই বচন দুটি যে পরস্পর-বিরোধী।

চন্দ।—আমি স্বীকার করচি, এ সমস্তই আমার বাক্‌-ছল মাত্র।

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি! রাজা চন্দ্রগুপ্ত ছলনায় কথা গ্রহণ করেন না, এখন তবে রাক্ষসের গৃহ-জনকে বিনা-ছলে আমাদের হাতে সমর্পণ কর।

চন্দ।—আমি তো নিবেদন করেছি, সেই সময়ে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমাদের গৃহে ছিলেন।

চাণ।—এখন তবে কোথায় গেছেন?

চন্দ।—জানি নে কোথায় গেছেন।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) জান না বটে? ওগো শেঠ্‌জি, মস্তকের উপর ফণী—দূরে তার প্রতিকার—বুঝলে? তা ছাড়া, নন্দকে যেমন বিষ্ণুগুপ্ত—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)

চন্দ।—(স্বগত) উপরেতে ঘন ঘোর মেঘের গর্জ্জন
সুদূরে দয়িতা, এ কি হ'ল ঘোর বিষম?
দিব্যৌষধি হিমালয়ে, শিরে ভুজঙ্গম॥

চাণ।—দেখ শেঠ্‌জি, অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে উচ্ছেদ করবেন, এ কথা মনেও কোরো না! দেখ—জীবিত থাকিতে নন্দ

বক্রনাসা পরাক্রান্ত সুনীতিজ্ঞ যত ছিল সু-সচিবগণ করিতে পারেন নাই

(জান তো সকলি তুমি) চঞ্চলা রাজশ্রীর স্থৈর্য্য সম্পাদন।

জগৎ-আনন্দকর

এখন সে চন্দ্রকর স্থিরতা করিয়া লাভ, সমভাবে হয় বিকিরণ;

কেমনে এখন বল

চন্দ্রসম চন্দ্রগুপ্ত রাজা হ'তে মনোহর দীপ্তি তাঁর করিবে হরণ?

অপিচ—

("দ্বিরদ-শোণিত-পানে" ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত কবিতা পাঠ)

চন্দ।—(স্বগত) এরূপ শ্লাঘা করা আপনাকেই শোভা পায়, কেন না, আপনি কাজের দ্বারাই তার পরিচয় দিয়েছেন।

(নেপথ্যে)

(ভীড় সরাইয়া দিবার জন্য হাঁক-ডাক শব্দ)

চাণ।—শাঙ্গরব! জান দিকি ব্যাপারটা কি?

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব! (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) গুরুদেব! রাজা চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে অপমানের সহিত নগর হ'তে নির্ব্বাসিত করা হচ্চে।

চাণ।—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী? আহা আহা!—না, ঠিক্‌ই হয়েছে, এখন রাজদ্রোহিতার ফল ভোগ করুক। ওগো শেঠ্‌জি চন্দনদাস—দেখলে তো, রাজানিষ্ট-কারীর রাজাই তীক্ষ্ণ দণ্ডদাতা—এখনও সুহৃদ্বাক্য হিত বিবেচনায় গ্রহণ কর। রাক্ষসের গৃহজনকে সমর্পণ কর, তা হ'লে চিরকাল তুমি রাজপ্রসাদ উপভোগ করতে পারবে।

চন্দ।—আমার গৃহে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন নাই।

(নেপথ্যে কলরব)

চাণ।—শাঙ্গরব! জান দিকি আবার কি হ'ল।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! রাজাজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী কায়স্থ শকটদাসকে শূলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্চে।

চাণ।—স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করুক। ওগো শেঠ্‌জি, রাজার অনিষ্ট করলে রাজা এইরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করেন—তুমি যে রাক্ষসের স্ত্রীকে গোপন করে রেখেছ, সে দোষ তোমার কখনই তিনি ক্ষমা করবেন না। অতএব পর-কলত্রের বিনিময়ে এখন আত্ম-কলত্র ও আত্ম-জীবন রক্ষা কর।

চন্দ।—আমাকে ভয় দেখাচ্চেন কি? অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমার গৃহে বাস্তবিক যদি থাক্‌ত, তবু তাদের আমি সমর্পণ করতেম না—তাতে এখন তো তারা নেই!

চাণ।—চন্দনদাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প।

চাণ।—(স্বগত) সাধু চন্দনদাস, সাধু!

সুলভ হ'লেও অর্থ, পর লাগি দেয় যে জীবন
অমন দুষ্কর কর্ম্ম * "শিবি" বিনা কে করে সাধন?

* "শিবি" নামক উশীনর রাজার পুত্র কপোত-রক্ষার্থ ও শ্যেনপক্ষীর সন্তোষার্থ নিজের স্বন্দ-মাংস দান করিয়াছিলেন।

(প্রকাশ্যে) চন্দনদাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প?

চাণ।—(সক্রোধে) দুরাত্মা দুষ্ট বণিক! এইবার তবে রাজকোপ ভোগ কর।

চন্দ।—(বাহু প্রসারণ করিয়া) আমি প্রস্তুত আছি। ঠাকুর! আপনার অধিকার-অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন।

চাণ।—(সক্রোধে) শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে', কালপাশিক ও দণ্ডপাশিককে বল, এই দুষ্ট বণিককে যেন যথোচিত শাস্তি দেওয়া হয়।—না না না—একটু দাঁড়াও—তাদের না বলে' দুর্গপাল ও বিজয়পালকে এই কথা বল:—তার গৃহ-রক্ষিত ধনাদি গ্রহণ করে', পুত্র-কলত্রের সহিত যেন ওকে কারারুদ্ধ করা হয়। আমি ততক্ষণ রাজাকে এই সব কথা জানিয়ে আসি। তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বস্ব-হরণ ও প্রাণদণ্ডের আদেশ করবেন।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব; এই দিক্ দিয়ে শেঠ্জি, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—(উত্থান করিয়া) ঠাকুর! আমি তবে আমার সৌভাগ্য, মিত্রের কার্য্যে আমার প্রাণ যাচ্চে—নিজের দোষে নয়।

(পরিক্রমণ করিয়া শিষ্যের সহিত প্রস্থান)

চাণ।—(সহর্ষে) যাক্—রাক্ষস এইবার হস্তগত। কেন না,

রাক্ষসের এ বিপদে অপ্রিয় বন্ধুর মত
অক্লেশে চন্দন-দাস ত্যজিতেছে প্রাণ;
চন্দন-বিপদে পুন, করিবে রাক্ষস-মন্ত্রী
নিশ্চয় আপন প্রাণে অতি তুচ্ছ জ্ঞান।

(নেপথ্যে কলরব)

চাণ।—শার্ঙ্গরব!

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

চাণ।—ব্যাপারটা কি জান দিকি। (প্রস্থান করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! সিদ্ধার্থক বধ্যশকটদাসকে নিয়ে বধ্যভূমি হ'তে পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) সাধু সিদ্ধার্থক সাধু! কার্য্য তবে আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কি! পালিয়েছে? (সক্রোধে) বৎস, ভাগুরায়ণকে বল, শীঘ্র তাকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—(প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! ভাগুরায়ণও পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) কার্য্য-সিদ্ধির জন্যই গেছে। (সক্রোধে প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখিত হয়ে আর কি হবে, আমার নাম করে' ভদ্রভট্ট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা এদের সবাইকে বল, শীঘ্র গিয়ে দুরাত্মা ভাগুরায়ণকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ)—গুরুদেব, দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব—সকল প্রজাই প্রাণভয়ে আকুল; ভদ্রভট্ট প্রভৃতি তারাই সর্ব্বাগ্রে রজনী প্রভাত হবামাত্রই পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) তাদের পথ নির্ব্বিঘ্ন হোক! (প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখ করে' আর কি হবে? দেখ:—

গেছে যারা হৃদে কিছু করিয়া ধারণ
যাক্ তারা—কি করিবে?—বৃথাই শোচন!
এখনো যাহারা আছে—যায় যাক্ চলি,
থাকে যেন শুধু মোর বুদ্ধিটি কেবলি;
—যে বুদ্ধি-প্রভাবে নন্দ-বংশ হ'ল ক্ষয়,
যে বুদ্ধি-প্রভাবে শত্রু করিলাম জয়,
যে বুদ্ধি অভীষ্ট কার্য্য করিতে সাধন
শতাধিক সৈন্য-বল করে গো ধারণ।

(উত্থান করিয়া আকাশে) এইবার দুরাত্মা ভদ্রভট্ট প্রভৃতিকে ধৃত কর্‌ব। (স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস! তুই এখন আর কোথায় যাবি?

অরণ্যের গজসম, উত্তেজিত বল-মদে
স্বচ্ছন্দে করিতেছিস একাকী বিহার।
সাধিতে রাজার কার্য্য, আবদ্ধ করিব গুণে
বশীভূত করি' তোরে বুদ্ধিতে আমার॥

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(রাক্ষস-ভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ—সাঁপুড়িয়ার ছদ্মবেশে রাক্ষসের চর বিরাধগুপ্তের প্রবেশ)

সাপু।—

জানে যারা তন্ত্র-যুক্তি,
চক্রাকারে গণ্ডি দিয়া খনয়ে ভূতল,
রক্ষিতে পারে গো মন্ত্র,
সর্পরাজ তাহাদেরি জীবিকা-সম্বল॥

(আকাশে)

আমি কে, তাই জিজ্ঞাসা করচেন মহাশয়?—আমি সাঁপুড়ে, আমার নাম জীর্ণবিষ। কি বলচেন? আপনিও সাপ খেলাতে ইচ্ছা করেন? আপনার ব্যবসায় কি? কি বলচেন?—আপনি রাজকুল-সেবক? তবে আপনিও সাপ নিয়ে খেলেন বটে। কি বলচেন? কেন তাই জিজ্ঞাসা করচেন? তার কারণ:—যে সাঁপুড়েরা মন্ত্রৌষধে নিপুণ নয়, বিনা-অঙ্কুশে যারা মত্ত গজরাজের উপর আরোহণ করে—অধিকার লাভ করে' যে রাজসেবকেরা গর্ব্বিত হয়, এই প্রকারের লোক নিশ্চয়ই বিনাশ পায়। এ কি! দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই যে চলে' গেল। (পুনর্ব্বার আকাশে) আপনি আবার কি জিজ্ঞাসা করচেন?—আমার প্যাঁটরায় কি আছে, তাই জিজ্ঞাসা করচেন? মশায়, এতে সর্প আছে—এতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি বলচেন? দেখতে চান্? ক্ষান্ত হোন্, ও ইচ্ছা করবেন না, দেখাবার স্থান এ নয়। যদি নিতান্তই দেখবার কৌতূহল হয়ে থাকে, তবে এই গৃহের মধ্যে আসুন, দেখাই! কি বলচেন?—এ অমাত্য রাক্ষসের গৃহ?—ওখানে আমাদের মত লোকের প্রবেশ নিষেধ? তবে আপনি যান্ মশায়; ব্যবসার খাতিরে আমার এখানে প্রবেশ আছে। এ কি! এও যে চলে গেল।' (আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বগত) চন্দ্রগুপ্তের পক্ষাবলম্বী চাণক্যকে দেখে মনে হয়, রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হবে; আবার, মলয়কেতুর পক্ষাবলম্বী রাক্ষসকে দেখে মনে হয়, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বুঝি যায়-যায়।

মৌর্য্যকুল-স্থির-লক্ষ্মী
দৃঢ়বদ্ধ চাণক্যের বুদ্ধি-রজ্জু দিয়া।
রাক্ষস দিতেছে টান
উপায়-হস্তের মুঠে সে রজ্জু ধরিয়া॥

এই দুই জন সুনীতি-কুশল সচিবের বিবাদে নন্দ-কুল-রাজলক্ষ্মী সংশয়াকুল হয়ে উঠেছেন।

মহারণ্যে দুই গজ হ'লে যুদ্ধে রত
ভয়ার্ত্তা করিণী যথা করে ইতস্তত,
সেইরূপ রাজলক্ষ্মী হয়ে অনিশ্চয়
ইতস্তত করি' ক্লেশ পান অতিশয়।

যাই হোক্, এখন অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে একবার দেখা করে' আসি। [প্রস্থান।

দৃশ্য।—রাক্ষসের গৃহ

(অনুচর-পরিবৃত হইয়া রাক্ষস সচিন্তভাবে আসীন)

রাক্ষ।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

নীতি ও বিক্রমগুণে যদু কুল সম যেই কুল
চিরকাল করিয়াছে রিপুদলে সমূলে নির্ম্মূল,
বিপুল সে নন্দ-কুলে উচ্ছেদ করিলা বিধি
নির্দ্দয় হইয়া।
আকুল এ চিন্তা-ভরে দিবা-রাত্রি আমি যে গো
রয়েছি জাগিয়া।
কিন্তু বৃথা চিন্তা মোর—বৃথা এ কল্পনা,
—বৃথা যথা ভিত্তি-বিনা চিত্রের রচনা।

অথবা,

পরের হইয়া দাস
নীতিতে আমি যে মন করেছি নিবেশ
তাহার কারণ নহে
ভক্তির বিস্মৃতি কিম্বা বিষয়ে আবেশ,
প্রাণের প্রচ্যুতি-ভয়
কিম্বা আপনার কোন গৌরব-কামনা,
একমাত্র হেতু তার
শত্রু বধি' মৃত সে রাজার আরাধনা।

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ভগবতি কমলালয়ে! তুমি আদৌ গুণজ্ঞ নও।

আনন্দের হেতু সেই নন্দে করি ত্যাগ
বৈরী মৌর্য্যপুত্রে তব কেন অনুরাগ ?
মদগন্ধী গজ-নাশে মদধারা যার যথা চলে'
নন্দনাশে তব লয় কেন বল হ'ল না চপলে।
অপিচ, বলি ওগো নীচ-কুলোদ্ভবে !
খ্যাত-কুলোদ্ভব নৃপ
হয়েছে কি দগ্ধ সবে এ ধরণীর মাঝে ?
তাই কি রে পাপীয়সী
পতিত্বে বরিলি তুই কুলহীন রাজে ?

অথবা :—

চপল কুসুম-কাশ পুরন্ধ্রীর মতি
পুরুষের গুণ-জ্ঞানে বিমুখ সে অতি।

আর, দেখিস অবিনীতে! তোর আশ্রয়কে উন্মূলিত করে' আমি তোর মনোরথ ব্যর্থ করব। (চিন্তা করিয়া) যা হোক্, আমি চন্দনদাসের গৃহে গৃহ-জনকে রেখে নগর হ'তে বেরিয়ে এসে ভালই করেছি। গৃহজনকে সেখানে রেখে এলেম তার কারণ :—কুসুম-পুরে রাক্ষস আবার ফিরে আসবে—সে বিষয়ে সে নিতান্ত উদাসীন নয়—এই কথা ভেবে আমাদের সহকার্য্যকারী রাজপুরুষগণের উদ্যম শিথিল হবে না।
তীক্ষ্ণ বিষপ্রয়োগী ব্যক্তি সংগ্রহ করে' তাদের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণবধ এবং শত্রুদের মধ্যে ভেদ-সাধন করবার জন্য শকটদাসের বিপুল ধন-কোষ তো সঞ্চিত আছে। প্রতিক্ষণ শত্রুদের বৃত্তান্ত জানবার জন্য এবং তাদের ভেদ-সাধন করবার জন্য সুহৃদ্বর জীব-সিদ্ধি প্রভৃতিরাও নিযুক্ত আছে; আর অধিক কি চাই ?

মহারাজ যারে প্রিয় আত্মজ ভাবিয়া
পুষিলেন এত দিন যতন করিয়া
সেই চন্দ্রগুপ্ত ব্যাঘ্র-শিশুর সমান
সবংশে হরিল নন্দ-রাজের পরাণ।
বুদ্ধি-শরে এবে তার করিব গো মর্ম্ম বিদারণ
বর্ম্ম হয়ে দৈব যদি ঈর্ষ্যা-ভরে না করে রক্ষণ।

(মলয়কেতুর কঞ্চুকী জাজলির প্রবেশ)

কঞ্চু।—

চাণক্য-নীতিতে যথা, নন্দ-বংশ হয়ে ধ্বংস,
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে মৌর্য্যকুল ;
তেমতি বার্দ্ধক্যে মোর, কামনা হইয়া নষ্ট
আমাতে গো ধর্ম্ম বদ্ধমূল।
অমাত্য রাক্ষস যথা, করি বিধিমতে চেষ্টা
তবু নাহি পারে জিনিবারে,
তেমতি আমারো লোভ, ভোগে বৃদ্ধি লভিয়াও
তবু ধর্ম্ম নাশিতে না পারে।

(দেখিয়া) এই যে অমাত্য রাক্ষস। (পরিক্রমণ করিয়া নিকটে অগ্রসর) অমাত্যের কল্যাণ হোক্!
রাক্ষ।—জাজলি, নমস্কার! দেখ প্রিয়ম্বদক, এর জন্য একটা আসন নিয়ে এসো।
প্রিয়ং।—এই যে আসন—বসুন মশায়।
কঞ্চুকী।—(উপবেশন করিয়া) কুমার মলয়কেতু অমাত্যকে এই কথা জানাতে বলেছেন :—অনেক দিন হ'তে আপনি সর্ব্বপ্রকার দেহ-সংস্কার পরিত্যাগ করায় কুমার মলয়কেতুর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। স্বামি-গুণ সহসা বিস্মৃত হওয়া আপনার পক্ষে দুষ্কর বটে, তবু কুমারের এই অনুরোধটি আপনার রক্ষা করা কর্ত্তব্য (আভরণাদি দেখাইয়া) অমাত্য! এই আভরণগুলি কুমার নিজ অঙ্গ হ'তে খুলে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন—এইগুলি অনুগ্রহ করে' আপনি ধারণ করুন।
রাক্ষ।—দেখুন জাজলি, আমার নাম করে' কুমারকে বলবেন, কুমারের গুণপক্ষপাতী হয়ে আমি স্বামী-গুণও বিস্মৃত হয়েছি! কিন্তু

যাবৎ না সমুদয়
রিপুদল একেবারে করি' নিঃশেষিত,
তব স্বর্ণ-সিংহাসন
"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদে আমি করি প্রতিষ্ঠিত,
তাবৎ শোনো গো নৃপ
শত্রু-অপমান-গ্রস্ত এই দীন দেহে
কিছুমাত্র অলঙ্কার
কেমনে ধারণ আমি করিব বল হে॥

কঞ্চু।—এরূপ অনুরোধ কুমার আর কাহাকেও করেন না—অন্যের পক্ষে এ অতি দুর্লভ—অতএব আপনি তাঁর এই প্রথম অনুরোধটি মান্য করুন।
রাক্ষ।—মহাশয়, কুমারের ন্যায় আপনার বাক্যও অলঙ্ঘনীয়—অতএব আপনি আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করুন।
কঞ্চু।—(ভূষণাদি পরাইয়া দিয়া) আপনার

কল্যাণ হোক্! এখন তবে আমার কাজে যাই।

রাক্ষ।—প্রণাম মহাশয়!

কঞ্চু।—আমার কাজে চল্লেম।

[প্রস্থান।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! জেনে এসো তো, আমার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য কে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে?

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়িয়াকে দেখিয়া) কে গো তুমি?

সাঁপু।—বাপু! আমি সাঁপুড়ে, আমার নাম জীর্ণবিষ—অমাত্যকে আমি সাপ-খেলা দেখাতে চাই।

প্রিয়ং।—দাঁড়াও—আমি অমাত্যকে জানিয়ে আসি। (রাক্ষসের নিকট গিয়া) মন্ত্রী-মশায়, একজন সাঁপুড়ে আপনাকে সাপ-খেলা দেখাতে চাচ্চে।

রাক্ষ।—(বামাক্ষির স্পন্দন-সূচনায় স্বগত) এ কি! প্রথমেই সর্প-দর্শন? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! সাপখেলা দেখতে আমার কৌতূহল নেই—ওকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়ে বিদায় কর।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়ের নিকট আসিয়া) দর্শন করে' আর কি হবে—অদর্শনেই এই তোমার ফললাভ হ'ল।

সাঁপু।—বাপু! আমার নাম করে' অমাত্যকে বল, আমি শুধু সর্পোপজীবী নই, আমি একজন কবিও বটে, তা যদি অমাত্য দর্শন দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত না করেন, তবে অনুগ্রহ করে' অন্ততঃ এই পত্রটি পাঠ করুন।

প্রিয়ং।—(পত্র লইয়া রাক্ষসের নিকট আগমন) অমাত্য-মশায়, সেই সাঁপুড়ে বলচে, সে কেবল সর্পোপজীবী নয়—সে একজন কবিও বটে—যদি দর্শন দিয়ে অনুগৃহীত না করেন, তবে অন্ততঃ এই পত্রখানি পাঠ করুন। (পত্র-প্রদান)

রাক্ষ।—(পত্র লইয়া পাঠ)

অতীব নিপুণ ভাবে, সমগ্র কুসুমরস পিইয়া ভ্রমর
করে যাহা উদ্গিরণ, অন্যের তাহাই হয় অতি কার্য্যকর।

রাক্ষ।—(স্বগত) ও! "আমি কুসুমপুর-বৃত্তান্ত অবগত হয়েছি, আমি আপনার চর"—শ্লোকটির এই মর্ম্মার্থ। প্রভূত কার্য্যের ব্যস্ততায় চরদের কথা ভুলে গিয়েছিলেম—এখন আবার মনে পড়েছে। সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে বিরাধগুপ্ত বোধ হয় কুসুমপুর থেকে এসেছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক, ঐ সুকবিটিকে এইখানে নিয়ে এসো—ওঁর মুখ হ'তে ভাল ভাল সুমিষ্ট বচন শুনতে হবে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (সাঁপুড়ের নিকটে গিয়া) আসুন মশায়।

সাঁপু।—(নিকটে আসিয়া অবলোকন করিয়া স্বগত) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস।

অমাত্য রাক্ষস ইনি;
—আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মী যাঁহার উজ্জ্বল,
মৌর্য্যরাজ-কণ্ঠদেশে
শ্লথ বাম বাহুলতা করিয়া স্থাপন
আছেন ফিরায়ে মুখ;
যদিও দক্ষিণ বাহু সবলে জড়িত স্কন্ধ-সনে
গাঢ় আলিঙ্গন-ভরে;—
তবু সেই বাম বাহু, অঙ্কে খসি পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
—মৌর্য্যরাজ-বক্ষোদেশ নাহি ধরে গাঢ় আলিঙ্গনে।
(প্রকাশ্যে) অমাত্যের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে বিরাধ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্মরণ হওয়ায়) প্রিয়ম্বদক! এখন সাপ-খেলা দেখে একটু আমোদ ভোগ করা যাক্। পরিজনেরা এখন বিশ্রাম করুক—তুমিও তোমার কাজে যাও।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা।

[পরিজনবর্গের প্রস্থান।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এই আসনে বোসো।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—(কষ্টের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! মহারাজের পাদপদ্মোপজীবী ভৃত্যদের এখন এই অবস্থা। (রোদন)

বিরা।—অমাত্য! দুঃখ করে' কি হবে? আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই আপনি আমাদের পুরাতন অবস্থা আবার ফিরিয়ে আন্বেন।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এখন কুসুমপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

বিরা।—অমাত্য! কুসুমপুরের তো বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত—এখন কোন্ কথা থেকে আরম্ভ করব, বলুন।

রাক্ষ।—চন্দ্রগুপ্তের নগর-প্রবেশ করা হতে,

আমার ছদ্মবেশধারী চরেরা কি কি কাজ করলে, আমি সমস্ত শুনতে চাই।

বিরা।—এই আমি বলচি শুনুন:—চাণক্যের বুদ্ধিতে চালিত হয়ে, শক যবন কিরাত কাম্বোজ পারসীক বাহ্লীক প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতেশ্বরের সৈন্যসাগরে—প্রলয়ের জলপ্লাবনের মত—সমস্ত কুসুমপুর একেবারে অবরুদ্ধ।

রাক্ষ।—(শস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে) আমি থাক্‌তে কার সাধ্য কুসুমপুর অবরোধ করে? প্রবীরক! প্রবীরক!

প্রাকারের চারিধারে
ধনুর্দ্ধারী লোক শীঘ্র করহ স্থাপন,
শত্রু-করি-ভেদ-ক্ষম
গজবৃন্দ পুরদ্বার করুক রক্ষণ,
ত্যজিয়া মরণ-ভয়
নাশিতে দুর্ব্বল শত্রু বাসনা যাদের,
মোর সনে একপ্রাণে
অভিলাষ করে যারা অভীষ্ট যশের
নির্গত হউক তারা
পুর হ'তে, বিলম্ব না করি' তিলার্দ্ধেক।

বিরা।—অমাত্য মশায়! উদ্বিগ্ন হবেন না—আমি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেম।

রাক্ষ।—ও!—পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত? আমি মনে করছিলেম, বর্ত্তমানের কথা বলচ! (শস্ত্র ত্যাগ করিয়া সাশ্রুলোচনে) হা মহারাজ নন্দ! সেই সময়ে তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করতে, আমার তা বিলক্ষণ স্মরণ আছে।

মেঘনীল গজ-ঘটা যেথায় চলিছে,
"রাক্ষস যেন গো যায় এখনি তথায়।"
চঞ্চল তরঙ্গগতি অশ্বসৈন্য যেথা,
"এখনি রাক্ষস যেন সেই স্থানে ধায়।"
"বিপক্ষ-পদাতি-সৈন্য নাশুক রাক্ষস।"
এইরূপ কত আজ্ঞা দিতেন অজস্র।
জান নাকি, স্নেহস্বরে হেথা অবস্থিত
একা হইয়াও আমি ছিলাম সহস্র;
—তার পর, তার পর?

বিরাধ।—তার পর, চারি দিক্ হ'তে পুষ্পপুর অবরুদ্ধ দেখে, পৌরদিগের প্রতি আচরিত এই অত্যাচার আর সইতে না পেরে, সেই অবস্থায় পৌরজনের অনুরোধে, সুড়ঙ্গ দিয়ে মহারাজ সর্ব্বার্থসিদ্ধি তপোবনে পলায়ন করলেন। প্রভুর অবর্ত্তমানে আমাদের সৈন্য-মণ্ডলীর প্রযত্ন শিথিল হয়ে গেল—তখন শত্রুগণ জয়ঘোষণা করতে লাগল। নগরের মধ্যে থাক্‌লে শত্রুগণ নানাপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে মনে করে' অমাত্য আপনিও তো সুড়ঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন এবং নন্দরাজ্য পুনঃস্থাপন ও চন্দ্রগুপ্তের নিধনের জন্য বিষকন্যা-প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন—কিন্তু দৈবক্রমে সেই বিষকন্যার দ্বারাই নিরপরাধ পর্ব্বতেশ্বর নিহত হলেন।

রাক্ষ।—সখা, দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!
অর্জ্জুনে বধিতে কর্ণ
"একপুরুষ-ঘাতিনী" শক্তি রাখে ঠিক্ করি',
কৃষ্ণের মন্ত্রণা-বলে
নাশে ঘটোৎকচে উহা, পার্থে পরিহরি।
সেইরূপ বিষকন্যা
রক্ষিত হইয়াছিল চন্দ্রগুপ্ত-তরে,
চাণক্যের কল্যাণার্থে
নিহত করিল শেষে পর্ব্বতেশ্বরে।

বিরা।—অমাত্য! দৈবের এ স্থলে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাচ্চে, কি করা যায় বলুন।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, পিতা নিহত হ'লে, ভয়ে কুমার মলয়কেতু কুসুমপুর হ'তে পলায়ন করলেন। পর্ব্বতক-ভ্রাতা বৈরোধকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হ'ল যে, এ হত্যাকাণ্ড চাণক্যের দ্বারা সাধিত হয় নি। তার পর, চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন, এইরূপ ঘোষণা করে' দেওয়া হ'ল। দুর্ম্মতি চাণক্য কুসুমপুরনিবাসী সমস্ত সূত্রধারদের আহ্বান করে' বল্লেন, "দৈবজ্ঞের কথা-অনুসারে আজই অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন। অতএব প্রথম-দ্বার হ'তে আরম্ভ করে' সমস্ত রাজভবন তোমরা এখনি সংস্কার কর।" তাতে সূত্রধারেরা বল্লে,—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন, প্রথমে জান্‌তে পেরেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কনক-তোরণ, স্থাপনাদি কার্য্যের দ্বারা প্রথমেই রাজদ্বারের সংস্কার শেষ করেছেন, এখন ভবনের অভ্যন্তরে সংস্কার আবশ্যক।" আদেশের অপেক্ষা

না করেই রাজভবন-দ্বারের সংস্কার করা হয়েছে শুনে চাণক্যবটু পরিতুষ্ট হয়ে দারুবর্ম্মার নৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন এবং শীঘ্রই "সমুচিত পারিতোষিক পাবে" এইরূপ তাকে বল্লেন।

রাক্ষ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখা! চাণক্য-বটুর পরিতোষ শেষে কোথায় রইল?—জানি জানি, দারু-বর্ম্মার সমস্ত প্রযত্ন হয় বিফল, নয় অনিষ্ট-ফলে পরিণত হয়েছে। এইরূপ বুদ্ধিমোহে অথবা অতিমাত্র রাজ-ভক্তি-প্রযুক্ত কাল-প্রতীক্ষা না করেই সে যে এই সংস্কারাদি কার্য্য করেছিল, তার দরুণ চাণক্য-বটুর মনে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হয়। তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, দুর্ম্মতি চাণক্য শুভ লগ্নে অর্দ্ধ রাত্রিসময়ে চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনে প্রবেশ হবে, এইরূপ শিল্পী ও পুরবাসীদের মনে ধারণা করিয়ে দিলেন। সেই সময় উপস্থিত হ'লে, পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত একাসনে বসিয়ে রাজ্যের অর্দ্ধাদ্ধি ভাগ করা হ'ল।

রাক্ষ।—পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধভাগ পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতা বৈরোধককে কি তবে সত্যই দেওয়া হয়েছিল?

বিরা।—দেওয়া হয়েছিল বৈ কি অমাত্য।

রাক্ষ।—(স্বগত) চিরধূর্ত্ত চাণক্যবটু সেই নিরপরাধ পর্ব্বতেশ্বরের গুপ্তবধ সাধন করে', যে অপযশের ভাগী হয়েছিল, সেই অপযশ পরিহারার্থ, লোকের নিকট তার প্রতিপত্তি-লাভের এইরূপ চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, প্রথমে তো প্রকাশ করা হয়েছিল, চন্দ্রগুপ্তই অর্দ্ধরাত্রে ভবন-প্রবেশ করবেন—কিন্তু তা না হয়ে, দুর্ম্মতি চাণক্যের আদেশ-ক্রমে, তুষার-স্বচ্ছ মুক্তাহার-পরিশোভিত উজ্জ্বল বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করে', মণিময় উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে এবং সুগন্ধ কুসুমমালা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্য্যক্‌ভাবে বক্ষঃস্থলে ধারণ করে' বৈরোধক, চন্দ্রগুপ্তের বাহন চন্দ্রলেখা নামক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। চন্দ্রগুপ্তের অনুচর রাজলোক তাঁর অনুগমন করতে লাগ্‌ল—চির-পরিচিত লোকেরাও বৈরোধককে চিন্‌তে পেরে চন্দ্রগুপ্ত বলে' ভ্রম কর্‌তে লাগ্‌ল। বৈরোধক হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' অতি-বেগে নন্দভবন-প্রবেশে প্রবৃত্ত হলেন। অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত দারুবর্ম্মা নামে সূত্রধার তাকে চন্দ্রগুপ্ত ভেবে তাঁর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তোরণ পূর্ণ হ'তেই সজ্জিত করে' রেখেছিল। তার পর, বাহনস্থিত চন্দ্রগুপ্তের অনুযাত্রী ভূপালগণ পুরদ্বারের বাইরে বাহনদের থামিয়ে দাঁড়ালো—কেবল বৈরোধকই একাকী অগ্রসর হলেন। তার পর, অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত "বর্ব্বরক" নামে চন্দ্রগুপ্তের মাহুত, কনক-শৃঙ্খল-বিলম্বিত কনকদণ্ড হ'তে একটি গুপ্ত ছোরা টেনে বার করলে।

রাক্ষ।—উভয়েরই যত্ন অস্থানে প্রযুক্ত।—তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, ছুরিকা আকর্ষণের সময়, মাহুতের জঙ্ঘাঘাতে উত্তেজিত হয়ে করিণী অতি বেগে চল্‌তে লাগ্‌ল। তার পর, যেরূপ মন্দগতিতে হস্তিনী পূর্ব্বে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই গতি অনুসারেই প্রথমে লক্ষ্যস্থির করা হয়, কিন্তু এই সময়ে হস্তীর গতি আবার দ্রুত হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অসময়ে যন্ত্র-তোরণ পতিত হ'ল—তাই দেখে দারুবর্ম্মা ছুরিকা বার করে', চন্দ্রগুপ্ত মনে করে' বৈরোধককে আঘাত করতে উদ্যত হ'ল; কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য না হয়ে বর্ব্বরক বেচারাকে বধ করলে। তার পর, দারুবর্ম্মা মনে করলে, যন্ত্র-তোরণপাতে কার্য্যসিদ্ধি হ'ল না, চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই তার প্রাণদণ্ড হবে—এই মনে করে', শীঘ্র উত্তুঙ্গ তোরণদেশে আরোহণ করে', যন্ত্র-চালনের মূল-বীজ সেই লৌহ-কীলকটি উঠিয়ে নিয়ে করিণী-পৃষ্ঠারূঢ় সেই নিরপরাধ বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রমে নিহত করলে।

রাক্ষ।—কি সর্ব্বনাশ! দুইটি বিষম অনর্থ উপস্থিত হ'ল। চন্দ্রগুপ্ত নিহত হল না—নিহত হ'ল বৈরোধক আর বর্ব্বরক। (আবেগ-সহকারে স্বগত) এরা তো নিহত হ'ল না, দৈব আমাদেরই নিহত করলেন। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এখন সেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কোথায়?

বিরা।—বৈরোধকের সম্মুখে যে সব পদাতিরা ছিল, তারা লোষ্ট্রাঘাতে তাকে বধ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) কি কষ্ট! কি কষ্ট! আহা! প্রিয় সুহৃদ দারুবর্ম্মা আমাকে ছেড়ে চলে' গেলেন? আচ্ছা, সেই ভিষক্‌ অভয়দত্ত কি কাজ করলেন?

বিরা।—অমাত্য, তাঁর যা করবার, তিনি সমস্তই করেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) দুর্ম্মতি চন্দ্রগুপ্ত কি নিহত হয়েছে?

বিরা।—না অমাত্য, দৈবক্রমে তিনি বেঁচে গেছেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) তবে যে তুমি পরিতুষ্ট হয়ে বল্লে সমস্তই করেছেন, তার অর্থ কি?

বিরা।—অমাত্য! তিনি চন্দ্রগুপ্তের জন্য বিষচূর্ণ-মিশ্র ঔষধ প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি চাণক্য কনক-পাত্রে তার বর্ণান্তর উপলব্ধি করে চন্দ্রগুপ্তকে বল্লে—"বৃষল! বৃষল! এ ঔষধে বিষ আছে, পান কোরো না।"

রাক্ষ।—এই বটুটা ভারি শঠ। আচ্ছা, তার পর সেই বৈদ্যের কি হ'ল?

বিরা।—সে ঔষধ সেই বৈদ্যকেই পান করান হ'ল—আর তাতেই তার মৃত্যু হ'ল।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) আহা হা! তা হ'লে বল না কেন, মহান্ বিজ্ঞানরাশিই গত হয়েছেন। আচ্ছা, চন্দ্রগুপ্তের শয্যা-সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী প্রমোদকের কি হ'ল?

বিরা।—সেও নিহত হয়েছে।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) কি রকম করে'?

বিরা।—সে লোকটা অতি মূর্খ। অমাত্য! আপনারই প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি লাভ করে', বিপুল ব্যয়-সহকারে সে সম্ভোগ আরম্ভ করেছিল। তার পর, "কোথা হ'তে তোমার এত প্রভূত ধনাগম হ'ল"—এই কথা তাকে জিজ্ঞাসা করায় পরস্পর-বিরোধী সে অনেক কথা বল্লে—তাতে দুর্ম্মতি চাণক্য কোন বিচিত্র উপায়ে তাকে বধ করতে আদেশ করলেন।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) এ স্থলেও দৈব আমাদের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হলেন। আচ্ছা, রাজ-শয়ন-গৃহের অভ্যন্তরস্থ সুরঙ্গে অবস্থান করে' আমাদের নিযুক্ত বীভৎসক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা, নিদ্রিতাবস্থায় চন্দ্রগুপ্তকে যে বধ করবে বলেছিল, তার কি হ'ল?

বিরা।—অমাত্য, সে অতি দারুণ বৃত্তান্ত।

রাক্ষ।—(সাবেগে) দারুণ বৃত্তান্ত কিরূপ? দুর্ম্মতি চাণক্য তো জান্তো না, সুরঙ্গের মধ্যে তাদের বাস?

বিরা।—জান্তো বৈ কি।

রাক্ষ।—কি করে' জান্লে?

বিরা।—প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত ভবনে সেই প্রবেশ করলেন, অমনি দুরাত্মা চাণক্য শয়ন-গৃহের চারিদিক্ ভাল করে' দেখে নিলে। তার পর একটা ছিদ্র হ'তে, ভাতের কণা নিয়ে এক সার পিঁপড়ে বেরিয়ে আস্‌চে দেখতে পেয়ে মনে করলে, অবশ্যই ঘরে মনুষ্য আছে, তাই ঘরের ভিতরে আগুন ধরিয়ে দিলে। বীভৎসক প্রভৃতি বেরোবার পথ না পেয়ে গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়ে নিহত হ'ল।

রাক্ষ।—(সাশ্রু-লোচনে) সখা! দেখ, চন্দ্রগুপ্তের অদৃষ্টগুণে সবাই নিহত হ'ল।

চন্দ্রগুপ্ত বধ-তরে বিষময়ী যে কন্যায়
নিজে আমি করিনু প্রেরণ,
রাজ্যাৰ্দ্ধভাগী নৃপ পর্ব্বতক, দৈববশে
তাহাতেই হইল নিধন।
নিয়োজিনু যাহাদের মহারাজ চন্দ্রগুপ্তে
বধিবারে যন্ত্র-বিষ-বলে,
তারাই মরিল আগে; আমার নীতিতে দেখ
মৌর্য্যের শুভই শুধু ফলে।

বিরা।—অমাত্য! তবু, যে কাজ আরম্ভ করা গেছে, তা ছাড়া উচিত নয়। দেখুন অমাত্য:—

বিঘ্ন-ভয়ে কার্য্যারম্ভ কভু নাহি করয়ে অধম,
আরম্ভিয়া বাধা পেয়ে ক্ষান্ত হয় যে জন মধ্যম,
পুনঃ পুনঃ বাধা পেয়ে তবু যে না প্রারব্ধবে ছাড়ে
তাহারি উত্তম গুণ, সকলে উত্তম বলে তারে।

অপিচ:—

অনন্ত-শরীরে কি গো হয় নাকো ভূধারণ-ক্লেশ?
তবু তো নিঃক্ষেপ নাহি করে কভু ধরণীরে "শেষ।"
দিবাপতি-গতিতে কি—বল দেখি—নাহি পরিশ্রম?
তবু তো নিশ্চলভাবে নাহি থাকে সূর্য্য কদাচন॥
লজ্জা নাহি পায় কি গো শ্লাঘ্য জন ত্যজি' অঙ্গীকার?
—অঙ্গীকার পালনই তো সাধুদের চির-কুলাচার॥

রাক্ষ।—সখা! প্রারব্ধ কার্য্য ত্যাগ করা উচিত নয়—এ খুব ঠিক্ কথা। তার পর, তার পর?

বিরা।—সেই অবধি দুর্ম্মতি চাণক্য সহস্রগুণে অধিক সাবধান হয়ে, "এ ব্যক্তি হ'তে চন্দ্রগুপ্তের এই অনিষ্ট হবে" এইরূপ পূর্ব্ব হ'তেই আশঙ্কা করে' কুসুমপুর-নিবাসী নন্দামাত্যের অনুগত তাবৎ লোক-কেই নিগৃহীত করলেন।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) আচ্ছা বয়স্য, কে কে নিগৃহীত হ'ল বল দিকি?

বিরা।—অমাত্য! প্রথমেই তো বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি অপমানের সহিত নগর হ'তে নির্বাসিত হ'ল।

রাক্ষ।—(স্বগত) এ দণ্ড তার পক্ষে অসহ্য নয়। তার পরিবার নেই—তার পক্ষে স্থানচ্যুতি বিশেষ কষ্টকর হবে না। (প্রকাশ্যে) সখা, কি অপরাধে তার নির্বাসন হ'ল?

বিরা।—"সে দুরাত্মা রাক্ষসের কথা-মত বিষকন্যা দ্বারা পর্বতেশ্বরকে বধ করে"—এই অপরাধে।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু চাণক্য সাধু!

নিজ অপযশ তব করি' পরিহার,
চাপাইলে আমাপরে সব দোষভার।
অর্দ্ধরাজ্যভাগী সেই পর্বতেশে নাশি'
এক নীতি-বীজে তব বহু ফল-রাশি।

(প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

বিরা।—তার পর, "চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার জন্য শকটদাস, দারুবর্ম্মা প্রভৃতিকে নিয়োজিত করেছিল"—এই কথা ঘোষণা করে' দিয়ে শকটদাসকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) হা সখা শকটদাস! তোমার এরূপ মৃত্যুদণ্ড নিতান্তই অন্যায়। তবে স্বামীর জন্য তুমি প্রাণ দিয়েছ, তাই তোমার জন্য শোক করা উচিত নয়। এ স্থলে আমরাই শোচনীয়; যেহেতু, নন্দবংশ ধ্বংস হবার পরেও আমরা বাঁচতে ইচ্ছা করচি।

বিরা।—অমাত্য! সে কথা ঠিক নয়—আর কিছুর জন্য না হোক, স্বামীর কার্য্য-সাধনার্থেই আমাদের এখনও জীবন ধারণ করা প্রয়োজন।

রাক্ষ।—সখা!

এই জন্য আমরাও করিয়াছি জীবনে বাসনা
—না করে কৃতঘ্নজন মৃতরাজে কভু আরাধনা।

সখা, আর আর সুহৃদদের কি বিপদ ঘটল বল দিকি—আমি এখন সবই শুনতে প্রস্তুত।

বিরা।—তার পর, চন্দনদাস ভীত হয়ে, অমাত্য! আপনার পুত্রকলত্র-পরিবারকে স্থানান্তরিত করলেন।

রাক্ষ।—সখা, তা হ'লে চন্দনদাস ক্রূর-মতি চাণক্য-বটুর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

বিরা।—অমাত্য! সুহৃদের বিরুদ্ধে কাজ করলে আরও অন্যায় হ'ত।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, চাণক্য-বটু অনুরোধ-ক্রমেও যখন অমাত্যের পুত্র-কলত্রকে চন্দনদাস সমর্পণ করলেন না, তখন চাণক্য-বটু কুপিত হয়ে—

রাক্ষ।—নিশ্চয়ই তাঁকে বধ করলে?

বিরা।—না অমাত্য! বধ করেন নি, কিন্তু গৃহের ধনসম্পত্তি সমস্ত হস্তগত করে' পুত্র-কলত্রের সহিত তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

রাক্ষস।—পরিতুষ্ট হয়ে তুমি এ কথা বলচ—এতে পরিতোষের বিষয় কি আছে? রাক্ষসের পুত্র-কলত্র স্থানান্তরিত হয়েছে, এ কথা বলাও না, পুত্র-কলত্রের সহিত রাক্ষস কারারুদ্ধ হয়েছে, এ কথা বলাও তা।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক! শকটদাস দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! এ কি সত্য?

প্রিয়ং।—অমাত্যের ভৃত্যেরা কি কখন মিথ্যা বলতে পারে?

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এ কি ব্যাপার?

বিরা।—অমাত্য! যে ব্যক্তি রক্ষা হবার, ভবিতব্যতাই তাকে রক্ষা করে।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! সত্যই যদি এসে থাকে, তবে কেন বিলম্ব করচ—তাকে শীঘ্র নিয়ে এসো!

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা অমাত্য। [প্রস্থান।

(শকটদাস এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

শক।—(দেখিয়া স্বগত)

মৌর্য্য যেন বদ্ধমূল
—ভীম শূল হেরিলাম প্রোথিত ভূতলে,
মর্ম্মঘাতী বধ্যমালা
মৌর্য্যলক্ষ্মীরূপে যেন পরিলাম গলে;
নন্দ-বধ-কালে ঘোর
অশ্রাব্য ঘোষণা-বাদ্য শ্রবণে শুনিয়া
পূর্ব্ব হ'তে হয়ে আছে
হৃদয় কঠিন মোর—গিয়াছে সহিয়া,
—তাই মর্ম্মাহত মোর হয় নাই হিয়া।

(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস !

সম্পদ-ক্ষয় হইলেও স্বামীতে অক্ষয় ভক্তি,
সাধন করেন স্বামি-কাজ,
স্বামিভক্তদের ইনি পরম দৃষ্টান্ত হয়ে
পৃথ্বী-মাঝে করেন বিরাজ।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) অমাত্যের জয় হোক্ !

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সখা শকটদাস ! কুটিলমতি চাণক্যের দৃষ্টিগোচর হয়েও তুমি যে আবার আমার দৃষ্টিগোচর হ'লে, এ আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এসো আমাকে আলিঙ্গন কর।

শক।—(তথাকরণ)

রাক্ষ।—(শকটদাসকে আলিঙ্গন করিয়া) এই আসনে বোসো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—সখা শকটদাস ! কোন্ ব্যক্তি হ'তে আমি আজ এই হৃদয়ানন্দ লাভ করলেম বল দেখি ?

শক।—(সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া) অমাত্য ! প্রিয়সুহৃদ্ সিদ্ধার্থক ঘাতকদের তাড়িয়ে দিয়ে বধ্য-স্থান হ'তে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) বাপু সিদ্ধার্থক, আমাদের এই প্রিয়সখার তুমি যার-পর-নাই উপকার করেছ—এর সমুচিত প্রতিদান আর কি হ'তে পারে—তবু এইগুলি দিচ্চি, গ্রহণ কর।

(নিজ গাত্র হইতে ভূষণাদি খুলিয়া সিদ্ধার্থককে প্রদান)

সিদ্ধা।—(গ্রহণ করিয়া পদতলে পতিত হইয়া স্বগত) এখন তবে আমি প্রভু চাণক্যের আদেশ অনুসারে কাজ করি। (প্রকাশ্যে) অমাত্য ! এখানে আমি এই প্রথম এসেছি, এখানে আমার এমন কেউ পরিচিত লোক নেই, যার কাছে অমাত্যের এই পারিতোষিক উপহারগুলি রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তাই আমার ইচ্ছা, অমাত্যের মুদ্রায় মুদ্রিত করে' অমাত্যের ভাণ্ডারেই এগুলি রাখা হয়। যখন আমার প্রয়োজন হবে, তখন আবার আমি নেব।

রাক্ষ।—আচ্ছা, তাতে আপত্তি কি, শকটদাস ! তাই কর।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (মুদ্রা দেখিয়া জনান্তিকে) অমাত্য ! এই মুদ্রাটি যে আপনার নামাঙ্কিত।

রাক্ষ।—(দেখিয়া সবিষাদে মনে মনে বিচার করত স্বগত) আহা ! আমার উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য, নগর হ'তে প্রস্থান করবার সময়, ব্রাহ্মণী আমার হাত থেকে এটি নিয়েছিলেন। আচ্ছা, এর হাতে কি করে' এল ? (প্রকাশ্যে) বাপু সিদ্ধার্থক ! এটি কোথা থেকে পেলে বল দিকি ?

সিদ্ধা।—অমাত্য ! চন্দনদাস নামে কুসুমপুর-নিবাসী একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী আছেন। তাঁর গৃহদ্বারে এটি পড়েছিল—আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।

রাক্ষ।—সম্ভব।

সিদ্ধা।—অমাত্য ! কিসে সম্ভব মনে করলেন ?

রাক্ষ।—সখা ! ধনীদের দ্বারেই এইরূপ হস্তচ্যুত দ্রব্য পাওয়া যায়।

শক।—সখা সিদ্ধার্থক ! অমাত্য-নামাঙ্কিত এই মুদ্রাটি তুমি দেও, অমাত্য অর্থ দিয়ে তোমাকে পরিতুষ্ট করবেন।

সিদ্ধা।—অমাত্য এই মুদ্রাটি অনুগ্রহ করে' গ্রহণ করলেই আমার যথেষ্ট পরিতোষ হবে—আমি আর কোন পারিতোষিকের প্রার্থী নই। (মুদ্রা সমর্পণ)

রাক্ষ।—দেখ সখা শকটদাস ! তোমার অধিকারভুক্ত কার্য্যে এই মুদ্রাটি ব্যবহার কোরো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য।

সিদ্ধা।—অমাত্য ! একটা কথা নিবেদন করব কি ?

রাক্ষ।—বাপু ! বিশ্বস্তভাবে অসঙ্কোচে বল।

সিদ্ধা।—অমাত্য তো জানেনই, দুর্ম্মতি চাণক্যের কোন অপ্রিয় কাজ করে' পাটলীপুত্রে পুনর্ব্বার প্রবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ; তাই আমার ইচ্ছা, এখানে থেকেই অমাত্যের শ্রীচরণ সেবা করি।

রাক্ষ।—বাপু, সে তো সুখের বিষয়। তোমার মত প্রিয় মিত্রকে কাছে রাখাই আমার ইচ্ছা—তুমি আপনিই যখন সেইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে, তখন আর সে বিষয়ে তোমাকে আমার অনুরোধ করতে হ'ল না। হাঁ, তুমি আমার কাছেই থাকো।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) অনুগৃহীত হলেম।

রাক্ষ।—সখা শকটদাস ! সিদ্ধার্থকের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য।

[সিদ্ধার্থকের সহিত প্রস্থান।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! কুসুমপুরের অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা এখন বল দিকি। কুসুমপুর-নিবাসী চন্দ্রগুপ্তের প্রজাদের উপর আমাদের ভেদ-কার্য্য কি আরম্ভ হয়েছে?

বিরা।—হাঁ অমাত্য! হয়েচে বৈ কি; যথাক্রমে প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের উপর ভেদ-নীতি প্রয়োগ করা যাচ্চে। এখন রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছে।

রাক্ষ।—সখা, তাঁদের মধ্যে মনান্তরের কারণ কি বল দেখি।

বিরা।—অমাত্য! এই তার কারণ। মলয়কেতুর পলায়নের পর থেকে চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে নিঃশঙ্ক মনে করে' চাণক্যের মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হচ্চেন না, আবার চাণক্যও এখন জয়গর্ব্বে গর্ব্বিত, তিনিও চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করে' চন্দ্রগুপ্তের মনে বিরক্তি উৎপাদন করতে সঙ্কুচিত হচ্চেন না। এ তো আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! তবে তুমি আবার সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে কুসুমপুরে যাও। সেখানে বৈতালিক-ব্যবসায়ী স্তনকলস নামে আমার একটি সুহৃদ বাস করেন। তুমি গিয়ে আমার নাম করে' তাঁকে বল, চন্দ্রগুপ্ত যে আজকাল চাণক্যের আজ্ঞা ভঙ্গ করচেন, সেই বিষয়ে তিনি প্রশংসা-সূচক শ্লোক পাঠ করে' চন্দ্রগুপ্তকে যেন উত্তেজিত করেন। তার যা ফল হয়, অতি গোপনে উষ্ট্রারোহী দূতের দ্বারা আমাকে সংবাদ পাঠিও।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। [প্রস্থান।

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক্! অমাত্য! শকটদাস এই কথা আমাকে জানাতে বল্লেন, এই তিনটি অলঙ্কার একজন বিক্রী করতে এনেছে; তা, এইগুলি আপনি একবার দেখুন।

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) ওঃ! এগুলি যে মহামূল্য অলঙ্কার। বাপু! শকটদাসকে বল, বিক্রেতাকে যথোচিত মূল্য দিয়ে এগুলি যেন গ্রহণ করা হয়।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

রাক্ষ।—আমিও ততক্ষণ একজন উষ্ট্রারোহীকে কুসুমপুরে পাঠাই। (উঠিয়া) দুরাত্মা চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের ভেদসাধন কি হবে?—আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না দেখা যাক্।

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত
সর্ব্বরাজ-অধিরাজ হয়ে এবে যাচ্ছে ভেদ-ভরে,
"আমারি আশ্রয়ে রাজা
চন্দ্রগুপ্ত"—চাণক্যের এই গর্ব জাগিছে অন্তরে।
একজন রাজ্য লাভে
হইয়াছে কৃতকার্য্য—অন্যজন প্রতিজ্ঞার কাছে;
উভয়ের সফলতা
এই অবসরে যদি ঘটাইবে ভেদ বৈরী মাঝে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ।

(বৈহিনার কঞ্চুকীর প্রবেশ)

শোন্ বলি তৃষ্ণা! ওরে! যে সব ইন্দ্রিয়-যোগে
রূপাদি বিষয় নিরূপিয়া
লভিস্ জনম তুই, হত সেই চক্ষু আদি;
এবে রুদ্ধ তাহাদের ক্রিয়া।
আজ্ঞাবহ অঙ্গগুলি
ত্যজিয়াছে ক্রমে ক্রমে পটুতা আপন,
জরা আসি' মূর্দ্ধে তব
সবলে করেছে দেখ চরণ স্থাপন,
মিছে তবে কেন মোরে করিস্ দহন।

(পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ওহে সুগাঙ্গ-প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারিগণ! সুগৃহীতনামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমাদের এই আদেশ করচেন:—কুসুমপুরে যে অতি রমণীয় কৌমুদী-মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে, তা আমি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। অতএব "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদের উপরে আমাদের দর্শন-যোগ্য স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট কর।—সে সমস্ত ঠিক করতে তোমাদের বিলম্ব হচ্চে কেন? (আকাশে শ্রবণ)

প্রত্যুত্তর।—"আপনি বলেন কি মহাশয়! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী-উৎসব করতে নিষেধ করেছেন, তা কি আপনি জানেন না?"

কঞ্চুকী।—(আকাশে) আরে হতভাগারা! তোদের মরণ উপস্থিত দেখ্ছি—ও সব বাজে কথা রেখে দিয়ে উৎসবের শীঘ্র আয়োজন কর্।

প্রাসাদের স্তম্ভরাজি ধূপের বিমল গন্ধে
হোক্ সুরভিত,
পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জল চামরে শোভিত হোক্—
মাল্যে বিভূষিত।
প্রাসাদ-কুট্টিম-ভূমি রাজসিংহাসন-ভারে
বহুদিন বিমূর্চ্ছিত-প্রায়
সপুষ্প চন্দন-বারি সিঞ্চিয়া তাহার পরে,
শীঘ্র করি' শান্ত কর তায়।

উত্তর।—কি?—শীঘ্র আমাদের এই সমস্ত উদ্যোগ করতে বলচেন?

কঞ্চুকী।—(আকাশে) শীঘ্র কর, শীঘ্র কর, ঐ দেখ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই দিকে আসচেন।

যাঁর পিতা নন্দরাজ
গুরুত্ব অঙ্গের বলে মহাভারক্রম,
বিষম দুর্গম পথে
ধরণীর গুরুভার করিলা বহন,
এ নব-বয়সে দেখ
তিনি এবে বহিতে উদ্যত সেই উচ্চ গুরুভার;
মনস্বী সুশিক্ষাবলে
সহেন সতত ক্লেশ—কভু না করেন পরিহার।

(প্রতিহারীর সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(স্বগত) রাজাকে বাধ্য হয়ে শাস্ত্র-বিহিত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করতে হয়—সুতরাং রাজা পরাধীন—তাঁর পক্ষে রাজত্ব অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার।

পরার্থের অনুষ্ঠানে
স্বার্থপরতাতে করে নৃপেরে জড়িত,
নিজস্বার্থ তেয়াগিলে
নৃপের নৃপত্ব পুনঃ হয় অন্তর্হিত।
আপনার স্বার্থ হ'তে
পরার্থরে যদি কেহ প্রিয় করি' গণে
তবে সে তো পরাধীন,
সুখাস্বাদ কোথা পাবে পরাধীন জনে?

তা ছাড়া, আত্মসংযমী আত্মবান্ রাজাদের পক্ষে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত দুরারাধ্যা।

উপাসক তীক্ষ্ণ হ'লে উদ্বিগ্ন লক্ষ্মীর পরাণ,
মৃদু হ'লে পর-অপমান-ভয়ে করেন প্রস্থান,
মূর্খেরে করেন ঘৃণা,
অধিক বিদ্বান্ হ'লে নাহি হয় প্রেমের উচ্ছ্বাস,
শূরে দেখি' পান ভয়,
নিতান্ত হইলে ভীরু তাহারে করেন উপহাস;
কাদম্বিনী বেশ্যা-সম
লক্ষ্মীরে সেবিতে হয় অতিকষ্টে হয়ে তাঁর দাস।

তার পরে আবার, "আমার সহিত কৃত্রিম কলহ করে' কিছুকাল স্বতন্ত্রভাবে রাজ-কার্য্য করবে" এইরূপ আবার ঠাকুর আমাকে উপদেশ করেচেন; এই পাতকের কাজ কি করে' তিনি আমার কাছ থেকে স্বীকার করিয়ে নিলেন? অথবা, ঠাকুরের উপদেশ-অনুসারে কাজ করে' করে', আমার চিত্ত নিতান্ত পরাধীন হয়ে পড়েছে।

এই ভূমণ্ডল-মাঝে সৎকার্য্য করিলে শিষ্য
গুরু নাহি করে নিবারণ,
মোহবশে যদি কভু, পথ ছাড়ি যায়, তারে
ফিরায় গো গুরুর শাসন।
সুশিক্ষিত সাধু জন
অবাধে স্বাধীন ভাবে বিচরে সতত,
আমিই রয়েছি শুধু
স্বাতন্ত্র্য-বিমুখ হয়ে পর-পদানত।

(প্রকাশ্যে) দেখ বৈহীনরা, সুগাঙ্গ-প্রাসাদে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।
(রাজার পরিক্রমণ)

দৃশ্য—"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ, এই সুগাঙ্গ-প্রাসাদ। ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

রাজা।—(আরোহণ করিয়া চারিদিকে অবলোকন করত) আহা! শরৎকালের শোভা-সৌন্দর্য্যে দিঙ্মণ্ডল কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!

বর্ষা-অপগমে ছায় শুভ্র মেঘ-খণ্ডগুলি
শীর্ণ বালু-তট সম
চারিদিকে সমাকীর্ণ কল-কল্লোলকারী
সারসের সমাগম।

রজনীতে পরিব্যাপ্ত বিচিত্র নক্ষত্ররাজি
বিকচ কুমুদ-প্রায়,
দীর্ঘ দশদিক হেন নভস্তল হ'তে ঝরি'
নদীরূপে বহে যায়॥

অপিচ :—

উচ্ছলিত জল-দলে উপদেশি' না লঙ্ঘিতে
সুনির্দ্দিষ্ট পথ
সুপ্রচুর শস্য-ভারে শালি-ধান্য-শিখা-গুলি
করি' অবনত,
উগ্র-বিষ-সম সেই ময়ূরগণের মদ
করিয়া হরণ
বিনয়ের উচ্চ শিক্ষা শরৎ সকল জনে
করে বিতরণ।

অপিচ :—

পতি সে বহু-বল্লভ
—অপ্রসন্না গঙ্গা তাই থাকে ঈর্ষ্যা-ভরে
রতি-কথা-সুচতুরা
শরৎ দূতীর ন্যায় তাঁরে শান্ত করে।
যতনে প্রসন্ন করি'
মার্গে আনি' কোনমতে কৃশাঙ্গী দেবীকে
লয়ে যায় তাঁরে সিন্ধু-পতির সমীপে।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! কুসুমপুরে আজ কৌমুদী-উৎসবের উদ্যোগ দেখচি নে কেন? আচ্ছা, বৈহীনরা, আমার নাম করে' কুসুমপুরে আজ কৌমুদী-মহোৎসবের ঘোষণা করে' দিয়েছিলে তো?

কঞ্চু।—মহারাজ, ঘোষণা করেছিলেম বৈ কি।

রাজা।—তবে কেন পৌরজনেরা আমাদের আদেশ-অনুসারে কাজ করচে না?

কঞ্চু।—(কান ঢাকিয়া) সে কি কথা মহারাজ? মহারাজের আজ্ঞা ইতিপূর্ব্বে কেহই লঙ্ঘন করতে সাহস করে নি—আজ কি না তা পৌরজনেরা লঙ্ঘন করবে?

রাজা।—তবে, বৈহীনরা, এখনও পৌরজনদের উৎসবে প্রবৃত্ত দেখচি না কেন? দেখ :—

ঘন-জঘন অলস-গতি বারাঙ্গনা যত
কথা-চতুর নাগরসনে না শোভয়ে পথ।
পরস্পরে স্পর্দ্ধা করি' গৃহের বিভবে
শ্রীগণজনে প্রধান জনে না মাতে উৎসবে।

কঞ্চু।—মহারাজ, তাই বটে।

রাজা।—কি বল্চ?

কঞ্চু।—হাঁ, তাই বটে মহারাজ।

রাজা।—স্পষ্ট করে' বল, কে [illegible] কি?

কঞ্চু।—মহারাজ, কৌমুদী-উৎসব এবার নিষিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—(সক্রোধে) আঃ! কে নিষেধ করলে?

কঞ্চু।—মহারাজ! আর অধিক নিবেদন করতে আমরা অক্ষম।

রাজা।—চাণক্য নিশ্চয়ই এরূপ রমণীয় দৃশ্য হ'তে দর্শকগণকে বঞ্চিত করেন নি?

কঞ্চু।—মহারাজ! প্রাণের মায়া ছেড়ে [illegible] আর কে মহারাজের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতে পারে বলুন?

রাজা।—শোণোত্তরে! আমি উপবেশন করতে ইচ্ছা করি।

প্রতী।—মহারাজ! এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) দেখ বৈহীনরা! চাণক্য-ঠাকুরকে দেখতে চাই।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান

দৃশ্য—চাণক্যের ভবন। কোপ-মিশ্রিত চিন্তাসহকারে চাণক্য আসীন।

চাণ।—(স্বগত) হতভাগ্য দুরাত্মা রাক্ষস কি করে' আমার সহিত স্পর্দ্ধা করে?

চাণক্য অপমানিত
কুপিত ভুজঙ্গসম পুর হ'তে করিয়া প্রস্থান
নন্দেরে বধিয়া যথা
মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তে করিলেন সিংহাসন দান,
সেইরূপ বুদ্ধিবলে
চন্দ্র-গুপ্ত-চন্দ্রশোভা করিবেন রাক্ষস হরণ?
এই চেষ্টা তাঁর এবে
বুদ্ধির প্রভাবে তিনি করিবেন মোরে অতিক্রম।

(আকাশে) রাক্ষস! রাক্ষস! এ দুশ্চেষ্টা হ'তে তুই বিরত হ।

নহে এই চন্দ্রগুপ্ত গর্ব্বিত নৃপতি নন্দ
—কুমন্ত্রি-চালিত রাজ্য যার,
তুমিও চাণক্য নহ, এটুকু সাদৃশ্য শুধু
—উভয়েরি শক্রতা অপার।

শত্রুর বিশ্বাস লভি' মোর ভৃত্য আছে যিনি
"পর্ব্বত"-নন্দনে,
সিদ্ধার্থক-আদি চর রয়েছে নিযুক্ত মোর
আদেশ-পালনে।

ভেদ-কার্য্যে পটু আমি, কৃত্রিম কলহ করি'
চন্দ্রগুপ্ত সাথে
এক্ষণে করিব চেষ্টা মলয়-কেতু রাক্ষসে
ভেদ ঘটে যাতে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—ওঃ! রাজসেবায় অশেষ কষ্ট!
প্রথমে রাজার ভয়
পরে সচিবের—পরে রাজ-প্রিয়জনে,
পরে বুর্ত্তগণে ভয়
—অনুগ্রহ পায় যারা রাজার ভবনে।
গাল-মন্দ সহি' যে গো
দৈন্য-হেতু অন্ন-তরে উদ্ধমুখে থাকে
কৃত-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা
কুক্কুরজীবিকা বলে তার ব্যবসাকে।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো চাণক্যের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) মরি মরি! রাজাধিরাজ-মন্ত্রীর কি চমৎকার গৃহ-ঐশ্বর্য্য:

কোথাও বা দেখা যায়
ভাঁড়াতে গোময়-শুষ্ক আছে নোড়ানুড়ি,
কোথাও বা রহে পড়ি
শিষ্যগণ-আহরিত কুশ ঝুড়ি ঝুড়ি,
গৃহের প্রাচীর জীর্ণ,
গৃহ-চাল পড়েছে ঝুঁকিয়া,
ছাইচের প্রান্ত ঢাকা
শুকানো সমিৎ-কাষ্ঠ দিয়া।

যা হোক্, বৃষল চন্দ্রগুপ্তই এই মন্ত্রীর উপযুক্ত রাজা।—কেন না:—

দৈন্য-হেতু, মিষ্টভাষী
সত্যবাদী কৃতী সাধুগণ
গুণহীন রাজারেও
অবিরাম করে আরাধন।

এই ধন-লোভ হেতু
সম্পূর্ণ প্রভাব রহে তাদের উপর
নিস্পৃহ নিশ্চেষ্ট জন
প্রভুগণে তৃণ-সম করে অনাদর।

(দেখিয়া সভয়ে) এই যে চাণক্য-ঠাকুর!

লোক পরাজয় করি'
সাধন করিয়া যিনি এক-ই সময়ে
নন্দ মৌর্য্য উভয়ের
উদয়াস্ত—শীত গ্রীষ্ম আনিলা পর্য্যায়ে,
—সেই সে চাণক্য মন্ত্রী
সহস্র-রশ্মির তেজ করি' অতিক্রম,
বিরাজেন নিজ তেজে
প্রকাশিয়া চারিদিকে অতুল বিক্রম।

(ভূমিতলে নতজানু হইয়া) মন্ত্রি-মহাশয়ের জয় হোক!

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) বৈহীনরা! কি প্রয়োজনে তোমার আগমন?

কঞ্চু।—মহাশয়! নৃপতিগণের প্রণতিকালে তাঁদের শিরস্থ মণিমাণিক্যের রশ্মিপ্রভায় যে চরণযুগল পিঙ্গলীকৃত হয়, সেই পাদপদ্মে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রণিপাত পুরঃসর এই কথা নিবেদন করচেন, কার্য্যান্তরের বাধা যদি না থাকে, তবে মহাশয়ের সহিত তিনি একবার সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করেন।

চাণ।—বৃষল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান? বৈহীনরা! আমি যে কৌমুদী উৎসব নিষেধ করেছি, এ কথা তাঁর শ্রবণ-গোচর হয় নি তো?

কঞ্চু।—শ্রবণগোচর হয়েছে বৈ কি।

চাণ।—(সক্রোধে) আঃ! কে এ কথা তাঁকে বলে?

কঞ্চু।—(সভয়ে) মহাশয়, শান্ত হোন্। তিনি স্বয়ং "সুগাঙ্গ" প্রাসাদ-শিখরে গিয়ে দেখেছেন, কুসুমপুরবাসীরা কৌমুদী-উৎসবের জন্য কিছুমাত্র উদ্যোগ করচে না।

চাণ।—আ! বুঝেছি।—দাঁড়াও। ভাল, আমার

অবিমৃষ্যাতে তুমিই বৃষলের রোষানল উদ্দীপিত করেছ—না আর কেউ ?

কঞ্চু।—(সভয়ে নীরবে অধোমুখে অবস্থান)

চাণ।—ওঃ! চাণক্যের উপর রাজ-পরিজনের কি ভয়ানক বিদ্বেষ!—আচ্ছা, এখন বৃষল কোথায় আছেন ?

কঞ্চু।—(সভয়ে) "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ হতেই মহারাজ আমাকে আপনার পাদ-পদ্ম-সমীপে পাঠিয়েছেন।

চাণ।—(উঠিয়া) কঞ্চুকি! সুগাঙ্গ-প্রাসাদের পথে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিক্ দিয়ে, মহাশয়—এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—সুগাঙ্গ-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—এই "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ। মহাশয় ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

চাণ।—(আরোহণ করত অবলোকন করিয়া স্বগত) এই যে! বৃষল সিংহাসনে বসেছেন দেখ্‌ছি! বেশ, বেশ!

রাজ-ব্যবহারে অজ্ঞ
নন্দরাজ বর্জ্জিত যে অতি-উচ্চ রাজ-সিংহাসনে
তাহে অধ্যাসিত এবে
চন্দ্রগুপ্ত, সমকক্ষ হয়ে তুল্য-নৃপগণ সনে ;
—জনমে পরম প্রীতি দেখ ওগো ইথে মোর মনে।
(অগ্রসর হইয়া) বৃষলের জয় হোক্!

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া চাণক্যের পা ধরিয়া) ঠাকুর! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন!

চাণ।—(হস্তধারণ করিয়া) ওঠো বৎস, ওঠো।

শিলান্ত-স্খলিত যার
সুরধুনী-ধারাপাত শীকর-শীতল
সেই যে শৈলেন্দ্র-গিরি,
তাহা হ'তে আরম্ভি' আসুক নৃপদল।
বহু রাগে সুরঞ্জিত
মণি-দীপ্ত দক্ষিণের সিন্ধু-উপকূল,
সে হ'তে করিয়া সুরু
আসুক আতঙ্কে-ত্রস্ত নৃপতির কুল।
আসি তারা ভয়ে ভয়ে
চরণ-যুগলে তব হইয়া প্রণত
পদাঙ্গুলী-রন্ধ্রভাগ
চূড়া-রত্ন-প্রভা পূর্ণ করুক সতত।

রাজা।—ঠাকুরের প্রসাদে আমি এই সমস্তই উপভোগ করচি। উপবেশন করুন ঠাকুর!

চাণ।—বৃষল! আমাকে কি জন্য আহ্বান করা হয়েছে, বল দিকি ?

রাজা।—ঠাকুরের দর্শনে আপনাকে সুখী করব, এই অভিপ্রায়ে।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল! বিনয়ে প্রয়োজন নাই। প্রভুরা কখনই অধিকারস্থ কর্ম্মচারীকে বিনা প্রয়োজনে আহ্বান করেন না। অতএব, প্রয়োজনটা কি, স্পষ্ট করে' বল।

রাজা।—কৌমুদী-উৎসব নিষেধের উপকারিতা ঠাকুর কিরূপ বুঝেছেন, তাই জানতে ইচ্ছা করি।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল, তবে দেখচি, তিরস্কারের জন্যই আমাকে ডাকা হয়েছে।

রাজা।—শিব শিব! সে কি কথা? না, না ঠাকুর, তিরস্কারের জন্য নয়।

চাণ।—তবে কিসের জন্য ?

রাজা।—উপদেশ লাভের জন্য।

চাণ।—বৃষল! তা হ'লে অবশ্য উপদেষ্টার অভিপ্রায়-অনুসারে উপদিষ্ট ব্যক্তির চলা কর্ত্তব্য।

রাজা।—ঠাকুর, তাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু আমি জানি, নিষ্প্রয়োজনে ঠাকুর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না—তাই আমি এই প্রশ্ন করেছিলেম।

চাণ।—বৃষল, তুমি ঠিক বুঝেছ। চাণক্য বিনা প্রয়োজনে স্বপ্নেও কোন কাজ করেন না।

রাজা।—তাই ঠাকুর. শিষ্যভাবেই আমি এই বাচালতা প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

চাণ।—শোনো বৃষল! অর্থশাস্ত্রকারেরা ত্রিবিধ রাজ্য-তন্ত্রের বর্ণনা করেন। যথা :—রাজায়ত্ত, সচিবায়ত্ত এবং উভয়ায়ত্ত। এখন, সচিবায়ত্ত তন্ত্রের অনুসন্ধানে তোমার কি প্রয়োজন? যেহেতু, আমিই সেই জন্য নিযুক্ত হয়েছি—সে সব জানা আমারই কাজ।

রাজা।—(কুপিতভাবে মুখ ফিরাইয়া)

(নেপথ্যে বৈতালিক-দ্বয়ের পঠন)

প্রথম।—

বিকসিত কাশ-পুষ্পে শুভ্র কান্তি ধরেছে আকাশ,
মনে হয় শিব-দেহে ভস্ম-শোভা হয় পরকাশ।
শীতাংশুর অংশু-জালে মেঘ-রাশি হয় অপহৃত,
—হর-ভাল-চন্দ্রকরে করি-চর্ম্ম-মালিন্য দূরিত;
দশদিক হইয়াছে কৌমুদীর কিরণে উজ্জ্বল।
—মহাদেব-কণ্ঠে শোভয়ে ধবল মুণ্ড-মালা।
রাজ-হংস দলে দলে কুতূহলে করে বিচরণ
হর-হাস্য-বিকসিত দশন-শ্রী করিয়া ধারণ;
—শিবরূপী এ শরৎ সর্ব্ব-দুঃখ করুক হরণ।

অপিচ :—

অলস নয়ন যিনি
সবে মাত্র করি' উন্মীলন
রত্ন-দীপ-প্রভা হ'তে
ফিরাইয়া রাখেন আনন,
অঙ্গ-ভঙ্গ জৃম্ভণেতে
নয়ন ভরিয়া উঠে নীরে
তাইতে এখন যাঁর
দৃষ্টি-কার্য্য চলে ধীরে ধীরে,
নাগাঙ্কে শয়ন যাঁর,
বিশাল ফণার উপধান,
—সেই সে অনন্ত-শয্যা
এবে যিনি ছাড়িবারে চান,
নিদ্রাভঙ্গে নেত্র রাঙ্গা,
বক্র দৃষ্টি হতেছে পতন
—হেন হরি তোমাদের
চিরকাল করুন রক্ষণ।

দ্বিতীয়।—

কোন হেতু কোন ক্রমে
তেজের আধার করি' গড়েন বিধাতা।
মদস্রাবী গজরাজে
মৃগরাজ নিজ তেজে জয় করি' যথা
প্রকাশে বিজয়-গর্ব্ব,
সেইরূপ সিংহাসনে সার্ব্বভৌমগণ
সহিতে না পারে কভু
আজ্ঞাভঙ্গ প্রজাদের শোনো গো রাজন্!

অপিচ—

ভূষণের উপভোগে
প্রভু নহে প্রভু বলি' খ্যাত,
প্রভু বলি' মানি তারে
আজ্ঞা যার অটুট অক্ষত।

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) প্রথমটি তো কোন দেবতা-বিশেষের স্তুতিচ্ছলে শরৎকালের গুণ-ঘোষণা—তার পর আশীর্ব্বচনে সেটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য্য কি, বুঝ্‌তে পারলেম না। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝেছি! এ শ্লোকটি রাক্ষসের নিয়োজিত। ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! এ তুই বেশ জানিস্, কুটিল-নীতি চাণক্য এখনও জাগ্রত।

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এই দুই জন বৈতালিককে শত সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দিতে বল।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (উঠিয়া পরিক্রমণ)

চাণ।—(সক্রোধে) বৈহীনরা! দাঁড়াও—যেও না। দেখ বৃষল! এই অপাত্রে কেন এত অর্থ বিসর্জ্জন করচ?

রাজা।—(সকোপে) ঠাকুর! আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছায় বাধা দেন—আমি দেখচি, এ আমার রাজ্য নয়—এ আমার কারাগার।

চাণ।—যে রাজারা রাজকার্য্য নিজে দেখেন না, তাঁদের সম্বন্ধে এই সব দোষ ঘটতেই পারে। যদি তোমার এই সব সহ্য না হয়, তা হ'লে তুমি এখন হ'তে নিজেই কেন শাসন-কার্য্যের ভার নাও না।

রাজা।—আচ্ছা, আমি এখন হ'তে রাজ-কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করব।

চাণ।—সে ভাল কথা। আমিও তা হ'লে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি।

রাজা।—আচ্ছা, এখন তবে কৌমুদী-উৎসব-নিষেধের প্রয়োজন কি, শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! আমিও শুন্‌তে ইচ্ছা করি, কৌমুদী-উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনটা কি?

রাজা।—আমার আজ্ঞা যাতে অব্যাহত থাকে, এই তো প্রথম প্রয়োজন।

চাণ।—বৃষল, কৌমুদী-উৎসবের নিষেধে যাতে তোমার আজ্ঞা অব্যাহত থাকে, আমারও সেই প্রয়োজন। কেন না—

তমালের কিশলয়ে
যার শ্যাম তট-বন রহে সুশোভিত,
শতচূর্ণ তিমি-কুলে
যাহার অম্বর-জল সদাই ক্ষুভিত,

সেই চারি সিন্ধু হ'তে
আসি' শত অবনত নরপতিগণ
যে আদেশ সমাদরে
পুষ্প-মালা-সম শিরে করয়ে ধারণ,
সেই সে প্রভুর আজ্ঞা
আমা হ'তে নাহি যে গো হতেছে পালিত
এতেই প্রকাশ পায়
—অসীম প্রভুত্ব তব বিনয়-ভূষিত।

রাজা।—আচ্ছা, অন্ত কি প্রয়োজন, তাও শুনতে ইচ্ছা করি।

চাণ।—তাও আমি বলচি, শোনো।

রাজা।—বলুন :

চাণ।—শোনোত্তরে! শোনোত্তরে! আমার নাম করে' কায়স্থ অচল-দত্তকে বল, ভদ্রভট্ট প্রভৃতির নাম যাতে লেখা আছে, সেই পত্রখানি যেন সে পাঠিয়ে দেয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) মহাশয়, এই সেই পত্র।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া) বৃষল! শোনো।

রাজা।—আমি শুন্‌চি—বলুন।

চাণ।—"স্বস্তি।—সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী প্রধান পুরুষগণ যাঁরা এখান হইতে পলায়ন করিয়া মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের নামের সংখ্যা-পত্র।

তার মধ্যে প্রথমেই গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট্ট; অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষ-দত্ত; প্রধান দৌবারিক চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত; মহারাজের কুটুম্বজন মহারাজ বলগুপ্ত; মহারাজের শৈশব-ভৃত্য রাজসেন; সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ; মালব-রাজপুত্র রোহিতাক্ষ; ক্ষত্রগণ-প্রধান বিজয়বর্ম্মা—ইতি।" (স্বগত) প্রকৃত কথা, আমরা এই কয়জনেই মহারাজের কার্য্য সযত্নে নির্ব্বাহ করচি। (প্রকাশ্যে) এই তো গেল পত্র—

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, এদের বিরাগের হেতুগুলি আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

চাণ।—শোনো বৃষল, আমি বলচি। ভদ্রভট্ট ও পুরুষ-দত্ত হস্তী ও অশ্বপালের অধ্যক্ষ, উভয়েই মদ্যপায়ী, লম্পট ও অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত; তাই আমি তাদের পদচ্যুত করি। তারা আবার সেই সব পদে নিযুক্ত হ'তে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত অত্যন্ত লুব্ধ-প্রকৃতি, তারা এখা[নে] যথেষ্ট অর্থ পাচ্ছিল না, সেখানে অধিক অর্থ উপ[া]র্জন করতে পারবে মনে করে' তারাও মলয়কেতু[র] আশ্রিত হয়েছে। আর তোমার শৈশব-ভৃত্য রা[জ]সেন, তোমার প্রসাদে, কোষ হস্তী অশ্ব প্রভৃ[তি] বিপুল ঐশ্বর্য্য সহসা লাভ করে', পাছে আবার। সকলের উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় সেও মলয়কেতু[র] আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর এই যে আর একজ[ন] সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়[ণ], এর সহিত পর্ব্বতেশ্বরের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ হয়। সে অনুরাগ-বশতঃ, বিষকন্যা দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে চাণক্য হত্যা করেছে, এইরূপ বলে' মলয়কেতুকে গোপ[নে] ভয় দেখিয়ে, তাকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করে। তার পর, তোমার অনিষ্টকারী চন্দনদাস প্রভৃতি নিগৃহীত হ'ল দেখে, পাছে সেও নিজ দোষের জ[ন্য] দণ্ডিত হয়, এই আশঙ্কায় সেও পলায়ন করে' মল[য়]কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মলয়কেতুও মনে করে এই তো আমার প্রাণরক্ষা করেছে; তাই কৃত[জ্ঞ] হয়ে, পিতৃ-পরিচিত পৈতৃক আমলের লোক জেনে তিনি আপনার অব্যবহিত নিম্নের যে অমাত্য-প[দ] সেই পদে তাকে নিযুক্ত করে। আর, রোহিতা[ক্ষ] ও বিজয়-বর্ম্মা এই দুই জন বড় অভিমানী—তু[মি] তাদের জ্ঞাতিবর্গকে বহু সম্মান দেওয়ায়, তারা স[েটা] সহ্য করতে না পেরে তারাও মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহ[ণ] করে।—তাদের বিরাগের এই সমস্ত হেতু।

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, বিরাগের এই সকল হেতু জানতে পেরেও শীঘ্র কেন আপনি তার প্রতিবিধান করেন নি?

চাণ।—বৃষল, আমি তার প্রতিবিধান করতে পারি নি।

রাজা।—কৌশলের অভাবে, না কোন প্রয়োজন-সাধনের অপেক্ষায় পারেন নি?

রাজা।—কৌশলের অভাব কি করে' হবে; প্রয়োজনের অপেক্ষাই এর কারণ।

রাজা।—ভাল, অপ্রতিবিধানের কি প্রয়োজন হয়েছিল, শুনতে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! শোনো এবং শুনে বিচার কর।

রাজা।—আচ্ছা, আমি উভয়ই করচি—আপনি বলুন।

চাণ।—দেখ বৃষল, বিরক্ত প্রজাদের সম্বন্ধে দুই

প্রকার প্রতিবিধানের উপায় আছে—অনুগ্রহ আর নিগ্রহ। অনুগ্রহ হচ্চে—পদচ্যুত ভদ্রভট্ট ও পুরুষদত্তের স্ব স্ব পদে পুনঃস্থাপন করা। কিন্তু ওরূপ ব্যসন-দোষাক্রান্ত অযোগ্য ব্যক্তিদের যদি স্বপদে পুনঃস্থাপন করা যায়, তা হ'লে সকল রাজ্যের যে মূল হস্তী অশ্বাদি, তার ক্ষয় হয়। আর, হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত এই দুই জন লুব্ধপ্রকৃতির লোককে সমস্ত রাজ্য-সম্পদ দিয়ে পরিতুষ্ট করলেও তারা কখন অনুগৃহীত বোধ করবে না। রাজসেন ও ভাগুরায়ণ—এই দুই জন ধনপ্রাণ-নাশের ভয়ে ভীত, এদের অনুগ্রহ করবার অবকাশ কোথায়? আর, রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা এরা নিজ কুটুম্বদের সম্মানে আপনাদের অপমানিত মনে করে। এই দুইটি অভিমানী ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ অনুগ্রহ করলে তবে এরা প্রীত হয়, তা তো বুঝতেই পারচ। অতএব এ সব স্থলে অনুগ্রহ চলে না। এখন নিগ্রহের কথা বলি, শোনো। নন্দের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করেই যদি আমরা সহোপকারী প্রধান পুরুষবর্গকে দণ্ডের দ্বারা পীড়ন করি, তা হ'লে নন্দকুলানুরক্ত প্রজাদের অবিশ্বাস-ভাজন হ'তে হয়। অতএব এ স্থলে নিগ্রহও চলে না। আবার আমাদের যে সকল ভৃত্যপক্ষ শত্রুর অনুগৃহীত, তারা রাক্ষসের উপদেশ শুনতেই উন্মুখ। এখন আমরা বৃহৎ ম্লেচ্ছ-রাজ-সৈন্যে পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতু আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত। এ সময় আমাদের আয়াসকষ্টের সময়—উৎসবের সময় নয়। অতএব এখন আমাদের দুর্গসংস্কার আরম্ভ করতে হবে—এখন কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠানে কি ফল?—এই জন্যই উৎসব নিষেধ করা হয়েছে।

রাজা।—এতেও অনেক প্রশ্ন করবার আছে।

চাণ।—বৃষল, মন খুলে প্রশ্ন কর, আমারও অনেক কথা বল্‌বার আছে।

রাজা।—আমি এই জিজ্ঞাসা করচি—

চাণ।—আমি তার উত্তরে এই বলচি—

রাজা।—যে ব্যক্তি আমাদের সকল অনর্থের হেতু, সেই মলয়কেতু যখন পলায়ন করলে, তখন ঠাকুর, আপনি সে বিষয়ে উপেক্ষা করলেন কেন?

চাণ।—বৃষল! মলয়কেতুর পলায়নে উপেক্ষা না করলে দুটি পন্থার মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করতেই হ'ত। হয় অনুগ্রহ, নয় নিগ্রহ। যদি নিগ্রহ করা যেত, তা হ'বে আমাদের দ্বারাই পর্ব্বতক নিহত হয়েছে, লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস হ'ত—আর এই কৃতঘ্নতা-অপবাদে আমাদের নিজেরই তা হ'লে দোষকতা করা হ'ত। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত অর্দ্ধরাজ্য দিতে হবে বলে' আমরা যে তার বিনাশ-সাধন করেছি, এতেও আমাদের কৃতঘ্নতা-অপরাধ সপ্রমাণ হ'ত—এই সব কারণেই আমি তার পলায়নে উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—ঠাকুর, আচ্ছা, এ যেন হ'ল। রাক্ষস এ নগর হ'তে চলে' গিয়ে নগরের বাহিরে যে এখন অবস্থান করচেন, এ বিষয়েও তো আপনার উপেক্ষা প্রকাশ পায়—এ বিষয়ে ঠাকুরের উত্তর কি?

চাণ।—নিজ প্রভুর প্রতি অচল অনুরাগ বশতঃ রাক্ষস নগরে বহুকাল বাস করে—আর অনেক দিন একত্রে থাকায়, চরিত্রজ্ঞ নন্দানুরক্ত প্রজাবর্গের সে বিশ্বাস-ভাজন হয়। বুদ্ধি-পৌরুষ-সমন্বিত, সহায়সম্পদ-যুক্ত, কোষ-বল-বিশিষ্ট রাক্ষস নগরের মধ্যে থাকলে, মহান্ আভ্যন্তরিক শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব; কিন্তু নগর হ'তে দূরীকৃত হ'লে, যদিও বহিঃশত্রুতার উৎপত্তি হ'তে পারে, তবু তার প্রতিবিধান ততটা দুঃসাধ্য নয়। এই জন্য তারও পলায়নে আমি উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—এখানে তাকে রেখে কেন বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হ'ল না?

চাণ। আচ্ছা, কেন তাকে দূরীকৃত করা হয়েছে, শোনো। হৃদয়নিহিত শেল যে কারণে নানা উপায়ে উদ্ধৃত করা হয়, সেই কারণেই তাকে নগর হ'তে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তাকে দূরীকৃত করার প্রয়োজন কি, তা এই বল্লেম।

রাজা।—ঠাকুর, তাঁকে বলপূর্ব্বক কেন ধৃত করা হ'ল না?

চাণ।—বৃষল, বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিগৃহীত করলে সে যদি আত্মহত্যা করত, কিম্বা আমাদের দ্বারাই নিহত হ'ত, তা হ'লে সে দুটিই দোষের বিষয় হ'ত। দেখ বৃষল—

অতিমাত্র আক্রমণে
যদি হয় তার প্রাণনাশ
সে নহে উচিত কাজ;
ছাড়া পাইলেও আছে ভয়
—পাছে নাশে হেন ব্যক্তি
আমাদের প্রজা-[illegible]।

বন-গজ-সম তাই
— বশ করা উচিত কৌশলে ॥

রাজা।—আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে পারিনে ; যাই হোক্‌, এ স্থলে অমাত্য রাক্ষসই অধিকতর প্রশংসনীয় বলে' আমার মনে হয়।

চাণ।—(সক্রোধে) "আপনার অপেক্ষা" এই বলেই বাক্যটা শেষ কর না কেন।—কিন্তু তা নয়। দেখ বৃষল, সে কি এমন কাজ করেছে?

রাজা।—যদি তা না জানেন, তবে শ্রবণ করুন। সেই মহাত্মা—

মোদেরি বিজিত পুরে, পা দিয়া মোদেরি গলে,
রহিলেন ইচ্ছা যত দিন ;
আমাদের সৈন্যদের বিজয়-ঘোষণা-রব
ব্যাঘাতিয়া করিলেন ক্ষীণ।
বিপুল সুনীতি-বলে ঘটালেন আমাদের
মনের সংশয় ;
—নিজ পক্ষ-লোক-পরে—বিশ্বাস্য হলেও—আর
বিশ্বাস না হয়।

চাণ।—(হাসিয়া) বৃষল, রাক্ষস এই সব করেছে?

রাজা।—তা বৈ কি। অমাত্য রাক্ষসই তো এই সব করেছে।

চাণ।—বৃষল! এখন তবে জানলেম, নন্দকে উচ্ছেদ করে' আমি যেমন তোমাকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছি, তেমন রাক্ষসও তোমাকে উচ্ছেদ করে' মলয়কেতুকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছে।—তাই না?

রাজা।—আমাকে তিরস্কার করে' কি ফল? দেখুন ঠাকুর, সে সব দৈবের কাজ, তাতে আপনার কি হাত আছে?

চাণ।—দেখ, বৃষল! তুমি পরগুণ-দ্বেষী।

কোপে বিকম্পিত-শিখা
হস্তের অঙ্গুলী-অগ্রে করিয়া মোচন,
সর্বজন-সমক্ষেতে
কে করিল রিপু-নাশ-প্রতিজ্ঞা ভীষণ?
সেই সে প্রতিজ্ঞা পালি'
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নন্দরাজ-কুলে,
—রাক্ষসেরি সনমুখে—
কে বল তো পশুসম বধিল সমূলে?

অপিচ :—

সুদীর্ঘ নিষ্কম্প পক্ষ
গৃধ্রগণ চক্রাকারে উড়িছে আকাশে,
ঢাকিয়া তাহার প্রভা
চিতাধূম মেঘাচ্ছন্ন করে দিক-দশে,
শ্মশানের জীবগণে
বিতরি' আনন্দ, নন্দ-দেহ-চিতানল
অদ্যাপি নেবেনি দেখ
—বহু বসা-দ্রব্য লভি' এখনও উজ্জ্বল!

রাজা।—এও অন্যে করেছে।

চাণ।—অন্য কে শুনি?

রাজা।—নন্দকুল-বিদ্বেষী দৈবের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে।

চাণ।—মূর্খের নিকটেই দৈবের প্রমাণ গ্রাহ্য।

রাজা।—যারা জ্ঞানবান্, তারাই নিরহঙ্কারী।

চাণ।—(ক্রোধ অভিনয় করিয়া) বৃষল! বৃষল! আমাকে তুমি সামান্য ভৃত্যের ন্যায় দমন করতে চাও? এই দেখ, বদ্ধশিখা মোচন করতে আবার আমার হস্ত ধাবমান (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)

আরোহিতে প্রতিজ্ঞায়
এ চরণ আবার ধাবিত।
নন্দ-বিনাশের পর
যে রোষাগ্নি ছিল প্রশমিত
(আসন্ন মরণ নাকি)
পুন তা করিছ প্রজ্বলিত?

রাজা।—(আবেগ-সহকারে স্বগত) এ কি! মন্ত্রিবর সত্যই যে কুপিত হয়েছেন।

পাংশুর স্পন্দন ঘন, অরুণ-বরণ আঁখি
অশ্রুজলে তবু প্রক্ষালিত,
ভ্রূকভঙ্গে ধূম রাশি, নেত্র-মাঝে রোষানল
ঘোরতর হেরি প্রজ্বলিত।
মনে হয়, ধরা যেন রুদ্রের সে তাণ্ডবের
রুদ্ররস করিয়া স্মরণ,
চাণক্যের পদাঘাতে থরথর কাঁপি' তবু
কোন মতে করে তা বহন।

চাণ।—(কৃত্রিম কোপ সংবরণ করিয়া) বৃষল! বৃষল! উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই। যদি আমা অপেক্ষা রাক্ষসকে তুমি যোগ্যতর বিবেচনা কর, তবে এই শস্ত্র তাকেই দেও (শস্ত্রত্যাগ করিয়া উঠিয়া আকাশে লক্ষ্য বদ্ধ করিয়া স্বগত) রাক্ষস! রাক্ষস!

যে বুদ্ধির দ্বারা তুমি কৌটিল্যের বুদ্ধিকে পরাজয় করতে চাও, তোমার সেই বুদ্ধির এই তো চূড়ান্ত সীমা।

দেখ শঠ-চূড়ামণি রাক্ষস।
চাণক্য হইতে ভক্তি করি' বিচলিত
মৌর্য্যেরে জিতিবে সুখে—করি' স্থিরীকৃত,
যে ভেদ ঘটাতে তুমি হয়েছ উদ্যত,
তব বিনাশেই তাহা হবে পরিণত। [প্রস্থান।

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এখন হ'তে, চাণক্যের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে' চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করবেন, এই কথা তুমি প্রজাদের বুঝিয়ে বল্‌বে।

কঞ্চু।—(স্বগত) "ঠাকুর" এই উপপদটি ব্যবহার না করে', মহারাজ শুধু "চাণক্য" বল্লেন কেন? তবে কি চাণক্য সমস্ত অধিকার হ'তে বিচ্যুত হয়েছেন? যদি তা হয়ে থাকেন, মহারাজের তাতে কোন দোষ নেই। কেন না:—

নৃপ করে যদি কোন মন্দ আচরণ
সে দোষ মন্ত্রীর বলি' জানে সর্ব্বজন।
গজ দুষ্ট বলি' যদি অপবাদ হয়,
নিষাদি-প্রমাদে ঘটে সে দোষ নিশ্চয়।

রাজা।—বৈহীনরা, তুমি ভাবচ কি?

কঞ্চু।—না মহারাজ, কিছুই ভাবচি নে। তবে কি না, বড় সুখের বিষয়, আমাদের প্রভু এখন প্রকৃত প্রভু হলেন।

রাজা।—(স্বগত) আমাদের মধ্যে যে কৃত্রিম কলহ হ'ল, লোকে যদি তা সত্য বলে' বিশ্বাস করে, তা হ'লে ঠাকুরের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। (প্রকাশ্যে) শোণোত্তরে! এই শুষ্ক কলহে আমার মাথা ধরে' গেছে। শয়ন-গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—আসুন মহারাজ, আসুন।

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উত্থান করিয়া স্বগত)

আর্য্যেরি আদেশক্রমে
লঙ্ঘিয়াছি তাঁহার গৌরবে,
তবু যেন ইচ্ছা হয়
পশি এবে ধরণী-গহ্বরে।
সত্যই যাহারা করে
গুরুদেবে তার অপমান
লজ্জায় তাদের হৃদি
কেন নাহি হয় দুইখান?
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

(পথিক-বেশধারী দূতের প্রবেশ)

দূত।—ওঃ!

পথ চলি' চলি' শত যোজন-অধিক
কদর্য্য কঠিন স্থানে কে বল গো যায়?
এ হেন দুষ্কর পথে কে হয় পথিক
যদি সে গো নিজ প্রভু-আজ্ঞা নাহি পায়।

এখন তবে অমাত্য রাক্ষসের গৃহে যাই। ওগো দরোয়ানজি! দরোয়ানজি! কে আছ গো?—মন্ত্রি-মশায়কে খবর দেও। বল, করভক চটপট কাজ সেরে পাটুলীপুত্র থেকে ফিরে এসেছে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ।—বাপু, চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না। রাজ-কার্য্যের চিন্তায় রাত্রি জাগরণ করে' মন্ত্রিমশায়ের শিরঃপীড়া হয়েছে, তাই এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। এখন একটু এখানে অপেক্ষা কর। অবসর বুঝে তাঁকে খবর দেওয়া যাবে।

দূত।—আচ্ছা বাবা, যা তোমার ইচ্ছে।

(রাক্ষস শয্যার উপর বসিয়া চিন্তামগ্ন—
শকটদাস আসনে বসিয়া নিদ্রিত)

রাক্ষস।—সব কার্য্যে দৈব বলী
—মনে সদা করি আন্দোলন;
চাণক্য কুটিল-মতি
বুদ্ধি তার করি গো চিন্তন।
যতই উপায় করি
সে করে যে সকলি নিহত,
কি করি না পাই ভাবি'
জাগরণে নিশি হয় গত।

অপিচ,

যেমতি নাটককার
প্রথমে করিয়া অল্প কার্য্যের সূচনা
পশ্চাতে করেন তিনি
সেই অল্প সূত্র হ'তে বিস্তৃত রচনা,

বীজ-গত গূঢ় ফল
বীজ হ'তে ক্রমে ক্রমে তোলেন ফুটায়ে,
প্রতিকূল কার্য্যগুলি
বিস্তারিয়া অবশেষে আনেন গুটায়ে,
সাধিতে এ সব কার্য্য
যেমন তাঁহার হয় কষ্ট অনুভব,
তাঁর মত আমাদেরো
সমান কার্য্যের ক্রম—কষ্ট সেই সব।
সেই দুরাত্মা চাণক্য-বটুও—

(দৌবারিক অগ্রসর হইয়া)

দৌবা।—জয় হোক্! জয় হোক্!

রাক্ষ।—যদি সেই চাণক্য-বটুও আমাদের প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়ে থাকে—

দৌবা।—মন্ত্রী মহাশয়!

রাক্ষ।—(বামাক্ষি-স্পন্দন সূচনায় স্বগত) তবে দেখ্‌ছি চাণক্যবটুরই জয়। "আমাদের প্রতারিত করতে যদি সমর্থ হয়ে থাকে" এই কথা বলবামাত্রই—বাম চক্ষুর স্পন্দনে কথাটা যেন সত্য বলে' প্রতিপাদিত হ'ল। তবু উদ্যম ত্যাগ করা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) বাপু, কি বল্‌তে চাও?

দৌবা।—মন্ত্রিমশায়! করভক পাটলীপুত্র থেকে এসেছে—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

রাক্ষ।—তাকে এখনি নিয়ে এসো।

দৌবা।—যে আজ্ঞা। বাপু! ঐখানে মন্ত্রী মহাশয় আছেন—তুমি এগিয়ে যাও।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

কর।—(রাক্ষসের নিকট অগ্রসর হইয়া) মন্ত্রী মহাশয়ের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এসো বাপু করভক এসো—এইখানে বোসো।

কর।—যে আজ্ঞে। (ভূতলে উপবেশন)

রাক্ষ।—(স্বগত) এত কাজের বাহুল্য হয়েছে—কি কাজে একে পাঠিয়েছিলেম, মনে হচ্চে না। (চিন্তা)

দৃশ্য।—রাজপথ।

(বেত্রহস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ)

ব্যক্তি।—সরে' যাও, সরে' যাও, লোকজন তফাৎ হও—

সে অতি দূরের কথা
দেবতা কি ভূদেবের কাছে আগমন,
অভাগার পক্ষে দেখ
দুর্লভ—এমন কি,—দূরেরো দর্শন।

আকাশে।—কি বল্‌চ?—"কেন আমাদের তাড়িয়ে দিচ্চেন?" এই কথা বল্‌চ? অমাত্য-রাক্ষসের শিরঃপীড়া হয়েছে বলে' কুমার মলয়কেতু তাঁকে দেখতে আস্‌চেন—তাই তোমাদের সরিয়ে দিচ্চি।

[বেত্রধারী পুরুষের প্রস্থান।

(ভাগুরায়ণের সহিত মলয়কেতু এবং তৎপশ্চাৎ কঞ্চুকীর প্রবেশ)

মল।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) আজ দশটি মাস হ'ল পিতার কাল হয়েছে। আমার পৌরুষকে ধিক্ যে, আমি তাঁর উদ্দেশে আজও এক-অঞ্জলি জল দিতে পারলেম না। কিন্তু না—আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি।

পিতৃশোকে মাতা যথা
রতন-বলয় ত্যজি' বক্ষের তাড়নে
—ধূলায় অলক রুক্ষ—
লুটাইলা ধরামাঝে করুণ ক্রন্দনে,
শত্রু-স্ত্রীর সেই দশা
আগে আমি করিব বিধান,
তার পরে পিতৃদেবে
পিণ্ডজল করিব প্রদান।
বীরের উচিত ভার
নিজ স্কন্ধে করিয়া বহন
—হয়, রণে প্রাণ দিয়া
পিতৃ-পথে করিব গমন;
নয়, মাতৃ-নেত্র হ'তে
অশ্রুজল আকর্ষণ করি'
সেই অশ্রু দিব আনি'
রিপু-বধূ-জন-নেত্রোপরি।

(প্রকাশ্যে) দেখ জাজলি! আমার নাম করে' আমার অনুযাত্রী রাজাদের বল, আমি একাকী অমাত্য রাক্ষসের নিকট অতর্কিতভাবে সহসা গিয়ে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করব—অতএব তাঁরা যেন আর কষ্ট করে' আমার সঙ্গে না আসেন।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা কুমার। (পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ভোঃ ভোঃ রাজন্যবর্গ! কুমারের এই আদেশ, আপনারা যেন কেউ কুমারের অনুগামী না হন। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, কুমারের আদেশ শোন্‌বামাত্র সকল রাজাই ফিরে চলে' গেলেন। দেখুন কুমার!

থামাইল কেহ অশ্ব টানিয়া বলিন,
গরবে উঠায় অশ্ব গ্রীবা সুবঙ্কিম!
সম্মুখের দুই পা নভোদেশে উঠে
—আকাশ খুঁড়িছে যেন নিজ খুর-পুটে।
কেহ বা থামায় নিজ মত্ত গজরাজে
অমনি নীরব ঘণ্টা—আর নাহি বাজে।
সিন্ধু যথা বেলা-সীমা
কিছুতেই নাহি পারে করিতে লঙ্ঘন
সেইরূপ তব আজ্ঞা
নৃপগণ না পারে করিতে অতিক্রম।

মল।—জাজলি, তুমিও লোকজনের সঙ্গে ফিরে যাও। একলা কেবল ভাগুরায়ণ আমার সঙ্গে আসুক।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা কুমার।

[লোকজনের সহিত প্রস্থান।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ! ভদ্রভট্ট প্রভৃতি এখানে এসে আমাকে বলেছিল যে, "দুরাত্মা চাণক্য যার মন্ত্রী, সেই চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় ত্যাগ করে' যে আমরা কুমারের আশ্রয়ে এসেছি, সে কেবল কুমারের কমনীয় গুণ দেখে, আর কুমারের সেনাপতি কুমার-সেনের উদ্যোগে। অমাত্য রাক্ষসের এতে কোন হাত নেই।" কিন্তু আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেও এ কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলেম না।

ভাগু।—কুমার! এর অর্থ তো বড় দুর্বোধ নয়। সর্বত্রই দেখা যায়, কোন বিজিগীষু পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'লে, তার প্রিয় ও হিতৈষী ব্যক্তিরই মধ্যবর্তিতা লোকে অবলম্বন করে' থাকে।—এ তো সহজ কথা।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ! অমাত্য রাক্ষস তো আমাদের প্রিয়তম সখা ও পরম হিতৈষী বন্ধু উভয়ই।

ভাগু।—কুমার! সে কথা সত্য, কিন্তু অমাত্য রাক্ষস চাণক্যেরই বদ্ধবৈরী—চন্দ্রগুপ্তের নয়। তাই, যদি কখন চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের জয়-গর্ব্ব সহ্য করতে না পেরে তাকে মন্ত্রি-পদ হ'তে রহিত করেন, তা হ'লে নন্দকুলের প্রতি রাক্ষসের চিরভক্তিবশতঃ চন্দ্রগুপ্তকে সেই নন্দেরই বংশধর মনে করে', সম্পদ ও সুহৃজ্জনের আশায় অমাত্য রাক্ষস আবার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারেন এবং চন্দ্রগুপ্তও রাক্ষসকে পিতৃ-পরম্পরাগত মন্ত্রী মনে করে', তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতেও সম্মত হ'তে পারেন। "এরূপ যদি ঘটে, তবে কুমার আমাদেরও বিশ্বাস করবেন না"—এই তাঁদের কথার মর্মার্থ।

মল।—ঠিক্ কথা। দেখ সখা ভাগুরায়ণ, অমাত্য রাক্ষসের গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

ভাগু।—এই দিক্ দিয়ে কুমার, এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

ভাগু।—এই অমাত্য রাক্ষসের গৃহ। প্রবেশ করুন কুমার।

মল।—আচ্ছা, এসো।

(উভয়ের প্রবেশ)

রাক্ষ।—হাঁ, মনে পড়েছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু! কুসুমপুরে বৈতালিক স্তনকলসকে কি দেখেছিলে?

করভক।—দেখেছিলেম বৈ কি মন্ত্রী মশায়।

মল।—(শুনিয়া) দেখ ভাগুরায়ণ, এখন কুসুম-পুরের কথাবার্তা হচ্চে। আমরা আর নিকটে যাব না। এখান থেকেই শোনা যাক্।—কেন না:—

একভাবে মন্ত্রিগণ
গোপনে কহেন কথা নিজ ইচ্ছা-মুখে,
মন্ত্র-ভঙ্গ-ভয়ে তাহা
অন্যভাবে প্রকাশেন রাজার সম্মুখে।

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার, এইখানে থেকেই শোনা যাক্।

রাক্ষ।—বাপু! সে কার্য্যটি কি সিদ্ধ হয়েছে?

করভক।—অমাত্যের প্রসাদে তা সিদ্ধ হয়েছে।

ভাগু।—কুমার, অমাত্যের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম তলিয়ে পাওয়া ভার—আমি তো এখনও ঠিক্ ধরতে পারচি নে। যাই হোক্, এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন কুমার।

রাক্ষ।—আমি সমস্ত সবিস্তারে শুনতে চাই!

কর। শুনুন মন্ত্রিমশায়, আপনি তো আমাকে এই আজ্ঞা করেছিলেন যে, "দেখ করভক! আমার নাম করে' বৈতালিক স্তনকলসকে বলবে, 'দুর্ম্মতি চাণক্য যে যে বিষয়ে আজ্ঞাভঙ্গ করেছে, সেই সেই বিষয়ে চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করবার জন্ম শ্লোক রচনা করে' তাঁর সামনে যেন পাঠ করা হয়'।"

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর। তার পর আমি পাটলীপুত্রে গিয়ে বৈতালিক স্তনকলসকে অমাত্যের এই কথা বল্লেম।

রাক্ষ।—তার পর?

কর।—পৌরজনেরা নন্দবংশের বিনাশে বিষণ্ণ থাকায়, তাদের পরিতোষের জন্ম চন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুরে কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠান করতে বলেন। তারা এই উৎসব-আমোদ চিরকাল করে' এসেছে, তাই তারা—প্রিয় বন্ধুর পুনর্দর্শনের মত—এই আদেশ সাদরে গ্রহণ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রু-নয়নে) হা মহারাজ নন্দ!

শোনো ওগো নৃপ-শশি!

কুমুদ-আনন্দদায়ী থাকিলেও চন্দ্র

জগত-আনন্দ তুমি

—তোমা-বিনা কিসে হবে কৌমুদী-আনন্দ?

তার পরে কি হ'ল বাপু?

কর।—তার পর, হতভাগা চাণক্য, পৌরজনের সাধের সেই কৌমুদী-উৎসব বন্ধ করে' দিলে। তাতে স্তনকলস চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবার জন্ম একটি পরিপাটী শ্লোক পাঠ করলেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সাধু সখা স্তনকলস সাধু! উপযুক্ত কালে যে বীজ বপন করা যায়, সময়ে তার ফল অবশ্যই ফলে।

সন্তঃ ক্রীড়ারস-ভঙ্গ যদি কভু ঘটে,
অসহ্য হয় গো তাহা ক্ষুদ্রেরো নিকটে।
লোকাতীত তেজ ধরে যেই নৃপবর
তার পক্ষে সহ্য করা আরো তা দুষ্কর।

মল।—সে কথা সত্য।

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর।—তার পর, আজ্ঞাভঙ্গ হেতু চন্দ্রগুপ্ত মনে মনে কুপিত হয়ে, প্রসঙ্গক্রমে অমাত্য রাক্ষসের গুণ-কীর্ত্তন করে', শেষে চাণক্য হতভাগাকে পদচ্যুত করলেন।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, এই গুণকীর্ত্তনে রাক্ষসের প্রতি চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ ভক্তি প্রকাশ পাচ্চে।

ভাগু।—কুমার! গুণকীর্ত্তন অপেক্ষা চাণক্যকে পদচ্যুত করায় এই ভক্তি আরও বেশি প্রকাশ পাচ্চে।

রাক্ষ।—দেখ বাপু! এই কৌমুদী-উৎসবের নিষেধই কি চন্দ্রগুপ্তের কোপের একমাত্র কারণ—না, তা ছাড়া আরও কিছু আছে?

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, কোপের অন্ম কোন কারণ আছে কি না, জেনে কি ফল?

ভাগু।—কুমার! চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান্, নিষ্প্রয়োজনে কি তিনি চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবেন? এ পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের গৌরব কখন লঙ্ঘন করেন নি। অনেক কারণে ওঁদের মধ্যে মনান্তর না ঘট্‌লে কখন এতদূর গড়ায় না।

কর।—মন্ত্রিমশায়! রাগের কারণ আরও কিছু আছে।

রাক্ষ।—কি?—কি?—আর কি কারণ?

কর।—প্রথমতঃ কুমার মলয়কেতু ও রাক্ষসের পলায়ন চাণক্য উপেক্ষা করেছিলেন। সেই এক কারণ।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সখা শকটদাস! এইবার চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয় আমার হস্তগত হবেন; চন্দন-দাসের বন্ধন-মোচন, আর স্ত্রী-পুত্রের সহিত তোমারও মিলন হবে।

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! "চন্দ্রগুপ্ত এইবার আমার হস্তগত হবে" এই কথা যে উনি বল্লেন, এর অর্থ কি?

ভাগু।—যে চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্য ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই চন্দ্রগুপ্তকে আবার ফিরে পাবার সম্ভাবনা হয়েছে—এই অর্থ, আবার কি?

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু, পদচ্যুত হয়ে বটু এখন কোথায় আছে?

কর।—পাটলীপুত্রেই আছে।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) কি বল্লে বাপু?—সেইখানেই আছে? তপোবনেও যায় নি—আর কোন প্রতিজ্ঞাতেও বদ্ধ হয় নি?

কর।—মন্ত্রিমহাশয়, তপোবনে যাবেন, এইরূপ শুনতে পাই।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) এ কথা সত্য বলে' বোধ হয় না। দেখ :—

ধরণীর ইন্দ্র যিনি সেই নন্দরাজ
শ্রেষ্ঠাসন হ'তে তারে নিষ্কাশিল যবে
সেই অপমান বটু নারিল সহিতে।
এবে, নিজ-কৃত-রাজা সেই মৌর্য্য হ'তে
বল দেখি অপমান কেমনে সে সবে?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! চাণক্য তপোবনে গেলে কিম্বা প্রতিজ্ঞারূঢ় হ'লে তাতে চন্দ্রগুপ্তের কি লাভ?

ভাগু।—কুমার! এ তো সহজেই বোঝা যায়—যতক্ষণ চাণক্য-হতভাগা চন্দ্রগুপ্ত হ'তে দূরে থাকবে, ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্তের লাভ। ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্ত স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে।

শক।—দেখুন অমাত্য! এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে? এ তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। দেখুন না কেন অমাত্য—

যে নৃপতি ইন্দুদ্যুতি-চূড়ামণি-বিভূষিত রাজগণ-শিরে
রাখেন চরণ নিজ, তিনি কি গো
আজ্ঞাভঙ্গ সহিবেন ধীরে?
কৌটিল্য কোপন বটে
—দৈবাৎ করিয়া পূর্ণ—জানে সে গো
প্রতিজ্ঞার ক্লেশ,
প্রতিজ্ঞা-ব্যাঘাত-ভয়ে
প্রতিজ্ঞায় সে গো আর কভু নাহি করিবে প্রবেশ।

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! সে কথা সত্য। আচ্ছা, তুমি যাও—করভকের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও গে।

শক।—যে আজ্ঞে।

[করভকের সহিত প্রস্থান।

রাক্ষ।—আমিও গিয়ে এখন একবার কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করব মনে কর্‌চি।

মল।—আমিই আপনাকে দেখতে এসেছি।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এই যে কুমার নিজেই এসেছেন। (আসন হইতে উত্থান করিয়া) এই আসনে বসতে আজ্ঞা হোক্ কুমার!

মল।—আমি বস্‌চি। আপনিও বসুন। (উভয়ের উপবেশন)

মল।—আপনার শিরোবেদনাটা কি আরাম হয়েছে?

রাক্ষ।—এখনও পর্য্যন্ত "কুমার" শব্দের স্থলে "অধিরাজ" শব্দ বসাতে পারলেম না—শিরোবেদনা আর কি করে' যাবে বলুন?

মল।—আপনি যে কার্য্য স্বয়ং অঙ্গীকার করেছেন, তা কখনই আমার দুষ্প্রাপ্য হবে না। তবে এখন সৈন্য-সামন্ত সমস্ত প্রস্তুত রেখে, শত্রুদের মধ্যে যতদিন না একটা বিভ্রাট উপস্থিত হয়, ততদিন কিছুকাল আমাদের এইরূপ উদাসীনভাবে থাকতে হবে।

রাক্ষ।—কুমার! আর কাল-হরণের অবকাশ কোথায়?—শীঘ্র শত্রুকে জয় করে' যশস্বী হোন্।

মল।—অমাত্য, শত্রুর কোন বিভ্রাটের কথা কি আপনি জানতে পেরেছেন?

রাক্ষ।—বিলক্ষণ জানতে পেরেছি।

মল।—কিরূপ বলুন দিকি।

রাক্ষ।—আর অন্য বিভ্রাট কি—সচিব-বিভ্রাট! চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন।

মল।—দেখুন অমাত্য! সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বোধেই গণনা নয়।

রাক্ষ।—দেখুন কুমার, অন্য রাজাদের পক্ষে সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বলে' গণ্য না হ'তে পারে—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তা নয়।

মল।—দেখুন মহাশয়! আর যার পক্ষে যা হোক্, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সেটা আদপেই বিভ্রাট নয়।

রাক্ষ।—কেন বলুন দিকি?

মল।—চাণক্যের দোষেই চন্দ্রগুপ্ত প্রজাদের বিরাগ-ভাজন হয়েছে। প্রজারা প্রথমে চন্দ্রগুপ্তেরই অনুরক্ত ছিল। এখন সেই সব দোষ নিরাকৃত হ'লে আবার তারা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করবে।

রাক্ষ।—তা নয় কুমার। দেখুন, দুই প্রকারের প্রজা দেখা যায়। এক চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী—আর এক নন্দবংশের অনুরক্ত লোক। চাণক্যের দোষই চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী প্রজাদের বিরাগের হেতু—নন্দবংশের অনুরক্ত প্রজাদের সে হেতু নয়। কৃতজ্ঞ

দ্রগুপ্ত পিতৃকুলগত সমস্ত নন্দকুলকে বধ করায় নন্দ-লের অনুরক্ত প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী বটে—ন্তু তাদের নিজের কেহ আশ্রয় না থাকায় তারা ায়ে পড়ে' চন্দ্রগুপ্তের অনুগত হয়েছে। এখন সেই জারা যদি মনে করে, আর কারও কর্ত্তৃক শত্রু-হস্ত 'তে উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে, তা হ'লে তারা তখনই দ্রগুপ্তকে ছেড়ে তারই পক্ষ আশ্রয় করবে। দেখুন, ামরা যে কুমারের পক্ষ আশ্রয় করেছি—আমরাই া তার দৃষ্টান্ত-স্থল।

মল।—আচ্ছা অমাত্য! এখন যে চন্দ্রগুপ্তকে াক্রমণ করবার অবসর হয়েছে আপনি বলচেন, চিব-বিভ্রাটই কি তার একমাত্র কারণ—না আরও ন্য কারণ আছে?

রাক্ষ।—আরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু টিই সর্ব্বপ্রধান।

মল।—অমাত্য, সর্ব্বপ্রধান কেন বলুন দিকি? ন কি চন্দ্রগুপ্ত অন্য মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্যভার এবং ই সঙ্গে আপনাকে সমর্পণ করে' স্বয়ং এর প্রতি-ানে অসমর্থ?

রাক্ষ।—হাঁ, তিনি এখন অসমর্থ।

মল।—তার কারণ কি?

রাক্ষ।—তার পক্ষে স্বায়ত্ত-তন্ত্রের রাজ্যশাসন ম্ভব। দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত, সচিবের অধীনে নিয়ত ক তার চক্ষু বিকল হয়ে গেছে—সে লোকব্যবহার জ কিছুই দেখ্‌তে পায় না, তবে স্বয়ং প্রতিবিধান তে আর কিরূপে সমর্থ হবে? যেহেতু :—

মন্ত্রী, রাজা—এই দুটি পায়ে ভর দিয়া,
রাজ-লক্ষ্মী সোজা হয়ে থাকে দাঁড়াইয়া।
স্ত্রী-স্বভাব-হেতু পরে
সহিতে না পারি' দেহ-ভার
এক-পায়ে ভর দিয়া
অন্যটিরে করে পরিহার।

পিচ—

স্তনপায়ী অতিশিশু স্তন-ছাড়া হয়ে যথা
ক্ষণকাল না পারে থাকিতে।
লোক-জ্ঞান-মূঢ় নৃপ সচিব-বিচ্ছিন্ন হয়ে
মুহূর্ত্ত না পারে গো তিষ্ঠিতে॥

মল।—(স্বগত) ভাগ্যি আমি সচিবায়ত্ত নই! কাশে) দেখুন অমাত্য, যদিও এখন বহুকারণে সচিব-বিভ্রাটগ্রস্ত শত্রুকে আক্রমণ করবার সুযোগ হয়েছে, তবু আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এখনই হবে না।

রাক্ষ।—কুমার আমি বলচি, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবে। কেন না :—

উৎকৃষ্ট সৈন্য তব,
তুমি নৃপ যুঝিতে উন্মুখ;
নন্দ-অনুরক্ত পুর,
পদচ্যুত চাণক্য বিমুখ।
মৌর্য্যরাজ অভিনব,
আর আমি স্বাধীন—
(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত) কোথা
যুদ্ধ-মার্গ-মন্ত্রণায়;
প্রভু! এবে সুসাধ্য সকলি,
আর কোন বাধা নাই
—তব ইচ্ছা অপেক্ষা কেবলি।

মল।—অমাত্য, যদি এইটিই আক্রমণের উপযুক্ত সময় বলে' আপনার বিবেচনা হয়, তবে আর বসে' কেন?—দেখুন :—

অত্যুন্নত মত্ত-গজ,
ভ্রমর ঝঙ্কারে যার গায়,
ঘন ঘোর শ্যামকান্তি
তট ভাঙে যার দন্তঘায়,
—হেন শত গজ পিবে
শোণ-কান্তি শোণ-নদী-নীর।
তুঙ্গকূল সেই শোণ
—স্রোতো বেগে ভাঙে যার তীর
—উপকণ্ঠ-তরু-গ্রাম:
উঠায়ে তরঙ্গ-কোলাহল
নদীরে খণ্ডিত করি'
[illegible]

অপিচ—

মদমিশ্র বারি-ধারা, [illegible]
বৃংহিত [illegible]
(বিন্ধ্যে যেরে মেঘ [illegible] গর্জ্জন-রবে
গজকুল [illegible] কাঁদিবে কেমন।

[ভাগুরায়ণের সহিত [illegible] প্রস্থান।

রাক্ষ।—ওহে! কে আছ [illegible]

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! জেনে এসো তো—জ্যোতির্বিদদের মধ্যে কে দ্বারে উপস্থিত আছে?

প্রিয়।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান করিয়া জৈন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী মশায়, জ্যোতির্বিদদের মধ্যে সেই ক্ষপণক জীবসিদ্ধি আছেন।

রাক্ষ।—(অশুভ সূচনায় স্বগত) প্রথমেই ক্ষপণকের দর্শন? (প্রকাশ্যে) তার বীভৎসতা ঘুচিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসো।

(ক্ষপণক জীবসিদ্ধির প্রবেশ)

ক্ষপ।—মোহ-ব্যাধি বৈদ্য সেই, মহাত্মা "অর্হন্তে"র
পালহ আদেশ।
প্রথমেই কটু বটে, পরে উপাদেয় কিন্তু
তাঁর উপদেশ॥
(নিকটে অগ্রসর হইয়া)
উপাসকের ধর্ম্মলাভ হোক্!

রাক্ষ।—দেখ বাপু! আমাদের যাত্রা-কাল নির্দ্ধারণ করে' দেও দিকি।

ক্ষপ।—(চিন্তা করিয়া) দেখ উপাসক! যাত্রা-মুহূর্ত্ত আমি অবধারণ করেছি। মধ্যাহ্নকাল হ'তে আরম্ভ করে' সপ্তকলা-নিবৃত্ত যে পূর্ণিমা তিথি, সেই শোভন তিথিতে উত্তরদিক হ'তে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলে মঘাদি সপ্ত নক্ষত্র দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করবে।

অপিচ :—
ভানু হ'লে অস্তগামী,
পূর্ণশশী হইলে উদয়,
উদি' কেতু অস্ত হ'লে
বুধলগ্নে যাত্রার সময়।

রাক্ষ।—বাপু, কিন্তু তিথিটা শুভ বলে' মনে হচ্চে না।

ক্ষপ।—দেখ উপাসক!
একগুণ তিথি-ফল,
চারি গুণ হয় নক্ষত্রের,
লগ্নের চৌষট্টি গুণ
সিদ্ধান্ত এই জ্যোতিষের।

অপিচ :—
সুলগ্ন হইবে লগ্ন,
ক্রূর গ্রহে কর পরিহার।
চন্দ্র-বলে হও বলী
—হইবে গো বহু উপকার॥

রাক্ষ।—দেখ বাপু, অপরাপর জ্যোতিষীদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে' দেখ।

ক্ষপ।—উপাসক! তুমি পরামর্শ কর। আমি এখন গৃহে চল্লেম।

রাক্ষ।—দেখ বাপু, রাগ কোরো না।

ক্ষপ।—আমি রাগ করি নি।

রাক্ষ।—তবে কে রাগ করেছে?

ক্ষপ।—(স্বগত) ভগবান্ কৃতান্ত—যিনি আত্ম-পক্ষকে ত্যাগ করিয়ে আমার ন্যায় শত্রুপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাচ্চেন।

[ক্ষপণকের প্রস্থান।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক, কত বেলা হ'ল দেখ তো।

প্রিয়।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) সূর্য্যদেব অস্ত হব-হব কচ্চেন।

রাক্ষ।—(আসন হইতে উত্থান করিয়া দর্শন) তাই তো, ভগবান্ সূর্য্যদেব সত্যই যে অস্তোন্মুখ হয়েছেন।

উদয় হইলে ভানু
উপবন-তরুচ্ছায়া ক্ষণ-অনুরাগে
সুদূর পশ্চিমদিকে
দিনমণি সাথে সাথে যায় আগে আগে।
অস্তাচলে গেলে ভানু—
পুন সেই ছায়া ফিরি আসে গো তখনি,
বিভব হইলে গত
ভৃত্যেরা ছাড়িয়ে যায় প্রভুরে এমনি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য।—মলয়কেতুর শিবির।

(পত্র ও অলঙ্কার-সম্বলিত থলিয়া ও মুদ্রা লইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধা।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

দেশ-কাল-কুম্ভ হ'তে, বুদ্ধির সলিল-সেকে
হইয়া সিঞ্চিত
চাণক্যের নীতি-লতা, করিবে গো ভুরুফল
আজি প্রসবিত।

চাণক্যের প্রথম-লিখিত অমাত্য-রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত পত্রখানি তো আমি সঙ্গে নিয়েছি। আর, তাঁরই মুদ্রাঙ্কিত এই গহনার পেঁটরা। আমি তো পাটুলীপুত্রে চলেছি—এখন তবে যাওয়া যাক্। এ কি! ক্ষপণক আস্‌চে যে! এই অশুভ দর্শনটা সূর্য্যদেবকে দর্শন ক'রে কাটিয়ে দি।

(ক্ষপণকের প্রবেশ)

প্রণমি "অর্হৎ"-পদে
—সেই সব অসামান্য মহাজ্ঞানী জন—
অলৌকিক মার্গ ধরি'
এ লোকে করেন যাঁরা সিদ্ধি অন্বেষণ।

সিদ্ধা।—প্রণাম পরিব্রাজক মহাশয়!

ক্ষপ।—উপাসক! তোমার ধর্ম্মলাভ হোক্! সন্তরণে সমুদ্র পার হবে, এইরূপ যেন তোমার মনের গতি দেখচি।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়, আপনি তা জান্‌লেন কি করে'?

ক্ষপ।—এ আর জান্‌তে কি?—তোমার যে এই পথ—নৌকার কর্ণধারের মত ঐ পত্রখানিতেই সূচিত হচ্চে।

সিদ্ধা।—আপনি অবশ্য জানেন, আমি দেশান্তরে যাচ্চি। তা, বলুন দিকি পরিব্রাজক মশায়, আজ-কের দিনটা কেমন?

ক্ষপ।—উপাসক! আগে মাথা মুড়িয়ে তার পর নক্ষত্রের ফলাফল জিজ্ঞাসা করচ?

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়! আপাতত যদি কিছু ফলাফল ঘটে' থাকে তো বলুন। যদি আমার অনুকূল হয়, তবে অগ্রসর হব—নৈলে এখান থেকেই ফিরে যাব।

ক্ষপ।—অনুকূলই হোক বা প্রতিকূলই হোক, আপাতত তো মলয়কেতুর শিবিরে কোন উপাসকই মুদ্রা-চিহ্ন না দেখিয়ে যেতে পার্‌চে না!

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! বলুন দিকি এর কারণ কি?

ক্ষপ।—উপাসক! শোনো, প্রথমে তো এই মলয়কেতুর শিবিরে লোকের অবারিত দ্বার ছিল—এখন কুসুমপুর নিকটবর্ত্তী হয়েছে, এখন মুদ্রা-চিহ্ন ব্যতীত কাকেও প্রবেশ কিম্বা প্রস্থান করতে অনুমতি দেওয়া হচ্চে না। তবে যদি ভাগুরায়ণের দেওয়া মুদ্রা-নিদর্শন তোমার কাছে থাকে, তবে বিশ্বস্ত-মনে যাও, নতুবা গমনে ক্ষান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে থাকো। তা না হ'লে, প্রহরি-স্থানের অধ্যক্ষ তোমার হাত-পা-বেঁধে তোমাকে এখনি রাজবাড়ীতে নিয়ে যাবে।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আমি সিদ্ধার্থক—অমাত্য রাক্ষসের পারিষদ্? আমার মুদ্রা-নিদর্শন না থাকলেও কার সাধ্য আমাকে আট্‌কে রাখে?

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষসেরই হও না রাক্ষসেরই পারিষদ্ হও, বিনা মুদ্রা-নিদর্শনে তোমার বেরোবার উপায় নেই।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়, রাগ করবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।

ক্ষপ।—উপাসক, যাও—তোমার যেন কার্য্যসিদ্ধি হয়। আমিও পাটুলীপুত্রে যাবার মুদ্রা-নিদর্শন ভাগুরায়ণের কাছ থেকে পাবার প্রতীক্ষায় আছি।

(ভাগুরায়ণ এবং তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ একজন অনুচরের প্রবেশ)

ভাগু।—(স্বগত) ওঃ! চাণক্য-নীতির কি বিচিত্রতা!

কভু পরিস্ফুট-লক্ষ্য,
কভু বা সে দুর্ব্বোধ গভীর,
কখন সম্পূর্ণ-অঙ্গ,
কখন বা কৃশাঙ্গ-শরীর।

কখন বা ভ্রষ্ট-বীজ,
কভু বা অপর্য্যাপ্ত ধরে ফল-ভার
—নিয়তির সম অহো
নীতিজ্ঞ জনের নীতি বিচিত্র আকার!

(প্রকাশ্যে) দেখ বাপু ভাস্বরক! কুমারের ইচ্ছা নয়, আমি দূরে থাকি। অতএব এই আস্থান-মণ্ডপে আমার আসন রেখে দেও।

অনুচর।—এই আসন, বসুন মশায়।

ভাগু।—(বসিয়া) যে কেউ মুদ্রা-নিদর্শন পাবার জন্য আমার সহিত দেখা করতে চাবে, তাকেই তুমি আমার কাছে নিয়ে আসবে। বুঝলে?

অনুচর।—যে আজ্ঞে মশায়। [প্রস্থান।

ভাগু।—(স্বগত) আহা! কুমার মলয়কেতু আমাকে এত স্নেহ করেন, তাঁকেই কি না আমার প্রতারণা করতে হবে। ওঃ!—কি দুষ্কর কার্য্য। কিন্তু আবার—

লজ্জা কুল যশোমানে
হইয়া বিমুখ একেবারে
ধন-লোভে ধনীকে যে
বিক্রয় করেছে আপনারে,
বিচার-অক্ষম সেই পরভজন।
কেমনে গো হিতাহিত করে বিবেচনা?

(প্রতীহারী-অনুসৃত মলয়কেতুর প্রবেশ)

মল।—(স্বগত) ওঃ! রাক্ষসের উপর আমার একটা সন্দেহ হয়েছে যে, আমি কিছুই ঠিক বুঝতে পারচিনে।

সেই যে রাক্ষস-মন্ত্রী
নন্দকুলে দৃঢ় ভক্তি অনুরাগ যার
—চাণক্য হইলে দূর—
নন্দবংশী মৌর্য্যেতে কি মিলিবে আবার?
কিম্বা গণি' মোর ভক্তি
তাঁর প্রতি, প্রতিজ্ঞা পালিবে মন্ত্রিবর?
—কুম্ভকার-চক্র সম
এই চিন্তা চিত্তে মোর ভ্রমে নিরন্তর॥

(প্রকাশ্যে) বিজয়া! ভাগুরায়ণ কোথায়?

প্রতীহারী।—যারা শিবির থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তাদের তিনি মুদ্রা-নিদর্শন দিচ্চেন—তিনি এখন এই কাজেই আছেন।

মল।—দেখ বিজয়া, তোমার যেন পায়ের শব্দ না হয়, ভাগুরায়ণ মুখ ফিরিয়ে আছে, আমি পিছন থেকে ওর চোখ টিপে ধরি।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

(ভাস্বরকের প্রবেশ)

ভাস্ব।—মশায়! ইনি ক্ষপণক, মুদ্রার নিমিত্ত মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

ভাগু।—নিয়ে এসো।

ভাস্ব।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(ক্ষপণকের প্রবেশ)

ক্ষপ।—উপাসকদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হোক্!

ভাগু।—(অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি! রাক্ষসের মিত্র জীবসিদ্ধি যে! (প্রকাশ্যে) পরিব্রাজক রাক্ষসের কোন প্রয়োজনে যাওয়া হচ্চে না কি?

ক্ষপ।—(কানে আঙ্গুল দিয়া) ছি ছি, ও কথা বলবেন না। আমি এমন স্থানে যাচ্চি যেখানে রাক্ষস কিম্বা পিশাচের নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনার সুহৃদের উপর অত্যন্ত অভিমান হয়েছে দেখছি। রাক্ষস আপনার কাছে কিসে অপরাধী?

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষস আমার প্রতি কোন অপরাধই করেন নি। আমি আমার নিজের কাছেই অপরাধী।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনি আমার কৌতূহল বৃদ্ধি করচেন।

মল।—(স্বগত) আমারও।

ভাগু।—মশায়, ব্যাপারটা কি, আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

মল।—(স্বগত) আমিও।

ক্ষপ।—উপাসক! সে কথা শুনে কি হবে?

ভাগু।—পরিব্রাজক! যদি গোপনীয় কথা হয়, তবে থাক্।

ক্ষপ।—গোপনীয় কথা নয়।

ভাগু।—তবে বলুন।

ক্ষপ।—উপাসক! গোপনীয় নয় বটে, কিন্তু একটা বড় নৃশংস ব্যাপার। তাই বলতে চাই নে।

ভাগু।—পরিব্রাজক, আমিও তবে মুদ্রা-নিদর্শন দেব না।

ক্ষপ।—(স্বগত) ভাগুরায়ণ শুনতে প্রার্থী হয়েছে, ওকে বলা উচিত। (প্রকাশ্যে) কি করা যায়—নিরুপায়। আচ্ছা বলচি—শোনো তবে।

ক্ষপ।—হতভাগ্য আমি যখন প্রথমে পাটলীপুত্রে এসে বাস করলেম, তখন রাক্ষসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ে রাক্ষস গূঢ় বিষকন্যা-প্রয়োগে মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে।

মল।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) কি? রাক্ষস পিতাকে বধ করেছে—চাণক্য নয়?

ভাগু।—পরিব্রাজক! তার পর—তার পর?

ক্ষপ।—তার পর, চাণক্য-হতভাগা আমাকে রাক্ষসের মিত্র বলে' আমাকে অপমানের সহিত নগর হ'তে নির্ব্বাসিত করে' দিলে। এখন আবার রাক্ষস, আমি যাতে জীবলোকে না থাকি, তার একটা কি উপায় করচে। রাক্ষস সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ।

ভাগু।—দেখ পরিব্রাজক, প্রতিশ্রুত অর্দ্ধ-রাজ্য দানের অনিচ্ছাবশতঃই চাণক্য-হতভাগা এই অকার্য্য সাধন করে;—রাক্ষস করেছে বলে' তো আমরা শুনি নি।

ক্ষপ।—(কানে আঙ্গুল দিয়া) রামো! চাণক্য বিষ-কন্যার নামও জানে না। সেই দুষ্ট-বুদ্ধি রাক্ষসই এই অকার্য্য করেছে।

ভাগু।—পরিব্রাজক! এ বড় দুঃখের বিষয়। এই নেও মুদ্রা-নিদর্শন—এসো, এই কথা আমরা কুমারকে জানাই।

মল।—(অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া)

শুনিয়াছি সখা ওগো!
শ্রবণ-বিদারী এই দারুণ বচন—
রাক্ষস-সুহৃদ্ যাহা
রিপু-রাক্ষসের কথা বলিল এখন।
বহুদিন গত, তবু
পিতৃ-রণে কষ্ট হল দ্বিগুণ বর্দ্ধন॥

ক্ষপ।—(স্বগত) এই যে, মলয়কেতু-হতভাগা শুনেছে যে—ভালই হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য সফল হ'ল। [প্রস্থান।

মল।—(আকাশে) রাক্ষস! এ কি তোমার উচিত?

"ইনি মোর প্রিয় মিত্র"
নিশ্চিন্ত জানিয়া ইহা—নিরুদ্বিগ্ন-মনে
সর্ব্বকার্য্য তোমারে
বিশ্বাস করিয়া পিতা করেন অর্পণ,
—সেই সে পিতারে বধি'
অশ্রুজলে ভাসাইলি সকল বন্ধুজন,
রাক্ষস—সার্থক নাম
এত দিন পরে আজি জানিলাম মনে।

ভাগু।—(স্বগত) ঠাকুর আদেশ করেছিলেন, "রাক্ষসের যাতে প্রাণরক্ষা হয়, তা করবে।" আচ্ছা, তাই তবে করা যাক্। (প্রকাশ্যে) কুমার! অত উদ্বিগ্ন হবেন না। কুমার আসন গ্রহণ করলে কুমারকে কিছু নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

মল।—(উপবেশন করিয়া) সখা, কি বলবে বল।

ভাগু।—দেখুন কুমার, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা যেরূপ স্বেচ্ছাবশতঃ কাজ করেন, অর্থশাস্ত্রব্যবহারীরা তা পারেন না। তাঁরা কালোচিত কার্য্যের জন্য অরি-মিত্র-উদাসীন সম্বন্ধে যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা করেন। দেখুন, সেই সময়ে রাক্ষসের ইচ্ছা ছিল—সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজা হন। সুগৃহীতনামা মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও প্রবল, সুতরাং তা হ'তে স্ব-উদ্দেশ্যসাধনের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা থাকায় রাক্ষস তাঁকেও আপনার পরম শত্রু বোধে মনে করতেন। অতএব, সেই সময়ে রাক্ষস যে এই কাজ করেছিলেন, তাতে তাঁর বিশেষ দোষ দেখা যায় না। দেখুন কুমার—

রাজ্য-প্রয়োজন-বশে মিত্রজনে শত্রু করে
—শত্রুজনে মিত্র করে নীতি;
এই জন্মেতে যেন জন্মান্তর ঘটায় সে
বিলোপিয়া পুর্ব্বগত স্মৃতি॥

অতএব এই বিষয়ে রাক্ষসকে এখন তিরস্কার না করাই ভাল। যে পর্য্যন্ত না আপনার নন্দরাজ্য-লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত রাক্ষসকে বরং অনুগ্রহই করতে হবে। তার পর তাঁকে রাখা কি ত্যাগ করা, তাঁর কার্য্য দেখেই কুমার পরে স্থির করবেন।

মল।—আচ্ছা, তাই হোক্। সখা তুমি ঠিক্ বিবেচনা করেচ—নৈলে রাক্ষসকে এখন বধ করলে প্রজাদের ক্ষোভের কারণ হবে এবং আমাদের বিজয়-লাভেও সন্দেহ থাকবে।

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—জয় হোক্, কুমারের জয় হোক্! মশায়ের এই প্রহরিস্থানের অধ্যক্ষ দীর্ঘচক্ষু শ্রীচরণে এই নিবেদন করচে:—এই ব্যক্তি মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে পত্রহস্তে শিবির হ'তে বেরুচ্ছিল, আমরা একে ধৃত করে এনেছি, মশায় একবার একে স্বচক্ষে দেখুন।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, তাকে নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান।

(রক্ষীর অগ্রে অগ্রে বদ্ধ-হস্ত সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধা।—(স্বগত)

নিজগুণে তুষ্ট করে—দোষে নাহি মতি
—এই সব প্রভুভক্তে করি গো প্রণতি।

রক্ষী।—(অগ্রসর হইয়া) মশায়, এই সেই ব্যক্তি।

ভাগু।—(দেখিয়া) বাপু! এ কি একজন আগন্তুক, না কারও আশ্রিত ব্যক্তি?

সিদ্ধা।—মশায়, আমি অমাত্য রাক্ষসের একজন পার্শ্বচর ভৃত্য।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে কেন তবে শিবির হ'তে বেরুচ্চ?

সিদ্ধা।—মশায়, কোন গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্চে।

ভাগু।—এত কি গুরুতর কার্য্য যে, রাজ-শাসন লঙ্ঘন করে' যাচ্চ?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ। পত্রখানা দিতে বল।

সিদ্ধা।—(ভাগুরায়ণকে পত্র অর্পণ)

ভাগু।—(সিদ্ধার্থকের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মুদ্রা দর্শন) কুমার! এই পত্র, আর এই রাক্ষসের নামাঙ্কিত এই মুদ্রা।

মল।—মুদ্রাটি নষ্ট না করে' পত্র উদ্‌ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

ভাগু।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

মল।—(গ্রহণ করিয়া পঠন) "স্বস্তি! কোন স্থান হইতে, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষকে যথাস্থানে এই কথা অবগত করিতেছে। আমাদের বিপক্ষকে দূর করিয়া সত্যবান্ আপনি সত্যবাদিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের যে সকল বান্ধবগণের সহিত আপনার প্রথম সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিজ্ঞা উৎসাহপূর্ব্বক পালন করিয়া হে সত্যসন্ধ! আপনি তাঁদের প্রীতি উৎপাদন করুন। পরে আপনকার প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ-সঞ্চার হইলে, আশ্রয়-বিনাশে ইঁহারা উপকারীরই শরণাপন্ন হইবে। একটি কথা সত্যসন্ধ আপনি বিস্মৃত না হইলেও আপনাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার এই বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষের কোষ,—কেহ বা বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী। আমাকে যে তিনটি অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রের শূন্যতা-দোষ পরিহারের নিমিত্ত, আমিও যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিবেন; এবং অতি বিশ্বস্ত পরমাত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ আর যাহা কিছু বাচিক শ্রবণ করিবেন।"

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! এ পত্রের মর্ম্মার্থ কি?

ভাগু।—বাপু সিদ্ধার্থক, এ পত্রখানি কার লেখা?

সিদ্ধা।—আমি তো তা জানিনে মশায়।

ভাগু।—ধূর্ত্ত! তুমি পত্র নিয়ে যাচ্চ, অথচ জান-না কার পত্র?—আচ্ছা, ও কথা যাক্—তোমার প্রমুখাৎ বাচিক কে শুনবে বল দেখি?

সিদ্ধা।—(ভয়ের অভিনয়) আপনি।

ভাগু।—কি!—আমি?

সিদ্ধা।—আপনিই তো আমাকে ধৃত করেছেন—কিন্তু কি কথা, আমি কিছুই জানি নে।

ভাগু।—(সক্রোধে) এইবার জানবে। বাপু ভাসুরক! একে বাহিরে নিয়ে গিয়ে, যতক্ষণ না সব কথা বলে, ততক্ষণ প্রহার কর।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে। (সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ করিয়া) মারতে মারতে এর বস্ত্র হ'তে নামমুদ্রাঙ্কিত একটা অলঙ্কারের পেটিকা প'ড়ে গেল।

ভাগু।—(দেখিয়া) কুমার—এতেও রাক্ষসের নাম মুদ্রাঙ্কিত।

মল।—এই সেই দ্রব্য—যাতে পত্রের শূন্যতা পূরণ হয়েছে। এই মুদ্রাটিও অক্ষত রেখে, পেটিকা উদ্‌ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

ভাগু।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

মল।—(দেখিয়া) এ কি! এ যে সেই আভরণগুলি, যা আমি নিজ অঙ্গ হ'তে খুলে রাক্ষসকে পাঠিয়েছিলেম। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে, এই পত্র রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকেই লিখচে।

ভাগু।—কুমার, এইবার সংশয় একেবারে দূর হবে। বাপু, আবার প্রহার কর তো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে মশায়। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) প্রহার করতে করতে এই ব্যক্তি বললে, "স্বয়ং কুমারের নিকট আমি নিবেদন করব।"

মল।—নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে কুমার! (প্রস্থান করিয়া সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রবেশ)

সিদ্ধা।—(পদতলে পড়িয়া) যদি অভয় দেন তো সমস্ত কুমারের নিকট বলি।

মল।—বাপু! তুমি পরাধীন ব্যক্তি—তোমার দোষ কি—আমি অভয় দিচ্চি—তুমি যা জানো, সমস্ত অসঙ্কোচে বল।

সিদ্ধা।—শুনুন কুমার! অমাত্য রাক্ষস এই পত্র নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের নিকট আমাকে যেতে বলেছেন।

মল।—বাপু! এখন, বাচিক কি বলবার আছে, তাও শুনতে চাই।

সিদ্ধা।—কুমার!—অমাত্য রাক্ষস আমাকে এইরূপ বলতে আদেশ করেছেন:—কুলুতার রাজা চিত্রবর্ম্মা, মলয়-দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীর দেশের রাজা পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সিন্ধুসেন, আর পারসীকের রাজা মেঘাক্ষ;—এর মধ্যে প্রথম যে তিন জনের নাম করলেম, তাঁরা মলয়কেতুর বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী,—আর দুই জন কোষ ও হস্তিবলের প্রার্থী। আর, মহারাজ আপনি যেরূপ চাণক্যকে দূর করে' আমার প্রীতি উৎপাদন করেছেন, সেইরূপ এঁদেরও পূর্ব্ব-কথিত প্রার্থনাগুলি পূর্ণ করুন—রাজ-সদনে এই আমার নিবেদন।

মল।—(স্বগত) কি!—চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতিও আমার বিদ্বেষী?—তবে রাক্ষসের প্রতি এদেরও বিশেষ অনুরাগ? (প্রকাশ্যে) বিজয়া, অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। [প্রস্থান।

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

রক্ষিগণ-পরিবৃত রাক্ষস আসনস্থ হইয়া চিন্তা-মগ্ন।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমাদের সৈন্যবল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবলের সহিত সম্পূর্ণ সমান কি না, ঠিক জানতে না পারলে আমার মনে আর শান্তি নাই। কেননা:—

স্বপক্ষের লোক যত স্বপক্ষেরি অনুগত
বিপক্ষে একান্ত বীত-রাগ
—এ যদি জানিতে পাই, নিশ্চিত জানিব তবে
আমাদেরি ধ্রুব জয়লাভ।
কিন্তু যদি স্বতঃ তারা আয়ত্ত না হয়,
—বশে আনা দেখাইয়া শুধু লোভ-ভয়,
দু-পক্ষেরি হয় যদি—স্বপক্ষের বাহ্য প্রতিকূল,—
তাহা হ'লে আমাদের পরাজয়, নাহি তাহে ভুল।

কিন্তু না—চন্দ্রগুপ্তের প্রতি যাদের বিদ্বেষ-কারণ জানা গেছে—ভেদোপায়ে পূর্ব্ব হতেই যাদের স্বপক্ষে আনা গেছে, প্রায় তাদের দ্বারাই আমাদের সৈন্য-মণ্ডলী পূর্ণ—তবে কেন অনর্থক বৃথা সন্দেহ করচি? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! আমার নাম করে' কুমারের পক্ষাবলম্বী রাজাদের বল, এখন আমরা প্রতিদিন কুসুমপুরের নিকটবর্ত্তী হচ্চি—অতএব এখন সৈন্য বিভাগ করে' যাত্রা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বিভাগ করবে:—

সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে, খস-মগধের সৈন্য
করুক গমন।
গান্ধার-যবন-পতি—এঁদের যতনে মধ্যে
করিবে স্থাপন।
তাহার পশ্চাতে যান্ শক-নরপতিগণ
চেদি-হূন-সাথে।
অবশিষ্ট কৌলূতাদি রাজ-লোকে পরিবৃত
কুমার পশ্চাতে॥

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—জয় হোক, অমাত্যের জয় হোক! কুমার অমাত্যকে দেখতে ইচ্ছা করেন।

রাক্ষ।—বাপু! একটু দাঁড়াও—কে আছে ওখানে?

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—শকটদাসকে বল, কুমার আমাকে পরিধানের জন্য যে আভরণ দিয়েছিলেন, সেগুলি না পরে' কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করাটা উচিত হয় না—অতএব যে তিনটি অলঙ্কার ক্রয় করা হয়েছিল, তার মধ্য হ'তে একটি যেন তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) অমাত্য, এই সেই অলঙ্কার।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া এবং আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া উত্থান) বাপু, রাজবাড়ীর পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—এই দিক্ দিয়ে অমাত্য, এই দিক্ দিয়ে।

রাক্ষ।—(স্বগত) উচ্চ পদ নির্দ্দোষ পুরুষের পক্ষেও ভয়ের বিষয়। কেননা:—

প্রথমে তো সেব্য হ'তে সেবকের ভয়ের উদয়,
পরে প্রভু-পার্শ্বচর—তা হ'তেও মনে-মনে ভয়।
উচ্চ-পদ ভৃত্য-জনে সতত করয়ে দ্বেষ দুর্জ্জন-কুল,
মহোচ্চ-পদস্থ ভৃত্য পতনের ভয়ে তাই সদা চিন্তাকুল।

প্রতী।—(পরিক্রমণ করিয়া) অমাত্য! এইখানে কুমার আছেন—এই দিকে আস্তে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে কুমার।

পাদাগ্রে স্থাপন করি' নিশ্চল সে দৃষ্টি
—নাহি যাহে বিষয়-গ্রহণ
দুর্ব্বহ গুরুতর কার্য্য-ভারে নত মুখ
হস্তোপরি করেন বহন।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্, কুমারের জয় হোক্!

মল।—প্রণাম মহাশয়! এই আসনে বস্তে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(উপবেশন)

মল।—অমাত্য, আমি অনেকক্ষণ আপনাকে না দেখ্তে পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি।

রাক্ষ।—যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত থাকায় কুমারের এই তিরস্কার আমার শুন্তে হ'ল।

মল।—যাত্রার কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুন্তে ইচ্ছা করি।

রাক্ষ।—কুমারের অনুগামী রাজাদের এইরূপ আদেশ করা গেছে, ("সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে" ইত্যাদি পঠন।)

মল।—(স্বগত) এতে জানা যাচ্ছে, আমার বিনাশের জন্য যারা চন্দ্রগুপ্তের আরাধনা কর্চে, তারাই আমাকে ঘিরে থাক্বে। দেখুন মহাশয়, এমন কোন ব্যক্তি কি আছে যে, কুসুমপুরে এখন যাতায়াত কর্চে?

রাক্ষ।—এখন আর সেখানে যাতায়াতের প্রয়োজন নাই—সে প্রয়োজনের অবসান হয়েছে।

মল।—(স্বগত) বোঝা গেল। (প্রকাশ্যে) তা যদি হয়, তবে কেন আপনি পত্র দিয়ে কুসুমপুরে লোক পাঠাচ্চেন?

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এ কি! সিদ্ধার্থক যে!—বাপু, ব্যাপারখানা কি?

সিদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে লজ্জিতভাবে) অমাত্য! আমার উপর রাগ করবেন না। আমাকে এমনি প্রহার করলে যে, অমাত্যের সেই গুপ্ত কথাটি আমি আর পেটে রাখতে পারলেম না।

রাক্ষ।—বাপু! সে গুপ্ত কথাটি কি?—আমি তো কিছুই জানি নে।

সিদ্ধা।—প্রহার না করলে আমি কখনই—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া অধোমুখে অবস্থান।)

মল।—ভাগুরায়ণ! প্রভুর সাম্নে এ ব্যক্তি ভীত ও লজ্জিত হয়েছে, তাই বল্চে না। তুমি স্বয়ং অমাত্যকে সমস্ত বল।

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার। অমাত্য! ও এই কথা বল্চে, "রাক্ষস আমাকে পত্র দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পাঠাচ্চেন, আর মুখেও কিছু বল্তে বলেছেন"।

রাক্ষ।—বাপু সিদ্ধার্থক! এ কথা কি সত্য?

সিদ্ধা।—(লজ্জা অভিনয়) তাড়িত হয়ে আমি এই কথা বলেছি।

রাক্ষ।—কুমার! এ কথা মিথ্যা। তাড়িত হ'লে কি না বলা যায়?

মল।—ভাগুরায়ণ! পত্র দেখাও—আর, ও ব্যক্তি অমাত্যের নিজ ভৃত্য, বাচিক যা বল্বার, ওঁর কাছে অবশ্যই বল্বে।

ভাগু।—(পত্র দেখাইয়া পাঠ) "স্বস্তি। কোন স্থান হইতে" ইত্যাদি।

রাক্ষ।—কুমার—কুমার—এ নিশ্চয়ই শত্রুর প্রয়োগ।

মল।—পত্রের শূন্যতা পূরণের জন্য মহাশয় আবার আভরণ পাঠিয়েছেন।—এ শত্রুর প্রয়োগ কি করে' হবে? (আভরণ প্রদর্শন)

রাক্ষ।—(আভরণ নিরীক্ষণ করিয়া) কুমার! আমি এ কথাই পাঠাই নি—এটি আপনি আমাকে দান করেছিলেন, পরে কোন কারণে প্রীত হ'য়া

পারিতোষিক-স্বরূপ আমি এটি সিদ্ধার্থককে দিই।

ভাগু।—দেখুন অমাত্য, যে আভরণ কুমার নিজ গাত্র হ'তে খুলে আপনাকে দিয়েছিলেন, তা কি পরিত্যাগের যোগ্য?

মল।—আবার আপনি লিখেছেন—"আমার পরম আত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ বাচিক অবগত হবেন।"

রাক্ষ।—বাচিক কথা কে বলে' পাঠাচ্চে?—এ লেখাই বা কার?—এ পত্র তো আমি দিই নি।

মল।—এ তবে কার মুদ্রা?

রাক্ষ।—কুমার, ধূর্ত্তেরা জাল-মুদ্রাও তৈরী করতে পারে।

ভাগু।—কুমার, অমাত্য ঠিক্ বল্‌চেন। বাপু সিদ্ধার্থক! এ পত্র কার লেখা?

সিদ্ধা।—(রাক্ষসের মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে অবস্থান)

ভাগু।—মিথ্যা কেন আবার মার খেয়ে মরবে—বলে' ফ্যালো।

সিদ্ধা।—মহাশয়! শকটদাসের লেখা।

রাক্ষ।—কুমার! শকটদাস যদি লিখে থাকে, তবে সে আমারই লেখা বল্‌তে হবে।

মল।—বিজয়া! শকটদাসকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

ভাগু।—(স্বগত) চাণক্য-ঠাকুরের চরেরা এমন কোন কথা বলে না, যার অর্থ অনিশ্চিত। শকটদাস এসে যদি এই পত্র চিন্‌তে পারে, তা হ'লে পূর্ব্ব-কথা সমস্ত প্রকাশ করে' দেবে। কেননা, আমিই তাকে দিয়ে এই পত্র লিখিয়েছিলেম। তা হ'লে মলয়কেতু সন্দিহান হয়ে এই অভিযোগের বিষয়ে আর ততটা আদর করবেন না। (প্রকাশ্যে) কুমার! শকটদাস কখনই অমাত্য রাক্ষসের সাম্‌নে এ পত্র তার লেখা বলে' স্বীকার করবে না, অতএব তার লিখিত অন্য এক পত্র আনা হোক্—তা হ'লে তার সঙ্গে অক্ষর মিল করে' দেখ্‌লেই সব জানা যাবে।

মল।—বিজয়া! আচ্ছা, তাই করা হোক্।

ভাগু।—কুমার, আর তার মুদ্রাটিও যেন আনা হয়।

মল।—আচ্ছা, অন্য পত্র ও মুদ্রা দুই নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) এই শকটদাসের স্বহস্তে লেখা পত্র ও মুদ্রা।

মল।—(দেখিয়া) মহাশয়! অক্ষরের বেশ মিল দেখা যাচ্চে।

রাক্ষ।—(স্বগত) হাঁ, লেখার অক্ষরে মিল আছে বটে। আচ্ছা, শকটদাস তো আমার মিত্র—কিন্তু এই পত্রের অক্ষরে যে তার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্চে। তবে কি সত্যই এ পত্র শকটদাসের লেখা?

নশ্বর অর্থের লোভে, অবিনাশী যশোমানে
দিয়া জলাঞ্জলি
স্ত্রী-পুত্রের স্মরি' দশা, প্রভুভক্তি বন্ধুত্ব কি
ভুলিল সকলি?

না—তার আর কোন সন্দেহ নাই।

তারই এ অঙ্গুলী-মুদ্রা,
সিদ্ধার্থক মিত্র শকটের
অন্য পত্রে সাক্ষ্য দেয়
—এ পত্র তাহারি হাতের।
স্পষ্ট জানা যায় ইথে, ভেদপটু দীনচেতা
শকট বাঁচাতে নিজ প্রাণ
শত্রু সনে দিয়া যোগ, ভর্ত্তৃ-স্নেহে পরাঙ্মুখ
—করেছে এ কার্য্য অনুষ্ঠান।

মল।—(দেখিয়া) আর্য্য! তিনটি অলঙ্কার যা শ্রীমান্ পাঠিয়েছিলেন, আর যা আপনার হস্তগত হয়েছে বলে' পত্রে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে এটি কি একটি? (নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) কি! যে আভরণ পূর্ব্বে পিতা পরিধান করতেন, এ কি তাই না? (প্রকাশ্যে) এই অলঙ্কার কোথা হ'তে আপনি পেলেন?

রাক্ষ।—বণিকদের নিকট ক্রয় করেছিলেম।

মল।—বিজয়া! তুমি এই ভূষণ চিন্‌তে পারচ?

প্রতী।—(নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্রু-লোচনে) চিন্‌তে পারচি বৈ কি। এ তো মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর পূর্ব্বে অঙ্গে ধারণ করতেন।

মল।—(সাশ্রুলোচনে) হা তাত!

কুলের ভূষণ ওগো! ভূষণ-বৎসল তুমি,
এ ভূষণ তব গাত্রোচিত
ইহাতে শোভিতে তুমি শরৎ-প্রদোষ যথা
সমুজ্জল নক্ষত্র-ভূষিত।

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! এই ভূষণগুলি পূর্ব্বে

পর্ব্বতেশ্বর পরিধান করতেন, এই কথা বল্চে? (প্রকাশ্যে) তবে নিশ্চয় চাণক্যের প্রয়োগেই সেই বণিক এইগুলি আমাকে বিক্রয় করে' থাক্‌বে।

মলয়।—যে ভূষণগুলি আমার পিতা পূর্ব্বে পরিধান করতেন এবং পরে চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়, সেগুলি তুমি বণিকদের নিকট ক্রয় করেছ—এ কথা সঙ্গত বলে' মনে হয় না। অথবা তা হ'তেও পারে।

কুটিল কৃতঘ্ন তুমি, অধিক লাভের আশা
মনে মনে সঙ্গোপনে করিয়া পোষণ,
চন্দ্রগুপ্ত হ'তে ক্রয়, করেছ এ অলঙ্কার
মূল্য-রূপে আমাদের করি' নির্দ্ধারণ।

রাক্ষ।—(স্বগত) ওঃ! কি পাকা চালই চেলেচে!

"এ পত্র আমার নহে"—কেমনে এ উত্তর দি
মুদ্রাঙ্কটি যখন আমার।
"শকট সৌহার্দ্দ-সূত্র করিয়াছে ছিন্ন"—এই
প্রত্যয় বা হইবে কাহার?
"চন্দ্রগুপ্ত নরপতি, ভূষণ বিক্রয় করে"
—এও বা কি হয় গো সম্ভব?
ইতর-উত্তর চেয়ে, দোষের স্বীকার ভাল
এই স্থলে হইয়া নীরব॥

মলয়।—এখন আমি আর্য্যকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি—

রাক্ষ।—যে আর্য্য, তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, আমি তা এখন অনার্য্য হয়ে পড়েছি।

মলয়।—

চন্দ্রগুপ্ত প্রভু-পুত্র, আমি তব মিত্র-পুত্র
অনুগত সেবা-পরায়ণ।
মৌর্য্য অর্থদাতা তব, তুমি বুদ্ধিদাতা মোর,
—করি তব মতানুসরণ॥
সেথা তব মন্ত্রিপদ—সম্মান দাস্য-মাত্র
—হেথা পূর্ণ প্রভুত্ব তোমার।
অধিক কি স্বার্থ-লোভে, তবে তুমি কর এবে
হেন নীচ অনার্য্য ব্যভার?

রাক্ষ।—কুমার! আমার বিরুদ্ধে এইরূপে যের অভিযোগ করে' আবার আপনিই তো তার চিত উত্তর দিলেন। ("চন্দ্রগুপ্ত প্রভু-পুত্র" ইত্যাদি র্ব্বার পঠন)

মলয়।—(পত্র, অলঙ্কার, মুদ্রিকা প্রভৃতি দেখাইয়া) আচ্ছা, এ সব তবে কি?

রাক্ষ।—(অশ্রুলোচনে) এ সব বিধাতার বিড়ম্বনা—চাণক্যের নয়। কেননা:—

তিরস্কার-পাত্র শুধু
যদিও গো মোরা ভৃত্যগণ,
তথাপি যে সাধু রাজা
উপকার করিয়া স্মরণ
ভৃত্যেরে ভাবিতো মনে
ঠিক্ নিজ পুত্রের মতন
—সদসদ্-বিবেচক সেই নৃপে পাপ-বিধি
করিল বিনাশ
—সর্ব্ব-পৌরুষ-নাশী সেই সে বিধির এই
কৌতুক-বিলাস।

মলয়।—(সক্রোধে) কি! এখনও নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বল্চ, এ সমস্ত বিধাতার বিড়ম্বনা—তোমার কোন দোষ নেই?

তীব্রবিষ সুবিষম, বিষকন্যা করিয়া প্রয়োগ
বিশ্বস্ত পিতায় তুমি করিলে নিধন।
গৌরবের মন্ত্রিপদে, শত্রুসনে দিয়া এবে যোগ
বেচিতেছ আমা-সবে মাংসের মতন॥

রাক্ষ।—(স্বগত) এ যে আবার গণ্ডের উপর বিস্ফোটক। (প্রকাশ্যে কান ঢাকিয়া) শিব শিব! এ পাপ-কথা মুখে আন্‌তেও নেই! আমি পর্ব্বতেশ্বরের প্রতি বিষ-কন্যা প্রয়োগ করি নি—আমি নির্দ্দোষ।

মলয়।—কে তবে পিতাকে বধ করলে?

রাক্ষ।—এ স্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত।

মলয়।—(সক্রোধে) এ স্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত?—ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে নয়?

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! জীবসিদ্ধিও চাণক্যের চর? হা! কি সর্ব্বনাশ! শত্রু চাণক্য আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে দেখ্‌চি!

মলয়।—(সক্রোধে) সেনাপতি শিখরসেনকে জানিয়ে এসো, এই পাঁচ জন রাজা এই রাক্ষসের সহিত সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমার প্রাণবধ করে' চন্দ্রগুপ্তের শরণাপন্ন হবে বলে' উদ্যত হয়েছে:—কৌলূত-রাজ চিত্রবর্ম্মা, মলয়-নরপতি সিংহনাদ, কাশ্মীর-রাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সুষেণ,

পারসীক-রাজ মেঘাক্ষ—এই পাঁচ জন। এদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান প্রথম তিন জন যারা আমার রাজ্য-কামনা করে, গভীর গর্ত্তের মধ্যে তাদের ছাই-চাপা দিয়ে পুঁতে ফেলা হোক্; আর দুই জন যারা আমার হস্তিবলের অভিলাষী, হস্তীর দ্বারাই তাদের বধ করা হোক্।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে কুমার। [প্রস্থান।

মল।—(সক্রোধে) রাক্ষস!—শোনো—আমি বিশ্বাস-ঘাতক রাক্ষস নই, আমি মলয়কেতু; যাও, সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় গ্রহণ কর গে।

এসেছ রাক্ষস তুমি
চাণক্য মৌর্য্যের সনে হইয়া মিলিত
—এ ত্রিবর্গ দুর্নীতিরে
অক্লেশে করিতে পারি আমি উন্মূলিত।

ভাগু।—কুমার, আর কাল হরণ করে' কি হবে? কুসুমপুর অবরোধ করতে এখনি আমাদের সৈন্যগণ যাত্রা করুক।

সুগন্ধী লোধ্রের চূর্ণে সুরঞ্জিত হয় যেই
ধবল কপোল-দেশ গৌড়-নারীদের
—ধূসর করিয়া তাহা, মলিন করিয়া তুলি'
সুনীল ভ্রমর-কান্তি কুঞ্চিত কেশের
—গজ-মদ-জল-সিক্ত দলিত ভূতল হ'তে
ধূলারাশি—অশ্ব-খুর-পুট-সমুত্থিত—
ছাইয়া গগনতল, আচ্ছন্ন করিয়া পুরী
শত্রুর মস্তকে-গিয়া হউক পতিত।

[পরিজন-সমভিব্যাহারে মলয়কেতুর প্রস্থান।

রাক্ষ।—(মনের আবেগে) হা ধিক্! কি কষ্ট! চিত্রবর্ম্মাদি সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিদেরও প্রাণদণ্ড হ'ল? তবে কি রাক্ষস, রিপু-বিনাশের চেষ্টা না করে' এত দিন ধরে' শুধু সুহৃন্নাশেরই চেষ্টা করলে? হায়! আমি কি হতভাগ্য! এখন কি করি?

যাব কি গো তপোবনে?
—না হইবে তপে শান্ত বৈর-পূর্ণ মন
জীবিত থাকিতে রিপু;
তবে কি করিব ভর্ত্তৃ-পথানুসরণ?
—স্ত্রীজনের যোগ্য সে যে;
অসি-হস্তে রণক্ষেত্রে হব কি পতন?
—অনুচিত হইবে, যদি
চন্দনদাসেরে কারা হ'তে না করি মোচন॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

দৃশ্য—পাটলীপুত্র।

(অলঙ্কৃত হইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধা।—জলদ-সুনীল-কান্তি
কেশিঘাতী কেশবের জয়!
লোক-লোচন-চন্দ্রমা
চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির জয়!
যে করে সকল জয়
প্রতিপক্ষে করি' প্রতিহত
সে আর্য্য-চাণক্যনীতি
—তার জয় ঘোষো অবিরত।

এখন তবে বহুকালের প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) এই যে, প্রিয়সখা এই দিকেই আসচেন। আমি তবে এগিয়ে যাই।

(সমিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সমি।—চিত্ত দহে পান-ভূমে,
প্রাণ কাঁদে গৃহোৎসবে।
মিত্রের বিরহে মিত্র
বিভবে কি সুখ লভে?

আমি শুনলেম, মলয়কেতুর শিবির হ'তে প্রিয়সখা সিদ্ধার্থক এসেছেন। এখন তবে তাঁর অন্বেষণ করা যাক্। (পরিক্রমণ ও নিকটে অগ্রসর হইয়া) এই যে সিদ্ধার্থক। সুখে আছ তো প্রিয়সখা? (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন)

সিদ্ধা।—(দেখিয়া) প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থক, তুমি এখানে কি করে' এলে? (নিকটে আসিয়া) সুখে আছ তো প্রিয়সখা?

সমি।—সখা, তুমি এত দিনের পর প্রবাস থেকে ফিরে এলে। আমাকে কোন সংবাদ না দিয়েই অন্যত্র চলে' গিয়েছিলে—এতে আর আমার সুখ কোথায় বল?

সিদ্ধা।—রাগ কোরো না সখা, রাগ কোরো না। আমাকে দেখবামাত্রই চাণক্য এই আজ্ঞা করলেন, "দেখ সিদ্ধার্থক, তুমি যাও, গিয়ে এই সুসংবাদটি প্রিয়দর্শন চন্দ্রগুপ্তকে জানিয়ে এসো।"

তাঁকে সংবাদটি দেবামাত্র তিনি আমাকে এই পারি-তোষিক দিলেন—তার পরেই সখা, তোমাকে দেখবার জন্য আমি তোমার গৃহে যাচ্ছিলেম।

সমি।—যদি আমাকে শোনাতে কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আমি সেই সুসংবাদটি শুনতে ইচ্ছা করি।

সিদ্ধা।—প্রিয়সখা, এমন কি কথা আছে—যা তোমার কাছে অবক্তব্য। আচ্ছা শোনো তবে বলি। দেখ, চাণক্য-ঠাকুরের নীতিতে হতবুদ্ধি হয়ে হতভাগ্য মলয়কেতু রাক্ষসকে তো দূর করে' দিলে, আর পাঁচজন প্রধান-প্রধান রাজাকেও বধ করলে। তার পর, সেই অদূরদর্শী কুমারের দুরাচারে, তার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই ভয়-চঞ্চল হয়ে উঠল; আর, নিজ ধন-সম্পত্তি রক্ষার্থ ব্যগ্র হয়ে তাঁর শিবির-ভূমি ত্যাগ করে' তারা চলে' গেল। তাতে, তাঁর সৈন্যবলেরও বিলক্ষণ লাঘব হ'ল। তার পর, যাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন—সেই ভদ্রভট, পুরুদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি প্রধানগণ মলয়কেতুকে ধৃত করে' কারাবদ্ধ করলেন।

সমি।—লোকে বলে, ভদ্রভট্ প্রভৃতি এরা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী হয়ে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কি করে' তবে এখন কু-কবির নাটকের মত উপক্রমে একরূপ হয়ে উপসংহারে অন্যরূপ হ'ল?

সিদ্ধা।—সখা, শোনো তবে, আমার এই চাণক্য-ঠাকুরের নীতি দৈবগতিরই ন্যায় অশ্রুত-গতি।

সমি।—সখা! তার পর—তার পর?

সিদ্ধা।—তার পর চাণক্য-ঠাকুর এই নগর হ'তে বেরিয়ে, সংগ্রামের উৎকৃষ্ট উপকরণ-সকল সঙ্গে নিয়ে, রাজ-শূন্য অসংখ্য রাজসৈন্য হস্তগত করলেন।

সমি।—সখা, এ ঘটনা কোথায় হ'ল?

সিদ্ধা।—যেখানে:—

অতি-মদ-দর্প-ভরে, শত শত মহাকায়
প্রমত্ত বারণ
করিছে বৃংহিত-ধ্বনি, সজল জলদ-শোভা
করিয়া ধারণ
কশার প্রহার-ভয়ে, যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত
তুরঙ্গ অযুত
হইয়া কম্পিত-তনু, রণভূমে প্রাণপণে
ছুটিয়াছে দ্রুত।

সমি।—আচ্ছা, ও সব কথা থাক্। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বজনের সমক্ষে চাণক্য পদচ্যুত হয়ে, আবার সেই মন্ত্রিপদে কি করে' আরূঢ় হলেন বল দিকি?

সিদ্ধা।—তুমি দেখছি মূর্খের মত কথা কচ্চ। যে চাণক্যের বুদ্ধি-কৌশল অমাত্য রাক্ষস পর্য্যন্ত ধরতে পারে নি, তার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে ইচ্ছা কচ্চ?

সমি।—আচ্ছা, অমাত্য-রাক্ষস এখন কোথায়?

সিদ্ধা।—সখা, অমাত্য-রাক্ষস, সেই প্রলয়-কোলাহল বৃদ্ধি হ'লে মলয়কেতুর শিবির হ'তে নির্গত হয়ে, এই কুসুমপুরেই এসেছেন। উন্দুর নামে এক-জন চর বরাবর তাঁর পিছনে পিছনে এসে এই সংবাদটি চাণক্য-ঠাকুরকে নিবেদন করে।

সমি।—আচ্ছা ভাল, অমাত্য রাক্ষস নন্দরাজ্য প্রতিষ্ঠাপন করবার উদ্দেশে বেরিয়ে, শেষে অকৃতকার্য্য হয়ে, আবার এই কুসুমপুরে এলেন কেন বল দিকি?

সিদ্ধা।—সখা, আমার বোধ হয়, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে।

সমি।—সত্য, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে? আচ্ছা, চন্দনদাস মুক্ত হয়েছে কি না, তা কি জান?

সিদ্ধা।—সখা, সে হতভাগ্যের আবার মুক্তি কোথায়? চাণক্য আমাদের দুজনকে আজ্ঞা করেছেন, "তাকে বধ্য-স্থানে নিয়ে গিয়ে বধ করবে।"

সমি।—(সক্রোধে) সখা, কি আশ্চর্য্য! চাণক্য কি আর কোন ঘাতক পেলেন না যে, নৃশংস কার্য্যে আমাদেরই নিযুক্ত করলেন?

সিদ্ধা।—জীবলোকে বাস করবার যার ইচ্ছা আছে, সে কখনই চাণক্যের আদেশ লঙ্ঘন করে না। তবে চল, চণ্ডালের বেশ ধারণ করে', চন্দনদাসকে বধ্য-স্থানে নিয়ে যাওয়া যাক্। [উভয়ের প্রস্থান]

(ইতি প্রবেশক)

দৃশ্য—বন-ভূমি।

(রজ্জু হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ)

ব্যক্তি।—ষড়্‌গুণ-যোজিত দৃঢ়
পাশ-মুখ যার পরিপাটী অতিশয়
অরাতি-বন্ধন-পটু
সে চাণক্য-নীতি-রজ্জু—তার জয় জয়।

যে হারের কথা উন্দুর চারকাকে বলেছিল, এই তো সেই হার। চাণক্যের আদেশ অনুসারে রাক্ষসের সঙ্গে এইখানেই দেখা করতে হবে। এ কি! অমাত্য-রাক্ষস কাপড়ে মুখ ঢেকে এই দিকেই যে আসছেন। এখন তবে এই জীর্ণ উদ্যানের তরুর আড়াল থেকে দেখি, কোথায় উনি আসন গ্রহণ করেন। (পরিক্রমণ করিয়া সেইরূপ অবস্থান)

(অবগুণ্ঠিত হইয়া শঙ্কিতভাবে রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

কাতরা আশ্রয়-নাশে—কুলটা যে রাজলক্ষ্মী
গোত্রান্তরে গত,
ত্যজি ভক্তি-প্রজাগণ, গতানুগতিকভাবে
তারি অনুগত!
বিধ্বস্ত আত্মীয়-জন, না লভিয়া নিজ নিজ
পৌরুষের ফল,
কার্য্য-ভার সব ত্যজি', শিরোহীন সর্প-সম
বিমূঢ় অচল।

অপিচ।—

দুশ্চারিণী রাজলক্ষ্মী, কুলীন ভুবন-পতি
নিজ পতি ছাড়ি',
নীচকুলোদ্ভব যেই বৃষল—করিয়া ছল
হইল তাহারি।
তাহাতে হইলা স্থির, কি করিব মোরা?—যাহা
নিশ্চিত মোদের
তাহাও করিল ব্যর্থ, এমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি
দারুণ-দৈবের।
লভিয়া অযোগ্য মৃত্যু, নন্দ-মহারাজ হ'ল
পরলোক-গত,
পর্ব্বত-রাজের হয়ে, কত যত্ন কত চেষ্টা
করিনু নিয়ত।
হইলে নিহত তিনি, লইনু পুত্রের পক্ষ—
তাতেও বিফল।
নন্দ-রাজকুল-রিপু নহে তো চাণক্য বটু
—দৈবই কেবল॥

অহো! সেই ম্লেচ্ছ মলয়কেতুর কোন বিবেচনা নাই। কেননা:—

মৃত হইলেও প্রভু, যে করে প্রভুর সেবা
করি' প্রাণপণ,
অক্ষত-শরীরে সে কি, প্রভু-বৈরী সনে করে
মিত্রতা-বন্ধন?
বিবেক-বিমূঢ় ম্লেচ্ছ, না করিল বিবেচনা
ইহা কোনমতে,
দৈব-উপহত-বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই যায়
বিপরীত পথে॥

যদিও এখন আমি শত্রুর হস্তগত, তবু চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কখনই সন্ধি করব না—তা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াও শ্রেয়। আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারলেম না—এই অপযশ বরং ভাল, তবু শত্রুর বাক্য-গঞ্জনা কখনই সহ্য করতে পারব না। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রুলোচনে) এই সেই নগরের উপকণ্ঠ-ভূমি, যেখানে মহারাজ পদচারণা করতেন—তাঁর চরণ-স্পর্শে উদ্যানটি যেন এখনও পবিত্র হয়ে আছে।

এইখানেই:—

দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে, বল্গা শিথিল করি',
ধনুছিলা করি' আকর্ষণ,
ইতস্তত মহারাজ, করিতেন ধনু হ'তে
চল-লক্ষ্যে বাণ বিমোচন।
এই সে উদ্যান-মাঝে, রাজাদের সনে তাঁর
হইত আলাপ।
সেই নৃপগণ-বিনা, পুষ্প-পুর-ভূমি এবে
করে গো বিলাপ।

হতভাগা আমি এখন কোথায় যাই? (দেখিয়া) আচ্ছা, ঐ যে জীর্ণ উদ্যানটি দেখা যাচ্ছে, ঐ উদ্যানে প্রবেশ করে' কারও কাছ থেকে চন্দনদাসের সংবাদটা জানা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মানুষের কখন্ কি অবস্থা হয়, পূর্ব্ব হ'তে কিছুই জানা যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে যবে, বেষ্টিত হইয়া আমি
নরপতিগণে
রাজাধিরাজের মত, হতেম পুরীর বার—
উদ্যান-ভ্রমণে,
তখন গো পৌরজন, নবোদিত ইন্দু-সম
করিত গো অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ,
এখন সেই সে আমি, জীর্ণোদ্যানে চোরসম
ভয়ে দ্রুত করিছি প্রবেশ।

কিন্তু এ তো হবারই কথা—যাঁর প্রসাদে আমার সেই অবস্থা ঘটেছিল, তিনি যে এখন নাই। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) অহো! এই জীর্ণ উদ্যানের এখন আর কোন সৌন্দর্য্য নেই। এখন এখানে :—

ভাঙে যথা নদীকূল—মহা-অট্টালিকা সব
গিয়াছে পড়িয়া,
পরিশুষ্ক সরোবর—সুহৃদের নাশে যথা
সাধু-জন-হিয়া।
ফলহীন বৃক্ষ সব—প্রতিকূল দৈব-বশে
কৌশল যেমতি,
তৃণেতে আচ্ছন্ন ভূমি—কুনীতি-চালিত যথা
অজ্ঞ-জন-মতি।

অপিচ এখানে :—

তীক্ষ্ণ পরশুর ঘায়ে, তরু-শাখা-অঙ্গমাঝে
হইয়াছে ক্ষত,
তাহাতে কপোত বসি' অস্ফুট ক্রন্দন-স্বরে
কুজে অবিরত।
বন্ধুর ব্যথায় ব্যথী, নিশ্বাস করিয়া ত্যাগ
সেন ফণিগণ
ত্যজিয়া নির্ম্মোক নিজ, বস্ত্র-খণ্ডে ক্ষত স্থান
করে আচ্ছাদন।
আহা! এই সব নিরীহ তরুগণ :—
অন্তঃশরীর-শুষ্ক, কীট-ক্ষতি-শোক হৃদে
করিছে বহন।
ছায়ার বিরহে ম্লান, বিপদের গুরুভারে
চিন্তায় মগন
—বৈরাগ্য-উদয়ে যেন, শ্মশান-প্রদেশে তারা
করিবে গমন।

আমার দুসময়ের উপযুক্ত আসন—এই ভগ্নাগ্র শিলাতলে একটু বসা যাক্। (উপবেশন করিয়া শ্রবণ) এ কি! শঙ্খ ও ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে নান্দী-ধ্বনি শোনা যাচ্চে না?—হাঁ, তাই তো।

বাদ্য-মিশ্র নান্দী-রবে, ভরপুর হয়ে আছে
শ্রোতার শ্রবণ,
সৌধ অট্টালিকা সব, পিইয়া তা' অপর্য্যাপ্ত
করে উদ্‌গিরণ।

সেই মহাধ্বনি যেন
কৌতূহলে হইয়া অধীর
দিক্-দৈর্ঘ্য দেখিবারে
হইয়াছে ঘরের বাহির।

(চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝেছি; মলয়কেতু বন্দী হওয়ায় রাজবাটীর লোকেরা আনন্দধ্বনি করচে। মৌর্য্যকুলের কতটা আনন্দ হয়েছে, এতে তার বেশ পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। (সাশ্রুলোচনে) উঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

রিপুর সৌভাগ্য-কথা
দৈব মোরে শুনায়েছে সব,
আনিয়া নিকটে মোর
দেখায়েছে রিপুর বিভব,
এবে দেখি যত্ন তার
করাইতে হৃদে অনুভব।

ব্যক্তি।—এই যে, বসে' আছেন দেখ্‌ছি। এই-বার তবে চাণক্য-ঠাকুরের আজ্ঞা-মত কাজ করি। (রাক্ষসের সম্মুখে রজ্জুপাশে উদ্বন্ধনের উদ্যোগ)

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) এ কি! এ লোকটা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার চেষ্টা করচে কেন? নিশ্চয় আমার মত এও তবে একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক্। (নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) বাপু হে! তুমি করচ কি?

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) প্রিয়সখার বিনাশে শোকগ্রস্ত ব্যক্তি যা করে' থাকে, আমি তাই করচি।

রাক্ষ।—(স্বগত) প্রথমে দেখেই আমি বুঝে-ছিলেম, এ একজন আমার মতন হতভাগ্য দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু, আমাদের দু-জনেরই সমান অবস্থা। যদি বিশেষ গোপনীয় না হয়, তা হ'লে আমি শুনতে ইচ্ছা করি, তুমি কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্চ।

ব্যক্তি।—(নিরীক্ষণ করিয়া) এ গোপনীয়ও নয়, বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও নয়। প্রিয়সখার বিনাশে আমার হৃদয় এতটা কাতর হয়েছে যে, মরণের বিলম্ব আর তিলার্দ্ধ সহ্য হচ্চে না।

রাক্ষ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) সুহৃদের বিপদে আমি যে পরের মত উদাসীন হয়ে আছি, এ লোক সেই জন্যই আমাকে তিরস্কার করচে। (প্রকাশ্যে) বাপু,

যদি গোপনীয় কথা না হয়—কিম্বা বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও না হয়, তা হ'লে আমি শুনতে ইচ্ছা করি, তোমার দুঃখের কারণটা কি।

ব্যক্তি।—মহাশয় যখন বারবার জিজ্ঞাসা করচেন, কি করি, আচ্ছা তবে বলি শুনুন। এই নগরে জিষ্ণুদাস নামে একজন শ্রেষ্ঠ বণিক আছেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) জিষ্ণুদাস তো চন্দনদাসের পরম মিত্র।

ব্যক্তি।—তিনি আমারও প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) এ যে বলচে, ওর প্রিয়বন্ধু। তবে তো বেশ হয়েছে। যার সঙ্গে এতটা নিকট-সম্বন্ধ, সে অবশ্যই চন্দনদাসের বৃত্তান্তও বলতে পারবে।

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) সম্প্রতি তিনি দীন-দরিদ্রদের ধনাদি বিতরণ করে' অগ্নিপ্রবেশ করবেন মনে করে' নগর হ'তে বেরিয়েছেন। আমার যাতে সেই প্রিয়-সখার অশ্রোতব্য কথা শুনতে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করব বলে' এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু—তোমার সুহৃদের অগ্নি-প্রবেশের হেতু কি? ঔষধের অতীত, দুরারোগ্য কোন মহাব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন কি?

ব্যক্তি।—না মশায়, তা নয়, তা নয়।

রাক্ষ।—অগ্নিতুল্য বিষতুল্য রাজ-ক্রোধে তাড়িত হয়ে কি এ কাজ করচেন?

ব্যক্তি।—মহাশয়—না না না—ও পাপ কথা মুখে আনবেন না—এ রাজ্যে চন্দ্রগুপ্তের নিষ্ঠুর ব্যবহার নাই।

রাক্ষ।—তোমার বন্ধু কি কোন দুর্লভ পর-নারীতে আসক্ত?

ব্যক্তি।—(কর্ণ ঢাকিয়া) শিব শিব!—তা নয় মশায়। নীতি-পরায়ণ বণিকজনের এ দোষ কখনই নাই—বিশেষতঃ জিষ্ণুদাসের।

রাক্ষ।—আপনি যেমন সুহৃদের নাশে উদ্বন্ধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনিও কি তেমনি নিজ সুহৃদের বিনাশে অগ্নি-প্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন?

ব্যক্তি।—হাঁ, তাই বটে।

রাক্ষ।—(আবেগ-ভরে স্বগত) চন্দনদাসের তিনি প্রিয় সুহৃদ্—শুধু এই জন্যই তাঁর বিনাশে তিনি অগ্নি-প্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন? এ কথা শুনে স্নেহ-পক্ষপাত বশতঃ আপনার হৃদয় তো বিচলিত হতেই পারে। (প্রকাশ্যে) কি করে' চন্দনদাসের প্রাণনাশ হ'ল এবং তাঁর বন্ধুও প্রাণত্যাগ করতে কিরূপে কৃতসঙ্কল্প হলেন, সমস্ত বিস্তারিত শুনতে ইচ্ছা করি।

ব্যক্তি।—আমি অতি মন্দভাগ্য, আমার মরণের বিঘ্ন হচ্চে। আমি যাই।

রাক্ষ।—বাপু, যদি আমাকে শোনাতে আপত্তি না থাকে তো বল।

ব্যক্তি।—এতই যদি শুনতে ইচ্ছা, আচ্ছা তবে বলচি।

রাক্ষ।—বাপু, বল, আমি মন দিয়ে শুনচি।

ব্যক্তি।—এই নগরে চন্দনদাস নামে একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী বাস করেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে স্বগত) আমার আত্মহত্যার দ্বার দৈব এইবার দেখচি উদ্ঘাটন করবেন। হৃদয়! স্থির হও, না জানি আরও কি দুঃখের কথা শুনতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোনা যায় বটে, তিনি মিত্রবৎসল সাধু পুরুষ—তাঁর কি হয়েছে?

ব্যক্তি।—তিনি জিষ্ণুদাসের প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হচ্চে। (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

ব্যক্তি।—তার পর, জিষ্ণুদাস বন্ধু-স্নেহের অনুরূপ এই কথা চন্দ্রগুপ্তকে বল্লেন—

রাক্ষ।—বল, কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—"মহারাজ! আমার গৃহে সমস্ত পরিবার ভরণ-পোষণের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত অর্থ আছে, তার বিনিময়ে আমার প্রিয়সুহৃদ্ চন্দনদাসকে আপনি মুক্ত করুন"—এই কথা বল্লেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু জিষ্ণুদাস সাধু! আহা! তুমিই যথার্থ মিত্র-স্নেহের পরিচয় দিয়েছ।

যে ধনের তরে দেখ, পিতা পুত্রগণে, আর
পুত্রেরা পিতায়,
সুহৃদ্ সুহৃদ্-জনে, প্রতারণা করি' ত্যজে
স্নেহ-মমতায়
—সেই প্রিয় ধন তুমি বন্ধুর বিপদে সদ্য
ত্যজিতে প্রবৃত্ত
বণিকের মায়া ছাড়ি; সার্থক তোমার অর্থ,
ধন্য তব চিত্ত।

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু, তাঁর সেই কথায় চন্দ্রগুপ্ত কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—মশায়, তার পর চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করলেন, "দেখ শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস, আমি অর্থের নিমিত্ত চন্দনদাসকে কারারুদ্ধ করি নি; ইনি অমাত্য রাক্ষসের গৃহ-জনকে নিজ গৃহে লুকিয়ে রেখেছেন, অনেক অনুরোধ সত্বেও আমাদের হাতে সমর্পণ করেন নি, তাই ওঁকে কারারুদ্ধ করেছি। এখন যদি তাদের সমর্পণ করেন, তা হ'লে এখনি তাঁর মুক্তি হয়। অন্যথা, তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে আমরা বাধ্য হব।" অন্য লোকেও যাতে তাঁর দৃষ্টান্তে এরূপ কাজ না করে, তাই তাঁকে বধ্য-স্থানে আনা হয়েছে। শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস এই অশ্রাব্য সংবাদ শোনবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করবেন বলে' অগ্নি-প্রবেশের উদ্দেশে নগর হ'তে নির্গত হয়েছেন। প্রিয়সখার এই অশ্রাব্য সংবাদ আমারও যাতে শুনতে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার নিমিত্ত এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—চন্দনদাসকে এখনও বোধ হয় বধ করে নি?

ব্যক্তি।—না মহাশয়, এখনও তাঁকে বধ করে নি। এখনও অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে সমর্পণ করতে তাঁকে ক্রমাগত বলা হচ্চে। কিন্তু বারবার বলা সত্বেও, মিত্র-বাৎসল্য-বশতঃ তিনি কিছুতেই তাদের সমর্পণ করচেন না। এই জন্যই তাঁর প্রাণ-দণ্ডের এত বিলম্ব হচ্চে।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু সখা চন্দনদাস সাধু!

তব সখা নাহি কাছে,
তবু তুমি রক্ষিছ শরণাগত জনে,
সাধু গো চন্দনদাস!
শিবি-রাজ সম যশ অর্জিলে এক্ষণে।

(প্রকাশ্যে)।—বাপু যাও, এখনি গিয়ে জিষ্ণুদাসের অগ্নি-প্রবেশ নিবারণ কর গে। আমিও গিয়ে চন্দনদাসকে মৃত্যু-মুখ হ'তে উদ্ধার করি গে।

ব্যক্তি।—আচ্ছা মশায়, চন্দনদাসকে কি উপায়ে মৃত্যু হ'তে উদ্ধার করবেন?

রাক্ষ।—(খড়্গ আকর্ষণ করিয়া) এই খড়্গের দ্বারা।

দেখ এই খড়্গ মোর, মেঘ-মুক্ত আকাশের
শুভ্র মূর্ত্তি করে গো ধারণ,
যুদ্ধোৎসাহে পুলকিত, চির-কর-যুক্ত হয়ে
যার সনে সখ্যের বন্ধন।
সময়ের নিকষেতে, রিপু-যুদ্ধে যার বল
বহু-পরীক্ষিত,
মিত্র-স্নেহাকুল আমি—সহসা সে যুদ্ধে মোরে
করে নিয়োজিত।

ব্যক্তি।—মশায়, শুনেছি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের জীবন নাকি বিষম সংশয়াপন্ন, কিন্তু ঠিক্ কি ঘটেছে, নিশ্চয় এখনও কিছু বলতে পারচিনে। (দেখিয়া ও পদতলে পড়িয়া) আপনি সুগৃহীতনামা অমাত্য-রাক্ষস কি না, অনুগ্রহ করে' আমাকে বলে' আমার সংশয় দূর করুন।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু, ওঠো! আমি স্বচক্ষে আমার প্রভুর বিনাশ দেখেছি, আমি আমার সুহৃদ্-বিনাশের হেতু, আমি অতি অনার্য্য। হাঁ বাপু, আমি সেই সার্থক-নামা রাক্ষস বটে।

ব্যক্তি।—(সহর্ষে পুনর্ব্বার পদতলে পড়িয়া) শান্ত হোন্—শান্ত হোন্! আর্য্য! আজ আমার শুভদিন—আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু, ওঠো। আর কাল হরণ করে' কি হবে? জিষ্ণুদাসকে বল গে, এই রাক্ষস চন্দনদাসকে মৃত্যু হ'তে উদ্ধার করতে এখনি যাচ্চে। ("দেখ এই খড়্গ মোর" ইত্যাদি পাঠ করিয়া খড়্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

ব্যক্তি।—(চরণে পতিত হইয়া) শান্ত হোন্, শান্ত হোন্, অমাত্য মহাশয়। কিছু দিন হ'ল, এই নগরে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে শকটদাসের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্তু কে একজন এসে বধ্যস্থান হ'তে তাঁকে বলপূর্ব্বক নিয়ে প্রস্থান করে। এইরূপ প্রমাদ ঘটায় চন্দ্রগুপ্ত মহা ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাতককে বধ করে' নিজ রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করেন। সেই অবধি ঘাতকেরা অস্ত্রধারী কোন পুরুষকে অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে দেখতে পেলেই আপনাদের জীবন-রক্ষার জন্য, বধ্যস্থানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধ-পথে বধ্যদের প্রাণবধ করে। অতএব আপনি যদি অস্ত্রধারী হয়ে সেখানে যান, তা হ'লে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের মৃত্যু-কাল আরো এগিয়ে দেওয়া হবে। [প্রস্থান।

রাক্ষ।—(স্বগত) অহো! চাণক্য-বটুর নীতিমার্গ অতীব দুর্ব্বোধ! কেননা:—

যদি সে শকটদাস; চাণক্যের অভিমতে
আনীত হইয়া থাকে আমার হেথায়,
কোন্ অভিপ্রায়ে তবে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে
নিহত করিল সেই ঘাতক জনায়?
পক্ষান্তরে কেন পুনঃ, সেরূপ কৃত্রিম পত্র
করে প্রকটিত?
—কিছুই বুঝিতে নারি, সংশয়-তরঙ্গে চিত্ত
ঘোর আন্দোলিত॥
খড়্গ-ব্যাপারের এই নহে গো সময়।
ঘাতকে বধিলে আমি, চন্দনদাসের হবে
মরণ নিশ্চয়।
আছে খড়্গ-নীতি-ফল—এ নহে সে কাল।
উপেক্ষাও নহে ঠিক্, আমা-তরে
সুহৃদের বিপদ করাল॥
এই তবে করি স্থির, বলি গিয়া ভূপে
—নিজ তনু সমর্পিব মুক্তি-মূল্য-রূপে॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক

দৃশ্য।—বধ্য-ভূমি।

(চণ্ডালের প্রবেশ)

সরে' যাও মশায়রা, সরে' যাও সবে,
যদি চাও বাঁচাইতে, নিজপ্রাণ কুলমান, কলত্র-বিভবে।
তাই বলি, তোমরা গো কর পরিহার
বিষবৎ মনে করি', যাহা কিছু প্রতিবিদ্ধ,
অপথ্য রাজার॥
অপথ্য সেবিলে হয়, ব্যাধি মৃত্যু ব্যক্তি-বিশেষের,
রাজাপথ্য সেবো যদি, হইবে গো বিনাশ কুলের॥

যদি প্রত্যয় না হয়, তবে ঐ চেয়ে দেখ, রাজার অপথ্য-কারী সেই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে সপুত্র-কলত্র বধ্য-স্থানে নিয়ে আসা হচ্চে। (আকাশে) মহাশয় কি বলচেন? চন্দনদাসের মুক্তির উপায় আছে কি না? তার একমাত্র উপায়—যদি অমাত্য রাক্ষস তাঁর গৃহ-জনকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করেন। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি? এই শরণাগত-বৎসল আপনার জীবনের জন্য এই কার্য্য কখনই করবেন না?—তবে নিশ্চয় জানবেন, তাঁর কিছুতেই শুভ হবে না। আমি যা বল্লেম, এ ভিন্ন এ স্থলে আর কোন প্রতীকার নেই।

(দ্বিতীয় চণ্ডালের পশ্চাৎ স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে শূল স্কন্ধে বধ্যবেশধারী চন্দনদাসের প্রবেশ)

স্ত্রী।—হা ধিক্! হা ধিক্! আমাদের মত চরিত্র-ভঙ্গ-ভীরু ব্যক্তিদের শেষে চোরের মত মরতে হ'ল? কৃতান্ত! তোমার পায়ে গড় করি। তবে কি দুর্জ্জনদের কাছে দোষি-নির্দ্দোষের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ নেই? তাই বটে

আমিষ ত্যজিয়া যারা, মৃত্যুভয়ে প্রাণ ধরে
করি' তৃণাহার
সেই মুগ্ধ মৃগগণে, বধে ব্যাধগণ, এ কি
বিধি বিধাতার!

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখা জিষ্ণুদাস! আমার কথায় একটা উত্তর পর্য্যন্ত কেন দিচ্চ না বল দিখি? যাদের এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি, এই দুঃসময়ে তাদেরও দেখ্‌চি পাওয়া ভার।

চন্দ।—আমার এই প্রিয় সখারা কোন প্রতীকার করতে না পেরে অশ্রুপাত করতে করতে ফিরে যাচ্চেন এবং শোকগ্রস্ত হয়ে দীন-বদনে, বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে ফিরে ফিরে দেখ্‌চেন।

চণ্ডাল।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) মহাশয়! চন্দনদাস! এইবার বধ্যস্থানে আসা গেছে—এখন আপনার গৃহজনদের বিদায় করে' দিন।

চন্দ।—দেখ গৃহিণি, পুত্রদের নিয়ে ফিরে যাও। এখন বধ্যস্থানে আসা গেছে—এখন আর তোমাদের আসা উচিত হয় না।

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) নাথ! তুমি এখন পরলোকে যাচ্চ—দেশান্তরে যাচ্চ না—এখন তোমার গৃহজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—ঠাকরুণ, মিত্রের কার্য্যেই আমার মৃত্যু হচ্চে—নিজ দোষে নয়। এ তো হর্ষের বিষয়—তবে তোমরা রোদন করচ কেন?

স্ত্রী।—তা যদি হয়, তা হ'লেও এখন গৃহজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—আচ্ছা, তোমরা এখন কি করতে চাও?

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) আমাকে অনুমতি দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

চন্দ।—ঠাকরুণ, এ দুশ্চেষ্টা হ'তে বিরত হও। দেখ, তোমার পুত্রটি এখনও লোক-ব্যবহার কিছুই জানে না—তাকে তোমার দেখ্‌তে হবে।

স্ত্রী।—আমাদের কুলদেবতারাই ওকে দেখ্‌বেন। জাদু, বাছা, তোর পিতার চরণে এই শেষ প্রণাম কর্।

পুত্র।—(পায়ে পড়িয়া) বাবা, তুমি গেলে আমি কি কর্‌ব?

চন্দ।—বৎস, চাণক্য-হীন দেশে গিয়ে বাস কোরো।

চণ্ডাল।—শ্রেষ্ঠী মহাশয়! শূল পোঁতা হয়েছে, এইবার প্রস্তুত হোন।

স্ত্রী।—মহাশয়রা তোমরা রক্ষা কর—রক্ষা কর।

চন্দ।—বাপু, একটু সবুর কর। দেখ প্রাণ-প্রিয়ে! কেন তুমি বৃথা রোদন কচ্চ? স্ত্রীজনের প্রতি যাঁর দয়ামায়া ছিল, সে নন্দ-মহারাজ স্বর্গে গেছেন।

১ চণ্ডাল।—ওরে বেণুবেত্রক! এই চন্দনদাসকে ধরে' নিয়ে আয়। তা হ'লে গৃহজনেরা আপনা হতেই চলে' যাবে।

২ চণ্ডাল।—ওরে বজ্রলোমক!—এই দেখ্ ধরেছি।

চন্দ।—বাপু, একটু থামো। আমি পুত্রটিকে একবার কোলে করি। (পুত্রকে কোলে করিয়া মস্তক আঘ্রাণ) দেখ বাছা, এক সময়ে মরতেই হবে—এখন মিত্র-কার্য্যে যে আমি মরচি, এই আমার সুখ ও সান্ত্বনা।

পুত্র।—আচ্ছা বাবা, এই কি আমাদের কুল-প্রথা? (পদতলে পতন)।

চণ্ডা।—ওরে বজ্রলোমক! ওকে ধরে' নিয়ে আয়। (চণ্ডালদ্বয় শূলে দিবার জন্য চন্দনদাসকে ধৃতকরণ)

স্ত্রী।—মশায়রা—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

(রাক্ষসের সত্বর প্রবেশ)

রাক্ষস।—ভয় নাই ঠাকরুণ, ভয় নাই। শোনো সেনাপতি—চন্দনদাসকে বধ কোরো না! কেননা:—

রিপুকুল-নাশ-সম, প্রভুকুল-মরণ রে গো
দেখিল নীরবে,
মিত্রের বিপদ-কালে, যে থাকে নিশ্চিন্ত বোসে
যেন গো উৎসবে,
যার এই ছার আত্মা তোমাদের অপমান
তিরস্কার-ভূমি,
তারি প্রাপ্য বধ্যমালা—মম কণ্ঠে পরাইয়া
দেও গো এখনি।

চন্দ।—(দেখিয়া সাশ্রু-লোচনে) অমাত্য, আপনি আবার এ কি করতে যাচ্চেন?

রাক্ষ।—তোমার সুচরিতের একাংশ মাত্রের অনুকরণ।

চন্দ।—অমাত্য, আমার এখন সমস্তই নিস্ফল। আমার জন্য এইরূপ করে' আপনি আমার মনের মত কাজ করলেন না।

রাক্ষ।—সখা চন্দনদাস! তিরস্কার করে' ফল কি? জীবলোক স্বার্থপ্রধান। বাপু! দুরাত্মা চাণক্যকে এই কথা বল গে।

চণ্ডালদ্বয়।—কি কথা?

অসজ্জন-রুচি ঘোর' দুষ্কাল এ কলি-কালে
নিজ প্রাণ করি' বিসর্জ্জন,
অন্যেরে করে যে রক্ষা, সেই সে চন্দনদাস
শিবি-যশ করিল অর্জ্জন।
তিনি অতি শুদ্ধ-চিত্ত, তাঁর সুচরিত কার্য্যে
বুদ্ধগণও হন তিরস্কৃত।
লোক-পূজ্য সেই তিনি, বধ্যভূমে মোর তরে
হইলেন নীত।
অমাত্য-রাক্ষস তাই, দেখ এবে বধ্যস্থানে
আসি' উপস্থিত।

১ম চণ্ডাল।—ওরে বেণুবেত্রক! তুমি তবে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে ধরে' এই শ্মশান-গাছের ছায়ায় একটুখানি দাঁড়াও, আমি চাণক্য-মন্ত্রী মশায়কে বলে' আসি, অমাত্য-রাক্ষস ধৃত হয়েছে।

২য় চ।—আচ্ছা বজ্রলোমক, তাই করচি।

[সপুত্র-দারা চন্দনদাসকে লইয়া প্রস্থান।

১ম চণ্ডা।—(রাক্ষসের সহিত পরিক্রমণ করিয়া) ওগো! দৌবারিকদের মধ্যে কে আছে ওখানে? নন্দকুল-সৈন্যের বজ্রস্বরূপ, মৌর্য্যকুল-প্রতিষ্ঠাতা সেই চাণক্য-ঠাকুরকে বল:—

রাক্ষ।—(স্বগত) এও রাক্ষসকে শুনতে হ'ল ?

চণ্ডা।—চাণক্য-ঠাকুরের নীতি-কৌশল-বলে অমাত্য-রাক্ষস ধৃত হয়েছেন।

চাণ।—(যবনিকা হইতে সহর্ষে মুখ বাড়াইয়া) বাপু—বল বল।

উদ্দাম পিঙ্গল-শিখা, দীপ্তানল কে বাঁধিল
বসন-অঞ্চলে ?
সদাগতি-গতি-রোধ, কে করিল সহসা গো
রজ্জুর শৃঙ্খলে ?
গজমদ-গন্ধি-জটা, সিংহে কে বাঁধিল বল
পিঞ্জর-মাঝারে ?
কে স াতারে' হ'ল পার, কুম্ভীর-মকর-পূর্ণ
ভীম পারাবারে ?

চণ্ডা।—এ সব কে আবার করবে—নীতি-নিপুণ-বুদ্ধি চাণক্য-ঠাকুরই করেছেন।

চাণ।—না বাপু, ও কথা বোলো না—বরং বল, নন্দকুলদ্বেষী দৈবেরই এই কাজ।

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) এই যে সেই দুরাত্মা অথবা মহাত্মা চাণক্য।

সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞানাকর রত্নের সাগর
—মোদের বিদ্বেষ যার গুণের উপর।

চাণ।—(দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, অমাত্য রাক্ষস !—এই সেই মহাত্মা :—

যাঁহা হ'তে বহু দিন, ভুঞ্জিল বৃষল-সৈন্য
আর, মোর মন
গুরুতর চিন্তা-ক্লেশ, দীর্ঘ-দীর্ঘ নিশি করি'
নিত্য জাগরণ !

(যবনিকা অপনীত করতঃ নিকটে অগ্রসর হইয়া) অমাত্য রাক্ষস ! বিষ্ণুগুপ্তের নমস্কার গ্রহণ করুন।

রাক্ষ।—(স্বগত) অমাত্য এই বিশেষণ-পদটি এখন আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর। (প্রকাশ্যে) বিষ্ণুগুপ্ত ! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস ! ইনি চণ্ডাল নন। আপনি পূর্ব্বে এঁকে দেখেছেন, ইনি একজন রাজ-পুরুষ, নাম 'সিদ্ধার্থক। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও একজন রাজপুরুষ, এঁর নাম সমিদ্ধার্থক। এঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ ঘটিয়ে আমিই শকটদাসকে দিয়ে সেই কপট-পত্র লিখিয়েছিলেম।

রাক্ষ।—(স্বগত) আঃ বাঁচা গেল, শকটদাসের উপর থেকে আমার সন্দেহটা চলে গেল।

চাণ।—অত কথায় কাজ কি, সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি শুনুন :—

সেই ভদ্রভট্ট আদি, সেই সে কৃত্রিম লিপি,
—সেই সিদ্ধার্থক,
সেই তিন অলঙ্কার, সেই আপনার মিত্র
বৌদ্ধ ক্ষপণক,
জীর্ণোদ্যান-গত সেই আর্ত্ত-ব্যক্তি, আর সেই
শ্রেষ্ঠি-কষ্টভোগ
সমস্ত আমারি এ—
(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)
সমস্তই বৃষলের—তব সনে মিলিবারে
—নীতির প্রয়োগ।

এই দেখুন, বৃষল আপনাকে দেখতে এসেছেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) কি করা যায়—নিরুপায়। (প্রকাশ্যে) তাই তো দেখছি।

(সেবকগণে অনুসৃত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—স্বগত) বিনা-যুদ্ধেই ঠাকুর রিপুকুলকে পরাজিত করেছেন, এতে আমি বাস্তবিকই একটু লজ্জিত আছি।

কোন লক্ষ্য-বস্তুপরে
না হইয়া শরের প্রয়োগ
তবু ফল-লাভ হ'ল,
শর তাই করে লজ্জা-ভোগ।
লজ্জিত হইয়া তাই
সর্ব্বদা থাকে অধোমুখে
নিজ তূণ-শায়ী হয়ে
অবস্থান করে মনোদুখে।

অথবা :—

রাজ্যচিন্তা-পরাঙ্মুখ
সদা আমি সুখে নিদ্রাগত,
মম গুরুজন সবে
মোর কার্য্যে সদাই জাগ্রত।
না ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ আমাবিধ জন,
অরাতি-বিজয়ে তাই হয়েছে সক্ষম।

(চাণক্যের নিকট অগ্রসর হইয়া) আর্য্য! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।

চাণ।—বৃষল, তোমার সম্বন্ধে আমার সকল আশীর্ব্বাদই নিঃশেষ হয়ে গেছে—এখন এই মাননীয় অমাত্য-রাক্ষসকে তুমি প্রণাম কর—ইনি তোমার পৈতৃক অমাত্য-প্রধান।

রাক্ষ।—(স্বগত) চাণক্য দেখ্‌চি এই সম্বন্ধের উল্লেখ করে' মিলন ঘটাবার চেষ্টা করচেন।

(দেখিয়া স্বগত) এই যে চন্দ্রগুপ্ত।

শৈশবে দেখিয়া এঁরে, মহোদয় বলি' সবে
ভাবিত গো মনে।
যূথপতি করী যথা, ক্রমে ইনি উঠিলেন
রাজ-সিংহাসনে॥

(প্রকাশ্যে) রাজন্‌, বিজয়ী হও!

রাজা।—আর্য্য!

আপনি ও গুরুদেব, সন্ধি-যুদ্ধ-আদি কার্য্যে
জাগ্রত যখন
তখন কেন না হবে বিজিত গো আমা হ'তে
সমস্ত ভুবন?

রাক্ষস।—(স্বগত) কুটিল-মতি চাণক্যের এই শিষ্যটি আমাকে ভৃত্য ভেবে এই কথা বলচেন—না বিনয়ের ভাবে বলচেন? চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ আমি দেখ্‌চি এঁর কথা বিপরীতভাবে গ্রহণ করচি। যাই হোক্‌, যশস্বী চাণক্য সর্ব্বপ্রকারেই যোগ্য পাত্র লাভ করেছেন বলতে হবে, কেননা—

লভিলে সুযোগ্য নৃপ—মন্ত্রী হোক্ যতই অক্ষম—
তবু সে মন্ত্রীর হয় সুযশ অর্জ্জন।
অযোগ্য হইলে নৃপ—শীর্ণাশ্রয়-তট-তরু-সম
সুনেতা মন্ত্রী যে তারো হয় গো পতন॥

চাণক্য।—অমাত্য রাক্ষস, আপনি কি চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা করেন?

রাক্ষ।—দেখ বিষ্ণুগুপ্ত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! এখনও দেখ্‌চি আপনি যুদ্ধোপযোগী শস্ত্র ধারণ করে' আছেন—এ অবস্থায় বৃষল কিরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ করবেন? সত্যই যদি আপনি চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা করেন, তা হ'লে এই শস্ত্রটি গ্রহণ করুন।

রাক্ষ।—দেখ বিষ্ণুগুপ্ত! তা কখনই হ'তে পারে না। এ শস্ত্র আমার অযোগ্য—বিশেষতঃ যখন তুমি এটি ধারণ করচ।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! আমি যোগ্য, আপনি অযোগ্য—এ কিরূপ কথা? দেখুন:—

শত্রুগর্ব্বহারী তব পৌরুষ-বিক্রমে,
অবিরাম-বল্গা-বদ্ধ ক্লান্ত অশ্বগণ।
আমাদের অশ্বারোহী সদা অশ্বাসনে,
ত্যজি' স্নানাহার-পান-বিহার-শয়ন।
কি দশা হয়েছে দেখ
এই সব নিরীহ হাতীর,
—সংগ্রামে সজ্জিত সদা
পৃষ্ঠদণ্ড হয়েছে বাহির।

সে যাই হোক, আপনি এই শস্ত্র গ্রহণ না করলে, চন্দনদাসের কিছুতেই প্রাণরক্ষা হবে না।

রাক্ষ।—(স্বগত)

নন্দরাজ-স্নেহ-কণা জাগে এ হৃদয়ে
কেমনে রিপুর আমি থাকি ভৃত্য হয়ে?
নিজ হস্তে জল দিয়া
যে তরুরে করিনু বর্দ্ধন
কেমনে ছেদিব, করি'
মিত্র-দেহে শস্ত্র-সঞ্চালন?
বিধির এ কার্য্য-গতি বোঝা সুদুষ্কর
কি কার্য্য—কি অকার্য্য তাঁর—বুদ্ধি-অগোচর।

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বিষ্ণুগুপ্ত! খড়্গ দেও। সর্ব্বকার্য্য-প্রবর্ত্তক সুহৃৎ-স্নেহই সকলের শ্রেষ্ঠ—অতএব কি করা যায়—গত্যন্তর নাই। দেখ, এতেও আমি এখন প্রস্তুত।

চাণ।—(সহর্ষে শস্ত্র অর্পণ করিয়া) বৃষল! বৃষল! অমাত্য রাক্ষস অনুগ্রহ করে' শস্ত্র গ্রহণ করেছেন। তোমার প্রতি অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন।

রাজা।—এটি ঠাকুরেরই প্রসাদে ঘটল।

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—আর্য্যের জয় হোক্‌! ভদ্রভট, ভাগুরায়ণ প্রভৃতি এঁরা মলয়কেতুর হস্ত-পদ বন্ধন করে' তাঁকে প্রতীহার-ভূমিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এখন তাঁরা ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষায় আছেন।

চাণ।—আচ্ছা, শুনলেম। দেখ বাপু! অমাত্য

রাক্ষসকে এ বিষয় জানাও, এখন থেকে তিনিই রাজ-কার্য্য দেখ্‌বেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) চাণক্যের কৌশলে আমি এখন দাস হয়ে পড়লেম—দাসের মত এখন আমার প্রার্থনা জানাতে হবে। (প্রকাশ্যে) রাজন্‌! চন্দ্রগুপ্ত! সকলেই জানে, আমি মলয়কেতুর সহিত কিছুকাল একত্র বাস করেছি। অতএব অনুগ্রহ করে' মলয়কেতুর প্রাণরক্ষা করুন।

রাজা।—(চাণক্যের মুখের দিকে চাহিয়া)

চাণ।—বৃষল, অমাত্য রাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা—এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত। (রক্ষীকে দেখিয়া) দেখ বাপু! আমার নাম করে' ভদ্রভট্ প্রভৃতিকে বল, অমাত্য রাক্ষসের অনুরোধে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুর পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি মলয়কেতুকে দান করলেন। অতএব তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে' এখানে ফিরে আসেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর।

চাণ।—একটু দাঁড়াও। দেখ বাপু, বিজয়পাল ও দুর্গপালকেও এই কথা বল, অমাত্য রাক্ষস মন্ত্রি-পদের শস্ত্র গ্রহণ করায় রাজা প্রীত হয়ে এই আদেশ করচেন :—শ্রেষ্ঠি চন্দনদাস আজ হ'তে রাজ্য-মধ্যে সমস্ত নগরের শ্রেষ্ঠী-পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। [প্রস্থান।

চাণ।—চন্দ্রগুপ্ত! আর যদি কোন প্রিয় বাসনা থাকে তো বল।

রাজা।—এর পর প্রিয় বাসনা আর কি থাকতে পারে?

রাক্ষসের সনে হ'ল মিত্রতা-বন্ধন,
রাজ-সিংহাসনে মোরে করিলে স্থাপন,
সমূলে নির্ম্মূল হ'ল নন্দ-রাজগণ,
অতঃপর করিবার কি আছে এখন?

চাণ।—দেখ বিজয়া! দুর্গপাল ও বিজয়পালকে বল, অমাত্য রাক্ষসকে পেয়ে প্রীত হয়ে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই আদেশ করচেন, "হস্তী অশ্ব ছাড়া আর সকলেরই বন্ধন যেন মোচন করা হয়। অথবা, এখন অমাত্য রাক্ষসকে পাওয়া গেছে, এখন হস্তী অশ্বেতেই বা কি প্রয়োজন?—এখন তবে :--

অশ্ব ও হস্তীর সহ, সবার বন্ধন আজি
হউক মোচন।
হইল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, এবে শুধু শিখাটির
হউক বন্ধন॥

(শিখা-বন্ধন)

প্রতী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর।

[প্রস্থান।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! আপনার এখন কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি, বলুন।

রাক্ষ।—এর পর আর আমার কি প্রিয় বাসনা থাকতে পারে? এতেও যদি আপনার পরিতোষ না হয়, তবে ভরত-শিষ্যের এই প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন।

স্বয়ম্ভু যেমতি পূর্ব্বে, নিজ বল-অনুরূপ
বরাহ হইয়া
জলমগ্ন ধরিত্রীরে, ধারণ করিলা নিজ
দন্ত-কোটি দিয়া,
সেইরূপ চন্দ্রগুপ্ত, রাজমূর্ত্তি ধরি', নিজ
মহাবাহু করি প্রসারণ
মিলি বন্ধু ভৃত্যসনে, ম্লেচ্ছের উৎপাত হ'তে
ধরণীরে করুন রক্ষণ।

সমাপ্ত

উত্তর-চরিত

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

উত্তর-চরিত

প্রস্তাবনা

নান্দী।

বাল্মীকি আদি গুরু
যা হ'তে ছন্দের সুরু
প্রণমিয়া তাঁর পদে এ মোর মিনতি।
যেন দেবী বাগ্‌বাদিনী
ব্রহ্ম-অংশ সনাতনী
বিতরেন আমা পরে কৃপা এক রতি॥

সূত্রধার।—বাহুল্য কথায় প্রয়োজন নাই। অদ্য ভগবান্ কাল-প্রিয়নাথের মহোৎসব। অতএব আমি সভাস্থ তাবৎ গণ্য মান্য মহোদয়দের নিবেদন করচি, আপনারা সকলে অবধান করুন। অসাধারণ কবিত্ব-গুণে বাগ্‌দেবী যাঁর কণ্ঠে নিয়ত বাস করেন, সেই শ্রীকণ্ঠপদ-উপাধিধারী, শব্দ-বিদ্যা-পরাদর্শী, জাতুকর্ণী-তনয়, কশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত মহাকবির নাম ভবভূতি।

বাগ্‌দেবী যে দ্বিজের হয়ে আজ্ঞাকারী
সতত সেবায় রত যেন বশ্যা নারী,
তাঁহারই প্রণীত এই উত্তর-চরিত
আজি এই রঙ্গভূমে হবে অভিনীত।

আমি অভিনয়ের অনুরোধে, রামচন্দ্রের সম-কালিক একজন অযোধ্যাবাসী সেজে এখানে উপস্থিত হয়েছি। (চারিদিক অবলোকন করিয়া) ওহে পুরবাসিগণ! শোনো দিকি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—রাবণ-কুলের যিনি প্রলয়-ধূমকেতু, সেই রাজা রামচন্দ্রের এই অভিষেক-সময়; এখন দেখ, আনন্দ-নান্দী চতুর্দ্দিকে দিবারাত্রি ধ্বনিত হচ্চে, তবে আজ এই সকল অজনভূমিতে নটদের গীত-বাদ্য শোনা যাচ্চে না কেন বল দিকি?

(নটের প্রবেশ)

নট।—মহারাজের অভিষেক হবে শুনে, অভি-নন্দনের জন্য, লঙ্কাসমর-সহায় যে সকল বানর ও রাক্ষস এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং দিগ্‌দিগন্ত পবিত্র করে' যে সকল ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি নানা দেশ হ'তে সমাগত হয়েছিলেন, মহারাজের নিকট তাঁরা আজ বিদায় নিয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেলেন। এঁদেরই অভ্যর্থনার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত উৎসব হচ্চিল। আবার সম্প্রতি

অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সঙ্গে মাতৃগণ
যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে গেলা জামাতৃ-ভবন।

সূত্রধার।—হাঁ, তাই বটে।

নট।—আমি বিদেশী লোক, এখানকার কাহা-কেও চিনি না, রাজ-মাতাদের জামাতা আবার কে বলুন দিকি?

সূত্রধার।—

মহারাজা দশরথ
শান্তা নামে দুহিতারে লোমপাদে করেন অর্পণ।
লোমপাদ নৃপবর
পালিতা তনয়ারূপে কন্যাটিরে করেন পালন॥

তার পর, বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে বিবাহ করেন। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিই দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। যদিও বধূমাতা জানকী এখন পূর্ণগর্ভা, তবু তাঁকে গৃহে রেখে অন্তঃপুরের গুরুজনেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য জামাতার আশ্রমে যাত্রা করেছেন। তা, সে যাই হোক্, আমাদের জাতি-ব্যবসা রাজার স্তুতিবাদ করা, তা এখন চল, সেই কাজে আমরা রাজ-দ্বারে উপস্থিত হই গে।

নট।—আচ্ছা মহাশয়, রাজার সম্বন্ধে পাঠ করা যেতে পারে, এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্তুতিবাদ-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে' দিন দিকি।

সূত্রধার।—দেখ নটবর, তোমরা কোন আশঙ্কা কোরো না।

যথারুচি কথা রচি' কোরো স্তুতিগান
লোক-বাক্যে কিছুমাত্র দিও নাকো কাণ।

দোষ-শূন্য যত কেন হোক্ না রচনা
তবু দোষদর্শী করে দোষের সূচনা।
যতই বিশুদ্ধ হোক্ স্ত্রীজন-চরিত,
তবুও দুর্জ্জন করে দোষ উদ্ভাবিত।

নট।—মশায়, দুর্জ্জন বল্লে যথেষ্ট হয় না, ওরূপ লোককে অতিদুর্জ্জন বলাই উচিত। কেননা,

এমন যে সীতাদেবী তাঁরও প্রতি লোক
কত মন্দ কথা বলি' করে দোষারোপ।
বলে—"করেছিল সীতা রক্ষো-গৃহে বাস
অগ্নিশুদ্ধি হইলেও নাহিক বিশ্বাস"॥

সূত্রধার।—এই জনরবের কথা যদি মহারাজ আবার শুন্‌তে পান, তা হ'লে মহা বিপদ উপস্থিত হবে।

নট।—দেবতা ও ঋষিগণ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করবেন—তাঁরাই এই বিপদ নিবারণ করবেন। (পরিক্রমণ করিয়া) ওহে, তোমরা বল্‌তে পার, মহারাজ এখন কোথায়? (কর্ণপাত করিয়া) ও! লোকে এই কথা বল্‌চে:—

অভিনন্দনের তরে জনক ভূপতি
কিছুদিন হেথা আসি' করেন বসতি।
উৎসব-সময় হেথা করিয়া যাপন
আজ তিনি স্বনগরে করিলা গমন।
তাই সীতাদেবী আজ অতীব বিমনা।
রাজা রামচন্দ্র তাঁরে করিতে সান্ত্বনা
ধর্ম্মাসন তেয়াগিয়া, ছাড়ি' সর্ব্বকাজ
প্রবেশিলা এইমাত্র অন্তঃপুর-মাঝ।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

(রাম ও সীতা আসীন)

রাম।—দেবি বৈদেহি! শান্ত হও। গুরুজনেরা আমাদের ছেড়ে কখনই চিরকাল থাক্‌তে পারবেন না। তবে কি না

অগ্নিহোত্রী গৃহস্থের
কত কর্ম্ম আছে দিবারাত
গৃহ ছাড়ি, থাকিলে যে
হয় তাহে বিষম ব্যাঘাত।
তাই তাঁরা হেথা হ'তে
করেছেন স্বগৃহে গমন
পাছে কোন ত্রুটি হয়
অনুষ্ঠিতে গৃহস্থ-ধরম।

সীতা।—তা জানি নাথ, তবু কি জানি কেন আত্মীয়-জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'লেই মনে কেমন একটা বিষম কষ্ট উপস্থিত হয়।

রাম।—সে কথা সত্য। এইগুলিই সংসারের মর্ম্মভেদী কষ্ট। আর এই জন্যই মনীষীরা সংসারে বিরক্ত হয়ে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে বিশ্রাম করেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—রামভদ্র! (অর্দ্ধোক্তি করিয়া সভয়ে) মহারাজ!

রাম।—(সস্মিত) দেখ, তুমি পিতার পুরাতন ভৃত্য, রামভদ্র বলে' আমাকে সম্বোধন করাই তোমার মুখে শোভা পায়। যে নামে ডাকা তোমার চির-কালের অভ্যাস, সেই নামেই তুমি আমাকে ডেকো। কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোরো না।

কঞ্চুকী।—ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র এসেছেন।

সীতা।—(কঞ্চুকীর প্রতি) আর্য্য! তবে তাঁর আস্‌তে বিলম্ব হচ্চে কেন?

রাম।—শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী।— [প্রস্থান।

(অষ্টাবক্রের প্রবেশ)

অষ্টাবক্র।—কল্যাণ হোক!

রাম।—প্রণাম করি। এইখানে বসুন।

সীতা।—প্রণাম। আমার গুরুজনেরা সকলে ভাল আছেন? আর্য্যা শান্তা ভাল আছেন?

রাম।—সোমরসপায়ী আমার ভগিনীপতি ঋষ্যশৃঙ্গ ভাল আছেন? আর্য্যা শান্তার মঙ্গল?

সীতা।—আমাদের কি তাঁর মনে পড়ে?

অষ্টাবক্র।—(উপবেশন করিয়া) হাঁ, তিনি তোমাদের সর্ব্বদাই মনে করেন।

(সীতার প্রতি) ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তাঁর নাম করে' এই কথা তোমাকে বল্‌তে আমায় আদেশ করেছেন যে,

ভগবতী বসুন্ধরা তোমার জননী,
প্রজাপতি সমান জনক তব পিতা,
যে কুলের কুলবধূ তুমি গো নন্দিনি,
সে কুলের কুলগুরু আমি ও সবিতা।

অতএব, অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করব, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও।

রাম।—অনুগৃহীত হলেম।

গৃহাশ্রমী সজ্জনের
বাক্য যায় অর্থ সাথে সাথে;
পুরাতন ঋষিদের
অর্থ ধায় বাক্যের পশ্চাতে॥

অষ্টাবক্র।—ভগবতী অরুন্ধতী, শান্তা এবং অন্যান্য দেবীগণ আপনার প্রতি বারম্বার এই আদেশ করেছেন, গর্ভাবস্থায় সীতাদেবীর মনে যে কোন অভিলাষ হবে, তৎক্ষণাৎ যেন তা পূর্ণ করা হয়।

রাম।—উনি যখনই যা বলেন, তখনি তা করা হয়।

অষ্টাবক্র।—আর দেবীর ননন্দা-পতি ঋষ্যশৃঙ্গ এই কথা এঁকে বল্‌তে বলেছেন:—"বাছা, পূর্ণগর্ভা বলেই আমি তোমাকে এখানে আনি নি। আর, বৎস রামচন্দ্রকেও তোমার চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই সেখানে রাখা গেছে। তা, কিছুদিন পরে, একেবারে পুত্র কোলে নিয়ে তুমি এইখানে আস্‌বে, আমরা দেখব।

রাম।—(সহর্ষ সলজ্জ সস্মিত) তাই হবে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আমার প্রতি কি কিছু আদেশ করেন নি?

অষ্টাবক্র।—শুনুন। তিনি আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেছেন।—

জামাতৃ-যজ্ঞেতে মোরা বদ্ধ আছি সবে,
তরুণ বালক তুমি, নব তব রাজ্য;
প্রজানুরঞ্জনে সদা তৎপর হবে,
পাবে যশ—রঘুকুল-পরম-ঐশ্বর্য্য।

রাম।—ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের আদেশ শিরোধার্য্য।

স্নেহ দয়া আত্মসুখ, এমন কি, প্রাণের সীতায়।
অক্লেশে ত্যজিতে পারি তুষিবারে সকল প্রজায়॥

সীতা।—নাথ, এই জন্যই লোকে তোমাকে রাঘব-ধুরন্ধর বলে।

রাম।—কে আছ, মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও।

অষ্টাবক্র।—(উঠিয়া পরিক্রমণ) এই যে কুমার লক্ষ্মণ আস্‌চেন।

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—আর্য্যের জয় হোক্! সেই চিত্রকর আমাদের আদেশমত এই চিত্রপটে আপনার কার্য্য-গুলি সমস্ত চিত্র করেছে—এই দেখুন।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ, কি উপায়ে সীতাদেবীর মনঃকষ্ট নিবারণ করতে হয়, তা তুমিই ভাল জান। তা, এতে কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত হয়েছে?

লক্ষ্মণ।—দেবীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম।—

পবিত্র উৎপত্তি যার
কিবা কাজ অপর পাবনে!
কে শুদ্ধ করিতে পারে
তীর্থ-জল আর হুতাশনে?

দেবি! অগ্নিপরীক্ষার কথা মনে করে' আমার প্রতি আর অপ্রসন্ন হয়ো না। হায়! আমারই অবিবেচনা-দোষে দেখ্‌ছি তোমার এই অপবাদটি যাবজ্জীবন স্থায়ী হ'তে চল্ল। দেবি, পবিত্র যজ্ঞভূমিতে তোমার উৎপত্তি, তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কি কারও সন্দেহ হ'তে পারে? তবে কি না

কুলকীর্ত্তি রক্ষা হেতু কুলমানী জন
কষ্ট হইলে-ও করে লোকানুরঞ্জন।
তারি লাগি মন্দ কথা বলেছি তোমার
তুমি তার নহ যোগ্য—ক্ষম গো আমায়।

শিরে-ই সুরভিপুষ্প রাখা স্বাভাবিক
এ কথা প্রসিদ্ধ আছে সর্ব্বলোক-মাঝে।
চরণে দলিত করা নহে কভু ঠিক্,
এ হীনতা কিছুতেই তারে নাহি সাজে॥

সীতা।—সে যা হবার, তা হয়েছে, ও কথায় আর কাজ নেই। এসো এখন চিত্রগুলি দেখা যাক্। (উত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-মণ্ডপ।

লক্ষ্মণ।—এই সেই চিত্রপট।

সীতা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) উপরে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে কে ওরা আর্য্যপুত্রকে স্তব কর্‌চে?

লক্ষ্মণ।—ওগুলি সেই মন্ত্রপূত জৃম্ভক নামে দিব্য অস্ত্র। অস্ত্রগুলি প্রথমে বিশ্বামিত্র কৃশাশ্বের কাছ থেকে পান—তার পর তিনিই আবার তাড়কা-বধের সময় আর্য্যকে প্রসাদস্বরূপ দান করেন।

রাম।—দেবি, এই দিব্যাস্ত্রগুলিকে প্রণাম কর।

ব্রহ্মা আদি পূর্ব্বগুরু বেদরক্ষাতরে
বহুকাল তপ করি' পাইলেন পরে
এই সব দিব্য অস্ত্র, তপস্তেজোময়
—তপস্যা-প্রত্যক্ষ-ফল এই সমুদয়।

সীতা।—এঁদের নমস্কার।

রাম।—দেখ দেবি, এই অস্ত্রগুলি পরে তোমার পুত্রেতে গিয়ে বর্ত্তাবে।

সীতা। অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ আর্য্যে, মিথিলা-বৃত্তান্ত এই-খানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—ও মা, তাই তো। উনি যে সময় অবলীলাক্রমে হরধনুর্ভঙ্গ করেছিলেন, এ যে সেই সময়কার চিত্র দেখছি। নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত কেমন শ্যামলবর্ণ—দেহটি কেমন সুন্দর, কোমল হৃষ্ট-পুষ্ট—আর, কাকপক্ষ থাকার দরুণ মুখের কেমন শোভা হয়েছে। আবার পিতা আর্য্যপুত্রের সৌম্য মুখশ্রী বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে দেখ্‌ছেন।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! দেখ দেখ—

বশিষ্ঠাদি কুটুম্বেরে, পিতা তব করিছেন সেবা সমুচিত।
রয়েছেন সঙ্গে তাঁর শতানন্দ ঋষি নিজ কুল-পুরোহিত॥

রাম।—এই চিত্রটি দ্রষ্টব্য বটে।

জনক রঘুর কুলে এ সম্বন্ধ কার নহে প্রিয়
দাতা ও গ্রহীতা যেথা বিশ্বামিত্র ঋষি পূজনীয়।

সীতা।—এই তোমরা চার ভাই, গোদানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা করে' বিবাহে দীক্ষিত হয়েছ। কি আশ্চর্য্য! মনে হচ্চে, যেন সেই সময়ে ও সেই স্থানে এখনই আমি উপস্থিত।

রাম।—

তাই বটে প্রিয়ে, মনে হতেছে আমার,
ফিরে যেন সে সময় আসিল আবার
যবে শতানন্দ ঋষি লয়ে পাণি তব
(কঙ্কণ-ভূষিত কিবা—সাক্ষাৎ উৎসব)
সঁপিলেন সযতনে আমার এ করে,
নিরখি প্রত্যক্ষ যেন এবে চিত্রপরে।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এইটি তোমার ছবি—এইটি আর্য্যা মাণ্ডবীর, আর এইটি বধূমাতা শ্রুতকীর্ত্তির।

সীতা।—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কে বল দিকি?

লক্ষ্মণ।—(সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া স্বগত) ও! উনি উর্ম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন। এই বেলা চিত্রের অন্য অংশ এঁদের দেখাই। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে, আর একটি চিত্র দেখ—এটিও দ্রষ্টব্য। এই ভগবান্ ভার্গব পরশুরাম।

সীতা।—উঃ! মহর্ষে, নমস্কার।

রাম।—মহর্ষে, নমস্কার।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! দেখ দেখ—আর্য্য পরশু-রামকে যুদ্ধে—(অর্দ্ধোক্তি)

রাম।—(ঈষৎ তিরস্কারের ভাবে) আঃ! আরও তো অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে।—অন্য কিছু দেখাও না ভাই।

সীতা।—(রামকে প্রীতি ও বহুমান সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া) নাথ! এই বিনয়গুণেই যেন তোমাকে আরও ভাল দেখাচ্চে।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, আমরা যখন অযোধ্যায় এলেম, তারই এই চিত্র।

রাম।—(সজল-নেত্রে) হা! সমস্ত মনে পড়চে —সমস্ত মনে পড়চে।

পিতা আছেন জীবিত, মোরা সব বিবাহিত,
লালিত-পালিত সবে মাতৃগণ-কাছে।
সেকালের কথা সব, মনে পড়ে অভিনব,
সে দিন গিয়াছে হায় সে দিন গিয়াছে॥

এই সময়ে জানকীর

অনতি-নিবিড়-সূক্ষ্ম কিবা চারু কেশ
শোভিতো ও ললাটের দুই প্রান্তদেশ।
মুকুল-দশন পাঁতি, মুগ্ধ কচি মুখ,
হেরি' মাতাদের মনে হ'ত কত সুখ,
নিরমল সুললিত জোছনার সম
মধুর শৈশব-অঙ্গে অশিক্ষ-বিভ্রম।
অপ্রাপ্ত-যৌবনা সীতা স্নেহের পুতলী
মাতৃগণ দেখিতেন হয়ে কুতূহলী।

লক্ষ্মণ।—এই মন্থরা।

রাম।—(উত্তর না দিয়া অন্যত্র দেখাইয়া)

শৃঙ্গবেরপুরে যেথা গুহসনে হয় সম্মিলন
এই সে ইঙ্গুদী-তরু সীতাদেবি কর নিরীক্ষণ।

লক্ষ্মণ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেছি, মধ্যমমাতা কৈকেয়ীর বৃত্তান্তটা আর্য্য ইচ্ছা করে'ই ছেড়ে যাচ্চেন।

সীতা।—ও মা! এই যে, ওঁদের জটাবন্ধনের চিত্র।

লক্ষ্মণ।—

বৃদ্ধকালে পুত্রে রাজ্য করি সমর্পণ
ইক্ষ্বাকুরা করিতেন অরণ্যে গমন;
কিন্তু দেখ এই ব্রত পুণ্য-আচরণ
বাল্যকালে-ই আর্য্য করিলা পালন॥

সীতা।—এই প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা ভগবতী ভাগীরথী।

রাম।—দেবি, তুমি রঘুকুলদেবতা, তোমাকে নমস্কার।

সগরের অশ্বমেধে তাঁর পুত্রগণ
অশ্ব-অন্বেষণে ধরা কোদিল যখন,
কপিলের রোষে তারা হ'ল ভস্মসাৎ।
না গণিয়া কিছুমাত্র দেহের নিপাত,
করিয়া কঠোর তপ বহুকাল ধরি,'
ভগীরথ আনিলেন তোমা হেথা পরি,
তোমার পবিত্র পুণ্য-সলিল-পরশে
পিতামহগণে তুমি উদ্ধারিলে শেষে।

তাই বলি মাতঃ, তুমিও অরুন্ধতীর ন্যায় তোমার এই পুত্রবধূ সীতার শুভানুধ্যায়িনী হও।

লক্ষ্মণ।—ভরদ্বাজ মুনি-নির্দ্দিষ্ট চিত্রকূট পর্ব্বতের পথে যমুনাতীরস্থ এই সেই শ্যামবট নামে বনস্পতি।

সীতা।—নাথ! এই স্থানটি কি তোমার স্মরণ হয়?

রাম।—প্রিয়ে, এ স্থানটি কখন কি ভুলতে পারি?

যেথা তব ক্লান্ত তনু পথশ্রমে ঈষৎ কম্পিত
গাঢ় আলিঙ্গনভরে তনু মোর করিত মর্দ্দিত;
দলিত মৃণালসম ক্ষীণ ক্লান্ত চারু অঙ্গগুলি
মম বক্ষোপরে রাখি' নিদ্রা যেতে শ্রম-কষ্ট ভুলি'।

লক্ষ্মণ।—বিন্ধ্যাটবী-প্রবেশকালে এই স্থানে সেই বিরাধ নামে রাক্ষস আমাদের পথরোধ করেছিল।

সীতা।—ও থাক্। এই দেখ, দক্ষিণারণ্যে যাবার সময় আর্য্যপুত্র তালপাতার ছাতা আমার মাথার উপর ধরে' রৌদ্র আটকাচ্চেন।

রাম।—এই দেখ

এই সেই তপোবন
পর্ব্বত-নির্ঝরিণী-তট-কিনারায়
যেথায় করেন বাস
বানপ্রস্থ মুনিগণ তরুর ছায়ায়।

গৃহস্থ সুজন যাঁরা সংসারে বৈরাগী
করেন যেথায় বাস সকল তেয়াগি'
আতিথ্য পরম ধর্ম্ম করিয়া পালন
মুষ্টিমাত্র ধান্যে প্রাণ করেন ধারণ।

লক্ষ্মণ।—

এই সেই "জনস্থান"-অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী "প্রস্রবণ" নামে পর্ব্বত। অরণ্যটি দেখ কেমন স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজিতে আচ্ছন্ন—অরণ্যের প্রান্তদেশ দিয়ে গোদাবরী নদী কলকলস্বরে প্রবাহিত হচ্চে। আর, উপরে মেঘের আবির্ভাব হওয়ায়, পর্ব্বতের নীলিমা যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে।

রাম।—প্রিয়ে

ওই গিরিশিরে সুখে ছিলাম কেমন
লক্ষ্মণের সেবাগুণে হয় কি স্মরণ?

স্মরণ হয় কি রম্য গোদাবরী-তীর ?
তার সেই নিরমল সুশীতল নীর ?
স্মরণ হয় কি,—ওই গিরি-প্রান্তদেশে
ভ্রমিতাম কিবা মোরা মনের হরিষে ?

আরও মনে আছে ?

পাশাপাশি দুই জনে করিয়া শয়ন
কপোলে কপোল লগ্ন—আনন্দিত মন
গাঢ় আলিঙ্গনদানে বাহুলতা দিয়া
সুখভরে পরস্পরে আছি জড়াইয়া
ছিন্ন ছিন্ন মৃদু মন্দ গদগদ বাণী,
কখন্ পোহায় নিশি কিছুই না জানি।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, পঞ্চবটীতে সূর্পণখা।

সীতা।—হা নাথ! এইখানেই তোমার সঙ্গে বুঝি আমার শেষ দেখা।

রাম।—কেন প্রিয়ে? আবার বিচ্ছেদের আশঙ্কা হচ্ছে না কি? ভয় নাই, এটি চিত্রমাত্র।

সীতা।—যাই হোক্, দুর্জ্জনের নাম শুন্‌লেই কেমন ভয় হয়।

রাম।—হায়! জনস্থানের সেই ঘটনাটি এখনও যেন বর্ত্তমানের মত মনে হচ্ছে।

লক্ষ্মণ।—

স্বর্ণ মায়া-মৃগ রচি' দুষ্ট রক্ষোগণ
কি বঞ্চনা আমাদের করিল তখন!
যদিও হয়েছে তার যোগ্য প্রতিশোধ
তবুও স্মরিলে এবে হয় কষ্টবোধ।
সে বিজনে আর্য্যের সে বিলাপ শুনিয়া
পাষাণ রোদন করে, ফাটে বজ্র-হিয়া।

সীতা।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) হা! দেব রঘুনন্দন, আমার জন্ম তুমি কতই ক্লেশ পেয়েছ।

লক্ষ্মণ।—(রামকে দেখিয়া—সংলব করিয়া) আর্য্য, এ কি!

যদিও শোকাশ্রু তব নেত্র হ'তে পড়ি'
ছিন্ন-হার-মুক্তাসম নহে ছড়াছড়ি,
ওষ্ঠ নাসাপুট তব হেরি' কম্পমান
হৃদয়ে আবেগ রুদ্ধ, হয় অনুমান।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ

সুতীব্র বিরহ-দুঃখ সয়েছি তখন
বৈর-প্রতিশোধ করি' হৃদয়ে ধারণ।

আবার উঠেছে জাগি যেন সে ভাবনা
হৃদি মর্ম্মব্রণ সম দিতেছে যাতনা।

সীতা।—হায়, এ কি হ'ল! আমারও যেন মনে হচ্ছে, আমি আবার পতিহীনা অনাথ হয়েছি।

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) এখন চিত্রের অন্য কোন বিষয়ে এঁদের চিত্ত আকর্ষণ করি। (চিত্র দেখিয়া প্রকাশে) মন্বন্তরের আরম্ভে যে পূজ্যপাদ গৃধ্ররাজ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর চরিত্র ও বিক্রমের কথা এইখানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—হা তাত! তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে' অপত্যস্নেহের চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছ।

রাম।—হা তাত পক্ষিরাজ কাশ্যপনন্দন! তীর্থের ন্যায় পবিত্র তোমার মত সাধু ব্যক্তি কি আর কোথাও সম্ভব?

লক্ষ্মণ।—এই সেই জনস্থানের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী দনু নামক কবন্ধের আবাস-স্থান—চিত্রকুঞ্জবন নামে দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। এর পর, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে এইটি সেই মতঙ্গ মুনির আশ্রম। এই শ্রমণা নামে সিদ্ধ-শবরীর ছবি। আর এই পম্পা নামে সরোবর।

সীতা।—এইখানে আর্য্যপুত্র ক্রোধ ধৈর্য্য সব পরিত্যাগ করে' মুক্তকণ্ঠে কেঁদেছিলেন।

রাম।—দেবি, এই সরোবরটি অতীব রমণীয়।

ক্রীড়ায় হইয়া মত্ত কলধ্বনি করে হংসকুল
পক্ষের অনিল-ভরে কম্পিত সনাল পদ্মকুল।
নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম কত স্থানে হেরি সরোবরে
যখনি একটু থামে অশ্রুবারি সেই অবসরে।

লক্ষ্মণ।—এই আর্য্য হনুমান্।

সীতা।—ইনিই কি সেই মহাত্মা মারুতি, যিনি চিরসন্তপ্ত প্রাণীদের উদ্ধার করে' মহৎ উপকারসাধন করেছিলেন?

রাম।—যাঁর বীর্য্যে উপকৃত সকল ভুবন
সেই এই মহাবাহু অঞ্জনা-নন্দন।

সীতা।—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কোন্ পর্ব্বত?—এই যেখানে, কদমগাছে ফুল ফুটে আছে—ময়ূরেরা নেচে নেচে বেড়াচ্চে। এই দেখ, উনি দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা যাচ্চেন, আর তুমি কাঁদতে কাঁদতে ওঁকে ধরে' গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ। আহা, ওঁর মুখটি মলিন হয়ে গেছে—সব গেছে, কেবল আগেকার তেজটুকুমাত্র রয়েছে।

লক্ষ্মণ।—মাল্যবান্ গিরি এই অর্জ্জুন-কুসুম সুরভিত
স্নিগ্ধ নীল নব মেঘে শৃঙ্গ যার সতত আবৃত।

রাম।—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
এ দৃশ্য যে দেখিতে পারি না আমি আর।
জানকী বিরহ-দুখ
বুঝি বা হৃদয়ে ফিরি' আসিল আবার।

লক্ষ্মণ।—এর পর, আর্য্যের, আর, এই সকল কপি-রাক্ষসদের অসংখ্য অদ্ভুত কার্য্য যা পর পর হয়েছে, সেগুলি সমস্তই চিত্রিত হয়েছে। আর্য্যা দেখ্ছি শ্রান্ত হয়েছেন—আর কাজ নেই, এইবার তবে বিশ্রাম করুন।

সীতা।—এই সব চিত্র দেখে আমার একটি সাধ গেছে—বল্ব কি?

রাম।—আজ্ঞা কর।

সীতা।—আমার ইচ্ছে করে, আবার সেই প্রশান্ত গম্ভীর বনে বেড়িয়ে বেড়াই, আর, ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র সুন্দর শীতল জলে অবগাহন করি।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ।—এই যে আমি, আজ্ঞা করুন।

রাম।—গুরুজনেরা এইমাত্র বলে' পাঠিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় সীতাদেবীর মনে যে কোন সাধ হবে, তখনি যেন তা পূর্ণ করা হয়। তা দেখ, যাতে ঝাঁকানি না লাগে, আর বেশ আরামে যাওয়া যায়, এইরূপ একটি রথ সাজিয়ে শীঘ্র আনতে বল দিকি।

সীতা।—নাথ, তুমিও সেখানে আমার সঙ্গে যাবে তো?

রাম।—কঠিন-হৃদয়ে! এও কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?

সীতা।—তা হলেই আমি সুখী হই।

লক্ষ্মণ।—যে আজ্ঞা, আমি তবে রথ প্রস্তুত করতে বলি গে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

রাম।—প্রিয়ে, এস, আমরা এই গবাক্ষের পাশে নির্জনে একটু শয়ন করি।

সীতা।—আচ্ছা, চল। আমিও শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—ঘুমে যেন আমার অঙ্গ অবশ হয়ে আস্ছে।

রাম।—প্রিয়ে! আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে' এইখানে তবে শোও।

চন্দ্রকান্ত-হার যথা কিরণ-চুম্বিত
দ্রব হয়ে বিন্দু বিন্দু হয় বিগলিত
ওই তব বাহুযুগে স্বেদবিন্দু-রেখা
সাধ্বস-শ্রমের লাগি যাইতেছে দেখা।
ওই বাহু মোর কণ্ঠে করিয়া অর্পণ
দাও প্রিয়ে শ্রান্ত দেহে নূতন জীবন।

(ঐরূপ করিলে পর সানন্দে) প্রিয়ে, এ কি!

এ সুখ না দুঃখ, কিছু না পাই ভাবিয়া,
নিদ্রায় মগন কিম্বা রয়েছি জাগিয়া!
বিষে জরজর কিম্বা মদে মাতোয়ারা
চিত্তের বিকার মোর এ কেমন ধারা?
প্রত্যেক পরশে মুগ্ধ ইন্দ্রিয়-নিচয়
ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান-হারা, ক্ষণে জ্ঞানোদয়।

সীতা।—(হাসিয়া) নাথ! আমার পরে তোমার অটল ভালবাসা। এর চেয়ে আমার আর কি সুখ হ'তে পারে?

রাম।—প্রিয়ে, তোমার এই কথাগুলিতে

জীবন-কুসুম ম্লান হয় বিকসিত
সকল ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত বিমোহিত।
কর্ণে হয় সুমধুর অমৃত-বর্ষণ
মনের ঔষধি ও যে মৃত-সঞ্জীবন।

সীতা।—নাথ! তুমি এমন মিষ্টি করে' বল্তে পার। এইবার তবে নিদ্রা যাই। (ইতস্ততঃ শয্যা অন্বেষণ)

রাম।—কি আবার অন্বেষণ করছ বল দেখি প্রিয়ে?

বিবাহের পর হ'তে যে বাহু যতনে
বনে গৃহে সর্ব্বঠাঁই, শৈশবে যৌবনে,
উপধান হইয়াছে শয়নে তোমার
সেই বাহু-পরে মাথা রাখো গো আবার।

সীতা।—(শয়ন করিয়া) তাই বটে নাথ, তাই বটে। (নিদ্রিতা)

রাম।—আমার প্রিয়বাদিনী কি বক্ষঃস্থলেই নিদ্রিতা হলেন।

(সস্নেহে অবলোকন)

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর
নয়নের অমৃত-অঞ্জন

ও-অঙ্গ-পরশে গাত্রে
মাখা হয় শীতল চন্দন,
ওই বাহু কণ্ঠে মোর
মুক্তাহার-মসৃণ-শীতল,
প্রিয়ার যা সবই প্রিয়
অসহ্য সে বিরহ কেবল।

প্রতীহারী।—মহারাজ! সে এসেছে।

রাম।—কে এসেছে?

প্রতীহারী।—মহারাজের আসন্ন-পরিচারক দুর্ম্মুখ।

রাম।—(স্বগত) আমি অন্তঃপুরচারী দুর্ম্মুখকে পাঠিয়েছিলেম যে, সে গ্রাম ও নগরবাসীদের মনের ভাব গুপ্তভাবে সব জেনে আসে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাকে আসতে বল।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ।—(স্বগত) হা! সীতা দেবীর এই অচিন্তনীয় লোকাপবাদের কথা কিরূপে মহারাজের সম্মুখে বলি। না বলেই বা কি করি, এ অভাগার কাজই তো এই।

সীতা।—(স্বপ্নে রোদন করিয়া) হা নাথ! সৌম্য! কোথায় তুমি?

রাম।—আহা! চিত্রগুলি দেখে উৎকট বিরহ-ভাবনায় দেবীর মন স্বপ্নাবস্থাতেও উদ্বিগ্ন হয়েছে। (সস্নেহে হাত বুলাইয়া)

সুখে দুঃখে সমরূপ
অনুকূল সর্ব্ব অবস্থায়
হৃদয়-বিশ্রাম-স্থল
জরাতেও যা নাহি শুকায়
কালক্রমে রূপ-মোহ
আবরণ হইয়া বিগত
রূপটুকু মরি' যাহা
স্নেহ-সারে হয় পরিণত
সেই সে পবিত্র প্রেম
পুণ্য-বলে কদাচ কখন
বহু সজ্জনের মাঝে
কারও ভাগ্যে হয় সংঘটন।

দুর্ম্মুখ।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয়

রাম।—কি জান্‌তে পেরেছ, বল।

দুর্ম্মুখ।—সকলেই আপনার স্তুতিবাদ করে, আর এই কথা বলে যে, রামচন্দ্রকে পেয়ে আমরা দশরথকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছি।

রাম।—এ তো গেল প্রশংসার কথা। দোষের কথা যদি কিছু শুনে থাকো তো বল, তা হ'লে তার প্রতীকার করা যায়।

দুর্ম্মুখ।—(সাশ্রু-লোচনে) শুনুন মহারাজ! (কাণে কাণে) এই—

রাম।—কি প্রচণ্ড বজ্রাঘাত! (মূর্চ্ছা)

দুর্ম্মুখ।—মহারাজ! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!

রাম।—(চেতনা পাইয়া)

ধিক্ ধিক্! পরগৃহ-বাস-দোষ সীতা-আচরিত
অলৌকিক উপায়ে তা লঙ্কাদ্বীপে হইল খণ্ডিত।
দৈব-দুর্ব্বিপাকবশে সে কলঙ্ক দেখি যে আবার
কুক্কুরের বিষ সম সর্ব্বত্র হইল সঞ্চার।

হতভাগ্য আমি এ অবস্থায় কি করি? (চিন্তা করিয়া করুণভাবে) এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

সজ্জনের ব্রত এই
করিবেক কায়মনে লোকানুরঞ্জন।
প্রাণ-পুত্রে বিসর্জ্জিয়া
পিতা মোর সেই ব্রত করিলা পালন॥

আবার সম্প্রতি ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও এইরূপ আদেশ করেছিলেন।

সূর্য্যবংশ-নৃপতিরা যেই কুল করেন উজ্জ্বল
তাঁদের চরিত্র কিবা সাধু শুদ্ধ পবিত্র নির্ম্মল!
জনমিয়া সেই কুলে যদি তাহে কলঙ্ক পরশে
ধিক্ এ জীবনে মোর, ধিক্ মোর কুলমান-যশে।

হা দেবি! যজ্ঞভূমিতে তোমার জন্ম—তোমার জন্মগ্রহণে বসুন্ধরা পবিত্র হয়েছেন। নিমিজনক-কুলের তুমি যে আনন্দদায়িনী, অগ্নি-বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর ন্যায় তুমি যে শুদ্ধশীলা। প্রিয়ে! তুমি যে রামময়-প্রাণ—তুমি যে আমার বনবাসের চিরসহচরী—হা মধুর-মিতভাষিণি! তোমার কি শেষে এই পরিণাম হ'ল?

জগৎ পবিত্র হ'ল তোমারি কারণে
তোমারে-ই অপবিত্র বলে প্রজাজনে।
জগৎ সনাথ হ'ল শুধু তোমা জন্য
তুমি-ই অনাথা সম এবে গো বিপন্ন?

(দুর্ম্মুখের প্রতি) লক্ষ্মণকে বল গে, তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আদেশ করচেন—(কাণে কাণে) এই…এই…

দুর্ম্মুখ।—দেবীর তো অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে—তাতে আবার তিনি এখন অন্তঃসত্ত্বা—পবিত্র রঘুকুল-সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন—এই অবস্থায় কি প্রকারে তাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন মহারাজ?

রাম।—

ক্ষান্ত হও দুরমুখ, ও কথা বোলো না
পৌরজনে বৃথা দোষ দিও না দিও না।
শ্রদ্ধেয় তাদের কাছে ইক্ষ্বাকুর কুল,
অবশ্য আছে গো কিছু বলিবার মূল।
অগ্নি-শুদ্ধি দূরদেশে হয় সংঘটন,
কে তাহা প্রত্যয় যাবে বল তো এখন?

দুর্ম্মুখ।—হা দেবি! [প্রস্থান।

রাম।—হা! কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের ন্যায় কি ঘৃণিত জঘন্য কাজেই আমি প্রবৃত্ত হয়েছি।

শৈশব হইতে যারে করেছি পোষণ
সৌহার্দ্দ্যে অভিন্ন যার হৃদি প্রাণ মন
সেই সে প্রিয়ারে আমি করিয়া ছলনা
কেমনে মৃত্যুর মুখে পাঠাই বল না।
গৃহেতে পুষিয়া পাখী সৌনিক যেমন
অবশেষে প্রাণ তার করে গো হরণ।

আমি বিনা কারণে দেবীকে অপরাধিনী করচি—আমার মত অস্পৃশ্য পাতকী আর কে আছে? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে!

ত্যজ মোরে, আমি প্রিয়ে চণ্ডাল নির্দ্দয়
চন্দনের ভ্রমে তুমি বিষদ্রুম করেছ আশ্রয়॥

(উঠিয়া)

হায়! এখন জীব-লোক উচ্ছিন্ন হ'ল। রামের জীবনে আর কি প্রয়োজন? জীর্ণ অরণ্যের মত এই জগৎ শূন্যময়—সংসার অসার! শরীর ধারণ করে কেবলি কষ্ট। হা! আমি নিরাশ্রয়। এখন কি করি? আমার গতি কি হবে? অথবা

দুঃখ-ভোগ তরে শুধু
রাম-দেহে হইয়াছে চৈতন্য-বিধান।
নতুবা হইবে কেন
বজ্রের বাঁধনে বাঁধা এ কঠিন প্রাণ।

হা মাতঃ অরুন্ধতি! ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! ভগবন্ অগ্নি! নিখিল-ভূতধাত্রী ভগবতী বসুন্ধরে! হা পিতঃ!—তাত জনক!—মাতৃগণ! পরোপকারী লঙ্কাপতি বিভীষণ! প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! সৌম্য হনুমান্! সখি ত্রিজটে! আজ হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। অথবা

কৃতঘ্ন দুরাত্মা আমি, কেমনে এখন
মহাত্মাগণের নাম করি উচ্চারণ?
পাপ-মুখে নামগুলি হ'লে উচ্চারিত
পাপের পরশে তাহা হবে কলঙ্কিত।

আহা!

বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়া নিদ্রাগতা মম বক্ষোপরে
স্বপ্নান্তে কাঁপে দেহ—সুমন্থরা পূর্ণ-গর্ভ-ভরে।
গৃহলক্ষ্মী, গৃহশোভা—গৃহিণী সঙ্গিনী সুখে দুখে
নিষ্ঠুর হইয়া এঁরে ফেলিতেছি রাক্ষসের মুখে।

(সীতার পাদদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া) দেবি! দেবি! রামের মাথায় তোমার পদ-পঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হ'ল! (রোদন)

(নেপথ্যে)—

ব্রাহ্মণদের রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাম।—কে আছ? জেনে এসো তো কি হয়েছে।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার।)

যমুনার তীর-বাসী উগ্রতপা মহা ঋষিগণ
লবণ-রাক্ষস-ভয়ে রাজ-দ্বারে লইছে শরণ।

রাম।—আঃ! কি উৎপাত! আজও রাক্ষসের ভয়? আচ্ছা, দুরাত্মা কুম্ভীনসী-পুত্র লবণকে বধ করবার জন্য শত্রুঘ্নকে এখনই পাঠাচ্ছি। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া)

হা দেবি! এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করবে? ভগবতি বসুন্ধরে! তুমিই তোমার গুণবতী দুহিতার রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

জনক ও রঘুবংশ
উভয় কুলের যিনি কল্যাণদায়িনী

পুণ্যশীলা সে সীতার
পুণ্য দেব-যজ্ঞভূমে—তুমিই প্রসবিনী।

[রামের প্রস্থান।

সীতা।—হা সৌম্য! নাথ! কোথায় তুমি? (সহসা উঠিয়া) হা ধিক্! আমি দুঃস্বপ্নে প্রতারিত হয়ে ওঁকে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছিলাম? (অবলোকন করিয়া) এ কি! উনি আমাকে নিদ্রাবস্থায় একাকিনী রেখে চ'লে গেছেন? তা, এখন আর কি করব। আচ্ছা, ওঁর উপর রাগ করব। তবে ওঁকে দেখে রাগ করে' থাক্‌তে পারলে হয়। কে আছ ওখানে?

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)।

দুর্ম্মুখ।—দেবি! কুমার লক্ষ্মণ বল্‌চেন, রথ সজ্জিত, আপনি এখন আরোহণ করতে পারেন।

সীতা।—আচ্ছা, এখনি আমি রথে গিয়ে উঠ্‌চি (উত্থান করিয়া) আমার গর্ভ-ভার যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌চে—একটু আস্তে আস্তে যাই।

দুর্ম্মুখ।—এই দিক্ দিয়ে দেবি, এই দিক্ দিয়ে।

সীতা।—তপোধনদের নমস্কার! রঘুকুল-দেবতাদের নমস্কার! আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম! সকল গুরুজনদের নমস্কার!

চিত্রদর্শন নামক প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—জনস্থান-অরণ্য।

(বিষ্কম্ভক)

নেপথ্যে।—স্বাগত তপোধনে!

(পথিক-বেশধারিণী তাপসীর প্রবেশ)

তাপসী।—এযে দেখ্‌ছি বনদেবতা ফল-পুষ্প-পল্লবে আমাকে অর্ঘ্য-উপহার দিতে আস্‌চেন।

(বনদেবতার প্রবেশ)

বন।—(অর্ঘ্য বিকীর্ণ করিয়া)

যথেচ্ছা করহ ভোগ
তোমাদেরি তরে এই সমুদায় বন।
সুপ্রভাত মম আজি
সাধুসঙ্গ বহু পুণ্যে হয় সঙ্ঘটন।
তরুচ্ছায়া, জলরাশি,
ফল-মূল যাহা-কিছু তাপসের যোগ্য
আছে খাদ্য উপাদেয়
তোমাদেরি স্বেচ্ছাধীন, তোমাদেরি ভোগ্য।

তাপসী।—আহা! এঁর কথাগুলি কেমন মধুর!

সাধুজন-ব্যবহার সুমধুর অতি
বাক্য বিনম্র-কোমল,
স্বভাবত তাঁদের কল্যাণময়ী মতি
স্নেহ-প্রণয় বিমল।
প্রথমে যে ব্যবহার চরমেও তাই
নাহি ভাব-বিপর্য্যয়।
অলোক-চরিত্র, শুদ্ধ, কপটতা নাই,
সতে সরবল ভয়।

বন।—আপনি কে, জান্‌তে ইচ্ছা করি।

তাপসী।—আমি আত্রেয়ী।

বন।—আর্য্যে আত্রেয়ি! কোথা হ'তে এখানে শুভাগমন হয়েছে?—কি জন্যই বা আপনি দণ্ডকারণ্যে একাকিনী ভ্রমণ করচেন?

আত্রেয়ী।—

শুনিয়াছি সামবেদী অগস্ত্য প্রভৃতি
অনেক মহর্ষি হেথা করেন বসতি।
শিখিতে বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদের ঠাঁই,
বাল্মীকি-আশ্রম হ'তে আসিয়াছি তাই।

বন।—যখন অপরাপর অসংখ্য মুনি সমগ্র বেদ আয়ত্ত অধ্যয়ন করবার জন্য সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী প্রচেতা-পুত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকটেই উপস্থিত হন, তখন সে স্থান ছেড়ে দীর্ঘকাল এ প্রবাসে থাক্‌বার আপনার প্রয়াস কেন বলুন দিকি?

আত্রেয়ী।—সে স্থানে অধ্যয়নের বড়ই ব্যাঘাত হচ্চে, তাই এই দীর্ঘ প্রবাস স্বীকৃত হয়েছি।

বন।—কিরূপ ব্যাঘাত?

আত্রেয়ী।—কোন এক দেবতা, মহর্ষির নিকট দুইটি অপূর্ব্ব বালক এনে উপস্থিত করেছেন। তারা এরূপ শিশু যে, কেবল মাতৃস্তন্য সদ্য ত্যাগ করেছে মাত্র। তাদের দেখ্‌লে—শুধু ঋষি নয়—সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের চিত্ত-বৃত্তি স্নেহ-রসে আর্দ্র হয়।

বন।—তাদের নাম কি আপনার জানা আছে?

আত্রেয়ী।—সেই দেবতা স্বয়ং তাদের "কুশ" ও "লব" এই নাম রেখেছেন। আর, এর মধ্যেই তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে।

বন।—কিরূপ ক্ষমতা?

আত্রেয়ী।—জন্ম হতেই তারা সমস্ত জৃম্ভক-অস্ত্রে সিদ্ধহস্ত।

বন।—তাই তো! ভারি আশ্চর্য্য!

আত্রেয়ী।—আর, ভগবান্ বাল্মীকি, ধাত্রীকর্ম্ম হ'তে আরম্ভ করে', তাদের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই নিজ হস্তে সমাধা করেছেন। তাদের চূড়াকরণ হয়ে গেলে, বেদ ব্যতীত আর সমুদয় বিদ্যাই তিনি যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়েছেন। তার পর, গর্ভ হ'তে গণনা করে' এগারো বৎসর বয়সে তিনটি বেদই তাদের পড়িয়েছেন। আর, তারা এরূপ তীক্ষবুদ্ধি ও মেধাবী যে, তাদের সঙ্গে এখন একত্র পাঠ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সুবোধ অবোধ উভয়ে করেন গুরু বিদ্যা দান
ধীশক্তির ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে নহেন ক্ষমবান।
উভয়ের মাঝে শেষে ফলভেদ দেখা দেয় আসি'
স্বচ্ছমণি ছায়া ধরে—নাহি ধরে মৃৎপিণ্ড-রাশি।

বন।—অধ্যয়নের এইমাত্র বাধা?

আত্রেয়ী।—আরও আছে।

বন।—আর কি বাধা?

আত্রেয়ী।—সেই ব্রহ্মর্ষি একদিন মধ্যাহ্নকালে তমসা নদীতে গিয়ে দেখলেন যে, একজন ব্যাধ, এক যোড়া বক-মিথুনের মধ্যে একটিকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করেছে। দেখ্‌বামাত্রেই অনুষ্টুপ্ ছন্দে গাঁথা এই নিষ্ঠোর শ্লোকটি তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্॥"
রে নিষাদ! পাবি না প্রতিষ্ঠা তুই শাশ্বত বৎসর
কামার্ত্ত মিথুন-ক্রৌঞ্চ—একটিরে বধিলি বর্ব্বর।

বন।—কি আশ্চর্য্য! এই ছন্দটি একেবারে নূতন। বেদের ছন্দ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আত্রেয়ী।—তার পর, ভগবান্ ভূতভাবন ব্রহ্মা বাল্মীকির মুখ হ'তে শব্দব্রহ্মের নূতন আবির্ভাব হয়েছে জান্‌তে পেরে, একদিন স্বয়ং তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন—"মহর্ষে! শব্দ-ব্রহ্ম-বিষয়ে তোমার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। অতএব তুমি এখন রামচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখ্‌তে আরম্ভ কর। আর, এখন থেকে তোমার জ্ঞানচক্ষু অলৌকিক প্রতিভা-বলে অব্যাহত-জ্যোতি হবে এবং তুমি জগতে আদিকবি বলে' বিখ্যাত হবে।" এই বলে' তিনি তখনই অন্তর্হিত হলেন। পরে, ভগবান্ বাল্মীকি মানব-মণ্ডলীর মধ্যে শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ অনুষ্টুপ্‌ছন্দোময় রামায়ণ ইতিহাসের সেই প্রথম সৃষ্টি করলেন।

বন।—অহো! সেই অবধিই জগতে পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব।

আত্রেয়ী।—মহর্ষি এখন রামায়ণ-রচনায় নিযুক্ত। সে জন্যও আমাদের অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়েছে।

বন।—হাঁ, তা হওয়া সম্ভব বটে।

আত্রেয়ী।—আমার শ্রান্তি দূর হয়েছে, এখন অনুগ্রহ করে' অগস্ত্যাশ্রমে যাবার পথটা আমাকে বলে' দিন।

বন।—এখান থেকে বেরিয়ে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করে' তার পর বরাবর এই গোদাবরীর তীর দিয়ে গমন করুন।

আত্রেয়ী।—(সাশ্রুলোচনে) হায়! এই কি সেই তপোবন?—এই কি সেই গোদাবরী নদী? এই কি সেই প্রস্রবণ পর্ব্বত?—আর, আপনিই কি সেই জনস্থানের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বাসন্তী?

বাসন্তী।—হাঁ ভগবতি!

আত্রেয়ী।—বৎসে জানকি!

এই সেই অতি প্রিয় তব বন্ধুগণ,
প্রসঙ্গে যাঁদের নাম করিনু এখন।
যদিও তোমারও এবে নামমাত্র-সার,
তবুও প্রত্যক্ষ যেন হেরি গো আমার।

বাসন্তী।—(সভয়ে স্বগত)—নামমাত্র-সার বল্লেন কেন? (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! সীতার কি কিছু অমঙ্গল ঘটেছে?

আত্রেয়ী।—কেবল অমঙ্গল নয়—অপবাদও হয়েছে। (কাণে কাণে) এই…এই—

বাসন্তী।—ওহো হো! কি দারুণ দৈবনির্ব্বন্ধ! (মূর্চ্ছা)

আত্রেয়ী।—ভদ্রে! শান্ত হও! শান্ত হও!

বাসন্তী।—হা প্রিয়সখি! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এই জন্যই কি পিতাজী তোমাকে নির্ব্বাসন করেছিলেন? রামভদ্র! [illegible]।—আমায় [illegible]

ধরে কি হবে? আর্য্যে আত্রেয়ি! লক্ষ্মণ সীতা-দেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করে' আসার পর, তাঁর কি দশা হ'ল, সে সংবাদ কি কেউ জানে?

আত্রেয়ী।—কেউ জানে না—কেউ জানে না।

বাসন্তী।—হা! কি কষ্ট! যে কুলে অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেবের অধিষ্ঠান, সেই রঘুকুলে এরূপ ঘটনা কি প্রকারে হ'ল? বৃদ্ধা রাজমহিষীরা জীবিত থাক্‌তেই বা এই সব কাণ্ড কিরূপে ঘটিল?

আত্রেয়ী।—তখন গুরুজনেরা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ছিলেন। এখন মহর্ষি সেই দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞ সমাপন করে' সমুচিত অভ্যর্থনার পর তাঁদের বিদায় দিয়েছেন। বিদায়ের সময় অরুন্ধতী বল্লেন:—"আমি বধূহীনা হয়ে অযোধ্যায় আর ফিরে যাব না"—রামের মাতৃগণও তাঁর কথায় অনুমোদন করলেন। অবশেষে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বল্লেন, "এসো আমরা তবে বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে বাস করি।"

বাসন্তী।—রাজা রামচন্দ্র এখন কি করচেন?

আত্রেয়ী।—তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

বাসন্তী।—হা ধিক্! তবে বিবাহও করেছেন দেখ্‌ছি।

আত্রেয়ী।—শিব শিব! তা যেন না ঘটে।

বাসন্তী।—যজ্ঞে তবে সহধর্ম্মিণী কে হ'ল?

আত্রেয়ী।—সীতার স্বর্ণ-প্রতিমা।

বাসন্তী।—কি আশ্চর্য্য!

বজ্র হ'তে সুকঠোর
　　পুষ্প হ'তে আরও সুকুমার
মহাত্মাজনের মন
　　আমাদের বুঝে ওঠা ভার।

আত্রেয়ী।—তার পর, কুলপুরোহিত বামদেব, যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে মন্ত্রপূত করে' পৃথিবীপর্য্যটনের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আর, পাছে কোন ব্যক্তি তার গতিরোধ করে, এই জন্য শাস্ত্রানুসারে তার রক্ষক স্বরূপও নিযুক্ত হয়েছে। আর, লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাদের অধ্যক্ষ হয়ে চতুরঙ্গিণী সেনা ও নানা প্রকার দিব্য অস্ত্র নিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেছেন।

বাসন্তী।—(সজল-নেত্রে, স্নেহ ও কৌতুকের সহিত) কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র! ও মা, কি হবে! আশ্চর্য্য, আমি এখনও বেঁচে আছি!

আত্রেয়ী।—ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, তাঁর মৃতপুত্রকে রাজদ্বারে রেখে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করতে করতে রাজার শরণাপন্ন হলেন। তার পর, দয়াময় রাম "রাজার নিজ দোষ ভিন্ন প্রজার অকালমৃত্যু হ'তে পারে না," এই কথা বলে' আপনার দোষের অনুসন্ধান করচেন, এমন সময়ে সহসা এই দৈববাণী হ'ল:—

শম্বুক নামেতে শূদ্র
　　হেথা তপ করিছে গোপনে।
বধ্য সে, তাহারে বধি'
　　রাম তুমি বাঁচাও ব্রাহ্মণে॥

এই কথা শোন্‌বামাত্র মহারাজ রামচন্দ্র, শূদ্র-মুনিকে বধ করবেন বলে' পুষ্পক রথে চড়ে' খড়্গহস্তে সেই অবধি দিগ্‌বিদিক্ অন্বেষণ করে' বেড়াচ্ছেন।

বাসন্তী।—শম্বুক নামে একজন ধূমপায়ী শূদ্র এই জনস্থানেই তপস্যা করেন বটে। তবে, বোধ হয়, রামভদ্রের শুভাগমনে এই বন অলঙ্কৃত হবে।

আত্রেয়ী।—ভদ্রে, এখন তবে বিদায় হই।

বাসন্তী।—আচ্ছা আসুন। কিন্তু এখন মধ্যাহ্ন-কাল—রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ। এই দেখুন:—

পক্ষীর আবাস-তরু তীরে শত শত
কুক্কুট কপোত নীড়ে কূজিতেছে কত।
তরুকাণ্ডে কণ্ডূবশে করী গণ্ড ঘসে
নাড়া পেয়ে মধুযুক্ত পুষ্পরাশি খসে।
মনে হয় যেন ওই তরু অগণনা
পুষ্প দিয়া নদীটিরে করিছে অর্চ্চনা।
ছায়াতলে বক পাখী আহারেতে রত
খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাটি কীট ধরে কত।
লুকাইলে কীট তরু-ত্বকের গভীরে
চঞ্চু দিয়া টানি' পুনঃ আনয়ে বাহিরে।

ইতি বিষ্কম্ভক।

——

(পুষ্পক-রথে উদ্যত-খড়্গ ধারী রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম।—

ওরে রে দক্ষিণ বাহু! শিশু-দ্বিজ বাঁচাবার তরে
প্রহার কর্ না খড়্গ শূদ্রমুনি শম্বুকের শিরে।
রামের কঠোর দেহে অবস্থিত তুই তো রে অঙ্গ
কেন এ বিলম্ব তবে, এই সেরা কার্য্য [illegible]

অক্লেশে পাঠালি বনে গর্ভবতী দুখিনী সীতায়
কোথায় তোর দয়ামায়া—বল্ তোর
করুণা কোথায়?

(কথঞ্চিৎ খড়্গ প্রহার করিয়া) এইবার রামের মতনই কার্য্য করলেম। কৈ?—সেই ব্রাহ্মণ-শিশু কি পুনর্জ্জীবিত হ'ল?

(দিব্যপুরুষের প্রবেশ)

দিব্যপুরুষ।—দেবের জয়জয়কার হোক্!
যম-হস্ত হ'তে তুমি করি' পরিত্রাণ
বাঁচাইলে পুন এই শিশুটির প্রাণ।
বধিয়া আমারে শাপ করিলে মোচন
পূর্ব্ব-দেহ তাই আমি করেছি ধারণ।
'যমভয়নাশী তুমি, দণ্ডের বিধাতা,
শম্বুক, চরণে তব নত করে মাথা।
শিশুটির প্রাণ দিলে, ঋদ্ধি দিলে মোরে
মরিলেও সাধুহস্তে যায় পাপী তরে'।

রাম।—এখন তোমার কঠোর তপস্যার ফল-ভোগ কর।
যথা রাজে ভূমানন্দ যোগানন্দ পুণ্য-সমুত্থিত
সেই প্রব তেজোময় ব্রহ্মলোকে হও অবস্থিত।

শম্বুক।—আপনার শ্রীচরণপ্রসাদেই আমার এই দিব্য-মহিমা লাভ হয়েছে, আমার তপস্যার গুণে নয়। তবে, তপস্যাতেও বোধ করি কতকটা উপকার হয়ে থাক্‌বে। কেননা
জগতের স্বামী তুমি, সবার শরণ্য
তব অন্বেষণে, দেব! লোকে হয় ধন্য,
সেই তুমি অতিক্রমি' শতেক যোজন
আসিলে করিতে হেথা মম অন্বেষণ।
তপস্যার ফল যদি ইহা নাহি হবে
দণ্ডকে অযোধ্যা হ'তে আসা কি সম্ভবে?

রাম।—এই অরণ্যের নাম কি দণ্ডক? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ যে দেখ্‌ছি :—
কোথা-ও বা স্নিগ্ধ শ্যাম কোথা-ও বা রুক্ষ ভয়ঙ্কর
স্থানে স্থানে শৈল হ'তে ঝর ঝর ঝরিছে নির্ঝর।
অপরূপ তীর্থাশ্রম, গিরিনদী-কান্তার-সঙ্কুল
পরিচিত স্থান এই, দণ্ডক-অরণ্য, নাহি ভুল।

শম্বুক।—হাঁ, এ দণ্ডকারণ্যই বটে। আপনি এখানে যখন বাস করেছিলেন, তখন আপনি বধিলা রাক্ষস "খর" "ত্রিশিরা" "দূষণ"
আরো রক্ষ শত শত ভীম-দরশন।
সেই অবধি তপস্যার সিদ্ধি-ক্ষেত্র এই জনস্থান এরূপ হয়েছে যে, আমার মত ভীরু ব্যক্তিরাও এখন এখানে অকুতোভয়ে বিচরণ করে।

রাম।—এ তবে শুধু দণ্ডকারণ্য নয়—এ স্থানটির বিশেষ নাম বুঝি "জনস্থান"?

শম্বুক।—আজ্ঞে হাঁ। প্রাণিমাত্রেরই লোমহর্ষণ, উন্মত্ত-প্রচণ্ড-শ্বাপদসঙ্কুল, গিরি-গহ্বর-সমন্বিত এই যে বনগুলি দেখ্‌ছেন, এইগুলি জনস্থানের প্রান্তবর্ত্তী বিস্তীর্ণ অরণ্য-প্রদেশ—এই স্থান হ'তে অরণ্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এই দেখুন—
নিঃশব্দ নিস্পন্দ হেথা,
হোথা হিংস্র পশুর গর্জ্জন।
ঘোর-শ্বাসী সুপ্ত সর্প
শ্বাসে করে অগ্নি উদ্গিরণ।
ভূগর্ত্তে স্বল্প জল,
কৃকলাস তৃষিত পরাণ,
অজাগর-গাত্রস্রাবী
ঘর্ম্মবারি করে সদা পান।

রাম।—দেখিতেছি জনস্থান—ভূতপূর্ব্ব খরের আলয়,
পূরব-বৃত্তান্ত সব মনে যেন প্রত্যক্ষ উদয়।
(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়া আমার, বনবাস বড়ই ভালবাস্‌তেন। তাঁরই এই সাধের অরণ্য। উঃ! এর চেয়ে ভয়ানক আর কি হ'তে পারে! (সাশ্রুলোচনে)
"মধুগন্ধ-পূর্ণ বনে নাথ সনে করিব বসতি"
এতেই আনন্দ তাঁর—অনুরাগ এত আমা প্রতি।
কিছু নাহি করিলেও, সঙ্গ-সুখে দুখের মোচন,
কি সামগ্রী সেই তার যে যাহার নিজ প্রিয়জন।

শম্বুক।—তবে আর এই দুর্দ্ধর্ষ দক্ষিণারণ্যের কথায় কাজ নেই। এখন এই মদকল-ময়ূর-কণ্ঠ-সদৃশ কোমল-কান্তি সুনীল-পর্ব্বত-সমাকীর্ণ ঘনঘোর শ্যামল-ছায় তরুণ-তরু-মণ্ডিত, মৃগযূথ-সমন্বিত জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী এই গভীর অরণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।
যেজন্যে হরষে হেথা
বসে পক্ষী উড়িয়া উড়িয়া,
মাড়া পেয়ে করে খুশ
চারিদিক্ গন্ধে আমোদিয়া।

বিমল শীতল স্বচ্ছ
জলাশয় আছে অবিচ্ছিন্ন,
শ্যামকুঞ্জে পক্ক জম্বু
টুপটাপ্ হতেছে স্খলিত।
গিরিনদী-নির্ঝরিণী
নিনাদিয়া ঝর ঝর স্বরে
অরণ্যের মধ্য দিয়া
বহিতেছে মহাবেগভরে।

আরও দেখুন :—

গিরিগুহা-অভ্যন্তরে
অবস্থিত ভল্লুক তরুণ
তাহাদের ফুৎকারেতে
গরজন বাড়িছে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
শাখাগ্রন্থি পড়ি' আছে কত
ক্ষীর ঝরি, গন্ধ তার
বায়ু-ভরে চরে ইতস্তত।

রাম।—(বাষ্প-স্তম্ভিত স্বরে) ভদ্র! তোমার পথ-সকল নির্ব্বিঘ্ন হোক্। আর তুমি, পুণ্যলোক হ'তে দেবযান লাভ করে' শীঘ্র তোমার গম্য স্থানে গমন কর।

শম্বুক।—দেব! আমি প্রথমে পুরাতন ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে', পরে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করব।

[শম্বুকের প্রস্থান।

রাম।—এই সেই বন যেথা
বহু দিন করি বাস সীতাদেবী সনে,
বানপ্রস্থ গৃহী হয়ে
স্বধর্ম পালিনু দোঁহে থাকিয়া বিজনে।
সংসারী জনের সুখ
সে সকলও যেথায় মোরা করিনু সম্ভোগ,
এবে কি না সীতা বিনা
সেই বনে আসিলাম করিয়া উদ্যোগ।
এই বটে সেই বন যথা গিরি পরে
ময়ূর-ময়ূরী সদা কেকারব করে।
এই সেই বনস্থলী যথা মৃগগণ
[illegible] বিচরণ।
এই সেই [illegible] নদীকূল,
[illegible]

যেথা স্রোতে থারে থারে তটের উপর,
বেতস-লতিকা-কুঞ্জ অতি মনোহর।
মেঘমালা-সব ছুঁয়ে
ওই সেই "প্রস্রবণ"-গিরি
ধৌত করি' পাদ যার
গোদাবরী বহে ধীরি ধীরি।
জটায়ু করিত বাস
অতি উচ্চ শিখর-উপরে
নীচেতে কুটীর বাঁধি'
ছিনু মোরা বহুকাল ধরে'।
রম্য বন-ভূমি-মাঝে
শ্যামকান্তি তরুবর-কায়া,
গোদাবরী-স্বচ্ছ-জলে
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব-ছায়া।
নানা পক্ষী বৃক্ষে বসি'
করিতেছে মধুর কূজন,
তাহাদের কলনাদে
মুখরিত অরণ্য বিজন।

এইখানেই সেই পঞ্চবটী—যেখানে আমরা বহুকাল বাস করেছিলেম। এখানে আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিহার করতেম। এই চির-পরিচিত স্থানগুলি এখনও যেন তার সাক্ষি-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। আবার, প্রেয়সীর প্রিয়সখী বাসন্তীও এখানে আছেন। কিন্তু হায়, হতভাগ্য রামের আজ কি শোচনীয় অবস্থা! এখন

বহুকাল পরে পুন
তীব্রতর পূর্ব্ব-বিষরস
নব বেগে সঞ্চারিয়া
সর্ব্ব-অঙ্গ করিছে অবশ।
তীক্ষ্ণধার শল্যখণ্ড
বিদ্ধ করি' এ মোর হৃদয়
সবেগে করিছে যেন
ছুটাছুটি সর্ব্ব-দেহময়।
রুদ্ধ-মুখ মর্ম্ম-ব্রণ
ফুটিয়া আবার দেখা দেয়,
ঘনীভূত শোক মোরে
বিমোহিছে মূঢ়ের প্রায়।

যা হোক্, এখন সেই পূর্ব্ব-পরিচিত চির-[illegible]

অহো! তুমি-গিরিমেণের কিছুই স্থিরতা নাই! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

পূর্ব্বে যেথা ছিল স্রোত
সেথা শোভে নদী-তট আজি,
বিরল, নিবিড় এবে ;
নিবিড়, বিরল তরুরাজি।
বহু দিন পরে হেরি'
অন্য বন বলি' ভ্রম হয়,
শৈলের সংস্থানে শুধু
দূরে হয় মনের সংশয়।

হায়! যাই-যাই মনে করেও, পঞ্চবটীর স্নেহের আকর্ষণে যেতে পারচিনে। (সকরুণভাবে)

যে স্থানে তব সনে
একসঙ্গে করেছি যাপন,
গৃহে ফিরি' যার কথা
কহিতাম সদা-সর্ব্বক্ষণ,
সেই পঞ্চবটীবনে
তোমা-ছাড়া পশিব কেমনে,
কেমনে বা ফিরে যাই
তাহারে না হেরিয়া নয়নে।

(শম্বুকের পুনঃ প্রবেশ)

শম্বুক।—দেবের জয় হোক্। দেব! ভগবান্ অগস্ত্য আমার প্রমুখাৎ আপনার এ স্থানে আগমন হয়েছে শুনে, এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন যে, "স্নেহময়ী লোপামুদ্রা আপনার রথাবতরণ-কালোচিত মাঙ্গল্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে' আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা করচেন। আর, অগস্ত্য-আশ্রমবাসী অপরাপর মুনি-ঋষিরাও আপনাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্য সেইখানে উপস্থিত। অতএব, প্রথমে এই স্থানে এসে, তাঁদের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর, দ্রুতগামী পুষ্পকরথে আরোহণ করে' যেন অযোধ্যায় গিয়ে অশ্বমেধের আয়োজন করা হয়।"

রাম।—ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য!

শম্বুক।—আজ্ঞা, তবে রথের মুখ এই দিকে ফিরিয়ে দিন।

রাম।—ভগবতি পঞ্চবটি! ভগবানের আজ্ঞা-পালন-অনুরোধে আমি যে আপনার [illegible] সমাদর [illegible] আমাকে [illegible] করবেন।

শম্বুক।—দেব! দেখুন দেখুন, ঐ "ক্রৌঞ্চাবত" পর্ব্বত!

যথা পেচকের ডাকে
কাকগণ তরাসে নীরব,
কীচক-বংশের মাঝে
লুকাইয়া রহিয়াছে সব।
যেথায় ময়ূরগণ
উড়ি-উড়ি কেকারব করে,
পুরাতন বট-স্কন্ধে
অহিকুল সভয়ে বিচরে।

আর ঐ দেখুন :—

যে গিরির সুগভীর গহ্বরকুহরে
গোদাবরী প্রবাহিত কলকলস্বরে,
মেঘে অলঙ্কৃত যার সুনীল শিখর,
দক্ষিণ নামেতে খ্যাত সেই গিরিবর।

আবার দেখুন :—

পরস্পর প্রতিঘাতে
উত্তাল-তরঙ্গ-কোলাহল
নদীর সঙ্গম ওই
পুণ্য যার সুগভীর জল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চবটী-প্রবেশ নামক
দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

প্রথম দৃশ্য।—দণ্ডকারণ্য।

(তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়ের প্রবেশ)

তমসা।—সখি, তোমায় এমন উৎকণ্ঠিত বোধ হচ্চে কেন?

মুরলা।—[illegible] জান না! অগস্ত্যের পত্নী ভগবতী লোপামুদ্রা [illegible] এই জন্য [illegible]

—"তুমি গিয়ে নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীকে এই কথা বল্‌বে, সীতাকে পরিত্যাগ করে' অবধি

অন্তর্গূঢ় ঘনীভূত রামের সন্তাপ ;
অটল গাম্ভীর্য্য-হেতু না ফুটে বিলাপ।
অগ্নি-তাপে রুদ্ধ পাত্রে রস-পাক যথা,
অন্তরেই জাগে তাঁর অন্তরের ব্যথা।

সেই জন্য প্রিয়জনের এই কষ্ট ও অনিষ্টপাত দেখে তাঁর শোক-সন্তাপ এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, তিনি এখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন। আজ রামভদ্রকে দেখে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠল। এখন তিনি পঞ্চবটীতে আসচেন। এখানে এসে সীতার সঙ্গে যেখানে সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করতেন; সেই সকল স্থানগুলি যখন নিয়ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে থাক্‌বেন, তখন স্বভাবত ধীরগম্ভীর হ'লেও গভীর শোক-ক্ষোভের আবেগে, তাঁর পদে পদে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। তাই বল্‌চি, ভগবতি গোদাবরি, তোমাকে একটু সতর্ক হয়ে থাক্‌তে হবে। যখনি তাঁর মোহ উপস্থিত হবে—

কুথানি শীকরবাহী সুশীতল পদ্মগন্ধী মৃদু সমীরণ
প্রেরণ করিয়া তুমি সযতনে মোহ তাঁর করিবে ভঞ্জন"।

তমসা।—এরূপ সময়ে পরিচর্য্যা করা স্নেহেরই কার্য্য বটে। কিন্তু আজ রামভদ্রের জীবন-রক্ষার মূল-উপায় যে নিকটেই উপস্থিত।

মুরলা।—কিরূপ উপায়?

তমসা।—শোনো। পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির তপোবনের কাছে পরিত্যাগ করে' গেলে, তাঁর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তিনি দুঃখ-যন্ত্রণার আবেগে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, ঝাঁপ দেওয়ামাত্র তিনি সেই-খানেই দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পরে ভগবতী পৃথিবী একটিকে ও ভাগীরথী অপরটিকে গ্রহণ করে' রসাতলে নিয়ে যান। তার পর, তারা স্তনদুগ্ধ ত্যাগ করলে গঙ্গাদেবী স্বয়ং সেই দুটি বালককে মহর্ষি বাল্মীকির কাছে রেখে আসেন।

মুরলা।—(সবিস্ময়ে)

ঈদৃশ দেবতারা যাহাদের পরম সহায়,
তাহাদেরি ঘটে হেন অলৌকিক দশা-বিপর্য্যয়।

তমসা।—এক্ষণে ভগবতী ভাগীরথী, শম্বুক-বধের কথা শুনে', জনস্থানে রামের আস্‌বার সম্ভাবনা আছে বলে' মনে করছেন। তাই, লোপামুদ্রা মনে মনে যে আশঙ্কা করেছিলেন, তিনিও স্নেহবশত সেই আশঙ্কা করে' গৃহকর্ম্মচ্ছলে সীতাকে সঙ্গে করে' গোদাবরীকে এখানে দেখ্‌তে এসেছেন।

মুরলা।—ভগবতী সেটি ভাল বিবেচনাই করেছেন। কেননা, রামভদ্র যখন রাজধানীতে থাকেন, তখন জগতের মঙ্গলজনক অনেক বিষয় তাঁকে ভাব্‌তে হয়; সুতরাং নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় মনের ততটা উদ্বেগ থাকে না। কিন্তু এখন তিনি শুধু শোককে সঙ্গের সাথী করে' পঞ্চবটীতে এসেছেন, সুতরাং এখন মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা। আচ্ছা, কিন্তু রামভদ্রকে সীতা কিরূপে সান্ত্বনা করবেন?

তমসা।—দেবী ভাগীরথী এই কথা সীতাকে বলেছিলেন যে "শোনো বাছা, আজ লবকুশের দ্বাদশ-বার্ষিকী জন্মতিথি উপস্থিত, তাই তাদের হাতের বন্ধন-সূত্রে সংখ্যামঙ্গল-গ্রন্থি বাঁধ্‌তে হবে। সেই জন্য, স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করে', তোমার শ্বশুরকুলের যিনি আদি-পুরুষ, সমস্ত রঘু-বংশের স্রষ্টা, সেই পাপঘ্ন সূর্য্য-দেবকে, তোমায় আজ পূজা করতে হবে। মর্ত্ত্য মানুষের কথা দূরে থাক, আমাদের প্রভাবে, বন-দেবতারাও তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন না।"

আর আমাকেও এই আজ্ঞা করেছেন—"তমসে! বাছা জানকী তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তুমিই তাঁর সহচরী হয়ে থেকো।" আমি এখন তবে ভগবতীর সেই আদেশ-অনুসারে কাজ করি গে।

মুরলা।—আমিও ভগবতী লোপামুদ্রাকে এই কথা বলি গে। আর, রামভদ্রও বোধ হয় এতক্ষণে এসেছেন।

তমসা।—এই যে! জানকী গোদাবরী-হ্রদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আসচেন দেখ্‌ছি।

পাণ্ডুবর্ণ মুখকান্তি, বিশীর্ণ কপোল,
মুখটি সুন্দর তবু, কবরী বিলোল,
করুণার মূর্ত্তিখানি, শোক-ম্লান অতি,
সাক্ষাৎ বিরহ-ব্যথা যেন মূর্ত্তিমতী।

মুরলা।—এই যে তিনি। আহা! (উভয়ের পরিক্রমণ ও প্রস্থান)

শরতের তাপে যথা কেতকীর গরভ-গর্ভ দল,

হৃদয়-কুসুম-শোষী শোকানল বহি' দীর্ঘ দিন,
করিয়াছে পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ দেহ অতীব মলিন।
[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(নেপথ্যে)

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

(সকরুণ ঔৎসুক্যের সহিত পুষ্পচয়ন-ব্যগ্রা সীতার প্রবেশ)

সীতা।—হাঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি। এ নিশ্চয়ই প্রিয়-সখী বাসন্তীর কথা।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষ হ'তে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত,
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

সীতা।—কি হয়েছে তার? কি হয়েছে তার?

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

বধূর সহিত জলে করিছে বিহার,
নানা রঙ্গে একসঙ্গে দিতেছে সাঁতার,
হেন কালে অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্প-ভরে করে পরাজয়।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কতিপয় পদ গমন করিয়া) নাথ, আমার বাছাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! (স্মরণ করিয়া সখেদে) হা ধিক্! পঞ্চবটী-দর্শনে সেই পূর্ব্বপরিচিত কথাগুলি আবার এ হতভাগিনীর মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। হা নাথ! (মূর্চ্ছা)

(তমসার প্রবেশ)

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও, শান্ত হও।

(নেপথ্যে)

বিমান-রাজ! এইখানেই থামো।

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া সসম্ভ্রমে ও উল্লাসে) এ কি! জলভরা জলদের মত ঘোর গম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ কোথা থেকে আস্‌চে? কথাগুলি কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে' আমার মত হতভাগিনীর মনও যে সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল!

তমসা।—(সস্নেহে ও সাশ্রুলোচনে)

মেঘের গর্জনে যথা সচকিতা ময়ূরী উৎসুক,
কাহার অস্ফুট-স্বরে তুমি বৎসে হলে এইরূপ!

সীতা।—ভগবতি, কি বল্লেন!—অস্ফুট!—কিন্তু আমি তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি, এ আর্য্যপুত্রের স্বর।

তমসা।—আশ্চর্য্য নয়। শুনলেম, তপস্বী শূদ্রককে দণ্ড দেবার জন্যই ইক্ষ্বাকুরাজ নাকি এখানে এসেছেন।

সীতা।—সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্মের ত্রুটি নাই।

(নেপথ্যে)

কি তরু, কি মৃগ, যেথা সকলেই বান্ধব আমার,
যেই স্থানে প্রিয়া-সনে কত দিন করেছি বিহার,
এই সেই পরিচিত পুরাতন চারু গিরিতট,
নির্ঝর কল্লোলে পূর্ণ গোদাবরী নদী-সন্নিকট।

সীতা।—(দেখিয়া) এ কি! আমার প্রাণনাথ যে! এ কি হয়েছে! শরীরে যে আর কিছুই নাই। আহা! মুখটি যেন প্রাতঃকালের চন্দ্রের মত ক্ষীণ, পাণ্ডুবর্ণ; আর যেন চেনা যায় না। কেবল গম্ভীর স্বরে ও দেহের তেজেই যা চিন্‌তে পারা যাচ্চে। আমাকে ধর। (তমসাকে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতা)

তমসা।—(ধারণ করিয়া) বৎসে! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।

(নেপথ্যে)

এই পঞ্চবটী দর্শনে—

অন্তর্লীন দুঃখানল মহাতেজে হবে প্রজ্বলিত
তাই মোরে মোহ-ধূম পূর্ব্ব হ'তে করিছে আবৃত।

হা প্রিয়ে জানকি!

তমসা।—(স্বগত) গুরুজনেরা তখনই এই আশঙ্কা করেছিলেন।

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) আহা! কেন এরূপ হ'ল?

(নেপথ্যে)

হা দেবি! দণ্ডকারণ্যের প্রিয়সহচরি! বিদেহ-রাজপুত্রি! (মূর্চ্ছা)

সীতা।—হা! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! প্রাণনাথ যে এই হতভাগিনীর নাম করেই

সর্বাঙ্গলতা! নব প্রস্ফুটিত নীল-পদ্মের মত চক্ষুদুটী একেবারে মুদিত হয়ে গেছে। আহা! কিরূপ হতাশ ও অসহায়ভাবে ভূতলে পড়ে' আছেন! ভগবতি তমসে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও। (পদতলে পতন)

তমসা।—তুমি-ই বাঁচাও ভদ্রে রাঘবেরে এখন,
প্রিয়-স্পর্শ তব করুক্ এবে সঞ্জীবন।

সীতা।—যা হবার তা হবে, ভগবতী যা বল্‌চেন আমি এখন তাই করি।

[ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—দণ্ডকারণ্যের অন্য অংশ।

সজল-নয়না সীতার করস্পর্শে মূর্চ্ছিত রাম-ভদ্রের চেতনা।

সীতা।—(সহর্ষে স্বগত) এখন বোধ হচ্চে, রাঘবের প্রাণ আবার দেহে ফিরে এসেছে।

রাম।—কি আশ্চর্য্য—এ কি!

দেবতরু-পত্র-রস পড়ে কি ঝরিয়া দেহপরে?
সেচন করে কি কেহ নিঙাড়িয়া দিব্য ইন্দুকরে?
তাপিত জীবনতরু মোর এই, করি' প্রশমন
কে হৃদে ঢালিল বারি—এ ঔষধি মৃত-সঞ্জীবন?
এ যে চির-পরিচিত পরশ তাহার
সঞ্জীবন সম্মোহন উভয়ি আমার।
সন্তাপের মূর্চ্ছা ভাঙ্গি' ও-কর-পরশে
বিহ্বল করে যে মোরে আবার হরষে।

সীতা।—(ভয় ও কারুণ্য বশতঃ কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া) আমার ভাগ্যে এখন এইটুকুই যথেষ্ট।

রাম।—(উপবেশন করিয়া) স্নেহময়ী সীতাদেবী কি অনুগ্রহ করে' আমাকে আশ্বস্ত করতে এসেছেন?

সীতা।—হায়! আমার ভাগ্যে এখন কি হবে, উনি আমার অন্বেষণ করবেন?

রাম।—যাই হোক্—একবার অন্বেষণ করে' দেখি।

সীতা।—ভগবতি তমসে! এসো আমরা এখান থেকে সরে' যাই। আমাকে দেখতে পেলে, ওঁর [illegible] বলে' আমার উপর, আমার [illegible] রাগ করতে পারেন।

তমসা।—অয়ি বৎসে, ভাগীরথীর বর-প্রভাবে তুমি এখন বনদেবতাদের নিকটেও অদৃশ্য।

সীতা।—হাঁ, তাও তো বটে।

রাম।—প্রিয়ে জানকি!

সীতা।—(অভিমান-গদ্গদ বাক্যে) এত কাণ্ডের পর, তোমার ওরূপ প্রিয় সম্ভাষণ আর সাজে না। কিন্তু আমি কি এমনি বজ্রময়ী পাষাণী যে, যিনি জন্মান্তরেও দুর্ল্লভ-দর্শন, আমার সেই প্রাণনাথ স্নেহভরে আমার উদ্দেশে এইরূপ ক্রন্দন করচেন—আর আমি কি না, তাঁর উপর রাগ করে' থাকব! আমি ওঁর হৃদয় বিলক্ষণ জানি। উনি আমারই।

রাম।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া নৈরাশ্যের সহিত) হা! কৈ, এখানে তো কেহই নাই।

সীতা।—ভগবতি তমসে! উনি আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেছিলেন, তবু ওঁকে দেখে কেন যে আমার মনের অবস্থা এরূপ হ'ল, তা বল্‌তে পারিনে।

তমসা।—জানি বাছা জানি

মিলন আশার আশে হইয়া নিরাশ
হয়েছিল তব মন নিতান্ত উদাস।
অকারণে ত্যাগ উনি করিলে তোমায়,
অভিমানে ছিলে তুমি সেই ঘটনায়;
সহসা হইল হেথা আবার মিলন,
স্তম্ভিত তুমি গো তাই হয়েছ এখন।
দেখিয়া আবার প্রাণনাথের সৌজন্য,
তোমার মনটি এবে হয়েছে প্রসন্ন।
অনুরাগ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার,
গলিয়া গিয়াছে প্রেমে হৃদয় তোমার।

রাম।—দেবি

স্নেহার্দ্র-পরশ তব সুশীতল অতি
(প্রণয়ের যেন আহা সাক্ষাৎ মূরতি)
করিতেছে আর্দ্র মোর তপ্ত তনুখানি,
কিন্তু তুমি কোথা অয়ি আনন্দদায়িনি!

সীতা।—এই যে, আমি নাথের কথা শুন্‌তে পাচ্চি। আহা! স্নেহপূর্ণ বিলাপ-কথাগুলি থেকে যেন আনন্দ-বর্ষণ হচ্চে। যদিও আমাকে পরিত্যাগ করে' উনি আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছিলেন, তবু আমার মনে হচ্চে, যেন ওঁকে পেয়েই আমার জন্ম সার্থক।

রাম।—কিন্তু প্রিয়তমা কোথায়? বোধ হয়, তাঁকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করাতেই আমার এই ভ্রম উপস্থিত হয়েছে।

(নেপথ্যে)

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!
শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষে হ'তে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

রাম।—(ঔৎসুক্যের সহিত সদয়ভাবে) সে শাবকটির কি হয়েছে?

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

দেখ দেখ অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্পভরে করে পরাজয়।

সীতা।—হায় হায়! এখন আমি কার কাছে গিয়ে এই অত্যাচারের কথা জানাই?

রাম।—কৈ? কোথায় সে দুরাত্মা—যে বধূ-সহচর-শাবকটিকে পরাজয় করেছে? (উত্থান)

(ত্বরাব্যস্ত বাসন্তীর প্রবেশ)

বাসন্তী।—কে, দেব রঘুপতি?

সীতা।—কে, আমার প্রিয়সখী বাসন্তী?

বাসন্তী।—জয় হোক্ দেব!

রাম।—(দেখিয়া) দেবীর প্রিয়সখী বাসন্তী কি?

বাসন্তী।—দেব! শীঘ্র যান, শীঘ্র যান। এই-খান থেকে গিয়ে ঐ জটায়ুপর্ব্বতের দক্ষিণদিকে যে সীতা-তীর্থ আছে, সেই তীর্থ দিয়ে, গোদাবরীতে নেমে দেবীর পুত্রটিকে রক্ষা করুন।

সীতা।—হা তাত জটায়ো! আজ তোমা বিহনে জনস্থান যেন একেবারে শূন্য বোধ হচ্চে।

রাম।—ওহো হো! কথাগুলি কি মর্ম্মভেদী!

বাসন্তী।—এই দিকে দেব, এই দিকে।

সীতা।—ভগবতি, সত্য সত্যই কি বনদেবতারা আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

তমসা।—বাছা! মন্দাকিনী দেবীর প্রভাব সকল-দেবতা অপেক্ষাই অধিক। তবে আর ভয় করচ কেন?

সীতা।—তবে আসুন, ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই যাই।

(পরিক্রমণ)

তৃতীয় দৃশ্য।—গোদাবরী নদী

রাম।—(পরিক্রমণ করিয়া) ভগবতি গোদাবরি, নমস্কার!

বাসন্তী।—(দেখিয়া) দেব! দেখুন দেখুন, ঐ সেই সীতার পালিত পুত্রটি শত্রুকে পরাজয় করে' আপনার করিণীর সঙ্গে এই দিকে আসচে—এখন ওকে অভিনন্দন করুন।

রাম।—বৎস! বিজয়ী হও।

সীতা।—অ্যাঁ!—বাছা আমার এত বড়টি হয়েছে?

রাম।—দেবি, সে তোমার সৌভাগ্য!

বিস-কিসলয় সম
নবোদগত শুচিকণ স্নিগ্ধ দন্ত দিয়া
কর্ণ-ভূষা হ'তে তব
শবলীর পত্র যে গো নিত আকর্ষিয়া,
সেই তব পুত্র এবে
যূথপতি মদমত্ত বারণ-বিজেতা।
যৌবনে কল্যাণ যাহা,
এ বয়সে অনায়াসে লভিয়াছে সে তা॥

সীতা।—এখন করিণীর সহিত বাছার যেন আর ছাড়াছাড়ি না হয়।

রাম।—সখি বাসন্তি! দেখ দেখ, বৎসটি আবার নিজ প্রিয়ার মনোরঞ্জনেও কেমন সুপটু হয়েছে।

লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া মৃণালের বৃন্তগুলি
চিবায়ে গ্রাসাংশ তার প্রিয়া-মুখে দেয় তুলি।
পদ্ম-সুবাসিত জল, তাহার গণ্ডূষ করি'
শুণ্ডে ফুৎকারিয়া দেয় প্রেয়সীর গাত্রোপরি।
পরে লয়ে স্নেহভরে সনাল পদ্মের পাতা
করিণীর শিরোপরে ধরে আতপত্র-ছাতা।

সীতা।—ভগবতি তমসে! এটিকে তো এই রকম দেখছি, এখন লব-কুশ না জানি এত দিনে কি রকম হয়েছে।

তমসা।—সে দুটিও এই রকম হয়েছে।

সীতা।—আমি এমনি হতভাগিনী যে, শুধু স্বামি-বিরহ নয়, পুত্রবিরহও আমাকে এখন নিরন্তর সহ্য করতে হচ্চে।

তমসা।—কি করবে বল—তোমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে।

সীতা।—আহা, তাদের সেই মুক্তাফলের মত কেমন কচি-কচি সাদা দাঁতগুলি, কেমন উজ্জ্বল গালদুটি, কেমন হাসি-হাসি মুখ-খানি, কেমন মিষ্টি মিষ্টি আধ-আধ কথা, কাণের পাশে কেমন সুন্দর, চুলের জুলফি; আহা! এমন ছুটি ছেলের মুখপদ্ম উনিই যখন চুম্বন করতে পেলেন না, তখন আমার প্রসব করাই বৃথা হ'ল।

তমসা।—দেখো, দেবতাদের প্রসাদে তোমার ও মনস্কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

সীতা।—দেখ, ভগবতি তমসে! লবকুশকে স্মরণ করে' আমার উচ্ছ্বসিত স্তন থেকে দুধ নিঃসৃত হচ্ছে; আর, ওদের পিতা নিকটে থাকায় আমার মনে হচ্ছে, যেন ক্ষণকালের জন্য আমি আবার সংসারী হয়েছি।

তমসা।—তা তো মনে হতেই পারে। সন্তান যে পিতামাতার প্রণয়ের চরমসীমা—পরস্পরের চিত্তের পরম-বন্ধন।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের হৃদয়ের
মর্ম্মগত স্নেহের বন্ধনে
অপত্য-আনন্দ-গ্রন্থি বদ্ধ যেন
দম্পতির মধুর মিলনে।

বাসন্তী।—রাজন্! এ দিকে আবার দেখুন:—

নবোদ্গত সুচঞ্চল
চারু পুচ্ছ আহা কিবা প্রসারিত করি,
আনন্দে উন্মত্ত শিখী
প্রিয়া-সনে নৃত্য করে কদম্ব-উপরি।
তাণ্ডব-উৎসব অন্তে
তারস্বরে ডাকে বসি' কদম্ব-শাখায়;
ঊর্দ্ধশিখ মণিময়
মুকুট শোভিছে যেন তরুর মাথায়।

সীতা।—(সাশ্রু-লোচনে সকৌতুকে) এই যে আমার ময়ুরটি।

রাম।—আমোদ আহ্লাদ কর বৎস, চিরকাল আমোদ আহ্লাদ কর।

সীতা।—আহা! তাই হোক্।

রাম।—করপল্লবের তালে
নাচাতেন প্রিয়া তোকে আদরে যতনে,
চতুর ভ্রভঙ্গ সনে
ঘুরিত রে নেত্র কিবা নৃত্য-বিবর্ত্তনে।

প্রিয়ার ছিলি রে তুই
সন্তানের মত, অতি যতনের ধন;
তাই তো আমিও তোরে
পুত্র বলি' স্নেহভরে করেছি স্মরণ।

আশ্চর্য্য! পশু-পক্ষী প্রভৃতি নীচজাতীয় প্রাণীরা তাদের আত্মীয় কে, তা' অনায়াসে বুঝ্তে পারে। এ কদম্বের বৃক্ষটিকে প্রিয়তমা নিজহস্তে বৰ্দ্ধিত করেছিলে—এখন ওতে দুই চারটি ফুলও ধরেছে।

সীতা।—(দেখিয়া সাশ্রুলোচনে) উনি তো ঠিক চিনেছেন।

রাম।—
গিরি-শিখীটিও এই,
দেবীর বৰ্দ্ধিত বলি' আত্মীয় ভাবিয়া,
তরুটির কাছে কাছে
সর্ব্বদাই থাকে যেন আনন্দে মাতিয়া।

বাসন্তী।—রাজন্! এইখানে ক্ষণকাল উপবেশন কর।

এই সেই স্থান দেখ—চারিদিকে কদলীর বন,
কান্তাসনে শিলাতলে যেথা তুমি করিতে শয়ন;
মৃগগণে সীতাদেবী খাওয়াতেন বসিয়া হেথায়,
তৃণলোভে তাই তারা এই ঠাঁই ছাড়িতে না চায়।

রাম।—উঃ! এ সকল যে আমি আর দেখ্তে পারচিনে।

(রোদন করিতে করিতে অন্যত্র উপবেশন)

সীতা।—সখি বাসন্তি! এই সমস্ত আমাদের কেন দেখালে? হায়! হায়! সেই উনি, সেই পঞ্চবটী-বন, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, এখানে তখন আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে বেড়াতেম; তারই সাক্ষিস্বরূপ গোদাবরী-তীরের এই বনস্থলী, সন্তানতুল্য এই সব মৃগপক্ষী, তরুলতা এখনও রয়েছে। কিন্তু আমি হতভাগিনী যদিও এই সমস্ত স্বচক্ষে দেখ্‌চি, তবু যেন আমার পক্ষে কিছুই নেই ব'লে মনে হচ্চে। হায়! সংসারের এইরূপই পরিবর্ত্তন বটে!

বাসন্তী।—সখি সীতে, রামচন্দ্রের কি অবস্থা হয়েছে, তুমি কি তা' দেখ্‌ছ না?

কুবলয়দল-স্নিগ্ধ রামের সে অঙ্গের বরণ
যখনি করিতে ইচ্ছা দেখিতে তা' ভরিয়া নয়ন;
তবু প্রতি-দৃষ্টিক্ষেপে সৌন্দর্য্য স্ফুটিত নব নব,
অবিরত হ'ত তব নয়নের আনন্দ-উৎসব।

সেই তনু শোকে এবে পাণ্ডুক্ষীণ, বিকল সঞ্চার,
কথঞ্চিৎ চেনা যায়,—তবু রয় ভাবে অন্তরে।
কিন্তু গো যদিও শোকে করেছে রে লাবণ্য হরণ,
তথাপি এখনও উনি আহা কিবা প্রিয়দরশন।

সীতা।—তাই তো দেখ্‌ছি সখি, তাই তো দেখ্‌ছি।

তমসা।—আহা, তোমার প্রাণনাথকে জন্ম জন্ম দেখ।

সীতা।—হা পিতাত। তিনি আমাকে ছেড়ে থাক্‌বেন, আমি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌ব, এ কে সম্ভব বলে' পূর্ব্বে মনে করতে পারতো?—এখন যে ওঁকে দেখ্‌ছি, এ যেন আমার জন্মান্তরের দর্শনলাভ। চোখের জল একটু থেমেচে, এই অবকাশে প্রাণনাথকে একবার ভাল করে' দেখে নি। (সতৃষ্ণভাবে দর্শন)

তমসা।—(সাশ্রুলোচনে ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া)

দর্শন-তৃষায়, তব নেত্র দুটি দীর্ঘ-বিস্ফারিত,
শোকে আনন্দেতে আহা দরদর অশ্রু বিগলিত।
ধবল অঞ্জন-বিনা—স্নেহময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
দুগ্ধনদী-জলে যেন করাইছ স্নান প্রাণনাথে।

বাসন্তী।—

দাও সবে তরুগণ
সুমধুর ফল-পুষ্পে অর্ঘ্য-উপহার।
বাও বহি' বন-বায়ু
প্রস্ফুটিত কমলের লয়ে' গন্ধভার।
আনন্দে উৎকণ্ঠ হয়ে
পক্ষিগণ হেথা গান গাও অবিরাম।
আবার এ বনমাঝে
দেখ দেখ এসেছেন রঘুপতি রাম॥

রাম।—এস সখি বাসন্তি, এইখানে উপবেশন কর।

বাসন্তী।—(উপবেশন করিয়া সাশ্রুলোচনে) মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(না শুনিয়া)

নিজ হস্তে পালিতেন যাদের জানকী
সেই তরু মৃগ পক্ষী যখনি নিরখি,
এমনি বিকার মনে হয় গো উদয়,
পাষাণ ভেদিয়া যেন গলে এ হৃদয়।

বাসন্তী।—মহারাজ! বলি কি, কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(স্বগত) মহারাজ বলে' সম্বোধন করচে আমার প্রতি ওঁর প্রণয়ের অভাব প্রকাশ পাচ্চে। আবার, লক্ষ্মণের নাম করবামাত্রই অশ্রুজলে কণ্ঠ ওঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—এতে বোধ হচ্চে, উনি সীতার বৃত্তান্তও সমস্ত জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) হাঁ, তিনি ভাল আছেন। (রোদন)

বাসন্তী।—দেব, এত কঠিন হ'লে কি করে'?

সীতা।—সখি বাসন্তি! কেন তুমি ওঁকে অমন কথা বল্‌চ? উনি সকলেরই প্রিয়-সম্ভাষণের যোগ্য। বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখী বাসন্তীর পক্ষে তো বটেই।

বাসন্তী।—

তুমিই জীবন মম, তুমি মম হৃদয় দ্বিতীয়,
নয়ন-জোছনা-রাশি, তুমি মম অঙ্গের অমিয়—
এইরূপ প্রিয় বাক্যে তুষিতেন সরলা সীতায়
না না থাক্—কাজ নাই—কাজ নাই
সে সব কথায়। (মূর্চ্ছা)

রাম।—ঠিক্ সময়েই ওঁর বাক্‌রোধ হয়ে মূর্চ্ছা হয়েছে। সখি, ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর!

বাসন্তী।—(আশ্বস্তা হইয়া) দেব! তুমি কেমন করে' এ অকার্য্য করলে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

রাম।—লোকে বোঝে না, কি করব?

বাসন্তী।—কেন, না বোঝ্‌বার হেতু কি?

রাম।—সে তারাই জানে।

তমসা।—লোকে এর জন্যে তাদের ভর্ৎসনা করাই উচিত।

বাসন্তী।—নিষ্ঠুর

যশই শুধু একমাত্র প্রিয় তব দেখিতেছি এবে,
কিন্তু এ যে ঘোরতর অপযশ দেখনি কি ভেবে?
সীতার কি হ'ল দশা থাকি' ঘোর দুর্গম বনে—
সে বিষয় কিছুমাত্র ভেবেছ কি আপনার মনে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! তুমি দেখছি দারুণ কঠোর। একে তো উনি এমনি আপনার জ্বালায় জ্বল্‌চেন, তার উপর তুমি আবার কেন এই বাক্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ কচ্চ?

তমসা।—এই [illegible] প্রকাশ পাচ্ছে।

রাম।—সখি! জানকীর কি দশা হ'ল, সে বিষয়ে ভাব্‌বার আর কি আছে?

শিশু-কুরঙ্গিণী সম যার সেই চঞ্চল নয়ন,
বিকম্পিত গর্ভভারে যে মন্থর-অলস-গমন,
তার সেই জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতা মৃণাল-গঞ্জন
নিশ্চয়ই শ্বাপদ-কুল বন-মাঝে করেছে ভক্ষণ।

সীতা।—না প্রাণনাথ! এই যে আমি বেঁচে আছি।

রাম।—হা প্রিয়ে জানকি! তুমি কোথায়?

সীতা।—হায় হায়!—উনি যে মুক্তকণ্ঠে কাঁদ্‌চেন।

তমসা।—বৎসে! এখন দুঃখ প্রকাশ করেই দুঃখ নির্ব্বাণ করা উচিত। কেননা

জল-বৃদ্ধি-উপদ্রবে উথলিলে জলাশয়-স্থান
প্রবাহের পথ খোলা একমাত্র উচিত বিধান।
সেইরূপ শোক-স্রোতে উথলিয়া উঠিলে হৃদয়,
বিলাপ-ক্রন্দনে তার উপশম জানিবে নিশ্চয়।

বিশেষত রাজা রামচন্দ্রকে রাজ্যের বিবিধ প্রকার কষ্ট সহ্য করতে হয়।

সমস্ত সাম্রাজ্য ইনি
মনোযোগে বিধিমতে করেন পালন।
উত্তাপে কুসুম যথা,
শুকাইছে প্রিয়া-শোকে ইঁহার জীবন।
আপনি প্রিয়ারে ত্যজি',
কেবল ক্রন্দনে শোক যাইবে কেমনে?
তবে লাভ এই মাত্র
প্রাণ বেঁচে আছে আজও বিলাপ ক্রন্দনে।

রাম।—কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দলিত হৃদয় শোকে,
দ্বিধা তবু কাটিয়া না যায়,
মোহে বিকলিত দেহ,
জ্ঞান তবু নাহি গো হারায়।
অন্তর্দাহে দহে অঙ্গ,
তবু তো না হয় ভস্মসাৎ।
মর্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু হয় না নিপাত।

বাসন্তী।—হুঁ, তাই তো দেখছি।

রাম।—পৌরজন ও জনপদবাসি, তোমরা সবা শ্রবণ কর:—

জানকীর গৃহবাস
তোমাদের সকলের নহে অভিমত
তাই তারে বিনা দোষে
ত্যজিলাম শূন্য বনে তৃণটির মত।
কিন্তু চির-পরিচিত
এই সব দৃশ্য হেরি', নিরাশ্রয় অতি
ভ্রমিতেছি কাঁদি কাঁদি',
তোমরা প্রসন্ন এবে হও আমা প্রতি।

তমসা।—উঃ! দেখ্‌ছি এঁর শোক-সাগরের আবর্ত্তগুলি বড়ই গভীর।

বাসন্তী।—যা হবার তা হয়েছে, এখন দেব ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রাম।—সখি, ধৈর্য্যের কথা আর কেন বল্‌চ?

দ্বাদশ বৎসর-কাল আমি আছি দেবী-বিরহিত,
সীতানাম লুপ্তপ্রায়, তবু রাম নহে কি জীবিত?

সীতা।—উঃ! ওঁর এই কথাগুলি শুনে আমার মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হয়ে আসচে।

তমসা। হাঁ বৎসে, তাই বটে।

নিতান্ত নহে গো প্রিয়
স্নেহ-মাখা শোকের ও দারুণ বচন,
তাই তব কর্ণ-মাঝে
বিষময় মধুধারা হতেছে পতন।

রাম।—সখি বাসন্তি!

হৃদয়ে নিহিত যথা
বক্র-মুখ প্রজ্বলন্ত অঙ্গার-শলাকা
কিম্বা হিংস্র জন্তুদের
দন্তের দংশন যথা তীব্র বিষে মাখা,
সেইরূপ শোক-শেল
হৃদে মোর মর্ম্মগ্রন্থি করিছে ছেদন
বিষম যাতনা তার
আমি কি গো সহিছি না সদা-সর্ব্বক্ষণ?

সীতা।—উনি এ হতভাগিনীর জন্য আবার কেন ক্লেশ পাচ্চেন?

রাম।—আমি পূর্ব্বে যদিও বহুকষ্টে মনকে স্থির করেছিলেম, তবু এখন পূর্ব্ব-পরিচিত এই সকল বস্তু

আবার দেখে আমার শোকের আবেগ আবার যেন প্রবল হয়ে উঠ্‌চে।

প্রবল বিকার-গ্রস্ত
ইন্দ্রিয়-আবেগ মম করিতে দমন
বহু কষ্টে বহু যত্নে
কত কি উপায় আমি করি নির্দ্ধারণ।
সে সব করিয়া চূর্ণ
কি-এক বিকার মনে হতেছে বিস্তার।
প্রচণ্ড প্রবাহ যেন
ভেদ করে বালুময় সেতুর প্রাকার॥

সীতা।—ওঁর এই দুর্নিবার দারুণ দুঃখ আমার নিজ দুঃখের মত তীব্ররূপে আমি অনুভব কর্‌চি; তাই আমার হৃদয় যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠ্‌চে।

বাসন্তী।—(স্বগত) আহা, দেব অত্যন্ত কষ্ট পাচ্চেন—ওঁর মন এখন অন্য কোন দিকে বিক্ষিপ্ত করা যাক্ (প্রকাশ্যে) এখন এই জনস্থানের চির-পরিচিত প্রদেশগুলি দেখুন।

রাম।—আচ্ছা, চল দেখা যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

সীতা।—হায়, যেগুলি দুঃখের সন্দীপন, তাই এখন প্রিয়সখী বিনোদনের উপায় মনে করচেন।

বাসন্তী।—(সকরুণভাবে) দেব! দেব!

এই লতা-গৃহমাঝে
থাকিতে তুমি গো বসি' চাহি' প্রিয়া-পথ,
তিনি গোদাবরীতীরে
হংসসনে থাকিতেন ক্রীড়ারসে রত।
আসি' দেখিতেন যবে
তাঁর পথ চেয়ে তুমি আকুলী ব্যাকুলী,
অমনি কাতরে তিনি
পদ্মহস্তে রচিতেন প্রণাম-অঞ্জলি।

সীতা।—সখি বাসন্তি! বড় কঠিন তুমি, বড় কঠিন; হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে শেল গূঢ়ভাবে আছে, পুনঃ পুনঃ তাকে নাড়া দিয়ে তুমি আমাদের উভয়েরই কেন যন্ত্রণা দিচ্চ বল দেখি?

রাম।—অভিমানিনি জানকি! তোমাকে যেন আমি ইতস্ততঃ দেখ্‌চি বলে' আমার মনে হচ্চে, তবু কেন অভাগার প্রতি তোমার দয়া হচ্চে না!

হা দেবি!

ফাটিছে হৃদয় মম, টুটিতেছে দেহের বন্ধন,
শূন্য হেরি এ সংসার, হইতেছে অন্তর দহন,
অন্তরাত্মা শোকাকুল নিমগন গভীর আঁধারে,
অবসন্ন মন মোর, মোহ ঘিরি' আসে চারি ধারে।
হায় হায় কি করিব, মন্দ-ভাগ্য আমি অতিশয়,
কি করিব কোথা যাব, নাহি পারি করিতে নিশ্চয়।
(মূর্চ্ছা)

সীতা।—হায় হায়! উনি যে আবার মূর্চ্ছিত হলেন।

বাসন্তী।—দেব! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা।—হা নাথ! এই হতভাগিনীর জন্য তোমার বার-বার মূর্চ্ছা হচ্চে—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হয়ে পড়েছে। হায়! তোমার উপর যে সমস্ত জীব-লোকের মঙ্গল নির্ভর করচে—ওঃ! (মূর্চ্ছা)

তমসা।—বৎসে, ধৈর্য্য ধর! তোমার হাতের স্পর্শই এখন ওঁর প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায়।

বাসন্তী।—কি! এখনও নিশ্বাসের দেখা নেই? হা প্রিয়সখি সীতে? কোথায় তুমি? তোমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্তভাবে আসিয়া হৃদয় ও ললাট স্পর্শকরণ)

বাসন্তী।—আ, বাঁচা গেল! রামভদ্রের আবার চেতনা হয়েছে।

রাম।—

অস্থিমজ্জা-ধাতুময় এ মোর শরীরে
অমৃত-প্রলেপ কে গো দেয় এবে অন্তর-বাহিরে?
কার করস্পর্শে পুন হইনু জীবিত,
আনন্দে নূতন মোহ এবে যেন হয় উপস্থিত।

(আনন্দে নয়ন নিমীলিত করিয়া)

সখি বাসন্তি! আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।

বাসন্তী।—প্রসন্ন কিসে দেব?

রাম।—সখি, আর কি, জানকীকে আবার পেয়েছি।

বাসন্তী।—কৈ দেব রামভদ্র, সীতা কোথায়?

রাম।—(স্পর্শ-সুখ অভিনয়) দেখ, এইখানেই রয়েছেন।

বাসন্তী।—একে ত আমি নির্জ্জীবের মুখে

ঝিলা-ঝিলি শব্দ হচ্চি—আবার তুমি দেব এই মর্ম্মভেদী দারুণ প্রলাপ বলে' কেন আমাকে দগ্ধ করচ ?

সীতা।—ওঁর সুশীতল সন্তাপ-হর কর-স্পর্শে আমার এতদিনকার দারুণ শোক প্রশমিত হ'ল। কিন্তু খুব দৃঢ় করে' হাত বেঁধে রাখ্‌লে যেমন ঘর্ম্মাক্ত হয়ে হাতটি ক্রমে ক্রমে অবশ হয়ে পড়ে, আমারও হাত যেন সেইরূপ অবশ হয়ে থর্ থর্ করে' কাঁপচে। আমি এখান থেকে এই বেলা সরে' যাই।

রাম।—সখি! তুমি তখন প্রলাপের কথা বলেছিলে—কিন্তু এ তো আমার প্রলাপ নয়—এ যে সত্য কথা।

পূর্ব্বে যে বিবাহ-কালে প্রিয়া-হস্ত কঙ্কণ ভূষিত
ধারণ করিয়াছিনু—আহা কিবা শীতল অমৃত!
সেই চির-পরিচিত হস্ত আমি করিতেছি স্পর্শ
পূর্ব্বে ইচ্ছামাত্র যাহা পরশিয়া উপজিত হর্ষ।

সীতা।—নাথ! এখনও দেখ্‌ছি, তুমি তাই আছ!

রাম।—

তাঁরই করস্পর্শ এই, ধরিয়াছি তাঁরই সে কমল-করতল
শীতল তুহিন সম—লবলী-পল্লব-নব-ললিত-কোমল।

সীতা। হায়! হায়! নাথের স্পর্শে মোহিত হয়ে আমার এ কি প্রমাদ উপস্থিত হ'ল ?

রাম। সখি বাসন্তি! আনন্দে আমার ইন্দ্রিয় সব যেন ক্রমে-ক্রমে অবশ হয়ে আস্‌চে। আর অত্যন্ত হর্ষের দরুণ জড়তা এসে আমাকে যেন একেবারে পরবশ করে' তুলেছে। আমি আর পারি নে—তুমিই এখন সীতাকে ধর।

বাসন্তী।—হায়! হায়! এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখ্‌চি।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া- আকর্ষণ করিয়া পলায়ন)

রাম।—হায়! কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! কেন আমি অনবধান হয়েছিলেম ?

আমাদের উভয়েরই পরশে পরস্পর
ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত হাতদুটি!
আমার এই হস্ত হ'তে তাঁর সে কমল-কর
কখন্ সহসা গেছে ছুটি।

সীতা।—হায় হায়! এঁর অস্থির নিস্পন্দ চোখদুটি কেবল যেন ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। তাদেরই

যার উনি স্থির করতে পার্‌চেন না, তা আপনাকে প্রকৃতিস্থ করবেন কি করে' ?

তমসা।—(স্নেহ, হাস্য ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)

স্বেদসিক্ত রোমাঞ্চিত অঙ্গগুলি কাঁপিছে বিবশা,
প্রিয়-স্পর্শ-সুখবশে বাছার হয়েছে এই দশা।
যেন নব-জলসিক্ত মলয়-মারুত বিকম্পিত
কদম্ব-তরু-শাখায়—নবীন কলিকা বিকসিত।

সীতা।—(স্বগত) হায়! আমার শরীর এইরূপ অবশ হওয়াতে ভগবতী তমসার কাছে বড়ই লজ্জা পেলেম। ইনি কি মনে করবেন? বলবেন যে ইনি তোমাকে অকারণ পরিত্যাগ করেছেন—তবু মনে মনে তাঁর প্রতি তোমার এতটা অনুরাগ

রাম।—(চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ, তিনি কি এখানে নাই ? হা বৈদেহি, নির্দ্দয়ে!

সীতা।—তোমার এইরূপ অবস্থা দেখে যখন এখনও বেঁচে আছি, তখন নির্দ্দয় নয় তো আর কি ?

রাম।—দেবি, তুমি কোথায় ? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করে যাওয়া তোমার কি উচিত ?

সীতা।—প্রাণনাথ, তুমি যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলচ।

বাসন্তী।—দেব! কে কাকে পরিত্যাগ করলে তোমার অলৌকিক ধৈর্য্য—সেই ধৈর্য্যের বলে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করে' এই ভয়ানক বিরহশোক নিবারণ কর। কৈ, আমার প্রিয়সখী সীতা এখানে কোথায় ? তিনি তো এখানে নেই।

রাম।—বাস্তবিকই নাই বটে। কেন না, তা হ'লে বাসন্তীও কি তাঁকে দেখ্‌তে পেতেন না ? এ কি স্বপ্ন ? তাই বা কিরূপে হবে ? আমি তো নিদ্রিত নই। রামের আবার নিদ্রা কোথায় ? এ নিশ্চয় সেই কল্পনা-নির্ম্মিত প্রতারণা দেবী আমাকে বারবার অনুসরণ করচেন।

সীতা।—না, আমিই নিষ্ঠুর হয়ে তোমাকে প্রতারণা করচি।

বাসন্তী।—দেব! দেখ দেখ

জটায়ু ভাঙ্গিল যাহা
এই সেই রাবণের কৃষ্ণলৌহ-রথ।
এই দেখ সনমুখে
পিশাচ-বদন-অশ্ব-অস্থি রোধে পথ,

যেথা জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিয়া
ভেজোহীণা বিয়াকুলা সীতারে লইয়া
উঠিল আকাশ-পথে দুষ্ট দশানন
শোভিলা জানকী মেঘে বিজলী যেমন।

সীতা।—(সভয়ে) পূজ্যতম জটায়ুকে বধ করলে, আবার আমাকেও হরণ করে' নিয়ে যাচ্চে। নাথ! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাম।—(সবেগে উত্থান করিয়া) পাপাত্মা জটায়ু-হন্তা! সীতাপহারি! দাঁড়া, কোথায় যাস্?

বাসন্তী।—দেব, তুমি রাক্ষসকুলের প্রলয়-ধূম-কেতু! তুমি তো সমস্ত রাক্ষসকুলের ধ্বংস করেছ—আজও কি তোমার ক্রোধের পাত্র কেউ আছে?

সীতা।—ও মা! আমি পাগলের মত কি বক্‌চি।

রাম।—

সীতা উদ্ধারের যবে ছিল গো উপায়
শোক-বারণেরও পন্থা ছিল তবু তায়।
তাই বধি' রণে বীর অসংখ্য রাক্ষসে
জগৎ প্লাবিয়াছিনু বিস্ময়ের রসে।
রিপু-বধে হবে জানি' বিরহের শেষ
করিয়াছিলাম আমি এত কষ্ট ক্লেশ।
এবে না বিলাপ করি' সহিব কেমনে
উহা যে অপরিহার্য্য শোক-প্রশমনে।

সীতা।—কষ্টের কি আর শেষ হবে না? হায়! আমি কি হতভাগিনী! (রোদন)

রাম।—

ব্যর্থ যেথা সুগ্রীবের সখ্য—ব্যর্থ কপি-পরাক্রম,
ব্যর্থ জাম্ববান-বুদ্ধি, যেথা হনু প্রবেশে অক্ষম,
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল যার পথ না পায় সন্ধান,
পৌঁছিতে না পারে যেথা মহাবীর লক্ষ্মণের বাণ,
হেন কোন্ দেশে তুমি আমা ছাড়ি আছ গো লুকায়ে?
বল বল শীঘ্র বল, অসহ্য বিরহ তব প্রিয়ে।

সীতা।—উঁর কথা শুনে আমি এখন পূর্ব্ব-বিরহও প্রার্থনীয় বলে' মনে করচি।

রাম।—সখি বাসন্তি! এখন বন্ধুদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হলে' তাঁরা অত্যন্ত কাতর হন। তা, আর কতক্ষণ তোমাকে আমি কাঁদাব—আমাকে এখন যেতে অনুমতি কর।

সীতা।—(উদ্বেগ ও মোহের সহিত তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া) ভগবতি তমসে! উনি কি চলে' যাচ্চেন?

তমসা।—বৎসে, শান্ত হও। এস, আমরাও বৎস কুশলবের বয়ঃক্রম-নির্ণয়-সূত্রে সাম্বৎসরিক শুভ গ্রন্থি বন্ধন করতে ভাগীরথী দেবীর কাছে যাই।

সীতা।—ভগবতি! অনুগ্রহ করে' একটু দাঁড়াও—ক্ষণেকের জন্য আমার দুর্লভ জনকে একবার ভাল করে' দেখে নিই।

রাম।—এখন অশ্বমেধের জন্য আমার সেই সহধর্ম্মিণী—

সীতা।—(সকম্পে) নাথ! কে সে?

রাম।—সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

সীতা।—(সাহ্লাদে ও সজল-নয়নে) নাথ! আমার তুমি সেই তুমিই আছ। মা গো! এত দিনের পর, পরিত্যাগের লজ্জাশেল আমার বুক থেকে যেন বেরিয়ে গেল।

রাম।—সেই প্রতিমূর্ত্তিটি দেখেই এখন আমার এই অশ্রুপ্লাবিত নেত্রের কতকটা সান্ত্বনা হয়।

সীতা।—ধন্যা সেই—যাকে আর্য্যপুত্র সম্মান করেন, ধন্যা সেই—যে আর্য্যপুত্রকে বিনোদন করে—ধন্যা সেই—যে এখন জীবলোকের আশাবন্ধন হয়ে অবস্থিতি করচে।

তমসা।—(সস্মিত—সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা! এমনি করে' আপনাকে আপনি প্রশংসা করতে হয়?

সীতা।—(লজ্জায় অধোমুখী হইয়া স্বগত) ভগবতী আমাকে পরিহাস করচেন।

বাসন্তী।—(রামের প্রতি) আপনার আগমনে আমরা অত্যন্ত অনুগৃহীত হয়েছি। যাবার কথা যে বল্‌ছিলেন—সে বিষয়ে আমরা আর কি বল্‌ব—যাতে কার্য্যের হানি না হয়, তাই করবেন।

সীতা।—যেতে বল্লেন? আমার বাসন্তীই যে আমার বাধ সাধছেন দেখ্‌ছি।

তমসা।—এস বৎসে! আমরা যাই।

সীতা।—(কষ্টের সহিত) আচ্ছা যাচ্ছি।

তমসা।—

তৃষ্ণাবিস্ফারিত নেত্রে
নাথপানে চেয়ে আছ কেমনে যাইবে?
সর্ব্বতোভী চেষ্টা-বলে
ফিরাতে পারিলে নেত্র তবেই পারিবে।

সীতা।—অপূর্ব্ব পুণ্যফলে যাঁর দর্শন লাভ করেছি, সেই আর্য্য-পুত্রের চরণকমলে বার বার নমস্কার।

(মূর্চ্ছা)

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা—(আশ্বস্ত হইয়া) মেঘের ভিতর দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ সম্ভবে?

তমসা।—অহো! কার্য্যকারণ-ভাবের কি বিচিত্র গতি!

একই সে করুণ রস
বিচিত্র কারণে হয় কত রূপান্তর,
সলিল-আবর্ত্তে যথা
বুদ্বুদ, তরঙ্গ;—জল একই নিরন্তর।

রাম।—বিমান-রাজ! এই দিকে—এই দিকে—

(সকলের উত্থান)

তমসা ও বাসন্তী।—(সীতা ও রামের প্রতি)

পৃথ্বী, সুরনদী গঙ্গা
মিলিয়া তাঁহারা দোঁহে আমাদের সনে
করুন মঙ্গল তব
প্রার্থনা করি গো এই, মোরা কায়মনে।
আর সেই বাল্মীকি
ছন্দের রচনা যিনি করেন প্রথম,
বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী
শুভাশিস্ তাঁরাও করুন বিতরণ।

[সকলের প্রস্থান।

ছায়া নামক তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।—বাল্মীকির তপোবন।

(বিষ্কম্ভক)

এক।—সৌধাতকি! দেখ, দেখ! আজ ভগবান্ বাল্মীকির আশ্রমের কি রমণীয় শোভা! চারিদিক্ অতিথিতে পরিপূর্ণ। তাহাদের আহারাদির নিমিত্ত আবার নানাবিধ আয়োজন হচ্চে। আজ

নীবার-ভাতের মণ্ড সুমধুর উষ্ণ
সদ্যঃ প্রসবিতা মৃগী পান করে হয়ে পরিতুষ্ট,
অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাদের দিয়া
তপোবন-মৃগ সবে পান করে উদর ভরিয়া।
কুল-ফল-সুমিশ্রিত শাক-গন্ধ-সঙ্গে
ঘৃতপক্ক অন্নের সৌরভ ছোটে চারিদিকে রঙ্গে।

সৌধাতকি।—আজ পাকাদেড়ে বুড়োরা বেদপাঠ যে বন্ধ করেছেন, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ থাক্‌বে।

প্রথম।—(হাসিয়া) বিশেষ কারণ আছেই তো। কোন একজন অসাধারণ বহুমানাস্পদ ব্যক্তি আজ এখানে অতিথি হয়েছেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে পাঠ বন্ধ করা হয়েছে।

সৌধাতকি।—অহে ভাণ্ডায়ন! যাঁর কপ্‌নি-পরা, আর যাঁকে বুড়দের পালের গোদা বলে' বোধ হচ্চে, ওঁর নামটা কি বল্‌তে পার?

ভাণ্ডায়ন।—ছি ছি, উপহাস কোরো না। উনি বশিষ্ঠদেব। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হ'তে অরুন্ধতী দেবীকে এবং মহারাজ দশরথের পরিবারদের সঙ্গে করে' উনি নিয়ে এসেছেন: তুমি এলোমেলো কি সব বকচ?

সৌধাতকি।—অ্যাঁ—বশিষ্ঠ?

ভাণ্ডায়ন।—হাঁ।

সৌধাতকি।—আমি ওঁকে মনে করেছিলেম, হয় বাঘ, নয় নেকড়ে।

ভাণ্ডায়ন।—আঃ! কি বকচ তুমি?

সৌধাতকি।—ইনি এসেই আমাদের সেই গরীব বক্‌নাটিকে মড় মড় করে' চিবিয়ে উদরসাৎ করেছেন।

ভাণ্ডায়ন।—বেদে বলে, কোন শ্রোত্রিয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করলে তাঁকে মধুপর্ক মাংসের সহিত মিশ্রিত করে' দিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সেই বেদকে মান্য করেন। সুতরাং তাঁরাও বলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত শ্রোত্রিয় অতিথিকে বড় বড় বাছুর, বড় বড় বৃষভ কিম্বা বড় বড় ছাগ উপহার দেবে।

সৌধাতকি।—না ভাই! ও কথা তো ঠিক নয়। ও নিয়ম সর্ব্বস্থলে খাটে না।

ভাণ্ডায়ন।—কেন?

সৌধাতকি।—কেন, বশিষ্ঠ এলে বাছুরটিকে মারা হয়েছিল বটে, কিন্তু রাজর্ষি বাল্মীকি তাঁকে কেবল দধি

আর মধুমিশ্রিত মধুপর্ক দিয়েই গেছেন। কৈ, বাছুর তো দেন নি।

ভাণ্ডায়ন।—তা বটে, যাঁরা মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁদের জন্যই মহর্ষিরা এইরূপ নিয়ম করেছেন। মহাত্মা জনক তো মাংস খান না—তিনি যে নিবৃত্ত-মাংস।

সৌধাতকি।—কেন খান না?

ভাণ্ডায়ন।—তিনি সীতা দেবীর সেই দৈব দুর্বিপাকের কথা শুনে অবধি বনচারী হয়েছেন। আর, আজ এই বারো বৎসর হ'ল তিনি চন্দ্রদ্বীপের তপোবনে তপস্যা করচেন।

সৌধাতকি।—তবে এখানে এসেছেন কি মনে করে'?

ভাণ্ডায়ন।—অনেক দিনের প্রিয় বন্ধু বাল্মীকিকে দেখতে।

সৌধাতকি।—কৌশল্যা প্রভৃতি কুটুম্ব-পত্নীদের সঙ্গে আজ কি তাঁর দেখা হয়েছে?

ভাণ্ডায়ন।—ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এইমাত্র ভগবতী অরুন্ধতীকে এই কথা বলে' কৌশল্যার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেন কৌশল্যা স্বয়ং এসে জনকের সঙ্গে দেখা করেন।

সৌধাতকি।—এই সব বৃদ্ধেরা যেমন এক সঙ্গে মিশেছেন, এস, আমরাও তেমনি ব্রাহ্মণ-বালকদের সঙ্গে মিলে ছুটির দিনটা খেলা করে' কাটাই।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

ভাণ্ডায়ন।—এই সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনক। বাল্মীকি ও বশিষ্ঠ-দেবকে প্রণামাদি করে' আশ্রমের বহির্ভাগে ঐ গাছতলায় বসে' উনি এখন বিশ্রাম করচেন।

অন্তরে অন্তরে বহ্নি
সঞ্চারিলে যথা তাপে দহে বনস্পতি,
হৃদিস্থিত সীতাশোকে
দিবানিশি জ্বলিছেন ইনিও তেমতি।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—আশ্রমের বহির্ভাগে বৃক্ষমূলে জনক আসীন।

জনক।—

তনয়ার ঘটিয়াছে ঘোর দুর্বিপাক,
হৃদয়ের ক্ষত লাগি' সহে তীব্র তাপ।
তাহা হেরি' হৃদে মোর শোকের উদ্ভব,
বহুদিন হয়ে গেল তবু যেন নব।
জ্বলিতেছে অবিচ্ছেদে, না হয় নির্ব্বাণ,
ক্রকচে কাটিছে মর্ম্ম যেন অবিরাম!

উঃ, কি কষ্ট! একে তো এই দুঃসহ সীতা-শোক, তাতে আবার বৃদ্ধাবস্থা, তার সঙ্গে পরাক, সান্তপন প্রভৃতি কঠোর তপস্যা; তাতে শরীর একেবারে শুষ্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এ দগ্ধ প্রাণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। আত্মঘাতী যে হব, তারও যো নাই। কারণ, ঋষিরা বলেন, যতদিন পর্য্যন্ত পাপক্ষয় না হয়, ততদিন আত্মঘাতীদের অন্ধ-তমিস্র অসূর্য্য নামক নরকে গিয়ে বাস করতে হয়। যদিও এইরূপে অনেক দিবস গত হ'ল, তথাপি দণ্ডে দণ্ডে ভাবনা উপস্থিত হয়ে শোকটাকে যেন নূতনের ন্যায় কষ্টকর করে' তুলচে। সে কষ্টের আর কিছুতেই নিবৃত্তি হচ্চে না। (সরোদনে) হা মা সীতে! পবিত্র যজ্ঞভূমি থেকে জন্মগ্রহণ করেও শেষে তোমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটল যে, আমি লজ্জায় মুখ ফুটে একবার কাঁদতেও পেলেম না! হা পুত্রি! তোর সেই

হাস্য-ক্রন্দনের যবে অকারণে হইত উচ্ছ্বাস
কোমল কলিকা-দন্ত আহা কিবা হইত বিকাশ।
বদন-কমল তোর শৈশবের হয় রে স্মরণ,
খলিত অসমঞ্জস আহা সেই মধুর বচন।

ভগবতি অরুন্ধতে! সত্য সত্যই তুমি বড় কঠিন।

তুমি, বহ্নি, গঙ্গা, আর বশিষ্ঠ-গৃহিণী,
রঘুকুল-গুরুদেব তাঁহার আপনি,
তোমরা সকলে যাঁর মাহাত্ম্য জানিতে,
দেবতা বলিয়া যাঁরে তোমরা মানিতে,
সরস্বতী হতে যথা বিদ্যার উদ্ভব,
তুমি যাঁরে [illegible] করিলে প্রসব
হেন দুহিতারে বনে পাঠাইল যবে
জননী হইয়া তুমি রহিলে কেমনে?

(নেপথ্যে)

এই দিকে আসুন ভগবতি! মহাদেবীও এই দিকে আসুন!

জনক।—(দেখিয়া) এ কি! "গৃষ্টি" কঞ্চুকী যে ভগবতী অরুন্ধতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌চেন, (উঠিয়া) মহাদেবী বলে' সম্বোধন করচেন কাকে? (দেখিয়া) হায়, এ কি! মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী প্রিয়সখী কৌশল্যা যে! ইনি যে সেই কৌশল্যা, এখন তা' কে বিশ্বাস করবে?

দশরথগৃহে ইনি ছিলেন যে লক্ষ্মীর মতন
অথবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—উপমার কিবা প্রয়োজন—
কিন্তু এবে দৈববশে দুখে-পড়া যেন ভিন্ন প্রাণী,
এ কি বিধি-দুর্ব্বিপাক, কোথা সেই পূর্ব্ব-মূর্ত্তিখানি?

অবস্থার আর একটি ক্লেশকর পরিবর্ত্তন এই :—

পূর্ব্বে আছিলেন উনি
সাক্ষাৎ উৎসব যেন আমার নয়নে।
"কুতঃহাবে কার" কথা
অসহ্য যন্ত্রণা এবে হয় দরশনে॥

(অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

অরুন্ধতী।—শুনচেন? বলচি, কুলগুরুর এই আদেশ, আপনি স্বয়ং গিয়ে জনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আর সেই জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন। তবে, পদে পদে এরূপ না-যাবার চেষ্টা কেন?

কঞ্চুকী।—দেবি, আমার এই নিবেদন, মনকে স্থির করে' বশিষ্ঠ দেবের আদেশ আপনি পালন করুন।

কৌশল্যা।—এই দুঃসময়ে আবার মহারাজ জনককে দেখতে হবে, এই কল্পনা-মাত্র আমার সকল দুঃখের কথা একেবারে আমার মনে এসে উদয় হচ্চে—দুঃসহ দুঃখেতে মনের বাঁধন যেন একেবারে ছিঁড়ে যাচ্চে। তাই মনকে আমি কিছুতেই স্থির করতে পারচিনে।

অরুন্ধতী।—এতে আর সন্দেহ কি?

বন্ধুর বিচ্ছেদ-দুখে
ধারাবাহী শোকধারা হয় বিগলিত।
বন্ধুর দর্শনে পুন
সহস্র ধারায় শোক হয় উচ্ছলিত॥

কৌশল্যা।—আহা! বাছা বৌমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটেছে জেনে আমি কি করে' মহারাজের নিকট মুখ দেখাব?

অরুন্ধতী।—

সেই সে রাজর্ষি ইনি
শ্লাঘ্য বৈবাহিক তব, জনককুলের ধুরন্ধর।
বেদশাস্ত্রে পারগামী
যাঁরে করিলেন নিজে যাজ্ঞবল্ক্য মহামুনিবর॥

কৌশল্যা।—এই রাজর্ষিই বৌমার পিতা। আহা, এঁকে দেখে মহারাজের কি আনন্দই হ'ত। হায়! হায়! সীতার বনবাসে আমাদের উৎসব-আনন্দ সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট, এই নিরানন্দ-সময়েই এঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে হচ্চে! হায়! সে সব এখন আর কিছুই নাই!

জনক।—(অগ্রসর হইয়া) ভগবতি অরুন্ধতি! সীরধ্বজ জনক আপনাকে প্রণাম করচে।

পবিত্র তেজের নিধি
পূর্ব্ব-গুরুদেরও সেই গুরু অগ্রগণ্য
বশিষ্ঠ, তোমার পতি—
পবিত্র সংসর্গে তব হয়েছেন ধন্য।
তুমি সর্ব্ব-শুভঙ্করী
জগত-আরাধ্যা দেবী উষার সমান।
ভূমে শিরো নত করি'
তব পদে ভগবতি করি গো প্রণাম॥

অরুন্ধতী।—আপনার হৃদয়ে সেই পরম-জ্যোতি প্রকাশিত হোক্। আর, যিনি উত্তাপ প্রদান করেন ও যিনি রজোগুণের অতীত, সেই দেবতা আপনাকে পবিত্র করুন।

জনক।—(কঞ্চুকীর প্রতি) আর্য্য গৃষ্টে! বলি, প্রজাপালক রামচন্দ্রের মাতা ভাল আছেন তো?

কঞ্চুকী।—(স্বগত) ইনি আমাদের বিলক্ষণ উপহাস করচেন দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষে! সেই দুঃখেতেই ইনি রামভদ্রের মুখচন্দ্র পর্য্যন্ত দর্শন করেন না। দেবী এমনিই তো যার-পর-নাই কষ্ট পাচ্চেন—তার পর আবার কেন ওঁকে কষ্ট দেন? আর, রামভদ্রও যে বিবেচনা না করেই এই কাজ করেছেন, তাও তো নয়। লোকে সীতার সেই অগ্নি-পরীক্ষা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না। [illegible]

অপবাদ ঘোষণা করছিল। কাজেই রামচন্দ্রকে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে হয়েছিল।

জনক।—কি!—অগ্নির কি ক্ষমতা, আমার কন্যাকে পরিশুদ্ধ করে? রামচন্দ্র লোকের কথায় এইরূপ তো একবার প্রতারিত হয়েছিলেন। আবার আমরাও কি প্রতারিত হব?

অরুন্ধতী।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ, তা বটে। পবিত্রতা বিষয়ে অগ্নির সহিত তুলনা করলেও অগ্নিই লঘু হয়ে পড়েন। "সীতা" এই কথা বল্লেই যথেষ্ট—পরিশুদ্ধির আর অন্য সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন হয় না। হা বৎসে!

শিশু হও, শিষ্যা হও,
যাই হও, নাহি তাহে ক্ষতি,
পবিত্র চরিত্র তব
মম হৃদে জনমে ভকতি।
শিশু হও, স্ত্রী বা হও,
জগতের ভকতি-ভাজন।
গুণীজনে গুণ্ ই পূজ্য
নহে পূজ্য লিঙ্গ বয়ঃক্রম॥

কৌশল্যা।—মা গো! আবার সেই সব কষ্ট মনে জেগে উঠেছে। (মূর্চ্ছা)

জনক।—হায় হায়! এ কি হ'ল?

অরুন্ধতী।—রাজর্ষি! অন্য আর কিছুই নয়।

তোমা হেন পুরাতন বন্ধু দরশনে
সে কালের কথা সব পড়িয়াছে মনে।
—মহারাজা, সীতা-রাম, তাদের শৈশব,
সুখের সে সব দিন, আনন্দ উৎসব।
ঘোর দুর্বিপাকে তাই সখী অচেতন,
কুসুম-কোমল যে গো গৃহিণীর মন।

জনক।—হা! আমি বড়ই নিষ্ঠুর হয়েছি। বহুকালের পর প্রিয়বন্ধু মহারাজা দশরথের প্রিয়পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হ'ল, অথচ আমি তাঁকে বন্ধুর স্নেহ-চক্ষে দেখ্‌লেম না।

মহারাজা দশরথ
কুটুম্ব আমার তিনি অতি গৌরবের।
চিরন্তন প্রিয়সখা,
হৃদয়-আনন্দ মম, ফল জীবনের।
তিনি মম দেহপ্রাণ
কিম্বা যদি প্রিয়তর আরো কিছু থাকে
সকলি ছিলেন মোর,
না ছিলেন কি যে তিনি বল না আমাকে।

হায়, ইনিই সেই কৌশল্যা—

পতি পত্নী কারো দোষে
প্রেমের কলহ যদি বাধিত গোপনে,
দিতাম ভঞ্জন করি
ভর্ৎসনার পাত্র হয়ে উভয়-সদনে।
রাগাইতে থামাইতে
পারিতাম আমি, ছিল সে মোর ক্ষমতা।
কি হবে স্মরিয়া তাহা
হৃদয় বিদরে ভাবি' সে সকল কথা॥

অরুন্ধতী।—হায় হায়! কি হবে—ওঁর নিশ্বাস পড়চে না—হৃদয় স্পন্দহীন।

জনক।—হা প্রিয়সখি! (কমণ্ডলু হইতে জল সিঞ্চন)

কঞ্চুকী।—

প্রথমে বন্ধুর সম
বিধাতা হইয়া সুখদায়ী
দেখাইলা প্রসন্নতা
যেন তাহা হবে স্থিরস্থায়ী।
কিন্তু দেখ পুনর্ব্বার
সহসা ধারণ করি' দারুণ মুরতি
উৎপাদিলা মনঃকষ্ট,
চিন্তার অতীত অহো দৈবের এ গতি।

কৌশল্যা।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা! বাছা জানকি! কোথায় তুমি?—তোমার সেই বিবাহের সময়কার মুখটি আমার মনে পড়ে। তখন আমার মনে হ'ত, তোমার মুখের শ্রীটিই যেন তোমার একমাত্র অলঙ্কার। মুখটিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কেমন একটি নির্ম্মল হাসির বিকাশ ছিল। এস মা, একবার এস! তোমার সেই জ্যোৎস্নার মত অঙ্গগুলি আমার কোলে ঢেলে দিয়ে আবার আমার কোল আলো কর। আহা, মহারাজ সর্ব্বদা বল্‌তেন, "ইনি যদিও রঘুকুলের বধূ, তবু জনকের সম্পর্কে আমি ওঁকে ঠিক আপনার মেয়ের মত ভাবি।"

কঞ্চুকী।—পঞ্চ পুত্র-মাঝে রাম
ছিলেন রাজার বড় প্রিয়—অতি আদরের ধন।
চারিটি বধূর মাঝে
জানকী ছিলেন প্রিয়—বড়মা প্রাণের রতন।

জনক।—মহারাজ দশরথ! প্রিয়বন্ধো! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমার হৃদয় অধিকার করেছিলে—কেমন করে' তোমাকে আমি বিস্মৃত হব?

বধূর জনক যেই
আর আর যত গুরুজন
জামাতৃ-স্বজনে পূজে
জানি এই রীতি সনাতন।
সে রীতির বিপরীতে
তুমি পূজা করিতে আমায়
এমন সুহৃৎ তুমি
কৃতান্ত গো হরিল তোমায়।
সম্বন্ধের বীজ সীতা
তাহারেও করিল হরণ
সংসার-নরক-ভোগ
কেন তবে করি গো এখন?
কেন তবে মিছে হেথা,
গেছে যবে সখা প্রাণাধিক।
কি হবে বাঁচিয়া আর,
এ পাপ-জীবনে শত ধিক্!

কৌশল্যা।—সীতা, বাছা আমার! এখন কি করি? আমার প্রাণ যে বজ্রের মত কঠিন হয়ে পড়েছে, আর যে আমায় কিছুতেই পরিত্যাগ করতে চায় না।

অরুন্ধতী। রাজপুত্রি! এখন শান্ত হও, সময়-বিশেষে অশ্রুমোচনে ক্ষান্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। ঋষ্য-শৃঙ্গের আশ্রমে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব কি বলে' দিয়েছিলেন, তা কি মনে নাই? এখন তাই তো ঘট্‌ল। এর পরে এ-হতেই তার ফল ফলবে।

কৌশল্যা।—আর কেন?—আমার আশা-ভরসা সব শেষ হয়ে গেছে।

অরুন্ধতী।—তবে কি তুমি মনে কর, বশিষ্ঠদেবের কথা মিথ্যা হবে? সুক্ষত্রিয়ে! এতে অন্যথা ভেবো না। সেটি নিশ্চয়ই ঘট্‌বে।

ব্রহ্মজ্যোতি যাঁহাদের অন্তরে উদয়
সেই ঋষিগণ-বাক্যে কোরো না সংশয়।
তাঁদের বচনে সিদ্ধি সদা অনুগতা,
নিষ্ফল কভু না হয় তাঁহাদের কথা।

(নেপথ্যে কলরব এবং সকলের শ্রবণ)

জনক।—আজ সাধুদের বেদাধ্যয়ন বন্ধ—তাই এই ছুটির দিনে খেলায় মত্ত হয়ে বালকেরা কলরব করচে।

কৌশল্যা।—আহা! বাল্যকাল কি সুখের কাল। এ কি! এঁদের মধ্যে এটি কে? মুখশ্রী রামভদ্রের মত, কেমন সুন্দর কোমল নধর শরীর—দেখে যেন আমার চোখ জুড়িয়ে যাচ্চে।

অরুন্ধতী।—(সহর্ষ সাশ্রুলোচনে মুখ ফিরাইয়া) ভাগীরথী দেবী যাদের রহস্য-বৃত্তান্ত বলে' আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করেছিলেন, এটি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু এটি কুশ কি লব, তার কিছুই স্থির করতে পারচিনে।

জনক।—তাই তো এই বালকটি না জানি কে:—

পদ্ম-পত্র-স্নিগ্ধ-শ্যাম,
শিরোদেশে শিখণ্ড বিরাজে,
পুণ্যশ্রীতে শোভা পায়
আশ্রমের বালক-সমাজে।
ধরে কি শিশুর রূপ
বৎস মোর রঘুর নন্দন?
যেন ও'রে দৃষ্টিমাত্র
নেত্র ধরে অমৃত-অঞ্জন।

কঞ্চুকী।—বোধ হয়, এই বালকটি ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী।

জনক।—তাই বটে, কেননা,

পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে
তূণীর রয়েছে বিলম্বিত,
কঙ্কপত্র-বাণপুঙ্খ
ঊর্দ্ধদিকে চূড়ায় চুম্বিত।
ভস্মলিপ্ত বক্ষঃস্থল
-রুরু-চর্ম্মে করে আচ্ছাদন,
করিয়াছে পরিধান
মঞ্জিষ্ঠায় রঞ্জিত বসন।
মূর্ব্বালতা-তন্তু দিয়া
কটি-বস্ত্র দৃঢ় নিয়ন্ত্রিত,
হস্তেতে ধনুক, আর
দণ্ড এক পিপ্‌পল-নির্ম্মিত।
দুই হাতে আছে দুটি
অক্ষমালা বলয়-আকারে,
এই সব চিহ্ন দেখি
ক্ষত্র বলি' বুঝিনু উহারে।

ভগবতি অরুন্ধতি! আপনি কি জানেন, এটি কোথা থেকে এসেছে—কার সন্তান?

অরুন্ধতী।—আমরা আজই এসেছি।

জনক।—আর্য্য গৃষ্টে! এটি কে, জান্‌বার জন্ম আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে। তা আপনি গিয়ে ভগবান্ বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন, আর এই বালকটিকেও বলুন, এই কয়টি প্রাচীন লোক তোমাকে দেখ্‌তে চাচ্চেন।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

কৌশল্যা।—কি বল্‌চ? ও রকম করে' বল্লে কি আস্‌বে?

অরুন্ধতী।—এইরূপ যার আকৃতি গঠন, সে কি কখন সাধু ব্যবহারের অন্যথা করতে পারে?

কৌশল্যা।—(দেখিয়া) ঐ যে বাছা আমার, গুরুর বিনয়-বাক্য শুনে ঋষি-বালকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে' এই দিকেই আস্‌চে।

জনক।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)

এ কি দেখি চমৎকার!
কি মহিমা বালকের! তেজোবীর্য্য বল,
বিনয়, সারল্য, আর
শিশুত্ব মিশিয়া কিবা মসৃণ কোমল!
সূক্ষ্ম দরশন যার
বুঝে ইহা, নাহি বুঝে স্থূলদর্শী জন,
চরিত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব
চোখে পড়ে তার, যে গো অতি বিচক্ষণ।
বালকে হেরিয়া আজি
আনন্দে আকৃষ্ট মোর বিরাগী পরাণ,
অয়স্কান্ত মণিখণ্ড
আকর্ষণ করে যথা লৌহ বলবান্।

(লবের প্রবেশ)

লব।—এঁরা সকলেই আমার পূজনীয় হ'লেও এঁদের আমি নাম জানি না—কুল-মর্য্যাদার ক্রম-অনুসারে কাকে আগে কাকে পরে প্রণাম করতে হবে, তাও জানি না—এখন বিনা উপদেশে প্রণামাদি কি করে' করি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপে অভিবাদন করা যাক্। প্রাচীন লোকদের কাছে শুনেছি, এইরূপ অভিবাদনই সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ। (নিকটে গিয়া সবিনয়ে) আমি লব, আপনাদের সকলকে প্রণাম করি।

অরুন্ধতী ও জনক।—বৎস! প্রভূত কল্যাণ হোক্।

কৌশল্যা।—জাদু আমার, চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী।—এস বাছা! (লবকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ ফিরাইয়া) অনেক দিনের পর আজ আমার কোল ভরে' গেল, কেবল তা নয়, মনের আশাও পূর্ণ হ'ল।

কৌশল্যা।—এখানেও একবার এসো জাদু। (ক্রোড়ে করিয়া) কি আশ্চর্য্য! রামের মত নব-প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের মত শরীরের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ—শুধু তা নয়, পদ্মের পরাগ খেয়ে হংসের স্বর যেরূপ হয়, সেইরূপ এরও রামচন্দ্রের মত টানা-টানা সুমিষ্ট স্বর। আবার, গায়ে হাত দিলেও রামের মতনই বোধ হয়—সেইরূপ ফুটন্ত পদ্ম-গর্ভের মত কোমল-স্পর্শ। জাদু আমার, বেঁচে থাকো! দেখি, তোমার চাঁদমুখটি একবার দেখি, (চিবুক উন্নত করিয়া সহর্ষে ও সজলনেত্রে) রাজর্ষি, ভাল করে' ঠাউরে দেখুন দেখি, এর মুখখানি অনেকটা আমার বৌমার মত বলে' মনে হচ্চে।

জনক।—সেই রকমই দেখ্‌ছি বটে সখি।

কৌশল্যা।—একে দেখে আমার মন যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে গেছে—কত কি ভাব্‌চি, আর আবল্-তাবল্ কত কি বক্‌চি।

জনক।—রাম সীতা উভয়েরি এ শিশুটি যেন প্রতিকৃতি
পূর্ণ প্রতিবিম্ব তার, সেই কান্তি, সেই সে আকৃতি।
সহজ বিনয়, বাণী, সেই পুণ্য-প্রভাব তেমনি,
কিন্তু হায়! মিথ্যা পথে কেন মন ধাইছে এমনি?

কৌশল্যা।—জাদু, তোমার মা আছেন কি? তোমার বাপকে কি মনে পড়ে?

লব।—না।

কৌশল্যা।—তবে তুমি কাদের?

লব।—ভগবান্ বাল্মীকির।

কৌশল্যা।—যা জিজ্ঞাসা করচি, তারই উত্তর কর না জাদু।

লব।—আমি এইটুকুই জানি।

(নেপথ্যে)

ভো ভো সেনাগণ! কুমার চন্দ্রকেতু এই আজ্ঞা করেছেন, কেহ যেন আশ্রমের সন্নিহিত ভূমি আক্রমণ না করে।

অরুন্ধতী এবং জনক।—কুমার চন্দ্রকেতু যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে রক্ষা করবার জন্ত এই স্থানে এসেছেন দেখছি। তা ভালই হয়েছে, আজ তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। আহা! আজ কি সুখের দিন!

কৌশল্যা।—আহা! বাছা লক্ষ্মণের পুত্র আজ্ঞা করচেন, এই কথাগুলি অমৃত-বিন্দুর মত কি মধুরই শোনাচ্ছে!

লব।—আর্য্য! চন্দ্রকেতুটি কে?

জনক।—দশরথের পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে জান কি?

লব।—রামায়ণে যাঁদের কথা শুনেছিলেম, তাঁরাই তো?

জনক।—হাঁ! তবে আর জানবে না কেন? ইনি সেই লক্ষ্মণের পুত্র, নাম চন্দ্রকেতু।

লব।—উর্ম্মিলার পুত্র? তবে ইনি মহারাজ মিথিলাধিপতির দৌহিত্র?

অরুন্ধতী।—(হাসিয়া) কুমার তো কথাবার্ত্তায় খুব প্রবীণ দেখচি।

জনক।—যদি তুমি এত কথাই জান, আচ্ছা, তবে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সেই দশরথের পুত্রগণের মধ্যে কার কি সন্তান হয়েছে? তাদের নামই বা কি—আর, কার স্ত্রীর কি সন্তান?

লব।—কৈ, এ কথা তো আমরা শুনি নি, কিম্বা অন্ত কেহই তো শোনে নি।

জনক।—কেন? কবি সে কথা কি লেখেন নি?

লব।—লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। তারই একটি স্থান তিনি নাটকাকারে রচনা করেছেন। আর সেটি খুব মধুর হয়েছে বলে' অভিনয় করবার জন্ত সেই হস্তলিপিখানি তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার ভরত-মুনিকে দিয়েছেন।

জনক।—তাঁকে দিয়েছেন কি জন্ত?

লব।—তিনি সেইখানি অপ্সরাদের দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে'।

জনক।—এ সমস্ত ব্যাপারই কৌতূহলজনক।

লব।—সেখানিতে ভগবান্ বাল্মীকির বড় যত্ন। অন্তেবাসী ছাত্রের হাতে দিয়ে তিনি সেইখানি ভরত-মুনির আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর, পাছে কোন বিঘ্ন বিপদ হয়, তাই নিবারণ করবার জন্ত আমার ভাইকে ধনুর্হস্তে তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

কৌশল্যা।—তোমার কি আরও ভাই আছে?

লব।—আছেন, তাঁর নাম, আর্য্য কুশ।

কৌশল্যা।—তোমার কথায় বোধ হচ্চে, তিনি তোমার বড়।

লব।—হাঁ, প্রসবক্রমেতেই তিনি বড়।

জনক।—তবে তোমরা দুটি ভাই কি যমজ?

লব।—আজ্ঞা হাঁ।

জনক।—আচ্ছা, রামচরিতের যে পর্য্যন্ত জান, সব বল দেখি।

লব।—রাজা রামচন্দ্র মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হয়ে সেই দেবভূমি-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করেন। পরে লক্ষ্মণ, পূর্ণগর্ভাবস্থায় তাঁকে একাকিনী বনে পরিত্যাগ করে' আসেন।

কৌশল্যা।—হা বৎসে চন্দ্রমুখি, দৈবনিগ্রহে বনে একাকিনী পতিত হয়ে না জানি, তোমার কি দুর্দ্দশাই ঘটেচে।

জনক।—হা বৎসে!

ঘোর অপমান সয়ে'
প্রসব-ব্যথায় যবে হইলে আকুল,
—চারিদিকে মহারণ্যে
ঘেরিয়া তোমায় যত হিংস্র পশুকুল—
তখন নিশ্চয় তুমি
ভয়ত্রাসে হয়ে কম্পান্বিতা
কাতরা হইয়া মোরে
ডেকেছিলে ওরে বাছা সীতা।

লব।—(অরুন্ধতীর প্রতি) আর্য্যে! এঁরা দুজন কে?

অরুন্ধতী।—ইনি কৌশল্যা—ইনি জনক।

লব।—(সম্মান, খেদ ও কৌতুকের সহিত উভয়কে দর্শন)

জনক।—অহো! পুরবাসীদের কি অনধিকার-চর্চ্চা—আর রামচন্দ্রেরই বা কি ক্ষিপ্রকারিতা।

সীতা-বনবাসরূপ
বজ্রাঘাত সদা মনে করিয়া চিন্তন
জলিয়া উঠেছে মোর
মুহুর্মুহু ক্রোধানল প্রচণ্ড ভীষণ।
অপরাধিগণ আজি
জলন্ত এ রোষানলে হবে ভস্মসাৎ,
হয় শাপে নয় চাপে
আজি আমি তাহাদের করিব নিপাত।

কৌশল্যা।—ভগবতি! রক্ষা করুন। রক্ষা করুন! কুপিত রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন!

অরুন্ধতী।—রাজন্!

মানীদের কোন স্পর্শ হ'লে অপমান
এইরূপ উত্তেজিত হয় বটে প্রাণ।
কিন্তু রাম পুত্র তব—পাল্য প্রজাগণ,
তাই বলি শান্ত হও তুমি গো রাজন্।

জনক।—

সত্য বটে রাম মোর নিজ প্রিয় পুত্রের সমান,
কেমনে প্রয়োগ করি তার প্রতি শাপ কিম্বা বাণ।
পৌরজনও দেখিতেছি নিতান্ত অবধ্য আমার,
দ্বিজ নারী বাল বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ অধিকাংশ তার।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণ।—কুমার! সহরে "অশ্ব" "অশ্ব" বলে' যে এক রকম জন্তুর কথা শোনা যায়, আজ আমরা স্বচক্ষে তা দেখেছি।

লব।—হাঁ পশুশাস্ত্রে এবং যুদ্ধশাস্ত্রে অশ্বের নাম তো প্রায়ই পড়া যায় বটে। আচ্ছা, দেখতে কেমন-ধারা বল দেখি?

বালকগণ।—পশ্চাতে বিপুল পুচ্ছ. নাড়ে তাহা বার বার,
গ্রীবা তার অতি উচ্চ, পায়ে খুর আছে চার।
কচি কচি ঘাস খায়, নাদে পিণ্ড অম্র-প্রায়,
থাক্ ব্যাখ্যা, চল ত্বরা, ওই দেখ অশ্ব যায়।

(লবের মৃগচর্ম্ম ও হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

লব।—(কৌতুক, উপরোধ ও বিনয়ের সহিত) আর্য্য! দেখুন দেখুন, এরা আমাকে ধরে' নিয়ে যাচ্ছে। (শীঘ্র শীঘ্র পরিক্রমণ)

অরুন্ধতী ও জনক।—আমাদের কৌতূহল বৎস যেন শীঘ্র চরিতার্থ করে।

কৌশল্যা।—আমি যে ওকে না দেখে থাকতে পাচ্ছিনে! অন্য দিক দিয়ে বাছাকে দেখি গে চলুন।

অরুন্ধতী।—সে যে চঞ্চল, এতক্ষণে অনেক দূরে চলে' গেছে—তবে আর কি করে' দেখ্‌বেন বলুন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—ভগবান বাল্মীকি বল্লেন, আপনারা অবসরে এ সকলি জান্‌তে পারবেন।

জনক।—একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড বোধ হয় ঘটবে। ভগবতি অরুন্ধতি! সখি কৌশল্যে! আর্য্য গৃষ্টি! তবে আসুন, আমরা স্বয়ং গিয়ে বাল্মীকিকে দেখি গে।

[বৃদ্ধবর্গের প্রস্থান।

বালকগণ।—কুমার! এই সেই আশ্চর্য্য জন্তু দেখ।

লব।—দেখেছি। আর বুঝ্‌তে পেরেছি, এটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব।

বালকগণ।—কি করে' বুঝ্‌লে?

লব।—মূঢ়! অশ্বমেধ-প্রকরণে তোমরা এর সমস্ত বৃত্তান্তই তো পড়েছ। আর দেখ্‌তেও তো পাচ্ছ, শত শত বর্ম্মধারী, দণ্ডহস্ত ও তূণীরধারী পুরুষেরা অশ্বকে রক্ষা করচে। সৈন্যদের মধ্যে তো অধিকাংশই এইরূপ দেখ্‌ছি। যদি এতেও বিশ্বাস না হয়, তবে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে' দেখ।

বালকগণ।—ওহে সৈন্যগণ! তোমরা একে বেষ্টন করে' নিয়ে বেড়াচ্চ কেন বল দেখি?

লব।—(সস্পৃহভাবে স্বগত) দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয়েরা সমুদয় ক্ষত্রিয়কে পরাজিত করবার পর মহাসমারোহে এইরূপেই আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন।

(নেপথ্যে)

সপ্তলোক-মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় বীর,
দশকণ্ঠ-কুল-ধ্বংসী পতি অবনীর,
এ জয়-পতাকা অশ্ব সকলি তাঁহার,
উদ্দেশ্য কেবল তাঁর বীরত্ব প্রচার।

লব।—(মহাকষ্টে) কথাগুল শুন্‌লে যেন সর্ব্বাঙ্গ জলে' ওঠে।

বালকগণ।—(পরস্পরের প্রতি) তোমরা কি বল? কুমার বড়ই বিচক্ষণ—ঠিক্ বুঝেছেন।

লব।—ওরে! পৃথিবীতে কি ক্ষত্রিয় নাই রে, তোরা এমন কথা বল্‌ছিস্।

(নেপথ্যে)

মহারাজের কাছে আবার ক্ষত্রিয় কে রে?

লব।—ধিক্ মূর্খ!

বীর হন্ হোন্ তিনি
দেখাও কিসের বিভীষিকা ?
বিতণ্ডায় কাজ নাই
এই দেখ্ কাড়িনু পতাকা॥

(বালকগণের প্রতি) ওহে! অপদার্থ টাকে ঢিল্ মারতে মারতে তোমরা তাড়িয়ে নিয়ে যাও তো। ওটা ঐ রোহিত-মৃগদের মধ্যে গিয়ে চরুক্ গে।

(একজন ক্রুদ্ধ পুরুষের সদর্পে প্রবেশ)

পুরুষ।—আরে চঞ্চল চপল বালক, তোরা কি বল্‌ছিলি? জানিস্ নে, সৈনিক পুরুষেরা অত্যন্ত কঠোর, ওরা শিশুদেরও গর্ব্বিত বাক্য সহ্য করতে পারে না। শুনছিস?—শত্রুহন্তা রাজপুত্র চন্দ্রকেতু পূর্ব্বদিকের ঐ মনোহর বনটি দেখ্‌তে গিয়েছেন, এই বেলা প্রাণ নিয়ে তোরা এই বনের ভিতর দিয়ে পালা।

বালকগণ।—কুমার! আমাদের এ অশ্বে কি হবে? ঐ দেখ, সৈনিক পুরুষেরা তোমাকে কত বক্‌চে। আর দেখ, ওদের অস্ত্রগুল কেমন ঝক্ ঝক্ করচে—আবার আমাদের আশ্রমও এখান থেকে অনেক দূর। এসো আমরা এই বেলা হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে পালাই।

লব।—(হাসিয়া) কি! অস্ত্রগুল ঝক্‌ঝক্ করচে বটে? (ধনুতে জ্যা আরোপণ)

জগত করিতে গ্রাস, কৃতান্ত যেমন
হাসিয়া ব্যাদান করে প্রকাণ্ড বদন,
তেমনি এ ধনু যেন হোয়ে বিস্ফারিত
বিশাল উদরে শত্রু করে কবলিত।
জ্যা-জিহ্বা বাহির করি' ধনু-প্রান্ত হ'তে
করুক গর্জ্জন ঘোর মহাশূন্যপথে।

[যথোচিত পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি কৌশল্যা-জনক-যোগ নামক
চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমাঙ্ক

(নেপথ্যে)

ওহে সৈন্যগণ! আর ভয় কি? আমাদের নেতা এসেছেন।

ওই দেখ চন্দ্রকেতু
সুমন্ত্র-চালিত রথে আসেন সত্বরে।
দ্রুতগামী অশ্বগণ
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিছে মহাবেগ-ভরে।
সুবর্ণের ভূমি বলি'
রথ-প্রতিঘাতে ধ্বজ সঘনে কম্পিত
তোমাদের যুদ্ধ শুনি'
চন্দ্রকেতু এই দেখ হেথা উপনীত।

(সহর্ষ ও বিস্মিত চন্দ্রকেতু ধনু-হস্তে সুমন্ত্র-সারথি-চালিত রথে আরোহণ করিয়া প্রবেশ)

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য সুমন্ত্র, দেখ দেখ:—

ঈষৎ কোপের বশে
মুখখানি হইয়াছে রক্তিম বরণ,
কার্ম্মুকের প্রান্ত হ'তে
ঘোরতর ভীম শব্দ ওঠে ঘন ঘন।
শরের তুষার বৃষ্টি
করিতেছে সৈন্য পরে সংগ্রামের মাঝে।
কে গো এই বীর-পুত্র?
—সুচঞ্চল পক্ষচূড়া মস্তকে বিরাজে।
মুনিজন শিশু এক
রঘুর বংশজ কোন কুমারের মত,
চারিদিকে ব্যূহমাঝে
সহস্র শরের শিখা করে প্রজ্বলিত।
করিয়া টঙ্কার ঘোর
বাণাঘাতে করে ভেদ করি-গণ্ডস্থল,
না জানি এ শিশু কেবা
জানিবারে হয় মোর বড় কৌতূহল।

সুমন্ত্র।—রাজকুমার!

প্রভাবে যে সুরাসুরে করে অতিক্রম,
সুন্দর মুখের শোভা তোমার মতন,
দেখিয়া এ শিশুটিরে পড়ে মোর মনে
অস্ত্রধারী শূর সেই রঘুর নন্দনে।

বিশ্বামিত্র-যজ্ঞে অস্ত্র করিয়া ধারণ
করিয়াছিলেন যবে রাক্ষস নিধন।

চন্দ্রকেতু।—কেবল এঁকেই পরাভব করবার জন্য এত আড়ম্বর!—আমার বড় লজ্জা হচ্চে।

সুকরাল করতলে
চমকে সহস্র অস্ত্র ঝলসি' নয়নে,
কনক-কিঙ্কিণী কত
বাজিছে স্যন্দনে ঘন ঝনঝনঝনে।
অযুত দ্বিরদ মত্ত
দুর্দ্দিন-বারিদ সম ঘেরে চারি ধার
হেন মহা সৈন্য দেখ
হইয়াছে পরিবৃত একাকী কুমার।

সুমন্ত্র।—এরা সমস্ত মিলে এঁর কি করতে পারে?—তাতে তো এখন বিভক্ত।

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য! শীঘ্র চল! শীঘ্র চল!—এঁর হাতে আমাদের সমস্ত আশ্রিত লোক নিহত হচ্চে।

গিরি-কুঞ্জ-কুঞ্জরের
গরজনে কর্ণজ্বর করে উৎপাদন!
দুন্দুভি-নিনাদে ঘোর
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ যেন হতেছে বর্দ্ধন।
কবন্ধের ছিন্ন মুণ্ডে
রণস্থল শিশুবীর করিলা আচ্ছন্ন
করাল কৃতান্ত যেন
অস্থিভোজে উদ্গারিছে ভুক্ত-শেষ অন্ন।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এইরূপ বীরের সহিত বৎস চন্দ্রকেতু কিরূপে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন? (চিন্তা করিয়া) তবে আমরা ইক্ষ্বাকুর গৃহে বর্দ্ধিত, তাঁদের রীতি-নীতি আমরা বিলক্ষণ জানি—উপস্থিত ক্ষেত্রে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় কি?

চন্দ্রকেতু।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত) ধিক্! আমার সৈন্যেরা যে চারিদিকে পালাচ্চে।

সুমন্ত্র।—(রথবেগ অভিনয়) রাজকুমার! যার কথা আমরা বল্‌ছিলাম, এই সেই বীর।

চন্দ্রকেতু।—(সবিস্ময়ে) রণভূমে আখ্যায়কেরা এঁর নামটি কি বল্লে বল দেখি?

সুমন্ত্র।—লব।

চন্দ্রকেতু।—ওহে মহাবাহু লব!
কি করিছ সৈন্যের সহিত?
এই আমি, এসো হেথা,
তেজে তেজ হোক্ প্রশমিত।

সুমন্ত্র।—কুমার! দেখ দেখ!

তোমার আহ্বান শুনি'
সৈন্য-বধে ক্ষান্ত হয়ে আসে ত্বরা করি',
দৃপ্ত সিংহ-শিশু যথা
মেঘের গর্জ্জন শুনি' ছেড়ে আসে করী।

(সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে লবের প্রবেশ)

লব।—সাধু! রাজপুত্র সাধু! তুমিই যথার্থ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়—এই দেখ, তোমার আহ্বানে আমি এখানে উপস্থিত।

(নেপথ্যে মহা কলরব)

লব।—(সবেগে ফিরিয়া) বিপক্ষ সৈন্যেরা একবার রণে ভঙ্গ দিয়ে আবার দেখছি সাহস করে' ফিরে এসে "যুদ্ধ দেও যুদ্ধ দেও" বলে' আমাকে বিরক্ত করচে। ধিক্ ঐ মূর্খদের!

প্রলয়-পবন-বেগে
আস্ফালিত-মহাসিন্ধু-সমান তুমুল এই সৈন্য-কলরব।
শৈলাদান্ত-সংক্ষুভিত
বাড়বাগ্নিসম মোর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি এবে গ্রাসিবে রে সব।
(পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—শোনো কুমার!

অদ্ভুত গুণের বলে
অতিশয় প্রিয় তুমি হয়েছ আমার,
তুমি মোর সখা এবে
যাহা সব দেখ হেথা সকলি তোমার।
তবে কেন নিজ জনে
করিছ নিধন, হেথা এসো গো সত্বর,
এই আমি চন্দ্রকেতু,
বীরত্ব-দর্পের তব নিকষ-প্রস্তর।

লব।—(সহর্ষে ব্যস্তসমস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া) অহো! মহানুভব সূর্য্যবংশ-তনয়ের কথাগুলি একদিকে সৌজন্যগুণে যেমন মধুর, আবার অন্যদিকে বীরত্বগুণে তেমনি কঠোর। তবে [illegible]

করে' আর কি হবে—এখন এঁরই মান রক্ষা করা যাক্।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব)

লব।—(ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত) আঃ! ওই পাপগুল এই বীর-পুরুষটির সঙ্গে যুদ্ধে বাধা দিয়ে আমাকে বড়ই বিরক্ত করচে। (চন্দ্রকেতুর অভিমুখে পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—(সুমন্ত্রের প্রতি) আর্য্য! দেখ দেখ—এটি দেখ্‌বার বিষয়। বালকটি

আশ্চর্য্য দর্পের ভরে, লক্ষ্যবদ্ধ আমা পরে,
পশ্চাতে আক্রমে ওরে যম সেনাগণ।
দ্বিধা-বায়ু-সঞ্চালিত, ইন্দ্র-ধনুক-লাঞ্ছিত
এ হেন মেঘের শোভা করে গো ধারণ।

সুমন্ত্র।—কুমার চন্দ্রকেতুই যথার্থ দেখ্‌তে জানেন। আমরা কেবল বিস্ময়েতেই অভিভূত।

চন্দ্রকেতু।—ভো ভো রাজন্যবর্গ!

অগণিত অশ্বগজ-রথে সবে করি' আরোহণ,
সুদৃঢ় কবচে গাত্র সাবধানে করি' আবরণ,
বয়সে হইয়া জ্যেষ্ঠ, সুকুমার শিশুটির সনে
যুঝিছ কোমর বাঁধি—নাহি লজ্জা? ধিক্ সর্ব্বজনে!

লব।—(ক্ষোভের সহিত) কি! ইনি আবার আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচেন যে, (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এক কাজ করা যাক—সৈন্যগুলকে ততক্ষণ জৃম্ভক-অস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত করে' রাখি, মিথ্যা কাল হরণ করে' কি হবে? (ধ্যানারম্ভ)

সুমন্ত্র।—এ কি! অকস্মাৎ আমাদের সৈন্যদের কলরব থেমে গেল কেন?

লব।—এঁকে যে এখন বড় গর্ব্বিত দেখ্‌চি।

সুমন্ত্র।—বৎস! বোধ হয়, এ বালকটি জৃম্ভক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে।

চন্দ্রকেতু।—তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আঁধার বিদ্যুৎ-আলো
ভীষণ এ অস্ত্রটিতে একাধারে যেন সমাবেশ,
উহার প্রভাবে নেত্র
নিমীলিয়া উন্মীলয়ে, দেখিবারে পায় বড় ক্লেশ।
যেন চিত্রটির মত
সমস্ত এ সৈন্য দেখ পড়ে' আছে স্পন্দহীন-মূর্ত্তি।
তাই বলি নিশ্চিত এ
অস্ত্রের জৃম্ভক-অস্ত্র রণস্থলে পাইতেছে স্ফূর্ত্তি॥

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

পাতালের লতাকুঞ্জে পুঞ্জিত যে তমোরাশি
কৃষ্ণবর্ণ তাহার মতন,
উত্তপ্ত পিত্তলপিণ্ড উদ্গারে পিঙ্গল জ্যোতি
সেইরূপ দীপ্তি সুতীষণ।
প্রলয়-উদয়ে যেন প্রভঞ্জন ভীম দুর্নিবার
বিক্ষেপিছে ইতস্তত জৃম্ভক সকল,
মিলিত-বিদ্যুৎ-মেঘে সুপিঙ্গল গহ্বর যার
হেন বিন্ধ্যচূড়া যেন ছায় নভস্তল।

সুমন্ত্র।—আচ্ছা, ইনি জৃম্ভকাস্ত্র পেলেন কোথা থেকে?

চন্দ্রকেতু।—বোধ হয়, ভগবান্ বাল্মীকির কাছ থেকে।

সুমন্ত্র।—বৎস! কৈ, তিনি তো অস্ত্র ব্যবহার করেন না, বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্র তো নয়ই। কেন না, এগুলি

কৃশাশ্ব-উদ্ভব-অস্ত্র, বিশ্বামিত্র পাইলেন পরে।
বিশ্বামিত্র সঁপিলেন শিষ্য বলি' রামচন্দ্র-করে॥

চন্দ্রকেতু।—কৃশাশ্ব ব্যতীত, তপোবল যাঁদের ক্রমশ বৃদ্ধি হয়ে নিজেই মন্ত্রদ্রষ্টা হয়ে ওঠেন, তাঁরাও বিনা উপদেশে কখন কখন এই সকল অস্ত্র লাভ করেন।

সুমন্ত্র।—বৎস, সাবধান হও—বীরবর খুব নিকটে এসেছেন।

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি) আহা! কুমারের কি সৌম্য মুখশ্রী! (স্নেহ ও অনুরাগের সহিত নিরীক্ষণ)।

সহসা মিলন-বশে,
অথবা প্রবলতর গুণ-আকর্ষণে,
পূর্ব্ব-জন্ম পরিচয়ে,
কিম্বা কোন অবিদিত আত্মীয়-বন্ধনে,
যে কোন কারণে হোক্, আমার এ সমুৎসুক মন
হয়েছে ইঁহার প্রতি নিতান্তই প্রণয়-প্রবণ।

সুমন্ত্র।—প্রাণীদের ধর্ম্মই প্রায় এই, একজনের মনে অপরের প্রতি হঠাৎ কেমন একটা প্রণয়ভাবের সঞ্চার হয়, লোকে যাকে "তারামৈত্রক" কিম্বা "চক্ষুরাগ"

বলে' নির্দ্দেশ করে। আবার একে অনির্ব্বচনীয় অহেতুক প্রীতিও বলা যেতে পারে।

অহেতু প্রণয় যার
সে প্রণয় কভু নাহি হয় নিবারণ।
স্নেহময় তন্তু দিয়া
সে যে করে অন্তরের মরম গ্রন্থন॥

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি)

"রাজপট্ট"-মণিতুল্য যাঁহার শরীর
কেমনে বিঁধিবে তাঁরে আমার এ তীর?
আলিঙ্গিতে ওই অঙ্গ আমি যে ত্বরিত,
তারি আশে এবে মোর তনু পুলকিত।
কিন্তু দেখিতেছি এঁর রণে দৃঢ় মতি,
অস্ত্র বিনা তবে মোর আছে কিবা গতি?
হেন বীর-পরে যদি অস্ত্র নাহি তুলি,
বৃথা তবে অস্ত্র মোর, তাও আমি বলি।
অস্ত্রাঘাতে হয়ে যদি ত্যজি আমি রণ,
উনি বা কি বলিবেন বল তো তখন?
বীরের সংগ্রামে এই দারুণ নিয়ম,
প্রণয়ের পথে করে বিঘ্ন উৎপাদন।

সুমন্ত্র।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া সজল-নয়নে স্বগত) হৃদয়! কেন অন্য প্রকার ভাব্‌চ?

আশার বীরুটি মোর পূর্ব্বেই যে বিদলিত,
লতা ছিন্ন হ'লে কোথা পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত?

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য সুমন্ত্র! আমি রথ থেকে নেমে যাই।

সুমন্ত্র।—কেন? কি জন্ত?

চন্দ্রকেতু।—এই পূজনীয় বীর-পুরুষ যে ভূতলে রয়েছেন। তা হ'লে ক্ষাত্রধর্ম্মও পালন করা হয়, কেননা, শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, পাদচারীর সহিত রথারোহীদের কখনও যুদ্ধ করা উচিত নয়।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এ যে বড় বিপদেই পড়লেম দেখছি।

কেমনে নিষেধ করে
শ্লাঘ্য এই অনুষ্ঠান আমাবিধ জনে
কুলোচিত কাজ এই
কুমারে করিতে আমি বলি বা কেমনে?

চন্দ্রকেতু।—যখন পিত্রাদি গুরুজনেরাও, ধর্ম্ম-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হ'লে, পিতার পরম বন্ধু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করে' থাকেন, তখন আপনি কেন এত চিন্তিত হচ্চেন?

সুমন্ত্র।—আপনার এই জিজ্ঞাসা সঙ্গত বটে।

সংগ্রামেরই এই নীতি, এই ধর্ম্ম সনাতন।
রঘুসিংহদেরই এই বীর-রীতি আচরণ॥

চন্দ্রকেতু।—এ কথা আর্য্যেরই অনুরূপ।

ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবচন
আপনিই জানেন সব রঘুকুল-আচরণ।

সুমন্ত্র।—(সস্নেহ সজল-নয়নে আলিঙ্গন করিয়া)

বৎস লক্ষ্মণের আজি বয়স কতই
এরই মধ্যে হইলেন ইন্দ্রজিৎ-জয়ী।
তার পুত্র তুমি ধরিয়াছ বীর-বৃত্তি,
দশরথ-বংশে আছে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।

চন্দ্রকেতু।—(কষ্টে)

রঘু-জ্যেষ্ঠ অপ্রতিষ্ঠ সন্তান-অভাবে,
কুলের প্রতিষ্ঠা তবে কেমনে সম্ভবে?
এই দুঃখে পিতৃব্যেরা দেখ তিন জন
অতি কষ্টে দিনরাত করেন যাপন।

সুমন্ত্র।—ওহো হো! চন্দ্রকেতুর এই কথাগুলি কি হৃদয়-বিদারক!

লব।—এ কি অদ্ভুত মিশ্রভাব!

চন্দ্রোদয় হ'লে যথা আনন্দিত হয় কুমুদিনী
ওঁরে হেরি' নেত্র মম প্রফুল্লিত হইল তেমনি।
কিন্তু এবে বাহু মোর ধরিয়া ভীষণ ধনুর্ব্বাণ,
সুকর্কশ জ্যা-নির্ঘোষে আকাশ করিয়া কম্পমান
ঘোর বীর-রসে মাতি, করি' নিজ বীরত্ব প্রকাশ
প্রবৃত্ত হয়েছে রণে বীরবরে করিতে বিনাশ।

চন্দ্রকেতু।—(নামিয়া) আর্য্য! আমি সূর্য্য-সন্তান চন্দ্রকেতু, আপনাকে অভিবাদন করি।

শাশ্বত বরাহদেব বিজয়ার্থ করুন বিধান
অজের পবিত্র তেজ তোমা প্রতি করুৎ(?)প্রদান।

তা ছাড়া—

তব গোত্র-পিতা দেব সহস্র-কিরণ
রণ-মাঝে প্রফুল্ল রাখুন তব মন।
তব গুরুজন গুরু বশিষ্ঠ মহান্
বিজয়-আবাস তোমা করুন প্রদান।

ইন্দ্র বিষ্ণু অগ্নি বায়ু
গরুড়ের প্রায় তুমি প্রভাব-দুর্জয়।
রাম-লক্ষণের সেই
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ-মন্ত্রে লভহ বিজয়।

লব।—রথে থেকে আপনার বেশ শোভা হচ্ছে—আমার আর এত আদর করে' কাজ নেই।

চন্দ্রকেতু।—তবে আপনিও আর একটি রথে উঠুন।

লব।—আর্য্য! ওঁকে পুনর্ব্বার রথে উঠিয়ে দিন্।

সুমন্ত্র।—তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধটি রাখ।

লব।—আপনার যুদ্ধের যে কোন উপকরণই থাক্ না কেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা অরণ্যবাসী, আমরা রথের ব্যবহারে অনভ্যস্ত।

সুমন্ত্র।—বৎস, আমি দেখ্‌ছি, দর্প ও সৌজন্যের যথোচিত ব্যবহার তুমি জান। যদি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্র এ সময়ে তোমাদের দেখতে পেতেন, তা হ'লে স্নেহেতে তাঁর শরীর একেবারে আর্দ্র হয়ে যেত।

লব।—আর্য্য! শোনা যায়, সেই রাজর্ষি নাকি অতি সুজন।

(সলজ্জভাবে)

আমরাও নহি জেনো যজ্ঞ-বিঘ্নকারী,
সে রাজার গুণ কে না গায় নর-নারী?
অশ্বরক্ষকের সেই দুঃসহ বচন
রোষানল মনে মোর করে উদ্দীপন।
সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলে করে তিরস্কার,
ক্ষত্র হয়ে কে সহিবে সে কথা তাহার?

চন্দ্রকেতু।—(সস্মিত) আমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রবল প্রতাপ আপনার অসহ্য হ'ল কেন?

লব।—অসহিষ্ণুতার কারণ থাক্ বা নাই থাক্, আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি রাজা রাঘব না কি নিরহঙ্কার—তাঁর প্রজাদের মধ্যেও না কি কোন অহঙ্কার নেই—তবে তাঁর লোকজনেরা এরূপ অহঙ্কৃত রাক্ষসী-বাক্য প্রয়োগ করে কেন বলুন দিকি?

উদ্ধত গর্বিত বাক্যে [illegible] "রাক্ষসী,"
[illegible] সে [illegible]

তাই লোকে সর্ব্বদাই নিন্দা করে এরূপ বচনে,
তেমনি তো অন্য বাক্যে সাধুবাদ করে সর্ব্বজনে।
অলক্ষ্মীরে করে দূর, পূর্ণ করে মন-অভিলাষ,
কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে, দুষ্কৃতিরে করয়ে বিনাশ,
সর্ব্বমঙ্গলের মূল, সুকল্যাণী কামধেনু প্রায়
সত্যপ্রিয় বাক্য সেই, ধীরেরা সুনৃত বলে যায়।

সুমন্ত্র।—ইনি মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধ-স্বভাব। আর যে কথা বল্লেন, তাতে এঁকে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

লব।—(চন্দ্রকেতুর প্রতি) আপনি যে জিজ্ঞাসা কর্‌চেন, আপনার জ্যেষ্ঠতাতের অপরিসীম প্রতাপে আমার এত অসহিষ্ণুতা কেন?—ভাল, আমি জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, ক্ষত্রিয়দের শৌর্য্য-বীর্য্যের কোনরূপ সীমা-নিয়ম আছে কি?

চন্দ্রকেতু।—দেবোপম ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রকে জানেন না তা কি হবে। ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন—অতিপ্রসঙ্গে আর কাজ নাই।

সামান্য সৈন্যেরে বধি'
করিয়াছ তেজ প্রদর্শন।
জামদগ্ন্য-জয়ী রামে
বোলো নাকো উদ্ধত বচন।

লব।—(সহাস্যে) আর্য্য! তিনি জামদগ্ন্যকে জয় করেছেন, এ আর বেশী কথা কি হ'ল?

ব্রাহ্মণের বাক্যে বল, কে না তাহা জানে?
ক্ষত্রিয়েরই বাহুবল সর্ব্বলোকে মানে।
শস্ত্রগ্রাহী দ্বিজোত্তম জামদগ্ন্যে করিয়া বিজয়
বল দেখি সেই রাজা কিসে হ'ল স্তুতির বিষয়?

চন্দ্রকেতু।—(সরোষে) আর্য্য! আর্য্য! আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে কাজ নেই।

কে রে নব অবতার মানবের মাঝে,
জামদগ্ন্য বীর শ্লাঘ্য নহে যার কাছে?
তাতের চরিত পুণ্য যে জন জানে না,
যে তাত দেছেন বিশ্বে অভয়-দক্ষিণা।

লব।—রঘুপতির চরিত্র ও মহিমা কে না জানে বলুন—যদিও সে বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে—তা থাক্—ও কথায় আর কাজ নেই।

বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা সব, তাঁদের চরিত
আমার বিচার করা নহেক উচিত।

থাকুন আছেন যাহা, কে করে গো মানা ?
বর্ণনায় কিবা ফল—ঢের আছে জানা।

তাড়কা বধেও তাঁর
যশঃকীর্ত্তি লোক-মাঝে অটুট অক্ষয়,
খর সনে যুদ্ধে তিনি
তিন পা হটেন পিছু—তবু তাঁরি জয়।
যে কৌশলে বালিরাজে
গুপ্তবাণে করেন নিধন
কে না জানে সেই কথা
জানে তাহা জগতের জন।

চন্দ্রকেতু।—কি! মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য হয়ে তুমি আমার জ্যেষ্ঠতাতের নিন্দা কর?—তোমার ভারি অহঙ্কার দেখ্‌ছি।

লব।—ইস্‌! আমার উপর যে আবার ভ্রূকুটি করা হচ্চে!

সুমন্ত্র।—এঁদের দুজনের মধ্যে যে ভারি রাগারাগি হ'তে আরম্ভ হ'ল।

বিপক্ষ-দমনে দোঁহে ক্রোধে প্রজ্বলিত,
উভয়েরি শিখাবদ্ধ হয় আন্দোলিত।
কোকনদ সম নেত্র একে তো লোহিত,
সে বরণ আরো যেন রোষে দ্বিগুণিত।
ভ্রূভঙ্গ অকস্মাৎ সুব্যক্ত বদনে,
কলঙ্ক-লাঞ্ছন যেন শশাঙ্ক-আননে।
কিম্বা যেন মনে হয় কমল-উপরি
উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমে ভ্রমর-ভ্রমরী।

কুমারদ্বয়।—তবে এখন, এখান থেকে যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্রে নামা যাক্‌।

[সকলের প্রস্থান।

(কুমার-বিক্রম নামক পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত)

ষষ্ঠ অঙ্ক

(উজ্জ্বল বিমানারোহণে বিদ্যাধর-মিথুনের প্রবেশ)

বিদ্যাধর।—অহো! সহসা এই দুটী সূর্য্যবংশীয় বালকের মধ্যে কি প্রচণ্ড যুদ্ধই বেধেছে! উভয়-শরীরেই ক্ষত্রতেজ প্রজ্বলিত! প্রিয়ে, দেখ দেখ:—

ঝনৎ ঝনৎ ঝন কঙ্কণের ধ্বনি সহ
কিঙ্কিণী বাজিছে সব ধনুকের গায়,
তাহে পুন শিঞ্জিনী ঘোর-নাদ-নিনাদিনী
ভীম কোলাহলে তার চারিদিক ছায়।
ধনু করি বিস্ফারিত, বীরদ্বয় অবিরত
নিঃক্ষেপিছে চারিদিকে প্রজ্বলন্ত বাণ,
রণোৎসাহে উত্তেজিত, শিখা শিরে আন্দোলিত
ক্রমে বাড়ে লোকত্রাস ভীষণ সংগ্রাম।
দোঁহারি মঙ্গল তরে ওই দেখ স্বর্গপরে
দেব-ভেরী বাজে মেঘ-গর্জ্জন সমান।

প্রিয়ে, তবে ঐ বীরদ্বয়ের উপর, অবিরল ললিত-বিকচ কনক-কমলে সুশোভিত, মন্দারাদি অমর-তরুগণের তরুণ-মণি-মুকুল-সমন্বিত সুন্দর মকরন্দ-সুরভিত পুষ্পরাশি বর্ষণ করতে আরম্ভ কর।

বিদ্যাধরী।—এ কি! হঠাৎ আকাশে অমন পিঙ্গল-বর্ণ বিদ্যুচ্ছটার আবির্ভাব হ'ল কেন?

বিদ্যাধর।—তাই তো, এ কি হ'ল আজ!

বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রে শাণিলে যেমন
মার্ত্তণ্ড ধরিয়াছিল উজ্জ্বল কিরণ।
সেইরূপ এ যে দেখি, কিম্বা ত্রিলোচন
ললাটের নেত্র বুঝি করে উন্মীলন॥

(চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, বৎস চন্দ্রকেতু যে আগ্নেয় অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, এ তারই অগ্নিচ্ছটা। দেখ এখন

বিমান-মণ্ডলগুলি
কোথায় করেছে পলায়ন,
পুড়িয়া চামর, ধ্বজা,
ধরিয়াছে বিচিত্র বরণ।
অনলের শিখা লাগি
ধ্বজাদের পটপ্রান্তভাগ
ক্ষণকাল তরে যেন
ধরিয়াছে কুসুমের রাগ।

আশ্চর্য্য!

কি ভীষণভাবেই অগ্নিদেব চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করচেন। প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের সময় বিদ্যুতের বিস্ফুলিঙ্গ যেমন মুহুর্মুহু নির্গত হয়, এও ঠিক্‌ সেইরূপ। লেলিহান অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী উত্তাপ আলোড়িয়া নির্গত করচে কি ভীষণ রূপই ধারণ করেচে—ঐ চারিদিকে কি

প্রচণ্ড উত্তাপ! এই বেলা প্রিয়াকে আমার অঙ্গের মধ্যে আবৃত করে একটু দূরে প্রস্থান করি। (তথা করণ)

বিদ্যাধরী।—আহা! নাথের এই বিমল মুক্তা-মালার মত শীতল স্নিগ্ধ মধুর অঙ্গের সুখস্পর্শে আমার চক্ষু ক্রমে মুদ্রিত হয়ে আসচে। এখন যেন উত্তাপ আর কিছুই অনুভব হচ্চে না।

বিদ্যাধর।—প্রিয়ে! আমি তোমাকে কি এমন বল করেছি। তবে কি না—

কিছু নাহি করিলেও
সঙ্গ-সুখে দুঃখের মোচন।
কি সামগ্রী সেই তার
যে যাহার নিজ প্রিয়জন॥

বিদ্যাধরী।—এ কি আবার! ময়ূরকণ্ঠের মত শ্যামল মেঘে সমস্ত আকাশ যে ছেয়ে গেল! আর চকিত বিদ্যুল্লতা চারিদিকে যেন উল্লাসভরে খেলিয়ে বেড়াচ্চে—হঠাৎ এরূপ হ'ল কেন?

বিদ্যাধর।—প্রিয়ে, এ কি জান? কুমার লব যে বরুণ-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, তারই প্রভাবে এইরূপ হয়েছে। এ কি! অনবরত বারিধারা বর্ষণে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি যে সব নির্ব্বাণ হয়ে গেল!

বিদ্যাধরী।—তা ভালই হয়েছে।

বিদ্যাধর।—হায় হায়! সকল বস্তুরই অতিশয়টা দোষের হয়ে পড়ে। ঘোর-গর্জ্জন ঘন-ঘটার নীরন্ধ্র অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। যেন মহাদেব বিশ্ব-সংসারকে একেবারেই গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়ে নিজের বিশাল মুখ-গহ্বর উন্মীলিত করেছেন—যেন যুগান্তরীণ-যোগনিদ্রা-নিমগ্ন নারায়ণের নিরন্ধ্র উদরে প্রাণিগণ প্রবিষ্ট হয়ে থর-থর কম্পমান। কিন্তু এ কি! আবার বায়ু যে সহসা প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্চে। সাধু! বৎস চন্দ্রকেতু, সাধু! উপযুক্ত সময়েই বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছ।

মায়ার প্রপঞ্চ যথা
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মে হয়ে যায় লয়।
সেইরূপ বায়ব্যাস্ত্রে
উড়াইয়া দিলে তুমি মেঘ-সমুদয়।

বিদ্যাধরী।—নাথ! বিনি সবেগে হাত তুলে উত্তরীয়-অঞ্চল [illegible] ঘোরাতে মধুর বাক্যে দূর হ'তে এঁদের [illegible] কাছে নিষেধ করছেন [illegible] ওঁদের মাঝখানে এসে রথ দাঁড়িয়েছে। উনি কে বল দিকি?

বিদ্যাধর।—(দেখিয়া) উনি রঘুপতি, শম্বুক-বধ করে' ফিরে আসচেন।

মহা পুরুষের বাক্য করিয়া শ্রবণ
সেই অনুরোধে উভে থামাইলা রণ।
লব শান্ত—চন্দ্রকেতু করিল প্রণাম,
পুত্র-সম্মিলনে হোক্ রাজার কল্যাণ।
এস তবে, আমরা এখান থেকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(রাম, লব ও প্রণত চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

রাম।—(পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ করিয়া)

দিনকর-কুলচন্দ্র
চন্দ্রকেতু লক্ষ্মণ-নন্দন!
হেথা আসি হর্ষ-ভরে
দাও মোরে গাঢ় আলিঙ্গন।
হিমখণ্ড-সম তব
সুশীতল অঙ্গের পরশে
চিত্তের সন্তাপ মম
শীঘ্র আসি' শমিত করসে।

(উঠাইয়া সস্নেহে এবং সজল-নয়নে আলিঙ্গন) দিব্য অস্ত্র পেয়ে অবধি তুমি তো এখন নিরাপদ?—তোমার তো সমস্ত কুশল?

চন্দ্রকেতু।—আজ্ঞা হাঁ! দেখুন, এই প্রিয়দর্শন লব কি অলৌকিক কাণ্ড করেছেন! এঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি পরম সুখী হয়েছি। এখন আমার নিবেদন এই, আমার প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ, তার চেয়েও অধিক স্নেহ-দৃষ্টিতে এই মহাবীরকে আপনি দেখুন।

রাম।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! বৎস চন্দ্রকেতুর বয়স্যের আকৃতিটি কেমন গম্ভীর!

লোক-পরিত্রাণ হেতু
ধনুর্ব্বেদ করে কি গো মূরতি ধারণ?
কিম্বা বেদ-রক্ষা তরে
ক্ষাত্রধর্ম্ম করে কি গো শরীর গ্রহণ?

শক্তির সমষ্টি কিম্বা
এক স্থানে পুঞ্জীকৃত গুণ সমুদয়,
বিশ্ব-পুণ্যরাশি কিম্বা
করিয়াছে কি গো ওই দেহের আশ্রয়?

লব।—অহো! এই মহাপুরুষের দর্শনে আমি যেন অন্তরে কেমন এক প্রকার পুণ্য অনুভব করচি। ইনি যেন

আশ্বাস বাৎসল্য ভক্তি
এ তিনের একাধার, অতীব মহান্।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরমের
সাক্ষাৎ প্রসাদ যেন হেরি মূর্ত্তিমান?

আশ্চর্য্য!

দেখিয়া ইঁহারে শাস্ত বিরোধ-বিদ্বেষ,
গাঢ় ভক্তি হৃদে আসি' করিল প্রবেশ।
ঔদ্ধত্য চলিয়া গেল, আইল বিনয়,
অধীনতা আসি' যেন অন্তরে উদয়।
সহসা এ ভাব কেন, কিছু তো বুঝি না।
তীর্থ-সম মহত্তের এমনি মহিমা॥

রাম।—কি আশ্চর্য্য! এ বালকটিকে দেখে যে একেবারেই আমার দুঃখের শান্তি হ'ল। অন্তরাত্মাও যেন কোন বিশেষ কারণে আর্দ্র হয়ে গেল। কিন্তু স্নেহ যে কোন কারণের অপেক্ষা করে, এ কথাও অপ্রামাণিক।

অন্তরের মধ্যে কোন আছয়ে কারণ
যাতে হয় পরস্পরে স্নেহের বন্ধন।
স্নেহ বাঁধে গূঢ় সূত্রে হৃদয়ে হৃদয়,
বাহ্য উপাদানে কভু না করে আশ্রয়।
উদিলে ভাস্কর, পদ্ম হয় বিকসিত,
শশীর উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত।

লব।—চন্দ্রকেতু! ইনি কে?

চন্দ্রকেতু।—প্রিয় বয়স্য! ইনিই আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—তবে সম্পর্কে আমারও ধর্ম্মতাত। কেন না, আপনি আমাকে প্রিয় বয়স্য বলেছেন। কিন্তু রামায়ণে তো চারজন মহাত্মার কথা লেখা আছে—তাঁরা সকলেই তো আপনার তাতশব্দবাচ্য। তবে বর্ণিত করে' বলুন দেখি, ইনি আপনার কে?

চন্দ্রকেতু।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—(উল্লাসের সহিত) কি! রঘুনাথ? আমার আজ কি সুপ্রভাত, আর্য্য রামের দর্শন পেলেম। (বিনয় ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)—আমি বাল্মীকি-শিষ্য লব, আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—আয়ুষ্মন্! এসো এসো (সস্নেহে আলিঙ্গন) হয়েছে হয়েছে—অতিরিক্ত বিনয়-সৌজন্যে প্রয়োজন নাই। এসো—তুমি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দেও।

প্রস্ফুটিত পরিপুষ্ট কমলের দলসম
অঙ্গের পরশ তব সরস কোমল।
চন্দ্রমা চন্দন-রস বিগলিত কিম্বা যেন
এমনি সরস আহা স্নিগ্ধ সুশীতল!

লব।—(স্বগত) কোন কারণ নেই, তবু আমার প্রতি এঁদের এরূপ স্নেহ! আর এই মূর্খেরা আমার সঙ্গে কি না শত্রুতাচরণ করে! দেখ না, অনর্থক আমাকে অস্ত্রধারণ করালে, আর এই ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত করলে। (প্রকাশ্যে) তাত! এখন লবের এই অজ্ঞতা ক্ষমা করুন।

রাম।—বৎস! তোমার কি অপরাধ?

চন্দ্রকেতু।—অশ্বরক্ষীদের মুখে আপনার অসীম প্রতাপের কথা শুনে ইনি এই অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করেছেন।

রাম।—এইরূপ বীরত্বই তো ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার।

তেজস্বী অন্যের তেজ
কিছুতেই পারে না সহিতে,
ইহা তার স্বাভাবিক,
কৃত্রিমতা নাহি কোন ইথে।
ভাস্কর, কিরণে যদি
অবিরত করয়ে দহন,
পরাভূত সূর্য্যকান্ত
তবু করে অগ্নি উদ্গিরণ।

চন্দ্র।—আর ক্রোধও যথার্থ এঁকেই শোভা পায়। (রামের প্রতি) দেখুন তাত, প্রিয় বয়স্য যে জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, তাতে সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে একেবারে নিশ্চল ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

রাম।—(দেখিয়া) বৎস লব! তুমি অস্ত্রশক্তি সংহরণ করে' লও। আর ঐ তাড়াতাড়ি দিলেই হবে...

লজ্জিত হয়েছে—চন্দ্রকেতু। তুমি গিয়ে ওদের সান্ত্বনা করে' এসো।

লব।—যে আজ্ঞা (ধ্যানে মগ্ন হইয়া)

চন্দ্রকেতু।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

লব।—এই দেখুন, অস্ত্রের আর প্রভাব নাই।

রাম।—বৎস! জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার মন্ত্রাধীন এবং গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ।

ব্রহ্মা-আদি পূর্ব্ব-গুরু
বেদ-মন্ত্র রক্ষার উদ্দেশে
সহস্র বৎসর ধরি'
তপস্যা করিয়া অবশেষে
দেখিলেন, অস্ত্রগুলি
সম্মুখে আসিয়া অধিষ্ঠান
—সাক্ষাৎ তপস্যা-ফল,
তপ-তেজ যেন মূর্ত্তিমান।

পরে ভগবান্ কৃশাশ্ব সহস্রাধিক বৎসরের শিষ্য, কুশিকের পুত্র বিশ্বামিত্রকে এই মন্ত্রঘটিত সমস্ত রহস্যের উপদেশ দিলেন; পরে বিশ্বামিত্রই আবার এই অস্ত্র আমাকে দেন। এইরূপে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অস্ত্রগুলি অন্যের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বৎস! তুমি এটি কোন্ সম্প্রদায় থেকে পেলে?

লব।—এ অস্ত্রগুলি আমাদের দুজনের নিকট আপনা হ'তেই প্রকাশ হয়েছে।

রাম।—(চিন্তা করিয়া) তবে বোধ হয়, কোন বিশেষ পুণ্য-ফলে তোমরা এই শক্তি অর্জ্জন করেছ। আচ্ছা, "আমাদের দুজনের" এ কথা বল্‌চ কেন?

লব।—আমরা দুই যমজ ভাই।

রাম।—দ্বিতীয়টি কে?

(নেপথ্যে)

ভাণ্ডায়ন!

কি বলিছ, কি বলিছ?
লব সনে রাজসৈন্য করিছে সংগ্রাম।
আজ তবে ধরা হ'তে
লোপ হবে "রাজা" এই নাম
ক্ষত্রিয়ের শত্রানল
একেবারে হইবে নির্ব্বাণ।

রাম।—ইন্দ্রমণি-শ্যামকান্তি
কে গো এ বালক হেথা হয় উপনীত?
শুনি ওর কণ্ঠধ্বনি
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে মোর হয় রোমাঞ্চিত।
নবনীল-জলধর
করিলে গগন-তলে গম্ভীর গর্জ্জন
কদম্ব-মুকুল-গাত্রে
অকস্মাৎ হয় যথা কণ্টক দর্শন।

লব।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠ, আর্য্য কুশ; এখন ইনি ভরত মুনির আশ্রম থেকে ফিরে এলেন।

রাম।—(সকৌতুকে) বৎস! ওঁকে এই দিকে ডাকো।

লব।—যে আজ্ঞা।

(পরিক্রমণ)

(কুশের প্রবেশ)

সপ্ত মনু বৈবস্বত
তাঁহা হ'তে করিয়া গণনা
দিয়াছেন চিরকাল
ইন্দ্রে যাঁরা অভয় দক্ষিণা,
গর্ব্বিতেরে শাসিবারে
ক্ষত্র-তেজ করেন দীপিত
সেই সূর্য্যবংশী-সনে
যদি হয় যুদ্ধ উপস্থিত,
তবেই এ ভীম ধনু
—সুরঞ্জিত-কিরণ-উজ্জ্বল—
সংগ্রামে হইবে ধন্য
—সর্ব্ব অস্ত্র হইবে সফল।
(উদ্ধত-ভাবে পরিক্রমণ)

এ ক্ষত্রিয় শিশুটির
বীর্য্য-পৌরুষের কেবা করে পরিমাণ?
দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় যেন
ত্রিভুবন-বল-রাশি করে তৃণ জ্ঞান।
গতিভঙ্গি এমনি গো গম্ভীর উদ্ধত,
প্রতিপাদক্ষেপে যেন ধরা হয় নত।
বালকটি সারবান পর্ব্বত-সমান,
বীর-রস কিম্বা দর্প যেন মূর্ত্তিমান।

লব।—(নিকটে গিয়া) জয় হোক্ আর্য্যের।

কুশ।—কি সংবাদ ভাই—যুদ্ধ নাকি?

লব।—সে অতি সামান্ত। যা হোক্, কিন্তু আপনি গর্ব্বিত ভাব পরিত্যাগ করে' এঁর কাছে বিনয় অবলম্বন করুন।

কুশ।—কেন বল দেখি?

লব।—ইনি দেব রঘুপতি। ইনি আমাদের বড়ই স্নেহ করেন। আর আপনাকে দেখ্‌বেন বলে' বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

কুশ।—(চিন্তা করিয়া) কি! যিনি রামায়ণের নায়ক ও বেদের রক্ষাকর্ত্তা?

লব।—হাঁ, তিনিই।

কুশ।—তিনি যথার্থই পুণ্য-দর্শন, কিন্তু আমরা তাঁর কাছে কিরূপ ভাবে যাব, তা তো কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে।

লব।—লোকে গুরুর কাছে যে ভাবে যায়, সেই ভাবে।

কুশ।—অমন করে' যেতে হবে কেন ভাই?

লব।—ঊর্ম্মিলার পুত্র চন্দ্রকেতু মহাত্মা লোক—অতি সুজন। তিনি অনুগ্রহ করে' আমাকে প্রিয় বয়স্য বলেছেন। তাই, সেই সম্বন্ধে রাজর্ষি রামচন্দ্রও আমাদের ধর্ম্মতাত।

কুশ।—ক্ষত্রিয় হ'লেও সম্প্রতি এঁর কাছে বিনয় কোন দোষের নয়।

লব।—এই দেখুন সেই মহাপুরুষ। এঁর আকার, প্রভাব, গাম্ভীর্য্য দেখ্‌লেই বোধ হয়, এঁর চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ।

কুশ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) অহো!

আকৃতি কি অমায়িক
আরও কিবা প্রভাব পবিত্র!
—বাল্মীকি-ভারতীর
উপযুক্ত নায়ক-চরিত্র।

(নিকটে আসিয়া) তাত! আমি বাল্মীকির শিষ্য কুশ—আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—এসো বৎস, এসো।

সকল-অঙ্গ-সিক্ত
তব অঙ্গ-আলিঙ্গন তরে
উৎসুক হইয়া আছে
মন মোর বাৎসল্যের ভরে।

(আলিঙ্গন করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এটি কি আমার পুত্র?

সর্ব্ব-অঙ্গ হ'তে যরি'
যেন মম স্নেহের সমস্ত স্নেহ-সার
অথবা চৈতন্য মম
বাহিরে আসিয়া যেন ধরেছে আকার।

প্রগাঢ় আনন্দে যদি হৃদে বিগলিত
সেই স্নেহ-রসে এ কি হয়েছে রচিত?
যেন হয় অনুভব ও অঙ্গ-পরশে
গাত্র মোর হয় সিক্ত অমৃতের রসে।

লব।—তাত! সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে, আপনি এই শাল-গাছের ছায়াতে একটু বসুন।

রাম।—আচ্ছা, বৎস! তোমার যা অভিরুচি।

(সকলের পরিক্রমণ ও উপবেশন)

রাম।—(স্বগত) অহো!

অতি নম্র হইলেও
চলা-ফেরা বসার ভঙ্গিমা
সকলি করিয়া দেয়
উহাদের রাজত্ব সূচনা।

রত্ন যথা সমুজ্জ্বল সুচারু আলোকে,
মকরন্দ-বিন্দু যথা পঙ্কজ-কোরকে,
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে কিবা তনু বিভূষিত,
রূপের লাবণ্যে আহা ভুবন মোহিত।

আর, রঘুবংশীয় বালকদের সঙ্গেও অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলে' বোধ হয়।

পূর্ণকায় কপোতের কণ্ঠের সমান
শ্যামল বরণ,
বৃষ-তুল্য স্কন্ধদেশ, সুন্দর সুঠাম
অঙ্গের গঠন।

শান্ত পশুরাজ-সম দৃষ্টি অতি স্থির,
মাঙ্গল্য-মৃদঙ্গ-সম সুস্বর গম্ভীর।

(আরও সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

শুধু যে আমার শরীরের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে, তা নয়—তা ছাড়া

সূক্ষ্মরূপে নেহারিলে হয় অনুভব
জানকীরও সম যেন দেহ-অবয়ব।
আবার করি গো যেন প্রত্যক্ষ দর্শন
সেই নব-পদ্ম-সম প্রিয়ার আনন।

মুক্তাবৎ দন্ত সেই,
সেই দেখি কান্তি নিরমল
সেই গুঞ্জ-জড়িমাটি,
সেই চারু শ্রবণ-যুগল।
যদিও গো নেত্র-বর্ণ
রক্ত নীল পুরুষ-সুলভ,
প্রিয়া-নেত্র-সম তবু
সুখপ্রদ নয়ন-বল্লভ।

আর এই তো সেই বাল্মীকির তপোবন। সীতাকে লক্ষ্মণ এইখানেই পরিত্যাগ করে' যান। এদের আকার-প্রকারও সেইরূপ দেখ্‌চি। আবার জৃম্ভক অস্ত্রগুলিও এদের স্বতঃসিদ্ধ। কিছুই তো বুঝ্‌তে পারচিনে। আর শোনা গেছে, এ অস্ত্র-শিক্ষা নাকি গুরুর উপদেশ ভিন্ন কখনই হ'তে পারে না। তবে আমি চিত্র-দর্শনের সময় যে বলেছিলেম, অস্ত্রগুলি শেষে ওদের গিয়ে বর্ত্তাবে, তাই বা হয়েছে। আর, লব-কুশকে দেখবামাত্রই আমার মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়েছিল; এতেও আমার ব্যাকুল আত্মা আশ্বাসিত হচ্চে। আর একটা কথা, তখন দেবীর গর্ভ যে দ্বিধা বিভক্ত ছিল, তাও আমি পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলেম।

অনেক দিবসাবধি
করি' বাস উভে একত্রিত,
পূর্ব্বজাত অনুরাগ
ক্রমে ক্রমে হয় গো বর্দ্ধিত।
সুবিজনে থাকিয়াও
স্বাভাবিক লাজে প্রিয়া জড়িত-নয়ন।
আমিই জানিনু আগে
করতল ধীরে ধীরে করি সঞ্চালন,
—গর্ভ-গ্রন্থি দ্বিধাভাবে বিভক্ত উদরে
প্রিয়াও তা জানিলেন কিছু দিন পরে।

(রোদন করিয়া) এখন এদের কি জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌ব?—কি উপায়েই বা জিজ্ঞাসা করি?

লব।—তাত! এ কি!
জগত-কল্যাণকর ও তব আনন
শিশিরাক্ত পদ্মসম হ'ল যে এখন।

কুশ।—ভাই লব!

কি না দুঃখ সহিছেন
রঘুপতি সীতার বিহনে,
জগত অরণ্য যেন
প্রতিভাত বিরহি-নয়নে।
জ্বলন্ত সে অনুরাগ
—অনন্ত এ বিরহের ব্যথা।
সুধাইছ যেন কভু
পড় নাই রামায়ণ-কথা।

রাম।—(স্বগত) এদের দুজনের আলাপ নিঃসম্পর্কীয় লোকের মত মনে হচ্চে। তবে আর প্রশ্ন করে' কি হবে? রে দগ্ধ হৃদয়! অকস্মাৎ তোর এরূপ অধীরতা-পূর্ণ বিকার কেন উপস্থিত হ'ল? হায়! আমার মনের এই আবেগ দেখে শিশু-জনেরাও আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচে। যা হোক, এখন এই মনের দুঃখ মনেতেই রাখি—আর প্রকাশ করব না। (প্রকাশ্যে) বৎস! শুনেছি, ভগবান্ বাল্মীকি নাকি অমৃত-নিঃস্যন্দী কবিতায় সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন করেছেন, তার কিঞ্চিৎ শুন্‌তে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

কুশ।—সে সমস্ত রচনাই আমরা পাঠ করেছি। প্রথম কাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে বালকচরিত বর্ণনা-সময়ের এই দুইটি শ্লোক এখন আমার মনে পড়চে—

রাম।—বল বৎস, বল।

কুশ।—"স্বাভাবিক গুণে সীতা ছিল প্রিয় রামের সদন,
নিজগুণে সীতা পুন সেই প্রীতি করিলা বর্দ্ধন।
শ্রীরামও ছিলেন প্রিয়-প্রাণাধিক সীতার [illegible]
এইরূপ প্রীতি-যোগ হৃদিমাঝে ছিল পরস্পরে।

রাম।—কি দারুণ মর্ম্মভেদী কষ্ট! হা [illegible] তখন এইরূপই ছিল বটে। অহো! [illegible] দৈবদুর্বিপাকে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল—[illegible] কেবল সংসারের শোক-পর্য্যবসিত কঠোর-ঘটনা [illegible] আমাকে নিয়ত দগ্ধ করচে।

কোথা সে আনন্দ এবে,
কোথা সে বিশ্বাসপূর্ণ প্রণয়ের সুখ,
কোথা বা পরস্পরে,
কোথা সেই গাঢ়তর [illegible]-কৌতুক

সুখে দুঃখে কোথা সেই
উভয়ের হৃদয়ের একতা-বিধান ?
তবু প্রাণ দেহে আছে,
এ পাপের হবে নাকি কভু অবসান ?

হায়! কি কষ্ট!—

অগণ্য লাবণ্য তাঁর
বিকসিত ছিল গো যখন
সে চিরস্মরণীয় কাল
কেন দেয় করিয়া স্মরণ।
প্রিয়ার সে পয়োধর
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করি' হয়ে অগ্রসর
স্বল্পদিনেরই মাঝে
ঈষৎ লভিল সবে বর্দ্ধিত প্রসর,
মনে হ'ল যেন আহা!
যৌবন, বাসনা, প্রেম হয়ে একত্রিত
মৃদুপদে স্মর-হৃদে আসি সমুদিত!

কুশ।—মন্দাকিনীতীরে ও চিত্রকূট-বনে বিহারের সময় সীতা দেবীকে উদ্দেশ করে' রঘুপতি এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

সন্মুখে শিলা-মঞ্চ
প্রসারিত আছে তোমা তরে।
বকুল তরুটি কিবা
চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি করে॥

রাম।—(লজ্জা হাস্য স্নেহ করুণার সহিত) শ্লোকটি দেখ্‌ছি অত্যন্ত সরলস্বভাব, তাতে আবার অরণ্য-বাসী। হা দেবি! সেই সময়ে আমরা কেমন বনে বনে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেম—এই সমস্ত পদার্থই তার সাক্ষী—এদের কি তোমার মনে পড়ে? উঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

হইয়া শীতল সিক্ত শ্রম-ঘর্ম্ম-জলে—
মন্দ মন্দ মন্দাকিনী-মারুত-হিল্লোলে
আকুল অলক তব পড়ে এলাইয়া,
—ললাট-ইন্দুর দ্যুতি যায় যে ঢাকিয়া।
কপোলে কুঙ্কুম নাহি তবুও উজ্জ্বল,
বিনা অলঙ্কারে চারু শ্রবণ-যুগল,
কি সৌম্য সুন্দর সেই চন্দ্রাননখানি।
—সাকসি স্মরণ-পটে হেরি যেন আমি॥

(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সরোদনে)
এক-মনে এক-তানে
অবিরত করিলে গো ধ্যান,
প্রিয়জন চিত্রসম
সন্মুখে হয় অধিষ্ঠান।
থাকিলেও চিরদিন সুদূর প্রবাসে,
এইরূপে বিরহী জনেরে আশ্বাসে।
সে ভ্রম ঘুচিলে ধরা জীর্ণারণ্য-সম
তুষানলে যেন হয় হৃদয় দহন।

(নেপথ্যে)

বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ঋষি,
কৌশল্যা, জনক, অরুন্ধতী,
শিশুদের যুদ্ধ শুনি'
আসিছেন হয়ে ভীত অতি।
অবিলম্বে আসা হেথা
তাঁহাদের মনোগত বাসনা একান্ত।
হতেছে বিলম্ব তবু,
জরাজীর্ণ বলি', আর, পথশ্রমে ক্লান্ত।

রাম।—কি! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী, আমার মাতৃদেবী, রাজর্ষি জনক, এঁরা সবাই আস্‌চেন? উঃ! কিরূপে এঁদের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করি?—(করুণ ভাবে দেখিয়া) ওহো হো! তাত জনকও এই দিকে আস্‌চেন শুনে এ হতভাগ্যের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হচ্ছে।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ
বাঞ্ছিত কুটুম্ব-লাভে হয়ে হৃষ্ট-চিত
সীতার বিবাহ-কালে
মঙ্গল-উৎসব-সভা করেন স্থাপিত।
সে বিবাহ-সভামাঝে
তাতবর একসঙ্গে হয়ে সমাগত
উৎসবে প্রমত্ত হয়ে
আমোদ-প্রমোদ দোঁহে করিলেন কত।
সে সখ্য দেখিয়া চক্ষে
পুন পিতৃ-সখার এ দশা-বিপর্য্যয়
কেন না শতধা হয়ে
বিদীর্ণ হইল মোর এ পাপ-হৃদয়?
অথবা রামের পক্ষে অসাধ্য কি আর,
সমস্ত নিষ্ঠুর কার্য্য সম্ভব তাহার।

(নেপথ্যে)

উঃ! কি কষ্ট!

শ্রুতি-মাত্র অনুমেয়, শোকে শীর্ণকায়
সহসা রামেরে হেরি' এরূপ দশায়
জনক মূর্চ্ছিত, পুন জ্ঞান হ'লে তাঁর
মাতৃগণ মূর্চ্ছিতা হইল আবার।

রাম।—হা তাত! হা মাত! হা জনক!

জনক রঘুর কুল
উভয়েরি যিনি সর্ব্বমঙ্গল-নিদান
সেই সীতাদেবী-পরে
কতই না অকরুণ হয়েছিল রাম।
সেই পাপী মোর প্রতি কেন গো অধুনা
বৃথা প্রদর্শন কর অযথা করুণা?

যা হোক্, এখন ওঁদের অভ্যর্থনা করি। (উত্থিত হইয়া)

কুশ লব।—এই দিকে তাত—এই দিকে!

[আকুলভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।

ইতি কুমার-প্রত্যভিজ্ঞান নামক
ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক

দৃশ্য—ভাগীরথী-তীরে রঙ্গভূমি।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আজ ভগবান্ বাল্মীকি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পুরবাসী, জনপদবাসী প্রভৃতি সমুদয় প্রজাবর্গ এবং আমাদিগকেও আহ্বান করে', নিজ প্রভাবে দেবতা অসুর পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী এবং সর্প-জাতির অধিপতিদেরও নিমন্ত্রণ করে', স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণিবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। আর্য্যও আমাকে এই আদেশ করেছেন যে, "বৎস লক্ষ্মণ! ভগবান্ বাল্মীকি অপ্সরাদের দ্বারা স্বকৃত নাটকের অভিনয় করাবেন স্থির করে' আমাদের অপেক্ষার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছেন। ভাগীরথী-তীরস্থ একটি মনোহর স্থান রঙ্গভূমির জন্ত নির্দিষ্ট হয়েছে। অতএব তুমি সেই স্থানে গমন করে' সভা সজ্জিত কর।" আমিও তাঁর আদেশমত সমস্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রাণীদের নিমিত্ত যথোপযুক্ত আসন সংগ্রহ করে' এখানে স্থাপন করেছি।

রাজ্যাশ্রমে থাকি' আর্য্য
কষ্ট করি' মুনিব্রত করেন ধারণ।
রাখিতে বাল্মীকি-মান
ওই দেখ করিছেন হেথা আগমন॥

(রামের প্রবেশ)

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! রঙ্গ-দর্শকদের যথাস্থানে বসানো হয়েছে তো?

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞা হাঁ।

রাম।—দেখ, বৎস লবকুশকে চন্দ্রকেতুর মত গৌরবের আসনে বসিয়ে দিও।

লক্ষ্মণ।—তাঁহাদের প্রতি আপনার স্নেহ দেখে আমরা পূর্ব্বেই তা করেছি। আর এই রাজাসন আপনার জন্ত নির্দ্দিষ্ট, বসুন আর্য্য।

রাম।—(উপবেশন)

লক্ষ্মণ।—ওহে, তোমরা এইবার আরম্ভ কর।

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার।—সভা-ইতিহাস-বক্তা ভগবান্ বাল্মীকি সমস্ত জগতের স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের এই কথা আদেশ করচেন যে, "আমি ঋষি-চক্ষে দর্শন করে' যে অদ্ভুত করুণরসপূর্ণ পবিত্র সন্দর্ভটি রচনা করেছি, তার গৌরব-রক্ষার্থ আপনারা অবহিত হয়ে শ্রবণ করুন।"

রাম।—এতে এই বলা হচ্চে, যে-সকল মহর্ষিরা আর্ষ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত পদার্থতত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তাঁদের অব্যাহত প্রজ্ঞা-শক্তি অমৃতময় এবং রজোগুণের অতীত—কখনই মিথ্যা হবার নয়। অতএব তোমরা তাঁদের কথা মিথ্যা বলে' সন্দেহ কোরো না।

(নেপথ্যে)

"হা! আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! এই ঘোর অরণ্য-মধ্যে এই পূর্ণগর্ভা হতভাগিনীকে নিরাশ্রয় দেখে হিংস্র জন্তুরা ঐ দেখ গ্রাস করতে আসচে! উঃ! এর উপর আবার প্রসব-বেদনা! আর সহ্য হয় না—আমি এখনি ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিই!"

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) না জানি, আরও কি কষ্ট আছে!

"সূত্রধার।—
পৃথিবী-তনয়া সীতা
বন-মাঝে পরিত্যক্তা হইয়া তখন
প্রসব-বেদনা-কষ্টে
করিলেন গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন।"

রাম। হা দেবি! হা দেবি! লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, কি হ'ল!

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! এ নাটকাভিনয়।

রাম।—হা দেবি! বনবাস-প্রিয়-সহচরি! রাম হ'তেই তোমার এই দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! সমুদয় অভিনয়টি আগে দেখুন।

রাম।—আচ্ছা, এই দেখ, আমি আপনাকে বজ্রময় কঠিন করলেম। এখন আমি সমস্তই শুনতে প্রস্তুত।

(এক-একটি সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া
সীতাকে ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী ও
ভাগীরথীর প্রবেশ)

রাম।—ধর লক্ষ্মণ, আমার ধর! আমি যেন অকস্মাৎ অননুভূত-পূর্ব্ব ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করচি।

"দেবীদ্বয়।—(সীতার প্রতি)
শান্ত হও সুকল্যাণি!
অদৃষ্ট হয়েছে এবে সুপ্রসন্ন তব,
জল-অভ্যন্তরে দেখ
রঘুবংশ-পুত্র দুটি করেছ প্রসব।"

"সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বটে—দুটি পুত্র-সন্তান প্রসব হয়েছে। হা নাথ! (মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ।—(রামের পদতলে পতিত হইয়া) আর্য্য! আমাদের পরম সৌভাগ্য! আমার বিশ্বাস, এই দুইটি রঘুবংশেরই মঙ্গল-অঙ্কুর। (অবলোকন করিয়া) এ কি! আর্য্য যে ব্যাকুলভাবে অশ্রুবর্ষণ করতে করতে মূর্চ্ছা গেছেন। (বীজন)

"পৃথিবী।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!"

"সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) ভগবতি! তোমরা দুজন কে গো?"

"পৃথিবী।—ইনি তোমার শ্বশুর-কুলদেবতা ভাগীরথী।"

"সীতা।—ভগবতি, তোমাকে নমস্কার।"

"ভাগীরথী।—বৎসে! চরিত্রোচিত কল্যাণ-সম্পদ লাভ কর।"

লক্ষ্মণ।—দেবীর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

"ভাগীরথী।—ইনি তোমার জননী বসুন্ধরা।"

"সীতা।—হা মাত! আমার এই দশা তোমাকে শেষে দেখতে হ'ল!"

"পৃথিবী।—এসো বাছা—এসো জাদু আমার! (সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ।—(সহর্ষে) আঃ! বাঁচা গেল! আর্য্য এখন পৃথিবী ও ভাগীরথীকে নিকটে পেয়েছেন।

রাম।—(দেখিয়া) ওঃ! কি শোচনীয় ব্যাপার!

"ভাগীরথী।—যখন পৃথ্বীদেবীও অপত্য-শোকে ব্যথিতা, তখন দেখচি পৃথিবীতে অপত্য-স্নেহেরই জয়। অথবা প্রাণিমাত্রই এইরূপ মায়াময় সংসার-পাশে আবদ্ধ। বৎসে সীতে! ভূতধাত্রি দেবি বসুন্ধরে!—শান্ত হও, শান্ত হও।"

"পৃথ্বী।—সীতাকে যখন প্রসব করেছি, তখন আর কি করে' শান্ত হব। এক তো অনেক দিন রাক্ষসের মধ্যে বাস, তাতে আবার পতি এঁকে ত্যাগ করেছেন। মায়ের প্রাণে এ কি সহ্য হয়?"

"ভাগীরথী।—কলোন্মুখী দৈবের দ্বার
রুদ্ধ করে সাধ্য আছে কার?"

"পৃথ্বী।—ভাগীরথি! ঠিক্ বলেছ। যাই হোক্, এ রামচন্দ্রেরই উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে।

অগ্নিরে করিয়া সাক্ষী
পরিণয় হয় সীতা সনে,
অগ্নির পরীক্ষা পরে,
—তা কি রাম দেখেনি নয়নে?
না ভাবিল মোর ব্যথা
কিম্বা জনকের কথা
না ভাবিল—সীতা তার বন-সহচরী।
মনে কি ছিল সে কথা
—আমার একমাত্র সীতা?
কেমনে ত্যজিল তারে দেহে প্রাণ ধরি?"

"সীতা।—হা, আর্য্যপুত্র! এঁদের কথাবার্ত্তায় তোমাকে মনে পড়চে।"

"পৃথ্বী।—আঃ! তুমি তোমার আর্য্যপুত্র

"সীতা।—(সলজ্জভাবে ও সরোদনে) হা! মা যা বল্‌চেন, হয় তো সেই কথাই ঠিক।"

রাম।—মাতঃ বসুন্ধরে! আমি এইরূপই বটে।

"ভাগীরথী।—ভগবতী বসুন্ধরে, প্রসন্ন হও। তুমি তো বিশ্ব-সংসারের শরীর—সংসারের কোন কথাই তোমার কাছে অজ্ঞাত থাক্‌তে পারে না। তবে এখন অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত ব্যক্তির মত কেন বল দেখি তোমার জামাতার উপর রাগ করচ?

"সীতার কলঙ্ক-কথা
লোকরাষ্ট্র চারিদিক্‌ময়,
অগ্নিশুদ্ধি লঙ্কাদ্বীপে
হয়েছিল কে করে প্রত্যয়?
ইক্ষ্বাকু-কুলের ধর্ম্ম
প্রজাদের করা আরাধনা?
যদিও সে কষ্টসাধ্য
—না করি' কি করেন বল না।"

লক্ষ্মণ।—প্রাণীদের মধ্যে দেবতারাই অন্তর্য্যামী। বিশেষতঃ গঙ্গাদেবি, আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনাকে প্রণাম!

রাম।—মাতঃ! ভগীরথ-বর্ত্মে আপনার অনুগ্রহ চিরকাল প্রবাহিত হচ্চে।

"পৃথ্বী।—তোমাদের প্রতি তো আমি সর্ব্বদাই প্রসন্ন, তবে আপাততঃ সন্তানের দুঃখে আমার শোকাবেগ দুঃসহ হয়ে উঠেছে—নৈলে কি আমি জানি না, সীতার প্রতি রামচন্দ্রের কতটা অনুরাগ?

দৈববশে জানকীরে করিয়া বর্জ্জন
সতত হৃদয় তাঁর হতেছে দহন।
আছেন জীবিত তিনি শুধু ধৈর্য্য-বলে
কিম্বা তাঁর প্রজাদের বহু পুণ্য-ফলে।"

রাম।—সন্তানের প্রতি গুরুজনের অশেষ স্নেহ।

"সীতা।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া সরোদনে) মা গো! তোমার গর্ভে আমাকে আবার স্থান দেও।"

রাম।—এখন এ ছাড়া আর কি বল্‌বার আছে!

"ভাগীরথী।—না না বাছা! আরও সহস্র বৎসর তোমার পরমায়ু হোক।"

"পৃথ্বী।—এখনও তোমায় পুত্রটিকে যে প্রতি-পালন করতে হবে।"

সীতা।—মা! আমি যে অনাথা—আমার নিজের আর কি করব বল।"

রাম।—হৃদয়! তুই দেখ্‌ছি বজ্রে গঠিত।

"ভাগীরথী।—সে কি? তুমি সনাথা হয়েও আপনাকে অনাথা ভাব্‌চ কেন বল দেখি?"

"সীতা।—এ হতভাগিনী আবার সনাথা কিসে?"

"দেবীদ্বয়।—
অখিল-কল্যাণ তুমি
কেন তবে হেয় জ্ঞান কর আপনায়?
তব সঙ্গ-গুণে যে গো
আমাদেরো পবিত্রতা কত বৃদ্ধি পায়।"

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! ঐ শুনুন, ওঁরা কি বল্‌চেন।

রাম।—লোকে শুনুক্।

(নেপথ্যে কলরব)

রাম।—বোধ হয়, কোন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

"সীতা।—এ কি! সমস্ত আকাশ যে একেবারে জ্ব'লে উঠ্‌ল।"

"দেবীদ্বয়।—বুঝ্‌তে পেরেছি।
কৃশাশ্ব, কৌশিক, রাম—এইরূপ যার গুরুক্রম
সেই সে জৃম্ভক-অস্ত্র আবির্ভূত হইল এখন।"

(নেপথ্যে)

"নমস্কার সীতা দেবি! ওই তব পুত্র দুটি
আজি হ'তে মোদের আশ্রয়।
চিত্র-দরশনকালে আমাদেরে এইরূপ
আদেশিলা রঘুর তনয়॥"

"সীতা।—আমার পরম সৌভাগ্য, আজ এখানে দেবাস্ত্রগুলির আবির্ভাব হ'ল।"

লক্ষ্মণ।—আর্য্য তো এই কথা পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে, অস্ত্রগুলি শেষে তোমার পুত্রেতেই এসে বর্ত্তাবে।

রাম।—
জৃম্ভক পরম অস্ত্র
তোমাদের করি গো প্রণাম,
ধ্যানমাত্র বৎসদের
কাছে আসি' হয়ো অধিষ্ঠান।
হউক মঙ্গল তব!
বিস্ময় আনন্দ মিশি' উচ্ছলিত-শোক ঊর্ম্মি সনে
কি এক নূতনতর
দশা উপস্থিত এবে অকস্মাৎ এ মোর জীবনে!

"দেবীদ্বয়।—বাছা! তোমার ছেলে দুটি ...

রামভদ্রের মত হয়েছে—তুমি এখন এদের নিয়ে সুখী হও।"

"সীতা।—ভগবতি! এখন কে এদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করে' দেবে।

রাম।—

যে কুলের বশিষ্ঠ গুরু, নিজে এই বংশের রক্ষিণী
সংস্কার করিবে কেবা, তাহা কি গো জানেন না ইনি?

"ভাগীরথী।—মা! তোমার এ চিন্তা কেন? স্তনত্যাগের পরেই এদের মহর্ষি বাল্মীকির কাছে দিয়ে আস্‌ব, তা হ'লেই তিনি এদের ক্ষত্রিয়-সংস্কার করবেন। কেননা,

"বশিষ্ঠ, মহর্ষি, আর
অাঙ্গিরস শতানন্দ এঁরাও যেমনি
রঘু ও জনকদের
উভয়েরি কুলগুরু বাল্মীকি তেমনি।"

রাম।—ভগবতী ভাল বিবেচনাই করেছেন।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! আমি নিশ্চয় করে' বলচি, এই সব কথার সূচনায় লব-কুশকে আপনার পুত্র বলেই মনে হয়। কেননা

জৃম্ভক অস্ত্রেতে সিদ্ধ এরাও আজন্ম
বাল্মীকি হ'তে সব সংস্কার-কর্ম্ম
বয়ঃক্রমও ইহাদের দ্বাদশ বৎসর
সত্য কি না মিলাইয়া দেখ একত্তর।

রাম।—এই সব কথা শুনে আমার মন সংশয়-তরঙ্গে এমনি আন্দোলিত হচ্চে যে, আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

"পৃথ্বী।—এস বাছা! তোমাকে রসাতলে নিয়ে যাই—তোমার পরশে রসাতল পবিত্র হোক্।"

রাম।—হা! প্রিয়ে, তুমি কি তবে লোকান্তর-বাসিনী হয়েছ?

"সীতা।—মা! এ অভাগিনীকে আবার তোমার কোলেই স্থান দাও—এ পরিবর্ত্তনময় সংসারের ক্লেশ আর আমার সহ্য হয় না।"

রাম।—না জানি এঁর কি উত্তর দেন।

"পৃথ্বী।—বাছা! আমার অনুরোধ রাখো, যত দিন না এরা স্তনত্যাগ করে, তত দিন তুমি এদের প্রতিপালন কর। তার পর তোমার যা অভিরুচি, তাই কোরো।"

"গঙ্গা।—সেই ভাল।"

[বাল্মীকি-কৃত নাটকে গঙ্গা পৃথিবী সীতার প্রস্থান।"

রাম।—প্রেয়সী কি সত্য সত্যই দেহত্যাগ করেছেন। হা দেবি! দণ্ডকারণ্যপ্রিয়-সহচরি! দেবতা-স্বরূপিণি সুচরিত্রে! তুমি কি আমাকে ছেড়ে লোকান্তরে গিয়ে বাস করচ? (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ।—ভগবান্ বাল্মীকি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! আপনার এ নাটকের উদ্দেশ্য কিছুই যে বুঝতে পারচি নে।

(নেপথ্যে)

ওহে, তোমরা এখন অভিনয় বন্ধ কর। ভো ভো স্থাবর জঙ্গম মর্ত্ত্য প্রাণিগণ! ভগবান্ বাল্মীকির আদেশে এইবার কি পবিত্র আশ্চর্য্য কাণ্ড উপস্থিত হয়, তা তোমরা সকলে প্রত্যক্ষ কর।

লক্ষ্মণ।—(দেখিয়া)

মন্থনের ন্যায় যেন
ভাগীরথী-অম্বুরাশি হইল ক্ষুভিত
দেবর্ষিগণ দেখ
অকস্মাৎ অন্তরীক্ষে আসি' সমুদিত।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অহো!
গঙ্গা মহী আর অন্য দেবতা সহিতে
আর্য্যা সীতাদেবী ওই
উত্থিতা হইলা দেখ সলিল হইতে।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

জগদ্বন্দ্যে অরুন্ধতি! কর গো শ্রবণ
তব হস্তে জানকীরে করি সমর্পণ।
পুণ্যব্রতা বধূটিরে পতির সহিত
অনুগ্রহ করি' এবে কর গো মিলিত।

লক্ষ্মণ।—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আর্য্য, দেখ দেখ। (অবলোকন করিয়া) হায়! এখনও আর্য্যের জ্ঞান হয় নি?

(অরুন্ধতী ও সীতার প্রবেশ)

অরুন্ধতী।—

লজ্জা ত্যাগ করি' বৎসে
ত্বরা করি' কর আগমন।

...ে বাঁচাও জীবন ॥

...হইয়া রামকে স্পর্শ করণ)

...ও।

...। পাইয়া আনন্দে) ওঃ। এ কি!

...ও সবিস্ময়ে) এ কি! দেবী অরুন্ধতী ...র এই যে ঋষ্যশৃঙ্গ, শান্তা, সমস্ত গুরুজনেরা হৃষ্টচিত্তে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

অরুন্ধতী।—বাছা! এই দেখ, ভগীরথের গৃহ-দেবতা ভগবতী গঙ্গাদেবী। উনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

ভাগীরথী।—শোনো রাজাধিরাজ রামচন্দ্র! চিত্র-দর্শনের সময় আমাকে যে বলেছিলে, "মাতঃ! অরুন্ধতীর ন্যায় আপনার এই পুত্রবধূ সীতার প্রতি কল্যাণ-দায়িনী হোন্—এই দেখ আমি সেই বিনয়ে এখন ঋণ-মুক্ত হলেম।

অরুন্ধতী।—আর এই দেখ, তোমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী বসুন্ধরা।

পৃথ্বী।—বাছা! সীতাকে পরিত্যাগ করবার সময় আমাকে যে বলেছিলে, "মাতঃ! আপনার গুণবতী কন্যা সীতাকে আপনিই এখন অবধি রক্ষা করবেন" এই দেখ, সে কথাও আমার প্রতিপালন করা হ'ল।

রাম।—আমি যে মহাপরাধী, আমার উপর আপনারা এত কৃপা বর্ষণ করচেন? (প্রণামকরণ)

অরুন্ধতী।—ওগো পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ, তোমরা শোনো! ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গাদেবী যাঁর অলোক-সামান্য পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা করে' যাঁকে ...মার হস্তে সমর্পণ করেছেন; আর, ভগবান্ অগ্নি ... যাঁর চরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করেছেন, ...পতি প্রভৃতি দেবতারাও সর্ব্বদা যাঁর স্তুতিবাদ ...য় থাকেন, সেই পবিত্র যজ্ঞভূমি-সম্ভবা সূর্য্যবংশের ...বূ সীতাকে যদি রামচন্দ্র এখন পুনর্গ্রহণ করেন, ...ত'লে তোমাদের তাতে কত দূর ...

লক্ষ্মণ।—প্রজা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণিবর্গ আর্য্যা ...তী-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে ঐ দেখ এখন সকলে দেবীকে প্রণাম করচে। আর লোকপালগণ ও ...ঋষী চতুর্দ্দিক হ'তে দেবীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি

স্বর্ণ-প্রতিকৃতি ছাড়ি

সহধর্ম্মিণী তব প্রকৃত সীতারে

আজি হ'তে অশ্বমেধে

নিয়োজিত কর তবে ধর্ম্ম অনুসারে।

সীতা।—(স্বগত) দুঃখিনী সীতার দুঃখ কেমন করে' নিবারণ করতে হয়, তা প্রাণনাথই জানেন।

রাম।—ভাগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য।

লক্ষ্মণ।—আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

সীতা।—আজ আমি যেন প্রাণ পেলেম।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এই দেখুন, নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আবার প্রণাম করচে।

সীতা।—লক্ষ্মণ! তুমি চিরজীবী হয়ে থাকো।

অরুন্ধতী।—ভগবন্ বাল্মীকি! সীতার পুত্র লব-কুশকে রামের কাছে এনে দিন।

[প্রস্থান।

রাম-লক্ষ্মণ।—আমাদের কি সৌভাগ্য—আমরা যা মনে করেছিলেম, তাই তো হ'ল।

সীতা। (সজল-নয়নে ও ঔৎসুক্যের সহিত) কৈ, আমার বাছারা কোথায়?

(বাল্মীকি ও কুশলবের প্রবেশ)

বাল্মীকি।—বৎস কুশ! বৎস লব! ইনিই তোমাদের পিতা রঘুপতি রামচন্দ্র, ইনি কনিষ্ঠতাত লক্ষ্মণ, এই তোমাদের জননী সীতাদেবী। আর ইনি তোমাদের মাতামহ রাজর্ষি জনক।

সীতা।—(হর্ষ, করুণা ও বিস্ময়ের সহিত) কি! আমার পিতা এসেছেন?

কুশলব।—হা তাত—হা মাত—হা মাতামহ!

রাম।—(আহ্লাদে আলিঙ্গন করিয়া) বৎসগণ! বহু পুণ্যফলে আজ আমি তোমাদের পেয়েছি।

সীতা।—কুশ আর জাদু—লব আয় জাদু—তোরা আমার গলা জড়িয়ে ধর্। তোদের মা'র আবার পুনর্জন্ম হ'ল।

লবকুশ।—(তথা করিয়া) আ! আজ আমরা ধন্য হলেম।

সীতা।—ভগবন্! প্রণাম করি।

বাল্মীকি।—এইরূপ সৌভাগ্যবতী হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকো।

দিন! আনন্দ আজ আমার হৃদয়ে ধরচে না। পিতা, কুলগুরু বশিষ্ঠ, আর্য্যা গুরুজনেরা, সতর্ক আর্য্যা শান্তা, দেবর লক্ষ্মণ, কুশ ও লব আজ সকলকেই এখানে একসঙ্গে দেখতে পেলেম—আবার প্রাণনাথও আমার প্রতি এখন প্রসন্ন।

(নেপথ্যে কলরব)

বাল্মীকি।—(উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) লবণকে বধ করে মথুরারাজ শত্রুঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছেন।

লক্ষ্মণ।—এ আর একটি শুভ ঘটনা—আশ্চর্য্য! কল্যাণ কল্যাণেরই অনুগামী!

রাম।—আজ যে-সব ঘটনা হ'ল, সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারচিনে। কি জানি, হয় তো সৌভাগ্যের প্রকৃতিই এইরূপ।

বাল্মীকি। অভিলাষ আছে—ব।

রাম।—এর পর কি ৲ থাকতে পারে? এখন আমার

করুক পাপের ন৲
পুণ্য-রাশি উপচয়
সুমঙ্গল মনোহর এই উপাখ্যান।
—জগত-জননী গঙ্গাদেবীর সমান।

শব্দবেত্তা মহাজ্ঞানী
বাল্মীকি কবির বাণী
অভিনীত হ'ল যাহা নাটক-আকারে,
বুধেরা করুন চিন্তা চিত্তের মাঝারে।

ইতি সম্মিলন-নামক সপ্তম অঙ্ক।

ভট্ট শ্রীভবভূতিবিরচিত
উত্তর-চরিত সমাপ্ত।